স্টিগ লারসন-এর

ইন্টারন্যাশনাল সেনসেশন

দা গার্ল উইথ দি ড্রাগন টাটু

অনুবাদ: মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

মুখবন্ধ

নভেম্বরের এক শুক্রবার

এটা প্রতি বছরই ঘটে, অনেকটা রীতিতে পরিণত হয়েছে যেনো। আজ তার বিরাশিতম জন্মদিন। যথারীতি ফুলটা ডেলিভারি দেয়া হলে র‍্যাপিং পেপার খুলে ডিটেক্টিভ সুপারিন্টেডেন্ট মোরেলকে ফোন করলো সে। ডিটেক্টিভ এখন অবসরে আছে, ডালারনায় অবস্থিত লেক সিলিয়ানে বসবাস করে। তারা যে কেবল সমবয়সী তাই নয় ঠিক একই দিনে জন্মেছে–সব কিছু বিবেচনা করলে ব্যাপারটা পরিহাসেরই। বৃদ্ধ পুলিশের লোকটা নিজের কফি নিয়ে বসেছিলো ফোনকলের আশায়।

"ওটা এসেছে।"

"এ বছর কি পাঠিয়েছে?"

"এটা কি জাতের সেটা আমি জানি না। কাউকে দেখালে বলতে পারবে সেটা কি। জিনিসটা সাদা রঙের।"

"ধরে নিচ্ছি কোনো চিঠি পাঠায় নি।"

"শুধু ফুল। ফ্রেমটা গত বছরেরটার মতোই। নিজের হাতে বানানো টাইপের।"

"পোস্টমার্ক?"

"স্টকহোম।"

"হাতে লেখা?"

"সব সময় যেমনটি হয়। সবটাই ক্যাপিটাল লেটারে, একেবারে পরিস্কার আর গোটা গোটা অক্ষরে লেখা।"

এ কথা বলেই সে হাপিয়ে উঠলো। পরবর্তী এক মিনিট পর্যন্ত কেউ কোনো কথা বললো না। অবসরপ্রাপ্ত পুলিশের লোকটা চেয়ারে হেলান দিয়ে পাইপে টান দিলো। সে জানে এই কেসে নতুন কিছু আলোকপাত করতে পারে সেরকম কোনো মন্তব্য কিংবা কঠিন প্রশ্ন করা হবে না। সেসব করার দিন অনেক আগেই অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এই দুই বৃদ্ধের মধ্যে এই যে কথোপকথন সেটা যেনো অনেকটা রীতিতে পরিণত হয়েছে যার সাথে জুড়ে আছে একটি রহস্য, সেই রহস্যের ব্যাপারে কৌতুহল কিংবা এটা উন্মোচন করার আগ্রহ এ বিশ্বের কারোরই নেই।

লাটিন নামটা হলো *লেপটোসপারমাম (মারটাকিয়া) রুবিনেট*। চার ইঞ্চি লম্বা একটি গাছ এবং এক ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের পাঁচ পাপড়ির একটি সাদা রঙের ফুল।

এই গাছটি অস্ট্রেলিয়ার বনে জঙ্গলে ঘাসের মধ্যে পাওয়া যায়। সেখানে এটাকে ডাকা হয় মরুভূমির তুষার নামে। উপসালার বোটানিক্যাল গার্ডেনের কেউ একজন পরবর্তীতে নিশ্চিত করে বলেছে এই বৃক্ষটি সুইডেনে খুব একটা চাষ করা হয় না। সেই বোটানি মহিলা তার রিপোর্টে লিখেছে এটা চা গাছের গোত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রায়শই এটাকে তার সমগোত্রীয় *Leptospermum scoparium*-এর সাথে গুলিয়ে ফেলা হয় যা কিনা নিউজিল্যান্ডে জন্মায়। এটার ডাক নাম *রুবিনেট*। মহিলা আরো বলেছে রুবিনেটের বিশেষত্ব হলো এর পাপড়িতে বিন্দু বিন্দু গোলাপি ফুটকি থাকার কারণে এটাতে হালকা গোলাপি আভা দেখা যায়।

রুবিনেট একেবারেই সাদামাটা একটি ফুল। এর কোনো ঔষুধি গুণাবলী নেই। নেই কোনো সুগন্ধ। এটা খাওয়ার অযোগ্য, ভেষজ রঙের কাজেও ব্যবহার করা যায় না। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা এই ফুলের প্রাপ্তিস্থান এবং আয়ার্স রক এলাকাকে পবিত্র জ্ঞান করে থাকে।

বোটানি বলেছে সে নিজের চোখে এর আগে এই ফুল কোনোদিন দেখে নি। তবে তার সহকর্মীদের সাথে আলাপ আলোচনা করার পর জানিয়েছে গোথেবর্গ নার্সারিতে এই ফুলের চাষ করার চেষ্টা করা হয়েছিলো। অবশ্য সেটা করেছিলো সৌখিন বোটানিস্টরা। সুইডেনে এটা চাষ করা খুব কঠিন কারণ এটার জন্য চাই শুষ্ক আবহাওয়া, তাছাড়া ক্যালসিয়াম কার্বোনেট সমৃদ্ধ মাটিতে ছয় মাস ইনডোরে রাখতে হয় এটাকে। নিয়মিত পানি দেয়া এবং পরিচর্যারও দরকার হয়।

ফুলটি বিরল হওয়াতে এটা ট্রেস করা সহজ হওয়ার কথা কিন্তু বাস্তবে দেখা গেলো কাজটা একেবারেই অসম্ভব। কোনো রেজিস্ট্রি নেই যে খোঁজ নেয়া যাবে, কোনো লাইসেন্সও নেই যে খতিয়ে দেখা হবে। এখানে সেখানে হয়তো হাতে গোনা কয়েকশ' উৎসাহী লোক এটার বীজ অথবা চারা সংগ্রহ করে রোপন করে থাকবে। তারা হয়তো বন্ধুদের সাথে এটা বিনিময় করে থাকবে কিংবা ইউরোপের কোথাও থেকে মেইল করে কেনার অর্ডার দিয়ে থাকবে।

কিন্তু এটা প্রতিবছর রহস্যময়ভাবে নভেম্বরের প্রথম দিনে পোস্টের মাধ্যমে পাঠানো হয়ে থাকে। ফুলগুলো সব সময়ই খুব সুন্দর হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওয়াটার কালারের র‍্যাপিং পেপার দিয়ে মোড়ানো থাকে ছয় বাই এগারো ইঞ্চির সাদামাটা একটি ফ্রেমের ভেতর।

ফুলের এই অদ্ভুত গল্পটি কখনই প্রেসের কাছে রিপোর্ট করা হয় নি। খুব অল্প কয়েকজন লোকই এ সম্পর্কে জানে। ত্রিশ বছর আগে যখন প্রথম বারের মতো ফুলটা এলো তখন অনেকেরই আগ্রহের বিষয় ছিলো সেটা–ন্যাশনাল ফরেনসিক ল্যাবরেটরি, ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট, গ্রাফোলজিস্ট, অপরাধ তদন্তকারী এবং গ্রহীতার দুয়েকজন আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধব। এখন এই নাটকের

অভিনেতার সংখ্যা মাত্র তিনজন : বয়স্ক সেই লোক যার জন্মদিনে ফুলগুলো এসে থাকে, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার আর যে ব্যক্তি এই ফুল পাঠায়। প্রথম দু'জনের বয়স এতোটাই বেশি হয়ে গেছে যে খুব জলদিই আগ্রহীর সংখ্যা আরো কমে আসবে।

পুলিশের লোকটা বেশ কঠিন একজন মানুষ। নিজের প্রথম কেসটার কথা সে কখনও ভুলবে না যেখানে একটি ইলেক্ট্রিক্যাল সাবস্টেশনের এক মাতাল আর হিংস্র শ্রমিককে গ্রেফতার করেছিলো কারো কোনো রকম ক্ষতি করার আগেই। কর্মজীবনে মাছচোর, বউপেটানো স্বামী, প্রতারক, গাড়িচোর, মাতাল ড্রাইভারের মুখোমুখি হয়েছে সে। সিঁধেলচোর, মাদকব্যবসায়ী, ধর্ষণকারী এবং একজন বোমাবাজেরও মোকাবেলা করতে হয়েছে তাকে। নয় নয়টি হত্যাকাণ্ডের কেসেও সে জড়িত ছিলো। এরমধ্যে পাঁচটি হত্যার ঘটনায় খুনি নিজেই পুলিশকে ফোন করেছিলো। নিজের বউ, ভাই কিংবা আত্মীয়কে খুন করে নিজেই স্বীকার করে নেয় খুনের দায়। দুটো হত্যার ঘটনায় কিছুদিনের মধ্যেই সমাধান করেছিলো সে। অন্যটির জন্যে ন্যাশনাল ক্রিমিনাল পুলিশের সাহায্য লেগেছিলো, আর সময়ও লেগেছিলো দু'বছর।

নবম কেসটি পুলিশের জন্যে আত্মতুষ্টির ছিলো, ওটাতে তারা জানতো কে খুন করেছে, কিন্তু খুনির বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণের স্বল্পতার কারণে মামলাটি বেশিদিন চলে নি। তবে মোটের উপর নিজের ক্যারিয়ারের দিকে পেছন ফিরে দেখলে তার ভালোই লাগে। খুবই উজ্জ্বল একটি কর্মময় জীবন ছিলো তার।

তারপরও সে সন্তুষ্ট নয়।

ডিটেক্টিভের জন্যে 'ফুলের কেস'টি অনেক বছর ধরেই একটি আত্মপীড়া হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে–তার শেষ, অসমাপ্ত, সমাধানহীন আর হতাশাজনক একটি কেস। অফ আর অন ডিউটিতে হাজার হাজার ঘণ্টা ব্যয় করেও কোনো সামাধান করা যায় নি। নিশ্চিত করে বলা যায় নি কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কিনা।

এ দু'জন মানুষ জানে যে-ই ফুলগুলো পাঠিয়ে থাকুক না কেন সে হাতে দস্তানা পরে থাকে। ফ্রেম এবং কাঁচে কোনো আঙুলের ছাপ পাওয়া যায় নি। এরকম ফ্রেম সারা বিশ্বের যেকোনো স্টেশনারি দোকান কিংবা ছবিতোলার স্টুডিওতে পাওয়া যায়। একেবারেই সাদামাটা একটি জিনিস। ট্রেস করার মতো কিছু নেই। বেশিরভাগ সময়ই পার্সেলটা স্টকহোম থেকে পোস্ট করা হয়েছে, তবে তিনবার করা হয়েছে লন্ডন থেকে, দু'বার প্যারিস আর কোপেনহেগেন এবং একবার মাদ্রিদ, বন, পেনসাকোলা আর ফ্লোরিডা থেকে।

ফোনটা নামিয়ে রেখে বিরাশি বছরের বৃদ্ধ চেয়ারে বসে দীর্ঘক্ষণ ধরে এখন পর্যন্ত নাম না জানা ফুলটার দিকে চেয়ে রইলো, এরপর তাকালো তার ডেস্কের

উপরের দেয়ালের দিকে। ওখানে তেতাল্লিশটি প্রেস্‌ড করা ফুলের ফ্রেম টাঙানো আছে। দশটি করে মোট চারটা সারিতে চল্লিশটি আর নীচের সারিতে চারটি। সবার উপরে থাকা সারির নবম ফুলটি নেই। 'মরুভূমির তুষার' নামে পরিচিত ফুলটি হবে চোচৌল্লিশ নাম্বার।

আচমকা কাঁদতে শুরু করলো সে। প্রায় চল্লিশ বছর পর আচমকা নিজের এই আবেগীয় বর্হিপ্রকাশে নিজেই বেশ অবাক হলো।

অধ্যায় ১

শুক্রবার, ডিসেম্বর ২০

মামলাটি চিরতরের জন্যে শেষ হয়ে গেলো। যা বলার তা বলা হয়ে গেছে, তবে সে যে হেরে যাবে সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ তার ছিলো না। শুক্রবার সকালে লিখিত রায় দেয়া হলো, বাকি রইলো কেবল ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের করিডোরে অপেক্ষমান রিপোর্টারদের কাছ থেকে প্রশ্নবানে জর্জরিত হওয়া।

"কাল," মিকাইল ব্লমকোভিস্ট তাদেরকে দরজার কাছে দেখে হাটার গতি কমিয়ে ফেললো। রায় নিয়ে আলোচনা করার কোনো ইচ্ছে না থাকলেও প্রশ্নের হাত থেকে রক্ষা নেই, অন্য সবার মতো সেও জানে তাকে প্রশ্ন করা হবে, আর তার জবাবও দিতে হবে। *একজন অপরাধী হলে এমনই হয়,* মনে মনে ভাবলো সে। একটু সোজা হয়ে মুখে হাসি আঁটার চেষ্টা করলো। তার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন আর বিব্রত একটি অভ্যর্থনা জানালো উপস্থিত রিপোর্টাররা।

"আচ্ছা...*আফটোনব্লাডেট, এক্সপ্রেসেন,* টিটিওয়্যার সার্ভিস, টিভি৪, আর...আপনি কোত্থেকে?...ওহ্, বুঝেছি, *ডাগেন্স নিটার।* আমি মনে হয় সেলিব্রেটি হয়ে গেছি," বললো ব্লমকোভিস্ট।

"আমাদের কিছু চমৎকার তথ্য দিন, কাল ব্লমকোভিস্ট।" এক সান্ধ্যকালীন পত্রিকার সাংবাদিক বললো।

ব্লমকোভিস্ট নিজের ডাক নামটা শুনলেও যথারীতি জোর করে বিরক্তিটা লুকালো। তার বয়স যখন মাত্র তেইশ তখন একজন সাংবাদিক হিসেবে তার প্রথম কাজ শুরু হয়েছিলো টানা দু'বছর ধরে পাঁচ পাঁচটি ব্যাঙ্ক ডাকাতির দলকে ধরিয়ে দেয়ার মাধ্যমে। সবগুলো ডাকাতিই যে ঐ গ্যাং করেছে সেটা নিশ্চিত ছিলো। ঐ ডাকাত দলের ট্রেডমার্ক ছিলো একসাথে নিখুঁত দক্ষতায় দুটো ব্যাঙ্ক ডাকাতি করা। তারা ডিজনি ওয়ার্ল্ডের মুখোশ ব্যবহার করতো, ফলে পুলিশ সঙ্গত কারণেই দলটির নাম দেয় ডোনাল্ড ডাক গ্যাং। তবে পত্রিকাগুলো পুণঃনামকরণ করে বিয়ার গ্যাং হিসেবে। এই নামটি অবশ্য বেশি সঙ্গত ছিলো কারণ দলটি দু'দুবার কৌতুহলী পথচারীদের দিকে নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিলো তাদেরকে তাড়ানোর জন্য।

তাদের ছয় নাম্বার ডাকাতিটা ছিলো হলিডে মওসুমে ওস্টারগোটল্যান্ডের একটি ব্যাঙ্কে। স্থানীয় রেডিওর এক রিপোর্টার ঐ সময় ঘটনাচক্রে ব্যাঙ্কেই অবস্থান করছিলো। ডাকাতেরা ডাকাতি করে চলে যেতেই সেই রিপোর্টার কাছের একটা ফোনবুথ থেকে পুরো ঘটনাটি লাইভ রিপোর্ট করে।

ব্লমকোভিস্ট তখন কাটরিনহোমে তার মেয়েবন্ধুর বাবা-মা'র একটি ক্যাবিনে সময় কাটাচ্ছিলো। সেই কারণেই সে কানেকশানটি কিভাবে করতে পেরেছিলো সেটা কখনও কাউকে, এমনকি পুলিশকেও ব্যাখ্যা করে নি। তবে সংবাদটি প্রচার হবার সময় ক্যাবিনে বসে যখন শুনছিলো তখন মনে পড়ে গেলো তার কেবিন থেকে কয়েকশ ফিট দূরে অন্য আরেকটি ক্যাবিনে চারজন লোক আছে। তাদেরকে সে ব্যাডমিন্টন খেলতে দেখেছে : চারজন সোনালি চুলের শক্তসামর্থ্য শরীরের শর্ট পরা খালি গায়ের যুবক। তারা অবশ্যই বডিবিল্ডার। তাদের মধ্যে এমন কিছু ছিলো যার জন্যে তাদের দিকে ভালো ক'রে লক্ষ্য করেছিলো সে–হয়তো প্রখর রোদে তারা খেলছিলো বলে। তার কাছে মনে হয়েছিলো এভাবে খেলার জন্য প্রচণ্ড স্ট্যামিনার দরকার হয়।

তাদেরকে ব্যাঙ্ক ডাকাত হিসেবে সন্দেহ করার কোনো কারণই ছিলো না। তারপরেও সে তাদের ক্যাবিনের দিকে গেলো খোঁজ নেবার জন্যে। কেবিনটা একেবারে খালি। ক্যাবিনের প্রাঙ্গনে একটা ভলভো পার্ক করার চল্লিশ মিনিট আগের ঘটনা এটি। যুবকেরা তাড়াহুড়ো ক'রে গাড়ি থেকে নেমে এলো, তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে স্পোর্টিংব্যাগ। সে ভাবলো তারা হয়তো সুইমিংপুলে সাঁতার কেটে ফিরে এসেছে। তবে তাদের মধ্যে একজন আবারো গাড়ির কাছে ফিরে গিয়ে পেছনের ডালা থেকে একটা জিনিস নিয়ে জ্যাকেটের ভেতর লুকিয়ে রেখে ফিরে এলো। অনেক দূর থেকে দেখলেও ব্লমকোভিস্টের বুঝতে বাকি রইলো না জিনিসটা একে-৪৭ রাইফেল ছাড়া আর কিছু না। কারণ মিলিটারি সার্ভিসে থাকার সময় এটা তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলো।

পুলিশকে সে ফোন করে জানালে তিনদিনব্যাপী কেবিন সিজ করার ঘটনার সূত্রপাত ঘটে। মিডিয়ায় পুরো ঘটনাটি লাইভ প্রচার করা হয়েছিলো। এক পত্রিকা ব্লমকোভিস্টকে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে রিপোর্টার হিসেবে ভাড়া করে। কারণ ব্লমকোভিস্ট যে ক্যাবিনে ছিলো তার কাছেই পুলিশ অস্থায়ী স্টেশন স্থাপন করে।

বিয়ার গ্যাংয়ের পতন তাকে রাতারাতি তারকা বানিয়ে ফেলে আর সেই সাথে শুরু হয়ে যায় সাংবাদিক হিসেবে তার কর্মজীবন। সেলিব্রেটি হওয়ার খেসারতও তাকে দিতে হয়েছে। অন্য এক পত্রিকা শিরোনাম করেছিলো : 'কেসটার জট খুলেছে কাল ব্লমকোভিস্ট।' তার মুখ থেকে পুরো কাহিনীটা লিখে ফেলে এক বয়সী মহিলা কলামিস্ট আর এই গল্পটা তরুণ ডিটেক্টিভ অ্যাস্ট্রিড লিন্ডগ্রিনের বাচ্চাদের একটি বইয়েও ঠাঁই পায়। ব্যাপারটা আরো খারাপ হয়ে যায় যখন পত্রিকাটি তর্জনী তুলে মুখ হা করা তার একটি ছবি ছাপিয়ে দেয় প্রথম পৃষ্ঠায়।

ব্লমকোভিস্ট যে তার জীবনে কখনও কার্ল নামটি ব্যবহার করে নি তাতে

কিছুই এলো গেলো না। সেই থেকে তার প্রবল আপত্তি থাকা সত্ত্বেও ডাক নাম হয়ে গেলো কাল ব্লমকোভিস্ট। অ্যাস্ট্রিড লিন্ডগ্রিনের বই তার পছন্দের হলেও ঐ ডাক নামের কারণে সেটাও তার কাছে বিরক্তিকর বলে মনে হয়। এই নামটি বিস্মৃত হতে অনেক বছর লেগে গিয়েছিলো। তবে এখনও যদি কেউ এ নামে তাকে ডাকে তার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

মুখে কৃত্রিম হাসি এঁটে সান্ধ্যকালীন পত্রিকার সেই রিপোর্টারকে বললো সে : "ওহ, তুমি নিজেই ভেবে নাও না। সব সময় তো তাই করো।"

তার কণ্ঠে কোনো রাগ নেই। তারা সবাই একেঅন্যেকে কম বেশি চেনে। অবশ্য ব্লমকোভিস্টের সবচাইতে কড়া সমালোচক আজ আসে নি। সেই লোকের সাথে এক সময় সে কাজও করেছে। কয়েক বছর আগে এক পার্টিতে টিভি৪-এর *শি* অনুষ্ঠানের এক মহিলা রিপোর্টারকে প্রায় বাগিয়ে ফেলেছিলো।

"আজ আপনি বেশ বিপাকে পড়ে গিয়েছিলেন," *ডাগেন্স নিটার*-এর সাংবাদিক বললো। বোঝাই যাচ্ছে এক তরুণ পার্টটাইমার সে। "কেমন লাগছে আপনার?"

পরিস্থিতির গভীরতা সত্ত্বেও ব্লমকোভিস্ট আর সেই পুরনো সাংবাদিক না হেসে পারলো না। টিভি৪-এর সাংবাদিকের দিকে তাকালো সে। *আপনার কেমন লাগছে?* বেরসিক স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফিনিশিংলাইন অতিক্রম করার পর দম ফুরিয়ে যাওয়া ক্রীড়াবিদের মুখের সামনে মাইক্রোফোন ধরেছে যেনো।

"আদালতের রায় ভিন্ন রকম হয় নি বলে আমার আক্ষেপ আছে," সে বললো।

"তিন মাস কারাবাস আর ১৫০০০০ ক্রোনার জরিমানাটা তো একটু বেশিই হয়ে গেলো," টিভি৪-এর মহিলা রিপোর্টার বললো তাকে।

"আমি টিকে থাকতে পারবো।"

"আপনি কি ওয়েনারস্ট্রমের কাছে ক্ষমা চাইবেন? তার সাথে হাত মেলাবেন?"

"মনে হয় না।"

"তাহলে আপনি এখনও তাকে একজন জোচ্চোরই বলবেন?" *ডাগেন্স নিটার* জানতে চাইলো।

আদালত কিছুক্ষণ আগে রায় দিয়েছে ব্লমকোভিস্ট বিশিষ্ট ধনী ব্যাঙ্কার হান্স এরিক ওয়েনারস্ট্রমের মানহানি করেছে। মামালাটি শেষ হয়ে গেছে, আপিল করার কোনো পরিকল্পনা তার নেই। তাহলে আদালতের বাইরে এসে সেই কথাটা আবার বললে কি হতে পারে? ব্লমকোভিস্ট সিদ্ধান্ত নিলো সেটা না করার জন্যে।

"আমি ভেবেছিলাম আমার কাছে থাকা তথ্য প্রকাশ করার সঙ্গত কারণ

রয়েছে। আদালত অবশ্য অন্য রকম রায় দিয়েছেন। আমাকে আদালতের রায়ই মেনে নিতে হচ্ছে। আমরা কি করবো না করবো সেটা ভেবে দেখার আগে আমাদের সম্পাদকীয় স্টাফরা এ নিয়ে আলোচনা করবেন। আমার আর কিছু বলার নেই।"

"কিন্তু আপনি কি করে ভুলে গেলেন সাংবাদিকেরা তাদের উদ্ধৃতির ব্যাকআপ রেখে থাকেন?" টিভি৪-এর রিপোর্টার জানতে চাইলো। মহিলার ভাবভঙ্গী দেখে কিছু বোঝা না গেলেও ব্লমকোভিস্টের মনে হলো তার চোখে একধরণের হতাশা বিরাজ করছে।

ডাগেন্স নিটার-এর ছেলেটা বাদে উপস্থিত রিপোর্টারদের সবাই বেশ ঝানু সাংবাদিক। তাদের কাছে তার জবাবটা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। "আমার আর কিছু বলার নেই," আবারো বললো সে। সব রিপোর্টার তার কথা মেনে নিলেও টিভি৪-এর মেয়েটা দরজা আঁটকে দাঁড়িয়ে থেকে ক্যামেরার সামনে প্রশ্ন করলো। যতোটা আশা করেছিলো মেয়েটি তারচেয়েও বেশি মমত্ব দেখাচ্ছে। বাকি রিপোর্টাররা এখনও সেই মেয়ের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, তারা পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারে নি। খবরটা শিরোনামে যাবে তবে সে এও জানে এটা এ বছরের সেরা খবর নয়। রিপোর্টারদের যা পাওয়ার দরকার ছিলো তারা তা পেয়ে গেছে এখন সবাই ছুটছে যার যার নিউজরুমের দিকে।

একটু হাটার কথা ভাবলো সে কিন্তু সময়টা ডিসেম্বরের প্রচণ্ড ঠাণ্ডার, ইতিমধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে ঠাণ্ডায় জমে গেছে। আদালতের সিঁড়ি দিয়ে নামতেই দেখতে পেলো উইলিয়াম বর্গ গাড়ি থেকে বের হচ্ছে। এতোক্ষণ সে নিশ্চয় গাড়িতে বসে বসে তার সাংবাদিকদের সাথে তার ইন্টারভিউ দেখছিলো। তাদের চোখাচোখি হতেই বর্গ হেসে ফেললো।

"তোমার হাতে ঐ কাগজটা দেখে খুব দারুণ লাগছে।"

ব্লমকোভিস্ট কিছু বললো না। তাদের দু'জনের মধ্যে পনেরো বছরের সম্পর্ক। একটি পত্রিকায় তারা দু'জনেই কাব রিপোর্টার হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছে। এটা হতে পারতো চমৎকার বোঝাপড়ার একটি সম্পর্ক কিন্তু তাদের মধ্যেকার সম্পর্কের ভিত্তিটা হলো আজীবনের শত্রুতা। ব্লমকোভিস্টের চোখে বর্গ একজন তৃতীয় শ্রেণীর রিপোর্টার এবং বিরক্তিকর ব্যক্তি যে কিনা তার চারপাশের লোকজনকে টিটকারি আর টিপ্পনি মেরে অতীষ্ঠ করে রাখে সারাক্ষণ। ঝানু সাংবাদিকদেরকেও সে উল্টাপাল্টা কথা বলতে ছাড়ে না। মনে হয় বয়স্ক মহিলা রিপোর্টারদের সে একটু বেশি অপছন্দ করে। তাদের সাথে তার সব সময়ই ঝগড়া লেগে থাকে। ব্যাপারটা একেবারে ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে যায়।

অনেক বছর ধরেই তাদের মধ্যে তিক্ততার সম্পর্ক বিরাজ করেছে তবে নব্বই দশকে এসে ব্যাপারটা চরম শত্রুতায় রূপ নেয়। ব্লমকোভিস্ট

ফাইনান্সিয়াল সাংবাদিকতার উপর একটি বই লিখেছিলো তাতে বর্গের লেখা বেশ কয়েকটি গর্দভমার্কা আর্টিক্যালের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছিলো সে। এ নিয়ে দু'জনার মধ্যে রীতিমতো মারামারি হবার উপক্রম হয়েছিলো তখন। এরপর বর্গ সাংবাদিকতা ছেড়ে পাবলিক রিলেশন্স অফিসার হিসেবে কাজ শুরু করে—রিপোর্টারের চেয়ে বেতন-ভাতা বেশ ভালো—এমন একটি ফার্মে যারা ঘটনা জট পাকাতে বেশি পারঙ্গম। সেই প্রতিষ্ঠানটি এরিক হান্স ওয়েনারস্ট্রমেরই একটি প্রতিষ্ঠান।

ব্লমকোভিস্ট ঘুরে চলে যাবার আগে স্থির চোখে তারা দু'জনেই একে অন্যের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো। কোর্টে এসে তাকে টিপ্পনি মারাটা বর্গের জন্যে টিপিক্যাল ব্যাপারই।

বর্গের সামনে ৪০ নাম্বার বাসটা এসে ব্রেক কষলে ব্লমকোভিস্ট যেনো পালিয়ে যাবার একটা মোক্ষম সুযোগ পেয়ে গেলো। ফ্রিডমপ্লানে নেমে গেলেও বুঝতে পারলো না কী করবে, কোথায় যাবে। তার হাতে এখনও রায়ের কপিটা আছে। অবশেষে পুলিশ স্টেশনের পাশে ক্যাফে আনা'তে ঢুকে পড়লো সে।

কফি আর স্যান্ডউইচ অর্ডার দেবার আধ মিনিট পরই লাঞ্চটাইম নিউজ শুরু হয়ে গেলো রেডিওতে। জেরুজালেমে আত্মঘাতি বোমা বিস্ফোরণ আর কনস্ট্রাকশন শিল্পে দুর্নীতি তদন্তের জন্যে সরকার কর্তৃক গঠিত নতুন তদন্ত কমিটির খবরটার পরেই তারটা দেখানো হলো।

শিল্পপতি হান্স-এরিক ওয়েনারস্ট্রমের বিরুদ্ধে মানহানিকর সংবাদ পরিবেশনের দায়ে *মিলেনিয়াম* ম্যাগাজিনের সাংবাদিক মিকাইল ব্লমকোভিস্টকে আদালত ৯০ দিনের কারাবাসের শাস্তি দিয়েছেন। এ বছরের শুরুতে এক আর্টিকেলে ব্লমকোভিস্ট দাবি করেছিলো শিল্পপতি ওয়েনারস্ট্রম সরকারী শিল্পখাতের তহবিল ব্যবহার করে পোল্যান্ডে অস্ত্রব্যবসায় বিনিয়োগ করেছে। ব্লমকোভিস্টকে ১৫০০০০ ক্রোনার জরিমানাও করা হয়েছে। ওয়েনারস্ট্রমের আইনজীবি বার্টিল ক্যামনারমার্কার বলেছে, তার মক্কেল আদালতের রায়ে খুশি। এটি একটি অসাধারণ মানহানির মামলা ছিলো বলে সে মন্তব্য করেছে।

রায়টি ছাব্বিশ পৃষ্ঠায় লিখিত। আদালত দেখেছেন ব্লমকোভিস্ট মোট পনেরো রকমের মানহানির অভিযোগে অভিযুক্ত তাই প্রতিটির জন্যে দশ হাজার ক্রোনার জরিমানা দিতে হবে তাকে আর ছয় দিন কাটাতে হবে জেলে। তার উপরে বাদী এবং তার নিজের আইনজীবির সমস্ত ফি'ও তাকেই পরিশোধ করতে হবে। কতো টাকা হতে পারে সেটা ভেবে পেলো না। তবে জানে সেটার পরিমাণ অনেক বেশি হবে। আদালত তাকে বাকি সাতটি অভিযোগ থেকে অব্যহতি দিয়েছেন।

রায়টি পড়তেই এক ধরণের অস্বস্তি টের পেলো সে আর পেটটাও কেমন

জানি মোচড় দিয়ে উঠছে। অবাক হলো। মামলা যখন শুরু হলো তখনই জানতো এ থেকে মুক্তি পাওয়া অলৌকিক ব্যাপার হবে। রায়ের জন্যে সে প্রস্তুতই ছিলো। মামলা চলাকালীন সময়টাতে বেশ শান্তই ছিলো সে, শেষ এগারো দিন তো রীতিমতো অনুভূতিহীন হয়ে গিয়েছিলো। অথচ রায় হবার পর এখন কিনা তার মধ্যে এরকম অস্বস্তি একটি অনুভূতি বয়ে যাচ্ছে।

স্যান্ডউইচে কামড় বসাতেই সেটা খুব বিস্বাদ লাগলে কোনোরকম সেটা গিলে প্লেটটা সরিয়ে রাখলো।

এই প্রথম ব্লমকোভিস্ট কোনো মামলায় অভিযুক্ত হলো বলা চলে। এটা অবশ্য খুব বড়সড় কোনো অপরাধ নয়। রায়েও সেটা বলা আছে। সশস্ত্র ডাকাতি কিংবা খুন-ধর্ষণের মতো কিছু না। টাকা-পয়সার দিক থেকে দেখলে এটা অবশ্য খুবই মারাত্মক একটি অপরাধ–মিলেনিয়াম ম্যাগাজিনটা মিডিয়া জগতে এমন কেউকেটা কিছু নয়–বরং বলা যায় সেটা টাকা-পয়সার টানাটানিতে এমনিতেই জর্জরিত হয়ে আছে। আসল সমস্যা হলো ব্লমকোভিস্ট শুধুমাত্র ম্যাগাজিনটার রিপোর্টারই নয়, সে এটার একজন অংশীদারও বটে। পত্রিকায় লেখালেখি করার পাশাপাশি সে এটার প্রকাশকও। ১৫০০০০ ক্রোনারের যে জরিমানা সেটা তাকেই পরিশোধ করতে হবে। এটা করতে গেলে তার সমস্ত সঞ্চয় নিঃশেষ হয়ে যাবে সেটা সে জানে। ম্যাগাজিন অবশ্য কোর্টের খরচটা মেটাতে পারবে। বুঝেশুনে বাজেট করলে এটা করা যাবে।

নিজের অ্যাপার্টমেন্টটা বিক্রি করার কথাও ভাবলো সে। যদিও এটা করতে গেলে তার অনেক খারাপ লাগবে। আশির দশকের শেষ দিকে তার সময় যখন বেশ ভালো যাচ্ছিলো তখন নিজের থাকার মতো একটি জায়গার জন্যে সে মুখিয়ে ছিলো। অনেক খুঁজেটুজে শেষে বেলমাঙ্গসগাটানে একটা ৭০০ বর্গফুটের অ্যাপার্টমেন্ট পছন্দ করে। এর আগের মালিক আচমকা চাকরির সুবাদে বাইরে চলে যাওয়াতে ব্লমকোভিস্ট সেটা কিনে নেয় বেশ ভালো দামে।

অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরটা সে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছিলো। বাথরুম আর রান্নাঘরটা অনেক টাকা খরচ করে ঠিক করেছে। অ্যাপার্টমেন্টের দুটো বিশাল জানালা আর একটি বেলকনি আছে যা দিয়ে স্টকহোমের পুরনো এলাকা গামলা স্টন আর রিডার্ফইয়ারডেন নদীটা দেখা যায়। স্লাসেন লকের পাশে লেকটা এবং সিটি হলের কিছু অংশও দেখা যায় সেখান থেকে। আজকের দিন হলে এরকম একটি অ্যাপার্টমেন্ট কেনার ক্ষমতা তার হোতো না। যেকোনোভাবেই হোক এটা সে ধরে রাখতে চায়।

তবে সে যদি অ্যাপার্টমেন্টটা হারায়ও সেটা তার পেশাদার জীবনের বিপর্যয়ের চেয়ে বেশি কিছু হবে না। এই ক্ষতিপূরণ হতে অনেক সময় লাগবে–অবশ্য শেষ পর্যন্ত যদি সেটা পূরণ করা যায় তো।

ব্যাপারটা আস্থার। ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে সম্পাদক সাহেব তার নামে কোনো সংবাদ ছাপাতে ইতস্তত বোধ করবেন সেটাই স্বাভাবিক। এই লাইনে তার অনেক বন্ধুবান্ধব আছে যারা মনে করবে সে মন্দভাগ্য কিংবা বিরল পরিস্থিতির শিকার। তবে এটাও তো ঠিক, এরপর তার পক্ষে সামান্যতম ভুলও করা সম্ভব হবে না।

সবচাইতে বেশি কষ্টের ব্যাপার হলো নাজেহাল হওয়া। অবমাননার শিকার হওয়া। সব প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আর্মানি সুট পরা এক সেমি-গ্যাংস্টারের কাছে হেরে গেছে সে। স্টকমার্কেটের এক জুয়ারি, যার পকেটে থাকে সেলিব্রিটি লইয়ার। পুরো মামলায় তারা তাকে সহায়তা করেছে।

কিভাবে সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেলো?

ওয়েনারস্ট্রম ঘটনাটি দেড় বছর আগে মধ্যগ্রীষ্মে সাইত্রিশ ফিট লম্বা মালার-৩০ বিমানের ককপিটে বেশ সম্ভাবনার সাথেই শুরু হয়েছিলো। শুরুটা হয়েছিলো কাকতালীয়ভাবেই, কারণ এক সাবেক সাংবাদিক বন্ধু, যে কিনা কাউন্টি কাউন্সিলে তখন পাবলিক রিলেশন্সে কাজ করতো, সে তার নতুন মেয়েবন্ধুকে মুগ্ধ করতে চেয়েছিলো। স্টকহোমের আর্কিওপেলাগে কয়েক দিন নৌভ্রমণ করে রোমান্টিক সময় কাটাতে চেয়েছিলো সে। তার মেয়েবন্ধুটি কেবলমাত্র পড়াশোনা করার জন্য হালস্টামার থেকে স্টকহোমে চলে আসে। বাইরে ঘোরার জন্যে সে রাজি হয় এক শর্তে : যদি তার বোন আর তার ছেলেবন্ধুকেও সাথে নিয়ে যাওয়া হয়। হালস্টামারের ঐ তিনজনের কারোরই নৌভ্রমণের অভিজ্ঞতা ছিলো না। আর দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো ব্লমকোভিস্টের সেই কলিগের অভিজ্ঞতার থেকে বেশি ছিলো উৎসাহী। ভ্রমণের তিন দিন আগে তাদের সাথে পঞ্চম ব্যক্তি হিসেবে যোগ দেবার জন্যে বলা হয় তাকে, যেহেতু তার রয়েছে নেভিগেশনের অভিজ্ঞতা।

ব্লমকোভিস্ট খুব একটা না ভেবেই রাজি হয়ে যায় ভালো খাবারদাবার, একটু ভ্রমণ আর সঙ্গীদের সাথে আড্ডা দেবার লোভে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই আনন্দের বদলে মহাবিপর্যয়ে পরিণত হয়। তারা কেবলমাত্র নয় নটিক্যাল মাইল ভ্রমণ করে ফরুসান্ড থেকে বুলান্ডোথে গিয়ে পৌছাতেই বন্ধুর নতুন মেয়েবন্ধুটি সি-সিকনেসে আক্রান্ত হয় আর তার বোন নিজের ছেলেবন্ধুর সাথে ঝগড়া শুরু করে দেয়, তাদের কারোরই যে নৌভ্রমণের ব্যাপারে কোনো জ্ঞান নেই সেটা বোঝা গিয়েছিলো। ব্লমকোভিস্ট বাকিদের অযাচিত উপদেশ কানে না তুলে বোটের হাল তুলে নেয় নিজের কাঁধে। আঙ্গসো উপসাগরে প্রথম রাত কাটানোর পর সে ঠিক করে ফুরুসান্ডে নোঙর করে একটা বাসে চেপে বাড়ি চলে আসবে। তবে সবার অনেক অনুরোধে বোটে থেকে যায় সে।

পরের দিন বিকেলে তারা আরোহোমা দ্বীপের একটি জেটিতে নোঙর করে। লাঞ্চের সময় ব্লমকোভিস্ট দেখতে পেলো হলুদ রঙের একটি ফাইবারগ্লাসের এম-৩০ বিমান উপসাগরের দিকে নেমে আসছে তাদের জেটির দিকে। ব্লমকোভিস্ট আরো দেখতে পেলো তাদের বোটের পাশে যে সংকীর্ন জায়গা আছে সেখানে উভচর বিমানটির স্থান সংকুলান হয়ে যাবে। মাস্তলের সামনে এসে সে বিমানের লোকটাকে হাত দিয়ে ইশারা করলে লোকটা তাকে হাত নেড়ে ধন্যবাদ জানিয়ে জেটির দিকে এগোতে থাকলে একা একা দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে থাকে ব্লমকোভিস্ট। জেটির কাছে আসতেই বিমানের পাইলট এমনভাবে তার দিকে তাকিয়ে হাসি দেয় যেনো তাদের মধ্যে অনেক দিনের পরিচয় আছে।

"হাই, রোবান। তুমি তোমার ইঞ্জিনটা ব্যবহার করছো না কেন, তাহলে তো আর হার্বারের অন্যসব বোটের গায়ে আঁচড় লাগে না?"

"হাই, মিকি। ভেবেছিলাম তোমাকে বোধহয় আমি চিনি।"

রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে তারা এক অন্যের সাথে হাত মেলায়।

সত্তুর দশকে কুঙ্গসহোমেন স্কুলে ব্লমকোভিস্ট আর রবার্ট লিন্ডবার্গ পড়াশোনা করতো, তারা বেশ ভালো বন্ধু ছিলো। যেমনটি হয়ে থাকে, স্কুল ছাড়ার পর দু'জন দু'দিকে চলে যায়, বন্ধুত্বও ফিকে হয়ে আসে সেইসাথে। বিগত বিশ বছরে তাদের মধ্যে অবশ্য আধ ডজন বার দেখা হয়েছিলো, শেষ দেখা হয়েছিলো সাত আট বছর আগে। এবার তারা একে অন্যকে বেশ আগ্রহ নিয়ে দেখতে থাকে। লিন্ডবার্গের চুল কোকড়ানো আর গায়ের চামড়া রোদে পোড়া। মুখে তার দু'সপ্তাহের দাড়ি।

ব্লমকোভিস্টের অবশ্য খুব ভালো লাগলো। পাবলিক রিলেশন্সের বন্ধু আর তার মেয়েবন্ধু যখন ডিস্কোতে চলে গেলো তখন ব্লমকোভিস্ট তার পুরনো স্কুল বন্ধুর সাথে এম-৩০'র ককপিটে বসে বসে ভালো সময় কাটাতে শুরু করে।

সেই দিন রাতে আরহোমার বিরক্তিকর মশার সাথে যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে তারা যখন ক্যাবিনে চলে আসে তখন একটু আধটু মদ পান করার পর নিজেদের বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা মোড় নেয় কর্পোরেট দুনিয়ার হাস্যকর সব নীতি নিয়ে। লিন্ডবার্গ স্কুল শেষে স্টকহোমের স্কুল অব ইকোনমিক্সে চলে গিয়েছিলো, সেখান থেকে পাস করে ঢুকে পড়ে ব্যাংকিং ব্যবসায়। ব্লমকোভিস্ট স্কুল শেষে ভর্তি হয়েছিলো স্টকহোম স্কুল অব জার্নালিজমে, কর্ম জীবনের বেশিরভাগ সময় সে ব্যাংকিং দুনিয়ার দুর্নীতি উন্মোচন করেই কাটিয়ে দিয়েছে। নব্বই দশকের গোল্ডেন প্যারাসুট এগ্রিমেন্টে সন্তুষ্টির কি আছে সেটা দিয়ে শুরু হয় তাদের কথাবার্তা। লিন্ডবার্গ স্বীকার করে যে তাদের ব্যবসায়ীক জগতে দু'তিনজন বানচোত আছে। আচমকা সে ব্লমকোভিস্টের দিকে সিরিয়াস দৃষ্টিতে তাকায় তখন।

"তুমি হান্স-এরিক ওয়েনারস্ট্রমের উপর কেন লিখছো না?"

"তার সম্পর্কে লেখার মতো কিছু তো আমি জানি না।"

"একটু খোড়াখুড়ি করো, বন্ধু। AIA প্রোগ্রাম সম্পর্কে কতোটুকু জানো?"

"ওটা মধ্য নব্বই দশকে এক ধরণের সহায়তাকারী প্রোগ্রাম যা কিনা ইস্টার্ন ব্লকের সাবেক কমিউনিস্ট দেশগুলোকে শিল্পখাতে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে নেয়া হয়েছিলো। কয়েক বছর আগে সেটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এ নিয়ে আমি কখনও মাথা ঘামাই নি।"

"এজেন্সি ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাসিসটেন্স প্রোগ্রামটি সরকার এবং এক ডজনের মতো সুইডিশ ফার্মের সহায়তায় পরিচালিত হোতো। AIA পোল্যান্ড এবং বাল্টিকে অনেকগুলো প্রোগ্রামের সরকারী অনুমোদন লাভ করেছিলো। সুইডিশ ট্রেড ইউনিয়নও এই প্রোগ্রামে যোগ দেয় গ্যারান্টার হিসেবে যাতে করে ইস্টের শ্রমিক আন্দোলন আরো জোরদার করা যায় এবং সেটা সুইডিশ মডেলে পরিচালিত হয়। এই প্রোগ্রামের ফলে ইস্টের দেশগুলো যেনো নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সেটাই ছিলো মূল লক্ষ্য। বাস্তবে দেখা গেলো সুইডিশ কোম্পানিগুলো সরকারী অর্থের আনুকূল্য পেয়ে ইস্টার্ন ইউরোপের দেশগুলোর বিভিন্ন কোম্পানিতে নিজেদের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে দিলো। ঐ ক্রিশ্চিয়ান পার্টির মিনিস্টার ছিলো AIA-এর একজন কট্টর সমর্থক। কারকো'তে একটি কাগজ মিল, রিগাতে নতুন নতুন শিল্পস্থাপনের জন্যে যন্ত্রপাতি সাপ্লাই দেয়া, তালিনে একটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরি নির্মাণ এরকম কিছু কাজ চলছিলো তখন। সমস্ত ফান্ড AIA-এর বোর্ড কর্তৃক বণ্টন করা হোতো। ওটার অনেক সদস্য ছিলো ব্যাংকিং এবং কর্পোরেট দুনিয়ার হোমড়াচোমড়া ব্যক্তি।"

"তাহলে সেটা ছিলো জনগনের ট্যাক্সের টাকা?"

"অর্ধেকের মতো টাকা সরকার দিয়েছিলো আর ব্যাংক কর্পোরেটগুলো দিয়েছিলো বাকিটা। তবে সেটা মোটেও কোনো আদর্শ অপারেশন ছিলো না। ব্যাংক আর ইন্ডাস্ট্রিজগুলো সহজ মুনাফা করার জন্যে হন্যে হয়ে ওঠে। এছাড়া অন্য কিছু নিয়ে তারা মোটেও মাথা ঘামাতো না।"

"কি পরিমাণ টাকা-পয়সা নিয়ে আমরা কথা বলছি?"

"দাঁড়াও। আমার কথাটা আগে শোনো। AIA মূলত বড় বড় সুইডিশ ফার্মের সাথে মিলে ইস্টার্ন ইউরোপের মার্কেটে ঢুকতে চেয়েছিলো। ভারি শিল্প যেমন, ASEA Brown Boveri এবং Skanska কন্সট্রাকশনের মতো কিছু আর কি। অন্য কথায় বলতে পারো কোনো স্পেকুলেশন ফার্ম নয়।"

"তুমি কি বলতে চাচ্ছে Skanska স্পেকুলেশন করে না?"

"অবশ্যই করে। সব কোম্পানিতেই গর্দভ থাকে। আমি কি বলতে চাচ্ছি বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়। অন্তত যে সব কোম্পানি কিছু উৎপাদন করে থাকে।

সুইডিশ ইন্ডাস্ট্রিজের মেরুদণ্ড এবং সেসবের কথা বলছি।”

“তাহলে এই ঘটনায় ওয়েনারস্ট্রম এলো কোত্থেকে?”

“ওয়েনারস্ট্রম হলো তাসের পেটির জোকার। মানে লোকটা উড়ে এসে জুড়ে বসে। ভারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড ছিলো না তার। ঐ প্রজেক্টে তার কোনো স্থানও ছিলো না। তবে সে প্রচুর টাকা কামায় স্টক মার্কেট থেকে, সেই টাকা দিয়ে সলিড কোম্পানিতে বিনিয়োগ করে। বলতে পারো সে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকেছিলো।”

বোটে বসে নিজের গ্লাসে আরো মদ ঢেলে ব্লমকোভিস্ট ভাবতে লাগলো ওয়েনারস্টর্ম সম্পর্কে সে কি কি জানে। নরল্যান্ডে বেড়ে উঠেছে। সত্তুর দশকে ওখানেই সে একটি ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি খুলে বসে। প্রচুর টাকা কামানোর পর চলে আসে স্টকহোমে। এখানেই আশির দশকে তার ব্যবসা ফুলে ফেঁপে ওঠে। সে *ওয়েনারস্ট্রম গ্রুপেন* অর্থাৎ ওয়েনারস্ট্রম গ্রুপ গঠন করে। তারা যখন লন্ডন আর নিউ ইয়র্কে অফিস স্থাপন করলো তখন তাদেরকে বেইয়ার নামে অভিহিত করা শুরু হয়। ক্রমেই সে সুইডেনের অন্যতম বিলিয়নেয়ার হয়ে ওঠে, স্ট্র্যান্ডভাগেনে একটা বাড়ি আর ভারমডো দ্বীপে চমৎকার একটি গ্রীষ্মকালীন ভিলার মালিক হয় সে। বিরাশি ফুট লম্বা একটি মোটার ইয়ট কিনে নেয় দেউলিয়া হয়ে যাওয়া সাবেক এক টেনিস খেলোয়াড়ের কাছ থেকে। এতো কিছুর পরও ওয়েনারস্ট্রম লোকচক্ষুর আড়ালে রয়ে যায়। অন্যসব ধনীদের মতো সে ট্যাবলয়েডের শিরোনাম হয় নি, তাকে নিয়ে কোনো কেচ্ছাকাহিনীও রটে নি। রিয়েল এস্টেট ব্যবসাকে বিদায় জানিয়ে বিশাল অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করে ইস্টার্ন ইউরোপে। নব্বই দশকে যখন একের পর এক ম্যানেজিং ডিরেক্টর তার গোল্ডেন প্যারাসুটে নগদ টাকা দিতে বাধ্য হতে লাগলো ওয়েনারস্ট্রমের কোম্পানি তখন বেশ ভালো অবস্থায় পৌছে গেলো। *ফিনান্সিয়াল টাইমস* যাকে 'একটি সুইডিশ সফলতার কাহিনী' হিসেবে অভিহিত করেছিলো।

“১৯৯২ সালে,” লিন্ডবার্গ বললো। “ওয়েনারস্ট্রম AIA-এর সাথে যুক্ত হয় এবং সেখানে ফান্ডিং করতে আগ্রহ দেখায়। পোল্যান্ডে একটি খাদ্যদ্রব্য প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ করার প্ল্যান উপস্থাপন করে সে।”

“তার মানে বলতে চাচ্ছো টিনের ক্যানের ইন্ডাস্ট্রিজ।”

“ঠিক সেরকম কিছু না। আমি জানি না AIA-এর মধ্যে কাকে সে চিনতো তবে সে ষাট মিলিয়ন ক্রোনার নিয়ে এগিয়ে আসে।”

“আমার আগ্রহ জন্মাতে শুরু করেছে। আমাকে আন্দাজ করতে দাও : ঐ পরিমাণ টাকা দিয়ে নিশ্চয় কিছু করা হয় নি।”

“ভুল।” ব্র্যান্ডিতে চুমুক দেবার আগে লিন্ডবার্গ মুচকি হেসে বললো। “এরপর যা হলো সেটাকে তুমি ক্লাসিক বুককিপিং বলতে পারো। ওয়েনারস্ট্রম

সত্যি সত্যি পোল্যান্ডের লজ নামক এলাকায় একটি প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ স্থাপন করে। কোম্পানির নাম হয় মিনোস। আচমকা সেটার পতন হয়ে যায়।"

লিন্ডবার্গ তার খালি গ্লাসটা নামিয়ে রেখে বাঁকা হাসি হাসলো।

"AIA-এর মধ্যে সত্যিকারের যে সমস্যাটি ছিলো সেটা হলো কোনো প্রজেক্টেরই রিপোর্টিং করার সিস্টেম ছিলো না। তোমার নিশ্চয় মনে আছে ঐসব দিনের কথা : বার্লিন ওয়ালের পতনের পর সবাই খুব বেশি আশাবাদী হয়ে উঠেছিলো। গণতন্ত্রের প্রচলন শুরু করা হবে। আণবিক যুদ্ধের হুমকি চিরতরের জন্যে শেষ হয়ে যাবে আর বলশেভিকরা রাতারাতি ছোটোখাটো পুঁজিপতিতে পরিণত হয়ে যাবে। সরকার ইস্টার্ন ইউরোপে গণতন্ত্রকে নিশ্চিত করতে চাইলো আর সবাই সেই মিশনে উৎসাহী হয়ে নেমে পড়লো নতুন ইউরোপ গঠনের জন্যে।"

"আমি জানতাম না পুজিঁপতিরা মানবসেবায় এতো বেশি আগ্রহী ছিলো।"

"বিশ্বাস করো, ওটা ছিলো পুজিঁপতিদের স্বপ্নদোষ। চায়নার পর রাশিয়া এবং ইস্টার্ন ইউরোপ হয়তো সবচাইতে বড় আর সম্ভাবনাময় বাজার। সরকারে সাথে হাত মেলানোর ব্যাপারে ইন্ডাস্ট্রির কোনো সমস্যা ছিলো না, বিশেষ করে কোম্পানিগুলোকে যখন নামমাত্র ইনভেস্টমেন্ট করতে হোতো। সব মিলিয়ে AIA ট্যাক্সপেয়ারদের মোট ত্রিশ বিলিয়ন ক্রোনার গিলে ফেলে। ভবিষ্যিতের মুনাফার আশায় এটা করা হয়। কাগজে কলমে AIA একটি সরকারী পদক্ষেপ ছিলো কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির প্রভাব এতোটাই বেড়ে যায় যে সত্যি বলতে কি AIA বোর্ড স্বাধীনভাবেই কাজ করতো।"

"তো এরমধ্যে কি আর কোনো গল্প আছে নাকি যা বললে তাই?"

"ধৈর্য ধরো। প্রজেক্টটা যখন শুরু হয় তখন ফিনান্স নিয়ে কোনো সমস্যা ছিলো না। সুইডেন তখনও ইন্টারেস্ট-রেট এর মারাত্মক বৃদ্ধির সংকটে পড়ে নি। সরকার ইস্টার্ন ইউরোপে গণতন্ত্র প্রমোট করার জন্য AIA-কে নিয়ে বেশ সন্তুষ্ট ছিলো।"

"এসবই ঘটেছে রক্ষণশীল দলের সময়ে?"

"এর সাথে রাজনীতিকে গুলিয়ে ফেলো না। এটা হলো টাকার খেলা। কে রক্ষণশীল আর ডেমোক্র্যাটিক তাতে কিছুই যায় আসে না। যা হবার তাই হোতো। তো পুরোদমে এগোতে লাগলো প্রজেক্টটি। এরপরই ফরেন-এক্সচেঞ্জ সমস্যার উদ্ভব হলে কতিপয় নতুন ডেমোক্রেট AIA-এর মধ্যে তদারকির দারুণ অভাব আছে ব'লে শোরগোল তুলতে শুরু করলো। তাদের এক নেতা সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কর্তৃপক্ষের সাথে AIA-কে গুলিয়ে ফেলে। সে মনে করে তাঞ্জানিয়ার মতো এটাও বেশ ভালো একটি প্রজেক্ট। ১৯৯৪ সালের বসন্তে একটি কমিশন গঠন করা হয় ব্যাপারটা তদন্তের জন্যে। প্রথমে কয়েকটি

প্রজেক্টের উপর তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় আর সবার আগে তদন্ত করা হয় মিনোস-এর।"

"ওয়েনারস্ট্রম নিশ্চয় দেখাতে পারে নি যে ফান্ডের টাকা ব্যবহার করা হচ্ছে।"

"মোটেই না। বরং সে চমৎকার একটি রিপোর্ট দেয় যাতে দেখানো হয় চুয়ান্ন মিলিয়ন ক্রোনার ব্যয় করা হয়েছে মিনোস-এর প্রজেক্টে। তবে এটাও দেখানো হয় যে পোল্যান্ড এরকম প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ চালানোর মতো উপযুক্ত স্থান নয়। কার্যক্ষেত্রে ফ্যাক্টরিটি প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মান কোম্পানিগুলোর সাথে টিকতে পারছিলো না।"

"তুমি বলতে চাচ্ছো তাকে ষাট মিলিয়ন ক্রোনার দেয়া হয়েছিলো।"

"ঠিক। ঐ টাকাটা একেবারে সুদমুক্ত ঋণ ছিলো। কয়েক বছর পর কোম্পানি সেই টাকা ফেরত দেবে এরকম ভাবনা থেকে টাকাগুলো দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু মিনোস সুবিধা করতে পারে নি আর এজন্যে ওয়েনারস্ট্রমকে দায়ি করা যায় না। এখানেই স্টেট গ্যারান্টির কথা এসে পড়ে, ফলে ওয়েনারস্ট্রমকে দায়মুক্তি দেয়া হয়। তার কেবল দরকার ছিলো টাকাগুলো ফেরত দেয়া। সে এও দেখায় যে এ কাজ করতে গিয়ে তার নিজের অনেক টাকা গচ্চা গেছে।"

"আমি ঠিকমতো বুঝতে পারলাম কিনা দেখো তো। সরকার ট্যাক্সপেয়ারদের বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা সরবরাহ করলো, ডিপ্লোম্যাটদের জন্যে সব দরজা খুলে দেয়া হলো। ইন্ডাস্ট্রিজগুলো সে টাকা নিয়ে যৌথ বিনিয়োগে নেমে পড়লো মুনাফা করার জন্যে। অন্য কথায় বলতে গেলে *বিজনেস অ্যাজ ইউজুয়াল*।"

"তুমি একটা সিনিক। ঋণ করা টাকা সরকারকে ফেরত দেয়ার কথা ছিলো।"

"তুমিই না বললে সুদমুক্ত ছিলো। তাহলে এ কাজে ট্যাক্সপেয়াররা তো কিছুই পায় নি। ওয়েনারস্ট্রম পেলো ষাট মিলিয়ন তা থেকে চুয়ান্ন মিলিয়ন বিনিয়োগ করা হয়, বাকি ছয় মিলিয়নের কি হলো?"

"যখন স্পষ্ট হয়ে উঠলো AIA প্রজেক্টটি তদন্ত করা হবে তখন ওয়েনারস্ট্রম হিসেব মেলানোর জন্যে ছয় মিলিয়ন ক্রোনারের একটি চেক পাঠিয়ে দিলো AIA-তে। ফলে ব্যাপারটা আইনত সেটেল্ড হয়ে যায়।"

"তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ওয়েনারস্ট্রম AIA-এর অভ্যন্তরে অল্পকিছু টাকা ঢেলেছিলো। কিন্তু Skanska অথবা ABB-এর CEO'র যে গোল্ডেন প্যারাসুট যাতে বিলিয়ন বিলিয়ন ক্রোনারের গরমিল ছিলো তার তুলনায় তো এটা এমন কিছু না। এটা নিয়ে লেখালেখির কী আছে বুঝতে পারছি না," ব্লমকোভিস্ট

বললো। "বর্তমান সময়ের পাঠকেরা এসব পড়ে পড়ে ক্লান্ত। এই গল্পে আরো কিছু আছে কি?"

"তারচেয়েও বেশি কিছু আছে।"

"আচ্ছা, পোল্যান্ডে ওয়েনারস্ট্রমের এইসব কাজকারবারের কথা তুমি কি ক'রে জানলে?"

"নব্বই দশকে আমি হান্ডেলবাঙ্কেনে কাজ করতাম। আন্দাজ করো তো AIA-এর ব্যাঙ্ক রিপ্রেজেনটিভদের জন্য কে রিপোর্ট করতো?"

"আহ্। আমাকে আরো বলো।"

"AIA তাদের রিপোর্ট পেতো ওয়েনারস্ট্রমের কাছ থেকে। ডকুমেন্টগুলো তৈরি করা হোতো। টাকার ব্যালান্স পরিশোধ করা হয়েছিলো। খুব চাতুর্যের সাথেই ফেরত দেয়া হয়েছিলো ছয় মিলয়ন।"

"আসল কথায় আসো।"

"আরে ব্লমকোভিস্ট, এটাই হলো আসল কথা। AIA ওয়েনারস্ট্রমের রিপোর্টে সন্তুষ্ট ছিলো। এটা এমন একটি ইনভেস্টমেন্ট যা কিনা গচ্চায় গেছে। তবে এটা যেভাবে ম্যানেজ করা হয়েছে তা নিয়ে কোনো সমালোচনা হয় নি। কাগজেকলমে সবকিছুই ঠিকঠাক ছিলো। আমিও সেটা বিশ্বাস করতাম, আমার বসও সেটা বিশ্বাস করতেন। AIA-ও আমাদের মতোই বিশ্বাস করতো। সরকারের তাই কিছুই বলার ছিলো না।"

"তাহলে গিট্টুটা লাগলো কোথায়?"

"এখানেই গল্পটার আসল জায়গা," লিন্ডবার্গকে বেশ ভদ্রই দেখালো। "তুমি যেহেতু একজন সাংবাদিক তাই এটা অফ দ্য রেকর্ড বলছি।"

"আহা। তুমি আমাকে এতোসব কথা বলে এটা বলতে পারো না যে পুরোটা আমি ব্যবহার করতে পারবো না।"

"অবশ্যই পারি। এ পর্যন্ত যা বলেছি তা সবাই জানে। এটা জনগণের সম্পত্তি। যেকোনো জায়গায় গিয়ে তুমি এটা খতিয়ে দেখতে পারো। বাকি যে গল্পটা তোমাকে এখনও বলি নি সেটা তুমি লিখতে পারো তবে সেক্ষেত্রে আমাকে একজন অজ্ঞাতসূত্র হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।"

"ঠিক আছে। তবে এইমাত্র অফ দ্য রেকর্ড বলে যে বাক্যটি বললে সেটার মানে হলো আমি এর কোনো কিছুই লিখতে পারবো না।"

"গুল্লি মারি তোমার বাক্যবিশ্লেষণ। তোমার যা ইচ্ছে তাই লিখতে পারো। তবে আমি হলাম তোমার অজ্ঞাতসূত্র। রাজি?"

"অবশ্যই," ব্লমকোভিস্ট বললো।

কার্যত এটা ছিলো বিরাট একটি ভুল।

"ঠিক আছে তাহলে। মিনোস-এর গল্পটা এক যুগ আগের। ঠিক বার্লিন

দেয়ালের পতনের পর পরই যখন বলশেভিকরা খাঁটি পুঁজিপতিদের মতো আচরণ করতে শুরু করলো। ওয়েনারস্ট্রমের ব্যাপারে যারা তদন্ত করেছে আমি তাদের মধ্যে একজন। আমার কাছে মনে হয়েছে এই গল্পটার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু আছে।"

"তার রিপোর্টে যখন তুমি স্বাক্ষর করলে তখন কেন এ কথা বললে না?"

"আমি আমার বসের সাথে কথা বলেছিলাম। তবে সমস্যা হলো এ ব্যাপারে কোনো জোড়ালো প্রমাণ ছিলো না। কাগজেকলমে সবই ঠিক ছিলো। রিপোর্টে স্বাক্ষর না করে উপায় ছিলো না আমার। এর কয়েক বছর পর আমাদের ব্যাঙ্ক ওয়েনারস্ট্রমের সাথে কিছু কাজ করে। বলতে পারো বেশ বড়সড় ব্যবসা। তবে সেটার ফল ভালো হয় নি।"

"তোমাদের সাথে সে প্রতারণা করেছে?"

"না। সেরকম কিছু না। এ কাজে আমাদের উভয়েরই বেশ লাভ হয়েছিলো। এটা তারচেয়েও বেশি...কিভাবে এটা ব্যাখ্যা করবো বুঝতে পারছি না। এখন তো সে আমার চাকরিদাতা। এটা আমি করতে চাই না। তবে আমার কাছে যেটা সবচাইতে বেশি নাড়া দেয় সেটা মোটেও ইতিবাচক কিছু না। বলতে পারো নেতিবাচক। ওয়েনারস্ট্রমকে মিডিয়ায় একজন মেধাবী ব্যবসায়ী হিসেবে তুলে ধরা হয়। এটাই তার আসল পুঁজি। আস্থা আর বিশ্বাস।"

"তুমি কি বলতে চাইছো বুঝতে পেরেছি।"

"আমার মনে হয় লোকটা একেবারেই ধাপ্পাবাজ। একজন ব্যবসায়ী হিসেবে সে মোটেও মেধাবী নয়। বরং আমার কাছে মনে হয়েছে অনেক বিষয়ে সে একেবারেই মূর্খ। তবে তার তরুণ উপদেষ্টারা বেশ চালাকচতুর। সত্যি বলতে কি, ব্যক্তিগতভাবে তাকে আমি একদমই পছন্দ করি না।"

"তো?"

"কয়েক বছর আগে আমি অন্য একটা কাজে পোল্যান্ডে গিয়েছিলাম। লজে আমাদের দলটির একটি ডিনার ছিলো। ওখানে শহরের মেয়রের সাথে আমার পরিচয় হয়। তার সাথে কথায় কথায় মিনোস-এর প্রসঙ্গটি চলে আসে। আমার কথা শুনে মেয়রকে বেশ অবাক হতে দেখলাম। যেনো এ নামের কোনো কোম্পানির কথা তিনি শোনেন নি। আমাকে তিনি জানালেন এটি তুচ্ছ একটি প্রজেক্ট, তেমন বড় কিছু না। তুমি আমার কথা বুঝতে পারছো।"

"হ্যা। বলে যাও।"

"পরদিন আমার হাতে তেমন কোনো কাজ ছিলো না। নিজে গাড়ি চালিয়ে বন্ধ হওয়া মিনোস-এর ফ্যাক্টরিটা পরিদর্শন করতে গেলাম। গিয়ে দেখি ছোটো ছোটো কতোগুলো টিনের ঘর ছাড়া আর কিছু নেই। ওখানকার কেয়ারটেকারের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম তার এক কাজিন মিনোস-এ কাজ করতো। খুব কাছেই তার বাড়ি। ওখানে গিয়ে যা শুনলাম তা কি শুনতে চাও?"

"আমার তো তর সইছে না।"

"১৯৯২ সালের শরৎকালে মিনোস যাত্রা শুরু করে মাত্র পনেরোজন শ্রমিক নিয়ে। বেশিরভাগই বৃদ্ধমহিলা। তাদের মাসিক বেতন দেড়শ' ক্রোনারের মতো ছিলো। প্রথমে সেখানে কোনো মেশিনপত্র ছিলো না। শ্রমিকেরা শুধু জায়গাটা পরিস্কার করার কাজ করতো। অক্টোবরের দিকে তিনটি কার্ডবোর্ড বক্স মেশিন চলে আসে পর্তুগাল থেকে। ওগুলো ছিলো একদম পুরনো আর একেবারেই বান্ধামাল। তবে মেশিনগুলো কাজ করলেও মাঝেমধ্যেই বিকল হয়ে পড়তো। স্পেয়ার যন্ত্রপাতি ছিলো না বলে মিনোস-এর উৎপাদন দারুণভাবে ব্যাহত হোতো।"

"এখন মনে হচ্ছে গল্পটা শুরু হতে যাচ্ছে," বললো ব্লমকোভিস্ট। "মিনোস-এ তারা কি উৎপাদন করতো?"

"১৯৯২ থেকে ৯৩ পর্যন্ত ওয়াশিংপাউডার আর ডিমের কাডবোর্ড বাক্স বানানো হোতো। তারপর তারা কাগজের ব্যাগ বানাতে শুরু করে। তবে পর্যাপ্ত কাচামালের অভাবে খুব বেশি পরিমাণ উৎপাদনে যেতে পারে নি।"

"কথা শুনে তো মনে হচ্ছে না বিশাল পরিমাণের টাকা ইনভেস্ট করা হয়েছে।"

"আমি মোট টাকার হিসেবটা বের করেছি। দু'বছরে মোট ভাড়া দিতে হয়েছে ১৫০০০ ক্রোনার। বেতনভাতা সম্ভবত ১৫০০০০ ক্রোনারের মতো। মেশিন, যানবাহনের খরচ...২৫০০০০। অনুমতির জন্যে ফি এবং এজন্যে কিছু লোকের বিমানে যাতায়াতের খরচ–সব মিলিয়ে পুরো অপারেশনে দুই মিলিয়নেরও কম খরচ হয়েছে। ১৯৯৩ সালের গ্রীষ্মে ফোরম্যান এসে ফ্যাক্টরিটা বন্ধ ঘোষণা করে। এরপর হাঙ্গেরিয়ান লরি এসে সমস্ত যন্ত্রপাতি নিয়ে চলে যায়। বাই বাই মিনোস।"

মামলা চলাকালীন সময়ে ব্লমকোভিস্ট বার বার সেই মধ্যগ্রীষ্মের কথা মনে করেছে। সেদিন রাতের তাদের দুই বন্ধুর কথাবার্তায় তার কাছে মনে হয়েছিলো তারা বুঝি আবার স্কুলের সেই সব দিনে ফিরে গেছে। সেইসময় তারা একে অন্যের দায়ভার বহনে অংশ নিতো। ঐ বয়সে এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু বড় হবার পর তারা বদলে যায়। অচেনা হয়ে যায়। একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যায় তারা। তাদের মধ্যে যখন কথাবার্তা হচ্ছিলো তখন ব্লমকোভিস্টের মনে হয়েছিলো ঠিক কোন কারণে লিন্ডবার্গের সাথে তার বন্ধুত্ব হয়েছিলো সেটা সে ভুলে গেছে। তার কেবল মনে পড়েছিলো লিন্ডবার্গ একজন চুপচাপ আর লাজুক টাইপের ছেলে ছিলো। বড় হয়ে সে-ই কিনা হয়ে গেলো প্রচণ্ড সফল একজন মানুষ...ব্যাংকিং জগতের একজন পুরোধা।"

খুব কমই সে মদ খেতো। সেদিন রাতে তার সাথে কথা বলে সেই জঘন্য নৌভ্রমণটি তার কাছে হয়ে উঠেছিলো বেশ আনন্দময়। তবে প্রথমে সে

লিন্ডবার্গের কাছ থেকে শোনা ওয়েনারস্ট্রমের কাহিনীটাকে পাত্তা দেয় নি। আস্তে আস্তে পেশাদারি আগ্রহের কারণে এটা তার কাছে কৌতুহলের বিষয় হয়ে ওঠে। শেষে তার কাছে পুরো কাহিনীটা যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়।"

"দাঁড়াও," সে বলেছিলো। "ওয়েনারস্ট্রম হলো মার্কেট স্পেকুলেশনে একজন শীর্ষস্থানীয় নাম। বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা সে কামিয়েছে। তাই না?"

"ওয়েনারস্ট্রম গ্রুপ আনুমানিক দুই বিলিয়ন ক্রোনার আয় করেছে। তুমি হয়তো বলবে একজন বিলিয়নেয়ার কেন পঞ্চাশ মিলিয়নের জন্যে এতোটা ঝুঁকি নিতে যাবে।"

"সেটাই। তো কেন সে এরকম ঝুঁকি নিতে গেলো?"

"তা ঠিক। তবে ভেবে দেখো : ওয়েনারস্ট্রম গ্রুপ হলো ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি, যারা সম্পত্তি, সিকিউরিটি, ফরেন এক্সচেঞ্জ...এরকম জিনিস নিয়ে কাজ করে। ওয়েনারস্ট্রম AIA-তে যোগ দেয় ১৯৯২ সালে। ১৯৯২ সালের শরৎকালের কথা কি তোমার মনে আছে?"

"আমার মনে আছে কিনা? আমি আমার অ্যাপার্টমেন্টটা ভেরিয়েবল-রেটে মর্টগেজে দিয়েছিলাম, তখন অক্টোবরে সুদের হার পাঁচশ শতাংশে গিয়ে পৌছেছিলো। এক বছর ধরে আমাকে ঊনিশ শতাংশ সুদ দিয়ে যেতে হয়েছে।"

"দিনই ছিলো সেসব," লিন্ডবার্গ বললো। "আমিও অনেক টাকা খুইয়েছিলাম। অন্যসবার মতো হান্স-এরিক ওয়েনারস্ট্রমও এই সমস্যায় র্জজরিত ছিলো। তার কোম্পানি বিলিয়ন বিলিয়ন ক্রোনারের মালিক ছিলো ঠিকই তবে ক্যাশ টাকা তেমন ছিলো না তাদের কাছে। হঠাৎ করেই তারা আর ইচ্ছেমতো টাকা ধার করতে পারলো না। এরকম পরিস্থিতিতে নিজেদের কিছু সম্পত্তি বিক্রি করে বোঝা কমানোই সঙ্গত ছিলো। কিন্তু ১৯৯২ সালে রিয়েল এস্টেট কেনার মতো খুব বেশি লোক ছিলো না।"

"ক্যাশ-প্রবাহের সমস্যা।"

"ঠিক। ওয়েনারস্ট্রম একা ছিলেন না। সব ব্যবসায়ীরই এই সমস্যা ছিলো।"

"ব্যবসায়ী শব্দটা ব্যবহার কোরো না। অন্য কিছু বলো। তাকে ব্যবসায়ী বললে একটা সিরিয়াস পেশাকে অপমান করা হয়।"

"ঠিক আছে। সব স্পেকুলেটরেরই ক্যাশ-প্রবাহের সমস্যা ছিলো। ব্যাপারটা এভাবে দেখো : ওয়েনারস্ট্রম ষাট মিলিয়ন ক্রোনার পেয়ে ছয় মিলিয়ন ফেরত দিয়ে দিলো তবে সেটা তিন বছর পর। মিনোস-এর সত্যিকারের খরচ দুই মিলিয়নের বেশি ছিলো না। তিন বছরে সুদই ছিলো ষাট মিলিয়ন। বেশ ভালো অঙ্কের টাকা। সে এই টাকা কোন্ খাতে বিনিয়োগ করেছিলো সেটা জানা যায় নি তবে AIA-এর টাকা সে দ্বিগুন করেছিলো, সম্ভবত দশগুনও হতে পারে। এখন কি মনে হচ্ছে না আমরা বেড়ালের হাগু নিয়ে কথা বলছি না।"

অধ্যায় ২

শুক্রবার, ডিসেম্বর ২০

ড্রাগান আরমানস্কি আজ থেকে ছাপান্ন বছর আগে ক্রোয়েশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলো। তার বাবা ছিলো এক আর্মেনিয়ান ইহুদি আর মা একজন বসনিয়ান মুসলিম। তার লেখাপড়া এবং ভরণপোষণ করে তার মা ফলে তাকে একজন মুসলিম হিসেবেই দেখা হয়। তবে সুইডিশ ইমিগ্রান্ট কর্তৃপক্ষ অদ্ভুত এক কারণে তাকে একজন সার্বিয়ান হিসেবে রেজিস্ট্রি করে। তার পাসপোর্ট মতে সে একজন সুইডিশ নাগরিক। চেহারা যথেষ্ট আরব আরব বলে তাকে প্রায়ই একজন 'আরব' হিসেবে অভিহিত করা হয় যদিও তার শরীরে এক ফোঁটাও আরব রক্ত নেই।

দেখতে সে আমেরিকান গ্যাংস্টার সিনেমার বসের মতো তবে সত্যি বলতে কি সে একজন প্রতিভাবান ফিনান্সিয়াল ডিরেক্টর যে সত্তুর দশকের শুরুতে ক্যারিয়ার শুরু করেছিলো মিল্টন সিকিউরিটিতে একজন জুনিয়র একাউন্টেন্ট হিসেবে। তিন দশক পর সে ঐ কোম্পানির সিইও এবং সিওও হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়।

সিকিউরিটি ব্যবসায় সে বেশ আগ্রহী হয়ে ওঠে। এটা অনেকটা যুদ্ধ খেলার মতো—হুমকিগুলো চিহ্নিত করা, পাল্টা স্ট্র্যাটেজি প্রণয়ন করা আর সব সময় ইন্ডাস্ট্রিয়াল গুপ্তচর, ব্ল্যাকমেইলার আর চোরবাটপারদের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে থাকা। নিজের মেধা খাটিয়ে সে মিল্টন সিকিউরিটিকে সুইডেনের অন্যতম প্রধান এবং বিশ্বস্ত ফার্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

৩৮০জন সার্বক্ষণিক কর্মচারি এবং আরো ৩০০জন অস্থায়ী কর্মচারি রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানে। এটা অনেকটা ফালাক অথবা সুইডিশ গার্ড সার্ভিসের সাথেই তুলনীয়। আরমানস্কি যখন এই ফার্মে যোগ দেয় তখন এটার নাম ছিলো ফেডারিক মিল্টন'স জেনারেল সিকিউরিটি, হাতে গোনা কিছু শপিংসেন্টার ছিলো এর ক্লায়েন্ট। তার নেতৃত্বে মিল্টন সিকিউরিটি অত্যাধুনিত সব যন্ত্রপাতির প্রচলন করে, প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। আনাড়ি লোকজনের বদলে আরমানস্কি দক্ষ এবং পুলিশের সাবেক কর্মকর্তাদের নিয়োগ দিয়েছে অপারেশন চিফ হিসেবে। আর্ন্তজাতিক সন্ত্রাসে অভিজ্ঞ পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল গুপ্তচরদের দিয়ে কাজ করায়। সবথেকে বড় কথা সেরা টেলিকমিউনিকেশন টেকনিশিয়ান আর আইটি বিশেষজ্ঞ ভাড়া করে। সোলোনা থেকে কোম্পানি স্টকহোমের প্রাণকেন্দ্র স্লাসেনের অত্যাধুনিক অফিসে স্থানান্তরিত হয়েছে তারই প্রচেষ্টায়।

নব্বই দশকের শুরুতে মিল্টন সিকিউরিটি মিডিয়াম সাইজের কর্পোরেশন, ভালো ব্যবসা করা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান আর এক্সক্লুসিভ ক্লায়েন্টদের হয়ে কাজ শুরু করে। বিদেশে অবস্থানরত, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে সুইডিশ ফার্মগুলোতেও তারা প্রটেকশন এবং নিরাপত্তারক্ষী সরবরাহের কাজ করে থাকে। বর্তমানে এইসব এলাকা থেকে যে আয় হয় সেটা তাদের মোট আয়ের সত্তুর শতাংশ। আরমানস্কির অধীনে কোম্পানির আয় চল্লিশ মিলিয়ন ক্রোনার থেকে প্রায় দুই বিলিয়নে উন্নীত হয়েছে। সিকিউরিটি সরবরাহ করাটা হয়ে উঠেছে আকর্ষণীয় ব্যবসা।

অপারেশনগুলো কয়েকটি প্রধান ভাগে বিভক্ত : *সিকিউরিটি কনসালটেশন*, যেখানে সত্যিকারের এবং কাল্পনিক হুমকিগুলো চিহ্নিত করা হয়। *কাউন্টার মিসার*, যেখানে সাধারণত সিকিউরিটি ক্যামেরা, সিঁধেল চোরদের ধরার যন্ত্রপাতি, ফায়ার অ্যালার্ম, ইলেক্ট্রনিক লকিং আর আইটি সিস্টেম স্থাপনের কাজ করা হয়। সবশেষে আছে *পারসোনাল প্রটেকশন*, প্রাইভেট কোম্পানি অথবা ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষার কাজ। এই মার্কেটটি বিগত দশ বছরে চল্লিশগুন বেড়ে গেছে। পরে আরো একটি ক্লায়েন্ট গ্রুপের আর্বিভাব ঘটেছে : সাবেক বয়ফ্রেন্ড, স্বামী কিংবা নারী শিকারীদের হাত থেকে অনেক মহিলা নিরাপত্তা লাভের জন্যে তাদের দ্বারস্থ হচ্ছে। এছাড়াও মিল্টন সিকিউরিটি ইউরোপ আমেরিকার একই কাজে নিয়োজিত সুনামী প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবেও কাজ করে থাকে। সুইডেনে আসা অনেক আর্ন্তজাতিক ব্যক্তিত্বের নিরাপত্তার কাজও করে আরমানস্কির এই প্রতিষ্ঠান। এরমধ্যে এক আমেরিকান অভিনেত্রি রয়েছে যে কিনা ট্রলহাটানে দুই মাস ছবির শুটিংয়ে এসেছিলো। তার এজেন্ট মনে করেছিলো এরকম একজন সেলিব্রেটি পথেঘাটে কিংবা হোটলে চলাফেরা করার সময় বডিগার্ডের সহায়তা লাগবে।

চতুর্থ ক্ষেত্রটি অপেক্ষাকৃত বেশ ছোটো। এ কাজে খুব অল্প কিছু কর্মচারি নিযুক্ত আছে। এটাকে বলা হয় পিআই। এর কাজ হলো কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে তদন্ত করা।

এই কাজে অবশ্য কিছুটা ঝুঁকি আছে। সেটা আরমানস্কিও জানে। কর্মচারির বিচারবিবেচনার উপরেই অনেকাংশে নির্ভর করে এই কাজের সফলতা। এখানে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি কিংবা আইটি জ্ঞানের চেয়ে মেধা আর মননশীলতার প্রয়োজন বেশি। তাকে খুব সাবধানে থাকতে হয়। তা না হলে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। *আমার মেয়ে কোন্ ধরণের বেয়াদপের সাথে ডেটিং করছে সেটা আমি জানতে চাই...আমার মনে হয় আমার বউ অন্য কারো সাথে প্রেম করছে...লোকটা ভালোই কিন্তু তার সঙ্গিসাথীরা খুবই বাজে...আমি ব্লাকমেইলের শিকার...*এরকম ক্লায়েন্টদের আরমানস্কি সব সময়ই সোজা না করে দেয়।

আপনার মেয়ে যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে থাকে তাহলে যেকোনো বেয়াদপের সাথে সে ডেটিং করার অধিকার রাখে। আর তার কাছে মনে হয় অবিশ্বস্ততার ব্যাপারটি স্বামী-স্ত্রী নিজেরা সমাধান করাই ভালো। এরকম কাজের বেলায় আইনী ঝামেলা আর বদনামের সম্ভাবনা বেশি থাকে। আরমানস্কি তাই মোটা অঙ্কের লাভের কথা জেনেও এসব ক্ষেত্রে বেশ সচেতন আর সজাগ।

আজকের সকালের টপিকটা ব্যক্তি সম্পর্কিত একটি তদন্তের। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে তার কলিগ লিসবেথ সালান্ডারের দিকে সন্দেহের চোখে চেয়ে আছে আরমানস্কি। এই মেয়েটি তার চেয়ে বত্রিশ বছরের ছোটো। কম করে হাজার বার সে ভেবেছে এই মেয়েটা তার প্রতিষ্ঠানের মতো অভিজাত একটি ফার্মে একেবারেই বেখাপ্পা। তার এই অনাস্থাটি সুবিবেচনা এবং একই সাথে অযৌক্তিকও বটে। আরমানস্কির চোখে সালান্ডার তার কর্মজীবনে দেখা সবচাইতে মেধাবী ইনভেস্টিগেটর। এ ব্যাপারে তার মনে কোনো সন্দেহ নেই। চার বছর ধরে এই মেয়েটি তার প্রতিষ্ঠানে কাজ করে যাচ্ছে, একবারের জন্যে হলেও সে ব্যর্থ হয় নি। কোনো কাজে তার কোনো গাফিলতি নেই। তার দেয়া রিপোর্ট সব সময়ই বিশ্বাসযোগ্য।

সত্যি বলতে কি তার রিপোর্টগুলো খুবই উঁচুমানের। মেয়েটির মধ্যে যে অনন্য প্রতিভা আছে সে ব্যাপারে আরমানস্কির কোনো সন্দেহ নেই। যে কেউ বিশ্বাসযোগ্য তথ্য কিংবা পুলিশ রেকর্ড থেকে চেকিংয়ের কাজ করতে পারে তবে সালান্ডারের রয়েছে কল্পনাশক্তি। সব সময়ই এই মেয়েটি তার প্রত্যাশার চেয়ে ভিন্ন কিছু নিয়ে হাজির হয়। কিভাবে মেয়েটি এই কাজ করে সেটা সে কখনও বুঝতে পারে না। কখনও কখনও তার কাছে মনে হয় মেয়েটি বোধহয় জাদু জানে। বুরোক্রেটিক আর্কাইভের সব কিছুই মেয়েটির নখদর্পনে। তারচেয়ে বড় কথা হলো যে লোকের সম্পর্কে সে তদন্ত করছে তার চামড়ার নীচে কি আছে সেটাও সে বের করে আনতে পারে। পাওয়ার মতো কোনো তথ্য যদি থাকে তো সে ক্রুজ মিসাইলের মতো ভেদ করে সেটা বের করে আনবে।

যেভাবেই হোক না কেন এ কাজে মেয়েটার প্রতিভা আছে।

তার রাডারে ধরা পড়া লোকের সম্পর্কে তার রিপোর্টটা হতে পারে মারাত্মক। একটি ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির রিসার্চারের সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য আরমানস্কি তাকে যখন নিয়োগ দিয়েছিলো সেই সময়কার কথা সে কখনও ভুলতে পারবে না। কাজটা তিন সপ্তাহের মধ্যে করার কথা থাকলেও সেটা চার সপ্তাহে গিয়েও শেষ হলো না। অনেকবার রিমাইন্ডার দেয়া হলেও সালান্ডার সাড়া দেয় নি। অবশেষে রিপোর্ট নিয়ে হাজির হয় সে। ঐ রিসার্চার নাকি

একজন পেডোফাইল। তালিনে অবস্থিত শিশুযৌনপল্লীতে গিয়ে বার কয়েক এক অল্পবয়সী মেয়ের সাথে সম্ভোগে লিপ্ত হয়েছে সে। বর্তমানে যে মহিলার সাথে বসবাস করছে তার মেয়ের সাথেও এরকম অনৈকিত কাজে সে জড়িত।

আরমানস্কিকে খুব ভোগানোর অভ্যেস ছিলো সালান্ডারের, এই কেসে সেরকম কিছু করেছে সে। আরমানস্কিকে কোনো রকম ফোন করে নি, এমনকি তার অফিসে এসে তার সাথে দুটো কথাও বলে যায় নি। রিপোর্টটাতে যে বিস্ফোরকজাতীয় কিছু তথ্য আছে দুয়েক শব্দে সেসবের কোনো ইঙ্গিতও ছিলো না তাতে। এক সন্ধ্যায় তার ডেস্কে রিপোর্টটা রেখে চলে যায় মেয়েটি। পরে, রাতের কোনো এক সময় লিডিঙ্গোর নিজের বাড়িতে স্ত্রীর সাথে টিভি দেখার সময় সেটা পড়ে দেখে সে।

সব সময় যেমনটি হয় সেই রিপোর্টটিও ছিলো একেবারে বৈজ্ঞানিকভাবে নিখুঁত আর যর্থাথ। ফুটনোট, কোটেশন আর সোর্সেরও উল্লেখ ছিলো তাতে। প্রথম পৃষ্ঠায় লোকটির ব্যাকগ্রাউন্ড, ক্যারিয়ার, শিক্ষাগতযোগ্যতা আর অর্থনৈতিক অবস্থা তুলে ধরা হয়। ২৪ পৃষ্ঠায় এসে সালান্ডার বোমাটা ফাটায়। একরকম নিস্পৃহ ভাষায় সে লেখে লোকটা সোলেনটুনায় থাকে আর গাঢ় নীল রঙের ভলভো গাড়ি চালায়। ডকুমেন্টের সাথে তেরো বছরের সেই মেয়ের সাথে তার একটা ছবিও জুড়ে দেয়া ছিলো। তালিনের এক হোটেল করিডোরের ছবি সেটা। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে লোকটার হাত মেয়েটার সোয়েটার নীচে। সালান্ডার ঐ মেয়েটাকেও খুঁজে বের করেছিলো, তাকে জিজ্ঞাসাবাদের একটি অডিও টেপও দিয়ে দিয়েছে রিপোর্টের সাথে।

রিপোর্টটা এমন একটি কেওজের জন্ম দেয় যা আরমানস্কি মোটেও চায় নি। প্রথমেই সে আলসারের জন্যে কিছু ট্যাবলেট খেয়ে নেয় তারপর ক্লায়েন্টকে ফোন করে একটা মিটিংয়ের জন্যে বলে। অবশেষে ক্লায়েন্টের প্রবল চাপে সে পুরো ব্যাপারটা পুলিশকে জানাতে বাধ্য হয়। এরমানে মিল্টন সিকিউরিটি মারাত্মক এক ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাওয়া। সালান্ডারের প্রমাণগুলো সত্যি না হলে তার ফার্ম মানহানির মামলার শিকার হোতো। গচ্চা দিতে হোতো বিশাল অঙ্কের টাকা।

তবে যাইহোক লিসবেথ সালান্ডারের চালচলন আর আবেগহীন ব্যাপারটা নিয়ে আরমানস্কি হতাশ ছিলো। মিল্টনের ইমেজ ছিলো কিছুটা রক্ষণশীল। সেদিক থেকে সালান্ডার একেবারেই বেমানান। আরমানস্কির সবচাইতে উজ্জ্বল রিসার্চার দেখতে হাড্ডিসার এর ফ্যাকাশে এক তরুণী। তার চুলগুলো ছেলেদের মতোই ছোটো ছোটো করে ছাটা। নাক আর ভুরু ফুটো করে রিং পরে। তার ঘাড়ে এক ইঞ্চির মতো লম্বা একটি *wasp* টাট্টু আছে, আরেকটা আছে তার বাম হাতের বাইসেপ আর অন্যটি বাম পায়ের গোড়ালী পেঁচিয়ে। যখন ট্যাঙ্ক-টপ পরে তখন আরমানস্কি দেখেছে তার বাম কাঁধের ব্লেডের উপর ড্রাগনের একটি টাট্টুও

থাকে। তার চুলের রঙ লালচে কিন্তু ডাই করে সেটাকে কালো কুচকুচে করে রাখে। তাকে দেখে মনে হবে হার্ডরকারদের সাথে এক সপ্তাহের একটি ভোনভ্রমণ করে এসেছে।

তাকে দেখে অ্যানারেক্সিয়া রোগি মনে হলেও খাওয়াদাওয়া নিয়ে তার কোনো সমস্যা নেই। এ ব্যাপারে আরমানস্কি একদম নিশ্চিত। বরং মনে হয় মেয়েটি সব ধরণের চাঙ্কফুডই বুঝি সাবাড় করতে পারে। জন্মগতভাবেই মেয়েটি আসলে হালকাপাতলা গড়নের, ফলে তাকে দেখে বালিকাসুলভ ব'লে মনে হয়। রোগাপাতলা হাত-পা, সরু কোমর আর কিশোরীদের মতো স্তন। তার বয়স চব্বিশ তবে তাকে দেখে চৌদ্দ বছরের মনে হয়।

বড় মুখ, ছোটো নাক আর উঁচু গালের হাড়ের কারণে এশিয়ান বলেও মনে হয় তাকে। তার চালচলন খুব দ্রুত আর মাকড়ের মতো নিঃশব্দের। সে যখন কম্পিউটারে কাজ করে তার হাতের আঙুলগুলো কিবোর্ডের উপর রীতিমতো খই ফোটাতে থাকে। খুব বেশি হাড্ডিসার হওয়ার কারণে মডেলিংয়ে তার ক্যারিয়ার গড়া করা সম্ভব না। তবে ঠিকভাবে মেকআপ করলে পৃথিবীর যেকোনো বিলবোর্ডে তার মুখের ছবি ঠাঁই পাবে। কখনও কখনও সে কালো রঙের লিপস্টিক ব্যবহার করে তখন তাকে দেখতে একেবারেই অন্যরকম আর বেশ আকর্ষণীয় লাগে।

ড্রাগান আরমানস্কির হয়ে সালান্ডারের কাজ করাটা বিস্ময়করই বটে। এরকম কোনো মেয়ের সাথে তার পরিচয় হওয়ারও কথা নয়।

তাকে ভাড়া করা হয়েছিলো ছোটোখাটো সব ধরণের কাজের জন্যে। মিল্টন ফার্মের পুরনো এক কর্মচারি-আইনজীবি হোলগার পামগ্রিন আরমানস্কিকে বলেছিলো লিসবেথ সালান্ডারের আচার আচরণ যাইহোক না কেন মেয়েটি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন। পামগ্রিনই তার কাছে অনুনয় করেছিলো তাকে একটা সুযোগ দেবার জন্যে। আরমানস্কি নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই মেয়েটাকে সুযোগ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো কারণ পামগ্রিন হলো এমন একজন মানুষ যাকে 'না' বলার মানে হচ্ছে নাছোরবান্দার মতো আরো বেশি উৎসাহী হয়ে লেগে থাকবে সে। তাই তাকে 'হ্যা' বলাটাই সবচাইতে সহজ কাজ। আরমানস্কি জানতো পামগ্রিন উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলেমেয়ে আর বিপথগামীদের সুপথে আনার কাজে নিবেদিতপ্রাণ একজন তবে শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো এই মেয়েটার সম্পর্কে তার বিচার সঠিকই ছিলো।

মেয়েটির সাথে দেখা হতেই সে নিজের সিদ্ধান্তের জন্যে মনে মনে বেশ আফসোস করেছিলো। মেয়েটা কেবল কঠিন চিজই না-তার চোখে এই মেয়েটা আপাদমস্তকই কঠিন। স্কুল শেষ না করেই পড়াশোনা শেষ করে দিয়েছে। তেমন উচ্চশিক্ষিত নয় মোটেও।

প্রথম কয়েক মাস মেয়েটি প্রায় ফুলটাইমই কাজ করতো। মাঝেমধ্যেই অফিসে এসে কফি বানাতো, পোস্টঅফিসে যেতো কিংবা কপি করার কাজ করতো। তবে প্রচলিত অফিস আওয়ার কিংবা রুটিনওয়ার্কের ব্যাপারে তার প্রবল অনীহা। তাছাড়া অন্য কর্মচারিদেরকে জ্বালাতন করার প্রতিভাও আছে মেয়েটির। কিছুদিনের মধ্যেই তার পরিচয় হয়ে গেলো 'দুই মস্তিষ্কের মেয়ে' হিসেবে—একটা শ্বাস নেবার জন্যে অন্যটা দাঁড়ানোর জন্যে। নিজের সম্পর্কে সে কখনই কথা বলে না। যেসব কলিগ তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছিলো তারা তার কাছ থেকে শীতল আচরণ পেয়ে ওপথে আর পা বাড়ায় নি। তার আচার ব্যবহার না বিশ্বস্ত না বন্ধুত্বসুলভ। খুব দ্রুতই সে একজন বহিরাগত হয়ে গেলো। মিল্টনের করিডোরে ঘুরে বেড়ানো অনাহুত বেড়ালের মতো। সাধারণভাবে তাকে নিয়ে সবাই হতাশ।

একমাস পর সমস্যা ছাড়া আর কিছু না পেয়ে আরমানস্কি তাকে ডেকে পাঠায়। তার ইচ্ছে ছিলো মেয়েটাকে বিদায় করে দেয়া। মেয়েটি তার কাছ থেকে যাবতীয় অভিযোগ এক মনে শুনে গেলো কোনো রকম প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে। তার ভুরু পর্যন্ত কুচকে গেলো না। 'তার আচার আচরণ ঠিক না' এই বলে শেষ করে আরমানস্কি। মাত্র বলতে যাবে যে তার জন্যে অন্যত্র চাকরি করাটাই ভালো হবে ঠিক তখনই মেয়েটি মুখ খুললো।

"আপনি যদি একজন কেরাণী চান তো সেটা আপনি টেম্প এজেন্সি থেকে পেতে পারেন। আপনি যাকে চাইবেন তাকেই আমি সামলাতে পারবো। আর আপনি যদি আমাকে ভালো কোনো কাজে ব্যবহার করতে না পারেন তো আপনি একজন গর্দভ ছাড়া আর কিছু না।"

হতবিহ্বল হয়ে রেগেমেগে আরমানস্কি বসে রইলো। তবে মেয়েটি থামলো না।

"আপনার এখানে একজন লোক আছে যে কিনা তিন সপ্তাহ ধরে এক ডট-কম কোম্পানির একটি তদন্তের উপর একেবারে বস্তাপচা রিপোর্ট লিখে যাচ্ছে। গতরাতে আমি তার জন্যে সেই বস্তাপচা জিনিসটা কপি করেছি, এখন দেখতে পাচ্ছি সেটা আপনার ডেস্কের উপর পড়ে আছে।"

আরমানস্কির চোখ গেলো ডেস্কের রিপোর্টটার দিকে। দেখেই তার ভুরু কপালে। গলা চড়িয়ে কথা বললো এবার।

"এইসব কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট তো তোমার পড়া ঠিক হয় নি।"

"তা ঠিক। কিন্তু আপনার ফার্মের সিকিউরিটি রুটিন একেবারেই অপর্যাপ্ত। আপনার অফিসের নিয়ম অনুযায়ী এ রকম জিনিসের কপি তার নিজেরই করার কথা। কিন্তু গতকাল রাতে সে বারে যাওয়ার আগে আমার কাছে এটা কপি করার জন্যে দিয়ে গেছে। ভালো কথা, তার আগের রিপোর্টটা ক্যান্টিনে খুঁজে পেয়েছি।"

"কি বললে তুমি?"

"শান্ত হোন। সেটা আমি তার বক্সে রেখে দিয়েছি।"

"সে কি তোমাকে তার বক্সের কম্বিনেশন দিয়েছে নাকি?" আরমানস্কি যারপরনাই বিস্মিত।

"ঠিক তা না। সে ওটা এক টুকরো কাগজে লিখে রেখেছিলো। তার সাথে তার কম্পিউটারের পাসওয়ার্ডটাও। কিন্তু আসল কথা হলো আপনার ঐ জোকার প্রাইভেট ডিটেক্টিভ যে ব্যক্তির সম্পর্কে ইনভেস্টিগেশন করছে সেটা একেবারেই মূল্যহীন। লোকটার যে পুরনো জুয়া খেলার ঋণ আছে এবং গোগ্রাসে কোকেইন সেবন করে সেটা সে বের করতে পারে নি। অথবা তার মেয়েবন্ধুকে এমন বেদম পিটিয়েছিলো যে বেচারিকে উইমেন ক্রাইসিস সেন্টারের দ্বারস্থ হতে হয়েছিলো।"

আরমানস্কি কয়েক মিনিট ধরে রিপোর্টটা পড়ে গেলো। একেবারে গোছানো আর চমৎকার একটি রিপোর্ট। অবশেষে মুখ তুলে তাকিয়ে কেবল দুটো কথা বললো সে : "প্রমাণ করো।"

"আমি কতোটা সময় পাবো?"

"তিন দিন। শুক্রবার বিকেলের মধ্যে যদি তুমি প্রমাণ করতে না পারো তাহলে তোমাকে বরখাস্ত করা হবে।"

তিন দিন পর সে রিপোর্টটা ডেলিভারি দিলো। দেখা গেলো যার সর্ম্পকে সে তদন্ত করছে সে আস্ত একটা বানচোত। সপ্তাহান্তে আরমানস্কি রিপোর্টটা বেশ কয়েকবার পড়ে দেখলো, সোমবার অনেকটা সময় ব্যয় করলো কিছু তথ্য ডাবল-চেক করার কাজে। অবশ্য সে ভালো করেই জানতো সালান্ডারের দেয়া তথ্য একদম নির্ভুল।

একই সাথে বিস্মিত আর নিজের উপর ভীষণ রেগে গেলো আরমানস্কি কারণ মেয়েটা সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করেছিলো তা একদমই ভুল। সে ভেবেছিলো মেয়েটা স্টুপিড ধরণের। যে মেয়ে স্কুল শেষ করতে পারে নি সে যে নির্ভুল ব্যাকরণে রিপোর্ট লিখতে পারবে সেটা সে আশা করে নি। রিপোর্টে অবজার্ভেশন আর তথ্যের বিস্তারিত বিবরণও ছিলো। এসব জিনিস মেয়েটা কিভাবে জোগার করলো সেটা তার মাথায়ই ঢুকলো না।

উইমেন্স ক্রাইসিস সেন্টারের ডাক্তারের গোপন জার্নাল থেকে তথ্য বের করাটা মিল্টন সিকিউরিটির কারো পক্ষে সম্ভব কিনা ভেবেও পেলো না সে। তবে সে যখন মেয়েটার কাছে জানতে চাইলো সে কিভাবে এসব করতে পারলো তখন সে স্পষ্ট করে বলে দিলো যে সে তার সোর্সের ব্যাপারে কোনো কিছু বলতে অপারগ। সালান্ডার তার কাজের পদ্ধতি নিয়ে কারো সাথে আলোচনা করতে চায় না সেটা বোঝা গেলো। এটা অবশ্য আরমানস্কিকে ভাবিয়ে তুলেছিলো–তারপরও মেয়েটাকে পরীক্ষা করার লোভ সে সামলাতে পারে নি।

ব্যাপারটা নিয়ে বেশ কয়েকদিন সে ভাবলো। হোলগার পামগ্রিন যখন মেয়েটাকে তার কাছে পাঠিয়েছিলো তখন কি বলেছিলো সেটা মনে করলো সে, 'সবাই একটা সুযোগ আশা করে।' নিজের মুসলিম শৈশবের কথা ভাবলো সে, যা তাকে শিখিয়েছে সমাজচ্যুতদের সাহায্য করাটা তার দায়িত্ব। অবশ্য সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, টিনএজ বয়স থেকে কোনোদিন মসজিদেও যায় নি, তবে সে মনে করলো লিসবেথকে সালান্ডারকে সাহায্য করতে হবে। মেয়েটাকে সুপথে আনার জন্যে তাকে সাহায্য করাটা জরুরি। এরকম কাজ সে বিগত কয়েক দশকে করে নি।

সালান্ডারকে বিতারিত না করে তাকে ডেকে পাঠালো একটা মিটিংয়ের জন্য যাতে করে সে বুঝতে পারে এই মেয়েটার আচার আচরণ এমন কেন। তার নিশ্চিত ধারণা ছিলো মেয়েটা মারাত্মক কোনো আবেগীয় সমস্যায় আছে, তবে সে দেখতে পেলো মেয়েটার রুক্ষ্ম আচার আচরণের আড়ালে অনন্যসাধারণ বুদ্ধিমত্তা রয়েছে। তার কথাবার্তা বেশ চাছাছোলা হলেও সে বুঝতে পারলো মেয়েটাকে তার ভালো লাগতে শুরু করেছে।

পরবর্তী মাসগুলোতে আরমানস্কি সালান্ডারকে নিজের ডানার নীচে নিয়ে নিতে সক্ষম হলো। সত্যি কথা বলতে কি মেয়েটাকে তার ছোটোখাটো একটি সোশ্যাল প্রজেক্ট হিসেবে নিয়েছিলো সে। তাকে রিসার্চ করার কাজ দিয়ে সেইসাথে কিভাবে কাজ করতে হবে তার একটি গাইডলাইনও দিয়ে দিলো আরমানস্কি। নিজের মতোই কাজ করতে শুরু করলো মেয়েটি। মিল্টনের টেকনিক্যাল ডিরেক্টরকে ডেকে মেয়েটাকে আইটি সায়েন্সে কোর্স করার জন্যে বললো সে, কিন্তু মেয়েটার সাথে কথা বলে ডিক্টের তাকে জানালো তার আইটি জ্ঞান মিল্টনের যে কোনো কর্মচারির চেয়ে অনেক ভালো।

কিন্তু এসব উন্নয়ন আর প্রশিক্ষণের ব্যাপারটায় সালান্ডারের কোনো আগ্রহ দেখা গেলো না। মিল্টনের নিজস্ব যে অফিস রুটিন সেটার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে তার মারাত্মক অনীহা। এটা আরমানস্কিকে কঠিন এক অবস্থায় ফেলে দিলো।

তার কোনো কর্মচারি নিজের ইচ্ছায় অফিসে যাবে আসবে সেটা তার কাছে মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। অন্য কারোর বেলায় হলে মেয়েটাকে সে নিজের বদঅভ্যেস বদলাতে বলতো। কিন্তু সে বেশ ভালো করেই জানতো এরকম কিছু করার জন্যে সালান্ডারকে চাপ দিলে সে সোজা চাকরি ছেড়ে চলে যাবে।

তারচেয়ে বড় সমস্যা হলো এই তরুণীর প্রতি তার নিজের অনুভূতিটা আসলে কী সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত হতে পারছিলো না। মেয়েটাকে নিয়ে তার মধ্যে একটা খচখচানি ছিলো আবার তার প্রতি এক ধরণের আর্কষণও বোধ করতো সে। এটা অবশ্য যৌন আকর্ষণ নয়। অন্তত সে এরকম কিছু ভাবতো

না। তার স্বপ্নের নারীরা হলো সোনালী চুল আর আকর্ষণীয় দেহবল্লরীর অধিকারী। ফোলা ফোলা ঠোঁট হতে হবে তাদের। দেখলেই যেনো কামনা বাসনা জেগে ওঠে। তাছাড়া বিশ বছর ধরে সে রিটভা নামের এক ফিনিশীয় নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ। তার স্ত্রী এখনও তার সমস্ত কামনাবাসনা মেটাতে সক্ষম। এ জীবনে সে কখনই অবিশ্বস্ত ছিলো না...তবে একটা ঘটনা অবশ্য ঘটেছিলো, তার বউ যদি সেটা জেনে যায় তবে তাকে ভুল বুঝবে। তারা বেশ সুখি। সালান্ডারের বয়সী দুটো মেয়ে আছে তাদের। যাইহোক না কেন, সে কোনো সমতল বুকের মেয়ে যাকে দূর থেকে খুব সহজেই ছেলে হিসেবে ভুল করবে যে কেউ তার প্রতি তার কোনো আকর্ষণ তৈরি হবে না। এটা তার স্টাইল নয়।

তারপরও লিসবেথ সালান্ডারকে নিয়ে উল্টাপাল্টা দিবাস্বপ্ন দেখে ফেললো সে। বুঝতে পারলো মেয়েটার প্রতি সে একদম নির্মোহ থাকতে পারছে না। তবে তার মনে হলো সালান্ডারের প্রতি তার এই আর্কষণটার মূল কারণ মেয়েটি তার কাছে একেবারেই অচেনা একজন। যেনো ভিন্ন কোনো জগত থেকে এসেছে সে। যেনো সে কোনো নিম্ফের পেইন্টিং অথবা গৃক অ্যাম্ফোরার প্রেমে পড়েছে। সালান্ডার যে জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে সেটা তার কাছে সত্যিকারের বলে মনে হয় না। এটা তাকে মুগ্ধ করে, আকর্ষণ করে কিন্তু এতে সে অংশ নিতে চায় না–অবশ্য মেয়েটাও তাকে অংশগ্রহণ করতে দিতে অপারগ।

একবার গামলা স্টানের স্টরটরগেট ক্যাফে'তে বসেছিলো আরমানস্কি ঠিক তখনই সালান্ডার তার টেবিল থেকে কয়েক টেবিল পরের একটি টেবিলে এসে বসে। তার সাথে ছিলো আরো তিনজন মেয়ে আর একটি ছেলে। তাদের বেশভুষা আর পোশাক সালান্ডারের মতোই। আগ্রহ নিয়ে আরমানস্কি তাদের দেখতে লাগলো। অফিসে যেমন ঠিক তেমনি চুপচাপ আর শান্ত রইলো মেয়েটি তবে বন্ধুদের প্রতিটি হাসির কথায় হেসে হেসে প্রতিক্রিয়া দেখালো সে।

সে বসেছিলো তার দিক থেকে পেছন ফিরে, একবারের জন্যেও পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে নি মেয়েটি। এটা ঠিক যে সে জানতো না আরমানস্কি ওখানে আছে। মেয়েটার উপস্থিতিতে আরমানস্কিও বিব্রতবোধ করতে লাগলো। অবশেষে সে যখন তার অলক্ষ্যে টেবিল থেকে উঠে বের হতে উদ্যত হলো তখন হঠাৎ করেই মেয়েটা সোজা তার দিকে তাকালো যেনো সে যে এখানে ছিলো সেটা সে জানতো। তার চাহনি দেখে মনে হলো সে খুব অবাক হয়েছে, এটা আরমানস্কির কাছে আক্রমণের মতো মনে হলো, সেও তাকে না দেখার ভান করে ক্যাফে থেকে তাড়াহুড়া করে বের হয়ে যায়।

সালান্ডার খুব কমই হাসে। তবে অনেক দিন কাজ করার পর আরমানস্কির কাছে মনে হলো মেয়েটার মধ্যে কোমল একটি স্বভাব আছে। তার হাস্যরস

একেবারেই শুকনো। বাঁকা হাসি আর আলগোছে একটা কিছু বলার মধ্যেই সেটা সীমাবদ্ধ।

মেয়েটার মধ্যে আবেগের ঘাটতি দেখে আরমানস্কির মাঝে মধ্যে মনে হয় তাকে জড়িয়ে ধরে প্রবলভাবে ঝাঁকি দেবে। মেয়েটাকে তার নিজের খোলস থেকে বের করে আনা, তার বন্ধুত্ব অর্জন করা অথবা নিদেনপক্ষে তার কাছ থেকে কিছুটা সম্মান আদায় করা।

মাত্র একবারই তার সাথে এ ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছিলো আরমানস্কি। সেটা ছিলো মিল্টন সিকিউরিটির ক্রিসমাস পার্টিতে। আর সেই একবারই সে একটু বেসামাল ছিলো বলা যায়। উল্টাপাল্টা কিছু ঘটে নি–তাকে কেবল বলার চেষ্টা করেছিলো সে তাকে ভীষণ পছন্দ করে। তারচেয়ে বড় কথা তার প্রতি সে খুব প্রটেক্টিভ ফিল করে। তার যদি কখনও কোনো সাহায্যের দরকার পড়ে সে যেনো বিন্দুমাত্র সংকোচ না করে তার কাছে চলে আসে। মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরারও চেষ্টা করেছিলো সে। সবটাই অবশ্য বন্ধুসুলভভাবে।

তার এসব কথাবার্তা বলার পরও মেয়েটি নির্বিকার ভাব তাকে বিব্রত করেছিলো। ঘটনার পর পরই সে পার্টি ছেড়ে চলে যায়। এরপর অনেক দিন আর অফিসে আসে নি। তার মোবাইলে কল করেও তাকে পাওয়া যায় নি। মেয়েটার অনুপস্থিতি তার কাছে এক ধরণের অত্যাচারের মতো লাগছিলো। যেনো বক্তিগতভাবে সে তাকে শাস্তি দিচ্ছে। এ নিয়ে কারো সাথে কথা বলার মতো কেউ ছিলো না যে ব্যাপরটা শেয়ার করবে। আর সেই প্রথম আরমানস্কি টের পেলো তার উপরে মেয়েটার ধ্বংসাত্মক একটি প্রভাব রয়েছে।

তিন সপ্তাহ পর এক রাতে আরমানস্কি যখন নিজের অফিসে বসে কাজ করছে তখন সালান্ডার এসে হাজির হয়। অনেকটা ভুতের মতো নিঃশব্দে আসে সে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে দরজার কাছে। কতোক্ষণ ধরে ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখে যাচ্ছিলো সেটা অবশ্য আরমানস্কি বুঝতে পারে নি।

"আপনি কি একটু কফি খাবেন?" জিজ্ঞেস করেছিলো মেয়েটি। ক্যান্টিন থেকে নিয়ে আসা এক কাপ কফি বাড়িয়ে দিলো সে। চুপচাপ কফিটা হাতে নিয়ে একই সাথে স্বস্তি যেমন পেলো তেমনি এক ধরণের ভীতি জেঁকে বসলো তার মধ্যে কারণ মেয়েটি দরজা বন্ধ করে তার কাছে এগিয়ে আসে স্থির চোখে। এরপর ঠিক তার বিপরীতে বসে যে প্রশ্নটা করে সেটা না হেসে উড়িয়ে দেয়া যায়, না এড়ানো যায়।

"ড্রাগান, তুমি কি আমার প্রতি আকর্ষণ বোধ করো?"

আরমানস্কি টের পেলো তার হাত পা অসাড় হয়ে গেছে। কী বলবে ভেবে পেলো না সে। সে যে অপমাণিত বোধ করছে না সেটার জন্যে একটু ভান করলো। এরপর মেয়েটির ভাবভঙ্গি দেখে একটু আশ্বস্ত হলো আর এও বুঝতে

পাগলো এই প্রথম সে কোনো ব্যক্তিগত প্রশ্ন করেছে। আর সেটা একেবারেই বিনায়াস একটি প্রশ্ন। মনে মনে ভাবলো এ ধরণের প্রশ্ন করার জন্যে মেয়েটার যে সাহসের দরকার সেটার জন্যে কতো দিন লেগেছে তার। আস্তে করে হাতের কলমটা রেখে চেয়ারে হেলান দিলো সে। একটু রিল্যাক্স বোধ করলো আরমানস্কি।

"তোমার এরকম ভাবার কারণটা কি?" জানতে চাইলো সে।

"যেভাবে তুমি আমার দিকে তাকাও এবং না তাকানোর চেষ্টা করো। অনেক সময় তুমি আমাকে স্পর্শ করার জন্য হাত বাড়াও কিন্তু নিজে থেকেই থেমে যাও।"

মুচকি হাসলো সে। "আমি জানি তোমার দিকে হাত বাড়ালে তুমি আমার হাত কামড়ে দেবে।"

মেয়েটি এমন ঠাট্টায়ও হাসলো না। জবাব পাওয়ার আশায় সে অপেক্ষায় থাকলো।

"লিসবেথ, আমি তোমার বস্। আমি যদি তোমার প্রতি কখনও আকর্ষণ অনুভব করিও তা মনের ভেতরই চেপে রাখবো। সেটা প্রকাশ করবো না।"

এরপরও মেয়েটা অপেক্ষা করতে লাগলো। যেনো এ জবাবে সে সন্তুষ্ট নয়।

"হ্যা, অনেক সময় আমি তোমার প্রতি আর্কষণ অনুভব করি। সেটা আমি ব্যাখ্যা করতে পারবো না। তবে সেটা হয়। কী কারণে হয় আমি জানি না। তোমাকে আমি অনেক পছন্দ করি। তবে সেটা শারীরিক কোনো ব্যাপার নয়।"

"ভালো। কারণ এরকম কিছু কখনও ঘটবে না।"

আরমানস্কি হেসে ফেললো। এই প্রথম মেয়েটি ব্যক্তিগত কিছু বললো আর সেটা অবধারিতভাবে যেকোনো পুরুষের জন্য হৃদয়ভঙ্গের শামিল। কোন্ কথাটা বলবে ভাবতে লাগলো আরমানস্কি।

"লিসবেথ, আমি বুঝতে পারছি তুমি পঞ্চাশোর্ধ কোনো বুড়ো লোকের ব্যাপারে আগ্রহী নও।"

"আমি পঞ্চাশোর্ধ এমন কোনো লোকের ব্যাপারে আগ্রহী নই যে কিনা আমার বস্।" হাত তুলে সে বললো। "দাঁড়াও, আমাকে বলতে দাও। তুমি মাঝেমধ্যে একেবারে স্টুপিড আর উন্মাদগ্রস্ত আমলাদের মতো আচরণ করো। তবে সত্যি বলতে কি তুমি বেশ আকর্ষণীয় একজন পুরুষ...আমিও সেটা অনুভব করতে পারি...কিন্তু তুমি আমার বস্, আর তোমার স্ত্রীর সাথে আমার পরিচয় আছে। আমি আমার কাজটা হারাতে চাই না। তোমার সাথে কাজ করতে চাই। তোমার সাথে জড়িয়ে পড়াটা হবে আমার জন্য একেবারেই বোকার মতো একটি কাজ।"

আরমানস্কি কিছুই বললো না। তার নিঃশ্বাস যেনো বন্ধ হয়ে গেছে।

"তুমি আমার জন্য যা করেছো সে ব্যাপারে আমি সচেতন আছি, আমি

অকৃতজ্ঞ নই। আমাকে সুযোগ দেবার জন্য তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তবে আমি তোমাকে আমার প্রেমিক হিসেবে চাই না, আর তুমি আমার বাবাও নও।"

কিছুটা সময় পর আরমানস্কি অসহায়ের মতো হাফ ছাড়লো। "তুমি আমার কাছ থেকে ঠিক কি চাও?"

"আমি তোমার সাথে কাজ করতে চাই। যদি তোমার কোনো আপত্তি না থাকে।"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে যতোটা সম্ভব সততার সাথে তার প্রশ্নের জবাব দিলো। "আমিও চাই তুমি আমার জন্যে কাজ করো। তবে আমি এও চাই তুমি আমাকে একজন বন্ধু ভাববে, আমার উপর আস্থা রাখবে।"

সালান্ডার মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"তুমি বন্ধুভাবাপন্ন মেয়ে নও," বললো সে। "আমি বুঝি তুমি চাও না কেউ তোমার ব্যাপারে নাক গলাক। তোমার লাইফস্টাইল নিয়ে মাথা ঘামাক। আমিও সেটা না করার চেষ্টা করবো। তবে আমি যদি তোমাকে পছন্দ করা অব্যাহত রাখি সেটাতে কি তোমার আপত্তি আছে?"

কিছুটা সময় ভেবে নিলো সালান্ডার। তারপর আচমকা উঠে দাঁড়ালো সে। তার ডেস্কের কাছে এসে জড়িয়ে ধরলো তাকে। আরমানস্কি একেবারে ভড়কে গেলো। যখন তাকে ছেড়ে দিলো মেয়েটার হাত ধরলো সে।

"আমরা বন্ধু হতে পারি তো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সালান্ডার।

কেবলমাত্র ঐ একবারই তার মধ্যে সে মায়ামমত্ব দেখতে পেয়েছিলো। আর ঐ একবারই সে তাকে স্পর্শ করেছিলো নিজ থেকে। এই মুহূর্তটার কথা মনে পড়লে আরমানস্কির বেশ ভালো লাগে।

চার বছর কাজ করার পরও নিজের ব্যক্তিগত জীবন আর ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে কিছুই বলে নি সালান্ডার। একবার আরমানস্কি তার উপর নিজের পিন্ডার্স আর্টের জ্ঞান প্রয়োগ করেছিলো। হোলগার পামগ্রিনের সাথেও এ নিয়ে দীর্ঘ আলাপ করেছে–তাকে দেখে অবশ্য পামগ্রিন মোটেও অবাক হয় নি–তার কাছ থেকে সে যা শুনতে পেলো তাতে করে মেয়েটার উপর তার আস্থা মোটেও বাড়াতে সাহায্য করলো না। সে যে তার সম্পর্কে কিছু জানে অথবা তার ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছে সে ব্যাপারে তাকে কিছুই বলে নি, তাকে সেটা জানতেও দেয় নি। তার বদলে সে নিজের অস্বস্তি লুকিয়ে মেয়েটার উপর নজরদারি আরো বাড়িয়ে দেয়।

সেই অদ্ভুত রাত শেষ হবার আগেই আরমানস্কি আর সালান্ডার একটি ঐক্যমতে পৌছেছিলো। ভবিষ্যতে সে তার ফার্মের হয়ে একজন ফ্রিল্যান্সার হিসেবে

রিসার্চের কাজ করবে। কোনো অ্যাসাইনমেন্ট না করলেও প্রতি মাসে অল্পকিছু টাকা পাবে সে। তবে প্রতি অ্যাসাইনমেন্টের জন্য তাকে মোটা অঙ্কের টাকা দেয়া হবে। তার যেভাবে খুশি সেভাবেই কাজ করতে পারবে। তবে বিনিময়ে মিল্টন কোনো বিব্রতকর কিংবা ঝামেলার মধ্যে যেনো না পড়ে সেটার দিকে তাকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

এতে করে আরমানস্কি, কোম্পানি আর সালান্ডার সবার জন্যেই সুবিধা হবে। পিআই নামের ঝামেলাপূর্ণ ডিপার্টমেন্টটির লোকবল কমিয়ে একজন ফুলটাইম কর্মচারিতে নামিয়ে আনলো সে। আর সেই কর্মচারি হলো তারই এক সময়কার পুরনো কলিগ। সবধরণের জটিল আর উদ্ভট অ্যাসাইনমেন্ট সালান্ডার এবং অল্প কয়েকজন ফ্রিল্যান্সারের কাছে দিয়ে দেয় সে। তারা স্বাধীনভাবেই মিল্টন সিকিউরিটিতে কাজ করলেও তাদের কাজের দায়দায়িত্ব ফার্মের উপর বর্তায় না। সালান্ডারকে নিয়মিত কাজে লাগানোর পর থেকে মেয়েটাও বেশ মোটা অঙ্কের টাকা কামাতে শুরু করলো। তবে সেটা আরো বেশি হতে পারতো কিন্তু সালান্ডার কেবল তখনই কাজ করে যখন তার মনে হয় কাজটা সে করবে।

মেয়েটি যেভাবে আছে সেভাবেই আরমানস্কি তাকে মেনে নিলো। তবে কোনো ক্লায়েন্টের সাথে তার দেখা করার অনুমতি দেয়া হলো না। অবশ্য আজকের অ্যাসাইনমেন্টটা ব্যতিক্রম।

সালান্ডার আজ কালো রঙের একটি টি-শার্ট পরেছে তাতে স্টিভেন স্পিয়েলবার্গের আশির দশকে সাড়া জাগানো সিনেমা *ই.টি*'র একটি ছবি আছে। ছবিটার নীচে একটা ক্যাপশন আমিও একজন বর্হিজীব। তার কালো স্কার্টটা দেখে মনে হয় ছেড়াফাড়া। সেইসাথে মিডলেন্থের চামড়ার জ্যাকেট, বেল্ট আর ভারি মার্টিন ডক বুট জুতো। পায়ের মোজাটা সবুজ-লাল রঙের খাড়া স্ট্রাইপের। মুখে এমন আজব রঙের মেকআপ দিয়েছে যে কেউ হয়তো ভাববে মেয়েটা কালার ব্লাইন্ড। একেবারেই আজব গোছের সাজসজ্জা।

আরমানস্কি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার সু-টাই আর ভারি কাঁচের চশমা পরা রক্ষণশীল ক্লায়েন্টের দিকে তাকালো। ডার্চ ফ্রোডি একজন আইনজীবি, সে নাছোরবান্দার মতো চাপাচাপি করেছে যে কর্মচারি রিপোর্টটা তৈরি করবে তার সাথে নাকি তাকে মিটিং করতে হবে। তার কাছ থেকে সে সামনাসামনি কিছু জেনে নিতে চায়। আরমানস্কি এই মিটিংটা না হবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। বার বার বলেছে সালান্ডারের সর্দি লেগেছে, শহরের বাইরে আছে সে, অথবা অন্য একটা কাজে ব্যস্ত আছে কিন্তু আইনজীবি ভদ্রলোকের এক কথা, সমস্যা নেই। এটা খুব আর্জেন্ট কিছু না। সময় হলে যেনো মিটিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। কয়েকদিন অপক্ষো করতে তার কোনো আপত্তি নেই। অবশেষে মিটিংটা না করার আর কোনো উপায় রইলো না। এখন ষাটোর্ধ ফ্রোডি লিসবেথ সালান্ডারের

দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আর সালান্ডার যেভাবে কটমট চোখে তার জবাব দিচ্ছে সেটা মোটেও আন্তরিকতার প্রকাশ নয়।

আবারো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এইমাত্র সালান্ডার যে ফোল্ডারটি টেবিলের উপর রেখেছে তার দিকে তাকালো আরমানস্কি। ফোল্ডারের উপর বড় বড় করে লেখা কার্ল মিকাইল ব্লমকোভিস্ট। নামের পাশে সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বারটাও দেয়া আছে। নামটা সে জোরে জোরে উচ্চারণ করলো। ফ্রোডি তার বিস্ময় জাগানো ভাবটি ঝেড়ে ফেলে তাকালো আরমানস্কির দিকে।

"তাহলে মিকাইল ব্লমকোভিস্টের সম্পর্কে আপনি আমাকে কি বলবেন?" জানতে চাইলো সে।

"এ হলো মিস্ সালান্ডার, রিপোর্টটা সে-ই তৈরি করেছে।" একটু থেমে মুচকি হেসে আবার বলতে লাগলো সে। তার বয়স কম দেখে তাকে খাটো করে দেখবেন না। সে আমাদের সবচাইতে সেরা রিসার্চার।"

"সেটা আমি মেনে নিলাম," শুকনো কণ্ঠে বললো ফ্রোডি যার অর্থ একেবারেই তার বলা কথাটার বিপরীত। "তাহলে বলুন মেয়েটা কি খুঁজে পেলো।"

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সালান্ডারের সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে সে বিষয়ে ফ্রোডির কোনো ধারণা নেই। সে প্রশ্ন করছে আরমানস্কিকে যেনো মেয়েটা এ ঘরেই নেই। সালান্ডার তার মুখের চুইংগাম দিয়ে বড়সড় একটা বাবল তৈরি করলো। আরমানস্কি কিছু বলার আগেই সে বলতে শুরু করলো, "তুমি কি তোমার ক্লায়েন্টকে জিজ্ঞেস করবে সে লম্বা নাকি সংক্ষিপ্ত ভার্সনটা শুনতে চায়?"

বিব্রতকর একটি নীরবতা নেমে এলো ঘরে। অবশেষে ফ্রোডি ঘুরে তাকালো সালান্ডারের দিকে, বন্ধুত্বপূর্ণ একটা হাসি দিয়ে ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করলো সে।

"এই ইয়াং লেডি যদি আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে তার ফলাফলগুলো মুখে জানায় তো আমি খুব খুশি হবো।"

কয়েক মুহূর্তের জন্যে মেয়েটার এক্সপ্রেসন এমন শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠলো যে ফ্রোডির মেরুদণ্ড দিয়ে শীতল একটি প্রবাহ বয়ে গেলো। তারপর আচমকাই তার অভিব্যক্তি কোমল হয়ে গেলে ফ্রোডি মনে মনে ভাবতে লাগলো একটু আগে দেখা অভিব্যক্তিটা তার দেখার ভুল কিনা। মেয়েটা যখন বলতে শুরু করলো তার কথা শুনে মনে হলো সে বুঝি একজন সিভিল সার্ভেন্ট।

"প্রথমেই আমাকে বলতে দিন এটা কোনো জটিল অ্যাসাইনমেন্ট নয়। কেবলমাত্র কাজটার যে উদ্দেশ্য সেটাই একটু অস্পষ্ট এই যা। তার সম্পর্কে যতোটুকু জানা যায় তা জানতে চান আপনি কিন্তু ঠিক কোন দিকগুলো জানতে চান সেটা আমাকে বলেন নি। এ কারণে এই রিপোর্টটা তার জীবনের সংক্ষিপ্ত

[illegible]সের মতোই হয়ে গেছে। রিপোর্টটা ১৯৩ পৃষ্ঠার, তবে ১২০ পৃষ্ঠ হলো তার লেখা বিভিন্ন আর্টিকেল এবং পেপার ক্লিপিংস। ব্লমকোভিস্ট একজন পাবলিক পারসন, যার সিক্রেট বলতে তেমন কিছু নেই। লুকানোর মতো ঘটনাও বেশি আছে বলে মনে হয় না।"

"কিন্তু তার তো কিছু সিক্রেট আছে?" ফ্রোডি বললো।

"সবারই কিছু না কিছু সিক্রেট আছে," নির্বিকারভাবে বললো সালান্ডার। "কেবল সেগুলো খুঁজে বের করে দেখতে হয় সেগুলো আসলে কি।"

"তাহলে শুনি।"

"মিকাইল ব্লমকোভিস্ট ১৯৬০ সালের ১৮ই জানুয়ারিতে জন্মগ্রহণ করে, তার মানে বয়স এখন বিয়াল্লিশ। বোরল্যাঙ্গে জন্মালেও সেখানে কখনও বসবাস করে নি। সে যখন জন্মায় তখন তার বাবা-মা কুর্ট এবং আনিটা ব্লমকোভিস্টের বয়স প্রায় পয়ত্রিশের ঘরে ছিলো। তারা দু'জনেই এখন মৃত। তার বাবা একজন মেশিনারি ইনস্টলার ছিলো ফলে বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করেছে। আর আমি যতোটুকু জানতে পেরেছি, তার মা একজন সাধারণ গৃহিনী। মিকাইল যখন স্কুলে পড়ে তখন তাদের পরিবার স্টকহোমে চলে আসে। তার থেকে তিন বছরের ছোটো এক বোন আছে, নাম আনিকা, সে একজন আইনজীবি। ব্লমকোভিস্টের কিছু জ্ঞাতি ভাইবোনও রয়েছে। তুমি কি আমাদেরকে কফি দেবার কথা ভাবছো?"

শেষ কথাটা আমানস্কির উদ্দেশ্যে বলা। একটু ইতস্তত করে সে ফ্লাস্ক থেকে তিন কাপ কফি ঢেলে সালান্ডারের দিকে ইশারা করলো কথা বলে যেতে।

"১৯৬৬ সালে তাদের পরিবার বসবাস করতো লিলা এসিঙ্গেনে। ব্লমকোভিস্ট প্রথমে ব্লোমা এবং পরে কুঙ্গসহোমেনে পড়াশোনা করে। বেশ ভালোরকম মার্ক পেয়ে সে গ্র্যাজুয়েট হয়–ওগুলোর কপি ফোল্ডারে আছে। স্কুলে পড়ার সময় শেষের দিকে সে বুটস্ট্র্যাপ নামের একটি রকব্যান্ড গঠন করে। সেখানে সে বেজ গিটার বাজাতো। তাদের ব্যান্ডের একটি গান ১৯৭৯ সালের দিকে রেডিও'তে বেশ বাজতো। স্কুল শেষ করে সে টানেলবানা'তে একজন টিকেট কালেক্টরের কাজ করে কিছু টাকা জমায়, সে টাকা দিয়ে বিদেশ ভ্রমণে যায় সে। প্রায় এক বছরের মতো বাইরে ছিলো। এশিয়ার ইন্ডিয়া, থাইল্যান্ড হয়ে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যায়। একুশ বছর বয়সে স্টকহোমে সাংবাদিকতার উপর পড়াশোনা করতে শুরু করে তবে প্রথম বছরেই মিলিটারি সার্ভিস করার জন্যে তার পড়াশোনায় ছেদ পড়ে। মিলিটারিতেও সে বেশ ভালো করেছিলো। মিলিটারি সার্ভিস শেষে সাংবাদিকতার ডিগ্রি লাভ করে। তারপর থেকেই মূলত রিপোর্টার হিসেবে কাজ শুরু করে। আর কি কি ডিটেইল শুনতে চান আমার কাছ থেকে?"

“আপনার কাছে যা যা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় সেগুলো বলুন।”

“*দ্য থৃ লিটল পিগ্‌স* নামের শিশুদের যে বই আছে তাতে তার একটি কাহিনী আছে। এ পর্যন্ত সে একজন চমৎকার সাংবাদিক হিসেবেই পরিচিত সবার কাছে। আশির দশকে সে অনেকগুলো অস্থায়ী চাকরি করেছে। ওসবের তালিকা ফোল্ডারে দেয়া আছে। তার সবচাইতে বিরাট সাফল্য হলো কুখ্যাত ব্যাঙ্ক ডাকাতদল বিয়ার গ্যাংকে চিহ্নিত করা।”

“কাল ব্লমকোভিস্ট।”

“সঙ্গত কারণেই এই ডাক নামটি সে খুবই অপছন্দ করে। কেউ যদি আমাকে পিপ্পি লঙ্গস্টকিং ব’লে ডাকে তবে আমি তার থোতা মুখ ভোতা করে দেবো।”

আরমানস্কির দিকে সে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে তাকালে সে আস্তে করে ঢোক গিললো। একবার সে মনে মনে সালান্ডারকে পিপ্পি লঙ্গস্টকিং বলে ভেবেছিলো। তাকে কথা বলে যাওয়ার জন্যে হাত নেড়ে ইশারা করলো সে।

“এক সোর্স জানিয়েছে সেই তখন থেকেই নাকি সে ক্রাইম রিপোর্টার হতে চেয়েছিলো–একটি সান্ধ্যকালীন পত্রিকায় ক্রাইম রিপোর্টারের পদে কিছু দিন চাকরিও করেছে। তবে পরবর্তীতে সে একজন পলিটিক্যাল আর ফিনান্সিয়াল রিপোর্টার হিসেবেই ব্যাপক পরিচিতি পায়। মূলত সে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করতো তবে আশির দশকে একটি পত্রিকায় ফুলটাইম চাকরি করেছিলো কিছুদিন। ঐ চাকরিটা ছেড়েই *মিলেনিয়াম* নামের ম্যাগাজিনে যোগ দেয়। ম্যাগাজিনটা একেবারেই অখ্যাত ছিলো। বড় কোনো প্রকাশকের পৃষ্ঠপোষকতা পায় নি। তবে তার যোগ দেবার পর এর সার্কুলেশন বেড়ে মাসিক ২১০০০ কপিতে গিয়ে পৌঁছেছে। এর এডিটোরিয়াল অফিস এখান থেকে মাত্র কয়েক ব্লক দূরে গোথগাতানে অবস্থিত।”

“একটি বামপন্থী পত্রিকা।”

“এটা নির্ভর করে আপনি কিভাবে ‘বামপন্থী’ কনসেপ্টটা সংজ্ঞায়িত করছেন তার উপর। *মিলেনিয়াম* সাধারণত এ সমাজের সমালোচনা করে থাকে। তবে আমি আন্দাজ করতে পারি নৈরাজ্যবাদীরা একে পেটি বুর্জোয়া ম্যাগাজিন হিসেবে দেখে। তবে মডারেট স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন একে বলশেভিক হিসেবেই গন্য করে। ব্লমকোভিস্ট কখনও রাজনীতি করেছে বলে কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি। সাংবাদিকতায় পড়ার সময় সে এক মেয়ের সাথে বসবাস করতো, ঐ মেয়েটি অবশ্য সিন্ডিক্যালিস্ট হিসেবে সক্রিয় রাজনীতি করতো, বর্তমানে সে পার্লামেন্ট মেম্বার। সেই মেয়ের কাছ থেকে হয়তো বামপন্থী রাজনীতির কিছু কিছু জিনিস তার মধ্যে ঢুকে গিয়ে থাকবে কারণ ফিনান্সিয়াল রিপোর্টার হিসেবে সে কর্পোরেট দুনিয়ার দুর্নীতি নিয়ে অসংখ্য তদন্তমূলক প্রতিবেদন করেছে। এ কাজে সে

বিশেষ পারদর্শী। তার রিপোর্টের কারণে অনেক রাজনীতিক আর কোর্পোরেট হোমড়াচোমড়াকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। কর্পোরেট দুনিয়ার দুর্নীতি নিয়ে কিছু বললে তাকে বামপন্থী বলাটা সাধারণ ব্যাপার।"

"আপনি কি বলতে চাচ্ছেন বুঝতে পেরেছি। আর কিছু?"

"দুটো বই সে লিখেছে। একটা হলো আরবোর্গা অ্যাফেয়ার নিয়ে আর অন্যটি ফিনান্সিয়াল জার্নালিজমের উপরে যার টাইটেল *দ্য নাইটস টেম্পলার*, যা কিনা তিন বছর আগে প্রকাশিত হয়। বইটা আমি পড়ে দেখি নি তবে রিভিউ পড়ে বুঝতে পারছি সেটা খুব বিতর্কিত। এ নিয়ে মিডিয়াতে বেশ সমালোচনা হয়েছে।"

"টাকা-পয়সা?" ফ্রোডি জানতে চাইলো।

"খুব একটা নেই। তাকে ধনী বলা যাবে না। তবে অভাবি বলাও ঠিক হবে না। তার ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন রিপোর্টের সাথে অ্যাটাচ করা আছে। ব্যাঙ্কে ১৫০০০০ ক্রোনারের মতো জমা আছে তার। আরেকটা একাউন্টে আছে ১০০০০০ ক্রোনার তবে সেটা ম্যাগাজিন চালানোর খরচ মেটানোর জন্য। বেলমাঙ্গসগাটানে ৭০০ বর্গফুটের একটি অ্যাপার্টমেন্ট আছে তার। কোনো ঋণ কিংবা ধারদেনা নেই। তার আরেকটা সম্পত্তি আছে–স্যান্ডহামে একটি স্থাবর সম্পত্তি। ২৭০ বর্গফুটের একটি সামার কটেজ। নদীর তীরে সেটা অবস্থিত। চল্লিশের দশকে তার চাচা এটা কিনেছিলো, তার কোনো ছেলেপুলে না থাকাতে এটা এখন ব্লমকোভিস্টের হাতে চলে এসেছে। নিজের বাবা-মা'র অ্যাপার্টমেন্টটি তার ছোটো বোনকে দিয়ে সে এই কেবিনটা নিয়ে নিয়েছে। এর বর্তমান বাজার দর কতো সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই তবে আন্দাজ করতে পারি কয়েক মিলিয়ন হবে। মনে হয় এটা বিক্রি করার কোনো ইচ্ছে তার নেই। মাঝেমধ্যেই সে ওখানে যায়।"

"আয়রোজগার?"

"*মিলেনিয়াম*-এর কিছু অংশের মালিক সে। তবে সে কেবল মাসিক ১২০০০ ক্রোনার বেতন ছাড়া আর কিছু নেয় না। তার বাকি আয়ের টাকা আসে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ থেকে। মোট কতো সেটা নির্ভর করে কাজের পরিমাণের উপর। তিন বছর আগে তার আয় বেশ ভালো ছিলো। ৪৫০০০০ আয় করেছিলো সেই বছর। গত বছর কেবল ১২০০০০ ক্রোনার ছিলো ফ্রিল্যান্স কাজ থেকে।"

"তাকে তো ১৫০০০০ এবং আইনজীবিদের ফি'য়ের টাকা পরিশোধ করতে হবে," বললো ফ্রোডি। "ধরা যেতে পারে সব মিলিয়ে অনেক বেশি টাকা তাকে পরিশোধ করতে হবে। গাউল-এ সার্ভিস দেবার সময়ও তাকে আরো কিছু টাকা খোয়াতে হবে।"

“তার মানে তার পকেট একেবারে খালি করে ফেলা হবে,” বললো সালান্ডার।

“সে কি সৎ?”

“বলা হয়ে থাকে এটাই তার ট্রাস্ট ক্যাপিটাল। ব্যবসায়ী মহলে তার ইমেজ হলো নীতিবান একজন হিসেবে। টিভি টকশোগুলোতে তাকে প্রায়ই ডাকা হয়।”

“আজকের বিচারের যে রায় হয়েছে তারপর তার সেই ক্যাপিটালের খুব বেশি কিছু অবশিষ্ট থাকবে বলে মনে হয় না,” বললো ফ্রোডি।

“সেটা আমি ঠিক বলতে পারবো না। তবে এটা বুঝি এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে মাস্টার ডিটেক্টিভ ব্লমকোভিস্টের অনেক বছর লেগে যাবে। এবার সে বেশ ভালো বোকামিই করে ফেলেছে,” বললো সালান্ডার। “আমি যদি একটি ব্যাক্তিগত মন্তব্য করি...”

আরমানস্কির চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেলো। সালান্ডার কখনই কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে তদন্ত করতে গিয়ে বক্তিগত মন্তব্য করে নি।

“আমার অ্যাসাইনমেন্টে ওয়েনারস্ট্রমের মামলাটির ব্যাপারে কিছু নেই তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি সেটা ফলো করেছি। স্বীকার করছি আমি খুবই হতবাক হয়েছি। মনে হয় পুরো ব্যাপারটি ভুল, আর এটা...ব্লমকোভিস্টের চারিত্রিক বৈশিষ্টের একদম বিপরীত একটা কাজ।”

নিজের ঘাড় চুলকালো সালান্ডার। ধৈর্য ধরে চেয়ে আছে ফ্রোডি। আরমানস্কির কাছে মনে হলো সালান্ডার কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। কিন্তু যে সালান্ডারকে সে চেনে সে তো কখনও ইতস্তত করে নি কোনো কিছু বলতে গিয়ে।

“অফ দ্য রেকর্ডে বলছি কথাটা...আমি ওয়েনারস্ট্রমের মামলাটি ভালোভাবে স্টাডি করে দেখি নি, তবে আমি মনে করি মিকাইল ব্লমকোভিস্টকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। আদালত যে রায় দিয়েছে ঘটনা আসলে সেরকম না। এর পেছনে অন্য কিছু আছে।”

আইনজীবি ভদ্রলোক তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে সালান্ডারের দিকে চেয়ে রইলো। আরমানস্কির মনে হলো ওয়েনারস্ট্রমের মামলার ব্যাপারে ফ্রোডির বেশ ইন্টারেস্ট আছে। এটা সে মনে মনে টুকে রাখলো। সত্যি বলতে কি ফ্রোডির আসলে ওয়েনারস্ট্রমের মামলার ব্যাপারে আগ্রহ ছিলো না তবে যেই মুহূর্তে সালান্ডার বললো ব্লমকোভিস্টকে ফাঁসানো হয়েছে তখন থেকেই তার আগ্রহের শুরু।

“আপনি ঠিক কি বলতে চাচ্ছেন?” বললো ফ্রোডি।

“এটা আমার ধারণা। তবে আমি নিশ্চিত কেউ তাকে ফাঁদে ফেলেছে।”

“আপনার এরকম মনে হওয়ার কারণ?”

“ব্লমকোভিস্টের ব্যাকগ্রাউন্ড ঘেটে দেখেছি সে প্রমাণ ছাড়া কোনো রিপোর্ট

প্রকাশ করে না। একদিন কোর্টে গিয়ে আমি তাকে দেখেছিলাম, মনে হয়েছে সে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছে। লড়াই করার কোনো আগ্রহ তার মধ্যে নেই। এটা তার চরিত্রের সাথে যায় না। প্রমাণ ছাড়া সে ওয়েনারস্ট্রমের বিরুদ্ধে এরকম কোনো রিপোর্ট করবে না। এটা হবে তার মতো একজন সাংবাদিকের জন্যে আত্মঘাতি একটি মিশন। এটা ব্লমকোভিস্টের স্টাইল নয়।"

"তাহলে কী ঘটেছে ব'লে আপনি মনে করেন?"

"আমি শুধু আন্দাজ করতে পারি। ব্লমকোভিস্ট তার গল্পটায় বিশ্বাস করেছিলো কিন্তু কিছু একটা ঘটলে সে দেখতে পায় তার তথ্যগুলো ভুল। মনে হয় সে তার সোর্সকে খুব বিশ্বাস করতো, আর সে-ই ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে ভুল তথ্য দিয়ে ফাঁসিয়েছে। খুবই জটিল শোনাচ্ছে জানি। আরেকটা বিকল্প কারণও থাকতে পারে। তাকে হয়তো মারাত্মক কোনো হুমকি দেয়া হয়েছিলো যার ফলে সে আত্মসমর্পণ করেছে এভাবে। তবে আগেই বলেছি এটার আমার নিজের অনুমাণ।"

সালান্ডার যখন আরো বলতে যাবে ফ্রোডি তখন হাত তুলে তাকে বিরত করলো। কিছুটা সময় আইনজীবি ভদ্রলোক চুপ থেকে ইতস্ততার সাথে তাকালো মেয়েটার দিকে।

"আমরা যদি আপনাকে ওয়েনারস্ট্রমের মামলার আসল সত্য উদঘাটনে নিয়োজিত করি...তাহলে সেখানে অন্য কিছু খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা কতোটুকু?"

"এটার জবাব আমি দিতে পারবো না। হয়তো কিছুই পাওয়া যাবে না।"

"তবে আপনি চেষ্টা করে দেখবেন কি?"

কাঁধ তুললো সালান্ডার। "এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেবার এখতিয়ার আমার নেই। আমি হের আরামানস্কির হয়ে কাজ করি। তিনিই ঠিক করে দেবেন আমি কোন্ অ্যাসাইনমেন্টে কাজ করবো। আর সেটা নির্ভর করে আপনি কি ধরণের তথ্য চাচ্ছেন তার উপর।"

"তাহলে আমাকে বলতে দিন...আমি ধরে নেবো পুরো ব্যাপারটা গোপন থাকবে?" আরমানস্কি মাথা নেড়ে সায় দিলো। "এই ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। তবে আমি নিশ্চত করে বলতে পারি ওয়েনারস্ট্রম একজন অসৎ ব্যক্তি। ওয়েনারস্ট্রম কেসটা মিকাইল ব্লমকোভিস্টের জীবনে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। আপনার অনুমাণের কোনো ভিত্তি আছে কিনা সে ব্যাপারে আমার যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে।"

তাদের কথাবার্তা অপ্রত্যাশিতভাবেই অন্য দিকে মোড় নিলো। আরমানস্কিও সজাগ হয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। ফ্রোডি চাইছে মিল্টন সিকিউরিটি এমন একটি মামলার ব্যাপারে তাদের নাক গলাক যেটার রায় ইতিমধ্যে দেয়া হয়ে গেছে। তারা যদি এই কাজটা হাতে নেয় তাহলে ওয়েনারস্ট্রমের আইনজীবিদের যে

রেজিমেন্ট আছে তাদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে। আরমানস্কি চাচ্ছে না এরকম একটা ঝুঁকির মধ্যে নিজের ফার্ম আর তার প্রিয়পাত্রী সালান্ডারকে নিক্ষেপ করতে। এটা হবে নিয়ন্ত্রণহীন ক্রুইজ মিসাইলের মতো।

সালান্ডারের সাথে তার যে চুক্তি হয়েছিলো তাতে মেয়েটি স্পষ্ট ক'রে বলে দিয়েছিলো সে যেনো তার সাথে কখনও বাবার মতো আচরণ না করে। কিন্তু বাস্তবতা হলো এই মেয়েটাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন না হয়ে সে পারে না। মাঝে মধ্যে সে সালান্ডারকে নিজের মেয়ের সাথে তুলনা করে বসে আপন মনে। নিজেকে সে ভালো বাবা হিসেবেও বিবেচনা করে যে কিনা সন্তানদের ব্যাপারে অযাচিত নাক গলানো মোটেও পছন্দ করে না। তবে সে এও জানে তার নিজের মেয়ে যদি সালান্ডারের মতো আচরণ করে কিংবা তার মতো জীবনযাপন করে সেটা সে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারবে না।

তার হৃদয়ের গভীরে–ক্রোয়েশিয়ান, বসনিয়ান কিংবা আর্মেনিয়ান যাইহোক না কেন–একটা কথাই বাজে, সালান্ডারের জীবনে যেনো কোনো বিপর্যয় নেমে না আসে। সব সময় সে আশংকা করে এক সকালে ঘুম থেকে উঠে শুনতে পাবে মেয়েটার বড়সড় কোনো ক্ষতি হয়ে গেছে।

"এরকম একটি ইনভেস্টিগেশনে প্রচুর খরচ হবে," ফ্রোডিকে এ কাজ করা থেকে বিরত রাখার জন্যে বললো আরমানস্কি।

"তাহলে আমাদেরকে পারিশ্রমিকটা ঠিক করে নিতে হয়," বললো ফ্রোডি। "আমি অসম্ভব কিছু দাবি করছি না। তবে এটা তো ঠিক আপনি যেমনটি একটু আগে বলেছিলেন, আপনার এই কলিগ এরকম কাজে খুবই যোগ্য একজন মানুষ।"

"সালান্ডার?" আরমানস্কি মেয়েটার দিকে ভুরু তুলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো।

"এ মুহূর্তে আমার হাতে কোনো কাজ নেই।"

"ঠিক আছে। তবে আমি এই কাজের সীমাবদ্ধতার ব্যাপারে ঐক্যমত্য চাই। তার বাকি রিপোর্টটা আগে শুনি।"

"তার ব্যক্তিগত জীবনের কিছু কাহিনী ছাড়া রিপোর্টে আর কিছু নেই। ১৯৮৬ সালে মনিকা আব্রাহামসন নামের এক মেয়েকে সে বিয়ে করে, ঐ বছরেই তাদের এক সন্তান জন্মায়, নাম পারনিলা। বিয়েটা বেশি দিন টেকে নি। ১৯৯১ সালে তারা ডিভোর্স হয়ে যায়। আব্রাহামসন আবার বিয়ে করলেও তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব অটুট আছে। তাদের মেয়ে নিজের মায়ের কাছেই থাকে। ব্লমকোভিস্টের সাথে তার খুব একটা দেখাসাক্ষাত হয় না।"

ফ্রোডি আরো কফি চেয়ে সালান্ডারের দিকে ফিরলো।

"আপনি বলেছেন সবারই সিক্রেট আছে। সেরকম কিছু কি খুঁজে পেয়েছেন?"

"আমি বোঝাতে চেয়েছি সব লোকেরই এমন কিছু ব্যাপার রয়েছে যা তারা প্রকাশ করতে চায় না। ব্লমকোভিস্টের অবশ্যই নারীঘটিত অনেক ব্যাপার আছে। অনেকগুলো প্রেম-ভালোবাসা ছিলো তার তবে একজনই কেবল তার জীবনে বার বার ফিরে এসেছে। এটা একটু অন্যরকম সম্পর্ক।"

"কোন্ দিক থেকে?"

"*মিলেনিয়াম*-এর এডিটর ইন চিফ এরিকা বার্গার। উঁচুতলার মেয়ে। সুইডিশ মা আর বেলজিয়ান বাবা। বার্গার এবং ব্লমকোভিস্টের মধ্যে সম্পর্কের শুরু সেই জার্নালিজমে পড়ার সময় থেকে। মাঝেমধ্যে ছেদ পড়লেও তাদের সম্পর্কটা দীর্ঘদিন ধরে টিকে আছে।"

"এটা তো অন্য রকম হলো না," ফ্রোডি বললো।

"না, তা নয়। তবে বার্গার বিয়ে করেছে পেইন্টার গ্রেগর বেকম্যানকে। ছোটোখাটো একজন সেলিব্রেটি সে। কিছু পাবলিক ভেনুতে বস্তাপচা কাজ করেছে লোকটা।"

"তাহলে মহিলা একজন অবিশ্বস্ত স্ত্রী?"

"বেকম্যান তাদের এই সম্পর্কের কথাটা জানে। এটি এমন একটি সম্পর্ক যা সংশ্লিষ্ট সবাই জানে। মহিলা কখনও ব্লমকোভিস্টের অ্যাপার্টমেন্টে রাত কাটায়, আবার কখনও নিজের বাড়িতে। তাদের সম্পর্কটা কিভাবে কাজ করে সেটা আমি ঠিক ক'রে বলতে পারবো না। তবে মনে হয় এই সম্পর্কের কারণেই ব্লমকোভিস্টের সাথে আব্রাহামসনের বিয়েটা টেকে নি।"

অধ্যায় ৩

শুক্রবার, ডিসেম্বর ২০–শনিবার, ডিসেম্বর ২১

বিধ্বস্ত হয়ে *মিলেনিয়াম*-এর এডিটোরিয়াল অফিসে ব্লমকোভিস্ট ঢুকতেই এরিকা বার্গার ভুরু কুচকে তার দিকে তাকালো। তাদের এই অফিসটি গোথগাতানে গ্রিনপিসের অফিস ভবনের উপরতলায় অবস্থিত। এটার ভাড়া ম্যাগাজিনটার জন্যে একটু বেশি হলেও জায়গাটা তারা রেখে দিয়েছে।

ঘড়ির দিকে তাকালো সে। ৫: ১০ বাজে। স্টকহোমের উপর সন্ধ্যার ছায়া নেমে এসেছে ইতিমধ্যে। লাঞ্চটাইমেই তার অপেক্ষায় ছিলো এরিকা।

"আমি দুঃখিত," এরিকা কিছু বলার আগেই সে বললো। "রায়ের ভার বহন করতে হিমশিম খাচ্ছিলাম, একটুও ভালো লাগছিলো না। অনেকক্ষণ হেটেছি আর ভেবেছি কি করবো এখন।"

"রেডিও'তে আমি রায়টা শুনেছি। টিভি৪-এর ঐ মহিলা ফোন করেছিলো আমার মন্তব্য নেবার জন্যে।"

"তুমি কি বললে?"

"আমরা আগে জাজমেন্টেটার কপি পড়ে দেখবো তারপর এ ব্যাপারে যা বলার বলবো। তাই তাকে কিছুই বলি নি। আমি আবারো বলবো এটা ভুল স্ট্র্যাটেজি। মিডিয়াতে আমারা বেশ দুর্বল হয়ে যাবো। তারা তো আজ রাতে এ নিয়ে কিছু না কিছু দেখাবেই।"

ব্লমকোভিস্টকে আরো বিধ্বস্ত দেখালো।

"তোমার কি অবস্থা?"

কাঁধ তুললো সে। এরিকার অফিসে জানালার পাশে তার প্রিয় আর্মচেয়ারটায় বসে পড়লো। বাইরে গোথগাতান শহরটার দিকে তাকালো আনমনে। লোকজন ক্রিসমাসের জন্যে কেনাকাটা করতে ব্যস্ত।

"মনে হয়েছিলো কাটিয়ে উঠতে পারবো," বললো সে। "তবে এখন মনে হচ্ছে খুবই বাজে অবস্থায় পড়ে গেছি।"

"হ্যা। আমিও সেটা কল্পনা করতে পারি। আমাদের সবার অবস্থাও একই রকম। জেইন ডালম্যান আজ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে গেছে।"

"ধরে নিচ্ছি সে রায়টা নিয়ে খুব বেশি মুষড়ে পড়ে নি।"

"আর যাইহোক সে কোনো ইতিবাচক মনোভাবের লোক নয়।"

মাথা ঝাঁকালো মিকাইল। বিগত নয় মাস ধরে ডালম্যান তাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ওয়েনারস্ট্রম অ্যাফেয়ার্সটা শুরু হবার সময় থেকেই সে এখানে জয়েন্ট

করেছে। এরিকা কেন তাকে নিয়োগ দিয়েছিলো সে কারণটা মনে করার চেষ্টা করলো ব্লমকোভিস্ট। লোকটা যোগ্য সন্দেহ নেই, তবে বাতাসের বিরুদ্ধে চলতে ভয় পায়। গতবছর তো ব্লমকোভিস্ট তাকে নিয়োগ দেবার জন্যে আফসোসও করেছে। লোকটা সবকিছুই নেতিবাচক হিসেবে দেখে থাকে।

"ক্রিস্টার কি তোমাকে ফোন করেছিলো?" রাস্তা থেকে চোখ না সরিয়েই ব্লমকোভিস্ট জানতে চাইলো।

ক্রিস্টার মাম হলো তাদের ম্যাগাজিনের আর্ট ডিরেক্টর। বার্গার আর ব্লমকোভিস্টের সাথে সেও পত্রিকার কিছু অংশের মালিক। এখন সে তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে বিদেশ সফরে আছে।

"সে তোমাকে হ্যালো বলার জন্য ফোন করেছিলো।"

"প্রকাশক হিসেবে অধিষ্ঠিত হতে পারে সে।"

"এ কথা ভুলে যাও, মিক। একজন প্রকাশককে সব সময় নাকে ঘুষি নেবার জন্যে প্রস্তত থাকতে হয়। এটা তার কাজেরই অংশ।"

"তুমি ঠিক বলেছো। তবে আমি এমন একজন রিপোর্টার যে কিনা নিজেও মালিক। এরফলে পুরো ব্যাপারটা আচমকা বদলে গেছে।"

সারা দিন ধরে বার্গার যে চুপচাপ ছিলো এবার যেনো সেটার অবসান হবার সময় এসেছে। মামলা শুরু হবার কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই ব্লমকোভিস্ট নিজেকে আড়ালে আবডালে রেখে চলেছে। তবে মামলায় হেরে যাবার পর তাকে এতোটা বিষন্ন আর বিষাদগ্রস্ত হতে আগে কখনও দেখে নি। উঠে এসে তার কোলে বসে পড়লো এরিকা। দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে আদর করতে শুরু করলো সে।

"মিকাইল, আমার কথা শোনো। আমরা দুজনেই জানি কি ঘটেছে। তোমার মতো আমিও সমান দোষি। আমরা আসলে ঝড়ের পিঠে সওয়ার হয়েছিলাম।"

"সওয়ার হবার মতো কোনো ঝড় ছিলো না সেটা। মিডিয়ার ভাবসাব দেখলে মনে হয় এই রায়টা যেনো আমার মাথায় গুলি করার শামিল। আমি আর *মিলেনিয়াম*-এর প্রকাশক হিসেবে থাকছি না। ম্যাগাজিনটার বিশ্বাসযোগ্যতা আর এর রক্তক্ষরণ বন্ধ করাই হবে এখন সবচাইতে বড় কাজ। এটা আমি যেমন জানি তুমিও জানো।"

"তুমি যদি মনে করে থাকো আমি তোমাকে এরকম কাজ করতে দেবো তাহলে ধরে নেবো এতোগুলো বছর আমার সাথে থেকেও আমাকে চিনতে পারো নি।"

"আমি জানি তুমি কিভাবে কাজ করো, রিকি। তুমি তোমার কলিগদের প্রতি শতভাগ অনুগত। তুমি চাইলে নিজের সুনামের বারোটা বাজিয়ে হলেও ওয়েনারস্ট্রমের আইনজীবিদের বিরুদ্ধে লড়ে যেতে। আমাদেরকে এরচেয়েও বেশি স্মার্ট হতে হবে।"

"তুমি মনে করছো এ মুহূর্তে জাহাজ থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়াটাই হবে স্মার্ট কাজ, যাতে করে সবাই মনে করবে আমি তোমাকে বরখাস্ত করেছি?"

"*মিলেনিয়াম* টিকে থাকবে কিনা সেটা এখন তোমার উপর নির্ভর করছে। ক্রিস্টার খুব ভালো কিন্তু সে প্রকাশকের দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। এটা তার কাজ নয়। একজন বিলিয়নেয়ারের সাথে লড়াই করার ক্ষমতা তার নেই। কিছুদিনের জন্য আমি একজন প্রকাশক, রিপোর্টার এবং বোর্ড মেম্বার হিসেবে দৃশ্যপট থেকে উধাও হয়ে যাবো। ওয়েনারস্ট্রম জানে সে কি করেছে সেটা আমি জেনে গেছি। আমি নিশ্চিত আমি যদি *মিলেনিয়াম*-এর সাথে জড়িত থাকি সে পত্রিকাটার পেছনে লাগবে এটা ধ্বংস করার জন্য।"

"তাহলে আমরা যা জানি সেসব প্রকাশ করছি না কেন? ডুববো নয়তো ভাসবো?"

"কারণ আমরা কোনো কিছু প্রমাণ. করতে পারবো না। আর এ মুহূর্তে আমার কোনো বিশ্বাসযোগ্যতাও নেই। আসো মেনে নেই, এই রাউন্ডে ওয়েনারস্ট্রমই জয়ী হয়েছে।"

"ঠিক আছে। তোমাকে আমি বরখাস্ত করবো। তুমি কি করবে?"

"সত্যি বলতে কি আমার কিছু দিন ছুটি চাই। আমি একেবারে হাপিয়ে উঠেছি। কিছুটা সময় চাই আমার। এরমধ্যে কিছুটা সময় আবার জেলে থাকতে হবে। তারপর দেখবো কি করা যায়।"

বার্গার তাকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ধরে তার মাথাটা নিজের স্তনের সাথে চেপে ধরলো।

"আজ রাতে আমাকে চাও?"

ব্লমকোভিস্ট সায় দিলো।

"বেশ। আমি এরইমধ্যে গ্রেগরকে বলে দিয়েছি আজরাতটা আমি তোমার ওখানেই থাকবো।"

জানালা দিয়ে বাইরের ল্যাম্পপোস্ট থেকে যে আলো ভেতরে ঢুকেছে সেটাই ঘরের একমাত্র আলো। বার্গার রাত দুটোর দিকে ঘুমিয়ে পড়লে ব্লমকোভিস্ট জেগে উঠে তাকে দেখতে লাগলো। চাদরটা তার কোমরের নীচে নেমে আছে। তার স্তনের মৃদু ওঠানামা দেখলো সে। এখন সে বেশ রিল্যাক্স। পেটের মধ্যে অস্বস্তির যে গিটটা পাকিয়েছিলো সেটা আর নেই। তার উপরে মেয়েটার বেশ ভালো প্রভাব আছে। সে জানে এই মেয়েটার উপর তারও রয়েছে একই রকম প্রভাব।

বিশ বছর, ভাবলো সে। এতোটা দীর্ঘ সময় ধরেই এটা চলছে। তার মনে

হয় অন্তত আরো বিশ বছর তারা এভাবে একসাথে শুতে পারবে। তারা নিজেদের এই সম্পর্কের ব্যাপারটা কখনই লুকায় নি।

জার্নালিজমে দ্বিতীয় বর্ষে যখন পড়ে তখনই এক পার্টিতে তাদের পরিচয় হয়। সেই রাতে বিদায় জানানোর আগেই একে অন্যের ফোন নাম্বার বিনিময় করে তারা। দু'জনেই জানতো শেষ পর্যন্ত তাদের সম্পর্কটা খুব জলদি বিছানা পর্যন্ত গড়াবে।

ব্লমকোভিস্ট জানে বিয়ে, ক্রিসমাস ট্রি, বাচ্চাকাচ্চা আর যাবতীয় সব শেয়ার করাটা পুরনো ধাঁচের প্রেমের পরিণতি নয়। আশির দশকে তারা একবার একসঙ্গে থাকার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো কিন্তু শেষের দিকে এসে এরিকা মত পাল্টে ফেলে। তার মতে তারা যদি প্রেমে পড়ে যায় তাহলে তাদের এই সম্পর্কটা ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাবে। আসল কথা হলো তারা দু'জনে বেশ ভালোমতোই এক সঙ্গে আছে। হেরোইনের আসক্তির মতো তারা একে অন্যের প্রতি আসক্ত।

কখনও কখনও তারা এতোটা ঘন ঘন দেখা করে যে মনে হয় তারা বুঝি বিবাহিত দম্পতি। কখনও কখনও সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস তাদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ হয় না। তবে শেষ পর্যন্ত তারা একে অন্যের কাছে ফিরে আসে বার বার।

এ ধরণের সম্পর্কে অনেক বেশি যন্ত্রনা থাকে। তারা দু'জনেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে, পেছনে ফেলে এসেছে অনেক অসুখি প্রেমিক-প্রেমিকা। তার নিজের বিয়েটা টেকে নি কারণ এরিকা বার্গারের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারে নি সে। এরিকার প্রতি তার এই অনুভূতির কথা নিজের স্ত্রীর কাছেও লুকাতে পারে নি। এ নিয়ে কোনো মিথ্যেও বলতে পারে নি তাকে। তার স্ত্রী মনিকা ভেবেছিলো সন্তান হবার পর হয়তো স্বামীর এই মোহটা কেটে যাবে। সেটা হয় নি। সে যখন বিয়ে করে ঠিক একই সময় এরিকাও বিয়ে করে গ্রেগার বেকম্যানকে। বিয়ের এক বছরে তাদের মধ্যে তেমন একটা দেখা হয় নি। শুধুমাত্র পেশাদার কাজে দুয়েক বার দেখা হয়েছিলো। এরপর তারা দু'জনে শুরু করে *মিলেনিয়াম*। আর একসাথে কাজ করতে গিয়ে সপ্তাহখানেকের মধ্যেই তাদের দু'জনের শুভবুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। এক রাতে নিজের অফিসের ডেস্কের উপরেই এরিকার সাথে ভয়াবহ রকমের সেক্স করে ফেলে সে। এরপর থেকে ব্লমকোভিস্ট দোটানায় পড়ে যায়। এক দিকে নিজের বিয়ে টিকিয়ে রেখে নিজের মেয়েকে গড়ে তুলতে যেমন চাচ্ছিলো অন্য দিকে এরিকার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণও অনুভব করছিলো সে। সালান্ডার যেমনটি অনুমাণ করেছিলো, এরিকার প্রতি তার এই অব্যহত আকর্ষণই তাদের বিয়েটা ডির্ভোসে গড়ায়।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো বেকম্যান তাদের এই সম্পর্কটা মেনে নিয়েছে।

মিকাইলের প্রতি নিজের ফিলিংসের ব্যাপারে এরিকা সব সময়ই খোলামেলা ছিলো। ব্লমকোভিস্টের সাথে সেক্স করা শুরু হবার পর পরই স্বামীকে ব্যাপারটা জানিয়ে দেয় সে। একজন শিল্পী হবার কারণেই হয়তো বেকম্যান পুরো ব্যাপারটা উদারভাবে মেনে নেয়। যদিও ব্যাপারটা ব্লমকোভিস্টের কাছে অদ্ভুত লাগে মাঝেমধ্যে। এরিকা বার্গার আর বেকম্যানের মধ্যে যে ভালোবাসা সেটাও সে বুঝতে পারে না। তবে সে ভীষণ খুশি যে লোকটা নিজের স্ত্রীর একই সময় দু'দুজন পুরুষকে ভালোবাসার ব্যাপারটি মেনে নিয়েছে।

ব্লমকোভিস্ট ঘুমাতে পারলো না। ভোর ৪টায় উঠে পড়লো। রান্নাঘরে গিয়ে আদালতের রায়টা বার বার পড়ে দেখলো সে। আরোমা'তে বাল্যকালের বন্ধুর সাথে আচমকা দেখা হওয়াটা দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছু নয় বলে মনে করে। লিন্ডবার্গ তার কাছে নিছক গল্পের ছলে ওয়েনারস্ট্রমের কেচ্ছাকাহিনী বলেছিলো কিনা সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত হতে পারলো না।

আবার এও মনে হয় নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য লিন্ডবার্গ তার সাংবাদিক বন্ধুকে হয়তো ব্যবহার করে থাকবে।

আরোমায় তাদের মিটিংটা যদি এক ধরণের ফাঁদ হয়ে থাকে তাহলে লিন্ডবার্গ অসাধারণ অভিনয় করেছে। তবে সে জানে তাদের দেখা হয়েছিলো ঘটনাচক্রে।

তার মামলার যেদিন রায় হলো সেদিন যে কিছু কিছু পত্রিকা অফিসে লোকজন শ্যাম্পেন খুলে ফুর্তি করেছে সে ব্যাপারে ব্লমকোভিস্টের মনে কোনো সন্দেহ নেই।

তবে একজন সাংবাদিকের ভূমিকা কি হওয়া উচিত সে ব্যাপারে তার মতোই এরিকা একই মত পোষণ করে। তারা জার্নালিজমে পড়ার সময়ই কাল্পনিক একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করার পরিকল্পনা করতো।

মিকাইল মনে করে এরিকা তার দেখা সেরা বস। কর্মচারিদের সাথে তার সম্পর্ক বেশ ভালো। সব ম্যানেজ করার ক্ষমতা রয়েছে তার। যেমন নরম তেমনি দরকার পড়লে কঠিন হতেও তার সমস্যা হয় না। অনেক বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে যৌক্তিক তর্ক হয় তবে একে অন্যেকে তারা বেশ ভালোমতোই বুঝতে পারে। দু'জনের মধ্যে আস্থাও আছে বেশ। তাদের টিমটা একেবারেই অপ্রতিরোধ্য। সে যখন মাঠেময়দানে ঘুরে রিপোর্ট করতে ব্যস্ত এরিকা তখন প্রকাশনা আর পত্রিকার মার্কেটিং দিক নিয়ে দৌড়ঝাপ করে।

মিলেনিয়াম তাদের যৌথ সৃষ্টি। তবে এরিকা যদি পর্যপ্ত টাকা-পয়সার ব্যবস্থা না করতো পত্রিকাটা আলোর মুখ দেখতো না। একজন ওয়ার্কিংক্লাস পুরুষ আর অভিজাত পরিবারের মেয়ের এই বন্ধনটি চমৎকার ঐক্যের সৃষ্টি করেছে। এরিকার পরিবার বেশ পুরনো ধনী। প্রাথমিক পুঁজি সে-ই জোগার করেছে।

পরবর্তীতে নিজের পরিচিত আর আত্মীয়দের কাছ থেকে আরো অনেক ক্যাপিটালের ব্যবস্থাও করেছে সে।

মিকাইল মাঝেমধ্যেই ভাবে এরিকা কেন *মিলেনিয়াম*-এর মতো একটা ম্যাগাজিন নিয়ে পড়ে আছে। এটা সত্যি যে পত্রিকাটির একজন অংশীদার এবং এডিটর ইন চিফ হওয়ার সুবাদে সে বেশ সম্মান পেয়ে থাকে। মিকাইলের মতো এরিকা অবশ্য জার্নালিজমে পাস করে টিভি বিমুখ হয় নি। একটা টিভি স্টেশনে সাংবাদিক হিসেবে কাজ শুরু করে সে। ক্যামেরার সামনে তাকে বেশ আকর্ষণীয় লাগতো। আমলাতন্ত্রের সাথেও তার ভালো যোগাযোগ আছে। টিভি'তে লেগে থাকলে এতোদিনে সে কোনো টিভি স্টেশনের ম্যানেজেরিয়াল পোস্টে চলে যেতো আর বেতনও পেতো এখনকার চেয়ে অনেক বেশি।

ক্রিস্টার মামকেও পত্রিকার অংশীদার করতে রাজি করিয়েছিলো বার্গার। লোকটা সমকামী হিসেবে ছোটোখাটো একজন সেলিব্রেটি। মাঝেমধ্যেই টিভি'তে সমকামী অধিকার নিয়ে হাজির হয়।

ছত্রিশ বছরের মাম একজন পেশাদার আলোকচিত্রি। *মিলেনিয়াম*কে আধুনিক রূপ দিয়েছে সে-ই।

মিলেনিয়াম-এর তিনজন ফুলটাইম কর্মী আর একজন ফুলটাইম ট্রেইনি আছে, সেইসাথে আছে দু'জন পার্ট-টাইমার। খুব বেশি লাভজনক না হলেও দিন দিন তাদের সার্কুলেশন বেড়ে চলেছে আর বেড়ে যাচ্ছে বিজ্ঞাপনের রেভিনু। আজকের দিনের আগ পর্যন্ত তাদের পত্রিকাটা উদারপন্থী আর বিশ্বস্ত সম্পাদকীয়ের জন্য বিশেষ পরিচিত ছিলো।

এখন পরিস্থিতি সম্ভবত পাল্টে যাবে। বার্গারের সাথে বসে যে প্রেসরিলিজটা তৈরি করেছে সেটা পড়ে দেখলো ব্লমকোভিস্ট। এটা মেইল করেও দেয়া হবে খুব শীঘ্রই।

দোষি রিপোর্টার মিলেনিয়াম ছেড়ে যাচ্ছে

স্টকহোম (টি.টি)—সাংবাদিক মিকাইল ব্লমকোভিস্ট *মিলেনিয়াম*-এর প্রকাশক পদ থেকে ইস্তফা দিতে যাচ্ছে, এডিটর ইন চিফ এবং পত্রিকাটির বেশিরভাগ শেয়ারের মালিক এরিকা বার্গার এ কথা জানিয়েছেন।

ব্লমকোভিস্ট স্বেচ্ছায় *মিলেনিয়াম* ছেড়ে যাচ্ছে। "সাম্প্রতিক সময়ে যে ড্রামা হলো তাতে করে সে হাপিয়ে উঠেছে, তার বিশ্রামের দরকার," বলেছেন বার্গার নিজে। তিনি এখন প্রকাশকের দায়িত্ব পালন করবেন।

ব্লমকোভিস্ট *মিলেনিয়াম*-এর একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৯০ সালে তারা এই পত্রিকাটি প্রকাশ করতে শুরু করে। বার্গার মনে করেন না তথাকথিত 'ওয়েনারস্ট্রম অ্যাফেয়ার্স'-এর কারণে তাদের পত্রিকার উপর কোনো প্রভাব পড়বে।

সামনের মাসেই ম্যাগাজিনটির পরবর্তী সংখ্যা বের হবে, বলেছেন বার্গার।

"মিকাইল ব্লমকোভিস্ট এই পত্রিকার জন্যে অনেক করেছেন এখন আমরা নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছি।"

বার্গার মনে করেন ওয়েনারস্ট্রম অ্যাফেয়ার্স কতোগুলো ধারাবাহিক ঘটনার দুর্ভাগ্যজনক ফলাফল ছাড়া আর কিছু না। হান্স-এরিক ওয়েনারস্ট্রমকে হেয় করার জন্য তাদের অনুশোচনা আছে বলেও তিনি জানান। এ ব্যাপারে মন্তব্য করার জন্য ব্লমকোভিস্টকে অবশ্য পাওয়া যায় নি।

"এটা দেখে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে," প্রেসরিলিজটা যখন মেইল করা হবে তখন বার্গার বললো। "বেশিরভাগ লোকে মনে করবে তুমি একটা গর্দভ আর আমি হলাম এমন এক কুত্তি যে কিনা তোমাকে বরখাস্ত করার তালে ছিলো।"

"অন্তত আমাদের বন্ধুরা হাসার মতো কিছু একটা তো পেলো।" ব্যাপারটা হালকা করার জন্য বললো ব্লমকোভিস্ট কিন্তু এরিকা মোটেও খুশি হলো না।

"আমার কাছে অন্য কোনো পরিকল্পনা নেই তারপরও আমার মনে হচ্ছে আমরা বিরাট কোনো ভুল করতে যাচ্ছি," বললো এরিকা।

"এটাই একমাত্র পথ। ম্যাগাজিনটা যদি ধ্বংস হয়ে যায় তো আমাদের এতোগুলো বছরের সব পরিশ্রমই শেষ হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই আমরা বিজ্ঞাপনের রেভিনু হারাতে শুরু করেছি। আচ্ছা, ঐ কম্পিউটার কোম্পানির ব্যাপারটা কি?"

একটা দীর্ঘশ্বাস বের হলো এরিকার ভেতর থেকে। "আজ সকালে তারা আমাকে বলেছে আগামী সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেবে না।"

"ঐ কোম্পানিতে ওয়েনারস্ট্রমের অনেক বড় একটা শেয়ার আছে সুতরাং এটাকে কোনো দুর্ঘটনা বলা যাবে না।"

"আমাদেরকে নতুন কিছু ক্লায়েন্ট খুঁজে নিতে হবে। ওয়েনারস্ট্রম হয়তো অনেক বড় ধনী কিন্তু সে সুইডেনের সব কিছুর মালিক না। আমাদেরও কিছু পরিচিত কানেকশান আছে।"

তাকে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে নিলো ব্লমকোভিস্ট।

"একদিন আমরা মিঃ ওয়েনারস্ট্রমকে এমনভাবে ধরাশায়ী করবো যে ওয়ালস্টৃটের শেয়ার বাজারে ধ্বস নেমে যাবে। তবে এখন *মিলেনিয়াম*কে পাদপ্রদীপের আলো থেকে দূরে থাকতে হবে।"

"আমি সব জানি, তবে নিজেকে একজন কুত্তি হিসেবে তুলে ধরতে ভালো লাগছে না। বাধ্য হয়ে এমন একটা ভান করতে হচ্ছে যে তোমার আর আমার মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়েছে।"

"রিকি, যতোক্ষণ পর্যন্ত তুমি আর আমি একে অন্যেকে বিশ্বাস করবো ততোক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কোনো সমস্যা হবে না। আমাদের সুযোগ থাকবেই। এখন আমাদেরকে এরকমই করতে হবে। একটু পশ্চাদপসারণ আর কি।"

তার এই যুক্তিটা অনিচ্ছায় মেনে নিলো এরিকা।

অধ্যায় ৪

সোমবার, ডিসেম্বর ২৩–বুধবার, ডিসেম্বর ২৬

পুরো সপ্তাহান্তটি থেকে গেলো বার্গার। বাথরুম আর খাবারের জন্যেই কেবলমাত্র তারা বিছানা ছেড়ে উঠলো। শুধু যে সঙ্গম করে কাটালো তা নয়। নিজেদের ভবিষ্যত, সম্ভাবনা আর সমস্যাগুলো নিয়ে বিস্তারিত কথা বলে গেলো। সোমবারের সকাল হতেই এরিকা তাকে চুমু খেয়ে বিদায় জানিয়ে চলে গেলো কারণ তার পরদিনই ক্রিসমাস ইভ। গাড়ি চালিয়ে সোজা নিজের বাড়ি ফিরে গেলো সে।

ব্লমকোভিস্ট ডিশওয়াশ আর অ্যাপার্টমেন্টটা পরিস্কার করে নিজের অফিসে চলে এলো পায়ে হেটে। অফিসের ডেস্কে নিজের সব জিনিসপত্র তুলে নিলো সে। ম্যাগাজিনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার কোনো ইচ্ছে তার নেই তবে বার্গারকে সে বোঝাতে পেরেছে কিছু দিনের জন্য তার সাথে ম্যাগাজিনের সম্পর্ক না থাকাটাই ভালো হবে তাদের সবার জন্য। সে বাড়িতে বসেই কাজ করবে।

ক্রিসমাসের ছুটির কারণে অফিসে কেউ নেই। নিজের জিনিসপত্র গোছগাছ করে বাক্সে রাখার সময় তার ফোনটা বেজে উঠলো।

"আমি মিকাইল ব্লমকোভিস্টকে চাচ্ছিলাম," একটা অপরিচিত কণ্ঠ বললো।

"বলছি।"

"এভাবে ফোন করার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার নাম ডার্চ ফ্রোডি।"

ব্লমকোভিস্ট নামটা শুনে ঘড়িতে সময় দেখে নিলো। "আমি একজন আইনজীবি। আমার একজন ক্লায়েন্ট আপনার সাথে কথা বলতে চায়।"

"বেশ। তাহলে আপনার ক্লায়েন্টকে বলুন আমাকে ফোন করতে।"

"উনি আপনার সাথে সামনাসামনি দেখা করতে চান।"

"ঠিক আছে, তাহলে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তাকে আমার অফিসে পাঠিয়ে দিন। তবে একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে। আমি এখন আমার অফিসের মালপত্র গোছগাছ করছি।"

"আমার ক্লায়েন্ট চান আপনি তার সাথে তার বাসভবনে দেখা করেন। সেটা হেডেস্টাডে। এখান থেকে মাত্র তিনঘণ্টার পথ।"

ব্লমকোভিস্ট একটা অ্যাস্ট্রে সরিয়ে ভাবতে লাগলো। মিডিয়ার কারণে আজব আজব সব লোকজন তার সাথে এখন যোগাযোগ করতে চাইবে। ষড়যন্ত্রতাত্ত্বিকেরাও বসে থাকবে না। নতুন নতুন থিওরি নিয়ে হাজির হবে। সে ভাবতে লাগলো ফ্রোডিও হয়তো সেরকম একজন।

"আমি কারো বাসায় গিয়ে দেখা করি না," বললো সে।

"আমার মনে হয় আমি আমার ক্লায়েন্টের অবস্থার কথা আপনাকে বললে আপনি আপনার সিদ্ধান্ত বদলাবেন। আমার ক্লায়েন্টের বয়স বিরাশি। স্টকহোমে আসাটা তার জন্যে একটু বেশি পরিশ্রমের কাজ হয়ে যায়। তার শরীর ভালো না। আপনি চাইলে বাধ্য হয়ে সেটা হয়তো করা যাবে। তবে সত্যি বলতে কি আপনি যদি তার ওখানে চলে আসেন তাহলে সবচাইতে ভালো হয়..."

"আপনার ক্লায়েন্ট কে?"

"আমার মনে হয় আপনি তাকে চেনেন। হেনরিক ভ্যাঙ্গার।"

অবাক হয়ে ব্লমকোভিস্ট চেয়ারে হেলান দিলো। অবশ্যই সে তাকে চেনে। একজন নামকরা শিল্পপতি। ভ্যাঙ্গার কোম্পানির প্রধান। এক সময় তার কোম্পানিটি দেশের সবচাইতে নামকরা প্রতিষ্ঠান ছিলো। অনেকগুলো ব্যবসা আছে তাদের। বলা হয় সুইডেন যে আজ ওয়েলফেয়ার স্টেট তার পেছনে ভ্যাঙ্গার গ্রুপের অবদান আছে। ভ্যাঙ্গার কোম্পানিটি এখনও তাদের পারিবারিক মালিকানায় রয়েছে। তবে হেনরিক ভ্যাঙ্গারের সম্পর্কে ব্লমকোভিস্ট তেমন কিছু জানে না। বিশ বছর আগে এক টিভি সাক্ষাতকারে তাকে দেখছিলো।

"হেনরিক ভ্যাঙ্গার আমার সাথে দেখা করতে চাচ্ছেন কেন?"

"আমি দীর্ঘদিন ধরে তার আইনজীবি হিসেবে কাজ করছি। তবে তিনি কি চান সেটা আপনাকে নিজ মুখে বলবেন। আমি কেবল বলতে পারি তিনি আপনার জন্য একটা কাজের প্রস্তাব দেবেন।"

"কাজ? ভ্যাঙ্গার কোম্পানির হয়ে কাজ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। তাদের একজন প্রেসসেক্রেটারির দরকার নাকি?"

"ঠিক তা নয়। আসলে উনি একটা ব্যক্তিগত কাজে আপনার সাথে দেখা করার জন্যে মুখিয়ে আছেন।"

"এরচেয়ে বেশি আপনি বলতে পারবেন না, তাই না?"

"সেজন্যে আপনার কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তবে আমরা যদি আপনার ভ্রমণের খরচ বহন করি আর ফি হিসেবে কিছু টাকা দেই তাহলে কি আপনি কিছু মনে করবেন?"

"আপনি বড্ড অসময়ে ফোন করেছেন। আমাকে এখন অনেক কাজ করতে হবে...আশা করি পত্রিকায় খবরটা দেখেছেন।।

"ওয়েনারস্ট্রম অ্যাফেয়ার্সের কথা বলছেন?" ফ্রোর্ডি জানতে চাইলো। "হ্যা, সেটা অবশ্য পাঠককে বিনোদন দিয়েছে। সত্যি বলতে কি এই মামলার প্রচারণার কারণেই হের ভ্যাঙ্গার আপনার ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছেন। উনি আপনাকে একটা ফ্রিল্যান্স অ্যাসাইনমেন্ট দিতে চান। আমি কেবল একজন বার্তাবাহক। কাজটা কি সেটা উনি আপনার সাথেই শুধু আলোচনা করবেন।"

"অনেক দিন পর্যন্ত এরকম উদ্ভট ফোন কল আমি পাই নি। আমাকে একটু ভাবতে দিন। আপনার সাথে কিভাবে যোগাযোগ করবো আমি?"

ব্লমকোভিস্ট বসে আছে তার এলোমেলো ডেস্কের দিকে তাকিয়ে। ভ্যাঙ্গার তাকে কি ধরণের কাজের অফার দেবে সেটা ভেবে পাচ্ছে না সে। তবে আইনজীবি ভদ্রলোক তার মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে।

ভ্যাঙ্গার কোম্পানি সম্পর্কে সে *গুগল*-এ খোঁজখবর নিলো।

মার্টিন ভ্যাঙ্গার ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশনের সিইও। আর তার আইনজীবি ফ্রোডির সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য জানা গেলো না। লো প্রোফাইলের একজন লোক। হেনরিক ভ্যাঙ্গারের নাম মাত্র একজায়গায় পাওয়া গেলো, তাদের কোম্পানির উপর এক আর্টিকেলে। হেডেস্টাড কুরিয়ার দু'বছর আগে তার আশিতম জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটি ট্রিবিউট প্রকাশ করেছিলো, সেটা প্রিন্ট করে নিলো ব্লমকোভিস্ট। তারপর ডেস্কটা খালি করে কার্টনটা সিলগালা করে নিজের বাড়িতে ফিরে এলো সে।

সালান্ডার ক্রিসমাস ইভটা কাটালো ভাসবিতে অবস্থিত আপেলভিকেন নার্সিংহোমে। সঙ্গে করে কিছু উপহার নিয়ে গেলো সেখানে : ক্রিশ্চিয়ান ডিওর'র এক বোতল অদি তয়লেত্তি আর আলেনের ডিপার্টমেন্ট স্টোর থেকে কেনা ইংলিশ ফ্রুটকেক। উপহারের বাক্সটা যখন ছেচল্লিশ বছরের এক মহিলা তার দুর্বল আঙুল দিয়ে খুলতে শুরু করলো তখন সে কফি খেতে খেতে সেটা দেখলো। সালান্ডারের চোখে মুখে মমতার রেশ দেখা গেলেও তার সামনে বসে থাকা তার মা সেটা খেয়ালই করছে না। তার মায়ের সাথে চেহারা এবং চারিত্রিক কোনো দিক থেকেই তার মিল নেই। একটুও না।

বাক্সের রিবনটা খুলতে না পেরে অসহায়ের মতো তার মা তার দিকে তাকালো। তার দিনকাল ভালো যাচ্ছে না। সালান্ডার একটা কেঁচি বাড়িয়ে দিলো তার মায়ের দিকে।

"তুমি হয়তো ভাবছো আমি একটা স্টুপিড।"

"না, মাম। তুমি স্টুপিড নও। তবে তোমার সময়টা ভালো যাচ্ছে না।"

"তুমি কি তোমার বোনকে দেখেছো?"

"অনেক দিন ধরে দেখা নেই।"

"ও তো এখানে কখনও আসে না।"

"আমি সেটা জানি। সে আমাকেও দেখতে আসে না।"

"তুমি কি কাজ করছো?"

"হ্যা। বেশ ভালো একটা কাজ।"

"থাকো কোথায়? তুমি যে কোথায় থাকো সেটা পর্যন্ত আমি জানি না।"

"লুন্ডাগাথানে তোমার যে পুরনো অ্যাপার্টমেন্ট আছে সেখানেই থাকি। কয়েক বছর ধরেই তো ওখানে আছি। ওটার সব পেমেন্ট আমি দিচ্ছি।"

"গ্রীষ্মে হয়তো তোমাকে দেখতে ওখানে যাবো।"

"অবশ্যই যাবে। গ্রীষ্মকালেই ভালো হবে।"

তার মা অবশেষে ক্রিসমাস উপহারটা বাক্স থেকে বের করে সুগন্ধীটা নাকের সামনে নিয়ে ঘ্রাণ নিলো। "ধন্যবাদ তোমাকে, ক্যামিলিয়া," বললো মহিলা।

"লিসবেথ। আমার নাম লিসবেথ।"

তার মাকে একটু বিব্রত হতে দেখা গেলো। সালান্ডার বললো তাদের এখন টিভিরুমে যাওয়া উচিত।

ক্রিসমাস ইভটা নিজের মেয়ে পারনিলার সাথে তার সাবেক স্ত্রীর স্বামীর বাড়িতে ওয়াল্ট ডিজনির একটি ক্রিসমাস স্পেশাল ছবি দেখে কাটিয়ে দিলো ব্লমকোভিস্ট। পারলিনার মায়ের সাথে আলোচনা করে অবশেষে তাকে রাজি করিয়ে আইপড আর এমপিথ্রি উপহার দিয়েছে তাকে।

উপরতলায় বাবা-মেয়ে সময় কাটালো বেশ ভালোভাবেই। মেয়েটার বয়স যখন মাত্র পাঁচ তখন তাদের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে যায়। আর তার বয়স যখন সাত তখন পেয়ে যায় নতুন বাবা। পারলিনা তখন মাসে একবার তার স্যান্ডহামের বাড়িতে এসে সপ্তাহান্তটি কাটিয়ে যেতো। তবে পরবর্তীতে ব্লমকোভিস্ট মেয়ের উপরেই ছেড়ে দেয় কখন সে দেখা করতে আসবে, কতোদিন পর পর আসবে। মায়ের বিয়ের পর পর সে খুব ঘন ঘন আসতো। তবে টিনএজ বয়সে বেশ কয়েক বছর তাদের মধ্যে কোনো দেখাসাক্ষাত হয় নি। বিগত দু'বছর ধরে মনে হচ্ছে মেয়ে আবার দেখা করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

বাবার বিচার কাজটি বেশ আগ্রহ নিয়ে ফলো করেছে সে, আর বাবা যেমনটি বলেছে ঠিক তাই বিশ্বাস করেছে: সে নির্দোষ। তবে সেটা প্রমাণ করতে পারবে না।

তাকে রাতে ডিনার করে যাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এখানে তবে সেটা সম্ভব না। তার নিজের বোন অপেক্ষা করছে, স্টাকেট নামের এক মফস্বল শহরে যেতে হবে তাকে।

আজকে তার আরো একটি ক্রিসমাসের দাওয়াত ছিলো। বেকম্যানের সাথে ক্রিসমাস উদযাপন করার সেই আমন্ত্রণ বিনয়ের সাথে ফিরিয়ে দিয়েছে।

আনিকা ব্লমকোভিস্ট, বর্তমানে আনিকা গিয়ান্নি যেখানে থাকে সেই বাড়িতে চলে এলো সে। ইটালিয়ান স্বামী আর বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে তার বোন এখানে বসবাস করে। ঢুকেই দেখতে পেলো একগাদা আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈহল্লা হচ্ছে। ডিনারের সময় তার মামলা নিয়ে অসংখ্য প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হলো তাকে, আর শুনতে হলো অর্থহীন সব উপদেশ।

আদালতের রায় নিয়ে একমাত্র যে ব্যক্তিটি কোনো কথা বললো না সে হলো তার বোন, যদিও ঘরে সে-ই একমাত্র আইনজীবি। নারী অধিকার বিষয়ক একটি সংস্থায় লিগ্যাল অ্যাডবাইজার হিসেবে কাজ করে সে।

কফি বানানোর সময় বোনকে সাহায্য করার সময় সে তার কাঁধে হাত রেখে জানতে চাইলো তার এখন কেমন লাগছে। সে জানালো জীবনে এতোটা খারাপ তার কখনই লাগে নি।

"পরের বার সত্যিকারের একজন আইনজীবি নিয়োগ দেবে," বললো তার বোন।

"এই মামলায় ভালো আইনজীবি নিয়োগ দিলেও কোনো কাজ হোতো না। তবে এ নিয়ে তোমার সাথে বিস্তারিত কথা বলবো, সব কিছু যখন সেটেলড হয়ে আসবে তখন।"

তাকে জড়িয়ে ধরে তার গালে একটা চুমু খেলো তার বোন। ক্রিসমাস কেক আর কফি নিয়ে সবার সামনে চলে এলো ব্লমকোভিস্ট তারপর সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে রান্নাঘরের টেলিফোনটা ব্যবহার করার জন্য পা বাড়ালো সে। হেডেস্টাডের সেই আইনজীবিকে ফোন করে হৈহল্লা শুনতে পেলো অপরপ্রান্ত থেকে।

"মেরি ক্রিসমাস," ফ্রোডি বললো। "মনে হচ্ছে আপনি আপনার সিদ্ধান্ত বদল করেছেন?"

"আসলে আমি কোনো সিদ্ধান্ত নেই নি। আরো কিছু জানতে চাচ্ছিলাম। ক্রিসমাসের পরের দিন আমি আপনার ওখানে আসতে চাচ্ছিলাম, অবশ্য আপনার যদি সমস্যা না থাকে।"

"চমৎকার। আমি অসম্ভব খুশি। আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার ছেলেপুলে আর নাতিনাতনিদের হৈচৈয়ে আপনার কথা শুনতে কষ্ট হচ্ছে। কোন্ সময় দেখা করবো সেটার জন্যে কি আমি আপনাকে কাল ফোন করতে পারি? আপনাকে পাবো কিভাবে?"

বাড়ি থেকে বের হবার আগেই নিজের এই সিদ্ধান্তের জন্য মনে মনে আক্ষেপ করলো সে। তবে এখন মিটিংটা ক্যান্সেল করা ঠিক হবে না। অদ্ভুত দেখাবে। তো ডিসেম্বরের ২৬ তারিখে সে ট্রেনে চেপে বসলো হেডেস্টাডে যাবার জন্য।

তার ড্রাইভার লাইসেন্স থাকলেও নিজের একটা গাড়ির প্রয়োজন কখনও অনুভব করে নি সে।

ফ্রোডির কথাই ঠিক, ভ্রমণটা খুব বেশি দীর্ঘ নয়।

ক্রিসমাসের রাতে প্রচণ্ড তুষারপাত হলেও আজকের সকালটা রোদঝলমলে। তবে বাতাস খুব ঠাণ্ডা। মোটা সোয়েটার না পরাটা ভুল হয়ে গেছে বলে মনে করলো সে। ফ্রোডি জানে সে দেখতে কেমন, ফলে প্লাটফর্ম থেকে তাকে বিলাসবহুল মার্সিডিজে তুলে নিতে তার কোনো সমস্যা হলো না। ছোটো শহরটার ভেতর দিয়ে গাড়িটা ছুটে চললে ব্লমকোভিস্টের কাছে মনে হলো অন্য কোনো গ্রহে এসে পড়েছে সে। একেবারেই অন্যরকম একটি শহর। পাশে বসে থাকা আইনজীবির দিকে তাকালো : তীক্ষ্ম মুখ, সাদা ধবধবে অবিন্যস্ত চুল আর খাড়া নাকের উপর ভারি কাঁচের চশমা।

"এই প্রথম হেডেস্টাডে এলেন বুঝি?" ফ্রোডি জানতে চাইলো।

সায় দিলো ব্লমকোভিস্ট।

"এটা খুবই পুরনো শিল্পাঞ্চল। শহরে একটা বন্দরও আছে। ২৪০০০ হাজারের বেশি লোক থাকে না। তবে লোকজন এখানে থাকতে ভালোবাসে। হের ভ্যাঙ্গার থাকেন হেডিবি'তে–শহরের দক্ষিণপ্রান্তে সেটা।"

"আপনিও কি ওখানেই থাকেন?"

"এখন থাকি। আমার জন্ম দক্ষিণের স্কানে। তবে ১৯৬২ সালে গ্র্যাজুয়েট করার পর পরই আমি মিঃ ভ্যাঙ্গারের সাথে কাজ করছি। দীর্ঘদিন কাজ করতে করতে আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেছি বলতে পারেন। আমি একজন কর্পোরেট আইনজীবি। বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করছি। হের ভ্যাঙ্গারই এখন আমার একমাত্র ক্লায়েন্ট। তিনিও অবসরে আছেন। এখন আর আমার সার্ভিসের খুব একটা দরকার পড়ে না তার।"

"কেবল সুনামহানি হওয়া সাংবাদিকদের খুঁজে বেড়ানো ছাড়া।"

"নিজেকে এতো তুচ্ছ ভাববেন না। হান্স-এরিক ওয়েনারস্ট্রমের সাথে যুদ্ধে যাওয়া আপনিই একমাত্র ব্যক্তি নন।"

ব্লমকোভিস্ট ফ্রোডির দিকে ফিরলো, কি বলবে বুঝতে পারছে না।

"আমাকে যে নিমন্ত্রণ দেয়া হচ্ছে সেটার সাথে কি ওয়েনারস্ট্রমের কোনো সম্পর্ক আছে?" বললো সে।

"না। মিঃ ভ্যাঙ্গারের সাথে ওয়েনারস্ট্রমের দূরবর্তী কোনো সম্পর্কও নেই। তবে তিনি আপনাদের মামলাটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। একেবারে ভিন্ন একটি বিষয়ে আপনার সাথে দেখা করতে চাচ্ছেন তিনি।"

"আর সেটা আপনি আমাকে বলতে চাচ্ছেন না।"

"বলার মতো অবস্থানে আমি নেই। আমরা ভ্যাঙ্গারের বাড়িতে আপনার

থাকার ব্যবস্থা করেছি। তবে আপনি যদি সেখানে থাকতে না চান তাহলে ভালো কোনো হোটেলে আপনার রুম বুক করে দেবো।"

"আমি হয়তো রাতের ট্রেনে করে স্টকহোমে ফিরে যেতেই বেশি পছন্দ করবো।"

তাদের গাড়িটা চলছে। যাবার সময় পথের পাশে একটা পাথরের বাড়ির সামনে গাড়িটা থামলে সেদিকে ইঙ্গিত করলো ফ্রোডি।

"এটা ভ্যাঙ্গারদের ফার্ম। এক সময় এটা লোকে লোকারণ্য ছিলো তবে বর্তমানে কেবল হেনরিক এবং একজন হাউজকিপার থাকে। এখানে অনেক গেস্টরুম আছে।"

গাড়ি থেকে তারা নেমে পড়লো। এবার উত্তর দিকে ইঙ্গিত করলো ফ্রোডি।

"ঐতিহ্যগতভাবে ভ্যাঙ্গার পরিবারের যে নেতৃত্ব দেয় তারই এখানে থাকার কথা তবে মার্টিন ভ্যাঙ্গার আরো বেশি আধুনিক কিছু চেয়েছিলেন তাই তিনি নিজের জন্যে এই বাড়িটা বানান।"

ব্লমকোভিস্ট সেদিকে তাকালো। তবে এখানে আসার নিজের সিদ্ধান্তের জন্য মনে মনে নিজেকে গালমন্দ করলো সে। ঠিক করলো সম্ভব হলে রাতেই স্টকহোমে ফিরে যাবে। বাড়িটার দরজার সামনে আসতেই দরজাটা খুলে গেলো। দেখামাত্রই হেনরিক ভ্যাঙ্গারকে চিনতে পারলো ব্লমকোভিস্ট। এখানে আসার আগে ইন্টারনেটে তার কাছে ছবিটা পোস্ট করে দিয়েছিলো ফ্রোডি।

ছবিতে অবশ্য তাকে অনেক কম বয়সী দেখা গেছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তার বয়স আসলেই বিরাশি। একেবারেই ভঙ্গুর শরীর আর ধূসর চুলগুলো ব্যাকব্রাশ করা। কালো প্যান্ট আর সাদা শার্ট পরে আছে, তার উপর পুরনো একটি বাদামি রঙের জ্যাকেট। পাতলা গোঁফ আর স্টিল-রিমের চশমা চোখে।

"আমি হেনরিক ভ্যাঙ্গার," বললো সে। "আমার এখানে আসার জন্যে রাজি হওয়াতে আপনাকে ধন্যবাদ।"

"হ্যালো। প্রস্তাবটা পেয়ে খুবই অবাক হয়েছি আমি।"

"ভেতরে আসুন, বাইরে অনেক ঠাণ্ডা। আপনার জন্য আমি একটা গেস্টরুম ঠিক করে রেখেছি। আপনি কি ফ্রেশ হয়ে নেবেন? আমরা একটু দেরি করে ডিনার করি। এ হলো অ্যানা নিগ্রেন, আমার দেখাশোনা করে।"

ব্লমকোভিস্ট হাত মেলালো মহিলার সাথে। ষাট বছরের মতো হবে, তবে বেশ শক্তসামর্থ্য। তার কোটটা খুলে নিয়ে তাকে এক জোড়া স্লিপান এনে দিলো সে।

মিকাইল তাকে ধন্যবাদ দিয়ে হেনরিকের দিকে ফিরলো। "ডিনারের জন্য অপেক্ষা করবো কিনা নিশ্চিত নই। এটা নির্ভর করছে খেলাটা কি রকম সেটার উপর।"

ভ্যাঙ্গার আর ফ্রোডি একে অন্যের দিকে তাকালো। তাদের দু'জনের মধ্যে যে বোঝাপড়া আছে সেটা ব্লমকোভিস্টের কাছে বোধগম্য নয়।

"আমার মনে হয় আমার এখন চলে যাওয়াই উচিত। আপনারা কথা বলুন," ফ্রোডি বললো। "বাড়ি ফিরে গিয়ে আমার নাতি-নাতনিদের হাত থেকে জিনিসপত্র ভাঙচুর থামাতে হবে। আমি না গেলে তারা বাড়িটাই শেষ করে ফেলবে।"

মিকাইলের দিকে ফিরলো সে।

"আমি খুব কাছেই থাকি। ঐ যে বৃজটা আছে তার ওপারে। পাঁচ মিনিটে হেঁটে যেতে পারবেন। দরকার হলে ফোন করবেন আমাকে।"

ব্লমকোভিস্ট তার জ্যাকেটের পকেটে হাত দিয়ে টেপ রেকর্ডারটা চালু করে দিলো। ভ্যাঙ্গার কি চায় সে ব্যাপারে তার কোনো ধারণা নেই। তবে ওয়েনারস্ট্রমের সাথে যা হয়েছে তারপর থেকে সতর্ক না হয়ে উপায় নেই।

ফ্রোডির কাঁধে চাপড় মেরে তাকে বিদায় জানিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলো ভ্যাঙ্গার।

"তাহলে আসল কথায় চলে আসি। এটা কোনো খেলা নয়। আমার কথা আগে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন তারপর সিদ্ধান্ত নেবেন, এটাই আমার অনুরোধ। আপনি একজন সাংবাদিক, আপনাকে আমি একটি ফ্রিল্যান্স অ্যাসাইনমেন্ট দিতে চাই। অ্যানা উপর তলায় আমার অফিসে কফি দিয়েছে।"

অফিসটা আয়তক্ষেত্র আর সেটা ১৩০০ বর্গফুটের কম হবে না। একটা দেয়াল জুড়ে শুধু বইয়ের শেলফ। প্রচুর বই আছে সেখানে। তবে সেগুলো কোনো ক্যাটাগরিতে সাজানো নেই। বোঝা যাচ্ছে এটা অনেক ব্যবহৃত হয়। এর বিপরীত দিকের দেয়ালের কাছে কালো রঙের কাঠের একটি ডেস্ক আছে। ডেস্কের পেছনের দেয়ালটা জুড়ে আছে প্রেসড করা ফুলের অনেকগুলো ফ্রেমের সারি।

ডেস্কের পাশে জানালা দিয়ে বাইরের বৃজ আর একটা চার্চ দেখা যায়। একপাশে একটি সোফা আর কফি টেবিল আছে, একটু আগে সেখানে হাউজকিপার কফি, রোল আর প্যাস্ট্রি রেখে গেছে।

ট্রে'র দিকে ইঙ্গিত করলো ভ্যাঙ্গার তবে ব্লমকোভিস্ট ভান করলো সে ওটা দেখতে পায় নি। ঘরটা ভালো করে দেখে বইয়ের শেলফের কাছে চলে গেলো সে, তারপরই দেয়ালে রাখা প্রেস্‌ড করা ফুলের ফ্রেমগুলো দেখতে লাগলো। ডেস্কটা সুন্দর করে সাজানো, একেবারে ছিমছাম। কিছু কাগজপত্র আর সিলভারফ্রেমের একটা ছবি আছে তাতে। কালো চুলের এক মেয়ের। সুন্দর কিন্তু মুখে ক্রুড় হাসি। এক তরুণী যে কিনা বিপজ্জনক হতে শুরু করেছে মাত্র, ভাবলো ব্লমকোভিস্ট। ছবিটা অনেক বছর আগের কারণ সেটা বিবর্ণ হয়ে গেছে।

"আপনি কি তাকে চিনতে পেরেছেন, মিকাইল?" বললো ভ্যাঙ্গার।

"তাকে আমি চিনি?"

"হ্যা। তার সাথে আপনার পরিচয় ছিলো। সত্যি বলতে কি আপনি এ ঘরে আগেও এসেছিলেন।"

ব্লমকোভিস্ট বিস্ময়ে তাকালো তার দিকে। মাথা দোলালো সে।

"না। আপনি কিভাবে চিনবেন। আপনার তো মনে থাকার কথা নয় আপনার বাবাকে আমি চিনতাম। পঞ্চাশ আর ষাটের দশকে আপনার বা কুর্টকে আমি মেশিনারি ইনস্টল করার জন্যে অনেকবার হায়ার করেছিলাম। বে প্রতিভাবান ছিলেন। পড়াশোন চালিয়ে একজন ইঞ্জিনিয়ার হবার জন্য তা আমি রাজি করিয়েছিলাম। ১৯৬৩ সালের গ্রীষ্মের পুরোটা সময় আপনি এখা ছিলেন। তখন হেডেস্টাডে আমরা নতুন একটি কাগজের মিল করছিলাম আপনার পরিবারের জন্য থাকার জায়গা খুঁজে পেতে সমস্যা হলে আ আপনাদেরকে রাস্তার ওপারে কাঠের বাড়িটাতে থাকার ব্যবস্থা করে দেই জানালা দিয়ে আপনি সেটা দেখতে পাবেন।"

ভ্যাঙ্গার ছবিটা তুলে নিলো।

"এ হলো হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার, আমার ভায়ের মেয়ে। সেই গ্রীষ্মে ও আপন অনেক যত্ন নিয়েছিলো। আপনাকে সে খুব আদর করতো। আপনার বয়স তখ দুই কি তিন হবে। ঠিক মনে করতে পারছি না। ওর বয়স ছিলো তেরো।"

"আমি দুঃখিত, আপনি যা বলছেন সে সম্পর্কে আমার কিছুই মনে নেই ভ্যাঙ্গার যে সত্যি কথা বলছে তাতেও নিশ্চিত হতে পারছে না ব্লমকোভিস্ট।

"আমি বুঝতে পারছি। তবে আপনার কথা আমার মনে আছে। আপ হ্যারিয়েটের সাথে পুরো ফার্মে দৌড়ে বেড়াতেন। মাটিতে আছাড় খেয়ে পা গেলে যেভাবে কেঁদে উঠতেন সেটাও স্পষ্ট মনে আছে। আমার ছোটোবেল ব্যবহার করা হলুদ রঙের একটি খেলনার ট্রাক্টর আপনাকে দিয়েছিলাম সেটা মনে আছে।। ওটা নিয়ে আপনি সারাদিন মেতে থাকতেন।"

ভেতরে ভেতরে ব্লমকোভিস্টের শীতল একটি প্রবাহ বয়ে গেলো। হলু রঙের ট্রাক্টরের কথাটা অবশ্য তার মনে আছে। তার শৈশবে ওটা তার শোবা ঘরে রাখা ছিলো।

"ঐ খেলনাটার কথা কি আপনার মনে আছে?"

"আছে। আপনি শুনে খুশি হবেন সেই ট্রাক্টরটা এখনও অক্ষত আছে স্টকহোমের খেলনা জাদুঘরে। দশ বছর আগে তারা পুরনো আর আসল খেলনা জন্য বিজ্ঞাপন দিলে আমি সেটা দিয়ে দেই।"

"তাই নাকি?" খুশিতে জ্বলজ্বল করে উঠলো ভ্যাঙ্গারের চোখ দুটো "আমাকে দেখাতে দিন..."

বৃদ্ধ বুকশেলফ থেকে একটা পুরনো ছবির অ্যালবাম বের করে কফি টেবিলের উপর রাখলো। সাদাকালো একটি ছবি বের করলো সেটা থেকে। একটা বাচ্চা ছেলের ছবি। ক্যামেরার দিকে কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে চেয়ে আছে।

"এটা আপনার ছবি। পেছনে বাগানের বেঞ্চে আপনার বাবা-মা বসে আছে। আপনার মায়ের পেছনে আছে হ্যারিয়েট। আপনার বাবার বামে যে ছেলেটাকে দেখছেন সে হলো হ্যারিয়েটের ভাই মার্টিন, যে কিনা এখন ভ্যাঙ্গার কোম্পানিটা দেখভাল করছে।"

ব্লমকোভিস্টের মা অবশ্যই গর্ভবতী ছিলো–তার বোন তখন তার মায়ের পেটে। ভ্যাঙ্গার যখন কাপে কফি ঢালতে লাগলো তখন সে মিশ্র একটা অনুভূতি নিয়ে চেয়ে থাকলো ছবিটার দিকে।

"আপনার বাবা মারা গেছে আমি জানি। আপনার মা কি এখনও বেঁচে আছে?"

"তিন বছর আগে মারা গেছেন," বললো ব্লমকোভিস্ট।

"খুবই চমৎকার মহিলা ছিলো সে। তার কথা আমার বেশ ভালোমতোই মনে আছে।"

"আমি নিশ্চিত আপনি আমাকে পুরনো দিনের কথা শোনানোর জন্য এখানে ডেকে আনেন নি।"

"ঠিক বলেছেন। আপনাকে যে কথাটা বলবো সেটা নিয়ে আমি বিগত কয়েক দিন অনেক ভেবে দেখেছি। কিন্তু এখন আপনি এখানে আসার পর বুঝতে পারছি না কোত্থেকে শুরু করবো। আমি জানি আপনি কিছু রিসার্চ করেছেন। তো আপনি নিশ্চয় জানেন এক সময় সুইডেনের শিল্পকারখানা আর কাজের বাজারে আমার বেশ ভালো প্রভাব ছিলো। আজ আমি বৃদ্ধ একজন মানুষ, খুব জলদিই মারা যাবো। আর আমাদের কথোপকথনে মৃত্যু নামক জিনিসটা চমৎকার একটি সূচনাবিন্দু হবে।"

ব্লমকোভিস্ট কফিতে চুমুক দিয়ে ভাবতে লাগলো এসবের গন্তব্য কোথায়।

"আমার কোমরে ব্যথা আছে, দীর্ঘ সময় ধরে হাটা এখন আমার কাছে অতীত স্মৃতি। এক দিন আপনিও বুঝবেন জীবনের ক্ষয়ে যাওয়া কাকে বলে। তবে আমি মৃত্যু নিয়ে বেশি ভাবি না। তবে জানি এমন একটা সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছি যেকোনো সময় মৃত্যু এসে হানা দেবে। তাই সব ধরণের লেনদেন মিটিয়ে দিতে চাইবো সেটাই স্বাভাবিক। যতো অসমাপ্ত কাজ আছে শেষ করে যেতে ইচ্ছে করবেই। আমার কথা কি আপনি বুঝতে পারেছেন?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ব্লমকোভিস্ট। "আমি আসলে উদগ্রীব হয়ে আছি আমাকে এখানে কেন ডেকে আনা হয়েছে," আবারো বললো সে।

"কারণ আমার এইসব লেনদেন মেটানোর জন্য আপনার সাহায্যের দরকার।"

"আমি কেন? আপনার কেন মনে হলো এ কাজে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারবো?"

"কারণ যখনই কাউকে হায়ার করার কথা ভাবতে নিয়েছিলাম আপনার নামটা সংবাদে দেখতে পেলাম। আমি জানতাম আপনি কে। হয়তো আপনি যখন ছোটো ছিলেন তখন আমার কোলে অনেকবার বসেছিলেন সেই কারণে। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি আবেগের কারণে আপনার কাছ থেকে সাহায্য চাইছি না। আপনার সাথে যোগাযোগ করার একটি তাড়া অনুভব করেছি এই যা।"

মিকাইল হেসে ফেললো। "আপনার কোলে বসার কথা আমার অবশ্য মনে নেই। কিন্তু কানেকশানটা কিভাবে বের করতে পারলেন? ওটা তো ষাটের দশকের ঘটনা।"

"আপনি আমার কথা বুঝতে পারেন নি। আপনার বাবা জারিন্ডার মেকানিক্যালে কাজ পাবার পর আপনার পুরো পরিবার স্টকহোমে চলে যায়। আমিই তাকে সেই চাকরিটা পাইয়ে দিয়েছিলাম। সে যে খুব দক্ষ সেটা আমি জানতাম। জারিন্ডারের সাথে আমাদের অনেক ব্যবসা ছিলো, তাই ওখানে প্রায়ই যেতে হোতো। আমরা যে খুব ভালো বন্ধু ছিলাম তা নয়। তবে আমাদের মধ্যে নিয়মিত কথাবার্তা হোতো। তার মৃত্যুর আগের বছর তার সাথে আমার শেষ দেখা হয়েছিলো। তখনই সে আমাকে বলেছিলো আপনি নাকি জার্নালিজমে ডিগ্রি নিয়েছেন। আপনাকে নিয়ে সে খুব গর্বিত ছিলো। তারপরই আপনি সেই ব্যাঙ্ক ডাকাতদের ধরিয়ে দিয়ে বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। বিগত বছরগুলোতে আমি আপনার লেখা আর আর্টিকেলগুলোও পড়েছি। সত্যি বলতে কি আমি নিয়মিত *মিলেনিয়াম* পড়ি।"

"ঠিক আছে, আমি আপনার সাথে আছি। কিন্তু আপনি ঠিক কি চাচ্ছেন আমার কাছ থেকে?"

ভ্যাঙ্গার নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে কফিতে চুমুক দিলো। যেনো সে কি চায় সেটা মনে মনে ভেবে নেবার জন্য তার একটু সময় দরকার।

"মিকাইল, আমি শুরু করার আগে একটা চুক্তি করতে চাই আপনার সাথে। আমি চাইবো আপনি আমার জন্য দুটো জিনিস করবেন। একটা হলো প্রেক্ষাপট, আর অন্যটা আমার আসল কাজ।"

"কি ধরণের চুক্তি?"

"আমি আপনাকে দু'পর্বের একটি গল্প বলবো। প্রথমটি ভ্যাঙ্গার পরিবার নিয়ে। এটা হলো প্রেক্ষাপট। এটি বেশ লম্বা আর *ডার্ক স্টোরি*। আমি চাইবো সত্যি কথা বলতে। গল্পের দ্বিতীয় পর্বে আসলে আমার আসল উদ্দেশ্য নিহিত আছে। আপনি হয়তো মনে করবেন কিছু কিছু গল্প একেবারেই...উদ্ভট। আমি

চাইবো আপনি আগে মনোযোগ দিয়ে সবটা শুনুন। সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমি কি চাই এবং কি প্রস্তাব করি সেটা আগে বুঝুন।"

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ব্লমকোভিস্টের মুখ দিয়ে। ভ্যাঙ্গার তাকে রাতের ট্রেনে করে স্টকহোমে ফিরে যেতে দেবে না বলেই মনে হচ্ছে। সে নিশ্চিত মিঃ ফ্রোডিকে যদি স্টেশনে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি পাঠাতে বলে তবে অজুহাত দেখানো হবে। বলা হবে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না।

ব্লমকোভিস্টের কাছে মনে হচ্ছে তাকে আঁটকে রাখার জন্য আগে থেকেই পরিকল্পনা করা হয়েছে। এখানে আসার পর থেকে যা কিছু ঘটছে সবটাই যে সাজানো নাটক সেটাও মনে হচ্ছে তার কাছে। পুরো পরিস্থিতি নিজের নিয়ন্ত্রণে নেবার ক্ষমতা আছে ভ্যাঙ্গারের। এই না হলে এতো বড় শিল্পপতি কিভাবে হলেন?

ব্লমকোভিস্ট ঠিক করলো ভ্যাঙ্গার তাকে দিয়ে যা করাতে চাইছে সে সেটা করবে না। কোনোভাবেই না। সব শুনে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে না করে দেবে। সম্ভব হলে রাতের ট্রেন ছাড়ার আগেই সেটা করবে।

"আমাকে ক্ষমা করবেন, মিঃ ভ্যাঙ্গার," বললো সে। "আমি এখানে এসেছি বিশ মিনিটের মতো হয়ে গেছে। আপনি কি চান তার জন্যে আমি আপনাকে আরো ত্রিশ মিনিট দিলাম। তারপর আমি সোজা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি চলে যাবো।"

কিছুক্ষণের জন্য ভ্যাঙ্গারের মধ্য থেকে ভদ্র আচরণটা লোপ পেয়ে গেলো। তার মধ্যে দেখা গেলো এক ধরণের নির্মমতা। যেনো আগের সেই জাঁদরেল শিল্পপতির সময়ে ফিরে গেছে সে। তিক্ত হাসিতে তার ঠোঁট দুটো বেঁকে গেলো।

"বুঝতে পেরেছি।"

"আমার সাথে চোর-পুলিশ খেলার দরকার নেই আপনার। কি চান সেটা সোজা বলে ফেলুন যাতে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারি কাজটা করবো কি করবো না।"

"আপনি মনে করছেন আমি যদি আপনাকে আধ ঘণ্টার মধ্যে কনভিন্স করতে না পারি তাহলে সেটা এক মাসেও করতে পারবো না।"

"সেটাই।"

"কিন্তু আমার গল্পটা তো বেশ দীর্ঘ আর জটিল।"

"সংক্ষেপ আর সহজ করে বলুন। আমরা সাংবাদিকেরা এভাবেই কাজ করি। উনত্রিশ মিনিট বাকি আছে।"

হাত তুললো ভ্যাঙ্গার।। "যথেষ্ট হয়েছে। আমি আপনার কথা বুঝতে পেরেছি। আমার দরকার এমন একজন যে কিনা রিসার্চ করতে পারে, বিশ্লেষণ করতে পারে। আবার তার সততাও থাকতে হবে। আমার মনে হয় আপনার সেটা আছে। আমি আপনাকে পটানোর জন্য বলছি না। একজন ভালো

সাংবাদিকের এরকম গুন থাকা জরুরি। আপনার *দ্য নাইট টেম্পলার* বইটি আমি পড়েছি। আপনার বাবাকে আমি চিনি এজন্যে আপনাকে বেছে নিয়েছি কথাটা সত্য, তবে এটাও সত্য আমি আপনাকেও চিনি। আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, আপনি ওয়েনারস্ট্রম অ্যাফেয়ারের কারণে আপনার পত্রিকা ছেড়ে দিয়েছেন। তার মানে আপনার হাতে এখন কোনো কাজ নেই। সম্ভবত আপনার আর্থিক অবস্থাও অতোটা ভালো নয়।"

"তাহলে আপনি আমার দুরাবস্থার সুযোগ নিচ্ছেন, তাই না?"

"সম্ভবত। তবে মিকাইল–আমি কি তোমাকে মিকাইল বলে ডাকতে পারি?–আমি তোমার কাছে মিথ্যে বলবো না। মিথ্যে বলার জন্য আমার বয়স একটু বেশিই হয়ে গেছে। আমি যা বললাম সেটা যদি তোমার পছন্দ না হয় তবে আমাকে সরাসরি বলবে। আমি অন্য কাউকে খুঁজে নেবো।"

"ঠিক আছে। তাহলে বলুন কাজটা কি নিয়ে?"

"তুমি ভ্যাঙ্গার পরিবার সম্পর্কে কতোটুকু জানো?"

"মিঃ ফ্রোডি আমাকে ফোন করার পর নেট থেকে যতোটুকু সম্ভব জেনেছি। এক সময় ভ্যাঙ্গার কোম্পানি সুইডেনের প্রথম সারির একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান ছিলো। বর্তমানে এর অবস্থা একটু পড়তির দিকে। মার্টিন ভ্যাঙ্গার এটা দেখাশোনা করে এখন। আরো কিছু হয়তো জানি কিন্তু সেটা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।"

"মার্টিন একজন ভালো মানুষ, তবে সে হলো শান্ত সাগরের নাবিক। সংকটের সময় সে একেবারে তালগোল পাকিয়ে ফেলে। সে আধুনিকীকরণ আর স্পেশালাইজ করতে চায়–এটা অবশ্য ভালো চিন্তা–কিন্তু এই চিন্তা বাস্তবায়নের সামর্থ্য তার নেই। তার ম্যানেজমেন্টও বেশ দুর্বল। পঁচিশ বছর আগে ভ্যাঙ্গার কোম্পানির সাথে ওয়ালেনবার্গদের মারাত্মক এক প্রতিযোগীতা হয়েছিলো। সুইডেনে আমাদের চল্লিশ হাজার কর্মচারি ছিলো তখন। আজ এইসব কাজগুলোর বেশিরভাগই কোরিয়া আর ব্রাজিলে চলে গেছে। দু'এক বছরের মধ্যে আমরা দশ হাজার কর্মচারিতে নেমে আসবো। মার্টিন যদি ঠিকমতো হাল ধরতে না পারে তাহলে সেটা পাঁচ হাজারেও নেমে আসতে পারে। খুব জলদি ভ্যাঙ্গার কোম্পানি ইতিহাসের পাতায় চলে যাবে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ব্লমকোভিস্ট। নেট থেকে সে যা ডাউনলোড করেছে এর সাথে তার বেশ মিল আছে।

"এই দেশে যেসব পরিবার এখনও শিল্পপ্রতিষ্ঠান ধরে রেখেছে ভ্যাঙ্গার পরিবার তাদের মধ্যে অন্যতম। ত্রিশটি পরিবারের সদস্যরা সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডার। এটাই ছিলো আমাদের কোর্পোরেশনের আসল শক্তি, আবার এটাই হলো আমাদের প্রধান দুর্বলতা।" একটু থেমে ভ্যাঙ্গার বেশ তাড়না অনুভব করে বলতে শুরু করলো। "মিকাইল, তুমি পরে প্রশ্ন কোরো। আমার একটা

কথা মনে রেখো, আমি আমার পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যকে ঘৃণা করি। তাদের বেশিরভাগই হলো চোরবাটপার, প্রতারক, হামবড়া ভাবের লোক আর অযোগ্য। আমি পয়ত্রিশ বছর এই কোম্পানিটি চালিয়েছি। তারা ছিলো আমার এক নাম্বার শত্রু। আমার প্রতিপক্ষ কোম্পানি আর সরকারের চেয়ে তারাই ছিলো অনেক বেশি বাজে আর ভয়ঙ্কর।

"আমি তোমাকে বলেছি আমি চাই তুমি আমার জন্য দুটো কাজ করবে। প্রথমত, তুমি ভ্যাঙ্গার পরিবারের ইতিহাস লিখবে, অনেকটা জীবনী লেখার মতো আর কি। সোজা কথায় বলতে গেলে সেটা হবে অনেকটা আমার আত্মজীবনীর মতো। আমি তোমার কাছে আমার সমস্ত জার্নাল আর আর্কাইভ দিয়ে দেবো। তুমি আমার কাছ থেকে যা জানতে চাইবে জেনে নিতে পারবে। কোনো নোংরা ইতিহাস খুঁজে বের করতে পারলে তাও প্রকাশ করবে। আমার মনে হয় এই গল্পটা হবে অনেকটা শেক্সপিয়ার ট্র্যাজেডির মতো।"

"কেন?"

"আমি কেন ভ্যাঙ্গার পরিবারের কেচ্ছাকাহিনী প্রকাশ করতে চাইছি? কেন তোমাকে দিয়ে লেখাতে চাইছি?"

"দুটোই।"

"সত্য কথা বলতে কি, বইটা প্রকাশ হবে কি না হবে সেটা নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই। তবে আমার মনে হয় গল্পটা লেখা উচিত। যদি মাত্র এক কপিও প্রকাশ করা হয় সেটা যেনো রয়্যাল লাইব্রেরিতে দেয়া হয়। আমি চাই আমার মৃত্যুর পর এই গল্পটা মানুষ জানুক। আমার উদ্দেশ্য খুবই সহজ সরল : প্রতিশোধ।"

"কিসের জন্য প্রতিশোধ নিতে চান?"

"আমি চাই আমার নাম বলতে মানুষ যেনো বোঝে আমি কথা রাখার মানুষ, নিজের প্রতিজ্ঞার কথা আজীবন মনে রাখার একজন মানুষ। আমি কখনও রাজনৈতিক খেলা খেলি নি। ট্রেড ইউনিয়নদের সাথে আলোচনা আর সমঝোতায় আমার কখনও সমস্যা হয় নি। এমন কি এক সময়কার প্রধানমন্ত্রী আরলান্ডার আমাকে শ্রদ্ধা করতেন। আমার কাছে এটা নৈতিকতার ব্যাপার। হাজার হাজার লোকের জীবিকা আমার উপর ন্যস্ত। আমি আমার সমস্ত কর্মচারিদের চিন্তা মাথায় রাখি। অদ্ভুত ব্যাপার হলো মার্টিনও একই রকম চিন্তা করে যদিও সে একেবারেই ভিন্ন এক চরিত্রের মানুষ। দুঃখজনক হলো মার্টিন আর আমি হলাম আমার পরিবারের ব্যতিক্রমী দু'জন মানুষ। ভ্যাঙ্গার কোম্পানি যে আজ এতো বাজে অবস্থায় পড়েছে তার অনেক কারণ আছে। তবে তার মধ্যে অন্যতম কারণ হলো আমার আত্মীয়পরিজনদের দ্রুত মুনাফা আর আর প্রচণ্ড লোভী মনমানসিকতা। তুমি যদি আমার কাজটা করতে রাজি হও তাহলে তোমাকে বলবো তারা কিভাবে ফার্মটাকে ধ্বংস করছে।"

"আমিও আপনার কাছে মিথ্যে বলবো না," বললো ব্লমকোভিস্ট। "এরকম একটি বই লেখা আর রিসাচের কাজ করতে কয়েক মাস লাগবে। এটা করার মতো ইচ্ছে কিংবা শক্তি আমার নেই।"

"আমার বিশ্বাস আমার কথা শোনার পর সেটা কোনো সমস্যা হবে না।"

"আমার তাতে সন্দেহ আছে। তবে আপনি বলেছেন দুটো জিনিস আছে। বইটা হলো প্রেক্ষাপট। আসল উদ্দেশ্যটা তাহলে কি?"

ভ্যাঙ্গার উঠে দাঁড়িয়ে ডেস্ক থেকে হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গারের ছবিটা তুলে নিয়ে ব্লমকোভিস্টের সামনে রাখলো।

"তুমি যখন আমাদের পরিবারের ইতিহাস লিখতে থাকবে তখন আমি চাইবো একজন সাংবাদিকের চোখে আমাদের পরিবারকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখে নেবে। এই পরিবারের ইতিহাস জেনে নেবে গভীর পর্যবেক্ষণের সাহায্যে। তবে আমি চাই সবার আগে তুমি একটা রহস্য সমাধান করবে। এটাই হলো তোমার আসল কাজ।"

"কিসের রহস্য?"

"হ্যারিয়েট আমার ভায়ের নাতনি। আমরা পাঁচ ভাই। রিচার্ড হলো সবার বড়। ১৯০৭ সালে সে জন্মায়। আমি সবার ছোটো। ১৯২০ সালে জন্মাই। আমি বুঝতে পারি না ঈশ্বর কিভাবে এরকম একগাদা ভাই সৃষ্টি করলো যারা..." একটু থেমে গেলো সে। মনে হয় কথার খেই হারিয়ে ফেলেছে। প্রসঙ্গ পাল্টে ফেললো এবার। "আমার ভাই রিচার্ডের সম্পর্কে কিছু বলি। এটাকে আমাদের পরিবারের একটি ছোট্ট ইতিহাস হিসেবে দেখো আর আমি চাইবো এটাও তুমি লিখে নেবে।"

নিজের কাপে আরো কফি ঢাললো সে।

"১৯২৪ সালে রিচার্ডের বয়স ছিলো সতেরো। সে ছিলো অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদী আর অ্যান্টি-সেমিটিক। সুইডিশ ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট ফ্রিডম লিগে যোগ দেয় সে। যা কিনা সুইডেনের প্রথম দিককার একটি নাৎসি পার্টি। নাৎসিরা যে সব সময় *ফ্রিডম* শব্দটা ব্যবহার করে সেটা কি লক্ষ্য করেছো?"

ভ্যাঙ্গার আরেকটা ফটো অ্যালবাম হাতে তুলে নিয়ে একটা ছবি বের করলো। "এই যে রিচার্ড, সঙ্গে কুখ্যাত বার্জার ফুরুগার্ড। যে কিনা ফুরুগার্ড মুভমেন্ট নামের একটি দলের লিডার হয়েছিলো। ত্রিশের দশকে এরা নাৎসি আন্দোলনের অগ্রপথিক ছিলো। তবে রিচার্ড তার সাথে বেশি দিন ছিলো না। কয়েক বছর পর সে সুইডিশ ফ্যাসিস্ট ব্যাটল অর্গানাইজেশন-এ যোগ দেয়। সংক্ষেপে ওটাকে এসএফবিও বলে। ওখানেই তার সাথে পরিচয় হয় পার ইংডাল এবং অন্যদের সাথে যারা আমাদের দেশকে অসম্মান করেছিলো।"

অ্যালবামের পাতা ওল্টাতে লাগলো সে : রিচার্ড ভ্যাঙ্গারকে ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

"ও আমাদের বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ত্রিশের দশকে নাৎসি বাহিনীতে যোগ দেয়। ১৯৩৩ সালে লিন্ডহোম আন্দোলন শুরু হয়, এটা হলো ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি। তুমি সুইডিশ নাৎসিদের সম্পর্কে কতোটুকু জানো?"

"আমি তো কোনো ইতিহাসবিদ নই। তবে আমি কিছু বইপত্র পড়েছি।"

"১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, আর ১৯৪০ সালের শীতকালে সেটা ফিনল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়ে। লিন্ডহোম আন্দোলনে প্রচুর সংখ্যক ফিনল্যান্ডের স্বেচ্ছাসেবক যোগ দেয়। রিচার্ড ছিলো তাদের মধ্যে একজন। সে সময় সুইডিশ সেনাবাহিনীতে ক্যাপ্টেন হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলো। ১৯৪০ সালে সে নিহত হয়। ঠিক সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে শান্তি চুক্তি করার আগ মুহূর্তে। এজন্যে তার নামে একটি ব্যাটেলগ্রুপের নামকরণ করা হয় তখন। এমন কি আজকের দিনেও হাতে গোনা অল্প কিছু গর্দভ তার মৃত্যুবার্ষিকীতে স্টকহোমের সমাধিতে উপস্থিত হয়ে তাকে সম্মান জানায়।"

"বুঝতে পেরেছি।"

"১৯২৬ সালে তার বয়স যখন ১৯ বছর তখন সে ফালুনের এক শিক্ষকের মেয়ে মার্গারিটার সাথে জড়িয়ে পড়ে। রাজনীতিতে জড়িয়ে তাদের মধ্যে পরিচয় হলেও সেটা প্রেমে পরিণত হয় আর তার ফলে তাদের এক ছেলে জন্মায় যার নাম গটফ্রিড। ১৯২৭ সালে তার জন্ম হয়। ছেলের জন্মের পর পরই তারা বিয়ে করে ফেলে। ত্রিশের দশকের প্রথম দিকে আমার ভাই যখন গাভল-এ পোস্টিং হয় তখন তার বউ আর ছেলেকে হেডেস্টাডে রেখেছিলো। সে অবসর সময়ে ভ্রমণ করতো আর নাৎসিবাদ প্রচারে সাহায্য করতো। ১৯৩৬ সালে আমার বাবার সাথে তার তুমুল ঝগড়া বাধলে বাবা তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। এরপর থেকে রিচার্ড নিজের অন্ন নিজেই সংস্থান করতো। নিজের পরিবার নিয়ে সে স্টকহোমে চলে যায়, ওখানে অনেকটা দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করতে শুরু করে।"

"তার নিজের তেমন টাকা-পয়সা ছিলো না?"

"উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া ফার্মের অংশ পরিবারের বাইরে বিক্রি করার বিধান ছিলো না। তারচেয়ে বড় কথা রিচার্ড খুবই নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলো। নিজের বউকে বেধরক পেটাতো, বাচ্চাটাকেও মারধোর করতো। তার ছেলে গটফ্রিড ভীতু হিসেবে বড় হতে লাগলো। তার বয়স যখন তেরো তখন রিচার্ড নিহত হয়। আমার ধারণা সেটা তার জন্য সবচাইতে আনন্দের দিন ছিলো। আমার বাবার খুব মায়া হলো, তিনি তার বিধবা স্ত্রী আর ছেলেকে হেডেস্টাডে নিয়ে এলেন। মার্গারিটা আর ছেলেটার জন্য তিনি একটা অ্যাপার্টমেন্ট বানিয়ে দেন। তারা ওখানে বেশ ভালোভাবেই জীবনযাপন করতে লাগলো।

"রিচার্ড যদি পরিবারের অন্ধকার আর উগ্র দিকটাকে তুলে ধরে থাকে তো তার ছেলে গটফ্রিড অলসতাকে তুলে ধরেছিলো। তার বয়স যখন আঠারো হলো আমি ঠিক করলাম তাকে আমার অধীনে নিয়ে নেবো। হাজার হোক সে আমার

মৃতভায়ের ছেলে। আর তুমি হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে গটফ্রিড আর আমার বয়সের ব্যবধান খুব বেশি না। আমি তারচেয়ে মাত্র সাত বছরের বড়। তবে সে সময় আমি ফার্মের বোর্ডে ছিলাম আর আমার বাবার থেকে এর পরিচালনার দায়িত্ব আমারই নেবার কথা। সেক্ষেত্রে গটফ্রিড একজন বহিরাগতের মতোই ছিলো।"

ভ্যাঙ্গার কিছুক্ষণ ভেবে নিলো।

"নিজের নাতির সাথে কিভাবে ডিল করবে সেটা আমার বাবা জানতো না। তাই আমিই তাকে কোম্পানিতে একটা কাজ জুটিয়ে দেই। এটা যুদ্ধের পরের ঘটনা। সে কাজটা করার চেষ্টা করলেও খুব অলস ছিলো। একটু নারীঘেষা আর হাস্যরস প্রিয় ছিলো সে। মাঝেমধ্যে একটু বেশি পান করে বেসামাল হয়ে পড়তো। তার সম্পর্কে আমার অনুভূতির কথা বর্ণনা করাটা খুব সহজ কাজ নয়...সে আসলে অকর্মার ঢেকি ছিলো। মাঝে মাঝেই সে আমাকে হতাশ করতো। এক নাগারে অনেকগুলো বছর মদে আসক্ত হবার পর ১৯৬৫ সালে দুর্ঘটনাক্রমে মাতাল হয়ে পানিতে ডুবে মারা যায় সে। ওটা হেডেবি আইল্যান্ডে ঘটে। ওখানে তার একটা কেবিন ছিলো। লুকিয়ে লুকিয়ে মদ খাওয়ার জন্য সে ওটা বানিয়েছিলো।"

"তাহলে সে হ্যারিয়েট আর মার্টিনের বাবা?" ব্লমকোভিস্ট বললো, কফি টেবিলের উপর রাখা ছবিটার দিকে ইঙ্গিত করে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে মানতেই হলো বৃদ্ধের গল্পটা কৌতুহলোদ্দীপক।

"ঠিক বলেছো। চল্লিশের দশকে ইসাবেলা কোয়েনিগ নামের এক জার্মান মহিলার সাথে গটফ্রিডের পরিচয় হয়, মহিলা সুইডেনে চলে এসেছিলো যুদ্ধের পর। খুব সুন্দরি ছিলো সে–মানে তার ছিলো গ্রেটা গার্বো আর ইনগ্রিড বার্গম্যানের মতো সৌন্দর্য। হ্যারিয়েট তার বাবা থেকে মার জিনই বেশি পেয়েছে। ছবি দেখে বুঝতে পারছো নিশ্চয়, চৌদ্দ বছরেও সে খুব সুন্দরি ছিলো।"

ব্লমকোভিস্ট আর ভ্যাঙ্গার ছবিটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো।

"আচ্ছা, আবার গল্পে ফিরে আসি। ইসাবেলা ১৯২৮ সালে জন্মেছিলো। যুদ্ধ শুরুর সময় তার বয়স ছিলো এগারো। বার্লিনে বিমান হামলার সময় একজন টিনএজার হিসেবে তার কেমন লেগেছিলো সেটা নিশ্চয় আন্দাজ করতে পারছো। সুইডেনে আসার পর তার কাছে মনে হয়েছিলো সে বুঝি স্বর্গে চলে এসেছে। দুঃখের বিষয় হলো গটফ্রিডের কিছু বদঅভ্যেস তার মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছিলো। সে ছিলো অলস পার্টিবাজ মহিলা। সুইডেন আর পৃথিবীর অনেক দেশে সে ঘুরে বেড়াতো। একেবারে দায়িত্বজ্ঞানহীন। এটা বাচ্চাদের মধ্যেও প্রভাব ফেলেছিলো। মার্টিনের জন্ম হয় ১৯৪৮ সালে, আর হ্যারিয়েটের ১৯৫০-এ। তাদের শৈশব ছিলো খুবই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। বিদেশে ঘুরে বেড়ালো মা আর মদ্যপ বাবা।

"১৯৫৮ সালে আমি মনে করলাম অনেক হয়েছে। এই দুষ্টচক্র ভাঙতে হবে। সে সময় গটফ্রিড আর ইসাবেলা হেডেস্টাডে থাকতো, আমি তাদেরকে অনেকটা জোর করেই এখানে নিয়ে আসি।"

ভ্যাঙ্গার ঘড়ির দিকে তাকালো।

"আমার ত্রিশ মিনিট সময় তো প্রায় শেষ। তবে আমি আমার গল্পের সমাপ্তি টানছি। তুমি কি আমাকে আরেকটু সময় দেবে?"

"বলে যান," বললো ব্লমকোভিস্ট।

"তাহলে সংক্ষেপে বলি। আমি নিঃসন্তান–আমার অন্য ভাই আর পরিবারের সদস্যদের বাধা সত্ত্বেও আমি তাদেরকে এখানে নিয়ে আসি। গটফ্রিড আর হ্যারিয়েট এখানে চলে এলেও তাদের বিয়েটা হুমকির মুখে পড়ে যায়। এক বছর পরই গটফ্রিড তার ক্যাবিনে চলে যায়। ওখানেই সে একা একা সময় কাটাতো, কেবল বেশি ঠাণ্ডা পড়লে চলে আসতো ইসাবেলার কাছে। আমিই মার্টিন আর হ্যারিয়েটের দেখাশোনা করতাম। তারা হয়ে উঠলো আমারই সন্তান।"

"মার্টিন ছিলো...সত্যি বলতে কি, তার যৌবনে আমি আশংকা করতাম ছেলেটা বুঝি বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে যাচ্ছে। দুর্বল, ভগ্নস্বাস্থ্যের আর চুপচাপ স্বভাবের ছিলো সে। তবে হাস্যোচ্ছল আর প্রাণোচ্ছলও ছিলো। টিনএজ বয়সে একবার সমস্যায় পড়ে, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর সব ঠিক হয়ে আসে। এসব সত্ত্বেও এখন সে ক্ষয়িষ্ণু ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশনের সিইও। এজন্যে আমি তাকে কৃতিত্ব দেবো।"

"আর হ্যারিয়েট?"

"হ্যারিয়েট ছিলো আমার চোখের মণি। তাকে আমি সুশিক্ষায় শিক্ষিত করি, সুন্দরভাবে গড়ে তুলি। আমরা একে অন্যেকে খুব পছন্দ করতাম। তাকে আমি নিজের মেয়ে বলেই মনে করতাম। সেও নিজের বাবা-মা থেকে আমার সাথে বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলো। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো, হ্যারিয়েট ছিলো খুবই স্পেশাল। একটু চুপচাপ স্বভাবের ছিলো। ঠিক তার ভায়ের মতোই। টিনএজ বয়স থেকেই সে আমাদের পরিবারের অন্য সবার মতো না হয়ে খুব ধার্মিক হয়ে ওঠে। তবে তার বুদ্ধি ছিলো খুব প্রখর। প্রতিভাও ছিলো বেশ। নীতি আর দৃঢ়তা দুটোই ছিলো তার। যখন তার বয়স চৌদ্দ কিংবা পনেরো তখন আমি নিশ্চিত হয়ে উঠি যে ভবিষ্যতে ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশনের দায়িত্ব তার উপরেই ন্যস্ত হবে।"

"তাহলে কি হলো?"

"যে কারণে তোমাকে আজ এখানে নিয়ে আসা হয়েছে এখন সে বিষয়ে বলছি। আমি চাই তুমি খুঁজে বের করবে আমাদের পরিবারে কে হ্যারিয়েটকে খুন করেছিলো, আর কে বিগত চল্লিশ বছর ধরে আমাকে পাগল করার চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে।"

অধ্যায় ৫

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ২৬

বৃদ্ধ তার গল্প বলতে শুরু করার পর এই প্রথম ব্লমকোভিস্ট অবাক হলো। যে কথাটা সে শুনেছে সেটা ঠিক কিনা তার জন্যে বৃদ্ধকে আবারো জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হয়ে নিয়েছে কিন্তু খুনের কোনো ইঙ্গিতই তাতে নেই।

"১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরের ২৪ তারিখের ঘটনা সেটি। হ্যারিয়েটের বয়স তখন ষোলো, মাত্র প্রিপারেটরি স্কুলে ভর্তি হয়েছে। দিনটি ছিলো শনিবার, আমার জীবনের সবচাইতে বাজে একটা দিন। ঐ দিনটি নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি, এর প্রতিটি মুহূর্ত আমি মনে করতে পারি এখনও–শুধুমাত্র সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস বাদে।"

ঘরের একটা দিকে ইঙ্গিত করলো সে। "এখানে আমার পরিবারের অনেক সদস্য একত্র হয়েছিলো। ওটা ছিলো আমাদের লোভনীয় বার্ষিক ডিনার। আমার দাদা এটির প্রবর্তন করেছিলেন। প্রায়শই এই সময়টাতে বাজে কিছু ঘটনা ঘটতো। আশির দশকে এই পারিবারিক ঐতিহ্যটি শেষ হয়ে যায় যখন মার্টিন ঘোষণা করে সব ধরণের ব্যবসায়ীক আলোচনা বোর্ড মিটিং আর ভোটের মাধ্যমে হবে। এটা তার নেয়া সেরা সিদ্ধান্ত।"

"আপনি বললেন হ্যারিয়েট খুন হয়েছিলেন..."

"একটু অপেক্ষা করুন। কি ঘটেছে সেটা আগে আমাকে বলতে দিন। দিনটি ছিলো শনিবার। ঐ দিন আরেকটা পার্টি ছিলো, অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে বাচ্চাদের একটি ডে-প্যারেডও ছিলো, হেডেস্টাডের স্পোর্টক্লাব এটির আয়োজন করেছিলো। হ্যারিয়েট তার স্কুলের বন্ধুবান্ধব নিয়ে ঐ প্যারেড দেখতে গিয়েছিলো। দুপুর ২টার মধ্যে সে ফিরে আসে হেডেবি আইল্যান্ডে। ডিনারটা হওয়ার কথা ছিলো বিকেল ৫টায়। পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে তারও অংশ নেবার কথা ছিলো।"

ভ্যাঙ্গার উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে গিয়ে ব্লমকোভিস্টকেও তার কাছে আসার জন্য ইশারা করলো।

"হ্যারিয়েট বাড়িতে আসার কিছুক্ষণ পর, ২:১৫ মিনিটে ঐ ব্রিজে একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটে যায়। ওস্টারগার্ডেনের এক কৃষকের ছেলে গুস্তাভ আরোনসনের মাথা ফেঁটে যায় ঐ বৃজের উপর একটা তেলের ট্রাকের আঘাতে। ট্রাকের ড্রাইভার তাকে রক্ষা করার জন্য স্টিয়ারিং ঘোরালে বৃজের রেলিং ভেঙে ট্যাঙ্কারটা রেলিংয়ে কোনো মতে আঁটকে ঝুলে থাকে। তবে রেলিংয়ের আঘাতে

তেলের ট্যাঙ্কারটি ফুটো হয়ে গেলে উত্তপ্ত তেল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এরইমধ্যে আরোনসন উঠে বসতেই নিজেকে গাড়ির নীচে দেখতে পায়। ব্যথায় আর্তনাদ করে ওঠে সে। ট্যাঙ্কারের ড্রাইভারও আঘাত পেয়ে আহত হয়েছিলো তবে সে গাড়ি থেকে বের হতে সক্ষম হয়।"

বৃদ্ধ আবার নিজের চেয়ারে ফিরে গেলো।

"দুর্ঘটনার সাথে হ্যারিয়েটের কোনো সম্পর্ক ছিলো না। তবে সেটা খুব তাৎপর্যময় ছিলো। একটা বিপদ ধেয়ে আসে : বৃজের দু'পাশে থাকা লোকজন দ্রুত সাহায্যের জন্য ছুটে যায় সেখানে। আগুনের ঝুঁকিটা খুব মারাত্মক ছিলো। সবাই বেশ সতর্ক হয়ে ওঠে। পুলিশের গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স, উদ্ধারকারী দল, ফায়ার ব্রিগেড, রিপোর্টার আর দর্শনার্থীরা জড়ো হয় সেখানে। স্বাভাবিকভাবেই সবাই পাশের একটা খালি জায়গায় জড়ো হয়েছিলো। আমাদের এখান থেকে আমরা আরোনসনকে গাড়ির নীচ থেকে বের করার চেষ্টা করলাম। গাড়ির নীচ থেকে তাকে উদ্ধার করাটা খুব কঠিন কাজ ছিলো। ছেলেটাও ছিলো মারাত্মক আহত অবস্থায়।

"খালি হাতে তাকে টেনে বের করার চেষ্টা করলেও পারলাম না। ঝুঁকি থাকতে থাকলেও আমরা তাকে বের করতে ব্যর্থ হলাম কারণ টানতে গেলে তার শরীরের বিভিন্ন অংশ কেটে যাবার সম্ভাবনা ছিলো। আমরা ট্যাঙ্কারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকলাম। ওটা যদি বিস্ফোরিত হতো আমরা সবাই মারা যেতাম। সাহায্যকারী দল থেকে সাহায্য পেতে আমাদের অনেক সময় লাগলো। ট্রাকটা বৃজের উপর আড়াআড়িভাবে পড়ে ছিলো ফলে ওটা ডিঙিয়ে আসা সহজ ছিলো না। ওটার উপর দিয়ে আসা মানে বোমার উপর দিয়ে হেটে আসার শামিল।"

বৃদ্ধ যে আবেগঘনভাবে গল্পটা বলার জন্য অনেক রিহার্সেল করেছে এই ভাবনাটা ব্লমকোভিস্টের মনে উদয় না হয়ে পারলো না। লোকটা বেশ ভালো গল্পবলিয়ে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তারচেয়ে বড় কথা গল্পটার শেষ কোথায়?

"দুর্ঘটনার ফলে বৃজটা চব্বিশ ঘণ্টার জন্য বন্ধ হয়ে থাকলো। পর দিন রোববার সন্ধ্যায় ক্রেন এসে ট্যাঙ্কারটা তুলে নেবার পরই সেটা আবার মানুষ চলাচলের উপযোগী হয়ে ওঠে। এই চব্বিশ ঘণ্টায় হেডেবি বাকি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলো। আমাদের এখানে আসার একমাত্র পথ ছিলো উদ্ধারকারী দলের আনা ছোট্ট ফায়ারবোটে করে যাতায়াত করা। কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত সেই বোট কেবল উদ্ধারকারীদলের লোকেরাই ব্যবহার করেছে। শনিবারের শেষ রাতে একটা ফেরি আনা হলে বাকিরা পারাপার হতে পেরেছিলো। তুমি কি এর তাৎপর্যটা বুঝতে পেরেছো?"

"ধারণা করছি হ্যারিয়েটের কিছু হয়েছিলো," বললো ব্লমকোভিস্ট। "আর

সন্দেহের তালিকায় ছিলো এখানে আঁটকে পড়া অসংখ্য লোকজন। লক-রুম মিস্ট্রি ফর্মুলার গল্পের মতো?"

তিক্ত হাসি হাসলো ভ্যাঙ্গার। "মিকাইল, তুমি জানো না কতোটা ঠিক বলেছো। এ হলো আসল ঘটনা : হ্যারিয়েট এখানে চলে আসে ২:১০-এ। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ঐ দিন আমাদের এখানে মোট অতিথির সংখ্যা ছিলো চল্লিশজনের মতো। তবে কাজের লোকজন হিসেবে নিলে চৌষট্টিজন হবে। তাদের মধ্যে যারা রাতে থাকবে বলে ঠিক করেছিলো তারা ফার্মের আশেপাশে কিংবা গেস্টরুমে নিজেদের ঘর গোছাতে ব্যস্ত ছিলো।

"হ্যারিয়েট এর আগে রাস্তার ওপারে থাকতো। তবে বাবা-মা বিহীন একা একা থাকতো বলে সে খুব বিষন্ন থাকতো, পড়াশোনাও ক্ষতি হচ্ছিলো তাই ১৯৬৪ সালে আমি তাকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসি। তার মা ইসাবেলা হয়তো ভেবেছিলো ভালোই হলো, দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া গেলো। হ্যারিয়েট এখানে দু'বছর থেকেছে। তো ঐ দিন সে এখানেই চলে এসেছিলো। আমরা জানি এখানে আসার পর সে আমার এক ভাই হেরাল্ডের সাথে বাগানে কিছু কথা বলেছিলো। তারপর সে চলে আসে উপরতলায়। আমাকে হ্যালো বলে জানায় আমার সাথে নাকি একটা ব্যাপারে সে কথা বলতে চায়। ঐ সময়টাতে আমি আমার পরিবারের কিছু সদস্যের সাথে জরুরি বিষয়ে কথা বলছিলাম তাই তার সাথে কথা বলার সময় আমার ছিলো না। তবে তাকে খুব উদ্বিগ্ন দেখে আমি তাকে বলি এদের সাথে কথা বলা শেষ করে তার ঘরে আসছি। দরজা দিয়ে সে বের হয়ে গেলে সেটাই হয়ে গেলো তাকে দেখা আমার শেষ দৃশ্য। এর এক মিনিট পরই বৃজের ঐ ঘটনাটি ঘটলে আমাদের ডিনারের সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।"

"উনি কিভাবে মারা গেলেন?"

"এটা খুব জটিল। আমাকে সময়ানুক্রমিক গল্পটা বলতে হবে। দুর্ঘটনা ঘটলেও সবাই ওখানে চলে যায়। আমিও কয়েক ঘণ্টা ওখানে ছিলাম সব কিছু তদারকি করতে। হ্যারিয়েটও উপরতলা থেকে নেমে চলে আসে বৃজের কাছে–অনেকেই তাকে দেখেছে–তবে বিস্ফোরণ হবার ভয়ে আমি সবাইকে যার যার ঘরে ফিরে যেতে আদেশ করলাম, শুধুমাত্র যারা গাড়ির নীচে চাপা পড়া ছেলেটাকে উদ্ধার কাজে ব্যস্ত তারা বাদে। আমরা মাত্র পাঁচজন রয়ে যাই। আমি আর আমার ভাই হেরাল্ড, ম্যাঙ্গাস নিলসন নামের আমাদের এক শ্রমিক, বৃজের নীচে ফিশিং হারবারে এক স'মিল শ্রমিক সিক্সটেন নর্ডল্যান্ডার আর জার্কার আরোনসন নামের ছেলেটি। তার বয়স ছিলো মাত্র ষোলো। তাকে আমি ওখান থেকে সরিয়ে দিতাম কিন্তু সে ছিলো গাড়ির ড্রাইভার গুস্তাভের ভাগ্নে।

"২:৪০-এ হ্যারিয়েট এখানকার রান্নাঘরে ছিলো। এক গ্লাস দুধ খেয়ে সে

আমাদের বাবুর্চি অ্যাস্ট্রিডের সাথে কিছু কথা বলে। জানালা দিয়ে বৃজের ঘটনাটা দেখে তারা।

"২:৫৫-এ হ্যারিয়েট বাড়ির প্রাঙ্গণ পেড়িয়ে চলে যাবার সময় তার মা ইসাবেলা তাকে দেখে। এক মিনিট পর সে হেডেবির যাজক অটো ফকের কাছে দৌড়ে ছুটে যায়। ঐ সময় চার্চটা ছিলো ঠিক এখন যেখানে মার্টিনের ভিলাটা আছে সেখানে। যাজক সাহেব থাকতেন বৃজের পাশেই। তার সেদিন সর্দি ছিলো, বিছানায় শোয়া ছিলেন তিনি। বৃজের দুর্ঘটনা সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না। তবে কেউ তাকে ফোন করে ঘটনাটি জানালে বিছানা ছেড়ে বৃজের কাছে চলে আসার সময় মাঝপথে হ্যারিয়েট তাকে থামিয়ে কিছু বলতে চায়। তবে তিনি তার কথা না শুনে বৃজের দিকে এগোতে থাকেন। ফকই তাকে শেষবার জীবিত দেখেছেন।"

"উনি কিভাবে মারা গেলেন?" আবারো বললো ব্লমকোভিস্ট।

"আমি জানি না," ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললো ভ্যাঙ্গার। "৫টার আগে অ্যারোনসনকে আমরা গাড়ির নীচ থেকে বের করতে পারি নি। সে বেঁচে গেলেও তার অবস্থা খুব খারাপ ছিলো। আর ৬টার আগপর্যন্ত আগুন লাগার আশংকা দূর হয় নি। আমরা তখনও বিচ্ছিন্ন ছিলাম তবে সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। রাত আটটার দিকে আমরা ডিনার করতে বসেলে খেয়াল করলাম হ্যারিয়েট নেই। আমি আমার এক চাচাতো ভাইকে ওর ঘরে পাঠালে ফিরে এসে জানালো হ্যারিয়েট তার ঘরে নেই। এ নিয়ে অবশ্য আমি বেশি কিছু ভাবি নি। হয়তো সে একটু হাঁটাহাটি করতে বাইরে গেছে, আমরা যে ডিনার করছি সেটা হয়তো সে এখনও জানে না। রাতে আমি আমার আত্মীয়স্বজনদের সাথে অনেক আলাপআলোচনা করলাম তাই পর দিন সকালে যখন ইসাবেলা তার মেয়েকে খুঁজতে শুরু করলো তখনই জানতে পারলাম হ্যারিয়েটকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।" নিজের হাত দুটো দু'পাশে ছড়িয়ে দিলো সে। "সেদিন থেকে তার আর কোনো হদিশ পাওয়া যায় নি।"

"নিখোঁজ?" কথাটা ব্লমকোভিস্ট প্রতিধ্বনি করলো।

"এতোগুলো বছর ধরে তার কোনো খোঁজ পাই নি।"

"কিন্তু আপনি যেমনটি বললেন, উনি যদি উধাও হয়ে থাকেন তার মানে তো এই নয় যে উনি খুন হয়েছেন।"

"তোমার কথাটা আমি বুঝতে পেরেছি। আমিও এরকম ভেবেছি। কোনো মানুষ যখন উধাও হয়ে যায় তখন চারটা সম্ভাবনা দেখা দেয় : স্বেচ্ছায় চলে গেছে সে, লুকিয়ে আছে কোথাও। কোনো দুর্ঘটনায় সে মারা গেছে। কিংবা আত্মহত্যা করেছে। আর শেষটা হলো সে হয়তো কোনো অপরাধের শিকার হয়েছে। সবগুলো সম্ভাবনাই আমি ভেবে দেখেছি।"

"তবে আপনি বিশ্বাস করেন কেউ হ্যারিয়েটকে হত্যা করেছে। কেন?"

"কারণ এটাই একমাত্র যৌক্তিক কারণ।" আঙুল তুলে বললো ভ্যাঙ্গার। "শুরুতে ভেবেছিলাম সে হয়তো ঘর পালিয়েছে। তবে অনেক দিন অতিবাহিত হবার পর বুঝতে পারলাম ঘটনা সেরকম কিছু নয়। ষোলো বছরের এক মেয়ে কিভাবে নিজের মতো করে চলতে পারবে? নিজেকে লোকচক্ষুর আড়ালে কিভাবে লুকিয়ে রাখবে? টাকা-পয়সা পাবে কোত্থেকে? অন্য কোথাও গিয়ে যদি কাজও করতে চায় তো সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড আর ঠিকানা পাবে কোথায়?"

এবার সে দুই আঙুল তুলে ধরলো।

"আমার পরবর্তী চিন্তা ছিলো তার বুঝি কোনো দুর্ঘটনা হয়েছে। তুমি কি একটা কাজ করবে? ডেস্কের কাছে গিয়ে সবার উপরের ড্রয়ারটা একটু খোলো তো। ওখানে একটা মানচিত্র আছে।"

ব্লমকোভিস্ট ড্রয়ার থেকে ম্যাপটা বের করে কফি টেবিলের উপর মেলে রাখলো। হেডেবি দ্বীপটি দুই মাইল দীর্ঘ আর এক মাইলের মতো প্রশস্ত। দ্বীপটির বেশিরভাগ অংশ বনে জঙ্গলে পরিপূর্ণ। বৃজ আর হারবারের আশেপাশেই কেবল মনুষ্য বসতি। দ্বীপের বাকি দিকটায় অস্টারগার্ডেন নামের ছোটোখাটো একটা জনবসতি এলাকা আছে যেখান থেকে আরোনসন নামের হতভাগ্য যুবকটি গাড়ি চালিয়ে আসছিলো।

"মনে রাখবে হ্যারিয়েট দ্বীপ ছেড়ে যেতে পারে নি," ভ্যাঙ্গার বললো। "অন্য সব জায়গার মতো হেডেবি দ্বীপের এখানেও তুমি দুর্ঘটনায় মারা যেতে পারো। বজ্রপাত পড়তে পারে তোমার উপর–তবে ঐ দিন কোনো বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে নি। তুমি ঘোড়ার পায়ের নীচে পিষ্ট হয়েও মারা যেতে পারো, পড়ে গিয়ে অথবা কোনো খাদে আটকা পড়েও মরতে পারো। এখানে এভাবে একশটা দুর্ঘটনায় মানুষ মারা যায়। আমিও সেসব নিয়ে ভেবে দেখেছি।"

এবার সে তিন আঙুল উঁচিয়ে ধরলো।

"তবে একটা মাত্র ব্যাপারই মনে হয়েছে। এটা তৃতীয় সম্ভাবনা হিসেবেও দেখা যেতে পারে–মেয়েটা যেভাবেই হোক আত্মাহুতি দিয়েছে। *তার মৃতদেহ হয়তো এই দ্বীপের কোথাও আছে।"*

ভ্যাঙ্গার মানচিত্রের উপর মুষ্টিবদ্ধ হাত দিয়ে আঘাত করলো।

"তার উধাও হয়ে যাবার পর দিন থেকেই আমরা এই দ্বীপের সবখানে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি। অনেক লোক লাগিয়ে তাকে খোঁজা হয়েছে। বনে জঙ্গলে, বাড়িঘরে, সবখানে।"

বৃদ্ধ কথা থামিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার কণ্ঠ এবার আরো নীচে নেমে গেলো, আরো বেশি আন্তরিক শোনালো।

"পুরো শরৎকাল আমি তাকে খুঁজেছি, এমনকি তাকে খোঁজার জন্য যে দল

নিয়োজিত করেছিলাম তারা হাল ছেড়ে দেবার পরও। আমার হাতে যখন কাজ কম থাকতো আমি এই দ্বীপের এখানে সেখানে তাকে খুঁজে বেড়াতাম। শীতকাল এসে পড়লো তারপরও তাকে পাওয়া গেলো না। বসন্ত চলে এলে আবার খোঁজা শুরু করলাম কিন্তু বুঝতে পারলাম তাকে খোঁজাটা অর্থহীন। গ্রীষ্মকালে আমি তিনজন বনবিহারিকে নিয়োগ করলাম তাদের শিকারী কুকুরসহ খোঁজার জন্য। তারাও ব্যর্থ হলো। ততোদিনে আমি বুঝে গেছি কেউ হয়তো তাকে খুন করে ফেলেছে। তাই কবর খোঁজা শুরু করলাম এবার। এক মাস খুঁজেও তার টিকিটাও পাওয়া গেলো না। যেনো বাতাসে মিলিয়ে গেছে সে।"

"আমি অবশ্য কয়েকটা সম্ভাবনার কথা ভাবতে পারছি," ব্লমকোভিস্ট বললো।

"শুনি তাহলে।"

"উনি হয়তো পানিতে ডুবে মারা গেছেন। দুর্ঘটনাবশত নয়তো কেউ ইচ্ছে করে সেটা করেছে। এটা হলো দ্বীপ এলাকা, চারপাশে পানি।"

"সত্যি, তবে সম্ভাবনাটা খুব ভালো নয়। এটা বিবেচনা করলেই বুঝতে পারবে : হ্যারিয়েট যদি পানিতে পড়ে যাওয়ার মতো দুর্ঘটনায় পড়তো তাহলে সেটা হতো গ্রামের খুব কাছাকাছি এলাকায়। মনে রাখবে ঐ সময় বৃজের উপর যে ঘটনাটি ঘটেছিলো সেরকম ঘটনা এই এলাকায় অনেক যুগ ধরে ঘটে নি। প্রচুর লোকজনের সমাগম হয়েছিলো এখানে এবং আশেপাশে। এরকম একটি সময় কোনো মেয়ে দ্বীপের অন্য অংশে যাওয়ার চিন্তাও করবে না।

"তবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো," বললো সে।। "এখানকার নদনদীতে খুব বেশি স্রোত থাকে না। সেই সময়টাতে বাতাসও খুব একটা বয় না। কোনো কিছু যদি পানিতে পড়ে যেতো তাহলে সেটা সৈকত আর মেইনল্যান্ডের আশেপাশে ভেসে উঠতোই। মনে করবে না আমরা এ নিয়ে ভাবি নি। পানিতেও তাকে খোঁজা হয়েছে। সবগুলো তীর আর জলাশয়ে আমরা লোক দিয়ে খুঁজে দেখেছি। এখানে যে স্কুবা-ডাইভিং ক্লাব আছে তাদেরকেও ভাড়া করেছিলাম। তারা কয়েক মাস খুঁজেও কিছু পায় নি। আমি নিশ্চিত সে পানিতে পড়ে নি। যদি পড়তো আমরা তাকে খুজে পেতাম।"

"উনি কি অন্য কোথাও দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন না? বৃজটা ব্লক করা ছিলো, ঠিক আছে, তবে এটা তো মেইনল্যান্ড থেকে খুব অল্প দূরত্বে অবস্থিত। তিনি হয়তো সাঁতা কেটে কিংবা নৌকা চালিয়ে চলে গেছেন।"

"তখন সেপ্টেম্বর মাস, অনেক ঠাণ্ডা ছিলো। হ্যারিয়েট ওভাবে এতো লোকজনের ভীড়ে সাঁতার কেটে যেতে পারতো না। তারপরও যদি সে সাঁতার কেটে যাওয়ার চেষ্টা করতো কেউ না কেউ তাকে দেখতে পেতো। আর ডুবে গেলে তো অনেকের চোখেই সেটা পড়তো। বৃজের উপর কয়েক ডজন লোক

ছিলো, বৃজের আশেপাশে দাঁড়িয়ে দুর্ঘটনার দৃশ্য দেখছিলো আরো কয়েকশ'।"

"বাইচের নৌকায় করে?"

"না। ঐ দিন হেডেবি'তে মোট তেরোটি নৌকা ছিলো। সবগুলোই তখন বৃজের কাছে নিয়ে আসা হয়েছিলো উদ্ধারকাজে সাহায্য করার জন্য। সামার ক্যাবিনের কাছে ছোটো নৌকার হারবারে দুটো প্যাটারসন বাইচের নৌকা ছিলো। ওগুলো টানতে মোট পাঁচজন লাগে। তাদের একটা ছিলো তীরে অন্যটা পানিতে। অস্টারগার্ডেনে একটা বাইচের নৌকা আর মোটরবোট ছিলো। আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি দুটোই তখন জায়গা মতো ছিলো। বাইচের নৌকায় করে যদি সে পালাতো তাহলে একটা নৌকা পাওয়া যেতো নদীর ওপাড়ে।"

ভ্যাঙ্গার চার আঙুল উপরে তুলে ধরলো।

"তার মানে একটাই সম্ভাবনা বাকি থাকে। হ্যারিয়েটকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কেউ তাকে খুন করে মৃতদেহটা গুম করে ফেলেছে।"

লিসবেথ সালান্ডার ক্রিসমাসের পুরোটা সকাল কাটালো মিকাইল ব্লমকোভিস্টের লেখা ফিনান্সিয়াল জার্নালিজমের উপর বিতর্কিত বই *দ্য নাইট টেম্পলার* পড়ে। কভারটা স্টকহোমের স্টকএক্সচেঞ্জের একটা ছবি দিয়ে করা হয়েছে। আর সেটা করেছে ক্রিস্টার মাম। ছবিটা দেখ মনে হচ্ছে ভবনটি শুন্যে ভাসছে।

সালান্ডার বইটি পড়ে বুঝতে পারলো ব্লমকোভিস্ট খুব ভালোই লেখে। ফিনান্সিয়াল ইকোনোমিকের ব্যাপারে যার কোনো আগ্রহ নেই সেও এই বই পড়তে পারবে। খুব তীক্ষ্ম আর ব্যাঙ্গাত্মক ভাষায় লেখাটা লেখা হয়েছে। তারচেয়ে বড় কথা পড়লে বিশ্বাযোগ্য মনে হয়।

প্রথম অধ্যায়ে ব্লমকোভিস্ট রীতিমতো যুদ্ধ ঘোষণা করেছে শব্দ আর বাক্য দিয়ে। বিগত বিশ বছর ধরে সুইডেনে ফিনান্সিয়াল সাংবাদিকতা যে কতোটা অপটু আর অদক্ষ লোকজনের হাতে পড়েছে সেসবের ফিরিস্তি দেয়া আছে। একগাদা আত্মম্ভরি আর মূর্খ লোকেরাই স্টকএক্সচেঞ্জের খবরাখবর রিপোর্ট করে থাকে। তাদের ভুল খবরে অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সে ব্যাপারে যেনো কারোর কোনো বিকার নেই। ব্লমকোভিস্ট দাবি করেছে নিজেকে সে ফিনান্সিয়াল রিপোর্টার পরিচয় দিতে লজ্জিত বোধ করে। আর এজন্যে তার অনেক সহকর্মী, যাদেরকে সে রিপোর্টার হিসেবে গন্য করে না, তার ক্ষতি করার জন্য মুখিয়ে থাকে।

সে ফিনান্সিয়াল রিপোর্টারদেরকে অনেকটা ক্রাইম রিপোর্টার আর ফরেন করেসপন্ডেসদের কাজের সাথে তুলনা করেছে। বইটির বাকি অংশে বিবৃত হয়েছে

একজন ফিনান্সিয়াল রিপোর্টারকে কি কি করতে হবে না করতে হবে।

সালান্ডার বুঝতে পারলো ব্লমকোভিস্ট অনেকগুলো বিতর্কিত বিষয় তুলে এনেছে। এটা করতে গিয়ে তার অনেক শত্রু যে আছে সেটাও বুঝতে বাকি রইলো না। ওয়েনারস্ট্রম মামলায় আদালতে যে অনেকে আজেবাজে মন্তব্য করেছে সেটার কারণ এই বই।

বইটা বন্ধ করে সে পেছনে ব্লমকোভিস্টের ছবিটা দেখলো। ব্লমকোভিস্টের ঘনকালো চুল এলোমেলো হয়ে কপালের উপর ছড়িয়ে আছে, যেনো বাতাসে উড়ছে সেগুলো। কিংবা এমনও হতে পারে ক্রিস্টার মাম তাকে দিয়ে এমন পোজ দিয়েছে। ক্যামেরার সামনে বাঁকা হাসি দিয়ে চেয়ে আছে সে। তবে তার মুখের অভিব্যক্তি অনেকটা ছেলেমানুষী টাইপের। *খুব সুদর্শন একজন পুরুষ। তিন মাস জেল খাটতে যাওয়া এক লোক।*

"হ্যালো, কাল ব্লমকোভিস্ট," আপন মনে বললো সালান্ডার। "তুমি নিজেকে নিয়ে খুব সন্তুষ্ট, তাই না?"

লাঞ্চের সময় সালান্ডার তার আই-বুক ওপেন করে একটা মেইল লিখলো : "তোমার কি সময় আছে?" ওয়াস্‌প নামে স্বাক্ষর করে সেটা সেন্ড করে দিলো পিজিপি এনক্রিপশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে Plague_xyz_666@hotmail.com ঠিকানায়।

এরপর সে কালো জিন্স, ভারি উইন্টার বুট, পোলো শার্ট আর কালো জ্যাকেট সেই সাথে হাতে ম্যাচিং করা দস্তানা আর গলায় স্কার্ফ পরে নিলো। ভুরু আর নাক থেকে রিং খুলে ঠোঁটে গোলাপি লিপস্টিক লাগিয়ে বাথরুমের আয়নায় নিজেকে দেখে নিলো সে। উইকেন্ডে বের হওয়া যেকোনো মেয়ের মতো লাগছে তাকে। নিজের এই বেশভুষাকে শত্রুপক্ষের ডেরায় ঢুঁ মারার কাজে একটি ক্যামোফ্লেজ হিসেবেই দেখছে। টানেলবানা দিয়ে জিঙ্কেসডাম থেকে অস্টারমামস্টগে চলে এলো তারপর স্ট্রান্ডভাজেনের উদ্দেশ্যে হাটতে শুরু করলো সে। সারি সারি বাড়ির সামনে এসে সেগুলোর নাম্বার দেখতে লাগলো সালান্ডার। ইয়োরগার্ড বৃজের ঠিক আগে একটা বাড়ির দরজার সামনে এসে থেমে গেলো। এই বাড়িটাই সে খুঁজছিলো। রাস্তাটা পার হয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে।

সে লক্ষ্য করলো ক্রিসমাসের পরদিন বেশিরভাগ লোকজন নদীর তীর ধরে হাটছে, অল্পসংখ্যক হাটছে রাস্তা দিয়ে।

ইয়োরগার্ডেন থেকে লাঠি হাতে এক বৃদ্ধমহিলা আসার আগ পর্যন্ত সে প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করলো। মহিলা তাকে দেখে আচমকা থেমে সন্দেহের চোখে

তাকালো। জবাবে তার দিকে তাকিয়ে বন্ধুসুলভ হাসি হাসলো সালাভার। মহিলা তার হাসি দেখে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে এমনভাবে তাকালো যেনো এই মেয়েটাকে শেষ কবে দেখেছে সেটা মনে করার চেষ্টা করছে। সালাভার ঘুরে দরজার কাছ থেকে কয়েক পা পেছনে চলে এলো, যেনো কারো জন্য অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছে সে। একুট পয়চারি করে দরজার সামনে ফিরে এসে দেখতে পেলো বৃদ্ধমহিলা দরজার পাশে থাকা কোড্লক-এ কিছু নাম্বার টিপে যাচ্ছে। কম্বিনেশনটা যে ১২৬০ সেটা দেখতে কোনো কষ্ট হলো না সালাভারের।

আরো পাঁচ মিনিট পর দরজার কাছে গিয়ে নাম্বারগুলো পাঞ্চ করলে লকটা খুলে গেলো। সিঁড়ির দিকে উঁকি মারলো সালাভার। একটা সিকিউরিটি ক্যামেরা দেখতে পেলেও সেটাকে পাত্তা দিলো না। এটা মিল্টন সিকিউরিটির একটি মডেল। দরজা ভেঙে কেউ ঢুকলে কিংবা ভেতরে ঢুকে কোনো ভাঙচুর চালালে সেই শব্দেই কেবল ওটা চালু হবে। সিঁড়ির বায়ে একটা লিফট আছে। লিফটের পাশে রয়েছে আরেকটা কোডলক। ১২৬০ নাম্বার আবারো ব্যবহার করলে ওটা খুলে গেলো। রাবিশ রুম হিসেবে পরিচিত একটা ঘরে ঢুঁ মারলো সে। *একেবারেই পিচ্ছিল।* সেলার লেভেলটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য তিন মিনিট সময় নিলো সে। ওখানে একটা আনলক করা লন্ড্রিরুম আর রিসাইক্লিংরুম দেখতে পেলো। এরপর মিল্টন সিকিউরিটি থেকে 'ধার' করা একটি পিকলক দিয়ে লক করা দরজাটা খুলে ফেলা সে। ঘরটা দেখে মনে হলো এক ধরণের মিটিংরুমের মতো। সেলারের পেছন দিকে একটা হবিরুম আছে। অবশেষে যা খুঁজছিলো সেটা পেয়ে গেলো : ভবনের ছোট্ট ইলেক্ট্রক্যাল রুম। সে ফিউজবক্স, মিটার আর জাংশান বক্সগুলো দেখে সিগারেটের প্যাকেটের আকৃতির একটি ক্যানন ডিজিটাল ক্যামেরা বের করে পর পর তিনটা ছবি তুললো।

বের হবার সময় লিফটের পাশে রাখা ভবনের বাসিন্দাদের তালিকাটা দেখে নিলো একবার। টপ ফ্লোরের বাসিন্দাদের নামগুলোতে ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিলো। *ওয়েনারস্ট্রম।*

এরপর ভবন থেকে বের হয়ে ন্যাশনাল মিউজিয়ামের দিকে হাটতে লাগলো দ্রুতপায়ে। ওখানে এক ক্যাফেটারিয়ায় গিয়ে কফি খেয়ে শরীরটা উষ্ণ করে নিলো। আধ ঘণ্টা পর ফিরে এলো সোডারে অবস্থিত নিজের অ্যাপার্টমেন্টে।

Plague_xyz_666@hotmail.com থেকে একটা জবাব এসেছে। পিজিপি দিয়ে সেটা যখন ডিকোডেড করলো তখন একটা লেখা ভসে উঠলো : ২০

অধ্যায় ৬

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ২৬

ব্লমকোভিস্ট যে সময়সীমা বেধে দিয়েছিলো সেটা অতিক্রম হয়ে গেছে অনেক আগেই। এখন ৪:৩০, বিকেলের ট্রেন ধরার আর কোনো আশা নেই। তবে রাতের ট্রেন ধরার সুযোগ এখনও তার আছে। জানালা দিয়ে বাইরে বৃজের পাশে আলোকিত চার্চের প্রাঙ্গণটির দিকে তাকিয়ে ঘাড়টা একটু ম্যাসেজ করলো সে। ভ্যাঙ্গার তাকে স্থানীয় সংবাদপত্র আর ন্যাশনাল মিডিয়ায় প্রকাশিত আর্টিকেলের ক্লিপিংস দেখিয়েছে। ঐ সময়টাতে মিডিয়া এই ঘটনা নিয়ে বেশ আগ্রহী ছিলো–নামকরা শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিবারের এক মেয়ে নিখোঁজ। তবে কোনো মৃতদেহ যখন পাওয় গেলো না, পাওয়া গেলো না কোনো হদিশ তখন সেই আগ্রহে ভাটা পড়ে গেলো। আর ছত্রিশ বছর পর এই নিখোঁজ মেয়ের কেসটা একেবারেই বিস্মৃত হয়ে গেছে। ষাট দশকে পত্রিকাগুলো আর্টিকেল পড়লে একটা মতবাদ পাওয়া যায় আর সেটা হলো মেয়েটা পানিতে ডুবে মারা গেছে। তার মৃতদেহ ভেসে গেছে সাগরে–ট্র্যাজেডি, সন্দেহ নেই তবে সেটা যেকোনো পরিবারেই হতে পারে।

ব্লমকোভিস্ট বুড়োর গল্পে বিমোহিত কিন্তু ভ্যাঙ্গার যখন বাথরুমে যাবার জন্য এক্সকিউজ চাইলো তার সন্দেহটা আবার ফিরে এলো। বৃদ্ধ এখনও গল্পটার শেষ বলে নি, ব্লমকোভিস্টও চাচ্ছে শেষটা শুনতে।

"উনার ভাগ্যে কি ঘটেছিলো বলে আপনি মনে করেন?" বাথরুম থেকে ভ্যাঙ্গার ফিরে এলে সে জানতে চাইলো।

"এখানে বছরে ঘুরে ফিরে মোট পচিশ জন লোক বসবাস করে তবে ঐ দিন পার্টি ছিলো বলে ষাটজনের মতো ছিলো এই বাড়িতে। তাদের মধ্যে বিশ থেকে পচিশজনকে বাদ দেয়া যেতে পারে। আমার বিশ্বাস বাকিদের মধ্যে কেউ একজন–আর সেটা অবশ্যই পরিবারের ভেতরের কেউই হবে–হ্যারিয়েটকে হত্যা করে তার লাশ গুম করে ফেলেছে।"

"এ ব্যাপারে আমার কাছে এক ডজনের মতো অবজেকশন আছে।"

"সেগুলো কি, একটু শুনি তাহলে।"

"প্রথমটি হলো, কেউ যদি তার লাশ গুম করে রাখতো তাহলে আপনাদের তল্লাশি দলের কেউ না কেউ অবশ্যই সেটা খুঁজে পেতো। আপনিই তো বলেছেন তল্লাশীটা বেশ ব্যাপকভাবে করা হয়েছিলো।"

"সত্যি বলতে কি আমি তোমাকে যতোটুকু বলেছি তল্লাশীটা তারচেয়েও

ব্যাপক আকারে করা হয়েছিলো। হ্যারিয়েট যে খুন হয়েছে সেটা আমার ধারণা, এটা আমি প্রমাণ করতে পারবো না। তবে এটা একটা বড় সম্ভাবনা।"

"আমাকে বলুন।"

"আনুমানিক বেলা ৩টার দিকে হ্যারিয়েট নিখোঁজ হয়। যাজক ফক যখন তাকে দেখেছিলো তখন ২:৫৫ বাজে। ঠিক ঐ সময়টাতে স্থানীয় এক পত্রিকার ফটোগ্রাফার বৃজের কাছে এসে পৌছায়। সে ঘটনাস্থলে অনেকগুলো ছবি তোলে। আমরা এবং পুলিশ উভয়ে ছবিগুলো দেখেছি, কোথাও হ্যারিয়েটের উপস্থিতি নেই। তবে শহরের অন্য সবাইকে একবারের জন্য হলেও ছবিতে দেখা গেছে।"

আরেকটা অ্যালবাম হাতে নিয়ে কফি টেবিলের উপর রাখলো ভ্যাঙ্গার।

"এই ছবিগুলো ঐদিনের তোলা। প্রথমটি হেডেস্টাডের বাচ্চাদের প্যারাডের ছবি। ঐ একই ফটোগ্রাফার ছবিগুলো তুলেছিলো আনুমানিক ১:১৫ মিনিটে। হ্যারিয়েটকে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।"

ছবিগুলো তিন তলা ভবনের উপর থেকে তোলা হয়েছে। নীচের রাস্তার প্যারেডের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। দর্শকেরা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সারিবদ্ধভাবে। লোকজনের ভীড়ের দিকে আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করে দেখালো ভ্যাঙ্গার।

"এইযে হ্যারিয়েট। সে নিখোঁজ হবার প্রায় দু'ঘণ্টা আগে এটা তোলা হয়েছিলো। শহরে তার কিছু স্কুলবন্ধুর সাথে আছে। এটাই তার শেষ তোলা ছবি। তবে আরেকটা ইন্টারেস্টিং শট আছে।"

অ্যালবামের পাতা ওল্টাতে লাগলো ভ্যাঙ্গার। পেশাদার ফটোগ্রাফারের তোলা মোট ১৮০টি ছবি আছে এটাতে–পাঁচটি রোল–বৃজের দুর্ঘটনার উপর। বৃজের উপর উল্টে পড়ে থাকা ট্যাঙ্কারের চারপাশে লোকজনের ভীড় আর ছুটাছুটির একটি ছবি। হিটিংঅয়েলে ভেজা তরুণ হেনরিক ভ্যাঙ্গার হাত দিয়ে ইশারা করার দৃশ্যটি ব্লমকোভিস্টের চোখে খুব সহজেই ধরা পড়লো।

"এ হলো আমার ভাই হেরাল্ড।" হাফহাতা শার্ট পরা এক তরুণ হাঁটু মুড়ে ট্যাঙ্কারের নীচে কী যেনো দেখাচ্ছে সেটার দিকে ইঙ্গিত করলো বৃদ্ধ। "আমার ভাই হেরাল্ড একজন অপ্রীতিকর ব্যক্তি হতে পারে তবে আমার মনে হয় তাকে আমরা সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারি, তবে একটা ঘটনা বাদ দিলে। নিজের পায়ের জুতো বদলানোর জন্য সে ফার্মে চলে এসেছিলো, পুরো বিকেল সে বৃজের উপরেই কাটায়।"

আরো কয়েকটি পৃষ্ঠা ওল্টালো ভ্যাঙ্গার।

"এটা খুব ইন্টারেস্টিং ছবি," বললো ভ্যাঙ্গার। "যতোটুকু জানা গেছে এই ছবিটা তোলা হয়েছে ৩:৪০ থেকে ৩:৪৫-এ, হ্যারিয়েট যাজক ফকের ওখানে

দৌড়ে চলে যাবার পর। বাড়িটার দিকে তাকাও, মাঝখানের তৃতীয় তলার জানালাটা দেখো। ওটা হ্যারিয়েটের ঘর। আগের ছবিতে জানালাটা বন্ধ ছিলো। এখানে খোলা।"

"নিশ্চয় হ্যারিয়েটের ঘরে কেউ ছিলো।"

"আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি, কেউই জানালা খোলার কথা স্বীকার করে নি।"

"তার মানে সে নিজেই ওটা করেছে, তখন পর্যন্ত সে বেঁচে ছিলো। কিংবা কেউ আপনার কাছে মিথ্যা বলেছে। কিন্তু একজন খুনি তার ঘরে গিয়ে জানালা খুলবে কেন? আর কেউ এটা করে থাকলে মিথ্যে কেন বলবে?"

ভ্যাঙ্গার মাথা ঝাঁকালো। কোনো ব্যাখ্যা নেই।

"হ্যারিয়েট ৩টার দিকে নিখোঁজ হয়, কিংবা তার একটু পরেই। এইসব ছবি দেখে বোঝা যায় কে কোথায় ছিলো ঐ সময়। এজন্যেই আমি সন্দেহের তালিকা থেকে অনেককে বাদ দিয়েছি। আবার একই কারণে আমি এসব ছবিতে যাদের দেখা যাচ্ছে না তাদেরকে সন্দেহের তালিকায় রাখতে চাইবো।"

"আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না। মৃতদেহটা কিভাবে সরানো হলো। আমি বুঝতে পারছি এ ব্যাপারে সম্ভাব্য একটা ব্যাখ্যা রয়েছে। এক ধরণের পুরনো ঐন্দ্রজালিক ট্রিকের মতো আর কি।"

"আসলে বেশ কয়েকটি বাস্তবসম্মত উপায়ে এটি করা যেতে পারে। ৩টার দিকে খুনটা হয়। যে-ই খুন করে থাকুক সে কোনো অস্ত্র ব্যবহার করে নি। তা না হলে আমরা রক্ত খুঁজে পেতাম। আমার ধারণা হ্যারিয়েটকে শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে আর সেটা করা হয়েছে এখানেই-প্রাঙ্গনের দেয়ালের ভেতর। ফটোগ্রাফারের লেন্সের সীমার বাইরে কোথাও। এই বাড়িরই কোনো লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা স্থানে। তুমি যদি শর্টকাটে চাও তো বলি-তাকে শেষ যেখানে দেখা গেছে আজ সেখানে ছোট্ট ফুলের একটি বাগান আছে। তবে ষাটের দশকে ওখানে পাথর বিছানো প্রাঙ্গণ ছিলো, গাড়ি পার্ক করার কাজে ব্যবহৃত হোতো সেটা। খুনিকে শুধুমাত্র গাড়ির পেছনের ডালা খুলে হ্যারিয়েটকে ওটার ভেতর ভরে নিয়ে যেতে হয়েছে। পরদিন আমরা যখন তাকে খোঁজা শুরু করি তখনও কেউ খুনখারাবির কথা ভাবে নি। আমরা সাগর আর নদী তীর, বিভিন্ন ভবন আর জঙ্গলে তাকে খুঁজেছি।"

"তার মানে কেউ কোনো গাড়ির পেছনে বুট খুলে চেক ক'রে দেখে নি।"

"পর দিন রাতে খুনি তার গাড়ি নিয়ে বৃজটা পার হয়ে চলে যেতে পেরেছে খুব সহজেই। তারপর সে হয়তো লাশটা গুম করে ফেলেছে কোথাও।"

"একেবারে তল্লাশী করা দলের নাকের ডগার উপর দিয়ে। যদি এভাবেই ঘটনাটা ঘটে থাকে তাহলে আমরা একজন ঠাণ্ডা মাথার খুনির কথা বলছি।"

তিক্ত হাসি হাসলো ভ্যাঙ্গার। "তুমি আসলে আমাদের পরিবারের কিছু সদস্যের বর্ণনা দিয়ে দিলে।"

৬টার দিকে খাওয়াদাওয়া করার পরেও তারা কথাবার্তা অব্যাহত রাখলো। তাদের জন্য খোরগোশের রোস্ট আর আলু ভাজা সার্ভ করলো অ্যানা। খাওয়া শেষে ভ্যাঙ্গার রেড ওয়াইন অফার করলো অতিথিকে। শেষ ট্রেন ধরার জন্য ব্লমকোভিস্টের হাতে এখনও যথেষ্ট সময় রয়েছে। তার ধারণা পুরো গল্পটার পরিসমাপ্তি হতে যাচ্ছে।

"আপনি আমাকে যে গল্পটা বললেন স্বীকার করতেই হচ্ছে, সেটা খুবই চমকপ্রদ একটি গল্প। তবে এখনও বুঝতে পারছি না আপনি এসব আমাকে কেন শোনাচ্ছেন।"

"সেটা তোমাকে বলেছি। আমি হ্যারিয়েটের খুনিকে ধরতে চাই। আর সেই খুনিকে ধরার কাজে তোমাকে নিযুক্ত করতে চাই আমি।"

"কেন?"

"মিকাইল, ছত্রিশ বছর ধরে আমি এই ভেবে ভেবে পাগল হয়ে গেছি হ্যারিয়েটের আসলে কি হয়েছে। এ কাজে আমি আমার অনেক বেশি সময় অপচয় করেছি দিনের পর দিন।"

একটু চুপ থেকে চোখে চশমা পরে নিয়ে ব্লমকোভিস্টের দিকে তাকালো সে।

"সত্যি কথা বলতে কি, হ্যারিয়েটের নিখোঁজ হবার কারণেই আমি আস্তে আস্তে ফার্মের কাজকর্ম থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিই। সব ধরণের কাজের আগ্রহ আমি হারিয়ে ফেলি। বুঝতে পারি আমার খুব কাছেই খুনি আছে। এটা আমাকে উদ্বিগ্ন করে রাখে সব সময়। সবচাইতে বাজে ব্যাপার হলো অনেক দিন পরেও এই বোঝাটা কমে নি, বরং বেড়ে গেছে। ১৯৭০ সালের দিকে আমার মনে হোতো সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে যাবো। এরপরই মার্টিন বোর্ড অব ডিরেক্টরে যোগ দিয়ে আস্তে আস্তে আমার কাজগুলোর দায়িত্ব নিতে শুরু করে। ১৯৭৬ সালে আমি পুরোপুরি অবসরে চলে যাই, আমার স্থলাভিষিক্ত হয় মার্টিন। এখনও আমি বোর্ডে আছি তবে ফার্মের ব্যাপারে মোটেও নাক গলাই না। বিগত ছত্রিশ বছর ধরে একটা দিনও বাদ যায় নি যেদিন আমি হ্যারিয়েটের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবি নি। তুমি হয়তো ভাববে আমি এ নিয়ে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছি–অন্তত আমার বেশিরভাগ আত্মীয়স্বজন তাই মনে করে।"

"ওটা খুবই ভয়ঙ্কর ঘটনা ছিলো।"

"তারচেয়েও বেশি। এটা আমার জীবনটা ধ্বংস করে দিয়েছে। তোমার সেন্স কি খুব ভালো?"

"মনে হয়।"

"আমারও। কি ঘটেছে সেটা আমি ভুলতে পারি না। তবে এ কয়েক বছরে আমার মোটিভ বদলে গেছে। প্রথমে সেটা ছিলো বেদনার। আমি চাইতাম তাকে খুঁজে বের করতে, তার লাশটা কবর দিতে। এর মাধ্যমেই হ্যারিয়েটের প্রতি সুবিচার করা হবে।"

"আপনার মোটিভ কোন্ দিক থেকে বদলে গেছে?"

"এখন চাই যে বানচোত কাজটা করেছে তাকে খুঁজে বের করতে। তবে হাস্যকর ব্যাপার হলো যতোই বুড়ো হচ্ছি ততোই এটা আমার ভেতর আরো বেশি করে জেঁকে বসছে।"

"শখ?"

"হ্যা। আমি এই শব্দটাই ব্যবহার করতাম। পুলিশি তদন্ত শেষ হয়ে গেলে আমি আমার নিজের তদন্ত শুরু করি। সিস্টেমেটিক্যালি এবং বৈজ্ঞানিকভাবে এসব করতে গিয়ে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি সম্ভাব্য সব ধরণের তথ্য জোগার করেছি–ছবিগুলো, পুলিশ রিপোর্ট, ঐ দিন লোকজন কে কি করেছে কোথায় ছিলো সব তাদের কাছ থেকে জেনে লিখে রেখেছি। বলতে পারো আমি আমার জীবনের অর্ধেক ব্যয় করেছি মাত্র একটা দিনে কী ঘটেছিলো সে সম্পর্কে সব কিছু জোগার করার কাজে।"

"আপনার কি মনে হয় না, এই ছত্রিশ বছরে হয়তো খুনি নিজেও মারা গেছে?"

"আমি সেটা বিশ্বাস করি না।

ব্লমকোভিস্ট তার কথাটা শুনে ভুরু কপালে তুললো।

"আগে ডিনার শেষ করে উপর তলায় ফিরে যাই। আমার গল্পের আরেকটা জিনিস আছে। সেটা না বললে গল্পটা শেষ হবে না। এটা হলো সবচাইতে হতবুদ্ধিকর দিক।"

সালান্ডার তার কোরোলাটা পার্ক করলো সান্ডবিবার্গের কমিউটার ট্রেন স্টেশনের সামনে। মিল্টন সিকিউরিটি মোটর পুল থেকে এই গাড়িটা সে ধার নিয়েছে। ঠিক অনুমতি নিয়ে যে কাজটা করেছে তা নয়, তবে আরমানস্কি তাতে কিছু মনে করবে না। আজ হোক কাল হোক আমার নিজের একটা গাড়ি হবে, ভাবলো সে। তার একটা সেকেন্ডহ্যান্ড কাওয়াসাকি বাইক আছে, ওটা সে গ্রীষ্মকালে ব্যবহার করে। শীতকালে তার স্টোররুমে ওটা লক করা থাকে।

হগলিন্টাভাগেনে হেটে গেলো সে, ছয়টার দিকে বাজালো বেলটা। কয়েক সেকেন্ড পরই দরজা খুলে গেলে আরো দু'তলার উপর উঠে সেভেনসন লেখা একটা দরজায় বেল বাজালো। সেভেনসন লোকটা কে অথবা এরকম কোনো লোক এখানে আদৌ থাকে কিনা সে ব্যাপারে তার কোনো ধারণাই নেই।

"হাই প্লেগ," বললো সে।

"ওয়াস্প। কেবল দরকার পড়লেই তোমার আগমন ঘটে।"

সব সময়ের মতো অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরটা গাঢ় অন্ধকার। শোবার ঘর থেকে একটা ল্যাম্পের আলো আসছে কেবল। ওই ঘরটা সে তার অফিস হিসেবে ব্যবহার করে। সালান্ডারের চেয়ে তিন বছরের বড় লোকটি ছয় ফিট দুই ইঞ্চি লম্বা আর ৩৩০ পাউন্ড ওজনের। সালান্ডার নিজে অবশ্য চার ফিট এগারো। আর ওজন বলতে গেলে মাত্র ৯০ পাউন্ড। প্লেগের সামনে নিজেকে সব সময়ই বামন মনে হয়। ঘরটা ভ্যাপসা আর কটু গন্ধে ভরা।

"এর কারণ তুমি কখনও গোসল করো না, প্লেগ। তোমার ঘরে আসলে মনে হয় বানরের খাঁচায় ঢুকেছি। তুমি যদি কখনও বাইরে যাও আমি তোমাকে সাবান কেনার জন্য টাকা দেবো।"

তার দিকে তাকিয়ে আন্তরিকভাবে হাসলো সে, তবে কিছু বললো না। তাকে তার সঙ্গে রান্নাঘরে আসার জন্য ইশারা করলো প্লেগ। বাতি না জ্বালিয়েই রান্নাঘরের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লো সে। ঘরের একমাত্র আলোর উৎস হলো জানালা দিয়ে বাইরে থেকে আসা স্ট্রট ল্যাম্পের আলো।

"বলতে চাচ্ছিলাম, আমিও বাড়ি পরিস্কার করার কাজের রেকর্ডের মালিক নই। তবে আমার কাছে পুরনো দুধের কার্টন থাকলে সেগুলো থেকে নর্দমার পোকাদের গন্ধ বের হতেই বাইরে ফেলে দেই।"

"আমি কোনো অক্ষম ব্যক্তি নই," বললো প্লেগ। "আমি আসলে সামাজিকভাবে অযোগ্য।"

"এজন্যেই সরকার তোমার জন্য একটা থাকার জায়গা দিয়ে তোমাকে ভুলে বসে আছে। তোমার প্রতিবেশীরা ইন্সপেক্টরের কাছে গিয়ে তোমার ব্যাপারে নালিশ করতে পারে সে ব্যাপারে কি তোমার কোনো ভয় নেই? তখন তো তোমাকে হাস্যকর কোনো ফার্মের সাথে কাজ করতে হবে।"

"তুমি কি আমার জন্য কিছু এনেছো?"

সালান্ডার জ্যাকেট পকেটের জিপার খুলে পাঁচ হাজার ক্রোনার তার হাতে তুলে দিলো।

"এটুকুই আমি বাঁচাতে পেরেছি। এটা আমার নিজের টাকা। আর আমি তোমাকে মোটেও নির্ভরযোগ্য কেউ মনে করি না।"

"তুমি কি চাও?"

"দু'মাস আগে তুমি যে ইলেক্ট্রনিক হ্যান্ডকাফের কথা বলেছিলে। সেটা কি পেয়েছো?"

মুচকি হেসে সে একটা বাক্স রাখলো টেবিলের উপর।

"এটা কিভাবে কাজ করে সেটা আমাকে দেখাও।"

পরবর্তী কয়েক মিনিট সালান্ডার এক মনে কথা শুনে গেলো। এরপর পরীক্ষা করে দেখলো হ্যান্ডকাফটি। প্লেগ সামাজিকভাবে যোগ্য না হতে পারে তবে সে যে একজন জিনিয়াস তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ব্লমকোভিস্টের মনোযোগ আর্কষণ করার আগ পর্যন্ত ভ্যাঙ্গার অপেক্ষা করলো। হাত ঘড়ি দেখে ব্লমকোভিস্ট বললো, "একটা হতবুদ্ধিকর ঘটনা।"

ভ্যাঙ্গার বললো : "আমি নভেম্বরের ১ তারিখে জন্মেছি। হ্যারিয়েটের বয়স যখন আট বছর তখন সে আমাকে আমার জন্মদিনে প্রেসড করা ফুলের ফ্রেম উপহার দিয়েছিলো।"

ডেস্কের কাছে গিয়ে দেয়ালে রাখা একটা ফুলের ফ্রেমের দিকে ইঙ্গিত করলো ভ্যাঙ্গার। ব্লুবেল।

"এটা ছিলো প্রথম। ১৯৫৮ সালে এটা আমি পেয়েছিলাম।" পরের ফ্রেমটা দেখালো সে। "১৯৫৯ সালে।" বাটারকাপ। "১৯৬০।" ডেইজি। "এটা রীতিমতো নিয়মে পরিণত হয়ে গেছে এখন। হ্যারিয়েট অনেক সময় গ্রীষ্মকালে ফ্রেমটা বানিয়ে রেখে দিতো আমার জন্মদিনের আগপর্যন্ত। এই ঘরেই আমি ফ্রেমগুলো সব সময় টাঙিয়ে রাখতাম। ১৯৬৬ সালে সে নিখোঁজ হয়ে গেলে এর ব্যত্যয় ঘটে।"

ফ্রেমের সারিগুলোর মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গা দেখালো ভ্যাঙ্গার। ব্লমকোভিস্ট টের পেলো তার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেছে। পুরো দেয়াল জুড়ে প্রেস করা ফুলের ফ্রেম।

"১৯৬৭ সালে, তার নিখোঁজ হবার এক বছর আগে আমি আমার জন্মদিনে এই ফুলটা পাই। এটা ভায়োলেট।"

"ফুলটা আপনার কাছে কিভাবে আসে?"

"গিফট পেপারে মোড়ানো অবস্থায়, এনভেলপে স্টকহোমের পোস্টেড সিল থাকে। কোনো রিটার্ন ঠিকানা থাকে না। কোনো মেসেজও থাকে না।"

"আপনি বলতে চাচ্ছেন..." ব্লমকোভিস্ট হাত দিয়ে ফুলগুলোর দিকে ইশারা করলো।

"ঠিক। প্রতিবছর আমার জন্মদিনে একটা করে আসে। তুমি জানো আমার কেমন লাগে? এটা একেবারে আমার দিকেই আঙুল তুলে দেখায় যেনো খুনি আমাকে নির্যতন করতে চায়। আমি এ নিয়ে ভেবে ভেবে অসুস্থ পড়েছি যে, হ্যারিয়েটকে এমন কেউ হয়তো খুন করেছে যে আমাকে স্বস্তিতে থাকতে দিতে চায় না। হ্যারিয়েটের সাথে যে আমার বিশেষ একটি সম্পর্ক ছিলো সেটা কোনো

গোপন ব্যাপার ছিলো না। আমি যে তাকে নিজের মেয়ে ভাবতাম সেটা সবাই জানতো।”

“তাহলে আপনি এখন আমার কাছ থেকে কি চান?” বললো ব্লমকোভিস্ট।

সালান্ডার মিল্টন সিকিউরিটির গ্যারাজে কোরোলা গাড়িটা রেখে উপরতলার অফিসে যে টয়লেট আছে সেখানে যাবার জন্য পা বাড়ালো। দরজায় কার্ড-কি'টা ব্যবহার করে লিফটে করে সোজা চলে এলো চতুর্থ তলায়। প্রধান প্রবেশদ্বার এড়িয়ে চলে গেলো সে, ওখানে ডিউটি অফিসার কাজ করে। টয়লেট থেকে বের হয়ে এসপ্রেসো কফির মেশিন থেকে এক কাপ কফি ঢেলে নিয়ে নিজের অফিসে এসে জ্যাকেটটা ঝুলিয়ে রাখলো চেয়ারের পেছনে।

এই অফিসটা সাড়ে ছয় বাই দশ ফিটের একটি গ্লাসের কিউবিকল। একটা ডেস্ক আর পুরনো মডেলের ডেল পিসি, একটা ফোন, একটা অফিস চেয়ার, পেপার বাস্কেট আর একটা বইয়ের শেলফ আছে সেখানে। বইয়ের শেলফে আছে কতোগুলো ডিরেক্টরি আর তিনটি নোটবুক। জানালায় ছোট্ট একটা টবে পাতা বাহার গাছ আছে। গাছটার দিকে এমনভাবে তাকালো সালান্ডার যেনো এটা সে প্রথম দেখছে। এরপর গাছসহ টবটা ফেলে দিলো বাস্কেটে।

নিজের অফিসে খুব একটা আসে না। বছরে খুব বেশি হলে আধ ডজন বার হবে। সাধারণত কোনো রিপোর্ট লেখার জন্য এখানে আসে সে। আরমানস্কি অবশ্য তাকে এখানে আসার জন্য তাড়া দিয়ে থাকে। যুক্তি হিসেবে সে বলে তাতে করে নিজেকে এই ফার্মের একজন বলে মনে হবে তার। যদিও সে কাজ করে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে। সালান্ডারের অবশ্য সন্দেহ আরমানস্কি তাকে চোখে চোখে রাখার জন্য, তার কাজকর্মে নাক গলানোর জন্যেই তাকে এখানে আসতে বলে। প্রথমে তাকে করিডোরের ওখানে জায়গা দেয়া হয়েছিলো, বড় একটা ঘর, সেখানে অন্য কলিগদের সাথে তাকে অফিস শেয়ার করতে হোতো। কিন্তু ওখানে কখনও অফিস করে নি সে। ফলে আরমানস্কি তাকে এখানে শিফট করে দিয়েছে।

সালান্ডার হ্যান্ডকাফটা বের করে সেটা ভালো করে দেখে নিলো। ভাবনায় ডুবে গিয়ে সে কামড়ে ধরলো নীচের ঠোঁট।

এগারোটা বেজে গেছে। আর এই অফিসে সে এখন একা। হঠাৎ করেই তার খুব বোরিং লাগলো।

কিছুক্ষণ পর উঠে আরমানস্কির অফিসের দরজার সামনে গিয়ে খোলার চেষ্টা করলো কিন্তু সেটা লক করা। আশেপাশে তাকালো সে। ডিসেম্বরের ২৬ তারিখের রাত এগারোটার পর অফিসে কারো আসার কথা নয়। সেই সম্ভাবনা

একেবারেই কম। কোম্পানির কার্ড-কি'র পাইরেট করা একটা কপি তার কাছে আছে। সেটা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেললো সে। কয়েক বছর আগেই এটা সে বানিয়ে নিয়েছে।

আরমানস্কির অফিসটা বেশ বড়সড় : ডেস্কের সামনে অনেকগুলো বসার চেয়ার। ঘরের এক কোণে আটজন লোকের বসার মতো একটা কনফারেন্স টেবিল আছে। একেবারে পরিস্কার আর ঝকঝকে। অনেক দিন ধরে সে তার অফিসে ঢুঁ মারে নি। ডেস্কের নীচে একটা জিনিস খুঁজলো। জানে এখানে চোরধরার একটা রিং বসানো আছে। কোম্পানিতে তারই এক কলিগ এটা ইনস্টল করেছে। ক্লায়েন্টের সাথে কথাবার্তা রেকর্ড করে রাখরও ব্যবস্থা আছে এখানে।

অবশেষে কাগজগুলো ঠিক জায়গামতো রেখে দরজা লক ক'রে বাড়ি ফিরে এলো। আজকের দিনটা নিয়ে সে খুবই সন্তুষ্ট।

"আমি জানি না আমরা সত্যটা খুঁজে বের করতে পারবো কিনা, তবে আমি শেষ চেষ্টা না করে কবরে যেতে চাই না," বৃদ্ধ বললো। "আমি চাই তুমি এসব এভিডেন্স আরেকবার চেক করে দেখো।"

"এটা তো পাগলামি," বললো ব্লমকোভিস্ট।

"কেন এটা পাগলামি বলে মনে হচ্ছে?"

"আমি যথেষ্ট শুনেছি। হেনরিক, আপনার দুঃখটা আমি বুঝি, তবে আপনার সাথে আমি কোনো অসততা করবো না। আপনি আমাকে দিয়ে যা করাতে চাইছেন সেটা সময় আর টাকা-পয়সার অপচয় ছাড়া আর কিছু না। আপনি আমাকে এমন একটি রহস্য উদঘাটন করতে বলছেন যেটা কিনা এতোগুলো বছর ধরে পুলিশ আর অভিজ্ঞ ইনভেস্টিগেটররা করতে ব্যর্থ হয়েছে। চল্লিশ বছর আগের একটি ক্রাইমের সমাধান করতে বলছেন আমাকে। এটা আমি কি করে করবো?"

"আমরা এখনও তোমার ফি নিয়ে কোনো আলোচনা করি নি," বললো ভ্যাঙ্গার।

"সেটা করার কোনো দরকারও নেই।"

"আমি তোমাকে জোর করতে পারবো না তবে আমি কি বলি সেটা আগে শোনো। ফ্রোডি ইতিমধ্যেই একটা চুক্তির খসড়া করে ফেলেছে। ডিটেইলগুলো নিয়ে আমরা আলাপআলোচনা করতে পারি। তবে চুক্তিটা খুবই সহজ সরল। শুধু তোমার স্বাক্ষরের দরকার।"

"হেনরিক, এটা একেবারেই অনর্থক। হ্যারিয়েটের নিখোঁজ হওয়ার সমাধান

করতে পারবো ব'লে আমি বিশ্বাস করি না।"

"চুক্তিমতো সেটা তোমাকে করতেও হবে না। কেবল নিজের সেরা চেষ্টাটা করবে। তুমি যদি ব্যর্থ হও তবে সেটা ঈশ্বরেরই ইচ্ছে, অথবা–যদি তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস না করো–ওটাকেই নিয়তি বলে মেনে নেবো।"

ব্লমকোভিস্ট দীর্ঘশ্বাস ফেললো। ক্রমাগত তার মধ্যে একটা অস্বস্তি ভাব বেড়েই চলেছে, হেডেবি ভ্রমণটা শেষ করতে চাচ্ছে সে কিন্তু পারছে না।

"ঠিক আছে, তাহলে শুনি প্রস্তাবটা কি।"

"আমি চাই তুমি এখানে এই হেডেবিতে একবছর থেকে কাজটা করো। হ্যারিয়েটের নিখোঁজ হবার উপরে এক পাতার একটি রিপোর্ট দেবে আমাকে। আমি চাই সম্পূর্ণ নতুন চোখে সব কিছু নিরীক্ষা করবে তুমি। পুরনো সব মতামতকে প্রশ্ন করে নতুন একটা সমাধানে পৌছানোর চেষ্টা করবে। পুলিশ, ইনভেস্টিগেটর আর আমার চোখে এড়িয়ে গেছে এরকম কিছু খুঁজে বের করবে সেটাও চাই।"

"আপনি আমাকে দিয়ে আমার জীবনযাপন, ক্যারিয়ার সব একপাশে সরিয়ে রেখে পুরো একটা বছর এমন একটা কাজে নিয়োজিত করতে চান যা কিনা এক কথায় সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছু না।"

হাসলো ভ্যাঙ্গার। "তোমার ক্যারিয়ারের কথা বলতে গেলে তুমি নিশ্চয় মানবে ওটা কিছুদিনের জন্য স্থগিতই থাকবে।"

এ কথার কোনো জবাব দিলো না ব্লমকোভিস্ট।

"আমি তোমার জীবনের একটা বছর কিনতে চাই। তোমাকে একটা কাজ দিতে চাই। তুমি তোমার জীবনে যতোগুলো চাকরি করেছো তারচেয়ে এখানে অনেক বেশি বেতন পাবে। আমি তোমাকে মাসে দু'লক্ষ ক্রোনার দেবো–তুমি যদি কাজটা করতে রাজি থাকো তাহলে এক বছরে পাচ্ছো ২.৪ মিলিয়ন ক্রোনার।"

ব্লমকোভিস্ট একেবারে হতবাক।

"আমি কোনো বিভ্রান্তির মধ্যে নেই। তোমার সফল হবার সম্ভাবনা খুবই কম। তবে সব বাধা ডিঙিয়ে তুমি যদি শেষ পর্যন্ত রহস্যটার সমাধান করে ফেলতেই পারো তাহলে তার জন্যে আমি তোমাকে বোনাস হিসেবে দ্বিগুন টাকা দেবো। মানে ৪.৮ মিলিয়ন ক্রোনার। ঠিক আছে, আরেকটু উদারতা দেখাই। একেবারে রাউন্ড ফিগার করে দেই। পাঁচ মিলিয়ন।"

চেয়ারে হেলান দিয়ে ভ্যাঙ্গার মাথাটা সামান্য উঁচু করলো।

"তুমি চাইলে আমি টাকাগুলো কোনো ব্যাঙ্ক একাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধ করবো। পৃথিবীর যেকোনো ব্যাঙ্ক হতে পারে সেটা। তুমি যদি চাও টাকাগুলো একটা সুকেসে করে নেবে, ইনকাম ট্যাক্স অফিসে সেটা রিপোর্ট করবে কি না

করবে সেটা তোমার ব্যাপার, তাহলে সেটাও সম্ভব।"

"এটা তো...ভালো কথা হলো না," ব্লমকোভিস্ট চট করে বললো।

"কেন?" শান্ত কণ্ঠে বললো ভ্যাঙ্গার। "আমার বয়স বিরাশি, এখনও আমার অনেক কিছু আছে। আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ খুব ভালো। আমার যেভাবে খুশি সেভাবেই টাকাগুলো খরচ করতে পারি। আমার নিজের কোনো সন্তান নেই, আর যে আত্মীয়স্বজনকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করি তাদের জন্য এসব সম্পত্তি রেখে যাওয়ার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। আমি আমার শেষ ইচ্ছে আর টেস্টামেন্ট তৈরি করে ফেলেছি। আমি আমার বিশাল পরিমাণের সম্পত্তি ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ডে দান করে যাবো। আমার খুব ঘনিষ্ঠ কিছু লোক বেশ বড় অঙ্কের টাকা পাবে–এরমধ্যে অ্যানাও আছে।"

মাথা ঝাঁকালো ব্লমকোভিস্ট।

"আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা করো," বললো ভ্যাঙ্গার। "আমি এমন একজন মানুষ যে কিনা খুব জলদিই মারা যাবে। এ দুনিয়াতে একটামাত্র জিনিসই আমি চাই–যে প্রশ্নের জবাব আমি অর্ধেকটা জীবন ধরে খুঁজে চলেছি। যে প্রশ্নটি আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে প্রতিনিয়ত। আমি প্রত্যাশা করি না এর জবাব খুঁজে পাওয়া যাবে, তবে শেষবারের মতো চেষ্টা করে দেখার মতো আমার কাছে যথেষ্ট টাকাপয়সা আছে। এটা কি অযৌক্তিক? হ্যারিয়েটের প্রতি আমার একটা দায় আছে। আমার নিজের কাছেও দায় আছে।"

"আপনি আমাকে খামোখা কয়েক মিলিয়ন ক্রোনার দেবেন। আমার কেবল দরকার চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নাকে তেল দিয়ে এক বছর ঘুরে বেড়ানো।"

"তুমি সেটা করবে না। বরং তুমি এ জীবনে যতো পরিশ্রম করেছো তারচেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রম করবে এ কাজে।"

"আপনি এতোটা নিশ্চিত হচ্ছেন কি করে?"

"কারণ আমি তোমাকে এমন একটি প্রস্তাব দিচ্ছি যেটা তুমি টাকা দিয়ে কিনতে পারবে না, তবে সেটা তুমি যেকোনো কিছুর চেয়ে বেশিই চাও।"

"সেটা কি?"

ভ্যাঙ্গারের চোখ দুটো কুচকে গেলো।

"আমি তোমার কাছে হান্স-এরিক ওয়েনারস্ট্রমকে তুলে দেবো। আমি প্রমাণ করতে পারবো সে একজন জোচ্চোর। পয়ত্রিশ বছর আগে সে আমার সাথেই তার ক্যারিয়ার শুরু করেছিলো। তার মুণ্ডুটা আমি তোমার কাছে একটা প্লেটে করে উপহার দিতে পারবো। রহস্যটা সমাধা করো, তাহলে আদালতে যে পরাজয় বরণ করেছো সেটা পাল্টে দিতে পারবে।"

অধ্যায় ৭

শুক্রবার, জানুয়ারি ৩

এরিকা তার কফির কাপটা টেবিলের উপর রেখে জানালার কাছে গিয়ে গামলা স্টানের দৃশ্য দেখতে লাগলো। সকাল ৯টা বাজে। নতুন বছরের বৃষ্টিতে জমে থাকা সব তুষার ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেছে।

"আমি সব সময় এখান থেকে দৃশ্য দেখতে পছন্দ করি," বললো সে। "এ রকম একটি অ্যাপার্টমেন্ট থাকলে সল্টসইয়োবাডেন ছাড়ার কথাও ভাবতে পারি।"

"তোমার কাছে তো চাবি আছেই। চাইলে তুমি তোমার আপার-ক্লাস এলাকা ছেড়ে যখন খুশি এখানে এসে থাকতে পারো," বললো ব্লমকোভিস্ট। সুটকেসটা বন্ধ করে দরজার সামনে রাখলো সে।

বার্গার তার দিকে অবিশ্বাসে তাকিয়ে রইলো। "তুমি সিরিয়াস হতে পারো না, মিকাইল," বললো সে। "আমরা একটা বাজে সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, আর তুমি কিনা তিওত্তাহেইতি'তে গিয়ে থাকতে চাইছো।"

"হেডেস্টাড। এখান থেকে ট্রেনে করে গেলে কয়েক ঘণ্টার পথ। আর আমি তো সারাজীবনের জন্য যাচ্ছি না।"

"আরে ওটা উলান বাটোরও হতে পারে। তুমি কি বুঝতে পারছো না পুরো ব্যাপারটা এমন দেখাবে যে, তোমার দু'পায়ের ফাঁকে তোমার লেজটা গুটিয়ে হচ্ছে?"

"আমি ঠিক সেটাই করতে যাচ্ছি। তাছাড়া আমাকে গাউলেও কিছু সময় কাটাতে হবে।"

ক্রিস্টার মাম সোফায় বসে আছে, অস্বস্তিতে ভুগছে সে। *মিলেনিয়াম* প্রতিষ্ঠা করার পর সে এই প্রথম ব্লমকোভিস্ট আর বার্গারকে কোনো বিষয় নিয়ে প্রচণ্ড দ্বিমত পোষণ করতে দেখছে। এতোগুলো বছর ধরে তারা একেবারে অবিচ্ছিন্ন ছিলো। কখনও কখনও তারা ঝগড়া যে করে নি তা নয়, তবে সেসবই হয়েছে ব্যবসা আর কাজের বিষয় নিয়ে। তবে সব সময়ই তারা একে অন্যেকে জড়িয়ে ধরে ঝগড়ার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে নিজের কাজে ফিরে গেছে, কিংবা সোজা বিছানায়। গত শরৎটা ভালো কাটে নি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তাদের দু'জনের মধ্যে বিরাট একটা ফাঁক সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। মাম ভাবতে লাগলো সে *মিলেনিয়াম*-এর শেষ অধ্যায়ের সূচনা দেখছে কিনা।

"আমার আর কোনো উপায় নেই," বললো ব্লমকোভিস্ট। "আমাদেরও এছাড়া কোনো উপায় নেই।"

কাপে কফি ঢেলে রান্নাঘরের টেবিলে বসে পড়লো সে। বার্গার মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বসলো ঠিক তার বিপরীতে।

"তুমি কি ভাবছো, ক্রিস্টার?" বললো সে।

এই প্রশ্নটা যে করা হবে সেটা সে জানতো। নিজের স্ট্যান্ডের কথা জানাতেও সে উদগ্রীব হয়েছিলো। সে হলো তৃতীয় পার্টনার তবে সবাই জানে *মিলেনিয়াম* মানে ব্লমকোভিস্ট আর এরিকা বার্গার। তারা নিজেরা যখন একমত হতে পারে না তখনই কেবল তার কাছ থেকে মতামত জানতে চাওয়া হয়।

"সত্যি বলতে কি, তোমরা দু'জন একে অন্যেকে এতো ভালোমতো চেনো যে আমি কি মনে করলাম তাতে কিছু যায় আসে না," মাম বললো।

চুপ মেরে গেলো সে। ছবি বানাতে ভীষণ পছন্দ করে। গ্রাফিকস নিয়ে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। নিজেকে সে কখনও আর্টিস্ট হিসেবে বিবেচনা করে না। তবে জানে সে একজন ভালো ডিজাইনার। কোনো রকম নীতি নির্ধারণী ব্যাপারে সে একেবারেই অসহায়।

বার্গার আর ব্লমকোভিস্ট একে অন্যের দিকে তাকালো। এরিকা বাইরে দিয়ে শীতল থাকলেও ভেতরে ভেতরে তেতে আছে। ব্লমকোভিস্ট দ্রঢ়প্রত্যয়ী।

এটা নিছক কোনো তর্ক বিতর্ক না, ভাবলো মাম। এটা আসলে ডিভোর্স।

"ঠিক আছে, আমাকে আমার অবস্থা আরেকবার উপস্থাপন করতে দাও," বললো ব্লমকোভিস্ট। "এর মানে এই নয় যে *মিলেনিয়াম*-এর সাথে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমরা এতো দিন এক সঙ্গে কাজ করেছি যে এটা ভাবাও সম্ভব নয়।"

"কিন্তু এখন তুমি অফিসেও থাকছো না–ক্রিস্টার এবং আমাকে সব সামলাতে হবে। এটা কি বুঝতে পারছো না? তুমি স্বেচ্ছায় দেশান্তরী হবার মতো কাজ করছো।"

"এটা হলো দ্বিতীয় ঘটনা। আমার একটা ছুটির দরকার, এরিকা। আমি আর ঠিকমতো কাজ করতে পারছি না। আমি নিঃশেষ হয়ে গেছি। হেডেস্টাডে বেতনসহ ছুটি কাটানোটা আমার জন্য খুব দরকার।"

"পুরো জিনিসটাই বোকামি, মিকাইল। এরচেয়ে তোমার উচিত সাকার্সে যোগ দেয়া।"

"আমি জানি। তবে আমি বসে বসে এক বছরে ২.৪ মিলিয়ন ক্রোনার পাচ্ছি। আমি মোটেও সময় নষ্ট করবো না। এটা হলো তৃতীয় বিষয়। ওয়েনারস্ট্রমের সাথে লড়াইটা মাত্র শেষ হয়েছে। সে আমাকে নকআউট করেছে। দ্বিতীয় রাউন্ড এবার শুরু হয়ে গেছে–সে এখন *মিলেনিয়াম*'কে চিরতরে ডোবানোর চেষ্টা করবে কারণ এখানে একজন আছে যে তার সব জোচ্চোরি জেনে গেছে। ম্যাগাজিন আর ঐ লোকটা যতো দিন থাকবে ততোদিন তার জন্যে এটা একটা সমস্যা।"

"আমি জানি সে কি করছে। বিগত ছয় মাসে পত্রিকার বিজ্ঞাপনের হার যেভাবে কমে গেছে সেটা তো আমি ভালো করেই জানি।"

"এজন্যেই আমি অফিস থেকে বের হয়ে যেতে চাচ্ছি। আমি হলাম তার মতো পাগলা ষাড়ের সামনে দুলতে থাকা লাল কাপড়। আমি যতোটুকু জানি সে একজন প্যারানয়েড। আমি যতোদিন এখানে থাকবো ততোদিন সে ক্ষতি করার জন্য হন্যে হয়ে লেগে থাকবে। এখন আমাদেরকে তৃতীয় রাউন্ডের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। ওয়েনারস্ট্রমের সাথে যদি আমাদের জয় লাভ করার কোনো আশা থাকে তাহলে এখন একটু পিছিয়ে যেতেই হবে। সম্পূর্ণ নতুন একটি স্ট্র্যাটেজি প্রণয়ন করতে হবে। তাকে ধরাশায়ী করার জন্য একটা উপায় বের করতে হবে। এই বছর সেটাই হবে আমার কাজ।"

"আমি সবই বুঝলাম, বললো বার্গার। "তাহলে ছুটি নিয়ে কিছুটা সময় আসে বিদেশের কোনো সৈকতে গিয়ে কয়েক মাস কাটিয়ে আসো। কোস্টা ব্রাভা'র লাভ লাইফ উপভোগ করো। স্যান্ডহ্যামে গিয়ে সাগরের ঢেউ দেখো।"

"আমি যখন ফিরে আসবো কোনো কিছুই বদলাবে না। ওয়েনারস্ট্রম *মিলেনিয়াম*'কে ছাড়বে না যতোক্ষণ পর্যন্ত সে আমাকে পরাজিত হতে না দেখবে। তাকে থামানোর একটাই পথ খোলা আছে, তাকে ধরাশায়ী করার মতো কিছু খুঁজে বের করতে হবে।"

"তুমি মনে করছো সেটা তুমি হেডেস্টাডে গিয়ে পেয়ে যাবে?"

"আমি চেক করে দেখেছি। ওয়েনারস্ট্রম সত্যি সত্যি ১৯৬৯ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত ভ্যাঙ্গারের সাথে কাজ করেছে। সে ম্যানেজমেন্টে ছিলো, স্ট্র্যাটেজিক প্লেসমেন্টের দায়িত্ব ছিলো তার উপর। খুব দ্রুতই সে ওটা ছেড়ে দেয়। হেনরিক ভ্যাঙ্গারের কাছে তার ব্যাপারে কিছু একটা আছে সেটা আমরা বাতিল করে দেই কিভাবে?"

"তবে ত্রিশ বছর আগে সে কি করেছে সেটা আজকের দিনে প্রমাণ করাটা খুবই কঠিন হবে।"

"ভ্যাঙ্গার যা জানে সেটাই তোমাকে বলবে বলে কথা দিয়েছে। সে আসলে ঐ মেয়েটার ঘটনা নিয়ে বাতিকগ্রস্ত হয়ে আছে–মনে হয় ঐ একটা ব্যাপারেই সে আগ্রহী। এর মানে যদি হয় সে ওয়েনারস্ট্রমের বারোটা বাজাবে তাহলে আমি মনে করি সে তাই করবে। আমরা সুযোগটা অবহেলায় ফিরিয়ে দিতে পারি না। সে-ই একমাত্র ব্যক্তি যে নিজ থেকে ওয়েনারস্ট্রমের বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ হাজির করার কথা বলেছে।"

"তুমি যদি এমন প্রমাণ নিয়ে হাজির হও যে ঐ মেয়েটাকে ওয়েনারস্ট্রম নিজ হাতে গলা টিপে মেরেছে তারপরেও সেটা আমরা তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবো না। এতোগুলো বছর পর এটা করা সম্ভব হবে না। সে আমাদেরকে আদালতে তুলাধুনা করে ছাড়বে।"

"এই ভাবনাটা আমার মনেও উঁকি দিয়েছিলো, তবে এটা ভালো কিছু না : সে তখন স্টকহোম স্কুল অব ইকোনোমিকসে পড়তো। মেয়েটা যখন নিখোঁজ হয় তখন তার সাথে ভ্যাঙ্গার কোম্পানির কোনো সম্পর্ক ছিলো না।" ব্লমকোভিস্ট থামলো। "এরিকা, আমি *মিলেনিয়াম* ছেড়ে যাচ্ছি না, তবে সবার কাছে যেনো সেরকমই মনে হয়। এটা খুবই জরুরি। তুমি আর ক্রিস্টার মিলে পত্রিকাটা চালাবে। যদি সেটা করতে পারো...ওয়েনারস্ট্রমের সাথে যদি...একটা সিজফায়ারের ব্যবস্থা করতে পারো তাহলে সেটাই কোরো। আমি যদি সম্পাদকীয় বোর্ডে থাকি তাহলে সেটা করা সম্ভব হবে না।"

"ঠিক আছে, কিন্তু এটা খুবই বাজে পরিস্থিতি, আমার মনে হচ্ছে তুমি খড়কুটো আঁকড়ে ধরার জন্য হেডেস্টাডে যাচ্ছো।"

"তোমার কাছে কি এরচেয়ে ভালো কোনো আইডিয়া আছে?"

বার্গার কাঁধ তুললো। "আমাদেরকে এখন সোর্সের পেছনে ছোটা উচিত। শুরু থেকে গল্পটা পুণঃনির্মাণ করতে হবে। আর সেটা এক্ষুণি করা দরকার।"

"রিকি-ঐ গল্পটা এখন মরে গেছে।"

তার কথাটা পাত্তা না দিয়ে বার্গার তার হাতের উপর মাথাটা রাখলো। কিন্তু কথা বলতে শুরু করলো ব্লমকোভিস্টের দিকে না তাকিয়ে।

"আমি তোমার উপর খুবই রেগে আছি। এজন্যে নয় যে তুমি যে রিপোর্টটা করেছিলে সেটা ভিত্তিহীন ছিলো। ওটার ব্যাপারে তোমার মতো আমিও দায়ি। আবার এজন্যেও নয় যে তুমি এখানকার রিপোর্টিং আর প্রকাশকের দায়িত্ব ছেড়ে দিচ্ছো-এই পরিস্থিতিতে এটা খুবই স্মার্ট সিদ্ধান্ত। তোমার সাথে আমার ক্ষমতার লড়াই হচ্ছে, আমাদের মধ্যে টানাপোড়েন চলছে এরকম ভান করতে আমি পারবো। ওয়েনারস্ট্রমের চোখে আমি নিরীহ একজন হিসেবে প্রতিপন্ন হওয়া আর তোমাকে একমাত্র হুমকি হিসেবে তার সামনে তুলে ধরার যুক্তিটাও আমি বুঝি।" একটু থেমে এবার তার চোখের দিকে তাকালো বার্গার। "তবে আমার মনে হচ্ছে তুমি একটা ভুল করছো। এতে করে ওয়েনারস্ট্রম মোটেও ক্ষান্ত দেবে না। সে *মিলেনিয়াম*'কে ধ্বংস করতে ঠিকই লেগে থাকবে। পার্থক্যটা হলো সেটা আজ থেকে শুরু হচ্ছে। আমাকে তার বিরুদ্ধে একাই লড়তে হবে। আর আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় এখন তোমাকে পত্রিকার সম্পাদকীয়তে অনেক বেশি দরকার। ঠিক আছে, আমি ওয়েনারস্ট্রমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে পছন্দই করবো, তবে আমার আক্ষেপ থাকবে তুমি আচমকা জাহাজ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েছো। একটা বাজে পরিস্থিতে তুমি আমাকে একা ফেলে রেখে চলে যাচ্ছো।"

তার কাছে গিয়ে ব্লমকোভিস্ট তার চুলে হাত বোলালো।

"তুমি মোটেও একা নও। তোমার পেছনে ক্রিস্টার আর সব এপ্লয়িরা আছে।"

"জেইন ডালম্যানকে নয়। ভালো কথা, আমার মনে হয় তাকে নিয়োগ দেয়াটা তোমার একটা ভুল ছিলো। লোকটা যোগ্য হলেও ভালোর চেয়ে খারাপই বেশি করে। তাকে আমি বিশ্বাস করি না। পুরো শরৎকাল জুড়ে সে তোমার সমস্যাটা নিয়ে উল্টাপাল্টা কথা বলেছে এখানে সেখানে। আমি জানি না সে কি তোমার জায়গা নেবার কথা ভাবছে কিনা।"

"বলতে বাধ্য হচ্ছি তোমার কথাই ঠিক," বললো ব্লমকোভিস্ট।

"তাহলে আমি কি করবো? তাকে বরখাস্ত করবো?"

"এরিকা, তুমি এডিটর ইন চিফ এবং সেই সাথে *মিলেনিয়াম*-এর বেশিরভাগ অংশের মালিক। দরকার হলে তাকে বরখাস্ত করতেই পারো।"

"আমরা কখনও কাউকে বরখাস্ত করি নি, মিক। এই কাজটা করার ভার তুমি আমার উপরে দিয়ে দিলে। সকালবেলা অফিসে যাওয়াটা আর মজার কোনো ব্যাপার হবে না।"

ঠিক এই সময় মাম উঠে দাঁড়ালে তারা দু'জনেই অবাক হয়ে গেলো।

"ট্রেনটা যদি ধরতে চাও তাহলে এক্ষুণি রওনা দিতে হবে আমাদের।" বার্গার বিরোধীতা করতে নিলে হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো সে। "দাঁড়াও, এরিকা। তুমি জানতে চেয়েছিলে আমি কি ভাবছি। আমার মনে হয় পরিস্থিতিটা খুবই বাজে। তবে মিকাইল যা বললো ব্যাপারটা যদি আদতে সেরকমই হয় তাহলে তাকে সেই মতো কাজ করতে দিলেই আমাদের সবার ভালো হবে। আমাদের কাছ থেকে সে এটা পাবার দাবি রাখে।"

তারা দু'জনেই মামের দিকে বিস্ময়ে চেয়ে থাকলে সে ব্লমকোভিস্টের দিকে তাকিয়ে বিব্রত হয়ে গেলো।

"তোমরা দু'জনেই জানো *মিলেনিয়াম* বলতে তোমাদের দু'জনকেই বোঝায়। আমি একজন পার্টনার, তোমরা সব সময় আমার সাথে ভালো আচরণ করেছো, পত্রিকাটা আমি ভালোবাসি তবে তোমরা আমার জায়গায় অন্য কোনো আর্ট ডিরেক্টর খুঁজে নিতে পারতে। যেহেতু আমার মতামত জানতে চেয়েছিলে তাই বলছি : ডালম্যানের ব্যাপারে আমি তোমার সাথে একমত। তুমি যদি তাকে বরখাস্ত করতে চাও, এরিকা, তাহলে তোমার হয়ে আমিই সেই কাজটা করবো। মিকাইল চলে যাচ্ছে সেটা অবশ্য দুর্ভাগ্যজনক তবে আমার মনে হয় না এছাড়া আমাদের অন্য কোনো উপায় আছে। মিকাইল, তোমাকে আমি স্টেশন পর্যন্ত ড্রাইভ করে দিয়ে আসবো। তুমি ফিরে আসার আগ পর্যন্ত আমি আর এরিকা এই দূর্গটা রক্ষা করে যাবো।"

"আমার ভয় হলো মিকাইল আর ফিরে আসবে না," শান্ত কণ্ঠে বললো বার্গার।

আরমানস্কি দুপুর ১:৩০-এ ফোন করলে সালান্ডারের ঘুম ভেঙে গেলো।

"কি হয়েছে?" ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বললো সে।

"আমি আমাদের ক্লায়েন্ট মিঃ ফ্রোডির সাথে এইমাত্র কথা বলেছি।"

"তো?"

"সে আমাকে ফোন করে বললো ওয়েনারস্ট্রমের ব্যাপারে ইনভেস্টিগেশনটা বাদ দিতে।"

"বাদ দিতে? আমি তো কাজ শুরু করে দিয়েছি।"

"ফ্রোডি আর এ ব্যাপারে আগ্রহী নয়।"

"তাই নাকি?"

"সে-ই তো সিদ্ধান্ত নেবার মালিক।"

"আমরা তো ফি নিয়ে একমত হয়েছিলাম।"

"তুমি এ কাজে কতোটুকু সময় ব্যয় করেছো?"

সালান্ডার একটু ভেবে নিলো। "পুরো তিনদিন।"

"আমরা চল্লিশ হাজার ক্রোনারে রাজি হয়েছিলাম। আমি তাহলে দশ হাজার ক্রোনার ইনভয়েস করার জন্য লিখে পাঠাই। তুমি এর অর্ধেক পাবে। এটা তোমার তিন দিনের কাজের জন্য যথেষ্টই। সে এই পরিমাণ টাকা দেবে কারণ পুরো ব্যাপারটা সে-ই শুরু করেছে।"

"আমি যেসব ম্যাটেরিয়াল জোগার করেছি সেগুলোর কি হবে?"

"খুব উল্লেখযোগ্য কিছু কি আছে?"

"না।"

"ফ্রোডি কোনো রিপোর্ট চায় নি। সে যদি আবার কখনও কাজটা করতে বলে সেজন্যে শেলফে রেখে দাও। তা না হলে তুমি নষ্ট করে দিতে পারো। আগামী সপ্তাহে তোমার জন্য নতুন একটা কাজ দিচ্ছি।"

আরমানস্কি ফোনটা রেখে দেবার পরও সালান্ডার অনেকক্ষণ সেটা হাতে নিয়ে বসে থাকলো। লিভিংরুমে নিজের কাজের ডেস্কে ফিরে গেলো সে, দেয়ালে যেসব নোট আর কাগজ পিন দিয়ে লাগিয়ে রেখেছে আর ড্রয়ারে যেসব পেপার আছে সেগুলো দেখে নিলো। তার জোগার করা জিনিসপত্রের মধ্যে বেশিরভাগই হলো ইন্টারনেট থেকে প্রেসকাটিং আর আর্টিকেলের ডাউনলোড করা প্রিন্ট। সবগুলো কাগজ এক করে ড্রয়ারে রেখে দিলো সে।

খুব অবাক হলো সালান্ডার। আদালতে ব্লমকোভিস্টের অদ্ভুত আচরণ একটা কৌতুহলোদ্দীপক চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলো। কোনো অ্যাসাইনমেন্ট শুরু করার পর সেটা বাদ দিতে ভীষণ অপছন্দ করে সালান্ডার। *সব মানুষেরই গোপন ব্যাপার স্যাপার থাকে। শুধু সেগুলো কি সেটা খুঁজে বের করাটাই হলো আসল কথা।*

অধ্যায় ৮

শুক্রবার, জানুয়ারি ৩–রবিবার, জানুয়ারি ৫

ব্লমকোভিস্ট যখন দ্বিতীয়বারের মতো হেডেস্টাডের ট্রেনে চেপে বসলো তখন আকাশের রঙ নীল আর বাতাস বরফের মতো ঠাণ্ডা। স্টেশনের দেয়ালে থার্মোমিটার বলছে শূন্য ডিগ্ৰি ফারেনহাইট। তার পায়ে ওয়াকিং সু যা কিনা এই পরিবেশের সাথে বেমানান। আগের মতো আজকের এই ভ্রমণে তার জন্যে কোনো গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবে না মিঃ ফ্রোডি। কবে সে আসছে সেটা ব্লমকোভিস্ট তাদেরকে জানালেও কোন্ ট্রেনে করে আসছে সেটা বলে নি। ট্রেন থেকে নেমে একটা বাসে চেপে হেডেস্টাডে চলে যাবে বলে ঠিক করেছিলো। তবে সঙ্গে থাকা দুটো সুটকেসের জন্য সোজা ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে পা বাড়ালো সে।

ক্রিসমাস থেকে নতুন বছরের শুরু পর্যন্ত ভারি তুষারপাত হয়েছে পুরো এলাকায়। রাস্তায় জমে থাকা বরফ পরিস্কার কাজে নেমে পড়েছে পরিচ্ছন্নকর্মীরা। গাড়ির জানালায় ড্রাইভারের যে আইডি লাগানো আছে তাতে দেখা যাচ্ছে ট্যাক্সি ড্রাইভারের নাম হুসেন। আবহাওয়া কি খুব বাজে ছিলো কথাটা ব্লমকোভিস্ট তাকে জিজ্ঞেস করতেই মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। লোকটা আরো জানালো গত এক দশকে সবচাইতে ভারি তুষারপাত হয়েছে। ক্রিসমাসে গৃসে গিয়ে ছুটি না কাটানোর জন্য সে অনেক আক্ষেপও করলো তার কাছে।

হেনরিক ভ্যাঙ্গারের বাড়ির সামনে এসে ব্লমকোভিস্টকে নামিয়ে দিয়ে ট্যাক্সিটা চলে গেলে তার কাছে আচমকা নিজেকে খুব একা আর দ্বিধাগ্রস্ত বলে মনে হলো।

তার পেছনে দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেলো সে। মোটা ফারকোট, ভারি বুট আর মাথায় টুপি পরে আছে ভ্যাঙ্গার। ব্লমকোভিস্ট পরে আছে জিন্স প্যান্ট আর চামড়ার জ্যাকেট।

"তুমি যদি এখানে থাকতে চাও তাহলে বছরের এই সময়টাতে আরো বেশি শীতপোশাক পরে থাকতে হবে।" তারা করমর্দন করলো। "তুমি কি নিশ্চিত মেইন হাউজে থাকবে না? না? তাহলে তোমাকে নতুন লজে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।"

ভ্যাঙ্গার আর ডার্চ ফ্রোডির সাথে করা তার চুক্তির একটা শর্ত ছিলো সে নিজের কোয়ার্টারে থাকবে, নিজের হাউজকিপিং নিজেই করবে আর ইচ্ছেমতো যখন খুশি যাবে আসবে। ভ্যাঙ্গার তাকে রাস্তার ওপারে বৃজের দিকে আরেকটা

নতুন কাঠের তৈরি বাড়ির সামনে নিয়ে গেলো। বাড়িটাতে কোনো তালা লাগানো নেই। ভেতরে ঢুকে ব্লমকোভিস্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুটকেস দুটো নামিয়ে রাখলো।

"এটাকে আমরা গেস্টহাউজ বলি। দীর্ঘ সময় কেউ থাকতে চাইলে তাকে আমরা এখানে এনে রাখি। এখানেই তোমার বাবা-মা ১৯৬৩ সালে থাকতেন। গ্রামের সবচাইতে পুরনো বাড়ি এটা। তবে এটাকে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। আমি আমার কেয়ারটেকার নিলসনকে আজ সকালে এখানকার ফায়ারপ্লেসে আগুন ধরানোর ব্যবস্থা করতে বলেছি।"

বাড়িটাতে বিশাল রান্না ঘর আর ছোট্ট আরো দুটো ঘর আছে। সব মিলিয়ে ৫০০ বর্গফুটের মতো হবে।

"খুব বেশি ঠাণ্ডা না পড়লে তোমার কাঠের আগুন ধরানোর দরকার নেই। এই শরতে বাড়িটা অব্যবহৃত হয়ে পড়েছিলো। ইলেক্ট্রিক হিটারও আছে। ওগুলোর কাছে কাপড়চোপড় রাখবে না। নইলে আগুন ধরে যাবে।"

চারপাশটা দেখে নিলো ব্লমকোভিস্ট। তিন দিকে অনেকগুলো জানালা আছে। রান্নাঘরের জানালা দিয়ে বৃজটাও দেখা যায়। সেটা এখান থেকে একশ ফুট দূরেই হবে।

অপরিসর দুটো দরজা দিয়ে ছোট্ট দুটো ঘরে ঢোকা যায়। একটা ডান দিকে আর অন্যটা হলওয়ে এবং ছোট্ট অফিসের মাঝখানে অবস্থিত। শোবার ঘরটা বেশ ছোটো, একটা ডাবল বেড আছে সেখানে, সেইসাথে বেডসাইড টেবিল আর ওয়ারড্রব। দেয়ালে ল্যান্ডস্কেপ পেইন্টিং টাঙানো। ঘরের সব ফার্নিচার পুরনো হলেও ঝকঝকে করে রাখা হয়েছে। ফ্লোরটা নিয়মিত পরিস্কার করা হয়। শোবার ঘরের আরেকটা দরজা আছে যা দিয়ে হলওয়েতে যাওয়া যায়। একটা স্টোররুমকে বাথরুমে রূপান্তরিত করা হয়েছে। শাওয়ার করার চমৎকার ব্যবস্থা আছে।

"পানি নিয়ে হয়তো তোমার সমস্যা হতে পারে," ভ্যাঙ্গার বললো। "আজ সকালে আমরা চেক করে দেখেছি, পাইপগুলো খুব বেশি মাটির নীচ দিয়ে টানা হয় নি ফলে আরো কিছুদিন ঠাণ্ডা থাকলে হয়তো ভেতরের পানি জমে যেতে পারে। হলওয়েতে একটা বাকেট রাখা আছে, চাইলে ওখান থেকে পানি নিয়ে ব্যবহার করতে পারবে।"

"আমার একটা টেলিফোন দরকার," বললো ব্লমকোভিস্ট।

"আমি ইতিমধ্যে অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। আগামী পরশু তারা ইনস্টল করে দিয়ে যাবে। তো, কি ভাবছো তুমি? সিদ্ধান্ত বদলালে মেইন হাউজে এসেও থাকতে পারো যেকোনো সময়।"

"এখানেই ভালো থাকবো," ব্লমকোভিস্ট বললো।

"বেশ। দিনের আলো আর মাত্র এক ঘন্টার মতো বাকি আছে। তুমি কি আমার সাথে একটু বাইরে হেটে আসবে? মানে গ্রামটার সাথে পরিচিত হবার জন্যে বলছি। আমি কি তোমাকে মোটা মোজা আর ভারি বুট পরতে বলতে পারি? সামনের দরজায় ওগুলো পাবে তুমি।"

ব্লমকোভিস্ট তাই করলো।

ব্লমকোভিস্টকে নিয়ে বৃদ্ধ বের হলো ঘুরতে। প্রথমেই তাকে জানালো তার খুব কাছে থাকে গুনার নিলসন নামের এক লোক। যাকে একটু আগে ভ্যাঙ্গার কেয়ারটেকার বলেছে। তবে ব্লমকোভিস্ট বুঝতে পারলো লোকটা হেডেবি আইল্যান্ডের সব ভবনের একজন সুপারিন্টেডেন্টের মতো।

"তার বাবা ম্যাঙ্গাস নিলসন, সে ষাট দশকের দিকে আমার কেয়ারটেকার ছিলো। বৃজের ঐ দুর্ঘটনায় সেও আমাকে বেশ সাহায্য করেছিলো তখন। ম্যাঙ্গাস এখন অবসরে আছে, হেডেস্টাডেই থাকে। গুনার এখানে থাকে তার বউ হেলেনাকে নিয়ে । তাদের ছেলেমেয়েদের অন্যখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

একটু থেমে ভ্যাঙ্গার কিছুটা সময় ভেবে বললো : "মিকাইল, তোমার এখানে থাকার অফিশিয়াল ব্যাখ্যাটা হলো তুমি আমাকে আমার আত্মজীবনি লেখার কাজে সাহায্য করতে এসেছো। এতে করে সবখানে গিয়ে সব ধরণের ব্যাপারে প্রশ্ন করা, নানান জায়গায় ঢুঁ মারা তোমার জন্য সহজ হয়ে যাবে। আসল অ্যাসাইনমেন্টটা শুধুমাত্র তুমি, আমি আর ডার্চ ফ্রোডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।"

"বুঝতে পেরেছি। আগেও বলেছি, এখনও বলছি কথাটা : আমার মনে হয় না আমি এই রহস্যটার সমাধান করতে পারবো।"

"আমি শুধু তোমার সেরা প্রচেষ্টাটা চাই। তবে অন্য লোকজনের সামনে একটু সতর্ক থাকতে হবে। একটা প্রশ্নের কোনো জবাব আমি কখনও পাই নি–হ্যারিয়েট এবং গুনার খুব ভালো বন্ধু ছিলো। আমার মনে হয় তাদের মধ্যে শিশুতোষ রোমান্স চলছিলো ঐ সময়টাতে। গুনার তার ব্যাপারে খুব আগ্রহী ছিলো। তবে হ্যারিয়েটের নিখোঁজ হবার দিন সে হেডেস্টাডে ছিলো না। সে ছিলো মেইনল্যান্ডের কোথাও। তাদের মধ্যেকার সম্পর্কের কারণে তাকে খুব কড়াভাবে জেরা করা হয়। তার ব্যাপারে ভালোমতো খোঁজখবরও নেয়া হয়। ব্যাপারটা তার জন্য একেবারেই অপ্রীতিকর ছিলো। সারাদিন বন্ধুবান্ধব নিয়ে ছিলো সে, রাতের আগে এখানে ফিরে আসে নি সে। পুলিশ তার বন্ধুবান্ধবদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নিশ্চিত হয়েছে তার কথাই ঠিক।"

"মনে হচ্ছে ঐ দিন এই আইল্যান্ডে কে কি করেছে, কোথায় ছিলো সবই আপনার জানা আছে।"

"ঠিক। আমরা কি আরেকটু সামনে এগোতে পারি?"

পাহাড়ের উপরে চার রাস্তার এক মোড়ে এসে পড়লো তারা। নীচে পুরনো ফিশিং হার্বারের দিকটা দেখালো ভ্যাঙ্গার, এখন সেটা ছোটো ছোটো নৌকা রাখার জেটি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

"হেডেবি আইল্যান্ডের সব জায়গা-জমি ভ্যাঙ্গার পরিবারের সম্পত্তি–অথবা ঠিক করে বলতে গেলে আমার নিজেরই বলতে পারো। কেবলমাত্র ওস্টারগার্ডেনের ফার্ম আর সেখানকার গ্রামের কিছু বাড়িঘর বাদে। ফিশিং হার্বারের ওখানে যে কেবিনগুলো আছে সেগুলো সামার কটেজ, শীতকালে একেবারে খালি পড়ে থাকে। শুধুমাত্র দূরের ঐ বাড়িটা বাদে–চিমনি থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখছো যেটা সেটা।"

ব্লমকোভিস্ট সেটা দেখতে পেলো। ঠাণ্ডায় তার হাড়ে কাঁপন ধরে যাচ্ছে।

"ওখানে থাকে ইউজিন নরম্যান। তার বয়স সত্তুরের উপরে হবে, সে একজন পেইন্টার। আমার কাছে মনে হয় তার তেমন একটা প্রতিভা নেই তবে ল্যান্ডস্কেপ পেইন্টার হিসেবে তার পরিচিতি রয়েছে। তুমি তাকে এই গ্রামের উদ্ভট একা দায় হিসেবে বিবেচনা করতে পারো।"

ভ্যাঙ্গার আরো কিছু বাড়িঘর দেখালো। গ্রামটার যে রাস্তা আছে সেটার পশ্চিম দিকে ছয়টি আর পূর্ব দিকে রয়েছে চারটা বাড়ি। ব্লমকোভিস্টের গেস্টহাউজের খুব কাছে যেটা আছে সেটা ভ্যাঙ্গারের ভাই হেরাল্ডের বাড়ি। দোতলার একটি পাথরের বাড়ি, প্রথম দেখাতে মনে হবে পরিত্যাক্ত। তবে ভালো করে দেখলে বোঝা যাবে দরজার সামনে জমে থাকা তুষারে মানুষের পায়ের ছাপ আছে।

"হেরাল্ড নিঃসঙ্গতা ভালোবাসে। আমার সাথে তার খুব একটা দেখা হয় না, দেখা হলেও চোখে চোখ রেখে কথা বলে না সে, শুধুমাত্র ফার্মে তার শেয়ার নিয়ে একটা বচসার সময়টা বাদে। ষাট বছর ধরে আমাদের মধ্যে খুব একটা কথাবার্তা হয় নি বললেই চলে। তার বয়স এখন বিরানব্বই। সে-ই হলো আমার একমাত্র ভাই যে এখনও বেঁচে আছে। বিস্তারিত সব পরে বলবো তোমাকে। তবে সে একজন মেডিক্যাল ডক্টর, উপসালায় প্র্যাকটিস করেই জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছে। সত্তুর বছর বয়সে হেডেবিতে ফিরে আসে সে।"

"আপনারা প্রতিবেশী হলেও কেউ কারোর সাথে যোগাযোগ রাখেন না।"

"তাকে আমি পছন্দ করি না। আমি চাইতাম সে উপসালায় থাকুক। কিন্তু ঐ বাড়িটা তার নিজের। আমার কথা শুনে কি আমাকে একজন স্কাউন্ড্রেল মনে হচ্ছে?"

"আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি আপনার ভাইকে পছন্দ করেন না।"

"আমি আমার জীবনের প্রথম পঁচিশ বছর শুধু হেরাল্ডের মতো মানুষের জন্য

লোকজনের কাছে ছোটো হয়ে থেকেছি কারণ সে আমার পরিবারের সদস্য। এরপরই আমি বুঝতে পারলাম এতো কিছু করেও আমি তাদের কাছ থেকে ভালোবাসা পাবো না, আর হেরাল্ডের পক্ষে সাফাই গাওয়ার মতো সঙ্গত কোনো কারণও নেই।"

পরের বাড়িটা হ্যারিয়েটের মা ইসাবেলার।

"এ বছর তার বয়স হবে পচাত্তর। এখনও সে আগের মতোই স্টাইলিস আর অকর্মা রয়ে গেছে। এই গ্রামে সে-ই একমাত্র ব্যক্তি যে কিনা হেরাল্ডের সাথে কথা বলে এবং মাঝেমধ্যে তার ওখানে যায়। তবে তাদের মধ্যে খুব বেশি মিলও নেই।"

"তাদের সাথে হ্যারিয়েটের সম্পর্ক কেমন ছিলো?"

"ভালো প্রশ্ন। মহিলাদেরকেও সন্দেহের মধ্যে রাখতে হবে। তোমাকে তো আগেই বলেছি সে নিজের সন্তানদেরকে খুব একটা দেখাশোনা করতো না। আমি নিশ্চিত নই তবে আমার মনে হয় তার মন মানসিকতায় কোনো সমস্যা নেই। শুধুমাত্র দায়িত্বজ্ঞানহীন একজন মহিলা বলতে পারো তাকে। হ্যারিয়েটের সাথে তার খুব একটা ঘনিষ্ঠতা ছিলো না। তবে তারা একে অন্যের শত্রুও ছিলো না। ইসাবেলা টাফ হতে পারে কিন্তু কখনও কখনও সে বেখেয়ালি হয়ে যায়। তার সঙ্গে যখন দেখা করবে তখন আমার কথাটা বুঝতে পারবে।"

ইসাবেলার পাশেই থাকে হেরাল্ডের মেয়ে সিসিলিয়া।

"বিয়ে করে সে হেডেস্টাডেই থাকতে শুরু করে তবে বিশ বছর আগে স্বামীর সাথে সেপারেশন হয়ে গেছে। বাড়িটা আমার তবে তাকে ওখানে থাকতে দিয়েছি। সে একজন শিক্ষক। অনেক দিক থেকেই সে তার নিজের বাবার ঠিক বিপরীত। দরকার না পড়লে তার বাবার সাথে তার কোনো কথাবার্তা হয় না বললেই চলে।"

"তার বয়স কতো?"

"১৯৪৬ সালে জন্মেছে। হ্যারিয়েট যখন নিখোঁজ হয় তখন তার বয়স ছিলো বিশ। ঐ দিন আমাদের এখানে যেসব গেস্ট এসেছিলো তার মধ্যে সেও ছিলো। তোমাকে আরেকটা কথা বলতে পারি, আমার আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে তার ব্যাপারে আমি সবচাইতে ভালো ধারণা পোষণ করি।"

"তার মানে কি আপনি তাকে সন্দেহ করেন না?"

"আমি সেটা বলি নি। আমি চাই তুমি তোমার মতো করে পুরো ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখবে। আমি কি ভাবলাম না ভাবলাম সেটটা নিয়ে মাথা ঘামাবে না।"

সিসিলিয়ার খুব কাছে যে বাড়িটা আছে সেটাও হেনরিক ভ্যাঙ্গারের সম্পত্তি। তবে সেটা ভ্যাঙ্গার কোম্পানির সাবেক এক কর্মকর্তার কাছে লিজ দেয়া হয়েছে,

ভদ্রলোক সস্ত্রীক ওখানে থাকে। আশির দশকে তারা এখানে এসে থাকতে শুরু করে। সুতরাং হ্যারিয়েটের ঘটনার সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। পরের বাড়িটা সিসিলিয়ার ভাই বার্গার ভ্যাঙ্গারের বাড়ি। ওটা এখন পরিত্যাক্তই বললা যায় কেন না বার্গার অনেক দিন আগেই হেডেস্টাডের আধুনিক একটা বাড়িতে উঠে গেছে।

রাস্তার পাশে সারিবদ্ধ বাড়িগুলোর বেশিরভাগই বিংশর শতাব্দীর তৈরি করা পাথরের বাড়িঘর। শেষের বাড়িটা একটু অন্য ধরণের। আধুনিক স্থাপত্যরীতিতে সাদা রঙের ইট দিয়ে বাড়িটা তৈরি করা হয়েছে, জানালার ফ্রেমগুলো কালো রঙের। খুবই সুন্দর দেখতে। ব্লমকোভিস্ট দেখতে পেলো টপ ফ্লোরটা আরো বেশি মনোমুগ্ধকর। বাড়ির সম্মুখভাগ সাগরের দিকে।

"ওখানেই হ্যারিয়েটের ভাই এবং বর্তমানে ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশনের সিইও মার্টিন থাকে। ওরা এখানেই থাকতো কিন্তু সত্তুর দশকে আগুন লেগে ভবনটি ধ্বংস হয়ে গেলে মার্টিন ১৯৭৮ সালে এটি নির্মাণ করে। ঐ সময়ই সে সিইও হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়েছিলো।"

রাস্তার পূর্ব দিকের শেষ বাড়িতে থাকে গার্দা ভ্যাঙ্গার আর তার ছেলে আলেকজান্ডার। হেনরিকের ভাই গ্রেগরের বিধবা স্ত্রী সে।

"গার্দা অসুস্থ থাকে সব সময়। রিউমেটিক রোগে ভুগছে। ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশনে আলেকজান্ডারের অল্প কিছু শেয়ার আছে। তবে তার নিজেরও কিছু ব্যবসা রয়েছে, তার মধ্যে আছে রেস্তোরাঁ ব্যবসা। প্রতিবছর কয়েক মাস সে বার্বাডোজে কাটায়। ওখানে পর্যটন ব্যবসায় বেশ ভালো বিনিয়োগ করেছে।"

গার্দা আর হেনরিকের বাড়ির মাঝখানে ছোটো ছোটো দুটো বাড়ির একটি প্লট আছে, দুটোই খালি। এগুলো পরিবারের অতিথিদের জন্য ব্যবহার করা হয়। হেনরিকের বাড়ির অন্যপাশে আরেকটা বাড়ি আছে, সেখানে থাকে আরেকজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারি। তবে সেই লোক সস্ত্রীক স্পেনে গেছে বলে বাড়িটা খালি আছে।

রাস্তার মোড়ে এসে পড়লে তাদের টুরের পরিসমাপ্তি ঘটলো। সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে। ব্লমকোভিস্টই প্রথম বললো।

"হেনরিক, আমাকে যেজন্যে ভাড়া করা হয়েছে সেটা আমি করবো। আমি আপনার জীবনীটা লিখবো, হ্যারিয়েট সম্পর্কে আপনার কাছে থাকা সবগুলো জিনিসই খতিয়ে দেখবো। তবে আমি চাই আপনি এই সত্যটা জেনে রাখুন, আমি কোনো প্রাইভেট ডিটেক্টিভ নই।"

"আমি তোমার কাছ থেকে কিছুই প্রত্যাশা করছি না।"

"বেশ।"

"আমি রাতের পেঁচা," বললো ভ্যাঙ্গার। "সুতরাং লাঞ্চের পর আমি

যেকোনো সময় তোমার কাছে আসতে পারবো। আমি তোমার জন্য ওখানে একটা অফিস করার ব্যবস্থা করছি। যখন খুশি তখনই ওটা ব্যবহার করতে পারবে তুমি।"

"না, ধন্যবাদ। গেস্টহাউজেই আমার একটা অফিস আছে। ওখানেই কাজ করবো।"

"তোমার যেমন খুশি।"

"আমার যদি তোমার সাথে কথা বলার দরকার পড়ে তাহলে তোমার অফিসে চলে যাবো। তবে আজরাতে তোমাকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করা কোনো ইচ্ছে আমার নেই।"

"বুঝতে পেরেছি।" মনে হলো বৃদ্ধ অবিশ্বাস্যরকম ভড়কে গেলো। "সবগুলো কাগজ পড়তে কয়েক সপ্তাহ লেগে যাবে। আমরা দুটো ফ্রন্টে কাজ করবো। প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টার জন্য আমরা দেখা করবো যাতে করে আপনার ইন্টারভিউ নেয়া যায়, আপনার জীবনীর জন্য ম্যাটেরিয়াল জোগার করা যায়। হ্যারিয়েটের সম্পর্কে কখন প্রশ্ন করা শুরু করবো সেটা আমি আপনাকে আগেই বলে দেবো।"

"খুবই সুবিবেচকের মতো কথা বলেছো।"

"আমার কাজের জন্য একেবারে ফ্রি হ্যান্ড থাকতে হবে, কাজের জন্য কোনো সময়সূচী রাখবো না।"

"কিভাবে কাজ করবে সেটা তুমি নিজেই ঠিক করে নেবে।"

"আমার মনে হয় আপনি জানেন আমাকে কয়েকটা মাস জেলে কাটাতে হবে। সেটা ঠিক কখন আমি জানি না। তবে আমি কোনো আপিল করবো না। সেটা এই বছরের যেকোনো সময়ে হতে পারে।"

ভ্যাঙ্গার ভুরু তুললো। "খুবই দুঃখের কথা। যখন পারবে তখনই সমস্যাটা সমাধান করবে। আর যেকোনো সময় তুমি এটা বাদ দিয়ে দেবার অনুরোধও করতে পারো।"

"যদি অনুমতি পাওয়া যায় আর পর্যপ্ত ম্যাটেলিয়াল হাতে থাকে তাহলে আমি জেলে বসে আপনার জীবনী লেখার কাজটা করতে চাইবো। আরেকটা জিনিস আছে : আমি এখনও *মিলেনিয়াম*-এর অংশীদার। পত্রিকাটি বর্তমানে সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আমাকে যদি পত্রিকার প্রয়োজন পড়ে তাহলে কাজ স্থগিত করে স্টকহোমে যেতে হবে।"

"এতে কোনো সমস্যা হবে না। আমি তোমাকে কাজটা দিয়ে দিয়েছি। তুমি নিজের মতো করেই সময়-সূচী নির্ধারণ করতে পারবে। যদি কাজ থেকে কিছু দিনের বিশ্রাম নেবার দরকার পড়ে সেটাও করতে পারবে। তবে আমি যদি দেখতে পাই তুমি কাজটা করছো না তাহলে আমি ধরে নেবো চুক্তির বরখেলাপ করছো।"

বৃদ্ধের দিকে তাকালো ভ্যাঙ্গার। রোগাপাতলা একজন লোক সে। এই মুহূর্তে ব্লমকোভিস্টের কাছে মনে হলো সে কোনো বিষন্ন কাকতাড়ুয়ার দিকে চেয়ে আছে।

"*মিলেনিয়াম*-এর ব্যাপারে আমাদেরকে আলোচনা করে নিতে হবে কি ধরণের সংকটের মধ্য দিয়ে পত্রিকাটি যাচ্ছে, আর আমি কিভাবে এ কাজে সাহায্য করতে পারি।"

"আপনি ওয়েনারস্ট্রমের মাথাটা একটা প্লেটে করে এখন আমার হাতে তুলে দিলেই সবচাইতে বড় সাহায্য হবে।"

"ওহ্ না। সেটা করার কথা ভাবছি না আমি।" ব্লমকোভিস্টের দিকে শক্ত চোখে তাকালো বৃদ্ধ। "এ কাজটা তুমি একটা মাত্র কারণেই গ্রহণ করেছো আর সেটা হলো ওয়েনারস্ট্রমের জোচ্চুরি আমি ফাঁস করে দেবো। সেটা যদি আমি এখনই করি তাহলে তুমি তোমার কাজ বন্ধ করে দেবে। এই তথ্যটা আমি তোমাকে এক বছর পর দেবো।"

"হেনরিক, কথাটা বলার জন্য ক্ষমা করবেন আমাকে, কিন্তু আমি নিশ্চিত হতে পারছি না আপনি এক বছর বেঁচে থাকবেন কিনা।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভ্যাঙ্গার চিন্তিতভাবে ফিশিং হার্বারের দিকে তাকালো।

"তা অবশ্য ঠিক বলেছো। আমি ফ্রোডিকে বলবো একটা উপায় বের করার জন্য। তবে *মিলেনিয়াম*-এর ব্যাপারে আমি অন্যভাবেও সাহায্য করতে পারি। জানি তোমাদের বিজ্ঞাপন অনেক কমে গেছে।"

"বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটা এ মুহূর্তের সমস্যা কিন্তু আসল সংকটটা আরো গভীরে। এটা আস্থার ব্যাপার। পত্রিকাটি যদি কোনো পাঠক না কেনে তাহলে কি পরিমাণ বিজ্ঞাপন পেলাম না পেলাম তাতে কিছু যায় আসে না।"

"বুঝতে পারছি। এখনও আমি বিশাল একটি কর্পোরেশনের বোর্ড মেম্বার। যদিও আমি খুব একটা নাক গলাই না। তবে আমাদেরকে তো কোথাও না কোথাও বিজ্ঞাপন দিতেই হয়। এ নিয়ে এক সময় কথা বলা যাবে। এখন কি তুমি ডিনার করবে...?"

"না। আমি একটু জিনিসপত্র কেনাকাটা করবো। চারপাশটাও ঘুরে দেখতে চাই। আগামীকাল আমি হেডেস্টাডে যাবো শীতের কাপড় কেনার জন্য।"

"বেশ, ভালো কথা।"

"আমি চাই হ্যারিয়েটের ফাইলটা আমার কাছে দিয়ে দেয়া হোক।"

"বেশ..."

"সাবধানে রাখতে হবে–জানি।"

ব্লমকোভিস্ট গেস্টহাউজে ফিরে এলো। বাইরে পা বাড়াতেই দাঁতে দাঁত

ঠোকাঠোকি হতে শুরু করলো তার। বাইরের জানালার থার্মোমিটার বলছে তাপমাত্রা ৫ ডিগ্‌ ফারেনহাইট।

নিজের ঘরে এসে একটু থিতু হলো সে। এটাই হবে আগামী এক বছরের জন্য তার বাড়ি। শোবার ঘরের ওয়ারড্রবে কাপড়চোপড় রেখে দিলো ব্লমকোভিস্ট। তার দ্বিতীয় সুটকেসটা চাকাওয়ালা ট্রাঙ্ক বিশেষ। ওটা থেকে কিছু বই, সিডি, সিডি প্লেয়ার, নোটবুক, একটা টেপ রেকর্ডার, একটা মাইক্রোটেক স্ক্যানার, বহনযোগ্য প্রিন্টার, একটা মিনোল্টা ডিজিটাল ক্যামেরা আর এক বছরের নির্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় যেসব জিনিসপত্র লাগবে সেগুলো বের করলো সে।

অফিস হিসেবে ব্যবহার করবে যে ঘরটা সেখানকার বুক শেলফে বই আর সিডিগুলো রেখে দিলো। তার পাশে দুটো বাইন্ডিং করা ফাইল। হান্স-এরিক ওয়েনারস্ট্রমের উপর রিসার্চের ম্যাটেরিয়াল। এগুলো এখন কোনো কাজে লাগবে না তারপরেও সে এগুলো ফেলে দেবার পক্ষপাতি নয়। এই দুটো ফাইলকে নিজের ক্যারিয়ার অব্যাহত রাখার কাজে ব্যবহার করতে হবে।

কাঁধের ব্যাগ থেকে তার প্রিয় আই-বুকটা বের করে অফিসের ডেস্কের উপর রাখলো ব্লমকোভিস্ট। তারপরই বুঝতে পারলো নিজের ভুলটা। এই গেস্টহাউজে থাকার সুবিধাটা হাড়ে হাড়ে টের পেলো এখন। ব্রডব্র্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশানের কোনো ব্যবস্থা এখানে নেই। পুরনো ডায়াল-আপ কানেকশান যে নেবে তারও কোনো উপায় নেই। এখানে এখন পর্যন্ত টেলিফোন সংযোগ দেয়া হয় নি।

ব্লমকোভিস্ট তার মোবাইল ফোনে টেলিয়া টেলিফোন কোম্পানিতে ফোন করে জেনে নিলো ভ্যাঙ্গারের অর্ডার দেয়া সংযোগটি কতোদিনে পাওয়া যাবে। তারা জানালো কয়েক দিনের মধ্যে সেটা সম্ভব হবে।

৪টার পরই ব্লমকোভিস্ট প্রস্তুত হয়ে গেলো। মোটা মোজা, পায়ে বুট আর গায়ে একটা উলের সোয়েটার পরে নিলো সে। ফ্রন্টডোরের নামনে এসে একটু সময়ের জন্য থামলো। এই বাড়ির কোনো চাবি তাকে দেয়া হয় নি। শহুরে মানুষ হিসেবে নিজের ঘরের দরজা আনলক করে যাওয়াটা তার কাছে অসম্ভব একটি কাজ বলে মনে হলো। রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে ড্রয়ারে চাবি খুঁজতে লাগলো সে। অবশেষে চাবিটা পেয়ে গেলো ওখানে।

তাপমাত্রা ১ ডিগৃতে নেমে গেছে। বৃজ অতিক্রম করে চার্চটাও পেরিয়ে গেলো সে। তিনশ' গজ দূরেই একটা স্টোর আছে, ওখান থেকে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে বাড়িতে রেখে আবারো পা বাড়ালো বৃজের দিকে।

এবার সুসান্স বৃজ ক্যাফে'তে থামলো। কাউন্টারের পেছনে যে মহিলা আছে তার বয়স পঞ্চাশের মতো হবে। মহিলাকে জিজ্ঞেস করলো সে-ই কি সুসান নাকি, তারপর এটাও জানিয়ে দিলো এখন থেকে এখানে নিয়মিত আসবে সে। এ মুহূর্তে অবশ্য ক্যাফের একমাত্র কাস্টমার ব্লমকোভিস্ট। স্যান্ডউইচ, রুটি আর কফির অর্ডার দিলো। নিউজ র‍্যাক থেকে এক কপি *হেডেস্টাড কুরিয়ার* তুলে নিয়ে এমন একটা জায়গায় বসলো যেখান থেকে বৃজ আর চার্চটা দেখা যায়। চার্চের প্রাঙ্গন আলোকিত হয়ে আছে, দেখতে একেবারে ক্রিসমাসের কার্ড বলে মনে হচ্ছে। মাত্র চার মিনিট লাগলো পত্রিকাটা পড়ে ফেলতে। একমাত্র আগ্রহের খবর হলো বার্গার ভ্যাঙ্গার নামের স্থানীয় এক রাজনীতিবিদ হেডেস্টাডে আইটি টেক-সেন্টার স্থাপনের জন্য বিরাট অঙ্কের বিনিয়োগ করার ঘোষণা দিয়েছে। ৬টা বাজে ক্যাফেটা বন্ধ হবার আগ পর্যন্ত মিকাইল সেখানে বসে রইলো।

৭:৩০-এ বার্গারকে ফোন করলেও পেলো না। এই নাম্বারটি এখন বন্ধ আছে বলে জানানো হলো তাকে। রান্নাঘরের বেঞ্চে বসে একটা উপন্যাস পড়ার চেষ্টা করলো, বইয়ের পেছনের মলাটের ভাষ্যমতে এক টিনএজ নারীবাদীর প্রথম উপন্যাস এটি। লেখিকার প্যারিস সফরের সময় যৌনজীবনের কাহিনী হলো বইটির মূল বিষয়। ভাবতে লাগলো সে যদি হাইস্কুল পড়ুয়াদের মতো করে নিজের যৌন জীবন নিয়ে একটা বই লেখে তাহলে তাকে নারীবাদী বলা হবে কিনা। সম্ভবত না। প্রকাশকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে বইটি কিনেছিলো, তবে কিছুটা পড়ার পর তার কাছে মনে হলো এটা পড়ার যোগ্য নয়। বইটা রেখে মধ্য পঞ্চাশের *রেকর্ডম্যাগাজিনেট* পত্রিকার এক সংখ্যায় ছাপানো হোপালঙ্গ কাসিডির একটি গল্প পড়তে শুরু করলো সে।

আধ ঘণ্টা পর পর চার্চের মৃদু শব্দে বেজে ওঠা ঘণ্টাধ্বণি শুনতে পেলো ব্লমকোভিস্ট। রাস্তার ওপাশে কেয়ারটেকারের বাড়ির জানালা দিয়ে আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। তবে ব্লমকোভিস্ট বাড়ির কোনো লোকজনকে দেখতে পেলো না। হেরাল্ড ভ্যাঙ্গারের বাড়িটা অন্ধকার। ৯টার দিকে একটা গাড়ি বৃজ দিয়ে চলে এসে উধাও হয়ে গেলো অন্ধকারে। মাঝরাতে চার্চের প্রাঙ্গনের সমস্ত আলো নিভিয়ে দেয়া হলে হেডেবির চারপাশের পরিবেশ একেবারে ভৌতিক হয়ে গেলো মুহূর্তে।

আবারো বার্গারকে ফোন করার চেষ্টা করলো সে তবে এবার পেলো শুধু তার একটি ভয়েসমেইল। তাকে একটা মেসেজ রেখে যেতে বলা হলে বার্গারের জন্য একটা মেসেজ রেখে বাতি বন্ধ করে বিছানায় চলে গেলো সে। ঘুমিয়ে পড়ার আগে তার শেষ চিন্তাটা ছিলো হেডেবিতে এসে কোনো ঝুঁকি নিচ্ছে না তো।

পুরোপুরি নিস্তব্ধতার মধ্যে জেগে ওঠাটা অদ্ভুত ব্যাপারই। গভীর ঘুম থেকে মুহূর্তেই সজাগ হয়ে উঠলো ব্লমকোভিস্ট। চুপচাপ শুনে গেলো সে। ঘরটা বেশ

ঠাণ্ডা হয়ে আছে। বিছানার পাশে একটা টুলের উপর রাখা তার হাতঘড়িটার দিকে তাকালো। ৭:৮ মিনিট–এতো সকালে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যেস তার নেই। তার উপর দু'দুবার অ্যালার্ম না শুনলে তার ঘুম খুব সহজে ভাঙে না। কিন্তু আজ সে এমনিতেই উঠে গেছে। তার মনে হচ্ছে অনেক বিশ্রাম নিয়েছে সে।

শাওয়ার নেবার আগে কফি বানানোর জন্য কিছু পানি গরম করতে দিলো সে। নিজের এই পরিস্থিতির কথা মনে করে আচমকাই সে মজা পেলো। *কাল ব্লমকোভিস্ট–এক রিসার্চ ট্রিপে মফশ্বলে গেছে।*

শাওয়ার করে এসে দেখে রান্নাঘরের টেবিলে কোনো পত্রিকা নেই। মাখনগুলো ঠাণ্ডায় জমে শক্ত হয়ে আছে। রান্নাঘরের ড্রয়ারে পনির কাটার জন্য কোনো চাকুও খুঁজে পেলো না। বাইরে এখনও গাঢ় অন্ধকার। থার্মোমিটার বলছে মাইনাস ৬ ডিগ্‌। আজ শনিবার।

হেডেস্টাডের বাসস্টপটি কনসাম নামক একটি এলাকায় অবস্থিত। শহরে একটু কেনাকাটা করার মাধ্যমে নিজের নির্বাসন জীবন শুরু করলো ব্লমকোভিস্ট। রেলস্টেশনের কাছে বাস থেকে নেমে শহরের কেন্দ্রে ঘুরে বেড়ালো সে। ঘোরাঘুরি করার সময়ই ভারি চামড়ার বুট, দুই জোড়া লম্বা আন্ডারওয়্যার, কয়েকটি ফ্লানেল শার্ট, শীতের জ্যাকেট, একটা উলের টুপি আর হাতমোজা কিনে নিলো। এক ইলেক্ট্রনিক দোকান থেকে বহনযোগ্য একটি টিভিও কিনলো সে। দোকানি তাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বললো যে অন্তত সরকারী টিভি চ্যানেলটি দেখতে পাবে। তবে সেটাও যদি না দেখতে পারে তাহলে টিভিটা ফেরত দিয়ে যাবে বলে জানালো ব্লমকোভিস্ট।

একটা বইয়ের লাইব্রেরিতে গিয়ে কার্ড করিয়ে নিয়ে এলিজাবেথ জর্জের দুটো রহস্য উপন্যাস ধার করলো সে। কলম আর নোটবুকও কিনলো। সেইসঙ্গে এইমাত্র কেনা সব জিনিসপত্রের জন্য একটা ব্যাগও কিনে নিলো সেগুলো বহন করার জন্য।

দশ বছর আগে সিগারেট ছেড়ে দিলেও এক প্যাকেট সিগারেট কিনে নিলো। শেষে একটা চশমার দোকানে গিয়ে কনট্যাক্ট লেন্স আর সলিউশন কিনে নতুন আরেক জোড়া লেন্সের অর্ডার দিয়ে দিলো মিকাইল।

দুটোর মধ্যে ফিরে এলো হেডেবি'তে। নতুন কেনা জামাকাপড় থেকে প্রাইস ট্যাগগুলো যখন খুলছে তখনই দরজা খোলার শব্দ পেলো। সোনালি চুলের এক মহিলা–সম্ভবত পঞ্চাশের কোঠায় তার বয়স–রান্নাঘরের খোলা দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকে পড়লো মহিলা। একটা প্লেটে করে স্পঞ্জ কেক নিয়ে এসেছে সে।

"হ্যালো। আপনার সাথে পরিচিত হতে এসেছি। আমার নাম হেলেনা নিলসন। রাস্তার ওপারে থাকি। শুনলাম আপনি আমাদের প্রতিবেশী হতে যাচ্ছেন।"

তারা করমর্দন করার পর নিজের পরিচয় দিলো ব্লমকোভিস্ট।

"ওহ্ হ্যা, আপনাকে টিভি'তে দেখেছি। রাতের বেলায় এখানে আলো জ্বলতে দেখলে ভালোই লাগবে।"

মহিলার জন্য কফি বানাতে গেলে মৃদু বাধা দিলেও রান্নাঘরের টেবিলে বসে চোরা চোখে জানালার দিকে তাকালো সে।

"আমার স্বামীকে নিয়ে হেনরিক আসছে। মনে হচ্ছে আপনার জন্য কিছু বাক্স নিয়ে এসেছে।"

ভ্যাঙ্গার আর গুনার নিলসন একটা ডলি নিয়ে তার বাড়ির সামনে আসতেই ব্লমকোভিস্ট এগিয়ে গিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে চারটা বাক্স বহন করতে সাহায্য করলো। স্টোভের পাশে তারা বাক্সগুলো রেখে দিলে তাদের সবার জন্য কফি আর ফ্রোকেন নিলসনের আনা স্পঞ্জ কেক পরিবেশন করলো ব্লমকোভিস্ট।

নিলসনরা বেশ ভালো। ব্লমকোভিস্ট কেন এখানে এসে থাকবে সে ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করলো না তারা। যেনো এ নিয়ে তাদের কোনো আগ্রহ নেই। সে যে হেনরিক ভ্যাঙ্গারের হয়ে কাজ করছে এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। ভ্যাঙ্গার আর নিলসন অনেক গল্পসল্প করলো। শেষে ব্লমকোভিস্টের নতুন কেনা টিভির দিকে চোখ কুচকে তাকিয়ে তাকে বললো সে যেনো ভালো কোনো প্রোগ্রাম দেখতে চাইলে তাদের বাসায় এসে দেখে।

নিলসন চলে যাবার পরও ভ্যাঙ্গার কিছুক্ষণ থাকলো। সে জানালো ব্লমকোভিস্ট নিজে নিজেই যেনো সব ফাইল গোছগাছ করে নেয়, সেটাই ভালো হবে তার জন্য। আর কোনো সমস্যায় পড়লে সে যেনো অবশ্যই তার বাড়িতে চলে আসে।

সবাই চলে গেলে ব্লমকোভিস্ট বাক্সগুলো খুলে দেখে নিলো ভেতরে কি কি আছে।

ভ্যাঙ্গারের ভায়ের মেয়ের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পর ছত্রিশ বছর কেটে গেছে। ব্লমকোভিস্ট ভেবে পেলো না এতোগুলো বছর পর এ ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত করতে যাওয়াটা কি বুড়োর বাতিকগ্রস্ততা নাকি এই দীর্ঘ সময়ে ব্যাপারটা এক ধরণের বুদ্ধিবৃত্তিক খেলায় পরিণত হয়েছে। তবে এটা স্পষ্ট যে বুড়ো একজন শৌখিন আর্কিওলজিস্টের মতো এই তদন্তের ব্যাপারটি বেশ সিস্টেমেটিকভাবেই এগিয়ে নিয়ে গেছে এতোগুলো বছর ধরে। কেসের উপর তার জোগার করা ফাইলগুলো বিশ ফিট লম্বা শেলফ ভরিয়ে তুললো।

সবচাইতে বড় যে ফাইলগুলো আছে তা ছাব্বিশটি বাইন্ডিং করা ফাইল। সবটাই পুলিশের ইনভেস্টিগেশনের কপি। একজন সাধারণ ব্যক্তির নিখোঁজ

হওয়ার কেসে এতো ব্যাপক সংখ্যক কাগজপত্র থাকাটা অবিশ্বাস্যই বটে। হেডেস্টাড পুলিশ ডিপার্টমেন্টে যে ভ্যাঙ্গারের অনেক প্রভাব আছে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

আরো আছে অনেকগুলো স্ক্র্যাপবুক, ছবির অ্যালবাম, ম্যাপ, হেডেস্টাডের উপর বইপত্র, আর্টিকেল, ভ্যাঙ্গার ফার্মের খুঁটিনাটি তথ্য, হ্যারিয়েটের ডায়রি(অবশ্য খুব বেশি পাতা নেই তাতে), তার স্কুলবুক এবং মেডিক্যাল সার্টিফিকেট। তদন্তটির উপর ভ্যাঙ্গারের লগবুকগুলো বেশ বড়–এ ফোর সাইজের কাগজে প্রায় একশ পৃষ্ঠার মতো মোট ষোলোটি ভলিউম। এইসব লগবুকে ভ্যাঙ্গার নিজের হাতে বিশদ বিবরণ, অনুমাণ আর নিজস্ব বিশ্লেষণ তুলে ধরেছে কেসটার ব্যাপারে। পাতা উল্টিয়ে দেখলো ব্লমকোভিস্ট। লেখাগুলোর সাহিত্যমান আছে। তার কাছে মনে হলো আগের অনেক নোটবুক থেকে এগুলো কপি করা হয়েছে। দশটি বাইন্ডিং করা ফাইলে ভ্যাঙ্গার পরিবারের সদস্যদের তথ্য সন্নিবেশিত করা আছে। এগুলো অবশ্য টাইপ করা। সবটাই যেনো ভ্যাঙ্গারের নিজের পরিবারের উপর নিজস্ব ইনভেস্টিগেশন।

৭টার দিকে ফ্রন্টডোর থেকে জোরে জোরে মিউ মিউ শব্দ শুনতে পেলো সে। লালচে রঙের এক বেড়াল উষ্ণতার জন্য তার ঘরে ঢুকে পড়েছে।

"বুদ্ধিমান বেড়াল," বললো সে।

মিকাইল তার জন্য এক বাটিতে দুধ ঢেলে দিলে তার এই অতিথি সেটা নিমেষে সাবার করে রান্নাঘরের টেবিলের উপর গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়লো।

১০টার পরে সবগুলো ম্যাটেরিয়াল শেলফে সাজিয়ে রেখে দুটো স্যান্ডউইচ বানিয়ে খেয়ে নিলো ব্লমকোভিস্ট। সারা দিনে সে যথেষ্ট খাবার খায় নি। তবে অদ্ভুত ব্যাপার হলো খাবারের ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহই তৈরি হচ্ছে না। এক কাপ কফি পান করার পর একটা সিগারেট ধরালো।

নিজের মোবাইল ফোনটা চেক করে দেখলো। বার্গার তাকে ফোন করে নি। আবারো তাকে ফোন করার চেষ্টা করলো কিন্তু সেই একই ফল। তার ভয়েসমেইলটা মেসেজ রেখে যেতে বলছে।

ব্লমকোভিস্ট প্রথমেই ভ্যাঙ্গারের কাছ থেকে নেয়া হেডেস্টাডের মানচিত্রটি ভালো করে দেখে নিলো। সবগুলো নামই তার মনে আছে, তাই প্রতিটি বাড়িতে কে কে থাকে তাদের নামগুলো লিখে রাখলো সে। ভ্যাঙ্গার পরিবার আর তাদের লোকজনের সংখ্যা এতোটাই বেশি যে কে কার কি হয় সেটা মনে রাখাটা সহজ কোনো কাজ নয়।

মাঝরাতের আগে সোয়েটার আর বুট পরে বৃজের কাছে চলে এলো সে। বৃজটা পার হয়ে রাস্তা দিয়ে হাটার সময় শুনতে পেলো চার্চের ঘণ্টাধ্বনি। পুরনো হার্বারের পানি ঠাণ্ডায় জমে বরফ হতে শুরু করেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে পানির

দিকে তাকাতেই চার্চের প্রাঙ্গনে জ্বলে থাকা বাতিগুলো নিভে গেলো। হঠাৎ করেই তার চারপাশটা ডুবে গেলো ঘন অন্ধকারে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আবহাওয়া, রাতের আকাশে অসংখ্য তারার মেলা।

আচমকাই ব্লমকোভিস্টের মনটা বিষন্ন হয়ে উঠলো। এই অ্যাসাইনমেন্টটা কেন যে নিলো সেটা এখনও বুঝে উঠতে পারছে না। বার্গার ঠিকই বলেছিলো : তার এখন স্টকহোমেই থাকা উচিত–তার সাথে উষ্ণ বিছানায় সময় কাটানো আর ওয়েনারস্ট্রমের বিরুদ্ধে নতুন করে লড়াই করার পরিকল্পনা করা দরকার। তবে এটাও তার কাছে যৌক্তিক বলে মনে হয় নি। এ মুহূর্তে পাল্টা স্ট্র্যাটেজি কিভাবে নেবে সে ব্যাপারে তার কোনো ধারণাই নেই।

দিনের বেলা হলে এখনই সে সোজা ভ্যাঙ্গারের বাড়িতে চলে যেতো। অ্যাসাইনমেন্টটা বাতিল করে দিয়ে ফিরে যেতো নিজের বাড়ি। চার্চের পেছন দিকটা একটু উঁচু হওয়াতে সবগুলো বাড়ি তার নজরে পড়লো। হেরাল্ড ভ্যাঙ্গারের বাড়িটা অন্ধকারে ঢেকে থাকলেও সিসিলিয়ার বাড়ি, মার্টিনের ভিলা এবং তার পাশে লিজ দেয়া বাড়ি থেকেও আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। ছোটো নৌকার হার্বারের পাশে যে কেবিনটাতে একজন আর্টিস্ট থাকে সেটাও আলোকিত। ওটার চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে। ক্যাফের টপ ফ্লোরেও আলো জ্বলতে দেখলো সে। ব্লমকোভিস্ট ভাবলো সুসান কি ওখানেই থাকে কিনা, আর যদি থাকে তো সে একা থাকে কিনা।

রবিবারের সকালে প্রচণ্ড শব্দের কারণে তার ঘুম ভেঙে গেলে একটু ভড়কে গেলো সে। তবে একটু পরই বুঝতে পারলো চার্চের ঘণ্টা বাজছে। আজ রবিবার, সবাইকে সকালের প্রার্থনার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। প্রায় ১১টা বাজে। বেড়ালটার মিউ মিউ আওয়াজ করা আগ পর্যন্ত সে বিছানায়ই শুয়ে রইলো। তারপর বিছানা ছেড়ে বাড়ির বাইরে যেতে দিলো বেড়ালটাকে।

দুপুরের মধ্যে গোসল করে নাস্তা করে নিলো সে। হেলেদুলে নিজের অফিসে গিয়ে পুলিশের একটা ইনভেস্টিগেশন ফাইল নিয়ে পড়তে বসে গেলো সেখানে। কিন্তু জানালা দিয়ে বৃজের পাশে সুসান্স ক্যাফের দিকে চোখ যেতেই ফাইলটা কাঁধের ব্যাগে ভরে সোয়েটার পরে বাইরে পা বাড়ালো। ক্যাফে'তে ঢুকেই দেখতে পেলো কাস্টমারে গিজগিজ করছে। তার মনে যে প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছিলো সেটার জবাব পেয়ে গেলো সেখানে : হেডেবির মতো নিরিবিলি একটি এলাকায় এরকম একটি ক্যাফে কি করে টিকে থাকতে পারে? চার্চগামী লোকজন সুসানের বড় ক্রেতা। শেষকৃত্য এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্যেও সে কেক আর কফি বানিয়ে থাকে।

ভেতরে না ঢুকে বাইরে হাটতে লাগলো সে। রবিবার দিন বলে কনসাম নামের স্টোরটা বন্ধ আছে। আরো কয়েকশ' গজ সামনে এগিয়ে গেলো

হেডেস্টাডের অভিমুখে। শহরটার সব কিছু মনে রাখার চেষ্টা করলো সে। চার্চের কাছে এবং কনসামের পরই শহরের কেন্দ্রস্থল বলা যায়। ওখানে অনেকগুলো পুরনো ভবন রয়েছে। শহরের উত্তর দিকে যে সড়কটি চলে গেছে সেখানে কতোগুলো আধুনিক অ্যাপার্টমেন্ট আছে, বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে আনেকগুলো পরিবার বসবাস করে সেখানে। চার্চের দক্ষিণে বয়ে যাওয়া জলরাশির তীর ঘেষে যেসব বাড়ি আছে সেগুলোর বেশিরভাগ ছোটো, একক পরিবার বসবাস করে। হেডেস্টাডের কর্তাব্যক্তি আর সিভিলসার্ভেন্টদের কাছে হেডেবি বসবাসের জন্য বেশ ভালো জায়গা বলেই মনে হচ্ছে।

বৃজের কাছে যখন ফিরে এলো দেখতে পেলো ক্যাফেটা প্রায় খালি, তবে সুসান এখনও টেবিল থেকে ডিশগুলো নিয়ে পরিস্কার করে যাচ্ছে।

"রবিবারে অনেক ভীড় থাকে?" ঢুকতে ঢুকতে বললো সে।

কানের দু'পাশ থেকে চুলগুলো সরিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো সুসান। "হাই মিকাইল।"

"আমার নামটা দেখি আপনার মনে আছে।"

"ভোলা সহজ না," বললো সে। "টিভি'তে আপনার মামলাটা আমি দেখেছি।"

"তাদের উচিত ছিলো অন্য কিছু দিয়ে সংবাদ ভরিয়ে রাখা," বিড়বিড় করে বলে একটা কর্নার টেবিলে বসে পড়লো সে। ওখান থেকে বৃজটা দেখা যায়। সুসানের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হেসে ফেললো।

৩টার দিকে সুসান জানালো আজকের দিনের মতো ক্যাফেটা বন্ধ করে দেবে। চার্চের সময়টা বাদে রবিবার খুব বেশি কাস্টমার আসে না। ওখানে বসে বসে ব্লমকোভিস্ট পুলিশ ফাইলের এক পঞ্চমাংশ পড়ে ফেললো। ফাইলটা ব্যাগে ভরে নিয়ে বৃজটা পার হয়ে চলে এলো নিজের ঘরে।

দরজার কাছে সিঁড়ির ধাপে বেড়ালটা তার জন্য অপেক্ষা করছে। চারপাশে তাকিয়ে দেখে ভাবলো, এটা কার বেড়াল হতে পারে। বাড়ির ভেতর ওটাকে ঢুকতে দিলো। হাজারহোক এই বেড়ালটা তো তার এক ধরণের সঙ্গি হবে।

বার্গারকে ফোনে পাবার আরেকটা ব্যর্থ চেষ্টা করলো সে। বোঝাই যাচ্ছে মেয়েটা এখনও তার উপর ভীষণ চটে আছে। ইচ্ছে করলে সে অফিসের ফোনে কিংবা তার বাড়িতে ফোন করে তাকে সরাসরি পেতে পারে কিন্তু এরইমধ্যে অনেকগুলো মেসেজ রেখে দিয়েছে। তাই সেটা না করে নিজের জন্য এক কাপ কফি বানাতে শুরু করলো। বেড়ালটাকে রান্নাঘরে রেখে টেবিলের উপর ফাইলটা নিয়ে বসে পড়লো আবার।

খুব সাবধানে আর আস্তে আস্তে পড়লো সে, কোনো কিছুই যেনো বাদ না পড়ে। সন্ধ্যার দিকে ফাইলটা বন্ধ করে নিজের নোট বুকের কয়েক পৃষ্ঠা লিখে

নিলো–কিছু রিমাইন্ডার আর সে কি কি প্রশ্নের জবাব খোঁজার প্রত্যাশা করে সেসব টুকে নিলো। এরপর খুললো পরবর্তী ফাইলটা। ফাইলে ঘটনার সময়ানুক্রমিক বর্ণনা দেয়া আছে, সে ভেবে পেলো না এটা কি হেনরিক ভ্যাঙ্গার নিজে সাজিয়েছে নাকি এখানকার পুলিশ ডিপার্টমেন্ট এভাবেই কাজ করে থাকে।

প্রথম পৃষ্ঠায় হেডেস্টাডের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার হাতে লেখা রিপোর্ট। নাম হিসেবে স্বাক্ষর করেছে ডি.ও রিথিঙ্গার। ব্লমকোভিস্ট বুঝতে পারলো ডি.ও দিয়ে আসলে ডিউটি অফিসার কথাটা বোঝানো হয়েছে। পুলিশকে ডেকেছিলো হেনরিক ভ্যাঙ্গার নিজে। তার ঠিকানা আর টেলিফোন নাম্বার দেয়া আছে। রিপোর্টটা ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরের রবিবার সকাল ১১:১৪-তে করা হয়েছিলো। খুবই ডিটেইলে লেখা হয়েছে সেটা :

হেনরিক ভ্যাঙ্গারের কাছ থেকে কলটা আসে, তিনি জানান তার ভায়ের মেয়ে(?) হ্যারিয়েট উলরিকা ভ্যাঙ্গার, যার জন্ম ১৫ই জানুয়ারি ১৯৫০ সালে(বয়স ১৬) হেডেবি আইল্যান্ডের নিজের বাড়ি থেকে শনিবার বিকেলের পর পরই নিখোঁজ হয়েছে। যিনি ফোন করেছিলেন তিনি খুবই উদ্বিগ্ন বোধ করছেন ব্যাপারটা নিয়ে।

১১:২০-এ একটি নোট পাঠানো হয়, তাতে উল্লেখ করা হয়েছে পি-০১৪ (পুলিশের গাড়ি? টহলগাড়ি? বোটের পাইলট(?) পাঠানো হয়েছে ঘটনাস্থলে।

আরেকটা নোট ১১:৩৫-এ পাঠানো হয়। সেটা অবশ্য প্রাসঙ্গিক নয়। ম্যাগনাসনের রিপোর্ট থেকে জানা গেছে হেডেবির বৃজটা এখনও ব্লক হয়ে আছে। বোটে করে যাতায়াত করা হোক। মার্জিনে একটা অস্পষ্ট স্বাক্ষর আছে।

১২:১৪-তে রিথিঙ্গার ফিরে আসে : হেডেবির ম্যাগনাসনের কাছ থেকে ফোনে জানা গেছে ১৬ বছরের হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার শনিবারের বিকেল থেকে নিখোঁজ। তার পরিবার খুবই উদ্বিগ্ন। মেয়েটা তার নিজের বিছানায় রাতে ঘুমিয়েছে বলে বিশ্বাস হচ্ছে না। বৃজ ব্লক থাকার কারণে আইল্যান্ড ছেড়ে যেতে পারে নি। তার বর্তমান অবস্থানের ব্যাপারে তার পরিবারের কোনো ধারণাই নেই।

১২:১৯-এ : *জি.এম টেলিফোনে পরিস্থিতি সম্পর্কে জানিয়েছেন।*

শেষ নোটটা রেকর্ড করা হয়েছে ১:৪২-এ : *জি.এম হেডেবির ঘটনাস্থলে আছেন। আমরা ব্যাপারটা দেখছি।*

পরের পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে জি.এম বলতে আসলে ডিটেক্টিভ ইন্সপেক্টর গুস্তাফ মোরেলকে বোঝানো হয়েছে। একটা বোটে করে তিনি হেডেবি আইল্যান্ডে গেছিলেন। হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গারের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে তিনি একটা রিপোর্ট করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সেখানে। মোরেলের রিপোর্টটা টাইপরাইটারে লেখা। পরের পৃষ্ঠায় কি কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তার বর্ণনা দেয়া আছে। এতোটা বিস্তারিত বর্ণনা দেখে ব্লমকোভিস্ট খুবই অবাক হলো।

মোরেল সবার আগে হেনরিক ভ্যাঙ্গার, ইসাবেলা ভ্যাঙ্গার আর হ্যারিয়েটের মায়ের ইন্টারভিউ নেন। এরপর উলরিকা ভ্যাঙ্গার, হেরাল্ড ভ্যাঙ্গার, গ্রেগর ভ্যাঙ্গার, হ্যারিয়েটের ভাই মার্টিন ভ্যাঙ্গার আর আনিটা ভ্যাঙ্গারের ইন্টারভিউ নেন তিনি।

উলরিকা ভ্যাঙ্গার হলেন হেনরিক ভ্যাঙ্গারের মা, বোঝাই যাচ্ছে পরিবারে তিনি রাণীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভ্যাঙ্গারদের এস্টেটে তিনি থাকতেন তবে কোনো রকম তথ্য তিনি দেন নি। আগের দিন রাতে তিনি খুব জলদি বিছানায় চলে যান, তাছাড়া হ্যারিয়েটকে তিনি বেশ কয়েক দিন ধরে দেখেন নিও। তবে পুলিশকে তিনি একান্তে বলেছেন তারা যেনো দ্রুত ব্যবস্থা নেয়।

হেরাল্ড ভ্যাঙ্গারকে লিস্টে দু'নাম্বারে রাখা হয়েছে। হেডেস্টাডের প্যারেড থেকে ফিরে আসার সময় হ্যারিয়েটকে সে অল্প কিছু সময়ের জন্য দেখেছিলো, *তবে বৃজের দুর্ঘটনার পর থেকে তাকে দেখে নি। সে তখন কোথায় ছিলো সে ব্যাপারেও তার কোনো ধারণা ছিলো না।*

হেনরিক আর হেরাল্ডের ভাই গ্রেগর ভ্যাঙ্গার বলেছে হ্যারিয়েটকে সে হেনরিক ভ্যাঙ্গারের স্টাডিরুমে শেষ দেখেছে হেডেস্টাডের প্যারেড দেখে ফিরে আসার পর পরই। সে নাকি বলছিলো হেনরিক ভ্যাঙ্গারের সাথে সে কথা বলতে চায়। গ্রেগর বলেছে সে নিজে তার সাথে মুখে কিছু বলে নি ঐ সময়টাতে, শুধু মাথা নেড়ে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো। তবে সে বলেছে, হ্যারিয়েট হয়তো কাউকে না বলে তার কোনো বন্ধুর সাথে দেখা করতে গেছে। খুব জলদিই সে ফিরে আসবে। তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় বৃজ ব্লক থাকায় তারপক্ষে কি করে আইল্যান্ডের বাইরে চলে যাওয়া সম্ভব হলো তখন সে কোনো জবাব দিতে পারে নি।

মার্টিন ভ্যাঙ্গারকে সামান্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সে তখন উপসালা প্রিপারেটরি স্কুলে ফাইনাল ইয়ারে ছিলো। হেরাল্ড ভ্যাঙ্গারের সাথে বসবাস করতো সে। হেরাল্ডের গাড়িতে তার জন্যে কোনো জায়গা ছিলো না বলে বাসে ক'রে হেডেবিতে গিয়েছিলো সে। একটু দেরি করে আসাতে বৃজের দুর্ঘটনার জন্য সে ওপারে আটকা পড়ে যায়। সন্ধ্যার পর নৌকায় করে এ পারে চলে আসে। তাকে এজন্যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তার বোন হয়তো তার কাছে এমন কোনো কথা বলে গিয়ে থাকবে যা তাকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে কিংবা তার বোন হয়তো তাকে জানিয়ে গেছে সে কোথায় কার সঙ্গে ভেগেছে। হ্যারিয়েটের মা নিজের মেয়ের পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটায় ঘোরতর আপত্তি জানালেও সেই মুহূর্তে ইন্সপেক্টর মোরেলের কাছে মনে হয়েছিলো হ্যারিয়েটের উধাও হয়ে যাবার ঘটনায় এটাই সবচাইতে ভালো ব্যাখ্যা হতে পারে। তবে মার্টিন জানায় গ্রীষ্মের ছুটির পর বোনের সাথে তার কোনো কথা হয় নি। মূল্যবান কোনো তথ্যই তার কাছে নেই।

হেরাল্ড ভ্যাঙ্গারের মেয়ে আনিটা ভ্যাঙ্গারকে ভুলবশত হ্যারিয়েটের 'চাচাতো বোন' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সে সময় স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তো সে, হেডেবিতে গ্রীষ্মকালের ছুটি কাটিয়ে গিয়েছিলো। হ্যারিয়েট আর তার বয়স প্রায় সমান হওয়াতে তাদের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব ছিলো। সে জানিয়েছে শনিবার দিন বাবার সাথে আইল্যান্ডে এলেও হ্যারিয়েটকে দেখার সুযোগ তার হয় নি। আনিটা জানায় তার কাছে খুবই অস্বস্তিকর লাগছে ব্যাপারটা, কারণ হ্যারিয়েট কখনই কাউকে না বলে বাড়ির বাইরে যায় না। হেনরিক এবং ইসাবেলাও একই কথা বলেছে।

ইন্সপেক্টর মোরেল যখন পরিবারের সদস্যদের ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন তখন তিনি ম্যাগনাসন আর বার্গম্যানকে তল্লাশী শুরু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যেহেতু তখনও দিনের আলো ছিলো। বৃজটা বন্ধ থাকার কারণে আরো ফোর্স পাঠানোটা খুব কঠিন ছিলো সে সময়। তল্লাশী দলটি গঠন করা হয় বিভিন্ন বয়সের মোট ত্রিশজন নারী-পুরুষ নিয়ে। ঐ দিন বিকেলে তারা ফিশিং হার্বারের কাছে জনমানবহীন অবস্থায় থাকা বাড়িগুলোতে, উপকূলীয় এলাকা, গ্রামের আশেপাশে ঝোঁপঝাঁর আর ফিশিং হার্বারের পেছনে সোডেবার্গেট নামের একটি পাহাড়ে অভিযান চালায়। পাহাড়ে অভিযান চালানো হয় এ কারণে যে, কেউ একজন নাকি বলেছিলো হ্যারিয়েট সম্ভবত বৃজের ঘটনাটা ভালো করে দেখার জন্য পাহাড়ে উঠে থাকবে। ওস্টারগার্ডেন আর দ্বীপের অন্য অংশে গটফ্রিডের কেবিনেও আরেকটা টহল দল পাঠানো হয়েছিলো, ওখানে মাঝে মধ্যেই হ্যারিয়েট যেতো।

তবে সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। রাত দশটার পর তল্লাশী বন্ধ করে দেয়া হয় কারণ তাপমাত্রা আচমকা জিরোতে নেমে গেছিলো।

বিকেলের দিকে ইন্সপেক্টর মোরেল তার হেডকোয়ার্টার স্থানান্তরিত করেন হেনরিক ভ্যাঙ্গারের ড্রইংরুমে। ওখানে বসে তিনি বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নেন।

ইসাবেলাকে সাথে নিয়ে তিনি হ্যারিয়েটের ঘরটা তল্লাশী করে দেখেন কোনো কিছু খোয়া গেছে কিনা : জামাকাপড়, সুটকেস অথবা এরকম কিছু যাতে করে মনে হতে পারে হ্যারিয়েট বাড়ি থেকে পালিয়েছে। একটা নোটে লেখা হয়েছে ইসাবেলা খুব একটা সহায়তাপরায়ণ ছিলো না, আর নিজ মেয়ের ওয়ারড্রবটা পর্যন্ত মহিলা ঠিকমতো চেনে না। *সে প্রায়ই জিন্স পরে, কিন্তু ওগুলো তো দেখতে প্রায় একই রকম লাগে, তাই না?* হ্যারিয়েটের পার্সটা তার ঘরের ডেস্কের উপর পাওয়া যায়। ওটাতে তার আইডি, ওয়ালেটে নয় ক্রোনার পঞ্চাশ ওরি, একটা চিরুণী, আয়না আর রুমাল খুঁজে পায় ইন্সপেক্টর। ইন্সপেকশন শেষে হ্যারিয়েটের ঘরটা তালা মেরে রাখা হয়।

আরো অনেক লোককে ইন্টারভিউ করার জন্য মোরেল ডেকে পাঠায়,

পরিবারের সদস্য এবং কর্মচারিরাও ছিলো তার মধ্যে। সবগুলো ইন্টারভিউই নিখুঁতভাবে বর্ণিত আছে রিপোর্টে।

প্রথম সার্চ পার্টি যখন খালি হাতে ফেরত এলো ইন্সপেক্টর তখন আরো সিস্টেমেটিক্যালিভাবে তল্লাশী করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেই রাতেই আরো ফোর্স চেয়ে পাঠানো হলো। মোরেল নিজে অনেক জায়গায় যোগাযোগ করেন, হেডেস্টাডের অরিয়েন্টিয়ারিং ক্লাবের চেয়ারম্যানকে তল্লাশী দলের জন্য আরো স্বেচ্ছাসেবক পাঠাতে অনুরোধ করেন তিনি। মাঝরাতের মধ্যে তাকে জানানো হয় তিপান্ন জন সদস্য পরদিন সকাল ৭টার মধ্যে ভ্যাঙ্গার এস্টেটে পাঠিয়ে দেয়া হবে। হেনরিক ভ্যাঙ্গার তার পেপার মিলের সকালের শিফটের পঞ্চাশজন শ্রমিককে ডেকে পাঠায়। সবার জন্য খাবার আর পানীয়ের ব্যবস্থাও সে করে নিজ দায়িত্বে।

ঐ দিনগুলোতে ভ্যাঙ্গার এস্টেটের দৃশ্য কেমন ছিলো সেটা কল্পনা করতে পারলো ব্লমকোভিস্ট। প্রথম দিকে বৃজের দুর্ঘটনা পুরো ব্যাপারটাকে গুলিয়ে ফেলেছিলো–লোকজন জোগার করে তল্লাশী চালানোটাও হয়ে পড়েছিলো কঠিন একটি কাজ। যেহেতু প্রায় একই জায়গায় একই দিনে দু'দুটো ঘটনা ঘটে গিয়েছিলো সেজন্যে ঘটনা দুটোর মধ্যে অনিবার্যভাবেই সংযোগ খোঁজাটা স্বাভাবিকই ছিলো। বৃজ থেকে ট্যাঙ্কারটা সরিয়ে ফেলা হলে ইন্সপেক্টর মোরেল বৃজের উপর গিয়ে ধ্বংসস্তুপের মধ্যে ভালো করে তল্লাশী চালালেন। বেচারি হ্যারিয়েট অসাবধানবশত এই দুর্ঘটনার শিকার হয় নি তো! ইন্সপেক্টরের কাজের মধ্যে এই একটি কাজই মিকাইলের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকলো, কেননা এটা স্পষ্ট যে, দুর্ঘটনা হবার অনেক পরেও হ্যারিয়েটকে দেখা গেছে।

চব্বিশ ঘণ্টা পর থেকেই সবার মনে আশংকা বাড়তে থাকে। দুটো থিওরি দাঁড় করানো হয়। বৃজের ঘটনার কারণে সবার অলক্ষ্যে আইল্যান্ড ছেড়ে যাওয়াটা প্রায় অসম্ভব হলেও ইন্সপেক্টর মোরেল ঘর পালানোর ব্যাপারটা বাতিল করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি সিদ্ধান্ত নেন হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গারের উপর একটা বুলেটিন প্রচারের জন্য। হেডেস্টাডের সব পুলিশকে বলে দেন এক নিখোঁজ মেয়ের ব্যাপারে যেনো তারা চোখকান খোলা রাখে। ক্রিমিনাল ডিভিশনে তার কিছু কলিগকেও পাঠিয়ে দেন বাসড্রাইভার আর রেলস্টেশনের স্টাফদের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য তারা কেউ হ্যারিয়েটকে দেখেছে কিনা।

সব দিক থেকে যখন নেতিবাচক খবর আসতে লাগলো তখন এই ধারণাটি বদ্ধমূল হতে শুরু করলো যে হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার কোনো বাজে ঘটনার শিকার হয়েছে। পরের দিনগুলোতে এই ধারণাটিই সব ধরণের তল্লাশী আর তদন্তের উপর প্রভাব ফেলতে শুরু করে।

তার নিখোঁজ হবার দু'দিন পর যে বড়সড় তল্লাশী দলটি অনুসন্ধানে নামে

সেটা খুব কার্যকরী ছিলো বলেই ব্লমকোভিস্টের ধারণা। পুলিশ আর ফায়ারফাইটারদের মধ্যে যারা এ রকম অনুসন্ধান চালানোর অভিজ্ঞ ছিলো তারাই পুরো তল্লাশীটি পরিচালনা করে। হেডেবি আইল্যান্ডে এমন কিছু জায়গা আছে যেখানে কেউ কোনোদিন পা ফেলে নি তবে সেটা খুব বেশি বড় এলাকা নয়। এক দিনেই পুরো এলাকাটি চিরুণী তল্লাশী করার জন্য যথেষ্ট। আইল্যান্ডের চারপাশে পানিতেও তল্লাশী চালানো হয় একটি পুলিশ বোট আর দুটো ভলান্টিয়ার বোটে করে। সারাদিন ধরে তারা খুঁজে দেখে।

পরের দিন থেকে তল্লাশী দলে লোকবলের সংখ্যা কমতে শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বাঙ্কার হিসেবে তৈরি করা পরিত্যাক্ত একটি এলাকা আছে হেডেবিতে, সেখানেও টহল দল পাঠিয়ে অনুসন্ধান করা হয়। পানির কূয়া, পাহাড়িগুহা, ফসল রাখার গুদাম আর গ্রামের অনেক ভেতরে থাকা বাড়িগুলোও বাদ যায় নি।

তৃতীয় দিন অনুসন্ধানের ফলাফল নিয়ে যে বেশ হতাশা প্রকাশ করা হয়েছিলো সেটাও অফিশিয়াল নোটে উল্লেখ করা আছে। ইন্সপেক্টর মোরেলও এই তদন্তের ব্যাপারে হতাশ ছিলেন। পরবর্তী পদক্ষেপ কি নেবেন কিংবা তার তদন্তকাজটি কিভাবে পরিচালিত হবে সেটা যেনো বুঝে উঠতে পারছিলেন না। মনে হয় হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার বাতাসে মিলিয়ে গেছে। সেই সাথে শুরু হয় হেনরিক ভ্যাঙ্গারের দুঃসহ দিনগুলো।

অধ্যায় ৯

সোমবার, জানুয়ারি ৬–বুধবার, জানুয়ারি ৮

ব্লমকোভিস্ট প্রায় একটানা পড়ে গেলো, এপিফেনি ডে'র আগপর্যন্ত উঠলো না সে। ভ্যাঙ্গারের বাড়ির সামনে একটা পুরনো মডেলের নেভি-ব্লু ভলভো পার্ক করলে দরজার হাতল ধরার আগেই দরজা খুলে এক লোক বেরিয়ে এলো বাইরে। ফলে আরেকটুর জন্য তাদের মধ্যে ধাক্কা লেগে যাবার উপক্রম হয়েছিলো। গাড়ি থেকে যে লোকটা বের হলো তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে খুব তাড়ায় আছে।

"হ্যা? আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?"

"আমি হেনরিক ভ্যাঙ্গারের সাথে দেখা করতে এসেছি," বললো ব্লমকোভিস্ট।

লোকটার চোখ চকচক করে উঠলো। হেসে হাত বাড়িয়ে দিলো সে। "আপনি নিশ্চয় মিকাইল ব্লমকোভিস্ট, যে হেনরিককে তার পরিবারের ইতিহাস লিখতে সাহায্য করার জন্য এখানে এসেছে, ঠিক?"

তারা করমর্দন করলো। মনে হচ্ছে ভ্যাঙ্গার ব্লমকোভিস্টের সম্পর্কে এই মিথ্যে গল্পটা বেশ ভালো মতোই ছড়িয়ে দিতে পেরেছে। লোকটা বেশ মোটাসোটা–সন্দেহ নেই, অনেক বছর ধরে অফিসে বসে বসে কনফারেন্স আর আলাপআলোচানার ফল এটি–তবে ব্লমকোভিস্টের কাছে লোকটাকে বেশ ভালোই লাগলো, এটাও তার চোখ এড়ালো না যে লোকটার সাথে হ্যারিয়েটের চেহারার বেশ মিল আছে।

"আমি মার্টিন ভ্যাঙ্গার," বললো সে। "আপনাকে হেডেস্টাডে স্বাগতম।"

"ধন্যবাদ আপনাকে।"

"কিছু দিন আগে আপনাকে আমি টিভিতে দেখেছি।"

"মনে হচ্ছে সবাই আমাকে টিভিতে দেখে ফেলেছে।"

"ওয়েনারস্ট্রম...এই বাড়িতে খুব বেশি জনপ্রিয় নয়।"

"হেনরিক সেটা আমাকে বলেছে। আমি বাকি গল্পটা শোনার জন্য অপেক্ষা করছি।"

"কয়েক দিন আগে সে আমাকে বলেছে আপনাকে এ কাজে নিয়োগ দিচ্ছে।" মার্টিন হেসে ফেললো। "সে বলেছে আপনি নাকি কাজটা কারতে রাজি হয়েছেন ওয়েনারস্ট্রমের জন্য।"

সত্যি কথাটা বলার আগে ব্লসকোভিস্ট একটু ইতস্তত করলো। "ওটা একটা

গুরুত্বপূর্ণ কারণ। তবে সত্যি বলতে কি, আমি কিছু দিনের জন্য স্টকহোম ছাড়তে চেয়েছিলাম। ঠিক সেই সময় এই প্রস্তাবটা চলে এলো। শেষে অনেক ভেবে রাজি হয়ে গেলোম। আমি ভান করবো না যে আদালতের কেসটা কখনই ঘটে নি। যাইহোক না কেন, আমাকে অবশ্য কিছুদিনের জন্য জেলে যেতে হবে।"

মার্টিন ভ্যাঙ্গার মাথা নেড়ে সায় দিয়ে আচমকা সিরিয়াস হয়ে গেলো। "আপনি কি আপিল করবেন?"

"এতে কোনো লাভ হবে না।"

ভ্যাঙ্গার তার হাতঘড়িটা দেখলো।

"আজরাতে আমাকে স্টকহোমে যেতে হবে, সেজন্যে আমাকে একটু তাড়াহুড়ো করতে হচ্ছে। কয়েক দিন পরই ফিরে আসবো। আমার বাড়িতে একদিন আসবেন, ডিনারের আমন্ত্রণ রইলো। মামলাটা চলার সময় কি কি হয়েছিলো সেসব কথা আমি শুনতে চাই। হেনরিক উপরতলায় আছে। সোজা চলে যান।"

ভ্যাঙ্গার তার অফিসের সোফায় বসে আছে। *হেডেস্টাড কুরিয়ার, ডাগেন্স ইন্ডাস্ট্রি, সেভেনস্কা ডাগব্লাডেট* এবং দুটো সান্ধ্যকালীন জাতীয় দৈনিক কফি টেবিলের উপর রাখা আছে।

"বাইরে মার্টিনের সাথে আরেকটুর জন্য ধাক্কা লেগে যাচ্ছিলো।"

"সাম্রাজ্য রক্ষা করার জন্য বেশ তাড়াহুড়ার মধ্যে আছে," বললো ভ্যাঙ্গার। "কফি চলবে?"

"হ্যা।" বসে পড়লো ব্লমকোভিস্ট। ভ্যাঙ্গারকে কেন এতো খুশি দেখাচ্ছে ভেবে পেলো না।

"আপনি পত্রিকায় উল্লেখ করেছিলেন।"

একটি সান্ধ্যকালীন পত্রিকা হাতে তুলে নিলো ভ্যাঙ্গার। 'মিডিয়া শর্টসার্কিট' শিরোনামের একটি সংবাদের দিকে আকর্ষণ করলো সে। এর আগে মনোপলি ফিনান্সিয়াল ম্যাগাজিনে কাজ করতো এরকম একজন কলামিস্ট আর্টিকেলটা লিখেছে। এই লেখক মিকাইল ব্লমকোভিস্টকে তার লেখায় একজন গর্দভ হিসেবে উল্লেখ করেছে। আর এরিকা বার্গারকে বলেছে, সে নাকি মিডিয়ার সবচেয়ে অযোগ্য ব্যক্তি।

একটা গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে *মিলেনিয়াম* বন্ধ হবার দ্বারপ্রান্তে উপণীত হয়েছে। এর নারীবাদী এডিটর ইন চিফ যতোই মিনিস্কার্ট পরুক আর টিভি'তে সেজেগুঁজে উপস্থিত হোক না কেন ম্যাগাজিনটি টিকে থাকতে পারবে না। বিগত কয়েক বছর ধরে পত্রিকাটি নিজের ইমেজ রক্ষা করে চলেছিলো। যে সব তরুণ ইনভেস্টিগেটিভ-জার্নালিজমকে পেশা হিসেবে নিতে আগ্রহী তারা এই পত্রিকায়

কাজ করে বড় বড় ব্যবসায়ীক কেলেংকারি ফাঁস করে দিয়ে হাত পাকাতো। এটা হয়তো নৈরাশ্যবাদীদের কাছে প্রিয় ছিলো যারা কেবল নোংরা খবর শুনে গালাগালি দিতে অভ্যস্ত কিন্তু আদালতে তাদের কোনো কথাই ধোপে টেকে নি। কাল ব্লমকোভিস্টও এটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে।

ব্লমকোভিস্ট তার মোবাইলের সুইচ অন করে দেখলো বার্গার কোনো কল করেছিলো কিনা। না। সে কোনো কল করে নি। ভ্যাঙ্গার কিছু না বলে অপেক্ষা করে গেলো। ব্লমকোভিস্ট বুঝতে পারলো বৃদ্ধ চাচ্ছে সে-ই আগে নীরবতা ভাঙুক।

"সে একটা মাথামোটা লোক," বললো ব্লমকোভিস্ট।

ভ্যাঙ্গার হেসে ফেললো। "তা হতে পারে। তবে সে কোনো সাজাপ্রাপ্ত লোক নয়।"

"তা ঠিক বলেছেন। তার কখনও সাজা হবেও না। সে কখনও আসল কথা বলে না। গা বাঁচিয়ে চলে সব সময়, আর নিরীহ লোক পেলেই কেবল ক্ষতি করতে মরিয়া হয়ে ওঠে।"

"আমারও অনেক শত্রু ছিলো। আমি একটা জিনিস শিখেছি, যদি তুমি নিশ্চিত থাকো যে হেরে যাবে তাহলে সেই লড়াইয়ে না নামাই ভালো। কখনও দুর্বল অবস্থায় থেকে লড়াই করবে না। নিজের অবস্থান আগে ঠিক করে নিয়ে সুবিধামতো সময়ে আঘাত হানতে হয়। তোমার যদি আঘাত হানার ইচ্ছে নাও থাকে তারপরও এই নিয়মটা মানা উচিত।"

"আপনার প্রজ্ঞাময় উপদেশের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। এবার আপনার পরিবার সম্পর্কে আমাকে বলুন।" টেবিলের উপর একটা টেপ রেকর্ডার রেখে চালু করে দিলো সে।

"তুমি কি জানতে চাও?"

"আমি প্রথম ফাইলটা পড়েছি। নিখোঁজ হওয়া আর অনুসন্ধান সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনেছি ওখান থেকে। তবে এতো বেশি ভ্যাঙ্গারদের কথা ওখানে বলা হয়েছে যে তাদেরকে চিহ্নিত করার জন্য আপনার সাহায্য লাগবে।"

বেল বাজানোর আগে প্রায় দশ মিনিট ধরে সালান্ডার হলওয়ের পিতলের নেমপ্লেটের দিকে স্থিরচোখে চেয়ে রইলো। ওটাতে লেখা আছে : এডভোকেট এন.ই বুরম্যান। এন্ট্রিডোরের লকটা ক্লিক করে উঠলো।

আজ মঙ্গলবার। এটা তাদের দ্বিতীয় মিটিং, সালান্ডারের খুব বাজে অনুভূতি হচ্ছে।

বুরম্যানকে সে ভয় পায় না–ভয় পাওয়াটা সালান্ডারের জন্য বিরল ঘটনা।

আসলে এই নতুন গার্ডিয়ানের ব্যাপারে তার মধ্যে একটা অস্বস্তি কাজ করছে। এই লোকটার পূর্বসূরী এডভোকেট হোলগার পামগ্রিন একেবারেই ভিন্ন ধরণের ব্যক্তি ছিলো : দয়ালু আর বিনয়ী। ব্যবহার খুবই চমৎকার। তবে তিন মাস আগে হোলগার পামগ্রিন হার্ট স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে তার স্থলাভিষিক্ত হয় নিলস বুরম্যান।

বারো বছর ধরে সালান্ডার সোশ্যাল এবং সাইকিয়াট্রিক গার্ডিয়ানশিপে ছিলো, তার মধ্যে দু'বছর ছিলো শিশুদের ক্লিনিকে। একবারের জন্যেও সে কখনও সহজ একটি প্রশ্নে জবাব দেয় নি : "তো, আজ তুমি কেমন আছো?"

তার বয়স যখন তেরো আদালত অপ্রাপ্ত বয়স্কদের অভিভাবক আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিলো তাকে উপসালায় অবস্থিত সেন্ট স্টেফান সাইকিয়াট্রিক ক্লিনিক ফর চিল্ড্রেন-এর একটি লক-ওয়ার্ডে রাখা হবে। এই সিদ্ধান্তের পেছনে কারণ ছিলো সালান্ডারের মানসিক অবস্থা বিপর্যস্ত এবং তার ক্লাসমেটদের প্রতি মারাত্মক হিংস্র আচরণ। সম্ভাব্য সে তার নিজের প্রতিও হিংসাত্মক কিছু করতে পারে বলে আদালত আশংকা করে এই সিদ্ধান্ত দেয়।

তার মানসিক ও শারিরীক অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য শিক্ষক কিংবা হাসপাতালের ডাক্তার তার সাথে কথা বলার অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু ভয়াবহ মৌনতা অবলম্বন করে মেঝে, দেয়াল কিংবা ছাদের দিকে তাকিয়ে থেকে সেসব প্রশ্নের জবাব দিয়েছে সে। বুকের উপর দু'হাত ভাঁজ করে যেকোনো ধরণের সাইকিয়াট্রিক পরীক্ষায় অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানাতো। এমন কি স্কুলে ক্লাস করতে পর্যন্ত যেতে চাইতো না। তাকে জোর করে কোলে তুলে ক্লাসরুমে নিয়ে বেঞ্চের সাথে শিকল দিয়ে বেধে রাখা হোতো। তবে শিক্ষকের কোনো কথা কানে তুলতো না। কলম তুলে একটা শব্দও লিখতো না। নয় বছর কম্পালসারি স্কুলে সার্টিফিকেট ছাড়াই কাটিয়ে দেয় সে।

সব মিলিয়ে একটা কথাই বলা যায় : লিসবেথ সালান্ডারকে সামলানোটা কঠিন কাজ।

তার তেরো বছরের সময় আরেকটা সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, প্রাপ্তবয়স্ক হবার আগ পর্যন্ত তার সমস্ত স্বার্থ আর সম্পত্তি দেখাশোনা করার জন্য একজন ট্রাস্টিকে নিয়োগ দেয়া হয়। সেই ট্রাস্টি ছিলো এডভোকেট পামগ্রিন, শুরুতে ভীষণ বেগ পেলেও ডাক্তার আর মনোবিজ্ঞানীরা যে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছিলো এই আইনজীবি ভদ্রলোক সেটা করতে সক্ষম হয়। ক্রমান্বয়ে সে কেবল মেয়েটির কাছ থেকে আস্থাই অর্জন করলো না সেইসাথে তার কাছ থেকে উষ্ণ ব্যবহার আর মায়ামমতাও লাভ করলো ভদ্রলোক।

তার বয়স যখন পনেরো তখন ডাক্তাররা কমবেশি একমত হলো যে সে আর অতোটা হিংস্র নয়। নিজের প্রতিও কোনো হিংসাত্মক কাজ করবে ব'লে মনে

হলো না তাদের কাছে। তার পরিবারকে অকার্যকর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিলো, তার এমন কোনো আত্মীয়স্বজনও ছিলো না যে তার দেখাশোনা করবে। ফলে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো লিসবেথ সালান্ডারকে উপসালার সাইক্রিয়াট্রিক ক্লিনিক থেকে রিলিজ দিয়ে সামাজিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য কোনো পরিবারের অধীনে দিয়ে দেয়া হবে পালক সন্তান হিসেবে।

এটা অবশ্য খুব সহজ কাজ ছিলো না। মাত্র দু'সপ্তাহের মাথায় প্রথম যে পরিবারটি তাকে দত্তক নিয়েছিলো সেখান থেকে পালিয়ে যায় সে। দ্বিতীয় আর তৃতীয় পরিবার দুটোর পরিণতিও একই রকম হয়। এমন সময় পামগ্রিন তার সাথে সিরিয়াস একটি আলোচনা করে, তাকে বোঝায় এরকম করতে থাকলে তাকে আবারো ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হবে। এই হুমকিতে কাজ হলে চতুর্থবারের মতো আরেকটি পরিবারে ঠাঁই হয় তার। মিডসোমারক্রানসেনে বসবাস করা বয়স্ক এক দম্পতির পরিবার ছিলো সেটি।

তবে তার মানে এই নয় যে এরপর থেকে সে ভালো আচরণ করতে শুরু করে। সতেরো বছর বয়সে সালান্ডারকে চার চারবার পুলিশ গ্রেফতার করে। দু'বার এতোটাই বেশি ড্রাগ নিয়েছিলো যে তাকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে যেতে হয়েছিলো, আর একবার মাদক নিয়ে ধরা পড়ে সে। একবার একেবারে বদ্ধ মাতাল অবস্থায় তাকে পাওয়া যায় সোডার মালাস্ট্রান্ডের কাছে একটা পার্ক করা গাড়ির পেছনের সিটে, পরনের জামাকাপড় আলুথালু ছিলো তখন। এক বৃদ্ধ মাতালের সাথে ছিলো সে।

তার আঠারোতম জন্মদিনের তিন মাস আগে শেষ গ্রেফতারটা হয়েছিলো, গামলা স্টান টানেলবানা স্টেশনের গেটে এক পুরুষ প্যাসেঞ্জারের মাথায় সজোরে লাথি মেরেছিলো সে। তাকে পুলিশ কিছুটা মার দেয়, ব্যাটারি দিয়ে ইলেক্ট্রিক শকও দেয়া হয় তাকে। সালান্ডার দাবি করে লোকটি তার শরীরে অসৎ উদ্দেশ্যে হাত দিয়েছিলো। তার এই দাবিটির পক্ষে কিছু সাক্ষী পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে মামলাটি খারিজ করে দেয়া হয়, তবে তার অতীত রেকর্ডের কারণে ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট তার একটি সাইকিয়াট্রিক পরীক্ষা করার আদেশ দেন। স্বভাবসুলভভাবেই আগের মতো এই পরীক্ষায় কোনো রকম প্রশ্নের জবাব দেয়া থেকে বিরত থাকে সে ফলে তার আচরণ পর্যবেক্ষণ করেই রিপোর্ট দেয়া হয়। তবে নিশ্চুপ একটি মেয়ে যে কিনা চেয়ারে বসে বুকের কাছে দু'হাত রেখে এদিক ওদিক শুধু তাকিয়ে গেছে তাকে কি দেখে কি মূল্যায়ন করা হলো সেটাও একেবারেই অস্পষ্ট। তবে একটা কথা নিশ্চিত করে বলা হয়েছিলো যে, তার মানসিক অবস্থা পুরোপুরি সুস্থ নয়। এর চিকিৎসা করা দরকার। রিপোর্টে তাকে সাইকিয়াট্রিক ট্রিটমেন্ট দেবার কথা বলা হয়।

তার ব্যক্তিগত রেকর্ড মূল্যায়ন করে মতামত দেয়া হয় *মদ্যপান আর*

মাদকাসক্ত *হবার ঝুঁকি আছে*, আর তার মধ্যে *নিজের প্রতি অবহেলাও প্রকট*। তার কেসবুকে *অর্ন্তমুখী, অসামাজিক, নিরাবেগ, অহংকারী, সাইকোপ্যাথিক, অসামাজিক আচরণ, অসহযোগীতাপরায়ণ* এবং *শিক্ষাগ্রহনের ব্যাপারে অনাগ্রহী* শব্দগুলো ঠাঁই পায়। যেকেউ তার কেসবুক পড়লে মনে করবে সালান্ডার একজন মাথামোটা মেয়ে। রাস্তায় টহল দেয়া পুলিশের ভাষ্য মতে তার বিরুদ্ধে আরেকটা অভিযোগ হলো তাকে নাকি *বিভিন্ন ধরণের পুরুষ* মানুষের সাথে ম্যারিয়াটোরগেট এলাকায় ঘুরতে দেখা যায়। তাকে আরেকবার পুলিশ পথে থামিয়ে তল্লাশী করতে গিয়ে বয়স্ক এক লোকের সাথে আবিষ্কার করেছিলো। ফলে এই আশংকা করা হয়েছিলো যে, সালান্ডার একজন পতিতা হিসেবে কাজ করছে হয়তো।

তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণকারী ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট যখন তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য উপনীত হয় তখন দেখা গেলো এর ফলাফল আগের মতোই। মেয়েটা অবশ্যই প্রবলেম চাইল্ড, ফলে কোর্ট নতুন কোনো সিদ্ধান্ত না দিয়ে তাকে আগের মেডিকেল রিপোর্ট মোতাবেক সাইকিয়াট্রিক ট্রিটমেন্টের জন্যে সুপারিশ করে।

কোর্টে যে সকালে হিয়ারিং হবার কথা সেদিন সালান্ডারকে সাইকিয়াট্রিক ক্লিনিক থেকে নিয়ে আসা হয়। তাকে দেখ মনে হয়েছিলো কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের একজন বন্দী : সেদিন তার আর কোনো আশা ছিলো না। আদালতে প্রথম যে লোকটিকে সে দেখতে পেয়েছিলো সে আর কেউ নয়, পামগ্রিন। তবে এবার আর সে তার ট্রাস্টি হিসেবে নয়, তার আইনজীবি হিসেবে উপস্থিত হয়েছে।

তাকে অবাক করে দিয়ে তাকে কোনা ইন্সটিটিউটে পাঠানোর তীব্র বিরোধীতা করে ভদ্রলোক। এসব কথা শুনে সে ভুরু কপালে তোলে নি, বরং গভীর মনোযোগের সাথে পামগ্রিনের বলা প্রতিটি কথা শুনে গেছে। ফিজিশিয়ান ডাক্তার জেসপার এইচ. লোডারম্যানকে দু'ঘণ্টা ধরে বেশ ভালোমতোই জেরা করেছিলো সে। তার কঠোর জেরার মুখে ডাক্তার স্বীকার করে যে সালান্ডার তাদেরকে কোনো পরীক্ষা করতে দেয় নি। তাদের অভিমত আসলে অনুমানের উপর ভিত্তি করে দেয়া হয়েছে।

পামগ্রিন তার হিয়ারিংয়ের শেষে বলেছিলো, সে আশংকা করছে তাকে কোনো ইন্সটিটিউটে রাখাটা হবে পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তেরও বরখেলাপ। সুতরাং এর বিকল্প কিছু খুঁজে বের করতে হবে।

আদালত সব শুনে অবশেষে এই বলে মত প্রকাশ করে যে, সালান্ডার অবশ্যই মানসিকভাবে ডিস্টার্ব তবে তার অবস্থা এতোটা খারাপ নয় যে তাকে সাইকিয়াট্রিক ক্লিনিকে রাখতে হবে। পক্ষান্তরে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের চেয়ারম্যান তাকে আবারো অভিভাবকের অধীনে রাখার সুপারিশ করে। আদালতের প্রধান হোলগার পামগ্রিনের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি দিয়ে

জানায়, সে-ই যখন সালন্ডারের বর্তমান ট্রাস্টি তার অধীনেই মেয়েটাকে দিয়ে দেয়া যেতে পারে। আদালত হয়তো ভেবেছিলো পামগ্রিন প্রস্তাবটা ফিরিয়ে দেবে কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে সে দায়িত্বটা মাথায় পেতে নেয়। যেনো ফ্রোকেন সালান্ডারের অভিভাবক হতে পেরে সে খুশিই হবে এমনই ছিলো তার ভাবসাব। তবে একটা শর্ত দেয় সে : "আমার প্রতি ফ্রোকেন সালান্ডারের অবশ্যই বিশ্বাস থাকতে হবে। সেই সাথে আমাকে যদি স্বেচ্ছায় তার অভিভাবক হিসেবে মেনে নেয় তাহলে আমি এই প্রস্তাবে রাজি হবো।"

পামগ্রিন তার দিকে তাকালে লিসবেথ সালান্ডার খুবই অবাক হয়। এর আগে কখনও কেউ তার মতামত জানতে চায় নি। অনেকক্ষণ ধরে সে হোলগার পামগ্রিনের দিকে চেয়ে থেকে অবশেষে মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিলো।

পাসগ্রিনের মধ্যে জুরি আর সোশ্যাল ওয়ার্কারের আজব এক মিশ্রণ ছিলো। প্রথমে তাকে রাজনৈতিকভাবে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডে একজন সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিলো। নিজের জীবনের প্রায় অর্ধেকটা সময় সে যুব সমাজের সমস্যা আর অবক্ষয় নিয়ে কাজ করে কাটিয়ে দিয়েছে। তার মধ্যে এক ধরণের প্রচ্ছন্ন শ্রদ্ধাবোধ আর বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব ছিলো। তারপরও সালান্ডারের সাথে কাজ করাটা ছিলো তার জন্য সবচাইতে কঠিন।

তাদের এই সম্পর্কটা এগারো বছর পর্যন্ত টিকে ছিলো। সালান্ডারের তেরোতম জন্মদিনের দিন, ক্রিসমাসের কিছু দিন আগে পামগ্রিনের বাড়িতে চলে আসে সে তার সাথে দেখা করার জন্য। পামগ্রিন প্রতিমাসে তার সাথে দেখা করতে যেতো, সে মাসে কোনো একটা কারণে আর যাওয়া হয় নি তার।

দরজা খুলতে পামগ্রিনের দেরি হওয়াতে সালান্ডার ড্রেনের পাইপ বেয়ে পাঁচতলা উপরে উঠে পড়ে। ঘরে ঢুকে দেখে মেঝেতে পড়ে আছে সে। তখনও জ্ঞান ছিলো তবে নড়াচড়া আর শব্দ করার ক্ষমতা ছিলো না। একটা অ্যাম্বুলেন্স ডেকে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় সালান্ডার। সে এতোটা ভয় পেয়েছিলো যে তার পেট পর্যন্ত গুলিয়ে এসেছিলো সে সময়। তিনদিন ধরে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের করিডোরে পড়ে ছিলো সে। পাহাড়াদার কুকুরের মতো পামগ্রিনকে চিকিৎসা করতে আসা ডাক্তার-নার্সদের কড়া নজরদারী করে। তার এই অবস্থা দেখে অবশেষে এক ডাক্তার তাকে একটা রুমে নিয়ে গিয়ে পামগ্রিনের সংকটজনক অবস্থার কথা তাকে বুঝিয়ে বলে। তার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছে। ডাক্তাররা চেষ্টা করে যাচ্ছে তার জ্ঞান ফেরানোর জন্য। তবে তাদের কাছে মনে হচ্ছে না জ্ঞান ফিরে আসবে। তার বয়স মাত্র চৌষট্টি। সালান্ডার কথাটা শুনে একটুও কাঁদে নি, এমনকি তার মুখের অভিব্যক্তি পর্যন্ত সামান্য বদলায় নি। সেই যে হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেলো আর ফিরে যায় নি সেখানে।

পাঁচ সপ্তাহ পর গার্ডিয়ানশিপ এজেন্সি সালান্ডারকে ডেকে পাঠায় তার নতুন

গার্ডিয়ানের সাথে মিটিং করার জন্য। প্রথমে সালান্ডার তাদের এই আহ্বানে সাড়া দেয় নি তবে পামগ্রিন তার মাথায় এটা ঢোকাতে পেরেছিলো যে প্রতিটি কাজেরই একটা পরিণাম ভোগ করতে হয়। তাদের ডাকে সাড়া না দিলে কি হবে সেটা বুঝতে পেরে সে সিদ্ধান্ত নেয় গার্ডিয়ারশিপ এজেন্সিকে নিজের ব্যবহারের মাধ্যমে বোঝাতে হবে তার উদ্যোগের ব্যাপারে সে যথেষ্ট সচেতন আর এতে তার পূর্ণ সম্মতিও আছে।

ফলে মিকাইল ব্লমকোভিস্টের উপর রিসার্চ বাদ দিয়ে ডিসেম্বরে সে হাজির হয় সেন্ট এরিকপ্লানে অবস্থিত বুরম্যানের অফিসে, সেখানে এক বয়স্ক মহিলা তাকে জানায় তার ফাইলটি এডভোকেট বুরম্যানের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সেই মহিলা তাকে ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করে তার দিনকাল কেমন যাচ্ছে। তার জবাবে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে এডভোকেট বুরম্যানের অধীনে দিয়ে দেয়া হয়।

সালান্ডার অবশ্য বুরম্যানকে পছন্দ করলো না। তার কেসবুকটা পড়ার সময় বুরম্যানকে সে ভালোভাবে দেখে নিয়েছে। বয়স : পঞ্চাশোর্ধ। হালকা পাতলা গড়ন। মঙ্গল আর শুক্রবারে টেনিস খেলে। মাথার সোনালি চুল খুব পাতলা। হুগো বস আফটার শেভ ব্যবহার করে। নীল রঙের সুট, লাল রঙের টাই পরে, সাথে সোনালি টাইপিন আর চকচকে কাফলিন যাতে এনইবি লেখা। স্টিল রিমের চশমা। বাদামী চোখ। তার সাইড টেবিলে রাখা ম্যাগাজিনগুলো দেখে বোঝা যায় তার প্রিয় শখ হলো শিকার করা আর শুটিং।

পামগ্রিনের সাথে তার দেখা হলে সে তাকে কফি খেতে দিয়ে আলাপ করতো। তার আচরণ যাইহোক না কেন, এমনকি অভিভাবকদের বাড়ি থেকে পালানোর পরও এর ব্যত্যয় ঘটতো না। কেবলমাত্র গামলা স্টানের ঐ ঘটনায় যখন তাকে ব্যাটারি দিয়ে চার্জ করা হয়েছিলো তখনই পামগ্রিন তার উপর একটু নাখোশ হয়েছিলো। *তুমি কি বুঝতে পারছো কি করেছো? তুমি আরেকজন মানুষকে আঘাত করেছো, লিসবেথ।* তার কথা শুনে মনে হয়েছিলো বয়স্ক কোনো শিক্ষক বুঝি কথা বলছে। তার সমস্ত উপদেশমূলক কথাবার্তা সে ধৈর্য ধরে এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দিয়েছিলো।

বুরম্যানের অবশ্য অতো প্যাচাল পাড়ার সময় নেই। সঙ্গে সঙ্গে সে তাকে জানায় যে, পামগ্রিন তার চুক্তির কিছুটা বরখেলাপ করেছে কারণ সালান্ডারকে নিজের আয়ে চলা এবং নিজের ঘরের কাজ নিজে করতে দিয়েছে সে। বুরম্যান তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আরম্ভ করে এরপর : *তুমি কি পরিমাণ আয় করো? তোমার আর্থিক রেকর্ডের একটি কপি আমি চাই। তুমি কার সাথে সময় কাটাও? তুমি কি মদ পান করো? তোমার চেহারায় যেসব রিং পরেছো সেটা কি পামগ্রিন তোমাকে পরতে দিয়েছে? তুমি কি পরিস্কারপরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে সচেতন?*

তোমার নিকুচি করি।

সমস্ত বাজে জিনিসগুলো ঘটার পর থেকেই পামগ্রিন তার ট্রাস্টি হিসেবে ছিলো। মাসে একবার সে সালান্ডারের সাথে মিটিং করতোই। কখনও কখনও মাসে দু'তিনবারও মিটিং করতো সে। লুন্ডাগাটানে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য চলে আসার পর তো পামগ্রিন তার প্রতিবেশীই হয়ে ওঠে, সে কয়েক ব্লক দূরে হর্নসগাটানে থাকতো। ঐ সময়টাতে তাদের প্রায়ই দেখা হোতো, কাছের কোনো ক্যাফে'তে বসে প্রায়ই কফি খেতো তারা। পামগ্রিন কখনওই জোর করে কিছু চাপিয়ে দিতো না। তার কয়েকটা জন্মদিনে কিছু উপহারও নিয়ে এসেছিলো সে। ওদিকে সালান্ডার চাইলে যেকোনো সময় পামগ্রিনের সাথে দেখা করার জন্য তার বাড়িতে যেতে পারতো। তার জন্য পামগ্রিনের দরজা সব সময়ই খোলা থাকতো তবে এই সুযোগটা সে খুব কমই নিয়েছে। সালান্ডার যখন সোডারে চলে এলো তখন নিজের মায়ের সাথে দেখা করে পামগ্রিনের সাথে ক্রিসমাস ইভের সময়টা কাটাতো। তারা ক্রিসমাস হ্যাম খাওয়ার পর দাবা খেলে সময় কাটাতো। এই খেলাটায় তার কোনো আগ্রহ না থাকলেও খেলার নিয়মকানুন শেখার পর থেকে আর কখনই হারে নি। পামগ্রিন একজন বিপত্নীক তাই সালান্ডার মনে করতো লোকটার ছুটির দিনের একাকীত্ব ঘোচানো তার দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে।

এটাকে সে তার ঋণ মনে করতো, আর নিজের ঋণ শোধ করার ব্যাপারে সব সময়ই সচেষ্ট ছিলো সে।

পামগ্রিন লুন্ডাগাটানে তার মায়ের অ্যাপার্টমেন্টটি সালান্ডারের কাছে সাবলেট দিয়েছিলো যতোদিন না তার নিজের থাকার কোনো জায়গা ব্যবস্থা করেছিলো সে। অ্যাপার্টমেন্টটি যে খুব ভালো অবস্থায় ছিলো তা বলা যাবে না তবে নিদেনপক্ষে মাথার উপর একটা ছাদ তো ছিলো, সেটাই বা কম কিসের।

এখন পামগ্রিন নেই, সমাজের সাথে তার গাটছড়া বাধার আরেকটি অবলম্বন ছিঁড়ে গেলো বলা যায়। নিলস বুরম্যান একেবারেই ভিন্নরকম একজন মানুষ। তার বাড়িতে তার সঙ্গে কোনোভাবেই ক্রিসমাস ইভ কাটানো যাবে না। তার হ্যান্ডেলসব্যাঙ্কেনে যে একাউন্টটা আছে সেটার ব্যাপারে নতুন একটা নিয়ম জারি করেছে বুরম্যান। পামগ্রিন কখনও তার টাকা-পয়সা নিয়ে মাথা ঘামাতো না। নিজের খরচ নিজেই করতো সে, টাকা বেচে গেলে সেটা জমাতেও পারতো।

বুরম্যানের সাথে ক্রিসমাসের এক সপ্তাহ আগে তার মিটিংটার জন্য সে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলো। সেই মিটিংয়ে শুরুতেই সে বলে দেয় পামগ্রিন কখনও তার নিজের ব্যাপারে নাক গলাতো না।

"এটাই তো একটা সমস্যা," তার কেসবুকে টোকা মেরে বললো বুরম্যান। এরপর গার্ডিয়ারশিপের ব্যাপারে সরকারের নিয়মকানুন আর নীতিমালা সম্পর্কে লম্বা একটা বক্তৃতা দিলো সে। "তোমাকে সে মুক্তভাবে সব কিছু করতে দিয়েছে। ভেবে পাই না সে এটা কি করে করলো।"

কারণ উনি একজন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট ছিলেন, যিনি সারাটা জীবন কাজ করে গেছেন সমস্যায় জর্জরিত শিশু-কিশোরদের নিয়ে।

"আমি আর বাচ্চা নই," বললো সালান্ডার যেনো এটাই সব কিছুর জবাব।

"তা ঠিক। তুমি আর শিশু নও। তবে আমাকে তোমার অভিভাবক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, সুতরাং যতোদিন আমি তোমর অভিভাবক থাকবো ততোদিন তোমার অর্থনৈতিক আর আইনগত ব্যাপারে আমার দায় দায়িত্ব থাকবে।"

তার নামে একটা নতুন একাউন্ট খুলে দিলো সে। আর তাকে সেটা মিল্টন-এর পারসোনেল অফিসে রিপোর্ট করে এখন থেকে সেই একাউন্টেই সব ধরণের লেনদেন করতে হবে ব'লে বলা হলো। ভালো দিনগুলোর সমাপ্তি হলো। ভবিষ্যতে বুরম্যানই তার সমস্ত বিল পরিশোধ করবে আর তাকে মাসে কিছু হাতখরচের টাকাও দেয়া হবে। সালান্ডারকে আরো জানিয়ে দেয়া হলো যাবতীয় খরচের রিসিপ্ট যেনো তার কাছে জমা দেয়া হয়। মাসে ১৪০০ ক্রোনার পাবে সালান্ডার—"খাবার, কাপড়চোপড়, সিনেমা দেখা এরকম কাজের জন্য।"

সালান্ডার বছরে ১৬০০০০ ক্রোনারেরও বেশি আয় করে। আরমানস্কির প্রস্তাব দেয়া সবগুলো অ্যাসাইনমেন্ট গ্রহণ করে ফুলটাইম কাজ করলে এর দ্বিগুন আয় করতে পারবে সে। তবে তার খরচ খুব একটা বেশি হয় না তাই বেশি বেশি আয় করারও দরকার পড়ে না। তার অ্যাপার্টমেন্টের মাসিক ভাড়া ২০০০ ক্রোনার, ফলে তার যে আয় সেটা থেকে খরচ করার পরও ৯০০০০ ক্রোনার জমাতে পেরেছে সেভিংস একাউন্টে। এখন আর ঐ একাউন্টটা সে ইচ্ছেমতো চালাতে পারবে না।

"আমি তোমার সব ধরণের আর্থিক ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত বলে এটা করা হয়েছে," বললো সে। "তোমাকে ভবিষ্যতের জন্য টাকা-পয়সা জমিয়ে রাখতে হবে। তবে এ নিয়ে চিন্তা কোরো না, আমার কাছে সেটা ভালোমতোই থাকবে।"

বানচোত, আমি দশ বছর বয়স থেকে নিজের সব কিছু নিজে নিজেই করি!

"সোশ্যাল টার্ম অনুযায়ী তোমার কাজকর্ম ভালো হচ্ছে বলে তোমাকে কোনো ইন্সটিটিউটে পাঠানো হচ্ছে না, তারপরও তোমার প্রতি এই সমাজেরও কিছু দায়িত্ব আছে।"

মিল্টন সিকিউরিটি তাকে কি ধরণের কাজ দিয়ে থাকে সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলো। নিজের কাজকর্মের ব্যাপারে বেশ ভালোমতোই মিথ্যে বলে গেলো সে। মিল্টন সিকিউরিটিতে সে কফি বানায় আর চিঠিপত্র বিলিবণ্টন করে। তার মতো অলস আর অকর্মরা জন্য এরকম কাজই ভালো। মনে হলো তার এই জবাব শুনে বেশ সন্তুষ্ট হলো বুরম্যান।

সালান্ডার জানে না সে কেন মিথ্যে বললো তবে সে নিশ্চিত তার এই সিদ্ধান্তটি খুবই বুদ্ধিদীপ্ত।

ব্লমকোভিস্ট প্রায় পাঁচ ঘণ্টা কাটালো ভ্যাঙ্গারের সাথে। ভ্যাঙ্গার পরিবারের সবার নাম আর কার সাথে কার কি সম্পর্ক সেটা টাইপ করে লিখে রাখতে মঙ্গলবারের পুরো রাত লেগে গেলো। তার পরিবারের সম্পর্কে যেসব কথা শোনা যায় তারচেয়ে ভ্যাঙ্গারের বলা কাহিনীটা একেবারেই ভিন্ন।

ব্লমকোভিস্ট নিজেকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিলো তার আসল কাজ ভ্যাঙ্গার পরিবারের ইতিহাস লেখা নয়, তার আসল কাজ হলো হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গারের কি হয়েছিলো সেটা খুঁজে বের করা। ভ্যাঙ্গার পরিবারের ইতিহাস আসলে মুখ্য ব্যাপার নয় এখানে। এক বছর পর তার সাথে করা ভ্যাঙ্গারের চুক্তিটি শেষ হয়ে গেলে তাকে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দেয়া হবে। তবে সে মনে করে তার আসল পুরস্কার হলো ওয়েনারস্ট্রম সম্পর্কে মূল্যবান কিছু তথ্য, যা কিনা মিঃ ভ্যাঙ্গারের দাবি অনুযায়ী তার কাছে রয়েছে। ভ্যাঙ্গারের কাছ থেকে তার পরিবার সম্পর্কে কিছু জানার পর এখন আর মনে হচ্ছে না একটা বছর খামোখাই গচ্চা যাবে। ভ্যাঙ্গার পরিবারের উপর একটি বই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু হবে। সোজা কথায় এটা হবে চমকপ্রদ একটি গল্প।

হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গারের খুনির ব্যাপারে তার মনে কোনো সন্দেহ নেই–তার ধারণা তাকে হত্যা করা হয়েছে, নিছক কোনো দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয় নি। ভ্যাঙ্গারের সাথে ব্লমকোভিস্ট একমত পোষণ করেছে। কোনো ষোলো বছরের মেয়ের পক্ষে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে সব ধরণের সরকারী বেসরকারী লোকজনের চোখের আড়ালে থেকে ছত্রিশ বছর কাটিয়ে দেয়া প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার। আবার মিঃ ভ্যাঙ্গার হ্যারিয়েটের বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটাও বাতিল করে দেয় নি। হয়তো সে স্টকহোমের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিলো, এরপর তার কপালে খারাপ কিছু ঘটে–মাদকাসক্তি, পতিতাবৃত্তি, ধর্ষণ কিংবা নিছকই কোনো দুর্ঘটনা।

তবে ভ্যাঙ্গার মনে করে হ্যারিয়েটকে খুন করা হয়েছে আর সেটা করেছে তার নিজের পরিবারেরই কেউ–সম্ভবত বাইরের কারো সহায়তায়। তার এই যুক্তির পেছনে একটা বড় কারণ হলো হ্যারিয়েট এমন সময় নিখোঁজ হয়েছে যখন তাদের আইল্যান্ডটা দুর্ঘটনার জন্য বিচ্ছিন্ন ছিলো, ওরকম একটা হট্টগোলের সময় সবাই ছিলো ব্যস্ত।

তার এই কাজটার মূল উদ্দেশ্য যদি একটি হত্যারহস্য উদঘাটন হয়ে থাকে তাহলে বার্গার ঠিকই বলেছে। তার মতে এই কাজটা নেবার কোনো যুক্তিই নেই। এটা সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন মানুষও বুঝতে পারবে। তবে ব্লমকোভিস্ট এখন দেখতে পাচ্ছে এই পরিবারে হ্যারিয়েটের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে হেনরিক ভ্যাঙ্গারের বেলায় এটি বেশি প্রযোজ্য। তার অভিযোগ সত্যি হোক মিথ্যে হোক, নিজের পরিবারের বিরুদ্ধে ভ্যাঙ্গারের

এই অভিযোগ তার পরিবারের ইতিহাসের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। এই অভিযোগটি বিগত ত্রিশ বছর ধরে প্রায় প্রকাশ্যেই করা হচ্ছে। এরফলে পরিবারের মধ্যে এক ধরণের অনৈক্য আর অবিশ্বাসের আবহ গড়ে ওঠে যার পরিণতিতে বিশাল শিল্পপরিবারের আজ এই ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা। হ্যারিয়েটের নিখোঁজ হবার রহস্য উদঘাটন করা যেমন পুরনো একটি অমীমাংসিত বিষয়ের মীমাংসা করা হবে সেই সাথে ভ্যাঙ্গার পরিবারের সঠিক ইতিহাস লিখতেও এটা সহায়ক হবে। এই ঘটনা বাদ দিয়ে কিংবা রহস্যটা সমাধান না করে ভ্যাঙ্গারদের ইতিহাস লেখাটা যথার্থ হবে না। প্রচুর তথ্য উপাত্ত আছে তাদের পরিবারের উপর। এখন সহজ একটি প্রশ্ন–তার প্রথম কাজ কি হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গারের রহস্য সমাধান করা নাকি ভ্যাঙ্গার পরিবারের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা। ঐ দিন ভ্যাঙ্গারের সাথে প্রথম দীর্ঘ আলাপের পর এই হলো সারবত্তা।

তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা প্রায় একশ'র মতো। এতো বড় পরিবার যে তাকে তার আই-বুকে একটি ডাটাবেইজ তৈরি করতে হলো। সে নোটপ্যাড প্রোগ্রাম (www.ibrium.se) ব্যবহার করলো, রয়্যাল টেকনিক্যাল কলেজের দু'জন এটা তৈরি করেছে ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজমের জন্য। ডাটাবেইজে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের তথ্য ইনপুট করে রাখলো সে।

তাদের পরিবারের বৃক্ষটি ষোড়শ শতাব্দীতে প্রোথিত। তখন এদের নাম ছিলো ভ্যাঙ্গিয়ারসাড। ভ্যাঙ্গারদের মতে তাদের পরিবারের নামটি সম্ভবত ডাচ ভ্যান গিয়ারস্টাট থেকে উদ্ভুত হয়েছে। সেটা যদি হয়ে থাকে তাহলে এই পরিবারের উৎস বারো শতক পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে।

আধুনিককালে পরিবারটি এসেছে উত্তর ফ্রান্স থেকে, উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা জ্যঁ ব্যাপস্তিত বার্নাদোত্তের সাথে সুইডেনে চলে আসে তারা। আলেকজান্ডার ভ্যাঙ্গিয়ারসাড একজন সৈনিক ছিলো, রাজার সাথে তার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিলো না। তবে একটা গ্যারিসনের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলো সে। ১৮১৮ সালে তার কাজের স্বীকৃতি হিসেবে তাকে হেডেবি এস্টেটটা দিয়ে দেয়া হয়। আলেকজান্ডার ভ্যাঙ্গিয়ারসাড নিজেও বেশ উপার্জন করেছিলো, নরল্যান্ডের প্রচুর বনজঙ্গল কিনে ফেলে সে। তার ছেলে এড্রিয়ার ফ্রান্সে জন্মালেও বাবার নির্দেশে সে হেডেবির নরল্যান্ডের প্রত্যন্ত বনভূমি অঞ্চলে এসে বসবাস করতে শুরু করে। পুরো এস্টেটের দায়িত্ব বুঝে নেয়। বনাঞ্চলে কৃষিকাজ প্রর্বতন করে সে, ইউরোপ থেকে নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আসে। হেডেস্টাডে কাগজ আর মণ্ড তৈরির কারখানার সূত্রপাতও ঘটে তার হাতে। আর এই পেপারমিলকে কেন্দ্র করেই শিল্পপরিবার হিসেবে ভ্যাঙ্গার পরিবারের যাত্রা শুরু হয় এবং তৈরি করা হয় হেডেস্টাড নামের এলাকাটি।

আলেকজান্ডারের নাতির নাম হেনরিক, সে-ই নিজের পারিবারিক পদবী

সংক্ষেপ করে ভ্যাঙ্গার করে। রাশিয়ার সাথে সে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করে, ছোটোখাটো একটি বাণিজ্যিক ফ্লিট তৈরি করে বাল্টিক আর জার্মানির সাথেও ব্যবসা আরম্ভ করে সে। ১৮০০ সালের দিকে ইংল্যান্ডের সাথে স্টিল ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন করে হেনরিক। বড় হেনরিক বিভিন্ন ধরণের ব্যবসাবাণিজ্য করার পাশাপাশি আধুনিক খনি ব্যবসারও প্রচলন করে। তার ছিলো দু'ছেলে, বার্জার এবং গটফ্রিড। তারাই পরবর্তীতে ভ্যাঙ্গার পরিবারকে আরো অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়। দেশের সবচাইতে বড় শিল্পপরিবার হিসেবে ভ্যাঙ্গারদের প্রতিষ্ঠিত করে তারা।

"তুমি কি পুরনো উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে কিছু জানো?" জানতে চাইলো ভ্যাঙ্গার।

"না।"

"আমি নিজেও খুব একটা ভালো জানি না। আমাদের পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী বার্জার আর গটফ্রিড বেড়ালের মতো লড়াইয়ে লিপ্ত হয়–তাদেরকে আমাদের পরিবারের ক্ষমতা আর প্রভাব নিয়ে ঐতিহাসিক লড়াইয়ের দু'জন কিংবদন্তী বলতে পারো। তাদের এই লড়াইয়ে আমাদের পুরো সাম্রাজ্যটা হুমকির মুখে পড়ে গিয়েছিলো। এ কারণে আমার বাবা মৃত্যুর কিছুদিন আগে একটা সিস্টেম প্রবর্তন করে যান–যেখানে পরিবারের সব সদস্য উত্তরাধিকার সূত্রে ব্যবসার একটি অংশ লাভ করবে। সন্দেহ নেই এর উদ্দেশ্য ছিলো মহৎ, তবে এর ফলে দক্ষ লোকজন আর বাইরে থেকে সম্ভাব্য পার্টনারদের আগমন বন্ধ হয়ে গেলো, বোর্ডে শুধু পরিবারের সদস্যরাই থাকলো।"

"আজ পর্যন্ত সেটা বহাল আছে?"

"একেবারে আগের মতোই আছে। পরিবারের কোনো সদস্য যদি তার অংশের শেয়ার বিক্রি করতে চায় তো তাকে পরিবারের মধ্যেই থাকতে হবে। বর্তমানে শেয়ার হোল্ডারদের বার্ষিক মিটিংয়ে ৫০ শতাংশই পরিবারের সদস্য। মার্টিনের অধীনে ১০ শতাংশেরও বেশি শেয়ার আছে। কিছু শেয়ার মার্টিন আর অন্যদের কাছে বিক্রি করে দেয়ার পর আমার বর্তমান শেয়ারের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫ শতাংশের মতো। আমার ভাই হেরাল্ড ৭ শতাংশের মালিক। শেয়ার হোল্ডারদের মিটিংয়ে বাকি যারা আসে তাদের শেয়ারের পরিমাণ এক থেকে দেড় শতাংশের বেশি হবে না।"

"মধ্যযুগীয় কাজকারবার বলে মনে হচ্ছে।"

"এটা একেবারেই হাস্যকর। এর মানে বর্তমানে মার্টিন যদি কোনো পলিসি প্রণয়ন করতে চায় তাহলে তাকে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ শেয়ার হোল্ডারদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে লবিং করতে হবে। এটা আসলে পুরো ব্যবসার মধ্যে নোংরা রাজনীতি চালু করে দিয়েছে।"

ভ্যাঙ্গার তার ইতিহাস বলতে শুরু করলো :

"গটফ্রিড ভ্যাঙ্গার নিঃসন্তান হিসেবে ১৯০১ সালে মারা যান। সত্যি কথা বলতে কি তার চার চারটি মেয়ে ছিলো তবে ঐসব দিনে মেয়েদের হিসেবের মধ্যে রাখা হোতো না। তারাও শেয়ার পেতো তবে সেটা তার পরিবারের পুরুষ যদি তাদের নামে লিখে দিয়ে যেতো তখন। বিংশ শতাব্দীতে নারীদের ভোটাধিকার অর্জনের আগে তারা বোর্ড মিটিংয়ে পর্যন্ত উপস্থিত থাকতে পারতো না।"

"খুবই উদার ব্যাপার স্যাপার।"

"ব্যঙ্গ করার কোনো দরকার নেই। ঐ সময়গুলো খুব কঠিন ছিলো। গটফ্রিডের ভাই বার্গারের ছিলো তিন ছেলে : জোহান, ফ্রেডরিক আর গিডিওন ভ্যাঙ্গার। তারা সবাই উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জন্মেছিলো। গিডিয়নকে আমরা বাদ দিতে পারি কারণ সে তার সমস্ত শেয়ার বিক্রি করে দিয়ে আমেরিকায় চলে যায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য। এখনও সেখানে আমাদের পরিবারের শাখা রয়েছে। জোহান আর ফ্রেডরিক মিলে আমাদের এই কোম্পানিকে আধুনিক একটি কোম্পানিতে পরিণত করে।"

ভ্যাঙ্গার একটা ছবি বের করে ব্লমকোভিস্টকে দেখালো, যাদের সম্পর্কে কথা বলছে এটা তাদেরই ছবি। ১৯০০ সালের প্রথম দিকে তোলা। শক্ত চোয়ালের দু'জন মানুষ কোনো রকম হাসি হাসি মুখ না করেই ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

"জোহান ভ্যাঙ্গার ছিলো আমাদের পরিবারের একজন জিনিয়াস। একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলো সে, নিজের কিছু আবিষ্কার নিয়ে ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ করেন তিনি। তার কারণেই স্টিল আর আয়রন আমাদের ব্যবসার মূল ভিত্তি হয়ে ওঠে। তবে পরবর্তীতে টেক্সটাইল ব্যবসার দিকেও ঝুঁকে পড়েন তিনি। জোহান ১৯৫৯ সালে মারা যান। তার তিন মেয়ে ছিলো : সোফিয়া, মারিট আর ইনগ্রিড। তারাই আমাদের কোম্পানির প্রথম নারী শেয়ার-হোল্ডার হয়, বার্ষিক মিটিংয়ে উপস্থিত হওয়া প্রথম নারীও তারাই।"

"অন্য ভাই ফ্রেডরিক ভ্যাঙ্গার আমার বাবা হন। তিনি একজন ব্যবসায়ী আর ইন্ডাস্ট্রি লিডার ছিলেন, জোহানের আবিষ্কারগুলো ব্যবহার করে প্রচুর মুনাফা করার ব্যবস্থা তিনিই করেন। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত উনি বেঁচে ছিলেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি কোম্পানিতে সক্রিয় ছিলেন, যদিও শেষের দিকে, মানে পঞ্চাশের দশকে নিত্যদিনের কাজকারবার আমার উপরেই দিয়ে দিয়েছিলেন।"

"জোহানের একটি মাত্র মেয়ে ছিলো।" বিশাল বক্ষা আর বড়সড় টুপি পরা এক মহিলার ছবি দেখালো ভ্যাঙ্গার। "আর আমার বাবা ফ্রেডরিকের শুধুমাত্র ছেলে সন্তান ছিলো। আমরা পাঁচ ভাই। রিচার্ড, হেরাল্ড, গ্রেগর, গুস্তাভ আর আমি।"

কয়েকটি এ-ফোর সাইজের কাগজ টেপ দিয়ে লাগিয়ে নিয়ে তার উপর পরিবারের বৃক্ষটি আঁকলো ব্লমকোভিস্ট। ১৯৬৬ সালে হেডেবিতে তাদের পরিবারের যেসব সদস্য উপস্থিত হয়েছিলো তাদের সবার নামের নীচে দাগ দিয়ে রাখলো সে। এদের মধ্যেই কেউ হয়তো হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গারের নিখোঁজ হওয়ার সাথে জড়িত।

বারো বছরের নীচে শিশুদের অবশ্য তালিকা থেকে বাদ দিলো। সন্দেহভাজনের সংখ্যা অনেক কমিয়ে আনতে হবে। কিছুক্ষণ ভাবার পর তালিকা থেকে হেনরিক ভ্যাঙ্গারকেও বাদ রাখলো সে। যদি সে তার ভায়ের মেয়ের নিখোঁজ হবার সাথে জড়িত থেকে থাকে তবে লোকটা বিগত ছত্রিশ বছর ধরে মনোবৈকল্যে ভুগছে বলে ধরে নেয়া হবে। কোনো সাইকোপ্যাথ ছাড়া এ কাজ করা সম্ভব নয়। ভ্যাঙ্গারের মা ঐ সময়টাতে একাশি বছরের বৃদ্ধা ছিলেন, সঙ্গত কারণে তাকেও বাদ দেয়া হলো। বাকি থাকলো তেইশজন পারিবারিক সদস্য, ভ্যাঙ্গারের মতে তাদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে আসল খুনি। তবে এই তালিকার সাতজন ইতিমধ্যে মারা গেছে আর বেশ কয়েকজনের বয়স হয়ে গেছে অনেক বেশি।

হ্যারিয়েটের নিখোঁজ হবার পেছনে যে পরিবারের কোনো সদস্য জড়িত ভ্যাঙ্গারের এমন ধারণার সাথে একমত পোষণ করতে ইচ্ছুক নয় ব্লমকোভিস্ট। সন্দেহভাজনের তালিকায় আরো অনেককে রাখতে হবে।

১৯৬২ সালের বসন্তকাল থেকে ডার্চ ফ্রোডি একজন আইনজীবি হিসেবে ভ্যাঙ্গারের সাথে কাজ করছে। পরিবারের সদস্য ছাড়া হ্যারিয়েটের নিখোঁজ হবার সময় বাড়ির কাজের লোক কারা ছিলো? গুনার নিলসন–সে কোনো অ্যালিবাই হতে পারে আবার নাও হতে পারে–তার বয়স তখন মাত্র উনিশ ছিলো সে সময়, তার বাবা ম্যাঙ্গাস সম্ভবত হেডেবিতেই ছিলো তখন, ঠিক যেমনটি ছিলো আর্টিস্ট নরম্যান আর যাজক ফক। ফক কি বিবাহিত ছিলো? ওস্টারগার্ডেনের কৃষক আরোনসন আর তার ছেলে জার্কার আরোনসন আইল্যান্ডেই থাকতো, হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার যেখানে বেড়ে উঠেছিলো তার খুব কাছেই থাকতো তারা–তাদের মধ্যে কি ধরণের সম্পর্ক ছিলো? আরোনসন কি তখন বিবাহিত ছিলো? ঐ সময়টাতে কি ফার্মে আরো অনেক লোকজন ছিলো?

ব্লমকোভিস্ট সবার নাম লিখে রাখার পর দেখা গেলো মোট সংখ্যা চল্লিশ জনের মতো দাঁড়ালো। রাত ৩:৩০ বাজে, থার্মোমিটার বলছে মাইনাস ৬ ডিগ্রি। বেলমাঙ্গসগাটানের নিজের বিছানায় গিয়ে ঘুমানোর জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলো সে।

টেলিয়া ফোন কোম্পানি থেকে একজন লোক এসে তার ঘুম ভাঙালো। ১১টার দিকে লোকটা কাজ শুরু করলেও তার ভাবসাব দেখে মনে হলো না সে পেশাদার একজন লোক। বরং তার নিজের ফোনটাও কাজ করলো না। মাথা মোটা লোকটা নিজের অফিসে পর্যন্ত ফোন করলো না।

যাইহোক শেষ পর্যন্ত ফোন লাইনটা চালু করা হলো। ব্লমকোভিস্ট তার মেইল খুলতেই দেখতে পেলো ৩৫০ টি মেসেজ জমা হয়েছে গত এক সপ্তাহে। এক ডজনের মতো সেভ করে বাকিগুলো ডিলিট করে দিলো কারণ ওগুলো স্পাম অথবা সাবস্ক্রাইবার মেইল। প্রথম ই-মেইলটা এসেছে demokrat88@yahoo.com থেকে : *বসে বসে ধন চোষো, শালার বানচোত শুয়োর।* সে এটা 'বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচনা' নামের একটা ফোল্ডার তৈরি করে সেভ করে রাখলো।

এরিকা বার্গারকে সে মেইল করলো : "হাই রিকি। শুধু বলতে চাচ্ছিলাম আমার নেট কানেকশান চালু হয়ে গেছে, ক্ষমা করতে পারলে যখন খুশি যোগাযোগ কোরো। হেডেবি জায়গাটা একবোরে গ্রামীণ একটি এলাকা। বেড়াতে আসার জন্য আমন্ত্রণ রইলো। এম।"

লাঞ্চটাইমে আই-বুক আর ব্যাগটা হাতে নিয়ে সুসানের বৃজ ক্যাফে'তে চলে এলো সে। বসলো ক্যাফের একেবারে কোণের একটা টেবিলে। সুসান তার জন্য কফি আর স্যান্ডউইচ নিয়ে এলে তার কম্পিউটার দেখে ভুরু কুচকে তাকিয়ে জানতে চাইলো সে কি কাজ করে। এই প্রথম ব্লমকোভিস্ট নিজের কভার স্টোরিটা বললো কাউকে। কথাটা শুনে খুশি হলো মহিলা, তাকে তাড়া দিলো আসল সত্য জানতে চাইলে যেনো তার সাথে যোগাযোগ করে সে।

"আমি তো পয়ত্রিশ বছর ধরে ভ্যাঙ্গারদের সেবা করে আসছি। তাদের পরিবারের প্রায় সব গালগল্পই আমার জানা," কথাটা বলেই তাড়াহুড়া করে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলো সুসান। বাচ্চা-কাচ্চা, নাতি-নাতনিদের নিয়ে–যাদেরকে সে সন্দেহভাজনের তালিকায় রাখে নি–ফ্রেডরিক আর জোহান ভ্রাতৃদ্বয়ের বংশধরের সংখ্যা বর্তমানে পঞ্চাশজনের মতো হবে। পরিবারটির বেশিরভাগ সদস্যই বেশ দীর্ঘ আয়ুর অধিকারী। ফ্রেডরিক ভ্যাঙ্গার আটাত্তুর বছর বেঁচেছিলেন, তার ভাই জোহান বাহাত্তুর বছর। ফ্রেডরিকের ছেলেরা এখনও বেঁচে আছে। হেরাল্ডের বয়স বিরানব্বই আর হেনরিকের বিরাশি।

ব্যাতিক্রম কেবল গুস্তাভ, মাত্র সাইত্রিশ বছর বয়সে ফুসফুসের এক রোগে সে মারা যায়। ভ্যাঙ্গার তাকে বলেছে গুস্তাভ নাকি সব সময় নিজের মতো জীবনযাপন করতো। বছরের বেশিরভাগ সময় অসুস্থ থাকতো সে। পরিবারের বাকিদের সাথে সে একেবারেই খাপ খেতো না। বিয়ে করে নি তাই বাচ্চাকাচ্চাও ছিলো না।

বাকি যারা অল্প বয়সে মারা গেছে তারা অসুখবিসুখে মারা যায় নি, তাদের মৃত্যুর কারণ ছিলো অন্য কিছু। রিচার্ড ভ্যাঙ্গার মাত্র তেত্রিশ বছরে মারা যান উইন্টার যুদ্ধে। হ্যারিয়েটের বাবা গটফ্রিড মেয়ের নিখোঁজ হবার এক বছর আগে পানিতে ডুবে মারা যান। আর হ্যারিয়েট নিজে নিখোঁজ হয় মাত্র ষোলো বছর বয়সে। পরিবারের নির্দিষ্ট কয়েকজনের অদ্ভুত মৃত্যুগুলো নোট করে রাখলো মিকাইল–দাদা, বাবা আর কন্যা; সবাই দুর্ভাগ্যের শিকার। রিচার্ডের বেঁচে থাকা একমাত্র বংশধর মার্টিন ভ্যাঙ্গারের বয়স চুয়ান্ন, তবে সে এখনও বিয়ে করি নি। হেনরিক ভ্যাঙ্গার বলেছে তার এই ভাতিজার সাথে হেডেস্টাডের এক মহিলার সম্পর্ক আছে।

পারিবারিক বৃক্ষের উপর দুটো ফ্যাক্টর লিখে রাখলো ব্লমকোভিস্ট। প্রথমটি হলো কোনো ভ্যাঙ্গার ডিভোর্স অথবা পুণরায় বিয়ের পথে পা বাড়ায় নি, এমনকি নিজেদের স্ত্রী কিংবা স্বামী অল্পবয়সে মারা গেলেও। পরিসংখ্যানের দিক থেকে দেখলে সেটা কতোটা কমন সেটা নিয়ে ভাবলো। দু'বছর ধরে সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গার স্বামীর সাথে সেপারেশনে আছে, তবে এখনও তাদের মধ্যে ডিভোর্স হয় নি।

অন্য ব্যাপারটা হলো, ফ্রেডরিকের বংশধরেরা যেখানে পারিবারিক ব্যবসায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে এবং হেডেস্টাডের আশেপাশেই বসবাস করেছে সেখানে জোহানের বংশধর অর্থাৎ তার একমাত্র কন্যা বিয়ে করে স্টকহোম, মামো, গোথেবর্গ অথবা অন্য কোথাও চলে গেছে। তারা কেবল গ্রীষ্মকালে কিংবা গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক মিটিংয়ে উপস্থিত হবার জন্য হেডেস্টাডে আসে। ব্যাতিক্রম কেবল একজন, ইনগ্রিড ভ্যাঙ্গার, যার ছেলে গুনার কার্লম্যান বসবাস করে হেডেস্টাডে। *হেডেস্টাড কুরিয়ার*-এর চিফ এডিটর সে।

একজন প্রাইভেট ডিটেক্টিভ হিসেবে ভাবলে ভ্যাঙ্গার মনে করে হ্যারিয়েটের হত্যার পেছনে যে মোটিভ সেটা সম্ভবত তাদের কোম্পানির গঠনের মধ্যেই নিহিত আছে। আগেই সে জানিয়েছিলো হ্যারিয়েট তার কাছে স্পেশাল কিছু ছিলো। হেনরিক ভ্যাঙ্গারের কোনো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যেও হয়তো এটা করা হয়ে থাকবে, কিংবা হ্যারিয়েট হয়তো এমন কোনো স্পর্শকাতর তথ্য জেনে গিয়েছিলো যার সাথে কোম্পানির সম্পর্ক আছে, ফলে তাকে হুমকি মনে করে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। এগুলো হলো অনুমান। যে ত্রিশজন সন্দেহভাজনের তালিকা করা হয়েছে কোম্পানিতে তাদের সবারই স্বার্থ রয়েছে।

ব্লমকোভিস্টের সাথে ভ্যাঙ্গারের যে কথাবার্তা হয়েছে তাতে করে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শুরুতে বৃদ্ধ তার পরিবারের অনেক সদস্যের বিরুদ্ধে যে বিষোদগার করেছিলো সেটা খুব অদ্ভুত মনে হয়েছিলো ব্লমকোভিস্টের কাছে। সে ভেবেছিলো হয়তো হ্যারিয়েটের নিখোঁজ হবার ঘটনায় বুড়ো সন্দেহবশত তার পরিবারের অনেকের বিরুদ্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করা শুরু করেছিলো। তবে

এখন বুঝতে পারছে ভ্যাঙ্গার একেবারে নিরপেক্ষ আর বেশ ভদ্রভাবেই এসব মূল্যায়ণ করেছে।

সবার কাছে এ পরিবারটি সামাজিক আর আর্থিকভাবে সফল একটি পরিবার হিসেবেই চিহ্নিত। কিন্তু আদতে এটা একেবারেই অকার্যকর পরিবার।

হেনরিক ভ্যাঙ্গারের বাবা একজন শীতল আর কম অনভূতিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন, জন্ম দেবার পর পরই নিজের সন্তানদের সমস্ত ভরণপোষণ আর ভালোমন্দ ছেড়ে দেন স্ত্রীর হাতে। ষোলো বছরের আগে তার সন্তানেরা নিজের বাবাকে শুধুমাত্র পারিবারিক কিছু বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া খুব একটা চোখেও দেখতে পায় নি। তার বাবা তার দিকে স্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন কখনও এরকম কোনো স্মৃতি হেনরিক ভ্যাঙ্গারের নেই। বরং ছেলেকে তিনি মাঝেমধ্যেই তীব্র সমালোচনা করতেন, বলতেন অকর্মা আর অযোগ্য। প্রায়শই শারিরীকভাবে সন্তানদের মারপিটও করতেন তিনি যদিও সেসবের কোনো দরকারই ছিলো না। পরবর্তীতে ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশনে সাফল্যজনক অবদান রাখার পরই জীবনে প্রথমবারের মতো বাবার কাছ থেকে স্বীকৃতি পেয়েছিলো হেনরিক।

তার বড় ভাই রিচার্ড অবশ্য বিদ্রোহ করেছিলো। কোনো একটা বিষয় নিয়ে বাবা ছেলের মধ্যে বাদানুবাদের পর সে পড়াশোনার জন্য উপসালায় চলে যায়। কী বিষয় নিয়ে তাদের এই বাদানুবাদ সেটা তারা কখনই জানতে পারে নি। ভ্যাঙ্গার অবশ্য উল্লেখ করেছিলো সেখানেই তাদের পরিবারে নাৎসি বীজ রোপিত হয় আর এর ফলেই ফিনিস ট্রেঞ্চের ঐ ঘটনাটি ঘটে। তবে বৃদ্ধ ঐ দিন যা বলে নি সেটা হলো তার বাকি দু'ভাইয়ের ক্যারিয়ারও আসলে একই রকম ছিলো।

১৯৩০ সালে হেরাল্ড আর গ্রেগর বড় ভাই রিচার্ডকে অনুসরণ করে উপসালায় চলে যায়। তারা দু'জন বেশ ঘনিষ্ঠ থাকলেও রিচার্ডের সাথে ঠিক কোন্ কারণে তারা সময় কাটিয়েছিলো সে ব্যাপারে একদম নিশ্চিত নয় সে। তবে এটা নিশ্চিত তার ভায়েরা পার ইংডাল, অর্থাৎ নতুন সুইডেন নামের ফ্যাসিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলো। বিগত বছরগুলোতেও হেরাল্ড পার ইংডালের প্রতি অনুগত ছিলো। নব্বই দশকে সংগঠনটির মৃত্যু হবার আগপর্যন্ত এর সদস্য হিসেবে বহাল ছিলো সে। একটা সময় সে ছিলো সুইডিশ ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের প্রধান অর্থদাতা।

উপসালায় হেরাল্ড ভ্যাঙ্গার মেডিসিনের উপর পড়াশোনা শেষ করার পর পরই ফ্যাসিজমের সাথে জড়িয়ে পড়ে। কিছুদিন সুইডিশ রেস ইন্সটিটিউটে জনসংখ্যার মধ্য থেকে অনাকাঙ্খিত-অযাচিত এলিমেন্ট বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ করার কাজে একজন ফিজিশিয়ান হিসেবে কাজ করেছে সে।

উদ্ধৃতি, হেনরিক ভ্যাঙ্গার, টেপ ২, ০২৯৫০ :

হেরাল্ড আরো বেশি গভীরে ঢুকে পড়েছিলো। ১৯৩৭ সালে ছদ্মনামে সে

অন্য আরেকজন লেখকের সাথে পিপল্‌স নিউ ইউরোপ *নামের একটি বই লেখে। সত্তুর দশকের আগে এটার সম্পর্কে আমি নিজেও কিছু জানতাম না। আমার কাছে এর একটা কপি আছে, চাইলে তুমি ওটা পড়তে পারো। এটা সুইডিশ ভাষায় লেখা অন্যতম একটি আলোচিত বই। হেরাল্ড কেবল বিশুদ্ধকরণের পক্ষেই যুক্তি দেখায় নি বরং euthanasia, অর্থাৎ ভালোর জন্য মৃত্যুর পক্ষেও অভিমত তুলে ধরে। এর মানে হচ্ছে যেসব লোকজনের মেধা এবং রুচি নিম্নমানের এবং বিশুদ্ধ সুইডিশ ইমেজের সাথে যারা খাপ খায় না তাদেরকে হত্যা করা। অন্য কথায় সে নিজের এমন একটি বই লিখে গণহত্যা চালাতে পরামর্শ দেয় যেটা কিনা একেবারে বিশুদ্ধ একাডেমিক জ্ঞান আর চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাহায্যে লিখিত। যারা প্রতিবন্ধী তাদেরকে মেরে ফেলা আর কি। অযোগ্য লোকজনদেরকে বংশ বিস্তার করতে দিও না। মানসিকভাবে যেসব লোক দুর্বল আর বিপর্যস্ত তাদেরকে মুক্তি দেবার জন্যই মেরে ফেলা ভালো, তাই নয় কি? স্বাধীনচেতা নারী, ভবঘুরে, যাযাবর আর ইহুদি–বুঝতেই পারছো। আমার ভায়ের কারণে কুখ্যাত অসভিচ এই ডালারনা'তেও হতে পারতো।*

যুদ্ধের পর গ্রেগর ভ্যাঙ্গার সেকেন্ডারি স্কুলের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে, পরে হেডেস্টাডের প্রিপারেটরি স্কুলের প্রধানশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পায় সে। ভ্যাঙ্গার মনে করে যুদ্ধের পর সে কোনো পার্টির সাথে জড়িত ছিলো না, নাৎসি মতবাদও পরিত্যাগ করে। ১৯৭৪ সালে সে মারা গেলে তার ভায়ের চিঠিপত্র থেকে সে জানতে পারে পঞ্চাশের দশকে গ্রেগর রাজনৈতিকভাবে প্রভাবহীন এবং একেবারেই অনুল্লেখযোগ্য দল নরডিক ন্যাশনাল পার্টিতে যোগ দিয়েছিলো। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই দলেরই সদস্য ছিলো সে।

উদ্ধৃতি, হেনরিক ভ্যাঙ্গার, টেপ ২, ০৪১৬৭ :

ফলে আমার তিন ভাই রাজনৈতিকভাবে উন্মাদ ছিলো বলা যায়। অন্য বিষয়ে তারা কতোটা অসুস্থ ছিলো?

ভ্যাঙ্গারের চোখে তার যে ভাইটি কিছুটা সহমর্মিতা পেয়েছে সে হলো অসুস্থ গুস্তাভ। ১৯৫৫ সালে ফুসফুসের রোগে মারা যায় সে। গুস্তাভ কখনই রাজনীতিতে আগ্রহী ছিলো না। একটু বৈরাগ্য ধরণের লোক ছিলো সে। ব্যবসায়ও কোনো মনোযোগ ছিলো না। ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশনে কোনো কাজ করার ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ দেখা যায় নি।

ভ্যাঙ্গারের কাছে ব্লমকোভিস্ট জানতে চাইলো : "এখন আপনি আর হেরাল্ডই শুধু বেঁচে আছেন। সে কেন হেডেবিতে ফিরে এলো?"

"১৯৭৯ সালে ফিরে এসেছে সে। তার নিজের বাড়িতে।"

"যে ভাইকে এতোটা ঘৃণা করেন তার কাছাকাছি বসবাস করাটা আজব এক ধরণের অনুভূতি লাগে নিশ্চয়?"

"আমি আমার ভাইকে ঘৃণা করি না। তার জন্যে আমার মনে শুধু করুণা আছে। সে আস্ত একটা গর্দভ। সে-ই একমাত্র ব্যক্তি যে আমাকে ঘৃণা করে।"

"আপনাকে ঘৃণা করে?"

"হ্যা। আমার মনে হয় এজন্যেই সে এখানে ফিরে এসেছিলো। যাতে করে খুব কাছে থেকে আমাকে ঘৃণা করতে পারে।"

"আপনাকে সে ঘৃণা করে কেন?"

"কারণ আমি বিয়ে করেছিলাম।"

"মনে হচ্ছে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে হবে আপনাকে।"

অনেক আগে ভ্যাঙ্গারের সাথে তার বড় ভায়ের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। হেনরিকই ছিলো একমাত্র ভাই ব্যবসার প্রতি যার আগ্রহ দেখা যেতো। সে ছিলো তার বাবার শেষ আশা ভরসা। রাজনীতিতেও তার কোনো আগ্রহ ছিলো না। স্টকহোমে গিয়ে অর্থনীতিতে পড়াশোনা করে সে। আঠারো বছর বয়স হবার পর থেকেই ছুটিছাটায় বাড়ি এসে নিজের পারিবারিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করতো হেনরিক। পারিবারিক ব্যবসার নানান ব্যাপার-স্যাপার তার চেনা হয়ে যায় বহু আগেই।

১৯৪১ সালের ১০ই জুন যুদ্ধের মাঝপর্যায়ে তাকে জার্মানিতে পাঠানো হয় হামবুর্গে অবস্থিত ভ্যাঙ্গার কোম্পানির একটি ব্যবসায়িক অফিসে। তার বয়স তখন মাত্র একুশ, ভ্যাঙ্গারদের জার্মান এজেন্ট ছিলো খুবই অভিজ্ঞ ব্যক্তি হারম্যান লোবাখ। ঐ লোকই তার সব কিছু দেখাশোনা করেছিলো জার্মানিতে থাকার সময়।

"সব ঘটনা বিস্তারিত বলে আমি তোমাকে বিরক্ত করবো না। আমি যখন ওখানে যাই তখনও স্টালিন আর হিটলার ভালো বন্ধু ছিলো। ইস্টার্ন ফ্রন্ট নামের কোনো ফ্রন্টের জন্মও তখন হয় নি। ঐ সময় সবাই বিশ্বাস করতো হিটলার অপরাজেয়। বলতে পারো একই সাথে আশা আর নিরাশার সময় ছিলো সেটা। আজ পঞ্চাশ বছর পরও ঐ সময়টাকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে অনেক বেগ পেতে হয়। আমার কথা শুনে আবার আমাকে ভুল বোঝো না–আমি কোনো নাৎসি সমর্থক নই। আমার চোখে হিটলার হলো কোনো অপেরার অর্থহীন একটি চরিত্র। তবে হামবুর্গের লোকজন বেশ আশাবাদী ছিলো তখনও। যুদ্ধ যে খুব সন্নিকটে ঘনিয়ে আসছে, হামবুর্গে যে বেশ কয়েক বার বোমা বর্ষণ করা হয়েছে সেটা জানার পরও আমি ওখানেই ছিলাম সেই সময়টাতে। লোকজন মনে করতো এটা একেবারেই সাময়িক একটি দুর্ভোগ–খুব জলদি হিটলার যুদ্ধে জয় লাভ করবে এবং প্রতিষ্ঠিত করবে তার *নিউরোপা*। লোকজন হিটলারকে ঈশ্বর হিসেবে বিশ্বাস করতে চাইতো। অন্তত প্রোপাগান্ডা শুনে তাই মনে হতো তখন।"

ভ্যাঙ্গার তার কাছে থাকা অনেকগুলোর ফটো অ্যালবামের একটি খুললো।

"এ হলো লোবাখ। ১৯৪৪ সালে সে নিখোঁজ হয়ে যায়। এক বোমাবর্ষণের পর তাকে আর পাওয়া যায় নি। তার ভাগ্যে কী ঘটেছিলো কখনও জানতে পারি নি। হামবুর্গে কয়েক সপ্তাহ থাকার সময় তার সাথে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছিলো। হামবুর্গে এক অভিজাত এলাকার বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টে তার পরিবারের সাথে আমি থাকতাম। প্রতিদিনই আমরা প্রচুর সময় একসাথে কাটাতাম। সে কোনো নাৎসি ছিলো না। একদমই না। তবে সুবিধার খাতিরে নাৎসি পার্টির সদস্য ছিলো সে। তার এই সদস্যপদের কারণে ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশনের জন্য অবারিত দ্বার খুলে যায়। আমরা অনেক বাড়তি সুবিধাও পেয়ে যাই। তবে এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে আমরা শুধু ব্যবসাই করেছি। তাদের ট্রেনের জন্য আমরা ফ্রেইট ওয়াগন বানাতাম–আমি সব সময়ই ভাবি আমাদের তৈরি কোনো ওয়াগন পোল্যান্ডে গিয়েছিলো কিনা। তাদের সৈন্যদের জন্য ইউনিফর্ম আর রেডিওর জন্য টিউবও বানাতাম আমরা। অবশ্য অফিশিয়ালি আমরা জানতাম না তারা আমাদের তৈরি জিনিস দিয়ে আসলে কী করতো। লোবাখ জানতো কিভাবে এসব চুক্তি করতে হোতো। সে খুব আমুদে আর রুচিবান একজন মানুষ ছিলো। খাঁটি নাৎসি। ক্রমেই আমি জানতে পারলাম সে নিজের সম্পর্কে একটি সিক্রেট লুকিয়ে রেখেছে।

"১৯৪১ সালের ২২শে জুন খুব সকালে সে আমার ঘরের দরজায় নক করলো। তার স্ত্রীর শোবার ঘরের পাশের ঘরেই থাকতাম আমি। আমরা দু'জন নীচে নেমে স্মোক করার ঘরে বসলাম। সারা রাত জেগেছিলো লোবাখ। তার কাছে থাকা একটা রেডিও চালু ছিলো তখনও। বুঝতে পারলাম সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে হয়তো। অপারেশন বারবারোসা শুরু হয়ে গেছে। জার্মানি গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে বসে।" একটু থামলো ভ্যাঙ্গার। "লোবাখ আমাদের জন্য দু'গ্লাস মদ ঢাললো। থরথর করে কাঁপছিলো সে। তাকে যখন জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে জবাবে সে আমাকে জানালো সে নাকি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছে জার্মানি আর নাৎসিবাদের পতন হতে যাচ্ছে। তার কথা আমি অবশ্য পুরো বিশ্বাস করলাম না। হাজার হোক তখনও হিটলারকে অপরাজেয় মনে হতো আমাদের কাছে। মদ পান করার পর সে আসল কথায় চলে এলো।"

তাকে তার গল্প বলে যাবার জন্য মাথা নেড়ে ইশারা করলো ব্লমকোভিস্ট।

"প্রথমত নির্দেশ নেবার জন্য আমার বাবার সাথে যোগাযোগ করার মতো কোনো সম্ভাবনা ছিলো না তার। তবে জার্মানিতে আমার ভ্রমণ সংক্ষেপ করে আমাকে দেশে ফেরত পাঠানোর একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে সে। দ্বিতীয়ত সে আমাকে তার জন্যে একটা কাজ করে দিতে বলে।"

একটা হলুদ রঙের ছবির দিকে ইঙ্গিত করলো ভ্যাঙ্গার। কালো চুলের এক মহিলার ছবি সেটা।

"চল্লিশ বছর ধরে লোবাখ বিবাহিত ছিলো, তবে ১৯১৯ সালে নিজের বয়সের অর্ধেক অসম্ভব এক সুন্দরী মেয়ের সাথে তার পরিচয় ঘটে। ঐ মেয়ের প্রেমে পড়ে যায় সে। মেয়েটি খুব গরীব ঘরের ছিলো, সহজ-সরল আর সাধারণ এক মেয়ে। অন্য অনেক ধনীর মতো লোবাখও তাকে নিজের কর্মস্থলের খুব কাছে একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনে তাকে ওখানে রেখে দেয়। মেয়েটা হয়ে ওঠে তার রক্ষিতা। ১৯২১ সালে তাদের ঘরে এক মেয়ের জন্ম হয়, তাকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করে নাম দেয়া হয় এডিথ।"

"ধনী বৃদ্ধলোক, গরীব এক তরুণী আর তাদের ভালোবাসার এক সন্তান–এটা তো চল্লিশের দশকে অতোটা কেলেংকারীর ব্যাপার ছিলো না," বললো ব্লমকোভিস্ট।

"ঠিক বলেছো। তবে মেয়েটা ছিলো ইহুদি। আর লোবাখ ছিলো নাৎসি জার্মানিতে এক ইহুদি কন্যাসন্তানের পিতা। তাদের ভাষায় সে হোতো 'জাতির সাথে বেঈমানি করা এক বিশ্বাসঘাতক।' "

"আহ্...তা অবশ্য ঠিক। পুরো পরিস্থিতিটাই বদলে গেলো দেখছি। তো কি হয়েছিলো?"

"এডিথের মাকে ১৯৩৯ সালে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর থেকে তার আর কোনো হদিশ পাওয়া যায় নি। বুঝতেই পারছো তার ভাগ্যে কি ঘটেছিলো। এটা সবাই জানতো যে ঐ মহিলার এক মেয়ে আছে যাকে এখনও তুলে নেবার তালিকায় যোগ করা হয় নি। গেস্টাপো বাহিনী তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছিলো তখন, যাদের কাজই ছিলো ফেরারি ইহুদিদের খুঁজে বের করে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া। ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মে, আমি হামবুর্গে গেলাম যে সপ্তাহে, এডিথের মায়ের সাথে লোবাখের যে সম্পর্ক সেটা কর্তৃপক্ষের কাছে ফাঁস হয়ে যায়। তাকে জেরা করার জন্য ডেকে পাঠানো হলে সে বিয়ে এবং সন্তানের পিতৃত্ব সবই স্বীকার করে নেয়, তবে তার মেয়ে কোথায় আছে সে ব্যাপারে কিছু জানে না বলে জানায়। আরো জানায় মেয়ের সাথে দশ বছর ধরে তার কোনো যোগাযোগ নেই।"

"তাহলে তার মেয়ে কোথায় ছিলো?"

"লোবাখের বাড়িতে তাকে আমি প্রতিদিনই দেখতাম। খুবই সুন্দরী আর শান্তশিষ্ট বিশ বছরের এক তরুণী। আমার ঘর পরিস্কার আর বিছানা ঠিক করে দিতো সে। রাতের ডিনারও সার্ভ করতো আমাদের জন্য। ১৯৩৭ সালের মধ্যে ইহুদি নিধন বেশ ভালোমতোই শুরু হয়ে যায়, এডিথের মা লোবাখের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে সেও সাহায্য করেছিলো–লোবাখ তার অন্য সন্তানদের

মতো এই অবৈধ মেয়েকেও সমান ভালোবাসতো। তাকে খুবই অদ্ভুত এক জায়গায় সে লুকিয়ে রাখে–একেবারে সবার নাকের ডগায়। কিছু জাল কাগজপত্র জোগার করে নিজের মেয়েকে বাড়ির কাজের মেয়ে হিসেবে রেখে দিয়েছিলো সে।"

"তার স্ত্রী কি জানতো মেয়েটা কে?"

"না। মনে হয় সে ব্যাপারে তার কোনো ধারণাই ছিলো না। চার বছর ধরে এভাবে চলছিলো, তবে সে সময় লোবাখের কাছে মনে হলো ব্যাপারটা আর এভাবে চলতে পারে না। যে কোনো সময় গেস্টাপো বাহিনী তার দরজায় নক করে বসবে। এরপরই সে তার মেয়েকে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। মেয়েটা এতোটাই লাজুক ছিলো যে আমার চোখের দিকে তাকাতেও পারছিলো না। তাকে মাঝরাতে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছিলো লোবাখ, তারপর আমার কাছে এসে নিজের মেয়ের জীবন বাঁচানোর জন্য অনুরোধ করে।"

"কিভাবে?"

"সব কিছু সে ব্যবস্থা করে রেখেছিলো। আরো তিন সপ্তাহ ওখানে থেকে রাতের ট্রেনে ক'রে কোপেনহেগেনে চলে যাবার কথা ছিলো আমার, সেখান থেকে ফেরি পার হয়ে দেশে। যুদ্ধের সময় হলেও মোটামোটি নিরাপদ একটি ভ্রমণ ছিলো সেটা। তবে আমাদের মধ্যে কথা হবার দু'দিন পর ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশনের একটি ফ্রেইটার হামবুর্গ থেকে সুইডেন চলে আসার কথা ছিলো। লোবাখ আমাকে সেই ফ্রেইটারে করে চলে যাবার জন্যে বলে। জার্মানিতে থাকাটা নিরাপদ নয় বলে মনে করেছিলো সে। আমার ভ্রমণ পরিকল্পনার এই পরিবর্তন সিকিউরিটি সার্ভিস কর্তৃক অনুমোদনের দরকার তবে সেটা নিতান্তই আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপার। অনুমোদন পেতে কোনো সমস্যাই হবে না। লোবাখ আমাকে সেই ফ্রেইটারে করে চলে যেতে তাগাদা দিতে লাগলো।"

"ধরে নিচ্ছি এডিথের সাথে।"

"এডিথকে সেই ফ্রেইটারের শত শত মেশিনের বাক্সের একটিতে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। আমার কাজ ছিলো জার্মানির জলসীমার মধ্যে থাকার সময় যদি তল্লাশীতে এডিথ ধরা পড়ে যায় তাহলে আমি যেনো তাকে রক্ষা করি। জার্মানি থেকে বেরিয়ে আসার পর তাকে বাক্স থেকে বের করার কথা।"

"ভয়ঙ্কর ব্যাপার।"

"আমার কাছে ব্যাপারটা অবশ্য খুব সহজ মনে হয়েছিলো তবে এই ভ্রমণটি আমাদের জন্য একটি দুঃস্বপ্ন হয়ে ওঠে। জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলো ওস্কার গ্রানাথ, নিজের মালিকের ছোটো ছেলের এই ঝুঁকিপূর্ণ বোঝা বহন করার দায়িত্ব নিয়ে মোটেও খুশি ছিলো না সে। জুনের এক রাতে, ৯টার দিকে আমরা হামবুর্গ ছাড়ি। আমরা মাত্র হার্বারের কাছে পৌছেছি তখনই বিমান হামলার সাইরেন

বাজতে শুরু করে। বৃটিশরা বিমান হামলা চালাতে যাচ্ছিলো–আমার অভিজ্ঞতায় সেটা ছিলো সবচাইতে মারাত্মক একটি হামলা। আর সত্যি বলতে কি হার্বারটা ছিলো সেই বিমান হামলার প্রধান টার্গেট। তবে শেষ পর্যন্ত আমরা জাহাজে করে রওনা দিতে পেরেছিলাম। অসংখ্য মাইন থাকা সাগর আর সামুদ্রিক ঝড় পেরিয়ে আমরা চলে আসি কার্লসক্রোনায়। তুমি হয়তো জানতে চাইবে মেয়েটার কি হয়েছিলো।"

"আমার মনে হয় আমি সেটা জানি।"

"আমার বাবা বোধগম্য কারণেই রেগেমেগে একাকার। আমি বোকার মতো নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছি। মেয়েটাকে যেকোনো সময় সুইডেন থেকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হতে পারে। কিন্তু এরইমধ্যে আমি মেয়েটার প্রেমে হাবুডুবু খেতে শুরু করে দিয়েছি। আমি মেয়েটাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে আমার বাবাকে একটা আল্টিমেটাম দিয়ে দেই–হয় তিনি আমাদের বিয়েটাকে মেনে নেবেন নয়তো পারিবারিক ব্যবসার জন্য অন্য কোনো মাথা মোটা গর্দভকে খুঁজে নেবেন। তিনি হাল ছেড়ে দেন।"

"কিন্তু ঐ মেয়েটা তো মরে গেলো?"

"হ্যা। অনেক অল্পবয়সে। ১৯৫৮ সালে। জন্মগতভাবেই তার হৃদযন্ত্রে সমস্যা ছিলো। এজন্যে আমাদের কোনো সন্তানও হয় নি। আমার ভাই ঠিক এই কারণেই আমাকে ঘৃণা করে।"

"কারণ আপনি তাকে বিয়ে করেছিলেন।"

"তার ভাষায় আমি এক জঘন্য ইহুদি বেশ্যাকে বিয়ে করেছি।"

"কিন্তু তিনি তো উন্মাদ ছিলেন।"

"আমারও তাই মনে হয়।"

অধ্যায় ১০

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ৯–শুক্রবার, জানুয়ারি ৩১

হেডেস্টাড কুরিয়ার-এর মতে ব্লমকোভিস্টের প্রথম মাসটি ওই এলাকার সবচাইতে তীব্র শীতের রেকর্ড গড়ে। অবশ্য ভ্যাঙ্গারের মতে ১৯৪২ সালের শীতের পর এটা সবচাইতে বেশি শীতের রেকর্ড। এক সপ্তাহ পরই সে বুঝে গেলো হেডেবিতে থাকতে হলে কি কি পরতে হবে আর কিভাবে চলতে হবে।

মাসের মাঝামাঝি তাপমাত্রা যখন মাইনাস ৩৫ হয়ে গেলো তখন তার সময়গুলো হয়ে উঠলো দুঃসহ। এমনকি লাপল্যান্ডের কিরুনাতে তার মিলিটারি সার্ভিসের সময়টিও এতোটা দুঃসহ ছিলো না।

এক সকালে উঠে দেখে তার পনির পাইপ জমে গেছে। নিলসন তাকে দুটো বড় বড় প্লাস্টিকের কন্টেইনারে করে ধোয়ামোছা আর রান্না করার জন্য পানি দিয়ে গেলেও সেই পানি ছিলো অসহ্য রকমের ঠাণ্ডা। ঘরের ফায়ারপ্লেসে যতোই কাঠ ঢুকাক না কেন ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পেলো না সে। বাড়ির পাশে এক ছাউনিতে কাঠ চিড়ে চিড়ে প্রতিদিনের অনেকটা সময় চলে গেলো তার।

কষ্টে দু'চোখ দিয়ে পানি এসে যেতো, ইচ্ছে করতো এক্ষুণি একটা ট্রেন ধরে নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে। তবে সেটা না করে আরেকটা সোয়েটার গায়ে চাপিয়ে, কম্বল মুড়ি দিয়ে রান্নাঘরের টেবিলে বসে বসে কফি খেতো আর পুলিশের রিপোর্টগুলো পড়তো।

তারপর হঠাৎ করেই তাপমাত্রা কমে ১৪ ডিগ্রিতে উঠে এলে পরিস্থিতি অনেকটা সহনীয় হয়ে ওঠে।

হেডেবির লোকজনদের চিনতে শুরু করলো মিকাইল। মার্টিন ভ্যাঙ্গার তার কথা রাখলো তাকে নিজের বাড়িতে হরিণের স্টিক খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে। তার মেয়েবন্ধুও তাদের সাথে ডিনারে যোগ দিলো। ইভা খুবই মিশুক, আন্তরিক আর আমুদে এক মহিলা। ব্লমকোভিস্টের কাছে মনে হলো মহিলা দেখতে খুবই আকর্ষণীয়া। একজন ডেন্টিস্ট সে, থাকে হেডেস্টাডে, তবে সপ্তাহান্তে মার্টিনের বাড়িতে এসে তার সঙ্গে থাকে। ব্লমকোভিস্ট জানতে পারলো তারা একে অপরকে অনেক বছর ধরে চিনলেও মাঝবয়সের আগে একসাথে ঘুরতে বের হয় নি। বিয়ে করার কোনো কারণই খুঁজে পায় নি তারা। এমনিতেই বেশ আছে।

"ও আসলে আমার ডেন্টিস্ট," হেসে বললো মার্টিন।

"আর এই উন্মাদ পরিবারে বিয়ে করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই," মার্টিনের হাটুতে আলতো করে চাপড় মেরে বললো ইভা।

মার্টিন ভ্যাঙ্গারের ভিলাটা কালো, সাদা আর ক্রোম রঙে ফার্নিশ করা। বাড়িতে ডিজাইনারদের প্রচুর জিনিস রয়েছে যা দেখে ক্রিস্টার মাম উল্লসিত হয়ে উঠতো। রান্নাঘরটি পেশাদার কুকের উপযোগী করে বানানো হয়েছে, লিভিংরুমে চমৎকার একটি স্টেরিও রয়েছে সেইসাথে রয়েছে জ্যাজ মিউজিকের বিশাল এক সংগ্রহ। মার্টিন ভ্যাঙ্গারের টাকা আছে, তবে তার বাড়ি দেখলে বোঝা যায় বিলাসবহুল সব জিনিসের পাশাপাশি তার নিজের রুচিও অনেক উঁচুস্তরের। বেশ কয়েকটি তৈলচিত্র আর বইয়ের সেলফে প্রচুর বইপত্র রয়েছে। সব কিছু দেখে মার্টিন ভ্যাঙ্গারের দুটো প্রিয় জিনিস চিহ্নিত করতে পারলো সে : সঙ্গীত আর রান্না করা। তার ঘরে থাকা ৩০০০টিরও বেশি লংপ্লে আর রান্নাবান্নার আয়োজন দেখে বোঝা যায় কেন তার ভুড়ি বেল্টের বাইরে উপচে পড়েছে।

লোকটা নিজে সরলতা, চতুরতা আর অমায়িকতার এক মিশ্রণ। কর্পোরেট সিইও যে কঠিন সমস্যায় আছে সেটা বুঝতে এমন কোনো বিশ্লেষক হবার দরকার নেই। তারা সবাই যখন 'নাইট ইন তিউনিশিয়া' শুনছে তখন তাদের আলাপচারিতা ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশন সংক্রান্ত হয়ে উঠলো। তাদের কোম্পানিটা যে কঠিন সময় পার করছে সেটা মার্টিনও লুকালো না। সে ভালো করেই জানে তার এই অতিথি একজন ফিনান্সিয়াল রিপোর্টার, আর তাদের পরিচয়টাও খুব বেশি দিনের নয় তারপরেও নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ভেতরের অনেক কিছু তার সাথে শেয়ার করলো। সম্ভবত সে ধরে নিয়েছে ব্লমকোভিস্ট তার চাচার হয়ে কাজ করছে সেজন্যেই এতোটা খোলামেলা হতে বাধে নি। সাবেক সিইও'র মতো মার্টিনও তাদের ব্যবসার এই বাজে অবস্থার জন্য পরিবারের সদস্যদেরই দায়ি করলো। নিজের পরিবারের এই শত্রুমনোভাবাপন্ন ব্যাপরটায় সে বরং আমোদিত বোধ করলো অনেকটা। ইভা তার কথার সাথে মাথা নেড়ে সায় দিলেও মুখে কিছু বললো না।

দেখা গেলো ব্লমকোভিস্ট যে তাদের পরিবারের ইতিহাস লিখতে এখানে এসেছে সেই গল্পটা মার্টিন বেশ ভালোভাবেই বিশ্বাস করে। কাজকর্ম কেমন এগোচ্ছে সেই খোঁজখবরও নিলো সে। ব্লমকোভিস্ট মৃদু হেসে জানালো তাদের পরিবারে এতো লোকজন যে তাদের নাম মুখস্ত করাটাই তার জন্য কঠিন এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইচ্ছে করলে এ কাজে মার্টিনের কাছে সাহায্যের জন্যে আসতে পারে বলেও জানালো সে। কথাবার্তা চলার সময় ব্লমকোভিস্ট দু'দুবার চেষ্টা করলো হ্যারিয়েটের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে বৃদ্ধের যে উন্মাদনা সে বিষয়ে জানতে চাইবে। ভ্যাঙ্গার অবশ্যই মার্টিনকেও তার নিজের থিওরিটায় বিশ্বাসী করেছে। মার্টিনও নিশ্চয় বুঝতে পারছে তাদের পরিবারের ইতিহাস

লিখতে হলে হ্যারিয়েটের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাটি উল্লেখ করতেই হবে। তবে মার্টিন এ বিষেয়ে আলাপ করতে মোটেও আগ্রহী হলো না।

কয়েক পেগ ভদকার সাথে তাদের আলাপ শেষ হলো ঠিক ২টার দিকে। মার্টিনের বাড়ি থেকে তিনশ' গজ দূরে নিজের ঘরে ফিরে আসতে গিয়ে ব্লমকোভিস্ট টের পেলো অনেকটা মাতাল হয়ে গেছে। রাতটা তার বেশ ভালোভাবেই কাটলো।

হেডেবি'তে ব্লমকোভিস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহের এক বিকেলে তার ঘরের দরজায় নক হলো। সবেমাত্র ছয় নাম্বার পুলিশ ফাইলটা খুলেছিলো পড়ার জন্য, সেটা বন্ধ করে দরজার দিকে পা বাড়াতেই সোনালি চুলের এক মহিলাকে তার ঘরে ঢুকতে দেখলো সে। ঠাণ্ডার কারণে বেশ ভালোমতো সোয়েটার পরেছে মহিলা।

"হাই। মনে হলো আপনার এখানে এসে আপনাকে হ্যালো বলে যাই। আমি সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গার।"

তারা করমর্দন করার পর ব্লমকোভিস্ট কফি কাপ বের করলো। সিসিলিয়া হেরাল্ড ভ্যাঙ্গারের মেয়ে, দেখে মনে হচ্ছে খুবই খোলা মন আর মিশুক প্রকৃতির। ব্লমকোভিস্টের মনে পড়লো হেনরিক ভ্যাঙ্গার তার ব্যাপারে বেশ প্রশংসাই করেছিলো। আরো মনে পড়লো ভ্যাঙ্গার তাকে বলেছিলো তার ঘরের ঠিক পাশেই নিজের বাবা থাকলেও তাদের মধ্যে তেমন কথাবার্তা হয় না। কিছুক্ষণ হালকা আলাপচারিতার পর মহিলা জানালো কেন এখানে এসেছে।

"শুনলাম আপনি নাকি আমাদের পরিবারের ইতিহাস নিয়ে একটা বই লিখতে যাচ্ছেন," বললো সে। "এই আইডিয়াটা ভালো না মন্দ সেটা বুঝতে পারছি না। আমি দেখতে চাচ্ছিলাম আপনি মানুষ হিসেবে কেমন।"

"হেনরিক ভ্যাঙ্গার আমাকে এ কাজে নিযুক্ত করেছে। সত্যি কথা বলতে কি এটা আসলে তার নিজের গল্প।"

"আমাদের ভালো মানুষ হেনরিক তার নিজের পরিবারের ব্যাপারে পুরোপুরি নিরপেক্ষ আচরণ করে না।"

ব্লমকোভিস্ট মহিলাকে ভালো করে দেখে নিলো, সে কি বলতে চাচ্ছে বুঝতে পারলো না। "ভ্যাঙ্গার পরিবারের ইতিহাস লেখা হোক সেটা কি আপনি চান না?"

"আমি সেটা বলি নি। আর আমি কি ভাবি না ভাবি সেটাতে কিছু যায় আসে না। তবে এতোক্ষণে নিশ্চয় বুঝে ফেলেছেন এই পরিবারের অংশ হওয়াটা সব সময়ের জন্য খুব একটা সুখকর নয়।"

ব্লমকোভিস্টের কোনো ধারণাই নেই ভ্যাঙ্গার কতোটা বলেছে অথবা তার অ্যাসাইনমেন্টের ব্যাপারে সিসিলিয়া কতোটুকু জানে।

আপনার চাচা আমাকে আপনাদের পরিবারের ইতিহাস লেখার জন্য কন্ট্রাক্ট

করেছেন। নিজের পরিবারের সদস্যদের ব্যাপারে তার অনেক রকম দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, তবে আমি শুধু প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো নিয়েই কাজ করবো।"

সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গার কাষ্ঠহাসি হাসলো। "আমি যেটা জানতে চাই সেটা হলো : বইটা বের হবার পর কি আমাকে নির্বাসনে যেতে হবে নাকি অন্য কোনো দেশে অভিবাসী হতে হবে?"

"আমি সেরকম কিছু আশা করছি না," ব্লমকোভিস্ট বললো। "লোকজন ছাগলের পালের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ভেড়াটাকে চিনতে পারবে আর কি।"

"যেমন আমার বাবা?"

"ঐ যে বিখ্যাত নাৎসি, আপনার বাবা?" বললো ব্লমকোভিস্ট।

সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গারের দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেলো। "আমার বাবা আস্ত একটা উন্মাদ। বছরে মাত্র কয়েকবার তার সাথে আমার দেখা হয়।"

"আপনি তাকে দেখতে চান না কেন?"

"দাঁড়ান দাঁড়ান–আমাকে কোনো প্রশ্ন করার আগে আপনার কাছ থেকে একটা বিষয় জেনে নিই...আপনি কি আমার বলা কথাগুলো বইতে ব্যবহার করার কথা ভাবছেন? নাকি আমি আপনার সাথে স্বাভাবিক কথাবার্তা বলে যাবো?"

"আমার কাজ হলো আলেকজান্ডার ভ্যাঙ্গিয়ারসাডের সুইডেনে আসার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ঘটনাবলী নিয়ে একটা বই লেখা। এতে অনেক বছরের ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের ঘটনা যেমন থাকবে তেমনি এই সাম্রাজ্যের সমস্যা আর এর সদস্যদের মধ্যে শত্রুতার কথাও থাকবে। এ রকম কাজে দৃশ্যমান নোংরা কিছু বাদ দেয়াটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তবে তার মানে এই নয় যে, আমি বর্তমান কালের কাউকে খারাপভাবে চিত্রিত করবো। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, আমি মার্টিন ভ্যাঙ্গারের সাথে দেখা করেছি; আমার কাছে তাকে খুবই দয়ালু একজন লোক বলে মনে হয়েছে, আমি তাকে সেভাবেই চিত্রিত করবো।"

সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গার কোনো জবাব দিলো না।

"আপনার সম্পর্কে আমি যতোটুকু জানি, আপনি একজন শিক্ষক..."

"আসলে তারচেয়েও খারাপ কিছু–আমি হেডেস্টাডের প্রিপারেটরি স্কুলের হেডমিস্ট্রেস।"

"আমি দুঃখিত। আমি জানি আপনার চাচা আপনাকে খুব পছন্দ করে, আপনি বিবাহিত তবে সেপারেশনে আছেন...এই পর্যন্তই আমি জানি। সুতরাং কোনো রকম ভয়ভীতি ছাড়াই আমার সাথে কথা বলতে পারেন। আপনার কোনো কথা আমি বইতে ব্যবহার করবো না। আমি নিশ্চত খুব জলদি আপনার দরজায় গিয়ে কড়া নাড়বো আপনার কাছ থেকে কিছু গল্প শোনার জন্য। তখন সেটা হবে অফিশিয়ালি ইন্টারভিউ। আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন আমার কোনো প্রশ্নের জবাব দেবেন নাকি দেবেন না।"

"তাহলে আপনার সাথে আমি এখন কথা বলতে পারি...মানে আপনারা যাকে বলেন অফ দ্য রেকর্ড?"

"অবশ্যই।"

"তাহলে এটা অফ দ্য রেকর্ড?"

"অবশ্যই অফ দ্য রেকর্ড। হাজার হোক এটা নিতান্তই প্রতিবেশির আগমন ছাড়া আর কিছু না।"

"ঠিক আছে। আপনাকে কি আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি?"

"প্লিজ।"

"এই বইটা হ্যারিয়েটের সাথে কতোটুকু সম্পর্কিত?"

ব্লমকোভিস্ট নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে যতোটুকু সম্ভব স্বাভাবিকভাবে বলার চেষ্টা করলো : "সত্যি বলতে কি, আমার কোনো ধারণাই নেই। ওটা নিয়ে হয়তো একটা অধ্যায় লেখা হবে। এটি এমন একটি ঘটনা যা কিনা আপনার চাচার জীবনের উপর মারাত্মক প্রভার ফেলেছিলো।"

"আপনি তো হ্যারিয়েটের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে কাজ করার জন্যে এখানে আসেন নি?"

"আপনার এরকমটি কেন মনে হলো?"

"নিলসন এখানে চারটা বাক্স নিয়ে এসেছিলো। সেগুলো বিগত বছরের হেনরিকের প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশনের কাগজপত্র। হ্যারিয়েটের পুরনো ঘরে আমি এসব জিনিস দেখেছি। ওখানেই হেনরিক এসব রাখতো। এখন সেগুলো নেই।"

সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গার কোনো বোকা নয়।

"এ ব্যাপারটা নিয়ে আপনি হেনরিকের সাথে কথা বললেই ভালো হয়, আমার সাথে নয়," বললো ব্লমকোভিস্ট। "তবে হেনরিক যে মেয়েটার নিখোঁজ হওয়া নিয়ে অনেক কথা বলেছে সেটা জেনে নিশ্চয় আপনি অবাক হবেন না। আমার মনে হয় এ সংক্রান্ত সংগ্রহ করা ডকুমেন্টগুলো পড়ে দেখাটা খুব ইন্টারেস্টিংই হবে।"

সিসিলিয়া আরেকটা কাষ্ঠ হাসি দিলো। "মাঝেমাঝে ভাবি কে বড় পাগল, আমার বাবা নাকি আমার চাচা। হ্যারিয়েটের নিখোঁজ হবার গল্প আমি তার কাছ থেকে হাজার বার শুনে ফেলেছি।"

"তার কি হয়েছিলো বলে মনে করেন?"

"এটা কি ইন্টাভিউয়ের প্রশ্ন?"

"না," হেসে বললো সে। "আমি একটু কৌতুহলী, এই যা।"

"আমার জানতে ইচ্ছে করছে আপনিও ক্ষ্যাপাটে কিনা। নাকি হেনরিকের গল্পে বিশ্বাস ক'রে বসে আছেন, কিংবা আপনিই কি তার মধ্যে এসব ব্যাপারে আগ্রহ ঢুকিয়ে দিচ্ছেন কিনা।"

"আপনি মনে করছেন হেনরিক ক্ষ্যাপাটে?"

"আমার কথা ভুল মানে করবেন না। সে আমার দেখা খুবই আন্তরিক আর চিন্তাশীল একজন মানুষ। আমি তার ভক্ত। তবে এই বিশেষ ব্যাপারটায় সে একেবারে বাতিকগ্রস্ত হয়ে আছে।"

"কিন্তু হ্যারিয়েট তো সত্যি নিখোঁজ হয়েছে।"

"এই গল্পটা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে আমার। কয়েক যুগ ধরে আমাদের জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে এটা। মনে হয় না এটা কখনও থামবে।" আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ফারকোটটা তুলে নিলো সে। "আমাকে যেতে হবে। আপনাকে অবশ্য বেশ ভালো মানুষ বলেই মনে হচ্ছে। মার্টিনও সেরকম ভাবে। তবে তার বিচার বিশ্লেষণ সব সময় সঠিক হয় না। আপনি যখন খুশি আমার বাড়িতে এসে কফি খেয়ে যেতে পারেন। আপনাকে নেমন্তণ দেয়া হলো। সন্ধ্যার পর আমি বাড়িতেই থাকি।"

"আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ," ব্লমকোভিস্ট বললো। "আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না, ওটা অবশ্য ইন্টারভিউয়ের প্রশ্ন ছিলো না।"

দরজা ঠেলে তার দিকে না তাকিয়েই জবাব দিলো মহিলা।

"আমার কোনো ধারণা নেই। আমার মনে হয় ব্যাপারটা নিছক কোনো দুর্ঘটনা, কখনও যদি আমরা সেটা জানতে পারি তো ঘটনাটার সহজ সরলতা দেখে অবাকই হবো।"

ঘুরে তার দিকে হাসলো সে–এই প্রথমবার আন্তরিকতার সাথে। তারপরই চলে গেলো।

এটা যদি সিসিলিয়ার সাথে প্রথম সাক্ষাত হয়ে হয়ে থাকে তো ইসাবেলার সাথে প্রথম পরিচয় পর্বটি এরকম ছিলো না। হেনরিক ভ্যাঙ্গার যেমনটি সতর্ক করে দিয়েছিলো হ্যারিয়েটের মা ঠিক সেরকমই : মহিলা খুবই অভিজাত, তাকে দেখে চল্লিশের দশকের হলিউড তারকা লরেন বাকলের কথা মনে পড়ে যায়। হালকা পাতলা গড়ন আর কালো রঙের পার্সিয়ান কোট, সেইসাথে ম্যাচ করা ক্যাফ। সুসানের ক্যাফেতে যাবার আগে ব্লমকোভিস্টের সাথে এক সকালে তার দেখা হয়ে গেলো। মহিলা লাঠিতে ভর দিয়ে হাটেন। মহিলাকে দেখে বয়স্ক ভ্যাম্পায়ার বলেই মনে হয়–এখনও বেশ সুন্দরী তবে বিষাক্ত সাপের মতো ভয়ঙ্কর। ইসাবেলা ভ্যাঙ্গার প্রাতভ্রমণ সেরে সবেমাত্র বাড়ি ফিরেছিলেন। চার রাস্তার মোড় থেকে তিনি ব্লমকোভিস্টকে ডাকলেন।

"হ্যালো, ইয়াংম্যান। এখানে আসো।"

কর্তৃত্বসুলভ কণ্ঠটা এড়িয়ে যাওয়া মুশকিল। ব্লমকোভিস্ট তার দিকে এগিয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে।

"আমি ইসাবেলা ভ্যাঙ্গার," বললেন ভদ্রমহিলা।

"হ্যালো। আমার নাম মিকাইল ব্লমকোভিস্ট।" সে হাত বাড়িয়ে দিলেও মহিলা সেটা ধরলেন না।

"তুমিই কি সেই লোক যে আমাদের পরিবারের বিভিন্ন ব্যাপারে নাক গলিয়ে বেড়াচ্ছে?"

"আপনি যদি মনে ক'রে থাকেন আমি হলাম সেই লোক যাকে হেনরিক ভ্যাঙ্গার তার পরিবারের ইতিহাস লেখার জন্যে নিয়োগ দিয়েছেন তাহলে ঠিকই ধরেছেন।"

"এসব ব্যাপার নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই।"

"কোন্ ব্যাপারটার কথা বলছেন? হেনরিক ভ্যাঙ্গার আমাকে যে কাজের জন্যে নিয়োগ দিয়েছেন সেটা?"

"তুমি বেশ ভালো করেই জানো আমি কি বলতে চেয়েছি। আমার ব্যাপারে কেউ নাক গলাক সেটা আমি মোটেও পছন্দ করি না।"

"আমি আপনার ব্যাপারে নাক গলাবো না। আর বাকি বিষয়টা নিয়ে আপনি হেনরিকের সাথে আলাপ করতে পারেন।"

ইসাবেলা তার হাতের লাঠিটা তুলে ধরে সেটার হাতল মিকাইলের বুকে ঠেকালেন। মহিলা খুব বেশি আক্রমণাত্মকভাবে সেটা না করলেও মিকাইল বিস্ময়ে একটু পিছিয়ে গেলো।

"শুধু আমার কাছ থেকে দূরে থাকবে," কথাটা বলেই চলে গেলেন ভদ্রমহিলা। ব্লমকোভিস্ট যেখানে ছিলো সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ, যেনো কমিক বইয়ের কোনো চরিত্রের সাথে এইমাত্র সাক্ষাত হয়েছে তার। এরপরই সে দেখতে পেলো নিজের অফিসের জানালা দিয়ে ভ্যাঙ্গার তার দিকে চেয়ে আছে। তার হাতে একটা কাপ। সেটা একটু তুলে ধরলো সে অনেকটা স্যালুট দেবার ভঙ্গিতে।

প্রথম মাসে ব্লমকোভিস্ট শুধুমাত্র লেক সিলিয়ানে ভ্রমণ করলো। ফ্রোডির কাছ থেকে একটা মার্সিডিজ ধার করে বরফাচ্ছিদত পথ ধরে সোজা চলে গেলো ডিটেক্টিভ মোরেলের কাছে। পুরোটা বিকেল তার সঙ্গেই কাটালো। গাড়ি চালিয়ে মোরেলের কাছে যাবার সময় মনে মনে তার একটা প্রতিচ্ছবি এঁকেছিলো ব্লমকোভিস্ট, কিন্তু যা দেখতে পেলো সেটা একেবারেই অন্য রকম। জীর্ণশীর্ণ এক বৃদ্ধ, খুবই আস্তে আস্তে নড়াচড়া করে, আর কথা বলে তারচেয়েও আস্তে।

দশটি প্রশ্ন সংবলিত একটি নোটবুক সঙ্গে করে নিয়ে গেলো ব্লমকোভিস্ট। পুলিশ রিপোর্টগুলো পড়ার সময় এই প্রশ্নগুলো তার মনে উঁকি দিয়েছিলো। মোরেল তার সব প্রশ্নের জবাবই এমনভাবে দিলো যে ব্লমকোভিস্টের কাছে মনে হলো সে বুঝি কোনো স্কুলমাস্টার। শেষে নোটবুকটা সরিয়ে রেখে ব্লমকোভিস্ট জানালো এইসব প্রশ্ন করাটা আসলে তার সাথে দেখা করার একটি অজুহাত

ছাড়া আর কিছুই না। সে আসলে তার সাথে একটু আলাপ করতে চায়, আর তার কাছে খুবই জরুরি একটা প্রশ্ন আছে : লিখিত রিপোর্টে কি এমন একটা কিছু আছে যা অন্তর্ভূক্ত করা হয় নি? এমন কোনো অনুমাণ যা ইন্সপেক্টর তার সাথে শেয়ার করতে পারেন?

ভ্যাঙ্গারের মতো মোরেলও ছত্রিশ বছর ধরে এই রহস্যটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে গেছে, সেজন্যেই ব্লমকোভিস্ট জানতো লোকটা সহজে এ প্রশ্নের জবাব দেবে না-যেখানে মোরেলের মতো ঝানু গোয়েন্দা ছত্রিশ বছরে কোনো কূলকিণারা করতে পারে নি সেখানে কোত্থেকে এই নতুন লোক এসে জুটেছে তাকে কিনা মূল্যবান তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে হবে! তবে তার মধ্যে আসলে কোনো রকম শত্রু শত্রু ভাব দেখা গেলো না। বেশ আয়েশী ভঙ্গিতে মোরেল তার পাইপে তামাক ভরে জবাব দিলো।

"হ্যা, অবশ্যই আমার নিজস্ব কিছু আইডিয়াও ছিলো। তবে সেগুলো এতোটাই অস্পষ্ট আর ক্ষণস্থায়ী ছিলো যে কিভাবে বলবো বুঝতে পারছি না।"

"কি ঘটেছিলো বলে আপনি মনে করেন?"

"আমার ধারণা হ্যারিয়েটকে খুন করা হয়েছিলো। ভ্যাঙ্গার আর আমি এ ব্যাপারে একমত। এটাই একমাত্র যৌক্তিক ব্যাখ্যা। তবে এর পেছনে কি মোটিভ ছিলো সেটা বের করতে পারি নি। মনে হয় মেয়েটাকে নির্দিষ্ট একটা কারণেই খুন করা হয়েছে-ব্যাপারটা হুট করে করা হয় নি, কিংবা ধর্ষণের মতো কিছুও নয়। আমরা যদি মোটিভটা বের করতে পারতাম তাহলে জানতে পারতাম খুনটা কে করেছে।" একটু ভাবার জন্য মোরেল থামলো। "হত্যাকাণ্ডটি হয়তো তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে করা হয়েছে। মানে ঐ দুর্ঘটনাটি কাজে লাগিয়ে দীর্ঘদিনের পরিকল্পনাটি হঠাৎ করেই বাস্তবায়ন করা হয়েছে আর কি। খুনি তার মৃতদেহটি লুকিয়ে রাখে তারপর আমরা যখন তার খোঁজ করতে শুরু করি তখন অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলে সেটা।"

"আমরা এমন একজনের কথা বলছি যার নার্ভ একেবারে বরফের মতোই ঠাণ্ডা।"

"একটা ডিটেইল আছে...হেনরিক ভ্যাঙ্গারের সাথে কথা বলার জন্য হ্যারিয়েট তার ঘরে গিয়েছিলো। আমার কাছে ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত আচরণ বলেই মনে হয়েছে-মেয়েটা জানতো হেনরিক তখন একগাদা আত্মীয়স্বজন নিয়ে মহা ব্যস্ত। আমার মনে হয় হ্যারিয়েটের বেঁচে থাকাটা কারোর জন্য মারাত্মক হুমকি ছিলো। হেনরিককে সে হয়তো ওরকম কিছু কথাই বলতে চেয়েছিলো। খুনি হয়তো জেনে গিয়েছিলো মেয়েটা হেনরিককে সে কথা বলে ফেলবে...তো আর দেরি করে নি।"

"হেনরিক তার আত্মীয়স্বজন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন?"

"হেনরিক ছাড়াও ঐ ঘরে মোট চারজন লোক ছিলো। তার ভাই গ্রেগর, ম্যাঙ্গাস সিওগ্রেন নামের এক জ্ঞাতিভাই আর হেরাল্ডের দুই সন্তান বার্জার এবং সিসিলিয়া। তবে এ থেকে কিছু ধরে নেয়া যায় না। মনে করুন হ্যারিয়েট জেনে গিয়েছিলো কেউ তাদের কোম্পানির তহবিল তছরূপ করেছে–ধরে নিচ্ছি আর কি। ব্যাপারটা হয়তো সে কয়েক মাস ধরেই জানতো, এক পর্যায়ে হয়তো ঐ ব্যক্তির সাথে ব্যাপারটা নিয়ে তার কথাবার্তাও হয়ে থাকবে। মেয়েটা হয়তো তাকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করেছিলো, অথবা তার জন্যে দুঃখিত ছিলো, তার খবরটা ফাঁস করে দেবার ব্যাপারে তার মধ্যে অস্বস্তি কাজ করেছিলো। হঠাৎ করেই হয়তো মেয়েটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো, খুনিকেও সেটা বলে দিয়েছিলো সে। ফলে তাকে খুন করার জন্য লোকটা মরিয়া হয়ে ওঠে।"

"আপনি বলছেন 'লোকটা'।"

"বইপুস্তক বলে বেশিরভাগ খুনই পুরুষ মানুষ করে থাকে। তবে এটাও ঠিক, ভ্যাঙ্গার পরিবারে কয়েকজন মহিলা আছে যারা খুবই বিপজ্জনক।"

"ইসাবেলার সাথে আমার দেখা হয়েছে।"

"ঐ মহিলা সেরকমই একজন। তবে আরো আছে। সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গারও মারাত্মক জিনিস। সারা সিওগ্রেনের সাথে কি আপনার দেখা হয়েছে?"

মাথা ঝাঁকালো ব্লমকোভিস্ট।

"ও হলো সোফিয়া ভ্যাঙ্গারের মেয়ে, হেনরিকের এক জ্ঞাতিবোন। মহিলা খুবই কঠিন এক চিজ। তবে সে মামো'তে থাকে। আমি যতোটুকু জানি ঐ মেয়েটাকে খুন করার কোনো মোটিভ তার ছিলো না।"

"তাহলে তাকে তালিকা থেকে বাদ দেয়া যেতে পারে।"

"সমস্যাটা হলো ব্যাপারটা যেভাবেই খতিয়ে দেখা হোক না কেন আমরা কোনো মোটিভ খুঁজে বের করতে পারি নি। এটাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।"

"আপনি তো এই কেসটা নিয়ে প্রচুর কাজ করেছেন। এমন কোনো সূত্র কি ছিলো যা খুব একটা খতিয়ে দেখা হয় নি?"

একটু ভাবলো মোরেল। "না। এই কেসে আমি অনেক সময় ব্যয় করেছি। এরকম কিছু আমি খতিয়ে দেখি নি বলে মনে পড়ছে না। মনে হয় না এরকম কিছু আমার সামনে এসেছিলো। আমি পদোন্নতি পেয়ে হেডেস্টাডে চলে যাবার পরও এই কেসটা নিয়ে সময় ব্যয় করেছি।"

"চলে গেছিলেন?"

"হ্যা। আমি আসলে হেডেস্টাডের লোক নই। ওখানে আমি ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত কাজ করেছি। পদোন্নতি পেয়ে আমি সুপারিন্টেন্ডেন্ট হই, গাভেলের পুলিশ ডিপার্টমেন্টে বাকি কর্মজীবন পার করেছি। গাভেলে থাকার সময়ও আমি এই কেসটা নিয়ে কাজ ক'রে গেছি।"

"আমার মনে হয় হেনরিক আপনাকে এ কাজ করতে চাপাচাপি করেছে।"

"সত্য, তবে এটাই একমাত্র কারণ ছিলো না। হ্যারিয়েটের এই গোলকধাঁধাটি আমাকে আজো আকর্ষণ করে। মানে...ব্যাপারটা এরকম : প্রত্যেক পুলিশ অফিসারেরই সমাধানহীন একটি রহস্য থাকে। হেডেস্টাডে থাকার সময় ক্যান্টিনে বসে বসে আমার বৃদ্ধ কলিগদের কতোবারই না শুনেছি রেবেকার কেস নিয়ে কথা বলতে। বিশেষ করে টরস্টেনসন নামের এক পুলিশ অফিসার ছিলো−অনেক বছর আগে সে মারা গেছে−রেবেকার কেসটা নিয়ে সে বছরের পর বছর ধরে কাজ করে গেছে। ছুটিতে থাকুক আর কাজে থাকুক সে এই কেসটা নিয়েই মাথা ঘামিয়ে গেছে। হেহডেস্টাডের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এলেই সে পুরনো এই কেসটা নিয়ে বসে যেতো।"

"ওটাও কি নিখোঁজ কোনো মেয়ের কেস ছিলো?"

খুব অবাক হলো মোরেল। তারপর যখন বুঝতে পারলো ব্লমকোভিস্ট এই দুটো কেসের মধ্যে সংযোগ খুঁজছে তখন হেসে ফেললো সে।

"না। আমি আসলে একজন পুলিশ অফিসারের মন কি রকম হয়ে থাকে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম। হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গারের জন্মেরও আগে রেবেকার কেসটা ঘটেছিলো। চল্লিশের দশকের কোনো এক সময় হেডেস্টাডে এক মহিলাকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়। এটা অবশ্য অসাধারণ কোনো ঘটনা নয়। পুলিশ ডিপার্টমেন্টের প্রায় প্রত্যেক পুলিশ অফিসারকেই জীবনে এরকম দুয়েকটি ঘটনার তদন্ত করতে হয়। তবে এই কেসটা খুবই আলোচিত ছিলো। মেয়েটাকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করা হয়েছিলো। খুনি মেয়েটার হাত-পা বেধে তার মাথাটা ফায়ারপ্লেসের ভেতর ঢুকিয়ে পুড়ে ফেলেছিলো। মেয়েটা কতোক্ষণ বেঁচে ছিলো, কতোটা যন্ত্রণা ভোগ করেছিলো সেটা বুঝতেই পারছেন।"

"হায় ঈশ্বর।"

"ঠিক বলেছেন। একেবারেই পৈশাচিক। মেয়েটাকে খুঁজে পাবার পর টরসটেনসনই প্রথম ডিটেক্টিভ যে কিনা ঘটনাস্থলে যায়। এই খুনটার কোনো কূলকিণারা হয় নি। ওটা অমীমাংসিতই রয়ে গেছে। স্টকহোম থেকে বিশেষজ্ঞ ডেকে আনার পরও সেটার রহস্য সমাধান করা যায় নি। তবে ঐ পুলিশ অফিসার বেঁচে থাকতে কখনও কেসটা নিয়ে হাল ছেড়ে দেয় নি।"

"আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি।"

"আমার রেবেকা কেস হলো হ্যারিয়েট। এ ক্ষেত্রে অবশ্য আমরা এটাও জানি না মেয়েটা কিভাবে মারা গেলো। এমন কি একটা হত্যাকাণ্ড যে সংঘটিত হয়েছে সেটাও আমরা প্রমাণ করতে পারি নি। তবে আমিও এই কেসটা কখনও ছেড়ে দেই নি।" ভাবার জন্য একটু থামলো সে। "হোমিসাইড ডিটেক্টিভ হওয়াটা এই পৃথিবীর সবচাইতে একাকীত্বের একটি কাজ। ভিক্টিমের

আত্মীয়স্বজন হতাশ আর ক্ষুব্ধ থাকে; তবে খুব জলদিই তারা নিজেদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যায়। খুব কাছের লোকজনের একটু সময় লাগে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারাও ভুলে যায়। জীবন চলতে থাকে আপন নিয়মে। তবে অমীমাংসিত রহস্যটা থেকে যায়, আর শেষ পর্যন্ত একজন ব্যক্তিই ব্যাপারটা নিয়ে দিন রাত মাথা ঘামিয়ে চলে, সেই ব্যক্তিটি হলো ঐ কেসের তদন্তে নিয়োজিত অফিসার।"

ভ্যাঙ্গার পরিবারের আরো তিনজন সদস্য হেডেবি আইল্যান্ডে বসবাস করে। গ্রেগরের ছেলে আলেকজান্ডার ভ্যাঙ্গার ১৯৪৬ সালে জন্মায়, একটা কাঠের বাড়িতে সে থাকে। ব্লমকোভিস্টকে ভ্যাঙ্গার আগেই বলেছিলো যে আলেকজান্ডার বর্তমানে ওয়েস্ট ইন্ডিজে আছে। ওখানে সে প্রিয় মুহূর্ত কাটাচ্ছে : নৌকা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো আর মাছ ধরা। ঐ সময় আলেকজান্ডারের বয়স ছিলো বিশ, সে ঐ দিন উপস্থিত ছিলো এখানে।

নিজের মা গার্দারির সাথে বসবাস করে আলেকজান্ডার। বিধবার বয়স আশি বছর। ব্লমকোভিস্ট তাকে এখনও দেখে নি। মহিলা বেশিরভাগ সময় শয্যাসায়ী থাকে।

তৃতীয় পারিবারিক সদস্য হলো হেরাল্ড ভ্যাঙ্গার। প্রথম মাসে ব্লমকোভিস্ট তার টিকিটাও দেখতে পেলো না। হেরাল্ডের বাড়ি ব্লমকোভিস্টের বাড়ির সবচাইতে কাছে। সব সময় জানালায় ভারি আর কালো পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে। ভেতরে খুব একটা আলো জ্বলতেও দেখা যায় না। কখনও কখনও জানালার পাশ দিয়ে যাবার সময় ব্লমকোভিস্টের কাছে মনে হয় জানালার পর্দা নড়ছে। একবার দেরি করে রাতে ঘুমানোর সময় সে ঐ বাড়ির দোতলায় বাতি জ্বলতে দেখেছিলো। জানালার পর্দা কিছুটা ফাঁক ছিলো তখন, প্রায় বিশ মিনিট ধরে সে অন্ধকার রান্নাঘরের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে কিন্তু তার টিকিটাও দেখতে পায় নি। অবশেষে তীব্র শীতের চোটে বিছানায় ফিরে গেছে ঘুমানোর জন্য। সকালে জানালার পর্দাগুলো আবারো আগের মতে অবস্থায় দেখতে পায় সে।

মনে হয় হেরাল্ড অদৃশ্য কেউ, তারপরও তার উপস্থিতি গ্রামে প্রভাব ফেলে থাকে। ব্লমকোভিস্টের কল্পনায় হেরাল্ড এমন এক শয়তানে পরিণত হয়েছে যে কিনা নিজের চারপাশে সব কিছুর উপর নজরদারী করে বেড়ায় পর্দার আড়াল থেকে। আর নিজের ডেরায় কি আছে না আছে সেটা সবার চোখের আড়ালে রাখতেই যেনো সারা জীবন উৎসর্গ করেছে সে।

হেরাল্ডের বাড়িতে এক কাজের লোক আসে দিনে একবার (সাধারণত বয়স্ক মহিলা)। সাথে করে সে ব্যাগ আর কিছু মালপত্র নিয়ে এসে তার দরজার সামনে

রেখে যায়। হেরাল্ড সম্পর্কে নিলসনের কাছে ব্লমকোভিস্ট কিছু জানতে চাইলে সে মাথা ঝাঁকালো। জানালো তার বাড়ির সামনে বরফ জমে গেলে সেটার সাফ করার প্রস্তাব দিয়েছিলো সে কিন্তু হেরাল্ড নিজের বাড়ির ধারে কাছে কাউকে ঢুকতে দিতে রাজি না। হেরাল্ড যখন হেডেবিতে ফিরে এলো সেবার শীতে বরফ জমে তার বাড়ির সামনের জায়গাটা ভরাট হয়ে গেলে নিলসন ট্রাক্টর দিয়ে বরফ পরিস্কার করে দিয়েছিলো, ঐ একবারই তার বাড়ির সীমানায় ঢুকতে পেরেছিলো সে। তবে তার আগমনের শব্দ পেয়েই হেরাল্ড হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে নিলসনকে তার বাড়ির সামনে থেকে চলে যেতে বলে। তার চলে যাবার আগ পর্যন্ত হেরাল্ড দাঁড়িয়ে ছিলো বাড়ির সামনে।

দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো নিলসন ব্লমকোভিস্টের বাড়ির সামনে জমে থাকা বরফ সাফ করতে পারে নি কারণ তার বাড়ির মেইন গেটটা এতোটাই সংকীর্ণ যে ট্রাক্টর ঢুকতে পারে নি। শ্রমিক দিয়ে কাজটা করানো ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।

জানুয়ারির মাঝামাঝিতে ব্লমকোভিস্ট তার আইনজীবিকে জানিয়ে দিলা তার তিনমাস জেল খাটার সময়টা কখন থেকে শুরু করা হতে পারে সেটা যেনো ঠিক করা হয়। ব্যাপারটা দ্রুত শেষ করার জন্য ভেতরে ভেতরে সে খুব অস্থির। কয়েক সপ্তাহ আলোচনা করার পর ঠিক করা হলো ব্লমকোভিস্টকে মার্চের ১৭ তারিখ থেকে ওস্টারসান্ডের রুলাকার জেলখানায় তিনমাসের সাজার মেয়াদ কাটাতে হবে। আইনজীবি তাকে জানালো সাজার মেয়াদটি আরো কমিয়ে আনা যাবে।

"বেশ," কোনো রকম উচ্ছ্বাস না দেখিয়ে ব্লমকোভিস্ট বললো।

রান্নাঘরের টেবিলে বসে আছে সে, কোলে সেই বেড়ালটা। এখন প্রতিরাতেই সেটা চলে আসে, তারপর রাত কাটিয়ে চলে যায় সকালে। নিলসনের কাছ থেকে সে জেনেছে বেড়ালটার নাম টিওরভেন। ওটা কারোর বেড়াল নয়, সব বাড়িতেই তার আনাগোনা।

ব্লমকোভিস্ট তার নিয়োগকর্তার সাথে প্রায় প্রতিদিনই দেখা করতে শুরু করলো। কখনও কখনও তাদের আলাপ খুব সংক্ষেপে হলেও প্রায়শই সেটা দীর্ঘ আড্ডায় পরিণত হয়।

তাদের আড্ডার বেশিরভাগ সময়েই ব্লমকোভিস্ট একটা তত্ত্ব হাজির করে আর ভ্যাঙ্গার সেটা বাতিল করে দেয়। নিজের অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে ব্লমকোভিস্ট চেষ্টা করে একটু নির্মোহ থাকতে কিন্তু মাঝেমধ্যেই সে বুঝতে পারে মেয়েটার নিখোঁজ হবার কেসটা নিয়ে সে দারুণভাবে ডুবে গেছে। যেনো বুড়োর বাতিকগ্রস্ততা তাকেও পেয়ে বসেছে।

ব্লমকোভিস্ট বার্গারকে আশ্বস্ত করেছে এই বলে যে সে ওয়েনারস্ট্রমের বিরুদ্ধে একটা লড়াই করার কৌশল প্রণয়ন করেছে, তবে সত্য কথা হলো হেডেস্টাডে এক মাস কাটিয়ে দেবার পরও এ নিয়ে সে কিছু ভাবে নি। বরং এই ব্যাপারটা যতোদূর সম্ভব ভুলে থাকার চেষ্টা করে কারণ ওয়েনারস্ট্রমের ঘটনাটি মনে পড়লেই সে বিষন্নতায় আক্রান্ত হয়। কোনো কাজ করতে ইচ্ছে করে না তখন। মাঝে মাঝে সে ভাবে বুড়োর মতো সেও কি পাগল হয়ে যাচ্ছে কিনা। সাংবাদিক হিসেবে তার সুনাম মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে, আর সেটা পুণরুদ্ধার করার জন্য এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসে ভুতের পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছে সে।

ভ্যাঙ্গারের কাছে মাঝেমধ্যে ব্লমকোভিস্টকে কিছুটা ভারসাম্যহীন ব'লে মনে হলে জানুয়ারির শেষের দিকে বৃদ্ধ এমন একটি সিদ্ধান্ত নিলো যে সেটা নিজেকেও বিস্মিত করলো। টেলিফোন তুলে স্টকহোমে ফোন করলো সে। বিশ মিনিট দীর্ঘ হলো এই কথোপকথনটি আর সেটা মূলত মিকাইল ব্লমকোভিস্টকে নিয়েই।

বার্গারের রাগ কেটে যেতে পুরো একমাস লেগে গেলো। জানুয়ারির শেষের দিকে এক রাতে, ঠিক ৯:৩০ মিনিটে সে তাকে ফোন করলো অবশেষে।

"তুমি কি আসলেই ওখানে থাকতে চাইছো?" এ কথা দিয়ে শুরু করলো সে। কলটা পেয়ে ব্লমকোভিস্ট এতোটাই অবাক হলো যে প্রথমে কোনো জবাবই দিতে পারলো না। তারপর হেসে নিজের গায়ে চাদর জড়িয়ে নিলো।

"হাই রিকি। তুমি নিজে এখানে এসে থেকে যেতে পারো।"

"আমি কেন? এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকার মধ্যে কী এমন মজা আছে?"

"বরফ পানিতে আমার দাঁতের অবস্থা একেবারে কাহিল হয়ে আছে। পানি লাগলেই দাঁতের ফিলিংগুলোতে ব্যথা করে।"

"এরজন্য তুমি নিজেই দায়ি। তবে স্টকহোমেও খুব ঠাণ্ডা পড়েছে এখন।"

"এবার দুঃসংবাদটা দাও।"

"আমরা আমাদের নিয়মিত বিজ্ঞাপন দাতাদের দুই তৃতীয়াংশ হারিয়েছি। কেউ এসে কিছু বলে নি তবে..."

"আমি জানি। যারা বিপদের সময় আমাদের পরিত্যাগ করছে তাদের একটা তালিকা তৈরি করে রাখো। একদিন তাদের উপর আমি বেশ ভালো একটা রিপোর্ট করবো।"

"মিকি...আমি হিসেব ক'রে দেখেছি, নতুন কোনো বিজ্ঞাপনদাতা যদি জোগার করতে না পারি তাহলে শরৎকালের মধ্যেই আমরা দেউলিয়া হয়ে যাবো।"

"দুঃসময় কেটে যাবে।"

লাইনের অপরপ্রান্তে বার্গার দীর্ঘশ্বাসের সাথে হেসে ফেললো।

"অতো দূরে বসে তুমি এ কথা বলতে পারো না।"

"এরিকা, আমি..."

"জানি। একজন পুরুষ তাই করবে যা তাকে করতে হবে। আর এর সবটাই একেবারে ফালতু। তোমাকে কিছু বলতে হবে না। আমি দুঃখিত, তোমার মেসেজগুলোর কোনো জবাব দেই নি বলে। মেজাজ খুবই খারাপ ছিলো। আমরা কি আবার শুরু করতে পারি? আমি কি তোমার ওখানে এসে তোমাকে দেখে যাবো?"

"তোমার যখন খুশি চলে আসতে পারো।"

"আমি সাথে করে বড় একটা রাইফেলও নিয়ে আসবো?"

"মোটেও না। এখানে ওসব জিনিস তো আছেই সাথে শিকারী কুকুরও আছে। কবে আসছো তুমি?"

"শুক্রবারের রাতে, ঠিক আছে?"

বরফ সরিয়ে দরজা থেকে সংকীর্ণ একটা পথ তৈরি করা হয়েছে, সে জায়গাটা বাদে বাড়ির চারপাশ তিন ফিট বরফে ঢেকে আছে। ব্লমকোভিস্ট সেই সরু পথ ধরে চলে গেলো নিলসনের বাড়িতে। তার কাছে জানতে চাইলো বার্গারের বিএমডব্লিউ গাড়িটা ওখানে পার্ক করা যাবে কিনা। কোনো সমস্যা নেই। তাদের বড়সড় একটি গ্যারাজ আছে সেখানে ওটা রাখা যাবে। ওই গ্যারাজে ইঞ্জিন হিটারও রয়েছে।

বিকেলে রওনা দিয়ে সন্ধ্যা ৬টার দিকে পৌছালো বার্গার। প্রথমে একে অন্যের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইলো তারা তারপর আলিঙ্গন করলো দীর্ঘ সময় ধরে।

অন্ধকারে আলোকিত চার্চটা ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। কনসাম এবং সুসানের ক্যাফে দুটোও বন্ধ হয়ে গেছে এতোক্ষণে। বার্গার তার বাড়ির বিভিন্ন ঘরগুলো দেখার সময় ব্লমকোভিস্ট ডিনার রান্না করে ফেললো।

ভেড়ার মাংসে কাটলেট আর আলু ভাজার সাথে মাখনের সস এবং রেড ওয়াইন। ব্লমকোভিস্ট পত্রিকা নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করলেও বার্গার *মিলেনিয়াম* নিয়ে কথা বলার মতো মুডে নেই। তার বদলে এখানে ব্লমকোভিস্টের কাজকর্ম আর ভ্যাঙ্গারের সাথে কেমন খাতির হয়েছে সেটা জানতে চাইলো সে। এরপর তারা শোবার ঘরে চলে এলো এটা দেখার জন্যে যে বিছানায় তাদের দু'জনের সংকুলান হবে কিনা।

সালান্ডারের সাথে এডভোকেট নিলস বুরম্যানের তৃতীয় মিটিংটা রিশিডিউল করে শুক্রবার বিকেলে করা হলো। এর আগের মিটিংয়ে সালান্ডারকে এক বয়স্ক মহিলা অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো যে কিনা আইনজীবি ভদ্রলোকের সহকারী হিসেবে কাজ করে থাকে। আজকে অবশ্য কাজ শেষ করে মহিলা চলে গেছে। বুরম্যানের মুখ থেকে হালকা মদের গন্ধ পেলো সে। সালান্ডারকে একটা চেয়ারে বসার ইশারা করে ডেস্কের কাগজপত্র ঘাটতে লাগলো, মনে হলো হঠাৎ করেই মেয়েটার উপস্থিতি টের পেয়ে ধাতস্থ হলো ভদ্রলোক।

আরেক দফা জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো তাকে। এবার সে সালান্ডারের যৌনজীবন নিয়ে প্রশ্ন করলো–যে ব্যাপারটা নিয়ে কারো সাথে কোনো রকম কথাবার্তা বলার ইচ্ছে তার নেই।

মিটিংয়ের শেষে সালান্ডার বুঝতে পারলো পুরো ব্যাপারটা সে খুব খারাপভাবে সামলিয়েছে। প্রথমে তার প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকৃতি জানায় সে। এতে করে আইনজীবি ভদ্রলোক মনে করলো সালান্ডার লাজুক, মাথামোটা কিংবা লুকিয়ে রাখার মতো কিছু ব্যাপার আছে তার। জবাব পাবার জন্য সে বেশ চাপাচাপি করলো। সালান্ডার বুঝতে পারলো লোকটা জবাব না পেলে তাকে ছাড়বে না তাই সংক্ষেপে বলতে শুরু করলো। এমনভাবে বললো যেনো সেটা তার মনোবৈজ্ঞানিক প্রোফাইলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। 'ম্যাগনাস' নামের একজনের কথা জানালো সে–তার মতে ছেলেটা একজন কম্পিউটার জিনিয়াস। তার সমবয়সী। বেশ ভালো ব্যবহার করে তার সাথে। তাকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যায়, কখনও কখনও তারা একসাথে রাতও কাটায়। ম্যাগনাস হলো বানানো একটা গল্প। কিন্তু বুরম্যানের ভাবসাব দেখে মনে হলো এ থেকে সালান্ডারের যৌনজীবনের একটা রূপরেখা তৈরি করতে যাচ্ছে সে। *কতো দিন পর পর তোমরা সেক্স করো?* মাঝেমধ্যে। *প্রথম উদ্যোগটা কে নিয়ে থাকে–তুমি নাকি সে?* আমি। *তুমি কি কনডম ব্যবহার করো?* অবশ্যই–এইচআইভি'র ব্যাপারে সে ভালোমতোই সচেতন আছে। *তোমার প্রিয় আসন কোনটা?* উমমম, সাধারণত আমি পেছন দিক থেকেই বেশি পছন্দ করি। *তুমি কি ওরাল সেক্স উপভোগ করো?* কী বললেন...*কখনও কি পায়ুপথে সেক্স করেছো?*

"না। পাছা মারা খাওয়া কোনো মজার জিনিস না–কিন্তু এসব আপনি কেন জানতে চাইছেন?"

এই প্রথম তার মেজাজ বিগড়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নীচু ক'রে রাখলো যাতে তার চোখ দেখে তার মনোভাব বোঝা না যায়। মুখ তুলে যখন তাকালো দেখতে পেলো উকিল ভদ্রলোক দাঁত বের ক'রে হাসছে। প্রচণ্ড ঘেন্না নিয়ে লোকটার অফিস থেকে বের হয়ে এলো সে। পামগ্রিন কখনও এ ধরণের প্রশ্ন করতো না। বরং সে সব সময়ই চাইতো সালান্ডার যেনো নিজে থেকে তার সাথে যেকোনো বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলে। তবে সে তা করতো না।

মনে হচ্ছে বুরম্যান আস্ত একটা ঝামেলা হিসেবেই আবির্ভূত হতে যাচ্ছে।

অধ্যায় ১১

শনিবার, ফেব্রুয়ারি ১–মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারি ১৮

শনিবারের স্বল্প দিনের আলোয় ব্লমকোভিস্ট আর বার্গার ওস্টারগার্ডেনের কাছে ছোট্ট নৌকার এক হার্বারে পায়ে হেটে বেড়াতে গেলো। প্রায় এক মাস ধরে সে হেডেবি আইল্যান্ডে বসবাস করছে কিন্তু আজকের আগে এই এলাকার এতোটা ভেতরে কখনওই আসে নি। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর নিয়মিত তুষার ঝড় তাকে এ কাজ করতে বিরত রেখেছিলো। তবে শনিবারের দিনটি একেবারে রোদ্রৌজ্জ্বল আর আরামদায়ক। যেনো বার্গার সঙ্গে করে বসন্তের আমেজ নিয়ে এসেছে। রাস্তার দু'পাশে স্তুপ করে রাখা বরফের উচ্চতা তিন ফিটের কম হবে না। সামার-কেবিন ছেড়ে আসতেই গভীর বনের ভেতর দিয়ে তারা হাটতে লাগলো। গ্রাম থেকে সোডারবার্গেট পাহাড়টা যতো বড় দেখায় এখানে এসে তারচেয়ে অনেক বেশি বড় মনে হচ্ছে ব্লমকোভিস্টের কাছে। ভাবলো শৈশবে হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার এখানে না জানি কতোবার খেলাধুলা করেছে, ঘুরে বেড়িয়েছে। যতো দ্রুত ভাবনাটি এসেছিলো ততো দ্রুতই সেটা মাথা থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করে দিলো সে। বনের ভেতর এক মাইল হেটে যেতেই একটা বেড়া দেখতে পেলো তারা। ওস্টারগার্ডেনের ফার্মল্যান্ড এখান থেকেই শুরু হয়েছে। দূরে সাদা কাঠ আর লাল রঙের ফার্মের বিল্ডিংগুলো তাদের নজরে পড়লো। যে পথে এসেছিলো সে পথেই আবার ফিরে গেলো তারা।

এস্টেট হাউজের কাছে আসতেই ভ্যাঙ্গার তাদেরকে উপর তলায় যাবার ইশারা করলে ব্লমকোভিস্ট আর বার্গার একে অন্যের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো।

"তুমি কি একজন কর্পোরেট লিজেন্ডের সাথে দেখা করতে চাও?" বললো ব্লমকোভিস্ট।

"সে কি কামড়ায়?"

"শনিবারে কামড়ায় না।"

নিজের অফিসের দরজার সামনে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানালো ভ্যাঙ্গার।

"আপনি নিশ্চয় ফ্রোকেন বার্গার, আপনাকে দেখেই চিনতে পেরেছি," বললো সে। "আপনি যে হেডেবিতে আসছেন সেটা মিকাইল আমাকে বলে নি।"

বার্গারের অনেক প্রতিভার মধ্যে একটা হলো খুব সহজে মানুষের সাথে মিশে যাওয়া। তাকে আপন করে নেয়া। ব্লমকোভিস্ট দেখেছে তার এই চার্মের প্রভাব পাঁচ বছর বয়সী বাচ্চাদের উপরেও সমানভাবে প্রযোজ্য। দশ মিনিটের মধ্যে

সেইসব বাচ্চারা নিজেরদের মাকে ভুলে তার সাথে মেতে ওঠে। আশির উপরে যেসব পুরুষ আছে তারা যে এর ব্যতিক্রম হবে না সেটা সে ভালো করেই জানে। মাত্র দু'মিনিট পরই বার্গার আর হেনরিক এমনভাবে কথা বলতে লাগলো যে নিজেকে ব্লমকোভিস্টের অপাংক্তেয় ব'লে মনে হতে লাগলো। তারাও যেনো ভুলে গেলো ব্লমকোভিস্ট নামের কেউ তাদের সামনে আছে। মনে হচ্ছে বহুদিন থেকেই তারা একে অপরকে চেনে।

ভ্যাঙ্গারকে অবাক করে দিয়ে বার্গার বলতে শুরু করলো তার প্রকাশক তাদেরকে রেখে পালিয়েছে। বৃদ্ধ জবাবে জানালো সে যতোটুকু পত্রিকা পড়ে জানতে পেরেছে তাতে তো মনে হচ্ছে বার্গারই তাকে ঝেটিয়ে বিদায় করে দিয়েছে। তারপর সে বললো, যদি ঘটনা সেরকম নাও হয়ে থাকে তরুণ ব্লমকোভিস্টের জন্য কিছুদিন এই গ্রামীণ এলাকায় থাকাটা বেশ উপকারে আসবে।

পাঁচ মিনিট ধরে তারা ব্লমকোভিস্টের সেই রিপোর্টটা নিয়ে কথা বলে গেলো যার জন্যে তাকে আদালত থেকে সাজা পেতে হয়েছে। চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপচাপ শুনে গেলো ব্লমকোভিস্ট। তবে বার্গার যখন বললো সাংবাদিক হিসেবে সে ব্যর্থ হলেও যৌনতার ব্যাপারে মোটেও ব্যর্থ নয় তখন তার ভুরু কপালে উঠে গেলো। এ কথা শুনে অট্টহাসিতে ফেঁটে পড়লো হেনরিক ভ্যাঙ্গার।

খুবই অবাক হলো ব্লমকোভিস্ট। ভ্যাঙ্গারকে সে কখনই এতোটা প্রাণোচ্ছল আর হাসিখুশি দেখে নি। আচমকাই যেনো লোকটার বয়স পঞ্চাশ হয়ে গেছে-কিংবা ত্রিশ। লোকটা যে রমণীমোহন ছিলো সেটা এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে। তবে স্ত্রী মারা যাবার পর আর বিয়ে করে নি। তার জীবনে অবশ্যই অনেক নারীর আগমন ঘটেছে তারপরও বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে ব্যাচেলর জীবনযাপন করছে সে।

কফিতে চুমুক দিয়ে ব্লমকোভিস্ট তাদের কথাবার্তায় আবারো কান পাতলো, সে বুঝতে পারলো এবার তাদের আলোচনা খুব সিরিয়াস একটি বিষয় নিয়ে হচ্ছে-*মিলেনিয়াম*-এর ভবিষ্যত।

"মিকাইল আমাকে বলেছে আপনারা পত্রিকাটা নিয়ে সমস্যার মধ্যে আছেন।" বার্গার ব্লমকোভিস্টের দিকে তাকালো। "না, সে আপনাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে কিছু বলে নি। তবে আপনাদের পত্রিকাটি যে আমাদের ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশনের মতোই সমস্যায় আছে সেটা অন্ধ-কালা লোকেও বুঝবে।"

"এই সমস্যাটি যে আমরা কাটিয়ে উঠতে পারবো সে ব্যাপারে আমি বেশ আত্মবিশ্বাসী," বললো বার্গার।

"আমার তাতে সন্দেহ রয়েছে," ভ্যাঙ্গার বললো।

"কেন?"

"আচ্ছা–আপনাদের ওখানে কতোজন লোক কর্মরত আছে? ছয়জন? একটি মাসিক পত্রিকা যার সংখ্যা ২১০০০, উৎপাদন খরচ, বেতনভাতা, সার্কুলেশন বিলি-বন্টন, অফিস খরচ...আপনাদের প্রয়োজন ১০ মিলিয়ন ক্রোনার রেভেনিউ।"

"তো?"

"তো আমার বন্ধু ওয়েনারস্ট্রম খুবই প্রতিহিংসাপরায়ণ আর সংকীর্ণমনা এক লোক, সে এতো সহজে ব্যাপারটা ভুলে যাবে না। আপনাদেরকেও সে ক্ষমা করতে পারবে না। বিগত ছয় মাসে আপনারা কতোগুলো বিজ্ঞাপন হারিয়েছেন?"

ভ্যাঙ্গারের কথা শুনে ভুরু কুচকে রইলো বার্গার। দম বন্ধ হয়ে এলো ব্লমকোভিস্টের। *মিলেনিয়াম*-এর ভবিষ্যত নিয়ে বুড়োর সাথে তার কিছু কথাবার্ত হয়েছে, আর ব্লমকোভিস্টের এখানকার কাজের সাথে পত্রিকাটির যে সম্পর্ক আছে সেটা সে জানে। ভ্যাঙ্গার এখন এরিকাকে জিজ্ঞেস করছে, এক বস আরেক বসকে সুধাচ্ছে আর কি। তাদের মধ্যে যে সিগনাল আদানপ্রদান হচ্ছে সেটা ব্লমকোভিস্ট ধরতে পারছে না। এর কারণ সম্ভবত সে উঠে এসেছে নিতান্তই গরীব একটি পরিবার থেকে, অপরদিকে এরিকার পরিবার খুবই প্রভাবশালী এবং ধনী।"

"আমি কি আরেকটু কফি পেতে পারি?" বার্গার কথাটা বলতেই ভ্যাঙ্গার তার কাপে কফি ঢেলে দিলো। "ঠিক আছে, আপনি তাহলে আমাদের ব্যাপারে ভালোই হোমওয়ার্ক করেছেন। হ্যা, আমরা সমস্যায় আছি।"

"এভাবে কতোদিন টিকতে পারবেন?"

"ছয় মাস চলতে পারবো। বড়জোর আট মাস। এরচেয়ে বেশি চলার মতো ক্যাপিটাল আমাদের কাছে নেই।"

বৃদ্ধলোক উদাস হয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো, তার অভিব্যক্তি দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। চার্চটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

"আপনারা কি জানেন আমি এক সময় সংবাদপত্র ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলাম?" বললো ভ্যাঙ্গার। কথাটা তাদের দু'জনের উদ্দেশ্যেই।

ব্লমকোভিস্ট আর বার্গার একসাথে মাথা ঝাঁকালো। আবারো তিক্তভাবে হেসে ফেললো ভ্যাঙ্গার।

"নরল্যান্ডে আমাদের ছয়টি দৈনিক পত্রিকা ছিলো। ওটা পঞ্চাশ-ষাট দশকের কথা। আইডিয়াটা আমার বাবার ছিলো–তিনি মনে করেছিলেন আমাদের হাতে কিছু মিডিয়া থাকলে রাজনৈতিকভাবে সুবিধা পাওয়া যাবে। এখনও আমরা *হেডেস্টাড কুরিয়ার*-এর মালিক। আমাদের পরিবারে বার্জার নামে একজন ওটার চেয়ারম্যান। হেরাল্ডের ছেলে সে," ব্লমকোভিস্টের সুবিধার্থে শেষ কথাটা যোগ করলো।

“সেইসাথে স্থানীয় একজন রাজনীতিক,” বললো ব্লমকোভিস্ট।

“মার্টিনও বোর্ডে আছে। সে বার্গারকে সঠিকপথে থাকতে বাধ্য করে।”

“আপনি কেন নিজেদের অধীনে থাকা পত্রিকাগুলো ছেড়ে দিলেন?” জানতে চাইলো ব্লমকোভিস্ট।

“ষাটের দশকে কর্পোরেট রিস্ট্রাকচারিং হয়েছিলো। পত্রিকা প্রকাশ করাটা অনেক দিক থেকেই শখের বিষয়। আমাদেরকে যখন বাজেট কাটছাট করতে হলো তখন সবার আগে খড়্গ নেমে এলো সেগুলোর উপর। বিক্রি করে দেয়া হলো পত্রিকাগুলো। তবে আমি জানি পত্রিকা কিভাবে চালাতে হয়...আমি কি একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে পারি?”

এই কথাটা এরিকার উদ্দেশ্যে করা হলো।

“আমি মিকাইলকে এ কথাটা জিজ্ঞেস করি নি। তবে আপনি যদি জবাব দিতে না চান দেবেন না। আমি জানতে চাই আপনারা এই চোরাবালি থেকে কিভাবে পরিত্রাণ পেতে চাচ্ছেন। আপনাদের কাছে কি কোনো গল্প আছে নাকি নেই?”

এবার ব্লমকোভিস্টই অভিব্যক্তিহীন হয়ে পড়লো। কিছু বলার আগে একটু দ্বিধা দেখা গেলো বার্গারের মধ্যে : “আমাদের কাছে একটা গল্প ছিলো। তবে সেটা একেবারে ভিন্ন একটি গল্প।”

মাথা নেড়ে সায় দিলো ভ্যাঙ্গার, যেনো বার্গার কি বলতে চাচ্ছে সেটা সে পুরোপুরি বুঝতে পেরেছে। তবে ব্লমকোভিস্ট বুঝতে পারলো না।

“আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি না।” আলোচনা সংক্ষেপ করা জন্য বললো ব্লমকোভিস্ট। “আমি রিসার্চ করে আর্টিকেলটা লিখেছিলাম। প্রয়োজনীয় সব সোর্সই আমার ছিলো। কিন্তু সবটাই ভেস্তে গেছে।”

“তুমি যা-ই লেখো না কেন সবগুলোরই সোর্স থাকে?”

“থাকে।”

আচমকা ভ্যাঙ্গারের কণ্ঠটা তীক্ষ্ম হয়ে উঠলো। “তুমি যে একটা মাইনফিল্ডের উপর দিয়ে হেটে গিয়েছিলে সেটা আমি বুঝতে পারছি। ষাটের দশকে *এক্সপ্রেসেন* পত্রিকায় লুন্ডাল ঘটনাটি ছাড়া এরকম কোনো গল্প আমি মনে করতে পারছি না। তোমরা অবশ্য সেই গল্পের কথা শুনেছো কিনা আমি জানি না। তোমার সোর্সও কি একজন গল্পবাজ লোক ছিলো?” মাথা ঝাঁকিয়ে সে বার্গারের দিকে ফিরে শান্ত কণ্ঠে বললো, “আমি এক সময় পত্রিকার প্রকাশক ছিলাম, আবারো সেরকম একজন প্রকাশক হতে পারি। আরেকজন পার্টনার নেবার ব্যাপারে আপনি কি বলবেন?”

প্রশ্নটা যেনো বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো, তবে বার্গারকে দেখে মনে হলো না সে খুব অবাক হয়েছে।

"আমাকে আরো খুলে বলুন," বললো বার্গার।

ভ্যাঙ্গার বললো : "আপনি হেডেস্টাডে কতোদিন থাকবেন?"

"আগামীকালই আমি ফিরে যাচ্ছি।"

"তাহলে আপনি এবং মিকাইল কি দয়া করে আজরাতে আমার সাথে একটু ডিনার করবেন? ৭টার দিকে হলে কি চলবে?"

"ঐ সময়টা হলে আমাদের জন্য ভালোই হয়। আপনার সাথে ডিনার করতে ভালোই লাগবে। তবে আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না। আপনি কেন *মিলেনিয়াম*-এর পার্টনার হতে চাচ্ছেন?"

"প্রশ্নটা আমি এড়িয়ে যাচ্ছি না। ভাবছি এই ব্যাপারটা নিয়ে ডিনারের সময় কথা বলবো। আপনাদেরকে একটি কংক্রিট প্রস্তাব দেবার আগে আমার আইনজীবির সাথে একটু পরামর্শ করে নিতে হবে। তবে সোজা কথায় যদি বলি তাহলে বলতে হয় ইনভেস্ট করার মতো টাকা আমার কাছে আছে। পত্রিকাটি যদি টিকে যায়, মুনাফা করতে শুরু করে তখন আমি সামনে চলে আসবো। তা যদি না হয়–তাতেও কিছু যায় আসে না; এই জীবনে এরচেয়েও অনেক বড় লোকসান আমার হয়েছে।"

ব্লমকোভিস্ট কিছু বলতে যাবার আগেই বার্গার তার হাটুর উপর হাত রেখে তাকে বিরত করলো।

"মিকাইল এবং আমি এই সংবাদপত্রটি স্বাধীনভাবে পরিচালনা করার জন্য অনেক কঠিন সংগ্রাম করেছি।"

"ফালতু কথা। কেউই পুরোপুরি স্বাধীন নয়। তবে আমি ম্যাগাজিনটার ওপর খবরদারি করবো না। আর কি লেখা হলো না হলো সেটা নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাবো না। ঐ বাস্টার্ড স্টেনবেক যদি *মডার্ন টাইমস* প্রকাশ করতে পারে তাহলে আমি কেন *মিলেনিয়াম*-এ ফিরে আসতে পারবো না?"

"এর সাথে কি ওয়েনারস্ট্রমের কোনো ব্যাপার আছে?" বললো ব্লমকোভিস্ট।

হেসে ফেললো ভ্যাঙ্গার। "মিকাইল, আমার বয়স এখন আশির উপরে। অনেক কিছুই আছে যা করি নি বলে আমি আজো অনুতপ্ত আর যেসব লোক ঠিকমতো লড়াই করতে পারে না বলেও আমার আক্ষেপ আছে। তবে এই বিষয়টার কথা বলতে গেলে–" বার্গারের দিকে আবার ফিরলো সে। "মানে, এই ইনভেস্টমেন্টটার ব্যাপারে বলছি আর কি। একটা শর্তে আমি সেটা করবো।"

"তাহলে সেটা কি আগে শুনি," বার্গার বললো।

"মিকাইল ব্লমকোভিস্টকে আবারো প্রকাশকের পদে ফিরে যেতে হবে।"

"না," সঙ্গে সঙ্গে বললো ব্লমকোভিস্ট।

"আলবৎ," পাল্টা জবাবে তার মতো করেই বললো ভ্যাঙ্গার। "আমরা যদি

একটা প্রেসরিলিজ করে ঘোষণা দেই যে ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশন *মিলেনিয়াম*-এর পেছনে আছে এবং তুমি আবার প্রকাশকের পদে ফিরে এসেছো তাহলে ওয়েনারস্ট্রমের হার্ট অ্যাটাক করবে। আমরা ঠিক এই সিগনালটিই তাকে দিতে পারি—সবাই তখন বুঝবে আমরা পত্রিকাটি অধিগ্রহণ করছি না, এর সম্পাদকীয় নীতিমালায়ও কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। এরফলে যেসব বিজ্ঞাপনদাতা সরে যাচ্ছে তারা আবার ফিরে আসার কথা ভাববে। ওয়েনারস্ট্রম কিন্তু সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নয়। তারও শত্রু আছে। তোমাদের কাছে অজানা এরকম অনেক নতুন কোম্পানি আছে যারা বিজ্ঞাপন দিতে আগ্রহী হবে।”

“এসবের মানে কি?” বার্গার ঘরের দরজাটা বন্ধ করতেই ব্লমকোভিস্ট কথাটা বললো।

“এটাকে তুমি বলতে পারো কোনো ব্যবসায়িক ডিলের আগে অগ্রীম খোঁজখবর নেয়া,” বললো বার্গার। “তুমি কিন্তু আমাকে বলো নি হেনরিক ভ্যাঙ্গার এতোটা সুইটি।”

ব্লমকোভিস্ট তার সামনে এসে দাঁড়ালো। “রিকি, তুমি তাহলে জানতে আজকের এই আলোচনাটি কি নিয়ে হবে।”

“আরে বাচ্চাছেলে। এখন সবেমাত্র ৩টা বাজে, ডিনারের আগে আমি একটু ফুর্তি করতে চাই।”

ব্লমকোভিস্ট রেগেমেগে একাকার। তবে এরিকার সামনে কখনওই বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারে না সে।

এরিকা পরেছে একটা কালো রঙের পোশাক, কোমর সমান লম্বা জ্যাকেট আর পাম্পস, এসব জিনিস সে সুটকেসে করে নিয়ে এসেছে। ব্লমকোভিস্টকে সে জ্যাকেট আর টাই পরতে বলেছিলো। তবে সে পরেছে কালো রঙের প্যান্ট, ধূসর রঙের শার্ট, কালো টাই আর ধূসর একটা স্পোর্ট কোট। ঠিক সময়ে তারা ভ্যাঙ্গারের বাড়িতে পৌছে দেখতে পেলো ডার্চ ফ্রোডি আর মার্টিন ভ্যাঙ্গারও রয়েছে সেখানে। ভ্যাঙ্গার ছাড়া সবাই জ্যাকেট আর টাই পরেছে।

“আশির উপরে বয়স হবার একটা সুবিধা হলো কেউ তোমার পোশাক আশাক নিয়ে সমালোচনা করবে না,” বললো সে। একটা বো টাই আর বাদামি রঙের কার্ডিগান পরেছে হেনরিক ভ্যাঙ্গার।

পুরো ডিনারের সময়টাতে বার্গারকে খুবই প্রাণোচ্ছল দেখালো।

ড্রইংরুমের ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে কগনাক মদ পান করার পর পরই তাদের কথাবার্তা সিরিয়াস হয়ে উঠলো। চুক্তির রূপরেখা ঠিক করার আগে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে আলোচনা করে গেলো তারা।

একটা কোম্পানি গঠন করবে ফ্রোডি যা কিনা পুরোপুরি হেনরিক ভ্যাঙ্গারের মালিকানায় থাকবে। বোর্ডে থাকবে হেনরিক, মার্টিন আর ফ্রোডি। চার বছর পর্যন্ত এই কোম্পানি *মিলেনিয়াম*-এর আয়-ব্যয়ের মধ্যে যে ফারাক থাকবে সেটার জোগান দিয়ে যাবে। টাকাগুলো ভ্যাঙ্গারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে নেয়া হবে। বিনিময়ে ভ্যাঙ্গারকে ম্যাগাজিনের বোর্ডে সম্মানজনক একটি পদ দেয়া হবে। এই চুক্তিটি হবে চার বছর মেয়াদি, তবে *মিলেনিয়াম*-এর মালিকেরা চাইলে দু'বছরের মাথায় চুক্তিটা বাতিল করে দিতে পারবে। তবে এ ধরণের আগাম চুক্তি বাতিল করলে সেটা খুব ব্যয়বহুল হবে কারণ ভ্যাঙ্গার যে পরিমাণ টাকা দেবে সেগুলো ফেরত দিতে হবে।

এই সময়ের মধ্যে যদি হেনরিক ভ্যাঙ্গার মারা যায় তাহলে *মিলেনিয়াম*-এর বোর্ডে তার স্থলাভিষিক্ত হবে মার্টিন ভ্যাঙ্গার। নির্দিষ্ট সময় পর চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হলে মার্টিন যদি নিজের পদে থাকতে চায় কিংবা ছেড়ে দিতে চায় সেটা একান্তই তার নিজের ব্যাপার। ওয়েনারস্ট্রমকে ধরাশায়ী করার ব্যাপারে মনে হলো মার্টিনও বেশ আগ্রহী। ব্লমকোভিস্ট ভাবতে লাগলো এদের দু'জনের শত্রুতার আসল উৎস কোন্‌টি।

গ্লাসে মদ ভরে দিলো মার্টিন। ব্লমকোভিস্টের দিকে ঝুঁকে হেনরিক ভ্যাঙ্গার নীচু কণ্ঠে জানালো এই চুক্তির ফলে তার সাথে করা আগের চুক্তিতে কোনো প্রভাব পড়বে না। দুটো একেবারে আলাদা। ব্লমকোভিস্ট ইচ্ছে করলে বছরের শেষের দিকে প্রকাশক হিসেবে আবার কাজ শুরু করতে পারে।

আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হলো তাদের এই রি-অর্গানাইজেশনটা মার্চের ঠিক মাঝামাঝি সময়ে ব্লমকোভিস্ট যখন জেল খাটার মেয়াদ শুরু করবে সেদিনই সমস্ত মিডিয়ায় ঘোষণা করা হবে। এরকম একটা নেতিবাচক ব্যাপারের সাথে রি-অর্গানাইজেশন করাটা পাবলিক রিলেশন্সের দিক থেকে একেবারেই মারাত্মক একটি ভুল, এতে করে কেবল ব্লমকোভিস্টের শত্রুরা অবাক হবে আর সেই সাথে হেনরিক ভ্যাঙ্গারের নতুন ভূমিকাটিই সামনে চলে আসবে। তবে সবাই এর মধ্যে একটা যুক্তিও দেখতে পাবে–*মিলেনিয়াম*-এর গায়ে হলুদ সাংবাদিকতার যে তকমা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে তা থেকে মুক্তি পাবার এটাই হলো একটা পথ। তাছাড়া এটা আরো ইঙ্গিত করবে যে ম্যাগাজিনটির সাপোর্ট করার মতো বড় প্রতিষ্ঠান আছে যারা প্রয়োজনে নির্মমও হতে পারবে। ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশন হয়তো সমস্যার মধ্যে রয়েছে কিন্তু এটা এখনও সবচাইতে প্রসিদ্ধ শিল্পগোষ্ঠী, প্রয়োজনে তারা যেকোনো শত্রুর মোকাবেলা করতে পিছ পা হবে না।

আলোচনার সবটাই হলো ভ্যাঙ্গারদের সাথে বার্গারের। ব্লমকোভিস্ট কি ভাবছে সেটা কেউ জিজ্ঞেসও করলো না।

রাতে নিজের ঘরে ফিরে এসে এরিকার কোলে মাথা রেখে ব্লমকোভিস্ট তার চোখের দিকে তাকালো।

“তুমি আর হেনরিক ভ্যাঙ্গার কতোদিন ধরে এ নিয়ে আলোচনা করেছো?”

“এক সপ্তাহের মতো হবে,” হেসে বললো সে।

“ক্রিস্টার কি এতে রাজি আছে?”

“অবশ্যই।”

“তুমি আমাকে কেন বলো নি?”

“আরে, এ নিয়ে তোমার সাথে কেন আলোচনা করতে যাবো? তুমি তো প্রকাশক হিসেবে পদত্যাগ করেছো, তুমি সম্পাদকীয় বোর্ড আর ওখানকার সব কাজকর্ম ছেড়েছুড়ে এই জঙ্গলে চলে এসেছো।”

“তাহলে এসবই আমি ডিজার্ভ করি!”

“হ্যা, তা করো,” বললো এরিকা।

“তুমি আসলেই আমার উপর রেগে ছিলে।”

“মিকাইল, আমি কখনও এতোটা রেগে যাই নি। নিজেকে পরিত্যাক্ত লাগছিলো, মনে হচ্ছিলো আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। এর আগে তোমার উপর আমি কখনওই এতোটা ক্ষুব্ধ হই নি।” তার মাথার চুল শক্ত করে ধরে তাকে আরো কাছে টেনে আনলো এরিকা।

বার্গার হেডেবি ছেড়ে চলে যাবার পরও ব্লমকোভিস্ট অনেকটা বিরক্ত হয়ে রইলো ভ্যাঙ্গারের উপর। ভ্যাঙ্গার কিংবা তার বিশাল পরিবারের কেউ কোনো ঝুঁকির মধ্যে পড়ুক সেটা সে চায় নি। এক সোমবার হেডেস্টাডের বাস ধরে পুরো বিকেল শহরটা ঘুরে, লাইব্রেরিতে ঢুঁ মেরে আর একটা বেকারিতে কফি খেয়ে কাটিয়ে দিলো। রাতের বেলায় একটা সিনেমা দেখতে ঢুকে পড়লো থিয়েটারে।

এই ভ্রমণটা শেষ করলো হেডেস্টাডের ম্যাকডোনাল্ডে খেয়ে। তারপর একটা বাসে চেপে সোজা ফিরে এলো হেডেবিতে। রান্নাঘরে কফি খেতে খেতে একটা ফাইল বের করে ভোর ৪টা পর্যন্ত পড়ে গেলো একটানা।

এই তদন্তের ব্যাপারে ব্লমকোভিস্টের মনে কতোগুলো প্রশ্ন দিন দিন অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে সেজন্যে আরেকবার ডকুমেন্টগুলো নিয়ে বসেছে। সে নিজে যেসব জিনিস উদঘাটন করেছে সেগুলো যে খুবই বৈপ্লবিক তা বলা যাবে না। এগুলো এমন সব সমস্যা যা কিনা ইন্সপেক্টর মোরেলকেও দীর্ঘদিন ধরে ভাবিয়ে তুলেছে।

শেষ দিকে হ্যারিয়েট বদলে গিয়েছিলো। এটাকে যেকোনো মানুষের বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন হিসেবেও দেখা যেতে পারে। কারণ হ্যারিয়েট বড় হচ্ছিলো। ক্লাসমেট, শিক্ষক আর পরিবারের অনেকেই জানিয়েছিলো যে তার মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেতো, সে ক্রমশ নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকতো সেই সময়টাতে।

মাত্র দু'বছর আগে যে মেয়েটা হাসিখুশি আর চটপটে ছিলো সে কিনা নিজেকে সবার কাছ থেকে দূরে দূরে রাখতো। স্কুলে বন্ধুদের সাথে সময় কাটালেও তারা জানিয়েছে মেয়েটা নাকি ক্রমশ শীতল আচরণ করতে শুরু করে দিয়েছিলো। স্কুলের বন্ধুদের এই মন্তব্য মোরেলের কাছে অদ্ভুত মনে হলে সে এই ব্যাপারটা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলো কয়েকজনকে। যে ব্যাখ্যা সে পেয়েছিলো সেটা হলো, হ্যারিয়েট নাকি নিজের সম্পর্কে কথা বলতো না, গালগল্পে অংশ নিতো না, প্রাণ খুলে কথাও বলতো না বন্ধুদের সাথে।

হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার একজন নিবেদিতপ্রাণ খৃস্টান ছিলো–রবিবারের প্রার্থনায় যোগ দিতো, রাতে প্রার্থনা করতো। শেষের দিকে তার মধ্যে ধর্মবিশ্বাস আরো প্রবল হয়ে ওঠে। নিয়মিত বাইবেল পড়তো, চার্চে যাতায়াত করতে শুরু করে সে, তবে হেডেবি আইল্যান্ডের যাজক অটো ফকের দ্বারস্থ হয় নি, যদিও এই যাজক ছিলো ভ্যাঙ্গার পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বরং বসন্তকালে সে হেডেস্টাডের পেন্টেকোস্টাল কংগ্রেশেনে অংশ নেবার চেষ্টা করেছিলো। তবে পেন্টেকোস্টাল চার্চে তার অবস্থান স্বল্পকালীন ছিলো। দু'মাস পরই চার্চের কংগ্রেশন ছেড়ে ক্যাথলিক ধর্মের বই-পুস্তক পড়তে শুরু করে সে।

একজন টিনএজারের ধর্মের প্রতি অন্ধমোহ? হতে পারে, তবে ভ্যাঙ্গার পরিবারে কারোর মধ্যে কখনওই ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখা যায় নি। তার মধ্যে কি ধরণের ভাবনা ছিলো সেটা খুঁজে বের করা খুবই কঠিন। আগের বছর তার বাবা পানিতে ডুবে মারা যাওয়ার ঘটনাটি ঈশ্বরের প্রতি তার এই আগ্রহের একটা ব্যাখ্যা হতে পারে। মোরেল এই উপসংহারে এসেছিলো যে, হ্যারিয়েটের মধ্যে একটা সমস্যা ছিলো, তাকে কিছু একটা ভাবিয়ে তুলেছিলো। ভ্যাঙ্গারের মতো মোরেলও হ্যারিয়েটের অনেক বন্ধুবান্ধবের সাথে কথা বলেছে, কার সাথে মেয়েটি তার মনের কথা খুলে বলেছে তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে সে।

আনিটা ভ্যাঙ্গারকে নিয়ে কিছুটা আশার আলো দেখা গিয়েছিলো। হেরাল্ডের এই মেয়েটি হ্যারিয়েটের চেয়ে মাত্র দু'বছরের বড়। ১৯৬৬ সালের গ্রীষ্মকালটা সে হেডেবিতেই কাটিয়েছে, ঐ সময়টাতে হ্যারিয়েটের সাথে তার বেশ ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। তবে আনিটা গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্য দিতে পারে নি। সেই গ্রীষ্মে তারা দু'জন ঘুরে বেড়িয়েছে, সাঁতার কেটেছে, আড্ডা মেরেছে, কথা বলেছে সিনেমা, পপ ব্যান্ড আর বইপুস্তক নিয়ে। আনিটা যখন ড্রাইভিং শিখতে যেতো তখন অনেক সময় হ্যারিয়েটও তার সঙ্গি হতো। একবার তারা এক বাড়ি থেকে এক বোতল মদ চুরি করে মনের আনন্দে পান করে মাতাল হয়েছিলো সেই সময়। কয়েক সপ্তাহ তারা দু'জনে আইল্যান্ডের শেষপ্রান্তে থাকা গটফ্রিড ক্যাবিনেও কাটিয়েছিলো।

হ্যারিয়েটের ব্যক্তিগত ভাবনা আর অনুভূতিগুলো অজানাই রয়ে গেছে। তবে

ব্লমকোভিস্ট একটা অসঙ্গতি তার রিপোর্টে টুকে রাখলো : তার ক্লাসমেট আর পরিবারের কিছু সদস্যের কাছে মনে হয়েছিলো হ্যারিয়েট অন্তর্মুখী হয়ে উঠছে। তবে আনিটা ভ্যাঙ্গারের কাছে মনে হয় নি সে অন্তর্মূখী ছিলো। এ ব্যাপারটা নিয়ে সে ভ্যাঙ্গারের সাথে এক সময় কথা বলবে বলে ঠিক করলো।

আরেকটা জোড়ালো প্রশ্ন আছে, মোরেল হ্যারিয়েটের ডেটবুকের নির্দিষ্ট একটা পৃষ্ঠা নিয়ে বিস্ময়করভাবেই অনেক মাথা ঘামিয়েছিলো। নিখোঁজ হবার এক বছর আগে এক ক্রিসমাসে এই চামড়ায় বাধানো বইটা তাকে উপহার দেয়া হয়েছিলো। বইটার প্রথম অর্ধেক হ্যারিয়েটের দিনপঞ্জী হিসেবে বিভিন্ন ধরণের মিটিং, পরীক্ষার তারিখ, হোমওয়ার্ক এ রকম কিছুতে পরিপূর্ণ। এই ডেটবুকের অনেকটা অংশ জুড়েই আছে ডায়রি লেখা। তবে হ্যারিয়েট সেটা মাঝেমধ্যে ব্যবহার করতো। জানুয়ারি মাসে সে খুব উচ্ছ্বাসের সঙ্গে যেসব লোকজনের সাথে তার দেখা হয়েছে তাদের সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখেছিলো, আরো লিখেছিলো যেসব সিনেমা দেখেছিলো তার বিবরণ। এরপর স্কুলের শেষ বছরের আগ পর্যন্ত নিজের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আর কিছু লেখে নি। এক নাম না জানা ছেলের কথা উল্লেখ আছে সেখানে।

যে পৃষ্ঠায় কতোগুলো টেলিফোন নাম্বার লেখা আছে সেগুলোই হলো আসল রহস্য। খুবই পরিস্কার হাতে বর্ণানুক্রমে পরিবারের সদস্য, ক্লাসমেট, কয়েকজন শিক্ষক আর পেন্টেকোস্টাল চার্চের কংগ্রেশনে যাদের সাথে তার পরিচয় হয়েছিলো তাদের নাম্বার লিখেছে সে। একেবারে শেষ পৃষ্ঠায় পাঁচটি নাম আর ফোন নাম্বার লেখা আছে। তিনটি মেয়ে আর দু'জনের নামের আদ্যক্ষর :

মাগদা–৩২০১৬
সারা–৩২১০৯
আর. জে–৩০১১২
আর. এল–৩২০২৭
মেরি–৩২০১৮

যেসব ফোন নাম্বারের শুরু ৩২ দিয়ে সেগুলো ষাটের দশকে হেডেস্টাডের নাম্বার ছিলো। ৩০ দিয়ে শুরু হওয়া নাম্বারটি হেডেবির কাছের এলাকা নরবিনের। সমস্যাটা হলো মোরেল যখন হ্যারিয়েটের বন্ধুবান্ধবদের এইসব নাম্বার দেখিয়েছিলো তখন তাদের কেউই সেগুলো দেখে চিনতে পারে নি। তাদের কোনো ধারণাই ছিলো না এগুলো কার নাম্বার।

প্রথম নাম 'মাগদা' দেখে কিছুটা আশার সঞ্চার হয়েছিলো। ওটার খোঁজে গিয়ে দেখা গেছে নাম্বারটা পার্কগাটান ১২-এর একটি টেইলারিং শপের। ফোন

নাম্বারটি মারগট লুন্ডমার্ক নামের একজনের, তার মায়ের নাম হলো মাগদা। ঐ দোকানে মাঝেমধ্যে মহিলা বসতেন। তবে মাগদার বয়স তখন ছিলো উনসত্তুর বছর, আর হ্যারিয়েট নামের কাউকে সে চিনতেও পারে নি। এমন কি হ্যারিয়েট ঐ দোকানে কখনও গিয়েছিলো কিংবা সেখান থেকে কেনাকাটা করেছিলো বলেও কোনো প্রমান পাওয়া যায় নি। সেলাইয়ের কাজে তার কোনো আগ্রহ ছিলো না।

দ্বিতীয় যে নাম্বারটি 'সারা' নামে তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে সেটা টরেসন নামের এক পরিবারের নাম্বার, যারা কিনা ভাস্টস্টান-এ বসবাস করতো। পরিবারটিতে এন্ডারর্স, মনিকা আর জোনাস এংব পিটার নামের তাদের দুই সন্তান ছিলো। ঐ সময়টাতে তারা ছিলো প্রি-স্কুল বয়সী। ঐ পরিবারে সারা নামের কেউ ছিলো না। এমনকি তারা হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার নামও শোনে নি কখনও, শুধু মিডিয়াতে যখন নিখোঁজ মেয়ে হিসেবে তার নাম প্রচার করা হয়েছিলো তখনই এই নামটা প্রথম শুনেছিলো তারা। হ্যারিয়েটের সাথে তাদের একমাত্র দূরবর্তী সংযোগটি হলো এন্ডার্স, সে বাড়িঘরের ছাদমেরামতকারী ছিলো। কয়েক সপ্তাহ আগে হ্যারিয়েটদের স্কুলের ছাদে টাইল বসিয়েছিলো সে। সুতরাং তাত্ত্বিকভাবে দেখতে গেলে স্কুলে তাদের সাথে পরিচয় হবার একটা সুযোগ আছে। যদিও ব্যাপারটা মোটেও স্বাভাবিক নয়।

বাকি তিনটি নাম্বারও তাদেরকে কানাগলিতে নিয়ে গেছে। 'আর.এল' আদ্যক্ষরের ৩২০২৭ নাম্বারটি ছিলো রোসমেরি লারসন নামের একজনে, যে মহিলা বেশ কয়েক বছর আগেই মারা গিয়েছিলেন।

হ্যারিয়েট কেন এইসব নাম আর নাম্বার লিখেছিলো সেটার ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে ১৯৬৬-৬৭ সালের গ্রীষ্মকালটায় ইন্সপেক্টর মোরেল যথেষ্ট সময় ব্যয় করেছিলো।

একটা সম্ভাবনা হলো এইসব ফোন নাম্বার লেখা হয়েছে ব্যক্তিগত কোনো কোড হিসেবে-একজন টিনএজ মেয়ে কিভাবে ভাবতো সেটা মোরেল আন্দাজ করার চেষ্টা করেছিলো। যেহেতু ৩২ সংখ্যা দিয়ে হেডেস্টাডের নাম্বার শুরু হয় তাই বাকি তিনটি নাম্বার সে পুণরায় সাজিয়ে নেয়। ৩২৬০১ অথবা ৩২১৬০ মাগদার ফোন নাম্বার নয়। মোরেল তার সংখ্যাতত্ত্ব প্রয়োগ ক'রে দেখতে পায় এভাবে আরো অনেক নাম্বার নিয়ে কাজ করলে এক সময় না এক সময় সেটা হ্যারিয়েটের সাথে কানেকশান পাওয়া যাবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সে যদি ৩২০১৬ নাম্বারের বাকি তিন ডিজিটের সাথে এক যোগ করে তাহলে সে পায় ৩২১৭-এটা হেডেস্টাডে অবস্থিত ফ্রোডির অফিসের নাম্বার। তবে এরকম একটি লিংকের কোনো মানে হয় না। তাছাড়া সে এমন কোনো কোড আবিষ্কার করতে পারে নি যা বাকি পাঁচ ডিজিটের কোনো অর্থ বের করতে পারে।

মোরেল তার তদন্তের কাজটি আরো বিস্তৃত করে। ডিজিটগুলো কি কোনো

গাড়ির নাম্বারপ্লেট? ষাটের দশকে প্রথম দু'সংখ্যা ছিলো গাড়ির কান্ট্রি রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আর তারপর ছিলো পাঁচটি ডিজিট। আরেকটা কানাগলি।

ইন্সপেক্টর ভদ্রলোক এরপর নামগুলো নিয়ে কাজ করেছিলো। হেডেস্টাডে যতোজন মেরি, মাগদা আর সারা ছিলো এবং সেইসাথে যাদের নামের আদ্যাক্ষর আর.এল অথবা আর.জে দিয়ে তাদের সবার একটা তালিকা করে সে। মোট সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৩০৭ জনে। এদের মধ্যে মাত্র ২৯ জনের সাথে হ্যারিয়েটের আসলেই কোনো কানেকশান ছিলো। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় তার ক্লাসের এক ছেলে ছিলো যার নাম রোনাল্ড জ্যাকবসন—আর.জে। তেমন একটা জানাশোনা ছিলো না তাদের মধ্যে। আর হ্যারিয়েট প্রিপারেটরি স্কুলে ভর্তি হবার পর থেকে তাদের মধ্যে কোনো যোগাযোগও থাকে নি। টেলিফোন নাম্বারের কোনো লিংকও খুঁজে বের করা যায় নি।

ডেটবুকের সংখ্যার রহস্যটা অমীমাংসিতই রয়ে গেছে।

সালান্ডারের সাথে এডভোকেট বুরম্যানের চতুর্থ মোলাকাতটি শিডিউল মিটিং ছিলো না। তাকে বাধ্য করা হয় যোগাযোগ করার জন্য।

ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে সালান্ডারের ল্যাপটপটি এমন এক দুর্ঘটনার শিকার হলো যে কাউকে খুন করতে ইচ্ছে করলো তার। নিজের বাইকটা নিয়ে মিল্টন সিকিউরিটিতে গিয়ে গ্যারাজের একটা পিলারের পেছনে সেটা পার্ক করে রাখলো। নিজের ব্যাগটা মেঝেতে রেখে যেই না বাইকটা লক করতে গেলো অমনি একটা গাড়ি ব্যাক-গিয়ারে এসে চলে গেলো তার ব্যাগের উপর দিয়ে। ড্রাইভার কিছুই টের পায় নি, নিশ্চিন্তে সে বের হয়ে যায় গাড়িটা নিয়ে।

ঐ ব্যাগে তার আপেল আই-বুকটা ছিলো। যখন সে এটা কেনে তখন জিনিসটা ছিলো আপেলের সবচাইতে অত্যাধুনিক মডেলের একটি ল্যাপটপ। সালান্ডার সব সময় দামি দামি কম্পিউটার ব্যবহার করে। প্রায়শ সে নিজের কম্পিউটার আপডেট করে নেয়। তার শখের আর খরচের তালিকা করলে এই একটা জিনিসই পাওয়া যাবে।

ব্যাগ খুলেই সে দেখতে পেলো ল্যাপটপটা ভেঙে একাকার। পাওয়ার অন করে কম্পিউটারটা চালানোর চেষ্টা করলো কিন্তু কোনো শব্দ পর্যন্ত পেলো না। শেষ হয়ে গেছে। ব্রান্কিরকারগাটানে টিমি'স ম্যাকজিসাসে নিয়ে গেলো এই আশায় যে হার্ডডিস্কটা হয়তো বাঁচানো যাবে। কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে টিমি মাথা ঝাঁকালো।

"সরি। কোনো আশা নেই," বললো সে। "এটার জন্যে তোমাকে একটা চমৎকার শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করতে হবে এখন।"

ল্যাপটপটির এই পরিণতিতে তার মেজাজ বিগড়ে গেলেও এটা মারাত্মক কোনো ক্ষতি বয়ে আনে নি। সালান্ডার সব সময়ই তার সমস্ত ডকুমেন্ট আরেকটা ডেস্কটপ কম্পিউটারে ব্যাকআপ হিসেবে সংরক্ষণ করে। বাড়িতে তার পাঁচ বছরের আরেকটি পুরনো তোশিবা ল্যাপটপও আছে যেটা সে ব্যবহার করতে পারে তবে তার দরকার খুবই দ্রুতগতির আধুনিক একটি মেশিন।

বিকল্প হিসেবে সে যা ভাবলো তাতে অবাক করার কিছু নেই : আপেলের নতুন পাওয়ারবুক G4/1.0, অ্যালুমিনিয়ামের কেস, সঙ্গে ৭৪৫১ প্রসেসর এবং অ্যান্টি ভেক ভেলোসিটি ইঞ্জিন। ব্লুটুথ আর সিডি, ডিভিডি রাইট করার ব্যবস্থাও আছে তাতে।

এই ল্যাপটপটির পর্দা ১৭ ইঞ্চির, রেজুলুশন ১৪৪০ x ৯০০পিক্সেল। বাজারে যতো পিসি আর ল্যাপটপ আছে তাদের মধ্যে এটাই সেরা।

এক কথায় এটাকে ল্যাপটপের রোলস রয়েস বলা যেতে পারে। তবে সালান্ডারের কাছে এটার সবচাইতে আকর্ষণীয় দিক হলো কি-বোর্ডটায় ব্যাকলাইটিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। গাঢ় অন্ধকারেও ও এর কি-গুলো স্পষ্ট দেখতে পাবে সে। এর আগে কেন কেউ এটা ভাবে নি?

প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ার মতো এই যন্ত্রটি।

দাম ৩৮০০০ ক্রোনার, সঙ্গে ভ্যাট।

এটাই হলো সমস্যা।

যাইহোক না কেন ম্যাকজিসাসের কাছে নতুন ল্যাপটপের অর্ডার দিয়ে দিলো সে। এখান থেকেই সে তার সমস্ত কম্পিউটার এক্সেসরিস কেনে বলে তারা তাকে একটু বেশি কমিশন দিয়ে থাকে। কতো টাকা তার কাছে আছে সেটা হিসেব করে দেখলো। তার ভাঙা ল্যাপটপের ইন্সুরেন্স বাবদ বেশ কিছু টাকা সে পাবে, তারপরও নতুন একটা কিনতে আরো ১৮০০০ ক্রোনার দরকার। বাড়িতে এক কফি টিনে ১০০০০ ক্রোনার লুকিয়ে জমা করে রেখেছে সে। এ ছাড়া তার কাছে আর কিছু নেই। তার গার্ডিয়ানের কাছে ফোন করে জানালো হঠাৎ করেই তার কিছু টাকার দরকার কিন্তু বুরম্যানের সেক্রেটারি তাকে বললো আজ তার সাথে দেখা করার মতো সময় উকিল ভদ্রলোকের নেই। জবাবে সালান্ডার বললো ১০০০০ ক্রোনারের একটা চেক স্বাক্ষর করতে ভদ্রলোকের বিশ সেকেন্ডের বেশি লাগবে না। তাকে বলা হলো সে যেনো সন্ধ্যা ৭:৩০-এর দিকে অফিসে চলে আসে।

ব্লমকোভিস্টের হয়তো ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনের উপর কোনো অভিজ্ঞতা নেই তবে সে ভালো করেই বুঝতে পারছে ইন্সপেক্টর মোরেল অসম্ভব রকমের মেধাবী

একজন মানুষ। পুলিশ ইনভেস্টিগেশনের ফাইলগুলো পড়ে শেষ করার পরও সে দেখতে পেলো ভ্যাঙ্গারের নোটে ইন্সপেক্টরের কথা বার বার উঠে আসছে। তারা দু'জনে বেশ ভালো বন্ধু হয়ে উঠেছিলো। ব্লমকোভিস্ট ভাবলো ইন্ডাস্ট্রি জগতের এই মহারথির মতো মোরেলও হ্যারিয়েটের কেসটা নিয়ে মোহাচ্ছন্ন কিনা।

তার মতে কোনো কিছুই মোরেলের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। এই রহস্যের সমাধান পুলিশের রেকর্ডে খুঁজে পাওয়া যাবে না। যে প্রশ্নের কথাই ভাবা হোক না কেন সেটা আগেই তারা করে রেখেছে। সবগুলো সূত্র আর অনুমাণই খতিয়ে দেখা হয়েছে, এমনকি তার মধ্যে কিছু কিছু একেবারেই কষ্টকল্পিত। তদন্তের সবগুলো ফাইল পুরোপুরি পড়ে দেখে নি ব্লমকোভিস্ট কিন্তু তার কাছে মনে হয়েছে যতোই পড়ছে ততোই পুরো কেসটা আরো বেশি জটিল আর ঘোলাটে হয়ে উঠছে। এমন কিছু সে খুঁজে বের করতে পারে নি যা এর আগে তদন্ত কর্মকর্তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কিভাবে কোন পথে এই তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না সে। তার কাছে মনে হচ্ছে একটাই মাত্র পথ খোলা আছে : এ ঘটনায় জড়িতদের সবার সাইকোলজিক্যাল মোটিভ কি ছিলো সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা।

প্রথমেই হ্যারিয়েটকে দিয়েই সেটা শুরু করতে হবে। কে ছিলো হ্যারিয়েট?

বিকেল ৫টার দিকে নিজের রান্নাঘরের জানালা দিয়ে ব্লমকোভিস্ট দেখতে পেলো সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গারের দোতলার ঘরে বাতি জ্বলছে। সাড়ে সাতটার দিকে তার ঘরের দরজায় নক্ করলো সে। সবেমাত্র টিভি'তে সংবাদ প্রচার শুরু হয়েছে। গায়ে বাথরোব আর মাথায় হলুদ রঙের তোয়ালে পেচিয়ে মহিলা দরজা খুললো। এই অসময়ে তাকে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চেয়ে ব্লমকোভিস্ট একটু পিছিয়ে যেতেই মহিলা তাকে বাড়ির ভেতরে লিভিংরুমে বসার জন্যে বললো। কফিমেকার চালু করে দিয়ে দোতলায় চলে গেলো সে কয়েক মিনিটের জন্য। যখন নীচে নেমে এলো দেখা গেলো জিন্স আর চেক ফ্লানেল শার্ট পরে আছে।

"আমি ভাবছিলাম আপনি হয়তো আমার এখানে আসবেন না।"

"আমার আসলে ফোন করে আসা উচিত ছিলো কিন্তু জানালা দিয়ে দেখলাম আপনার ঘরে বাতি জ্বলছে তাই ফোন না করেই চলে এলাম।"

"আপনার ঘরে তো সারা রাতই বাতি জ্বলতে দেখি আমি। মাঝরাতে প্রায়ই হাটতে বের হন। আপনি নি নিশাচর?"

কাঁধ তুললো ব্লমকোভিস্ট। "তাই তো মনে হচ্ছে।" রান্নাঘরের টেবিলে বেশ কয়েকটি টেক্সটবইয়ের স্তুপ দেখতে পেলো সে। "আপনি কি এখনও শিক্ষকতা করেন?"

"না, হেডমিস্ট্রেস হিসেবে আমি ক্লাস নেবার সময় পাই না। তবে আমি ইতিহাস, ধর্ম আর সমাজবিজ্ঞান পড়াতাম। এখনও কিছু বছর বাকি আছে।"

"বাকি আছে?"

মহিলা হাসলো। "আমার বয়স ছাপান্ন। খুব জলদি অবসরে চলে যাবো।"

"আপনাকে দেখে তো পঞ্চাশের উপরে বলে মনে হয় না। মনে হয় চল্লিশ।"

"গুল মারছেন। আপনার বয়স কতো?"

"চল্লিশের উপরে," হেসে বললো ব্লমকোভিস্ট।

"তাহলে আপনাকে দেখে বিশ বছর বয়সী বলে মনে হয়। কতো দ্রুতই না সময় চলে যায়।"

সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গার কফি দিয়ে জানতে চাইলো তার ক্ষিদে আছে কিনা। জবাবে সে জানালো অনেক আগেই খাওয়া দাওয়া করে ফেলেছে, কথাটা আংশিক সত্যও বটে। রান্না করার ঝামেলায় যায় নি সে, স্যান্ডউইচ দিয়েই কাজ সেরে নিয়েছে। এখন একটুও ক্ষিদে নেই।

"তাহলে আপনি কেন এসেছেন? ঐসব প্রশ্নগুলো করার সময় তাহলে এসে গেছে?"

"সত্যি বলছি...আমি আপনাকে প্রশ্ন করার জন্য এখানে আসি নি। মনে হলো আপনাকে একটু হ্যালো বলে আসি।"

মহিলা হেসে ফেললো। "আপনার কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে, তারপর চলে এলেন হেডেবি'তে, হেনরিকের সবচাইতে প্রিয় শখের বিষয়ের উপর যাবতীয় ম্যাটেরিয়াল জোগার করে রাতের ঘুম বাদ দিয়ে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার রাতেও হেটে বেড়ান এখন...আমি কি কিছু বাদ দিয়েছি?"

"আমার দিনকাল ভালো যাচ্ছে না। খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে আছি।"

"গত সপ্তাহান্তে যে মহিলা আপনার ওখানে এসেছিলো সে কে?"

"এরিকা...*মিলেনিয়াম*-এর এডিটর ইন চিফ সে।"

"আপনার মেয়েবন্ধু?"

"ঠিক তা নয়। সে বিবাহিত। বলতে পারেন আমি তার ভালো বন্ধু আর খণ্ডকালীন প্রেমিক।"

সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গার অট্টহাসিতে ফেঁটে পড়লো।

"এতো হাসার কি আছে?"

"কথাটা যেভাবে আপনি বললো আর কি। খণ্ডকালীন প্রেমিক। আমার দারুণ পছন্দ হয়েছে কথাটা।"

সিসিলিয়াকে বেশ ভালোই লাগলো ব্লমকোভিস্টের।

"তাহলে আমিও একজন খণ্ডকালীন প্রেমিক ব্যবহার করতে পারি," বললো সিসিলিয়া।

পায়ের স্লিপার দুটো ছুড়ে ফেলে দিয়ে একটা পা ব্লমকোভিস্টের হাটুর উপর তুলে দিলো সে। ব্লমকোভিস্ট আলতো করে সেই পায়ের পাতায় হাত বুলিয়ে

চললো। কয়েক সেকেন্ডের জন্য তার মধ্যে একটু দ্বিধা ছিলো–বুঝতে পারছে অপ্রত্যাশিত কিছুতে জড়িয়ে পড়ছে সে। তবে সতর্কভাবেই সে মহিলার পায়ের পাতায় মেসেজ করতে আরম্ভ করলো আস্তে আস্তে।

"আমি বিবাহিত," বললো সিসিলিয়া।

"জানি। ভ্যাঙ্গার পরিবারে কেউ ডিভোর্স নেয় না।"

"প্রায় বিশ বছর ধরে আমি আমার স্বামীর চেহারা পর্যন্ত দেখি না।"

"কি হয়েছিলো?"

"এটা তোমার জানার দরকার নেই। অনেক দিন ধরে সেক্স করি না...উমমম, তিন বছর তো হবেই।"

"অবাক হলাম।"

"কেন? এটা তো চাহিদা আর যোগানের ব্যাপার। কোনো ছেলেবন্ধু কিংবা বিবাহিত পুরুষে আমার কোনো আগ্রহ নেই, অথবা কোনো পুরুষের সাথে একসাথে থাকার। আমি আমার মতো ভালোই আছি। কার সাথে আমি সেক্স করবো? স্কুলের শিক্ষকদের সাথে? আমার তা মনে হয় না। ছাত্রদের কারো সাথে? বুড়ো মহিলাদের জন্য তো তাহলে রসালো গালগল্পের খোরাক হবে। ভ্যাঙ্গার নামধারীদের ব্যাপারে আবার তাদের আগ্রহ একটু বেশি। এই হেডেবি আইল্যান্ডে আমাদের আত্মীয়স্বজন আর বিবাহিত লোকজন ছাড়া আর কেউ নেই।"

সামনে ঝুঁকে এসে তার ঘাড়ে চুমু খেলো মহিলা।

"আমি কি তোমাকে ভড়কে দিচ্ছি?"

"না। তবে বুঝতে পারছি না এটা ভালো হচ্ছে কিনা। আমি তোমার চাচার হয়ে কাজ করছি।"

"এ কথাটা আমি কাউকে বলবো না। তবে সত্যি বলতে কি, হেনরিক সম্ভবত এ রকম কিছুর বিরুদ্ধে নয়।"

তার কোলের উপর উঠে বসলো সিসিলিয়া, গাঢ় চুম্বনে আবিষ্ট করলো তাকে। এখনও তার চুল ভেজা, তা থেকে শ্যাম্পুর গন্ধ ভেসে আসছে। তার ফ্লানেল শার্টের বোতাম খুলতে গিয়ে একটু হোচট খেলো ব্লমকোভিস্ট। তাড়াহুড়া করে সেটা তার কাঁধের দু'পাশ দিয়ে নামিয়ে দিলো সে। কোনো ব্রা পরে নি মহিলা। তার স্তন দুটোতে চুমু খাবার সময় মহিলা তার মাথাটা বুকের সাথে শক্ত করে চেপে ধরলো।

তার ব্যাঙ্ক একাউন্টের স্টেটম্যানটা দেখানোর জন্যে ডেস্ক ছেড়ে উঠে সালান্ডারের পেছনে এসে দাঁড়ালো বুরম্যান–এই একাউন্টা এখন আর তার অধীনে নেই। হঠাৎ করেই পেছন থেকে তার ঘাড়ে আলতো করে মেসেজ করতে শুরু করলো

লোকটা, আরেকটা হাত কাঁধের উপর দিয়ে ঢুকিয়ে দিলো তার বুকে। তার বাম স্তনটা মুঠোয় পুরে নিলো সে, যখন দেখতে পেলো মেয়েটা বাধা দিচ্ছে না তখন স্তন মর্দন করতে শুরু করলো বুরম্যান। সালান্ডার একটুও নড়লো না। ডেস্কের উপর লেটার ওপেনারটা যখন সে দেখছে তখন লোকটার নিঃশ্বাস টের পাচ্ছে তার কাঁধের কাছে। হাত বাড়ালেই ওটা নিতে পারে সালান্ডার।

তবে সেটা করলো না। বিগত বছরগুলোতে হোলগার পামগ্রিন তাকে শিখিয়েছে মাথা গরম করে কিছু করলে সেটা সমস্যা বয়ে আনে। আর সমস্যা খুব বাজে পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়।

এই যৌন নিপীড়ন–আইনের দিক থেকে যেটাকে শ্লীলতাহানি হিসেবে অভিহিত করা হয় সেটা প্রমাণিত হলে দু'বছরের জেল হতে পারে–মাত্র কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হলো। তবে সীমালঙ্ঘন করার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। সালান্ডারের কাছে এটা শত্রুপক্ষের শক্তি প্রদর্শন–তাদের আইনগত সম্পর্কের মধ্যেও সে যে এই লোকটার দয়ার উপর বেঁচে আছে, তার যে প্রতিরোধ করার কোনো উপায় নেই এটা যেনো তারই বিশ্রী একটা ইঙ্গিত। লোকটার সঙ্গে যখন কয়েক সেকেন্ডের জন্য তার চোখাচোখি হলো সালান্ডার দেখতে পেলো তার আলতো করে ফাঁক হওয়া ঠোঁট দুটো লালসায় পরিপূর্ণ। তার নিজের মুখে অবশ্য কোনো অভিব্যক্তি নেই।

বুরম্যান নিজের ডেস্কে ফিরে এলো।

"তুমি যখন খুশি চাইলেই আমি তোমাকে টাকা দিতে পারি না," বললো সে। "এতো দামি কম্পিউটার কেন তোমার দরকার পড়লো? কম্পিউটার গেম খেলার জন্য তো অনেক সস্তা কম্পিউটার বাজারে পাওয়া যায়।"

"আগের মতো আমার নিজের টাকা আমি নিজের খুশি মতো খরচ করতে চাই।"

তার দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকালো বুরম্যান।

"ঘটনা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে। প্রথমে তোমাকে আরো বেশি সামাজিক আর লোকজনের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।"

সালান্ডারের অভিব্যক্তিহীন দু'চোখের পেছনে কি ভাবনা কাজ করছে সেটা যদি বুরম্যান বুঝতে পারতো তাহলে তার হাসিটা বদলে যেতো।

"আমার মনে হয় তুমি আর আমি ভালো বন্ধু হতে পারে," বললো সে। "আমাদের একে অন্যের প্রতি আরো বেশি আস্থা রাখতে হবে।"

মেয়েটা যখন কিছু বললো না তখন সে বলতে লাগলো : "এখন বেশ বড় হয়ে গেছো তুমি। পুর্ণাঙ্গ রমণী হয়ে উঠেছো, লিসবেথ।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

"কাছে আসো," হাত বাড়িয়ে বললো লোকটা।

ডেস্কের উপর রাখা লেটার ওপেনারটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে উঠে লোকটার কাছে চলে গেলো সে। পরিণতি। তার হাতটা ধরে নিজের লিঙ্গের উপর রাখলো বুরম্যান। কালো আর মোটা গ্যাবারডিনের প্যান্টের উপর দিয়ে লোকটার উদ্যত লিঙ্গ টের পেলো সালান্ডার।

"তুমি যদি আমার সাথে ভালো ব্যবহার করো তাহলে আমিও তোমার দিকটা দেখবো।"

অন্য হাতে মেয়েটার ঘাড় ধরে হাটুর কাছে টেনে আনলো, ঠিক তার লিঙ্গ বরাবর সালান্ডারের মুখ।

"এ কাজ তো তুমি এর আগেও করেছো, তাই না?" প্যান্টের জিপার খুলতে খুলতে বললো বুরম্যান।

মুখ ঘুরিয়ে উঠে সালান্ডার দাঁড়াবার চেষ্টা করলেও লোকটা শক্ত করে তাকে ধরে রাখলো। শারিরীক শক্তির দিক থেকে লোকটার সাথে তার পেরে ওঠার কথা নয়। তার ওজন যেখানে মাত্র ৯০ পাউন্ড লোকটার ওজন সেখানে ২১০। দু'হাতে তার মাথাটা শক্ত করে ধরে তার দিকে ঘোরালো।

"তুমি যদি আমার সাথে ভালো আচরণ করো, আমিও তোমার সাথে ভালো আচরণ করবো," কথাটা আবারো বললো সে। "সমস্যা করলে তোমার বাকি জীবনটা কোনো ইন্সটিটিউশনেই কাটাতে হবে। সেটা কি তুমি পছন্দ করবে?"

কিছুই বললো না সে।

"সেটা কি তুমি পছন্দ করবে?" আবারো বললো কথাটা।

মাথা ঝাঁকালো সালান্ডার।

সে চোখ নামিয়ে ফেলার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করলো বুরম্যান। এটাকে মেনে নেয়ার লক্ষণ হিসেবে দেখলো সে। তারপর তাকে আরো কাছে টেনে আনলো। লোকটার জননেন্দ্রিয় মুখে পুরে ফেললো সালান্ডার। দু'হাতে শক্ত করে তার মাথাটা ধরে প্রবলভাবে নিজের কাছে টেনে আনলো বুরম্যান। এভাবে পুরো দশ মিনিট চললো, তার কাছে মনে হলো দম বন্ধ হয়ে আসছে। অবশেষে যখন তার মোচন হলো তখন এতোটা জোরে তাকে ধরলো যে সালান্ডারের নিঃশ্বাস আটকে এলো।

তাকে তার অফিসের বাথরুমটা দেখিয়ে দিলো বুরম্যান। মুখ মুছতে মুছতে যখন বাথরুমের দিকে পা বাড়াচ্ছে তখন রীতিমতো কাঁপতে শুরু করলো সালান্ডার। মুখে টুথপেস্ট নিয়ে কুলি করে লোকটার বীর্যের গন্ধ দূর করার চেষ্টা করলো সে। বাথরুম থেকে বের হয়ে দেখতে পেলো বুরম্যান নিজের ডেস্কে আয়েশ করে বসে বসে কাগজে চোখ বুলাচ্ছে।

"বসো, লিসবেথ," তার দিকে না তাকিয়েই বললো তাকে। বসে পড়লো

সে। অবশেষে মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে হাসলো বুরম্যান।

"তুমি এখন বড় হয়েছো, তাই না, লিসবেথ?"

সায় দিলো সে।

"তাহলে তোমাকে বড়দের খেলাও খেলতে হবে," বললো সে। এমনভাবে বললো যেনো বাচ্চা কোনো মেয়ের সাথে কথা বলছে। সালান্ডার কোনো জবাব না দিলে লোকটা একটু ভুরু তুললো।

"আমার মনে হয় না আমরা এইমাত্র যে খেলাটা খেললাম সেটা কাউকে বললে ভালো হবে। ব্যাপারটা ভেবে দেখো–তোমার কথা কে বিশ্বাস করবে? তোমার রেকর্ড তো খুব একটা ভালো না। কার কথা বেশি বিশ্বাসযোগ্য হবে বলে মনে করো?"

তারপরও যখন সে কোনো জবাব দিলো না বুরম্যান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকাটা যারপরনাই হতাশ করছে লোকটাকে –তবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলো বুরম্যান।

"আমরা বেশ ভালো বন্ধু হবো," বললো সে। "আমার মনে হয় আজকে তুমি আমার সাথে দেখা করে স্মার্টের মতো কাজই করেছো। তুমি সব সময়ই আমার কাছে আসতে পারো।"

"আমার ১০০০০ ক্রোনার দরকার কম্পিউটার কেনার জন্য," সালান্ডার বেশ দৃঢ়তার সাথে বললো।

ভুরু তুললো বুরম্যান। *নাক উঁচু খানকি। আসলেই একটা মাথামোটা মাগি।* সে যখন বাথরুমে ছিলো তখনই চেকটা তৈরি করে রেখেছিলো সে। ওটা এবার তার হাতে তুলে দিলো। *বেশ্যার চেয়ে এটা ভালো। নিজের টাকাই নিচ্ছে সে।* তার দিকে তাকিয়ে উন্নাসিকের মতো হাসলো লোকটা। চেকটা নিয়েই সালান্ডার চলে গেলো।

অধ্যায় ১২

বুধবার, ফেব্রুয়ারি ১৯

সালান্ডার যদি কোনো সাধারণ নাগরিক হোতো তাহলে বুরম্যানের অফিস থেকে বের হয়েই সোজা পুলিশের কাছে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ করতো। তার ঘাড়ে লোকটার শক্ত হাতের দাগ, জামা-কাপড়ে লেগে থাকা বীর্য থেকে ডিএনএ টেস্ট করলেই ফেঁসে যেতো উকিল ভদ্রলোক। এমনকি বুরম্যান যদি দাবি করতো যে সালান্ডার এটা স্বেচ্ছায় করেছে কিংবা তাকে প্রলুব্ধ করেছে তারপরেও আইনের চোখে সে দোষী সাব্যস্ত হোতো তার সাথে রাষ্ট্রের যে চুক্তি সেটার বরখেলাপের জন্য। একটা রিপোর্ট করলেই তাকে নারীনির্যাতনের উপর অভিজ্ঞ একজন আইনজীবি দেয়া হোতো সঙ্গে সঙ্গে, এরফলে একটা জিনিস প্রমাণিত হয়ে যেতো–সালান্ডার আসলেই 'আইনের দৃষ্টিতে অসমর্থ।'

১৯৮৯ সাল থেকে 'আইনের দৃষ্টিতে অসমর্থ' টার্মটি আর প্রাপ্তবয়স্কদের বেলায় প্রযোজ্য হয় না।

দুই ধরণের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার প্রটেকশন বা সমাজকল্যাণ সুরক্ষা আছে–ট্রাস্টিশিপ এবং গার্ডিয়ানশিপ।

ট্রাস্টিশিপ মানে স্বেচ্ছায় এমন ব্যক্তির সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসা, যে কিনা প্রাত্যহিক জীবনে নানান ধরণের সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যেমন বিল দিতে পারছে না, অথবা নিজেকে স্বাস্থ্যকরভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে অক্ষম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ট্রাস্টি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় কাছের আত্মীয়স্বজন কিংবা বন্ধুবান্ধবদের। যদি সেরকম কেউ না থাকে তাহলে ওয়েলফেয়ার কর্তৃপক্ষ নিজেরাই একজনকে এ কাজে নিয়োগ দেয়। ট্রাস্টি হলো এক ধরণের অভিভাবক, তবে আইনের চোখে অসমর্থ ব্যক্তি এক্ষেত্রে নিজের সম্পত্তি কিংবা টাকা-পয়সার ব্যাপারে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখে, অবশ্য এ ব্যাপারে ট্রাস্টির সাথে আলাপ আলোচনা করে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

গার্ডিয়ানশিপ আরেকটু কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। এখানে অসমর্থ ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তি আর টাকা-পয়সার নিয়ন্ত্রণ থাকে তার গার্ডিয়ানের উপর। ঠিক করে বলতে গেলে গার্ডিয়ানশিপ মানে হলো অসমর্থ ব্যক্তির সমস্ত আইনী দিক অধিগ্রহণ করা। সুইডেনে ৪০০০ মতো ব্যক্তি গার্ডিয়ানশিপের আওতায় রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানসিক ভারসাম্যহীন, মানসিকভাবে অসুস্থ এবং মাদকাসক্ত লোকজনকে গার্ডিয়ানশিপের অধীনে দিয়ে দেয়া হয়। কিছু লোক শারিরীক আর মানসিকভাবে অক্ষম হওয়ার কারণেও গার্ডিয়ানশিপে চলে যায়।

বেশিরভাগ ক্লায়েন্টই বয়সে তরুণ–পয়ত্রিশের নীচে। তাদেররই একজন হলো লিসবেথ সালান্ডার।

কোনো ব্যক্তির নিজের জীবনের নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নেয়া–মনে তার ব্যাঙ্ক একাউন্টের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়া–গণতান্ত্রের সবচাইতে বড় ত্রুটি। বিশেষ করে সেটা যখন তরুণদের উপর প্রয়োগ করা হয়। সে কারণেই গার্ডিয়ানশিপের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলাটা স্পর্শকাতর রাজনৈতিক ইসু। অনেক নিয়মকানুনের সাহায্যে গার্ডিয়ান এজেন্সি নামের একটি প্রতিষ্ঠান এসব কাজ তদারকি করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানটি পার্লামেন্টের ন্যায়পালের অধীনে ন্যস্ত।

খুব কড়াকড়িভাবে এই গার্ডিয়ারশিপের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। ইসুটা খুবই স্পর্শকাতর বলে এর বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগ কিংবা কেলেংকারি মিডিয়াতে খুব কমই রিপোর্ট করা হয়।

প্রায়শই দেখা যায় ট্রাস্টিয়ার ক্লায়েন্টের সহায়-সম্পত্তি, টাকা-পয়সা মেরে দেয়, তাদের নিজেদের নামে থাকা অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রি করে দিয়ে নিজের পকেট ভরে নেয়। তবে এই দুটো ঘটনা খুব কমই জানাজানি হয়, তার কারণ হয়তো কর্তৃপক্ষ ব্যাপরটা ভালোমতো সামলায়, কিংবা ক্লায়েন্টরা অভিযোগ করার সুযোগই পায় না। আর পেলেও মিডিয়া এবং কর্তৃপক্ষের সমর্থন ছাড়া বেশিদূর এগোতে পারে না তারা।

গার্ডিয়ানশিপ এজেন্সি বার্ষিক মূল্যায়ন করে থাকে। যেহেতু সালান্ডার নিজের সাইকিয়াট্রিক পরীক্ষা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলো সেজন্যে তার শিক্ষকেরা তাকে 'গুডমর্নিং' বলে সম্ভাষণ পর্যন্ত জানাতো না। কর্তৃপক্ষও তাদের সিদ্ধান্ত বদলানোর কোনো কারণ দেখে নি। এর ফলে 'স্ট্যাটাস কো' অর্থাৎ স্থিতাবস্থা বজায় ছিলো। বছরের পর বছর তাকে থাকতে হলো গার্ডিয়ানশিপের অধীনে।

পামগ্রিনের অধীনে থাকার সময় সালান্ডার নিজের টাকা-পয়সা নিজেই নিয়ন্ত্রণ করতো। তার কোনো ব্যাপারে ভদ্রলোক নাক গলাতো না। আর সব মানুষের মতোই তার সাথে ব্যবহার করতো। আবার কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিয়মিত রিপোর্ট আর বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন জমা দিতো আইন মোতাবেক। সালান্ডারের নিজস্ব জীবনযাপনে কোনো বিঘ্ন ঘটায় নি ভদ্রলোক। মেয়েটা তার নাক ফুটো করে রিং পরবে নাকি শরীরে টাট্টু আঁকবে সেটা একান্তই তার নিজস্ব ব্যাপার ব'লে মনে করতো সে। সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের তাতে নাক না গলানোই উচিত।

পামগ্রিন যতোদিন তার গার্ডিয়ান ছিলো সালান্ডার তার লিগ্যাল স্ট্যাটাস নিয়ে মাথা ঘামায় নি।

আর সব সাধারণ মানুষের মতো নয় সালান্ডার। আইন সম্পর্কে তার মোটামোটি ভালো ধারণাই আছে–এটা এমন একটি বিষয় যা কোনো দিন প্রকাশ

পায় নি। পুলিশকে সব সময়ই সে অবিশ্বাস করে। তার কাছে পুলিশ মানে এক বৈরিশত্রু যাদের কাজ হলো তাকে গ্রেফতার করা, তাকে অপমাণ করা। শেষবার পুলিশের সাথে তার তিক্ত অভিজ্ঞতাটি হয়েছিলো গত বছর মে মাসে, গোথগাতান থেকে হেটে মিল্টন সিকিউরিটি অফিসে যাচ্ছিলো সে। আচমকা দেখতে পায় তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক জাঁদরেল রায়ট পুলিশ। একেবারে বিনা উস্কানিতে সেই পুলিশ ব্যাটন দিয়ে তার কাঁধে আঘাত করে বসে। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় সালান্ডারও এর জবাব দেয়-হাতে থাকা কোকাকোলার বোতল ছুড়ে মেরে। পুলিশের লোকটা উল্টো দিকে ঘুরেই ভো দৌড় দিয়ে পালিয়ে যায়। একটু সামনে এগোতেই সে দেখতে পায় পথে একদল লোক বিক্ষোভ মিছিল করছে।

ঐ রকম বানচোত পুলিশদের আস্তানায় গিয়ে নিলস বুরম্যানের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ করার কথা তার মাথায়ও আসে নি। তাছাড়া সে কী রিপোর্ট করবে? বুরম্যান তার স্তনে হাত দিয়েছে। যেকোনো অফিসার তার ছোটোখাটো বুকের দিকে তাকিয়ে মনে করবে এটা আবার ধরার কী আছে। আর যদি এরকম কিছু সত্যি ঘটে থাকে তাহলে তো তার গর্ব বোধ করা উচিত! তার বুকের দিকেও তাহলেও কেউ হাত বাড়িয়েছে! বাকি থাকে লোকটার লিঙ্গ সাক্ করার ব্যাপারটি-বুরম্যানের কথাই ঠিক। লোকে তার কথা বিশ্বাস করবে না। বিশ্বাস করবে ঐ বানচোতের কথা। সুতরাং পুলিশের চিন্তা বাদ।

বুরম্যানের অফিস থেকে সোজা নিজের বাড়ি এসে গোসল করে খেয়েদেয়ে লিভিংরুমের ভাঙা সোফায় বসে ভাবতে লাগলো সে।

সাধারণ লোকজন হয়তো ভাববে যেহেতু এই ব্যাপারটা নিয়ে তার মধ্যে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে না, সুতরাং এজন্যে সে নিজেকেই দায়ি মনে করে-তবে এটা হয়তো অন্য কোনো লক্ষণও হতে পারে, মেয়েটি এতোটাই অস্বাভাবিক যে ধর্ষণের মতো ঘটনাতেও সে মানসিকভাবে তেমন আলোড়িত হয় না।

তার পরিচিত সার্কেলটা একেবারেই ছোটো। মফস্বলের মধ্যবিত্ত পরিবারের কারো সাথে তার কোনো খাতিরও নেই। সালান্ডারের বয়স আঠারো হতেই সে জেনে গিয়েছিলো তার আশেপাশের প্রায় সব মেয়েই জীবনের কোনো না কোনো সময় নিজেদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে যৌনকর্ম করতে বাধ্য হয়েছে। বেশিরভাগ ঘটনার নায়কই হলো একটু বয়স্ক ছেলেবন্ধু। সালান্ডার যতোটুকু জানে এইসব ঘটনার পর মেয়েগুলো কান্নাকাটি করা কিংবা রেগেমেগে আগুন হওয়া ছাড়া আর কিছু করে না। পুলিশের কাছে কখনই রিপোর্ট করে না তারা।

তার কাছে এটা একেবারেই স্বাভাবিক একটি নিয়ম। মেয়ে হিসেবে সে এক ধরণের শিকার। বিশেষ করে যে যদি কালো রঙের পুরনো চামড়ার জ্যাকেট পরে

থাকে, নিজের ভুরু ফুটো করে রিং পরে, গায়ে টাট্টু আঁকে আর একেবারেই অসামাজিক থাকে।

এ নিয়ে এতো বিলাপ করার কিছু নেই।

অন্য দিকে, এডভোকেট বুরম্যান যে বিনা শাস্তিতে পার পেয়ে যাবে না সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। অবিচার কখনও ভুলতে পারে না সালান্ডার। তার স্বভাবে ক্ষমা করে দেয়ার কোনো বিষয় নেই।

তবে তার লিগ্যাল স্ট্যাটাসের কারণে সে খুব কঠিন অবস্থায় আছে। তাকে ধূর্ত আর খামোখা হিংস্র আচরণের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে সব সময়। এটাই সবার কাছে তার একমাত্র পরিচিতি। তার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগটি আসে এলিমেন্টারি স্কুলে পড়ার সময়। স্কুলের নার্স অভিযোগ করে সালান্ডার তার এক সহপাঠীকে মেরে রক্তাক্ত করে ফেলেছে। এখনও সেই ছেলেটির কথা তার মনে আছে–ডেভিড গুস্তাভসন নামের মোটাসোটা এক ছেলে, তাকে টিটকারি মেরেছিলো সে, তার দিকে কিছু জিনিসও ছুড়ে মারে। খুবই দুরন্ত ছিলো ছেলেটি। সবার উপরে মাতব্বরি করে বেড়াতো। তখন অবশ্য সালান্ডার জানতো না 'হয়রানি' শব্দের মানে কি। তবে পরদিন সে স্কুলে গেলে ছেলেটি তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার হুমকি দেয়। ফলে সালান্ডার একটা গলফ স্টিক দিয়ে ছেলেটিকে আবারো আঘাত করে বসে, এবার আরো বেশি রক্তপাতের ঘটনা ঘটে, সেইসাথে তার কেসবুকে নতুন আরেকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়।

স্কুলে একে অন্যের সাথে মেলামেশা আর সামজিক সম্পর্ক বজায় রাখার যে নিয়ম ছিলো সেটা সব সময়ই তাকে ভুগিয়েছে। সে কেবল নিজেকে নিয়েই থাকতো, তার চারপাশে থাকা কারোর ব্যাপারে কখনও নাক গলাতো না। তারপরও কেউ কেউ তাকে রেহাই দেয় নি। তার দু'দণ্ড শান্তি কেড়ে নিতে ব্যস্ত ছিলো তারা।

স্কুলের মাঝামাঝি সময়ে তাকে বেশ কয়েকবার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো ক্লাসের ছেলেদের সাথে মারামারি করার অভিযোগে। তার ক্লাসের শক্ত সামর্থ ছেলেরা খুব দ্রুতই বুঝে গিয়েছিলো এই রোগা মেয়েটার সাথে মারামারি করা মোটেও সুখকর কোনো ব্যাপার নয়। অন্য মেয়েদের মতো সে পিছিয়ে যেতো না, ভয়ে কুকড়ে থাকতো না। নিজেকে রক্ষা করার জন্য ঘুষি মারতে কিংবা হাতের কাছে যা-ই থাকতো সেসব ব্যবহার করতে একটুও দ্বিধা করতো না সালান্ডার। তার মধ্যে এমন একটা ভাব ছিলো যে, লড়াই করে মরতে রাজি আছে সে কিন্তু কোনো রকম মাথা নোয়ানো তার ধাতে নেই।

সব সময়ই সে প্রতিশোধ নিয়েছে।

একবার সালান্ডারকে বেশ শক্তসামর্থ ছেলের সাথে মারামারি করতে দেখা গিয়েছিলো। শারিরীকভাবে তার সাথে ঐ ছেলের কোনো তুলনাই চলে না।

প্রথমে কয়েকবার তাকে মাটিতে আছাড় মেরে ফেলে দিয়ে ছেলেটা বেশ মজা পাচ্ছিলো, এরপরও যখন লড়াই করার জন্য উঠে দাঁড়ালো তার গালে জোরে জোরে কয়েকটা চড় মারলো ছেলেটি। এতেও তাকে দমানো যায় নি। যতো শক্তিশালীই হোক আর তারচেয়ে বড় হোক না কেন তাকে আঘাত করতে কোনো দ্বিধা ছিলো না তার মধ্যে। ছেলেটার সাথে সে কোনোভাবেই পেরে উঠছিলো না। ব্যাপারটা দেখতে খুবই পীড়াদায়ক ছিলো। অবশেষে ঐ ছেলে তার মুখে সজোরে একটা ঘুষি মারলে তার ঠোঁট ফেঁটে চৌচিড় হয়ে যায়, অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সালান্ডার। জিমের পেছনে তাকে মাটিতে ফেলে রেখে চলে যায় ছেলেটি। এ ঘটনার পর তাকে দু'দিন বাড়িতে কাটাতে হয়। তৃতীয় দিন সকালে একটা বেসবল নিয়ে সেই ছেলেটার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে সে। হাতের কাছে তাকে পেতেই ছেলেটার কানের পাশে আঘাত করে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলে। এই ঘটনার পর তাকে প্রধানশিক্ষকের কাছে হাজির করা হয়। শিক্ষক ঠিক করেন ব্যাপারটা পুলিশকে রিপোর্ট করবেন। এরপর পুরো ঘটনাটি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট তদন্ত করে দেখে।

তার ক্লাসমেটরা তাকে ছিটগ্রস্ত বলে মনে করতো, তার সাথে ব্যবহারও করা হতো সেরকম। শিক্ষকদের কাছ থেকেও সে খুব একটা সহানুভূতি পেতো না। একেবারেই কম কথা বলতো, ক্লাসে কোনো দিন হাত তোলে নি প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যে। কেউ জানতে পারে নি প্রশ্নের জবাব সে জানে না নাকি অন্য কোনো কারণে জবাব দিতে চাচ্ছে না। তার গ্রেডের অবস্থা দেখে এমনটি মনে হোতো সবার। সন্দেহ ছিলো না যে মেয়েটার সমস্যা আছে। এই কঠিন মেয়ের দায়িত্ব নিতে চাইতো না কেউ। এ কারণে তাকে তার ক্লাসে চুপচাপ বসে থাকতে দিতো শিক্ষকেরা। তাকে নিয়ে মাথা ঘামাতো না।

মিডলক্লাস স্কুল ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যায় সে। যাবার সময় একজন ক্লাসমেট কিংবা বন্ধুকেও বিদায় জানায় নি। মায়ামমতাহীন অদ্ভুত আচরণের এক মেয়ে।

এরপর সে পা দেয় টিনএজ বয়সে। এই সময়টাতে সব বাজে ঘটনা ঘটে, সেসব ঘটনার কথা সে নিজেও ভাবতে চায় না। এলিমেন্টারি স্কুলে যে রেকর্ড ছিলো সেটাই যেনো আরো ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে। এরপর থেকে তাকে অনেকটা লিগ্যালি...উন্মাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ছিটগ্রস্ত। কোনো ডকুমেন্টেই তাকে একটু আলাদা কিংবা ভিন্ন ধরণের বলে অভিহিত করা হয় নি কখনও। তবে যতোদিন তার গার্ডিয়ান হিসেবে পামগ্রিন ছিলো এটা নিয়ে সে নিজেও খুব একটা মাথা ঘামায় নি। তার কোনো দরকার পড়লে নিজের আঙুলই যথেষ্ট ছিলো।

নিলস বুরম্যানের আবির্ভাবের ফলে অসমর্থ হিসেবে তাকে ডিক্লেয়ার করাটা

তার কাছে এক ধরণের সমস্যা আর বোঝা হয়ে ওঠে। যার কাছেই সে যাবে দেখা যাবে আরেকটা গর্তে গিয়ে পড়েছে। আইনী লড়াইয়ে যদি সে হেরে যায় তাহলেই বা তার কি হবে? তাকে কি কেনো ইন্সটিটিউটে পাঠিয়ে দেয়া হবে? লকআপে রাখা হবে? আসলেই কোনো অপশন খোলা নেই তার কাছে।

মাঝরাতের দিকে সিসিলিয়া আর ব্লমকোভিস্ট যখন একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে বিছানায় শুয়ে আছে তখন তার দিকে স্থির চোখে তাকালো মহিলা।

"ধন্যবাদ তোমাকে। অনেক দিন এসব করি নি। আর তুমিও বেশ ভালোই করেছো।"

হেসে ফেললো সে। এধরণের প্রশংসা সব সময়ই তার কাছে ছেলেমানুষি ব'লে মনে হয়।

"ব্যাপারটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিলো, তবে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি।"

"আবারো করতে পারলে খুশি হবো," বললো সিসিলিয়া। "যদি তুমি করতে চাও তো।"

তার দিকে তাকালো ব্লমকোভিস্ট।

"তুমি কি বলতে চাচ্ছো তোমার একজন প্রেমিক পুরুষ দরকার?"

"খণ্ডকালীন প্রেমিক," সিসিলিয়া বললো। "তবে আমি চাই ঘুমিয়ে পড়ার আগে তুমি তোমার নিজের ঘরে ফিরে যাও। সকালে উঠে আমি তোমাকে এখানে দেখতে চাই না। আমাকে ব্যয়াম করতে হবে, চেহারাটাও ঠিক করে নিতে হবে। আজকে আমরা যা করলাম সেটা পুরো গ্রামকে না জানালেই ভালো হয়।"

"জানানোর কথা আমি মোটেও ভাবছি না," বললো ব্লমকোভিস্ট।

"বিশেষ করে আমি চাই না ইসাবেলা এটা জেনে যাক। সে আস্ত একটা কুত্তি।"

"তোমার সবচাইতে কাছের প্রতিবেশি...তার সাথে আমার দেখা হয়েছিলো।"

"হ্যা। তবে ভাগ্য ভালো যে, তার বাড়ি থেকে আমার সামনের দরজাটা দেখা যায় না। মিকাইল, প্লিজ, একটু সতর্ক থেকো। ব্যাপারটা গোপন রেখো।"

"তাই হবে। চিন্তা কোরো না।"

"ধন্যবাদ তেমাকে। মদ খাও?"

"মাঝে মধ্যে।"

"জিনের সাথে ফ্রুটজুস আছে, খাবে?"

"নিশ্চয়।"

গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে সে চলে গেলো নীচতলায়। দুই গ্লাস জিন আর লাইম নিয়ে যখন সে ফিরে এলো দেখতে পেলো ব্লমকোভিস্ট সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার বইয়ের শেলফ দেখছে। তারা টোস্ট করলো।

"তুমি এখানে কেন এসেছিলে?" জানতে চাইলো মহিলা।

"বিশেষ কোনো কারণ নেই। শুধু..."

"তুমি বাড়িতে বসে বসে হেরনিকের তদন্তকাজের ডকুমেন্ট পড়ো। তারপর চলে এলে এখানে। তুমি কিসের খোঁজে আছো সেটা জানাতে হলে কাউকে অতো বুদ্ধিমান হতে হবে না।।"

"তুমি কি তদন্তের ফাইলগুলো পড়েছো?"

"কিছু কিছু পড়েছি। জ্ঞান হবার পর আমি আমার পুরো জীবন এসব দেখে দেখেই কাটিয়ে দিয়েছি। হ্যারিয়েটের রহস্য ছাড়া তুমি হেনরিকের সাথে কোনো আলাপ করতে পারবে না।"

"কেসটা আসলেই চমকপ্রদ। এটাকে থৃলার উপন্যাসের ভাষায় বলে লক্‌ড-রুম মিস্টেরি। এই ইনভেস্টিগেশনে কোনো স্বাভাবিক যুক্তি অনুসরণ করা হয় নি বলেই মনে হয়। প্রতিটি প্রশ্নেরই জবাব মেলে নি। প্রতিটি ক্লু অনুসরণ করে শেষে কানাগলিতে গিয়ে পৌছেছে।

"এটা এমন একটা জিনিস যা নিয়ে লোকে বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়ে।"

"ঐদিন তো তুমিও এখানে ছিলে।"

"হ্যা। এখানেই ছিলো, আর সবই দেখেছি। সে সময় আমি পড়াশোনা করার জন্যে স্টকহোমে থাকতাম। ঐ সপ্তাহান্তটি যদি এখানে থাকতে পারতাম ভালোই হোতো।"

"হ্যারিয়েট আসলে কেমন ছিলো? মনে হচ্ছে লোকজন তার সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা পোষণ করে।"

"এটা কি অফ দি রেকর্ড নাকি...?"

"অফ দি রেকর্ড।"

"হ্যারিয়েটের মাথায় কি ঘুরপাক খাচ্ছিলো সেটা আমি ঠিক বলতে পারবো না। তুমি ওর শেষ বছরটা সম্পর্কে জানতো চাইছো, তাই না? একদিন সে ধর্ম নিয়ে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়লো তো পরদিনই আবার বেশ্যার মতো মেকআপ মুখে লাগিয়ে টাইট সোয়েটার পরে স্কুলে চলে যেতো। এটা নিশ্চিত সে খুব অসুখী ছিলো। তবে যেমনটি বলেছি, আমি এখানে ছিলাম না, শুধু তার সম্পর্কে গালগল্পগুলোই শুনেছি।"

"তার সমস্যাটা কি ছিলো?"

"অবশ্যই গটফ্রিড আর ইসাবেলা। তাদের বিয়েটা একেবারে যা-তা ব্যাপার ছিলো। হয় আলাদা থাকতো না হয় ঝগড়া করতো। শারীরিকভাবে মারামারি

জাতীয় কিছু হোতো না–কাউকে আঘাত করার মতো লোক ছিলো না গটফ্রিড। তাছাড়া ইসাবেলাকে সে বেশ ভয়ও পেতো। মহিলা খুবই রগচটা স্বভাবের। ষাটের দশকে গটফ্রিড স্থায়ীভাবে থাকার জন্যে নিজের ক্যাবিনে চলে যায়, ইসাবেলা সেখানে কখনও যায় নি। একটা সময় গটফ্রিডকে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেতো, অনেকটা ভবঘুরের মতো। এরপর নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে পরিস্কার জামাকাপড় পরে আবারো কাজে মন দেয়ার চেষ্টা করে সে।"

"হ্যারিয়েটকে সাহায্য করার মতো কি কেউ ছিলো না?"

"অবশ্যই ছিলো...হেনরিক। এক পর্যায়ে হ্যারিয়েট তার ওখানেই চলে আসে। তবে ভুলে যেয়ো না সে তখন বিশাল শিল্পসাম্রাজ্যের কর্ণধার। মহা ব্যস্ত এক লোক। বেশিরভাগ সময়ই সে বিদেশে ঘুরে বেড়াতো কাজের প্রয়োজনে। হ্যারিয়েট আর মার্টিনকে খুব একটা সময় দিতে পারতো না। আমি অবশ্য এসব পরে শুনেছি কারণ আমি উপসালা আর স্টকহোমে ছিলাম। আরেকটা কথা শুনে রাখো, আমার বাবা হেরাল্ডের সাথে আমার শৈশবটাও ভালো কাটে নি। সব দেখে আমার কাছে মনে হয়েছে হ্যারিয়েট কখনও নিজের মনের কথা কারো কাছে খুলে বলে নি। সব সময় ভান ক'রে থাকতো এক সুখী পরিবারে বসবাস করে সে।"

"আত্মপ্রবঞ্চনা।"

"হ্যা। তবে তার বাবা পানিতে ডুবে মারা গেলে মেয়েটা বদলে যায়। সব কিছু যে ঠিকঠাক মতো চলছে এরকম ভান করা বাদ দিয়ে দেয়। তখন পর্যন্ত...আমি জানি না কিভাবে এটা ব্যাখ্যা করবো : খুবই প্রতিভাবান আর বুদ্ধিমতি এক মেয়ে ছিলো। তবে সব মিলিয়ে সাধারণ এক টিনএজারই ছিলো সে। শেষ বছরগুলোতেও সে ক্লাসে সবার সেরা ছিলো, তবে তাকে দেখে মনে হোতো নিস্প্রাণ এক মেয়ে।"

"তার বাবা কিভাবে পানিতে ডুবে মারা গেলো?"

"একেবারে সাধারণভাবে। নিজের ক্যাবিনের নীচে একটা বাইচ নৌকা থেকে পানিতে পড়ে যায়। তার প্যান্টটা খোলা পাওয়া গেছে, রক্তে প্রচুর পরিমাণে এলকোহলের উপস্থিতিও ছিলো। বুঝতেই পারছো, কি ঘটেছিলো। তাকে খুঁজে পেয়েছিলো মার্টিন।"

"এটা তো আমি জানতাম না।"

"খুবই হাস্যকর এটা। মার্টিনকে দেখলে মনে হবে সে খুবই চমৎকার একটি মানুষ। কিন্তু তুমি যদি আমাকে পয়ত্রিশ বছর আগে জিজ্ঞেস করতে তাহলে বলতাম আমাদের পরিবারে যদি কারোর মানসিক চিকিৎসা করাতে হয় সেটা মার্টিনেরই করা উচিত।"

"কেন?"

"হ্যারিয়েটই কেবল সমস্যার মধ্যে ছিলো না। অনেক বছর পর্যন্ত মার্টিনও চুপচাপ, অর্ন্তমূখী আর অসামাজিক স্বভাবের ছিলো। তাদের দুই ভাইবোনেরই খারাপ সময় গেছে। মানে আমাদের সবারই খারাপ সময় গেছে। আমার বাবাকে নিয়েও আমার সমস্যা ছিলো—আমার মনে হয় তুমি বুঝতে পারছো সে একেবারে বদ্ধ উন্মাদ ছিলো। আমার বোন আনিটা এবং চাচাতো ভাই আলেকজান্ডারেরও ছিলো একই সমস্যা। ভ্যাঙ্গার পরিবারে অল্পবয়সীদের শৈশব খুব একটা ভালো ছিলো না।"

"তোমার বোনের কি হয়েছিলো?"

"ও থাকতো লন্ডনে। সত্তুর দশকে এক ট্রাভেল এজেন্সির চাকরি নিয়ে ওখানে চলে যায়, পরে লন্ডনেই স্থায়ী হয় সে। এমন একজনকে সে বিয়ে করে যাকে এই পরিবারের কারো সাথে কখনই পরিচয় করিয়ে দেয় নি। অবশ্য খুব দ্রুতই তারা সেপারেটেড হয়ে যায়। বর্তমানে সে বৃটিশ এয়ারওয়েজের সিনিয়র ম্যানেজার। আমার সাথে তার সম্পর্ক ভালোই তবে খুব একটা যোগাযোগ হয় না, বছরে দুয়েকবার দেখা হয়। ও কখনও হেডেস্টাডে আসে নি।"

"কেন আসে নি?"

"পাগল এক বাবা, এটাই কি যথেষ্ট নয়?"

"কিন্তু তুমি তো এখানে থাকতে।"

"থাকতাম, তবে আমার ভাই বার্জারের সাথে।"

"রাজনীতিক ভদ্রলোক।"

"ঠাট্টা করছো আমার সাথে? বার্জার আমার এবং আনিটার চেয়ে বয়সে বড়। আমাদের মধ্যে খুব একটা ঘনিষ্ঠতা ছিলো না। নিজেকে সে মনে করতো চমৎকার এক রাজনীতিবিদ যেকিনা ভবিষ্যতে কনজারভেটিভ পার্টি ক্ষমতায় গেলে পার্লামেন্টে যাবে, হয়তো মন্ত্রীও হবে। সত্যি বলতে কি, জীবনে সর্বোচ্চ যে পদে পৌছেছিলো সেটা সুইডেনের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্থানীয় কাউন্সিলর।"

"ভ্যাঙ্গার পরিবারের একটা জিনিস আমি ধরতে পেরেছি, সেটা হলো তোমরা একে অন্যের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করো না।"

"কথাটা সত্যি নয়। আমি মার্টিন আর হেনরিকের খুবই ভক্ত। আমার বোনের ব্যাপারেও আমি সব সময় ভালো কথা বলি। ইসাবেলাকে আমি ঘৃণা করি আর আলেকজান্ডারকে সহ্যই করতে পারি না। বাবার সাথে আমি কখনও কথাই বলি না। তার মানে ফিফটি ফিফটি হয়ে গেলো। বার্জার খারাপ লোক না, বলতে পারো মাথামোটা একজন। তুমি কি বলতে চাচ্ছো বুঝতে পারছি। এভাবে দ্যাখো : তুমি যদি ভ্যাঙ্গার পরিবারের একজন হয়ে থাকো তাহলে তুমি যা মনে মনে ভাববে সেটাই মুখে বলবে। আমরা তাই করি।"

"তা তো ঠিকই। আমিও লক্ষ্য করেছি তোমরা সরাসরি কথা বলো।" তার

স্তনযুগল ধরার জন্য ব্লমকোভিস্ট হাত বাড়ালো। "আমি এখানে আসার পনেরো মিনিটেরও কম সময়ে তুমি আমাকে আক্রমণ ক'রে বসেছো।"

"সত্যি বলতে কি, তোমাকে প্রথম যখন দেখলাম তখন থেকেই ভাবছিলাম বিছানায় তুমি কেমন হবে।"

জীবনে এই প্রথম কারোর কাছ থেকে উপদেশ নেবার তাগিদ অনুভব করছে সালান্ডার। সমস্যাটা হলো কারো কাছ থেকে উপদেশ নেয়া মানে তাকে সব খুলে বলা। তার মানে দাঁড়ায় নিজের সিক্রেট প্রকাশ করে ফেলা। কাকে বলবে? লোকজনের সাথে খুব সহজে খাতির জমাতে পারে না সে।

তার অ্যাড্রেসবুক ঘেঁটে মাত্র দশ জন লোককে পেলো যাদের সাথে সে কথা বলতে পারে। এদের বেশিরভাগই তার স্বল্প পরিচিত।

প্লেগের সাথে কথা বলতে পারে সে, এই লোকটার সাথে তার সবচাইতে বেশি যোগাযোগ আছে। তবে সে তার বন্ধু নয়। আর লোকটা মোটেই তার সমস্যা সমাধান করতে চাইবে না। প্লেগ বাদ।

এডভোকেট বুরম্যানকে সালান্ডার তার যৌনজীবনের যে গল্পটা বলেছে সেটা আদতে পুরোপুরি ঠিক না। বরং সব সময় সেক্স তার কাছে একটা কন্ডিশন (অন্তত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে), সে নিজেই উদ্যোগটা নিয়ে থাকে। পনেরো বছর বয়স থেকে মোট পঞ্চাশজন পার্টনার হয়েছে তার। এর মানে প্রতি বছর পাঁচজন পার্টনার। সেক্সকে উপভোগের জিনিস মনে করা সিঙ্গেল মেয়ে হিসেবে তার জন্যে এটা ঠিকই আছে।

একটা সময় ছিলো সালান্ডার রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতো, নিজেকে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো না। ঐ সময়টাতে মাদক আর মদে ডুবেছিলো, বিভিন্ন ইন্সটিটিউশনের কাস্টডিতে ছিলো সে। বিশ বছর বয়স থেকে মিল্টন সিকিউরিটিতে কাজ করতে শুরু করার পরই নিজেকে স্থির করতে সক্ষম হয় সে। নিজের জীবনের লাগাম যেনো নিজের হাতে চলে আসে তখন থেকে। অন্তত সে এরকমটাই ভাবে।

পাবে কিংবা বারে তার জন্যে কেউ তিন বোতল বিয়ার কিনে দিলেই যে তার সাথে সেক্স করার তাড়না অনুভব করতো সেটা বন্ধ হয়ে গেলো। আর রাস্তা থেকে নাম না জানা পাড় মাতাল কাউকে বাড়িতে নিয়ে এসে ফূর্তি করার চিন্তাও বাদ দিয়ে দিলো সে। বিগত এক বছরে তার সেক্স পার্টনার কেবল একজনই ছিলো।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বন্ধুবান্ধবদের স্বল্পপরিচিত গ্রুপের লোকজনের সাথেই সেক্স করেছে। সে কোনো সদস্য নয় তবে তাকে গ্রহণ করা হয়েছে কারণ সে

সিলা নোরেনকে চেনে। সিলার সাথে পরিচয় সেই টিনএজ বয়স থেকে, যখন সে স্কুল ফাইনাল দেবার জন্য কমভাক্সে ভর্তি হয়েছিলো। পামগ্রিনই ফাইনাল দেবার জন্যে তাগাদা দিয়েছিলো তাকে। সিলার টকটকে লাল চুল, তাতে কালো রঙের স্ট্রিক করা, কালো চামড়ার ট্রাউজার, নাকে রিং, সালান্ডারের মতো তার বেল্টেও প্রচুর সংখ্যক নাটবল্টু লাগানো। প্রথম ক্লাসে তারা একে অন্যের দিকে স্থিরচোখে কিছুক্ষণ চেয়েছিলো।

সালান্ডার এখনও জানে না কি কারণে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়েছিলো। বন্ধু হবার মতো মেয়ে তো সালান্ডার ছিলো না কখনও। তবে সিলা এসব গায়ে মাখতো না। তার নীরবতাকে পাত্তাও দিতো না সে। সাথে করে তাকে বারে নিয়ে যেতো। সিলার মাধ্যমেই সে 'ইভিল ফিঙ্গার'-এর সদস্য হয়। এই দলটি এন্সকিডির চারজন টিনএজ মেয়ের একটি হার্ডরক ব্যান্ড। দশ বছর পর কোনো এক মঙ্গলবারে তারা একদল বন্ধু কেভারনান-এ ছেলেদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে, নারীবাদ, পেন্টাগ্রাম, সঙ্গীত আর রাজনীতি নিয়ে বিস্তর আলাপ আলোচনা করে। তারা প্রচুর বিয়ার পান করে সেদিন। নিজেদের নামও ঠিক করে নেয় সেইসাথে।

সালান্ডার টের পেলো ঐ গ্রুপে সে নিতান্তই অপাংক্তেয়। খুব কম কথাই সে বলেছিলো। তবে সে যেমনই হোক না কেন তাকে তারা মেনে নেয় নিজেদের দলে। তার যখন ইচ্ছে যেতে আসতে পারতো, কোনো কথা না বলে চুপচাপ বসে বসে বিয়ার পান করলেও তাকে বিরক্ত করা হোতো না। তাকে জন্মদিনের পার্টি আর ক্রিসমাসে আমন্ত্রণ জানানো হলেও খুব কমই যেতো সে।

যে পাঁচ বছর সে 'ইভিল ফিঙ্গার্স'-এর সাথে ছিলো সেই সময়টাতে দলের মেয়েগুলোর মধ্যে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। তাদের চুলের রঙ প্রকট আর কিম্ভুতকিমাকার থেকে স্বাভাবিক হয়ে আসে, পরনের জামাকাপড়ও ফাঙ্কিস্টাইল থেকে সরে আসে। তারা পড়াশোনা আর কাজ করতে আরম্ভ করে, এমনকি দলের একটি মেয়ে সন্তানের জন্ম দিয়ে মা হয়ে যায়। সালান্ডারের কাছে মনে হয় একমাত্র সে-ই কোনো রকম পরিবর্তিত হয় নি।

তবে তারা ঠিকই আনন্দ করে বেড়াতো। 'ইভিল ফিঙ্গার্স'-এর অফিস আর দলের মেয়েদের যেসব ছেলেবন্ধু ছিলো তাদের সংস্পর্শেই কেবল দলীয় ঐক্যের ব্যাপারটা ভালোমতো অনুভব করতে পারতো সালান্ডার।

'ইভিল ফিঙ্গার্স' তার কথা শুনবে। তারা তার পক্ষেও দাঁড়াবে। তবে তাদের কোনো ধারণাই নেই ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট সালান্ডারকে *নন কম্পোস মেনটিস* অর্ডার করেছে। সে চায় না ওরা তাকে ভুল বুঝুক। *তারাও বাদ।*

তারা বাদে তার অ্যাড্রেসবুকে আর একজনও সাবেক-ক্লাসমেট নেই। তার কোনো নেওয়ার্ক, সাপোর্ট গ্রুপ কিংবা রাজনৈতিক যোগাযোগ নেই। তাহলে কার কাছে গিয়ে সে নিজের সমস্যার কথা বলবে?"

একজন লোক অবশ্য আছে। কিন্তু ড্রাগান আরমানস্কিকে নিজের সব কথা খুলে বলবে কিনা অনেক ভেবে দেখলো সে। লোকটা তো তাকে বলেছিলো যখনই সাহায্যের দরকার পড়বে সে যেনো তার কাছে চলে আসে। এ নিয়ে যেনো দ্বিধা না করে। সে জানে লোকটা আন্তরিকভাবেই কথাটা বলেছে।

আরমানস্কি কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে কখনও তার দিকে হাত বাড়ায় নি। নিজের ক্ষমতার উৎকট প্রদর্শনও করে নি সে। তবে তার কাছে সাহায্যের জন্য বলাটা খুবই অস্বাভাবিক দেখাবে। লোকটা তার বস্। এতে করে তার কাছে সে ঋণী হয়ে থাকবে। বুরম্যানের জায়গায় যদি আরমানস্কি তার গার্ডিয়ান হতো তাহলে তার জীবনটা কেমন হতো সেটা নিয়ে অনেকক্ষণ ভেবে গেলো সালান্ডার। হেসে ফেললো সে। আইডিয়াটা খারাপ না, তবে আরমানস্কি হয়তো অ্যাসাইনমেন্টটি এতোটাই সিরিয়াসলি নিয়ে নেবে যে তাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে ফেলবে। *এটা অবশ্য একটা অপশন হতে পারে।*

সে ভালো করেই জানে উইমেন্স ক্রাইসিস সেন্টারের কাজ কি, তবে সেখানে যাওয়ার কথা মোটেও ভাবলো না। তার মতে ক্রাইসিস সেন্টারগুলো *ভিকটিমদের* জন্য। নিজেকে সে কখনওই ভিকটিম মনে করে না। প্রকারান্তরে একটা উপায়ই তার কাছে বাকি থাকলো—এটাই সে সব সময় করে থাকে—পুরো ব্যাপারটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে নিজেই সমাধান করবে। এটাই হলো একমাত্র উপায়।

আর এটা এডভোকেট নিলস বুরম্যান আন্দাজও করতে পারবে না।

অধ্যায় ১৩

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ২০–শুক্রবার, মার্চ ৭

ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে সালান্ডার নিজেই নিজের ক্লায়েন্ট হয়ে বুরম্যানের ব্যাপারে কাজ শুরু করে দিলো। ১৯৫০ সালে জন্ম নেয়া এই ভদ্রলোককে খুবই অগ্রাধিকারের সাথে বিশেষ একটি প্রজেক্ট হিসেবে নিলো সে। দিনে ষোলো ঘণ্টা ব্যয় করলো লোকটার ব্যক্তিগত বিষয়ে তদন্ত করে, এরকম কঠোর পরিশ্রম আগের কোনো তদন্তে সে করে নি। যতো ধরণের আর্কাইভ আর পাবলিক ডকুমেন্ট জোগার করা সম্ভব তা করলো সে। লোকটার পরিচিত বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়স্বজনের ব্যাপারেও খোঁজ নিলো সালান্ডার। তার টাকা-পয়সার কি অবস্থা আর সেইসাথে তার বেড়ে ওঠা এবং ক্যারিয়ারের ইতিহাসও জেনে নিলো।

ফলাফল হতাশাজনক।

একজন আইনজীবি সে, বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য, ফিনান্স লয়ের উপর বিশাল আর মূল্যবান একটি বইও আছে তার। কোনো কলঙ্ক নেই তার চরিত্রে। বেশ নামডাকওয়ালা লোক। কখনও তার কোনো বদনাম রটে নি। মাত্র একবার বার অ্যাসোসিয়েশনে তার নামে রিপোর্ট করা হয়েছিলো–দশ বছর আগে একটি ঘুষের লেনদেনে মধ্যস্থতা করার জন্য তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, তবে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সক্ষম হয় সে। তার আর্থিক অবস্থা বেশ ভালো। কমপক্ষে ১০ মিলিয়ন ক্রোনারের সম্পত্তি আছে। ট্যাক্স ফাঁকির কোনো রেকর্ড বের করা যাবে না। বেশ ভালো পরিমাণের ট্যাক্স দিয়ে থাকে। গ্রিনপিস আর অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের একজন সদস্য সে। হার্ট আর লাঞ্জ ফাউন্ডেশনে প্রচুর ডোনেট করে। মিডিয়াতে খুব একটা উপস্থিত হয় না। তবে বেশ কয়েকবার তৃতীয় বিশ্বে রাজনৈতিকবন্দীদের পক্ষে আইনী লড়াই করার জন্য তার নাম মিডিয়াতে এসেছে। ওডেনপ্লানের কাছে আপল্যান্ডসগাটানের একটি বড় অ্যাপার্টমেন্টে বাস করে। ঐ অ্যাপার্টমেন্টের সোসাইটি কমিটির সেক্রেটারি সে। একজন ডির্ভোসি, তবে কোনো বাচ্চাকাচ্চা নেই।

তার সাবেক স্ত্রীর উপর মনোযোগ দিলো সালান্ডার, মহিলার নাম এলেনা। জন্ম পোল্যান্ডে হলেও সারাজীবন সুইডেনেই বাস করেছে। একটা রিহ্যাব সেন্টারে কাজ করে, বুরম্যানেরই এক সাবেক কলিগকে বিয়ে করে বেশ সুখে আছে এখন। কাজে লাগে সেরকম কিছু এখান থেকে পাওয়া যাবে না। বুরম্যানের বিয়েটা চৌদ্দ বছর টিকেছিলো। কোনো রকম বাদানুবাদ ছাড়াই তাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে।

যেসব তরুণ-তরুণী আইনী সমস্যায় পড়ে তাদের সুপারভাইজার হিসেবেও নিয়মিত কাজ করে বুরম্যান। সালান্ডারের গার্ডিয়ান হবার আগে চারজন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ের ট্রাস্টি ছিলো সে। প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর আদালতের সিদ্ধান্তে সেইসব ট্রাস্টিশিপের সমাপ্তি হয়। এইসব ক্লায়েন্টদের একজন বুরম্যানের সাথে এখনও কনসাল্ট করে থাকে। তার মানে সেখানে ঘাটাঘাটি করে কোনো দুর্গন্ধ বের করা যাবে না। বুরম্যান যদি তাদের সাথে খারাপ কিছু করে থাকে তাহলে সেটার কোনো প্রমাণ নেই, দৃশ্যত এরকম কিছুর অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে না। তার ঐসব ক্লায়েন্টদের সবাই ছেলেবন্ধু মেয়েবন্ধু নিয়ে বেশ সুখেশান্তিতে রয়েছে। সমাজে বেশ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তারা। ভালো চাকরিবাকরি করে। ডেবিট কার্ড ব্যবহার করে।

ঐ চারজন ক্লায়েন্টের সাথে সে দেখা করে জানিয়েছে একজন সমাজকল্যাণ সেক্রেটারি সে, ট্রাস্টিদের অধীনে ছেলেমেয়েরা কতোটা ভালো থাকে, কি রকম হয় তাদের জীবন এর উপর একটি গবেষণা করছে তারা। তাদেরকে আশ্বস্ত করে বলেছে সবার নাম গোপন রাখা হবে। একটা কোয়েশ্চেনেয়ার তৈরি করে তাদেরকে দিয়েছে জবাব দেবার জন্য। এর মধ্যে এমন প্রশ্নও ছিলো যাতে করে বুরম্যানের অধীনে থাকার সময় তাদের সাথে কোনো অসদাচরণ হয়ে থাকলে সেটা বেরিয়ে আসবে। কিন্তু না। তেমন কিছু পাওয়া যায় নি।

এই তদন্ত শেষে সালান্ডার সমস্ত কাগজপত্র একটা ব্যাগে ভরে হলের বাইরে যেখানে পুরনো সংবাদপত্র জমিয়ে রাখে সেখানে রেখে দিলো। মনে হচ্ছে বুরম্যানকে ধরা সম্ভব না। লোকটার অতীতে এমন কিছু নেই যে সে ব্যবহার করতে পারবে। তবে সে এটা জানে লোকটা নির্ঘাত একটা বদমাশ। শূয়োরের বাচ্চা। সমস্যা হলো এটা প্রমাণ করার মতো কোনো কিছু তার হাতে এখন নেই।

অন্য আরেকটা অপশন নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। সমস্ত কিছু বিশ্লেষণ করে একটা সম্ভাবনাই তার কাছে বেশি আকর্ষণীয় বলে মনে হচ্ছে–নিদেনপক্ষে এটা সত্যিকার অর্থে একটা বিকল্প হতে পারে। তার জীবন থেকে বুরম্যান নামক লোকটাকে উধাও করে ফেলার সবচাইতে সহজ উপায়। সমস্ত সমস্যার অবসান। তিপান্ন বছরের কোনো লোকের হার্ট অ্যাটাকের ঘটনা ঘটতেই পারে।

তবে সেরকম কিছুর ব্যবস্থা করতে হবে।

খুব গোপনীয়তার সাথেই হেডমিস্ট্রেস সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গারের সাথে প্রণয় চালিয়ে যেতে লাগলো ব্লমকোভিস্ট। মহিলা তিনটি শর্ত দিয়েছে : তারা যে মিলিত হয়, দেখা করে সেটা যেনো কেউ না জানে; কেবলমাত্র সে তাকে ফোন করলে এবং

তার মনমেজাজ ভালো থাকলেই ব্লমকোভিস্ট তার কাছে আসবে; তার ওখানে পুরো রাত কাটানো যাবে না।

মহিলার সুতীব্র আকাঙ্খা ব্লমকোভিস্টকে বিস্মিত আর হতবাক করে দিলো। তার সাথে যখন সুসানের ক্যাফেতে দেখা হয় তখন মহিলা বেশ বন্ধুসুলভ আচরণ করলেও একটু দূরত্ব বজায় রাখে। কিন্তু বিছানায় যখন তারা মিলিত হয় মহিলা একেবারে বুনো আর উদগ্র হয়ে ওঠে। তীব্র কামনায় বন্যজন্তুর মতো আচরণ করে।

তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে নাক গলাতে চায় না ব্লমকোভিস্ট, তবে তাকে তো ভ্যাঙ্গার পরিবারের সবার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তদন্ত করার জন্যেই নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এ নিয়ে কিছুটা দ্বিধা আছে তার মধ্যে আবার এটাও ঠিক মহিলার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জানার জন্যে তার মধ্যে আগ্রহেরও কোনো কমতি নেই। একদিন ভ্যাঙ্গারের সাথে আলেকজান্ডার আর বার্জারের ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে কথা বলার সময় তাকে জিজ্ঞেস করলো সিসিলিয়া কাকে বিয়ে করেছে, আর তাদের মধ্যে কি হয়েছিলো।

"সিসিলিয়া? আমার মনে হয় না হ্যারিয়েটের নিখোঁজ হওয়ার সাথে তার কোনো সম্পর্ক আছে।"

"তার ব্যাকগ্রউন্ড সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন।"

"গ্র্যাজুয়েট করার পর সে এখানে চলে আসে এবং শিক্ষকতা শুরু করে। জেরি কার্লসন নামের এক লোককে সে বিয়ে করে, দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো লোকটা ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশনেই কাজ করতো। আমি ভেবেছিলাম তাদের বিয়েটা বেশ সুখেরই ছিলো–মানে শুরুর দিকের কথা বলছি। তবে বেশ কয়েক বছর পর বুঝতে পারলাম তাদের মধ্যে সমস্যা চলছে। তার সাথে বাজে ব্যবহার করতো লোকটা। সেই পুরনো কিস্‌সা–স্বামী তাকে পেটাতো আর সে এসব কাউকে বলতো না। মুখ বুজে থাকতো। অবশেষে একদিন বেশ পেটালো, একেবারে শোচনীয়ভাবে। হাসপাতালে যেতে হলো তাকে। আমি সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এলাম, এখানে, এই হেডেবিতে নিয়ে এলাম তাকে। এরপর থেকে সে আর স্বামীর সাথে দেখা করে না। কোনো রকম যোগাযোগও রাখে না। লোকটাকে আমি আমাদের কোম্পানি থেকে বরখাস্ত করে দেই।"

"কিন্তু তারা তো এখনও বিবাহিত?"

"প্রশ্ন হলো তুমি ব্যাপারটা কিভাবে দেখছো। জানি না ও কেন ডিভোর্স করে নি। তবে আবার বিয়ে করতে মোটেও ইচ্ছুক নয় সে। তাই আমার কাছে মনে হয় ব্যপারটা ডিভোর্সের মতোই হয়ে গেছ।"

"এই কার্লসন লোকটা, সে কি কোনোভাবে..."

"...হ্যারিয়েটের ঘটনার সাথে জড়িত কিনা? না, ১৯৬৬ সালে সে হেডেস্টাডে ছিলো না। তখনও সে এই ফার্মে যোগ দেয় নি।"

"ঠিক আছে।"

"মিকাইল, আমি সিসিলিয়াকে খুব পছন্দ করি। তার সাথে তাল মিলিয়ে চলাটা একটু কঠিন তবে আমাদের পরিবারে যে কয়জন ভালো মানুষ আছে সে তাদের একজন।"

নিলস বুরম্যানের হত্যার পরিকল্পনা করার কাজে একটা সপ্তাহ ব্যয় করলো সালান্ডার। অনেকগুলো পদ্ধতি বিবেচনা এবং বাতিল করে অবশেষে অল্প কয়েকটি পদ্ধতি মনে মনে ঠিক করে রাখলো। *মাথা গরম করে কিছু করা যাবে না।*

একটা কন্ডিশন ফুলফিল করতে হবে। বুরম্যানকে এমনভাবে মারতে হবে যেনো ঘুণাক্ষরেও কেউ তাকে সন্দেহ করতে না পারে। পুলিশের তদন্ত কি রকম হতে পারে সেটা আগে মাথায় রাখলো সে। বুরম্যানের ঘটনা তদন্ত করতে গেলে তার প্রসঙ্গ আসবেই। ঘটনার সময় কেবলমাত্র সে-ই উপস্থিত থাকবে। ক্লায়েন্ট হিসেবে সে মাত্র চারবার লোকাটার সাথে দেখা করেছে। সুতরাং লোকটার মৃত্যুর সাথে তার সাবেক কোনো ক্লায়েন্টের সম্পর্ক থাকতে পারে বলে মনে হবে না পুলিশের কাছে। এ ব্যাপারে তারা কোনো কানেকশান খুঁজে পাবে না। সাবেক মেয়েবন্ধু, আত্মীয়স্বজন, পরিচিতজন, কলিগ আর অন্যরাও তো আছে। তাছাড়া 'র‍্যান্ডম ভয়োলেন্স' নামেও একটি শব্দ পুলিশের খাতায় রয়েছে, যেখানে ভিকটিমের সাথে খুনির কোনো সম্পর্ক থাকে না, তারা একে অন্যেকে চেনে না।

তার নাম যদি উঠে আসে তাহলে ডকুমেন্ট প্রমাণ করবে সে একেবারে অসহায়, অসমর্থ এক মেয়ে, মানসিকভাবেও যে কিনা পুরোপুরি সুস্থ নয়। মাথামোটা টাইপের। বুরম্যানকে যদি খুব জটিলভাবে হত্য করা হয় যা কিনা কোনো মানসিক প্রতিবন্ধী মেয়ের পক্ষে করা সম্ভব নয় তাহলে সেটা তার জন্যে বেশ সুবিধারই হবে।

অস্ত্র ব্যবহার করার কথা বাদ দিলো সে। অস্ত্র জোগার করা যে খুব একটা কঠিন কাজ তা নয়, তবে অস্ত্রের হদিশ বের করার কাজে পুলিশ খুবই দক্ষ।

ছুরির কথা ভাবলো। যেকোনো হার্ডওয়্যারের দোকান থেকে সেটা কেনা যেতে পারে। তবে সেটাও বাতিল করে দিলো। একেবারে তার অলক্ষ্যে পেছন থেকে ছুরি চালালে যে লোকটা সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে, কোনো রকম শব্দ করতে পারবে না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিংবা আদৌ মরবে কিনা সেটাও একটা প্রশ্ন। বরং তাদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তার মানে লোকজনের মনোযোগ আকর্ষিত হবে, তার জামাকাপড়ে রক্তও লেগে যাবে, আর সেটা হবে তার বিরুদ্ধে একটি আলামত।

বোমা জাতীয় কিছু ব্যবহার করার কথা ভাবলো সে। তবে সেটা খুবই জটিল আর কঠিন একটি ব্যাপার। বোমা বানানোটা তার জন্যে খুব বড় সমস্যা নয়–কিভাবে মারাত্মক বোমা বানানো যায় সেসব ম্যানুয়াল ইন্টারনেটে ভুরি ভুরি আছে। কিন্তু নিরীহ লোকজনের ক্ষতি না করে বোমা বিস্ফোরণ করাটা খুব কঠিন একটা কাজ। তাছাড়া এতেও যে লোকটা নির্ঘাত মারা যাবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই।

তার ফোনটা বেজে উঠলো।

"হাই, লিসবেথ। ড্রাগান বলছি। তোমার জন্য একটা কাজ আছে।"

"আমার হাতে সময় নেই।"

"কাজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।"

"আমি ব্যস্ত আছি।"

ফোনটা রেখে দিলো সে।

অবশেষে বিষের ব্যাপারটা তার মনোপুত হলো। এটা বেশ ভালোভাবে কাজ করবে।

ইন্টারনেট ঘেটে কয়েক দিন পার করলো সালান্ডার। বেশ অনেকগুলো জিনিস পাওয়া গেলো সেখানে। তার মধ্যে একটা হলো সবচাইতে ভয়ঙ্কর একটি বিষ–হাইড্রোসিয়ানিক এসিড। সাধারণভাবে লোকে এটাকে প্রুসিক এসিড বলে।

প্রুসিক এসিড বেশ কিছু কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজে ব্যবহার করা হয়, তার মধ্যে ডাই করার কাজও রয়েছে। অল্প কয়েক মিলিগ্রামই একজন মানুষকে মেরে ফেলার জন্য যথেষ্ট। এক লিটার দিয়ে মাঝারি গোছের একটি শহরের সবাইকে মেরে ফেলা যাবে অনায়াসে।

এটা ঠিক এ ধরণের মারাত্মক জিনিস খুবই নিরাপদ আর সুরক্ষিত স্থানে রাখা হয়। বিক্রিও করা হয় বেশ কঠোর নিয়ম মেনে। তবে সাধারণ কোনো রান্নাঘরেই এটা যতো খুশি ততো উৎপাদ করা সম্ভব। কেবল দরকার পড়বে কিছু ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি, সেগুলো মাত্র কয়েকশ' ক্রোনার ব্যয়ে শিশুদের কেমিস্ট্রি সেটের দোকান থেকে কেনা যাবে। আর এটা বানাতে যেসব উপাদান লাগবে তার বেশিরভাগই গৃহস্থালী জিনিসের দোকান থেকে সংগ্রহ করা যায়। কিভাবে এটা বানানো যায় সেই ম্যানুয়াল রয়েছে ইন্টারনেটে।

আরেকটা অপশন হলো নিকোটিন। এক কার্টন সিগারেট পুড়িয়ে খুব সহজেই সে কয়েক মিলিগ্রাম তরল নিকোটিনের প্রাণঘাতি সিরাপ বানিয়ে নিতে পারবে। তারচেয়ে ভালো জিনিস হলো নিকোটিন সালফেট। অবশ্য এটা করতে গেলে আরেকটু জটিল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এটা চামড়ার বাইরে ব্যবহার করলেও ভেতরে ঢুকে বিষক্রিয়া ঘটাতে পারে। তাকে শুধু রাবারের গ্লোভ পরে নিলেই হবে, তারপর ওয়াটার পিস্তলে সেটা ভরে বুরম্যানের মুখে স্প্রে করে

দিলেই সব শেষ। বিশ সেকেন্ডের মধ্যে সে অজ্ঞান হয়ে পড়বে আর তার কয়েক সেকেন্ড পর নির্ঘাত মারা যাবে লোকটা। বাঁচার কোনো আশাই থাকবে না।

কি পরিমাণ গৃহস্থালী পণ্য রূপান্তর করে প্রাণঘাতি অস্ত্র বানানো যায় সে ব্যাপারে সালান্ডারের কোনো ধারণাই নেই। বিষয়টা নিয়ে কয়েক দিন ঘাটাঘাটি করে বুঝতে পারলো তার গার্ডিয়ানের বিরুদ্ধে মরণঘাতি একটি অস্ত্র বানানোতে কোনো রকম টেকনিক্যাল বাধার সম্মুখীন হবে না সে।

দুটো সমস্যা আছে : বুরম্যানের মৃত্যুতেও নিজের জীবনের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবে না। আর বুরম্যানের স্থলাভিষিক্ত যে হবে সে যে মন্দলোক হবে না তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। *পরিণতি বিশ্লেষণ করা।*

তার দরকার নিজের গার্ডিয়ানের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে নিজেকে মুক্ত করা। সারা রাত ধরে নিজের ঘরের সোফায় বসে এই পরিস্থিতিটা নিয়ে ভেবে গেলো সে। শেষ রাতের দিকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করার আইডিয়াটা বাদ দিয়ে নতুন একটি পরকিল্পনা করলো।

এটা যে খুব ভালো একটি পরিকল্পনা তা বলা যাবে না তবে এতে করে বুরম্যানকে তার বিরুদ্ধে আবারো আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠার ব্যাপারে প্রলুব্ধ করা হবে।

অন্তত সে তাই ভাবে।

ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে হেডেবিতে থাকাকালীন ব্লমকোভিস্ট প্রতিদিন রুটিনমাফিক চলতে শুরু করলো। সকাল ৯টায় ঘুম থেকে উঠে নাস্তা করে দুপুর পর্যন্ত কাজ করে। এই সময়টাতে নিজের মাথায় নতুন নতুন জিনিস ঢোকায় সে। এরপর আবহাওয়া যাই থাকুক না কেন বেশ কয়েক মাইল হাটতে বের হয়। বিকেলের আগে হয় নিজের ঘরে নয়তো সুসানের ক্যাফেতে আবারো কাজে বসে পড়ে। সকালে কি করেছে, কি লিখেছে সেসব আবার খতিয়ে দেখে সেইসাথে ভ্যাঙ্গারের আত্মজীবনী লেখার কাজ করে। বিকেল ৩টা থেকে ৬টা পর্যন্ত একদম ফ্রি থাকে। মুদি দোকানে গিয়ে হয় কিছু কেনে নয়তো নিজের জামাকাপড় আয়রন করে কিংবা হেডেস্টাডে চলে যায়। সন্ধ্যার ৭টার দিকে ভ্যাঙ্গারের সাথে বসে, তার কোনো কিছু জানার থাকলে জেনে নেয় বৃদ্ধলোকটার কাছ থেকে। রাত ১০টার মধ্যে ফিরে আসে নিজের ঘরে। রাত ১টা কি ২টা পর্যন্ত পড়াশোনা করে। ভ্যাঙ্গারের কাছে থাকা সমস্ত ডকুমেন্ট ঘেটে ঘেটে দেখে কোনো কিছু পাওয়া যায় কিনা।

আত্মজীবনীটা আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। পরিবারের পরিচিতি নিয়ে ইতিমধ্যেই ১২০ পৃষ্ঠা খসড়া লিখে ফেলেছে সে। ১৯২০'র দশকে আছে এখন, সেখান থেকে ধীরে ধীরে এগোবে সামনের দিকে।

হেডেস্টাডের লাইব্রেরির মাধ্যমে ঐ সময় নাৎসিদের কর্মকাণ্ডে উপর কিছু বইয়ের অর্ডার দিলো সে, এরমধ্যে হেলেনি লু'য়ের *দ্য সোয়াস্তিকা অ্যান্ড দ্য ওয়াসা শিফ* বইটিও রাখা হলো যেখানে জার্মান আর সুইডিশ নাৎসিদের ব্যবহৃত প্রতীক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভ্যাঙ্গার আর তার ভাইদের সম্পর্কে আরো বিশ পৃষ্ঠা খসড়া লিখে ফেললো। ভ্যাঙ্গারকে কেন্দ্রিয় চরিত্রে রেখে কাহিনী এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেইসময় তাদের কোম্পানি কিভাবে পরিচালিত হতো সেটা জানার জন্য কিছু ব্যক্তির তালিকা তৈরি করে রাখলো, এদের সম্পর্কে আরো রিসার্চ করতে হবে। ব্লমকোভিস্ট আবিষ্কার করলো ভ্যাঙ্গার পরিবারের সাথে আইভার ক্রুগার সাম্রাজ্যের বেশ ঘণিষ্ঠতা ছিলো–এটা আরেকটা দিক যা তাকে বিস্তারিত জানতে হবে। আন্দাজ করতে পারলো তাকে আরো ৩০০ পৃষ্ঠা লিখতে হবে। সেপ্টেম্বরের মধ্যে হেনরিকের কাজটা শেষ করতে চায় সে যাতে করে শরৎকালে আত্মজীবনীটা রিভাইস দিতে পারে।

এসব কাজ এগোতে থাকলেও হ্যারিয়েটের ব্যাপারে তেমন একটা অগ্রগতি হলো না। এই তদন্তের উপর যতো পড়াশোনাই সে করে থাকুক না কেন একটা ছোট্ট তথ্য পর্যন্ত জোগার করতে পারলো না যেটার সূত্র ধরে নতুনভাবে কেসটা নিয়ে তদন্ত শুরু করতে পারে।

ফেব্রুয়ারির এক শনিবারে রাতের বেলায় ভ্যাঙ্গারের সাথে আলাপের সময় এই বিষয়ে তার অগ্রগতি হচ্ছে না বলে জানালো ব্লমকোভিস্ট। সে যেসব কানাগলি আবিষ্কার করেছে সেগুলো বলে গেলে বৃদ্ধলোকটি ধৈর্য ধরে সব শুনে গেলো চুপচাপ।

"কোনো অপরাধই নিখুঁত হয় না," বললো ভ্যাঙ্গার। "আমি নিশ্চিত কিছু একটা আমাদের নজর এড়িয়ে গেছে।"

"আমরা এখনও বলতে পারছি না আসলেই কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়েছিলো কিনা।"

"কাজ চালিয়ে যেতে থাকো," ভ্যাঙ্গার বললো। "পুরো তদন্ত শেষ করো।"

"একেবারেই অর্থহীন।"

"হয়তো। তবে হাল ছাড়বে না।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো ব্লমকোভিস্ট।

"টেলিফোন নাম্বারগুলো," অবশেষে বললো সে।

"হ্যা।"

"ওগুলোর নিশ্চয় কোনো মানে আছে।"

"ঠিক।"

"কোনো একটা উদ্দেশ্যেই ওগুলো লেখা হয়েছিলো।"

"হ্যা।"

"কিন্তু আমরা সেগুলোর মানে বের করতে পারছি না।"

"না।"

"অথবা আমরা ওগুলো ভুলভাবে ব্যাখ্যা করছি হয়তো।"

"একদম ঠিক।"

"ওগুলো কোনো টেলিফোন নাম্বার নয়। ওগুলোর অন্য কোনো মানে আছে।"

"হয়তো।"

আবারো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিকাইল বাড়িতে ফিরে এলো পড়াশোনা করার জন্য।

সালান্ডার যখন আবারো ফোন করে জানালো তার কিছু টাকার দরকার তখন এডভোকেট বুরম্যান স্বস্তিবোধ করলো। তার সাথে সাম্প্রতিক একটি মিটিংয়ের শিডিউল বাতিল করে দিয়েছিলো মেয়েটা এই বলে যে তার নাকি জরুরি একটা কাজ ছিলো। এরফলে তার মধ্যে এক চাপা অস্বস্তি বিরাজ করছিলো এ ক'দিন। মেয়েটা কি অকল্পনীয় কোনো সমস্যা বয়ে আনতে যাচ্ছে? তবে যেহেতু তার সাথে মেয়েটা মিটিং বাতিল করেছে তার মানে সে কোনো অ্যালাউন্স পাবে না, আজ হোক কাল হোক তাকে টাকার জন্যে হলেও তার সাথে দেখা করতেই হবে। মেয়েটা যে তার ঐ ব্যাপারটা নিয়ে বাইরের কারোর সাথে কথা বলতে পারে এই চিন্তাটা না করে পারলো না সে।

তাকে একটু কড়া নজরে রাখতে হবে। মেয়েটাকে বুঝতে হবে কে তার দায়িত্বে আছে। তো বুরম্যান তাকে জানিয়ে দিয়েছিলো এবারের মিটিংটা হবে ওডেনপ্লানে তার নিজ বাসায়। কথাটা শুনে ফোনের অপরপ্রান্তে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শেষ পর্যন্ত রাজি হয় সালান্ডার।

তার পরিকল্পনা ছিলো লোকটার সাথে তার অফিসেই দেখা করবে, ঠিক শেষবার যেভাবে দেখা করেছিলো। কিন্তু এখন তাকে সম্পূর্ণ নতুন একটি জায়গায় গিয়ে দেখা করতে হবে। শুক্রবার রাতে ঠিক করা হয়েছে মিটিংটা। রাত ৮টা বাজে বলা হলেও ঠিক ৮:৩০-এ দরজার বেল বাজালো সে। এই আধঘণ্টায় লোকটার অন্ধকার সিঁড়িতে বসে বসে নিজের পরিকল্পনাটি শেষবারের মতো গুছিয়ে নিয়েছে সালান্ডার। বিকল্প কিছু নিয়েও ভেবেছে। নিজের সাহস আর উদ্যম সঞ্চয় করার জন্যেও কিছুটা সময় নিয়েছে সে।

৮টার দিকে ব্লমকোভিস্ট তার কম্পিউটারের সুইচ বন্ধ করে গায়ে একটা সোয়েটার চাপিয়ে নিলো। বাইরে বের হলেও নিজের অফিসের বাতি জ্বালিয়ে

রাখলো সে। তারা ভরা আকাশ বেশ উজ্জ্বল, হাড় কাঁপানো শীত। ওস্টারগার্ডেনের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালো সে। ভ্যাঙ্গারের বাড়িটা পেড়িয়ে যেতেই বাম দিকে মোড় নিয়ে সৈকত ধরে এগোতে লাগলো। পথটা একেবারে এবড়োথেবড়ো। আলোকিত বয়াগুলো চোখে পড়ছে। অন্ধকারেও হেডেস্টাড শহরের বাতিগুলো দেখা যাচ্ছে দূর থেকে। তার দরকার তাজা বাতাস। তবে তারচেয়ে বড় কথা ইসাবেলা ভ্যাঙ্গারের গোয়েন্দা দৃষ্টি এড়ানোটা বেশি জরুরি। একটু ঘুরে ঠিক ৮:৩০-এ এসে পৌঁছালো সিসিলিয়ার বাড়ির দরজার সামনে। তারা দুজনেই সোজা চলে গেলো তার বেডরুমে।

সপ্তাহে দুয়েকবার তারা দেখা করে। সিসিলিয়া কেবল তার এখানকার প্রেমিকাই হয়ে ওঠে নি, বরং তার কাছেই ব্লমকোভিস্ট সব খুলে বলার মতো সুযোগ পাচ্ছে। তার সাথে তার চাচা হেনরিকের চেয়ে হ্যারিয়েটকে নিয়েই বেশি কথা হয়। ব্যাপারটার গুরুত্ব আছে।

শুরু থেকেই পরিকল্পনাটি ভুল পথে এগোতে লাগলো।

বুরম্যান যখন নিজের অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুললো দেখা গেলো লোকটা শুধুমাত্র বাথরোব পরে আছে। দেরি করে এসেছে কেন সেটা জানতে চেয়ে ঝটপট তাকে ভেতরে ঢুকে পড়ার জন্য তাগাদা দিলো এডভোকেট সাহেব। কালো জিন্স আর কালো শার্ট পরেছে সালান্ডার, সেইসাথে বরাবরের মতো চামড়ার জ্যাকেটটা তো আছেই। পায়ে কালো বুট আর ছোট্ট একটা ব্যাগ আছে কাঁধে।

"তোমার কি সময়জ্ঞান কখনও হবে না?" বুরম্যানের এ কথার কোনো জবাব দিলো না সালান্ডার। চারপাশটা দেখে নিলো সে। সিটি জোনিং অফিসের আর্কাইভ থেকে এই অ্যাপার্টমেন্টটার যে প্ল্যান দেখে নিয়েছিলো সেটার সাথে বেশ মিলই আছে। হালকা রঙের কাঠের কিছু আসবাব রয়েছে ঘরে।

"আসো," এবার একটু আদর করে বললো বুরম্যান। তার কাঁধে একটা হাত রেখে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে নিয়ে গেলো তাকে। *কেমন আছো, কি খবর, এসব বলার কোনো বালাই নেই।* সোজা বেডরুমের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেলো তাকে নিয়ে। কি ধরণের সেবা দিতে হবে তাকে সে ব্যাপারে সালান্ডারের মনে কোনো সন্দেহ নেই।

চকিতে চারপাশটা আবার দেখে নিলো সে। ব্যাচেলরের ঘরে যেমন আসবাব থাকার কথা ঠিক তাই আছে। স্টেইনলেস স্টিলের একটি ডাবলবেড। লো চেস্টের একটি ড্রয়ার, যেটা কিনা বেডসাইড টেবিল হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। তারপাশে একটা ল্যাম্প, খুবই মৃদু আলো জ্বলছে সেটা থেকে। একটা ওয়ারড্রব,

একাপাশে আবার আয়না লাগানো। বেতের একটা চেয়ার আর আর ঘরের এক কোণে, দরজার কাছে ছোট্ট একটা ডেস্ক। তার হাত ধরে তাকে বিছানার দিকে নিয়ে গেলো বুরম্যান।

"আমাকে বলো এবার কেন তোমার টাকার দরকার হলো। কম্পিউটারের যন্ত্রপাতি কিনবে?"

"খাবার," বললো সে।

"অবশ্যই। আরে আমি তো দেখছি বোকার মতো ভেবেছি। তুমি তো শেষ মিটিংটায় আসো নি।" থুতনীটা ধরে মুখটা তুলে তার চোখের দিকে তাকালো সে। "তুমি কেমন আছো?"

কাঁধ তুললো সে।

"আমি শেষবার তোমাকে কি বলেছিলাম ভেবে দেখেছো কি?"

"কিসের কথা বলছেন?"

"লিসবেথ, কোনো রকম বোকামি কোরো না। আমি চাই তুমি আমি বেশ ভালো বন্ধু হবো। একে অন্যেকে সাহায্য করবো।"

কিছু বললো না সে। তাকে চড় মারার একটা ইচ্ছে দমিয়ে রাখতে হলো বুরম্যানকে। এই নিষ্প্রাণ আচরণ মোটেও ভালো লাগছে না তার কাছে।

"শেষবার আমরা যখন বড়দের খেলা খেলেছিলাম সেটা কি তুমি পছন্দ করেছিলে?"

"না।"

ভুরু তুললো লোকটা।

"লিসবেথ, বেকামি কোরো না।"

"খাবার কেনার জন্য আমার টাকা লাগবে।"

"শেষবার তো আমরা এ নিয়েই কথা বলেছিলাম। তুমি যদি আমার কথা শোনো, আমিও তোমার দিকটা দেখবো। কিন্তু তুমি যদি কোনো রকম সমস্যা সৃষ্টি করো..." তার থুতনীটা শক্ত করে ধরলে সালান্ডার মুখটা সরিয়ে নিলো।

"আমি আমার টাকা চাই। আমাকে কি করতে হবে বলুন?"

"তুমি তো জানোই আমি কি চাই।" তার কাঁধটা শক্ত করে ধরে বিছানার কাছে নিয়ে গেলো সে।

"দাঁড়ান," সঙ্গে সঙ্গে বললো সালান্ডার। একটু দ্বিধার সাথে থেমে তার দিকে তাকালো সে। জ্যাকেটটা খুলে ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামিয়ে রেখে আশেপাশে তাকালো। চেয়ারের উপর জ্যাকেটটা রেখে ব্যাগটা রাখলো টেবিলের উপর। তারপর ইতস্তত করে বিছানার দিকে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই আচমকা থেমে গেলো যেনো তার পা দুটো জমে গেছে। তার কাছে এগিয়ে এলো বুরম্যান।

"দাঁড়ান," আরেকবার বললো কথাটা যেনো লোকটার সাথে কোনো বিষয়

নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছে। "প্রতিবার টাকার দরকার পড়লেই আপনার ঐ লিঙ্গ মুখে নিতে হবে তা হবে না।"

বুরম্যানের মুখের অভিব্যক্তি হঠাৎ করেই বদলে গেলো। সজোরে একটা চড় বসিয়ে দিলো মেয়েটার গালে। চোখ গোল গোল করে তাকালো সালান্ডার তবে কোনে কিছু করার আগেই তার কাঁধ ধরে সজোরে ছুড়ে মারলো বিছানার উপর। আচমকা এই হিংস্রতায় অবাক হয়ে গেলো সে। উপুড় হয়ে পড়েছে বলে ঘুরে তার দিকে তাকাতে গেলেই লোকটা তাকে বিছানার উপর চেপে ধরলো।

তার সাথে এই লোকটার কোনো তুলনাই চলে না। শারিরীকভাবে সে একেবারেই বেমানান। কেবলমাত্র লোকটার চোখে খামচি দেয়া কিংবা কোনো অস্ত্র ব্যবহার করা ছাড়া কোনোভাবেই এই লোকটার সাথে পেরে ওঠা সম্ভব নয়। তার সমস্ত পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে গেলো। তার টি-শার্টটা ছিড়ে ফেললো এডভোকেট বুরম্যান। তীব্র ভয়ের সাথে ভালোভাবেই বুঝতে পারছে সে বিপদে পড়ে গেছে।

সালান্ডার শুনতে পেলো লোকটা বিছানার ঠিক পাশেই ড্রেসার ড্রয়ার খুলছে, ধাতব কোনো কিছুর টুংটাং শব্দও শুনতে পেলো সে। প্রথমে বুঝতে পারে নি কি ঘটতে যাচ্ছে, এরপরই দেখতে পেলো তার দু'হাতে একটা হ্যান্ডকাফ পরানো হচ্ছে। বিছানার দু'পাশে থাকা পায়ার সাথে সেই হ্যান্ডকাফ দুটো আঁটকে দিলো বুরম্যান। তার পায়ের বুট আর জিন্স প্যান্টটা খুলে ফেলতে লোকটার খুব বেশি সময় লাগলো না। এরপর তার পা-মোজাটা খুলে হাতে দলা পাকিয়ে নিলো সে।

"আমাকে বিশ্বাস করতে হবে তোমায়, লিসবেথ," বললো বুরম্যান। "এই বড়দের খেলাটা কিভাবে খেলতে হয় সেটা আমি তোমাকে শেখাবো এখন। আমার সাথে যদি ভালোমতো সহযোগীতা না করো তাহলে কঠিন শাস্তি দেবো। আর যদি সহযোগীতা করো তাহলে আমিও তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করবো। আমরা ভালো বন্ধু হয়ে যাবো।"

তার উপর দু'পা ফাঁক ক'রে বসে পড়লো সে।

"তাহলে তুমি অ্যানাল সেক্স পছন্দ করো না," বললো বুরম্যান।

চিৎকার করার জন্য সালান্ডার মুখ খুলতেই তার মুখের ভেতর মোজাটা ঢুকিয়ে দিলো সে। টের পেলো তার দু'পা ফাঁক ক'রে বেধে ফেলছে লোকটা যাতে করে সে নড়াচড়া করতে না পারে। লোকটা ঘরে কি যেনো খুঁজছে বুঝতে পারলো সালান্ডার তবে তাকে দেখতে পেলো না কারণ তার মুখের উপর টি শার্টটা টেনে পেঁচিয়ে দেয়া হয়েছে। কয়েক মিনিট অতিবাহিত হলো। দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। এরপরই তার পায়ুপথে সুতীব্র যন্ত্রণার সাথে টের পেলো কি যেনো ঢুকছে।

সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গার এখনও ব্লমকোভিস্টকে তার বাড়িতে রাত না কাটানোর নিয়মটা অব্যাহত রেখেছে। রাত দুটোর পরই ব্লমকোভিস্ট উঠে কাপড়চোপড় পরতে শুরু করলে মহিলা নগ্ন হয়ে বিছানায় শুয়ে তার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি করে হাসলো।

"তোমাকে আমি খুব পছন্দ করি, মিকাইল। তোমার সঙ্গ আমার ভালো লাগে।"

"আমারও তোমাকে ভালো লাগে।"

তাকে টেনে আবার বিছানায় নিয়ে এইমাত্র পরা শার্টটা খুলে ফেললো সিসিলিয়া। আরো এক ঘণ্টা বেশি থাকতে হলো তাকে।

ঐ বাড়ি থেকে বের হয়ে ভ্যাঙ্গারের বাড়িটা অতিক্রম করার সময় উপরতলার একটা জানালার পর্দা সরতে দেখলো সে।

সালান্ডারকে তার জামাকাপড় পরতে দেয়া হলো। এখন শনিবার, ভোর ৪টা বাজে। জ্যাকেট আর ব্যাগটা নিয়ে দরজার দিকে পা টেনে টেনে এগোলো সে, ওখানেই লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। গোসল করে চমৎকার জামাকাপড় পরে আছে এখন। ২৫০০ ক্রোনারের একটা চেক ধরিয়ে দিলো তার হাতে।

"আমি তোমাকে তোমার বাড়ি পর্যন্ত গাড়িতে করে দিয়ে আসবো," দরজা খুলে বললো লোকটা।

অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হয়ে তার দিকে তাকালো সালান্ডার। একেবারে বিপর্যস্ত সে। তার মুখটা বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। চোখাচোখি হতেই লোকটা যেনো ভিমড়ি খেলো। এ জীবনে সে এতোটা ঘৃণার প্রকাশ হতে দেখে নি।

"না," এতো আস্তে কথাটা বললো যে বুরম্যান তা শুনতে পেলো না। "আমি নিজেই বাড়ি যেতে পারবো।"

তার কাঁধে হাত রাখলো লোকটা।

"তুমি নিশ্চিত?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। আরো শক্ত করে তার কাঁধটা ধরলো বুরম্যান।

"মনে রেখো কি বলেছি। পরের শনিবার তুমি এখানে আবার আসবে।"

আবারো মাথা নেড়ে সায় দিলো সালান্ডার। তার চোখেমুখে ভীতি। তাকে চলে যেতে দিলো বুরম্যান।

অধ্যায় ১৪

শনিবার, মার্চ ৮–সোমবার, মার্চ ১৭

তলপেটে ব্যাথা আর পায়ুপথে রক্তপাত নিয়ে পুরো সপ্তাহটা বিছানায় কাটিয়ে দিলো সালান্ডার। বুঝতে পারছে সেরে উঠতে সময় নেবে। লোকটার অফিসে প্রথম যখন তাকে ধর্ষণ করা হলো সেটা থেকে এই ব্যাপারটা একেবারেই ভিন্নরকম। এটা জোরপূর্বক কিংবা অপমানজন কিছু নয়, এটা একেবারে সিস্টেম্যাটিক পৈশাচিকতা।

বুরম্যানকে যে সে খাটো করে দেখেছিলো সেটা দেরিতে হলেও এখন বুঝতে পারছে।

লোকটা একটু মাতব্বরি করবে সেটা আন্দাজ করতে পেরেছিলো কিন্তু সে যে ভয়াবহ এক মর্ষকামী সেটা তার জানা ছিলো না। রাতের প্রায় অর্ধেকটা সময় জুড়ে তাকে হাতকড়া পরিয়ে রেখেছিলো। বেশ কয়েক বার তার মনে হয়েছিলো তাকে বোধহয় খুন করে ফেলবে লোকটা। একটা সময় তার মুখে বালিশ চাপা দিয়ে তাকে অজ্ঞান পর্যন্ত করেছে।

সালান্ডার কাঁদে নি।

প্রচণ্ড শারিরীক যন্ত্রণা হলেও তার চোখ বেয়ে এক ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ে নি। ঐ অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হয়ে ওডেনপ্লানের ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে যেতে তাকে বেশ বেগ পেতে হয়। নিজের অ্যাপার্টমেন্টের সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠাটাও ছিলো তার জন্যে বেশ পীড়াদায়ক। গোসল করে গোপনাঙ্গ থেকে রক্ত মুছে নেয় সে, এরপর এক গ্লাস পানি আর দুটো রহিপনোল খেয়ে সোজা বিছানায় গিয়ে পড়ে থাকে।

রবিবার দিন বেশ বেলা করে ঘুম থেকে ওঠে সে। মাথায় আর তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা হতে থাকে তখন। বিছানা থেকে উঠে দু'গ্লাস কেফির আর একটা আপেল খেয়ে নেয়। আবারো বিছানায় ফিরে যাবার আগে দুটো ঘুমের বড়ি খেয়ে নেয় সালান্ডার।

মঙ্গলবারের আগে উঠতে পারবে ব'লে মনে হয় নি তার কাছে। বাইরে গিয়ে বিলি'স প্যান পিজ্জা কিনে এনে দু'টুকরো করে মাইক্রোওভেনে রেখে দেয়। ঐ রাতটা ইন্টারনেট ব্রাউজ করে আর মর্ষকামীতার মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের উপরে লেখা কতোগুলো আর্টিকেল পড়েই সে কাটিয়ে দেয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এক মহিলা গ্রুপের এক লেখিকার একটি লেখা থেকে সে জানতে পেরেছে মর্ষকামী অর্থাৎ স্যাডিস্টরা তাদের 'সম্পর্ক' বেছে নেয়

একেবারে নিখুঁত স্বতঃস্ফূর্ততায়। স্যাডিস্টদের বেশিরভাগ ভিক্টিম হলো তারা যারা কিনা অনন্যোপায় হয়ে স্বেচ্ছায় তাদের কাছে গিয়ে হাজির হয়। এরা বেশি চড়াও হয় পরনির্ভর ব্যক্তিদের উপর।

এডভোকেট বুরম্যান তাকে ভিক্টিম হিসেবে বেছে নিয়েছে।

তার কাছে সব লোকই এমন : তাকে ভিক্টিম হিসেবে বেছে নেয়।

দ্বিতীয় ধর্ষণের এক সপ্তাহ পরের এক শুক্রবারে হর্নস্টাল জেলার এক টাট্টুপার্লারে গেলো সালান্ডার। আগে থেকেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছিলো বলে শপে আর কোনো কাস্টমার নেই। পার্লারে মালিক তাকে দেখে চিনতে পেরে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

তার পায়ের গোড়ালীতে চিকন ব্যান্ডের মতো সহজ সরল একটি টাট্টু বেছে নিলো সে।

"ওখানকার চামড়া তো অনেক বেশি পাতলা। খুব ব্যাথা পাবে," টাট্টু আর্টিস্ট বললো তাকে।

"সমস্যা নেই," জিন্সের প্যান্টটা গুটিয়ে পা'টা বের করে বললো সালান্ডার।

"ঠিক আছে। তাহলে একটা ব্যান্ড আকঁবে। তোমার শরীরে তো অনেক টাট্টু আছে। তুমি কি নিশ্চিত আরেকটা আঁকবে?"

"এটা হবে আমার জন্য একটা সুভেনুর।"

শনিবার দুপুর ২টায় সুসান তার ক্যাফেটা বন্ধ করে দিলে ব্লমকোভিস্ট সেখান থেকে চলে এলো। সকাল থেকে ল্যাপটপে টাইপিং করে কাটিয়ে দিয়েছে সে। বাড়ি ফেরার আগে কনসাম নামের দোকান থেকে কিছু খাবার আর সিগারেট কিনে নিলো। ফ্রাইড সসেজ আর আলুভাজা জিনিসটা এর আগে তার পছন্দের তালিকায় না থাকলেও এখন এই গ্রামীণ এলাকায় এসে সেগুলো তার প্রিয় হয়ে উঠেছে।

ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যা সাতটার দিকে নিজের রান্নাঘরের জানালার সামনে দাঁড়ালো সে। সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গার তাকে আজ ফোন করে নি। সিসিলিয়া যখন দুপুরে সুসানের ক্যাফে থেকে রুটি কিনতে গিয়েছিলো তখন তার সাথে হুট করেই দেখা হয়েছিলো। তাকে দেখে কিছুটা উদাস উদাস লাগছিলো তার কাছে। তার কাছে মনে হয় নি আজকের রাতে মহিলা তাকে ডাকবে। ঘরের ছোট্ট টিভি সেটটার দিকে তাকালো সে, ওটা এখন পর্যন্ত ব্যবহার করা হয় নি। জানালার সামনে থেকে সরে এসে সু গ্রাফটনের একটি রহস্য উপন্যাস নিয়ে বসে পড়লো ব্লমকোভিস্ট।

কথামতো পরের সপ্তাহে বুরম্যানের অ্যাপার্টমেন্টে চলে এলো সালান্ডার। মার্জিতভাবে হেসে তাকে অভ্যর্থনা জানালো লোকটা।

"আজকে কেমন লাগছে তোমার, ডিয়ার লিসবেথ?"

কোনো জবাব দিলো না সে। তার কাঁধে হাত রাখলো বুরম্যান।

"আমার মনে হয় শেষবার খুব বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে," বললো সে। "তোমাকে একটু মনমরা দেখাচ্ছে।"

তার দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি হাসলে লোকটটা সামান্য ভড়কে গেলো। *মেয়েটা স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। কথাটা আমাকে মনে রাখতে হবে।*

"আমরা কি শোবারঘরে যেতে পারি?" বললো সালান্ডার।

কিংবা বলা যেতে পারে মেয়েটা স্বাভাবিকই আছে...আজকে তার সাথে একটু নরম ব্যবহার করবো। তার বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। ড্রয়ার থেকে ইতিমধ্যে হ্যান্ডকাফটা বের করে রেখে দিয়েছে সে। বিছানার কাছে পৌছানোর পর বুরম্যানের কাছে কিছু একটা গড়বড় বলে মনে হলো।

মেয়েটাই তার হাত ধরে তাকে বিছানার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটা যখন তার জ্যাকেটের ভেতর থেকে মোবাইল ফোনের মতো দেখতে একটা জিনিস বের করলো সেটা দেখে অবাক হয়ে থেমে গেলো বুরম্যান। এরপরই তার চোখ দুটো দেখতে পেলো সে।

"বিদায় বলার সময় হয়ে গেছে," বললো সালান্ডার।

জিনিসটা তার বুকের বাম দিকে ঠেকিয়ে ৭৫০০০ ভোল্ট ফায়ার করলো সে। লোকটার পা দুটো টলে গেলে সালান্ডার নিজের কাঁধে তার পুরো শরীরের ওজনটা নিয়ে সজোরে ধাক্কা মেরে বিছানায় ফেলে দিলো তাকে।

সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গারের খুব অস্থির লাগছে। ব্লমকোভিস্টকে আর ফোন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। তাদের সম্পর্কটা হাস্যকরভাবেই বেডরুম কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। পা টিপে টিপে ব্লমকোভিস্ট সবার অলক্ষ্যে এসে হাজির হয় তার ঘরে। আর সে নিজেও অস্থির টিনএজারদের মতো নিজেকে বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। বিগত কয়েক সপ্তাহ তার আচার-ব্যবহার খুব বেশি খামখেয়ালি রকমের হয়ে গেছে।

সমস্যাটা হলো তাকে একটু বেশি পছন্দ করে ফেলেছি, ভাবলো সে। সে আমাকে শেষ পর্যন্ত কষ্ট দেবে। অনেকক্ষণ বসে থেকে ভাবলো ব্লমকোভিস্ট হেডেবিতে না আসলেই ভালো হোতো।

মদের বোতল বের করে দু'গ্লাস মদ পান করে টিভিতে সংবাদ দেখলো সে। বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করলো, কিন্তু খুব জলদি

একঘেয়মিতে আক্রান্ত হলো। প্রেসিডেন্ট বুশ কেন ইরাকে বোমা ফেলছে তার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরা হচ্ছে টিভি সংবাদে। টিভি বাদ দিয়ে জিলেট টামাসের *দ্য লেজার ম্যান* বইটা নিয়ে বসলো রিভিংরুমের সোফায়। কয়েক পৃষ্ঠা পড়েই সেটা রেখে দিলো। তার বাবার কথা মনে পড়ে গেছে বইটা পড়ে। কি ধরণের ফ্যান্টাসি ছিলো লোকটার?

১৯৮৪ সালে তাদের মধ্যে শেষবার দেখা হয়েছিলো যখন বার্জার আর তার সাথে হেডেস্টাডের উত্তরে খোরগোশ শিকার করতে গিয়েছিলো। বার্জারের সাথে একটি সুইডিশ শিকারী কুকুর ছিলো। হেরাল্ড ভ্যাঙ্গারের বয়স তখন তিয়াত্তুর। সিসিলিয়া ততোদিনে লোকটার পাগলামি অনেকটাই মেনে নিয়েছে। বাবার এই পাগলামি তার পুরো শৈশবকালে আস্ত একটি দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু ছিলো না। বড় হবার পরও এ নিয়ে তার মধ্যে অনেক আক্ষেপ ছিলো।

তখন সিসিলিয়া যতোটা ভঙ্গুর ছিলো আর কখনও ততোটা ছিলো না। মাত্র তিনমাস আগে তার বিয়েটা ডিভোর্সে পরিসমাপ্তি ঘটে। স্বামীর হাতে নির্যাতন...গৃহস্থালী সহিংসতা...একেবারে কমন একটি শব্দ। তার কাছে এটা সীমাহীন একটি অত্যাচার ছিলো। মাথায় আঘাত করা, চড়থাপ্পড় দেয়া, হুমকি ধামকি আর রান্নাঘরের ফ্লোরে ফেলে লাথি মারা...সবই চলতো। তার স্বামীর এই সহিংস আচরণ এতোটা ঘন ঘন হতো যে অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো সে।

কিন্তু অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে বাড়তে একদিন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেলো যে তাকে হাসপাতালে যেতে হলো মারাত্মক আহত হয়ে। একটা কাঁচি দিয়ে তার পিঠে আঘাত করা হয়।

তবে ঘটনা ঘটার পর লোকটা ভয়ে দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় নিজে গাড়িয়ে চালিয়ে। ইমার্জেন্সি রুমে এই ঘটানটি নিয়ে অদ্ভুত আর বানোয়াট এক গল্প ফাঁদে নিজেকে বাঁচানোর জন্য। লজ্জায় নিজের মধ্যে কুকঁড়ে গিয়েছিলো সিসিলিয়া। বারোটা সেলাই হয় তার পিঠে, হাসপাতালে থাকতে হয় পুরো দুদিন। এরপরই তার চাচা হেনরিক তাকে হাসপাতাল থেকে তুলে নিজের বাসায় নিয়ে যায়। সেই থেকে স্বামীর সাথে তার আর কথা হয় নি।

শরতের সেই দিনে হেরাল্ড ভ্যাঙ্গার বেশ ভালো মুডে ছিলো। তার আচরণ অনেকটা বন্ধুত্বপূর্ণই ছিলো সেদিন। কিন্তু বনের ভেতর যেতে যেতে আচমকা তার বাবা চিৎকার করে করে সিসিলিয়ার নৈতিকতা আর যৌনজীবন নিয়ে আজেবাজে মন্তব্য করতে শুরু করে। এমনও কথা বলে যে, তার মতো বেশ্যার পক্ষে কোনো পুরুষ মানুষকে ধরে রাখা যে সম্ভব নয় সেটা নাকি সে ভালো করেই জানতো।

তার ভাই এ সময়টাতে বাবার পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছিলো। ভাবখানা এমন যেনো বাবার সমর্থন দিয়ে বলছে, *জানোই তো মেয়েরা কেমন*

হয়। সিসিলিয়ার দিকে চোখ টিপে হেরাল্ড ভ্যাঙ্গার বলে, একটা ঢিবিতে উঠে এসব বললে নাকি আরো ভালো হয়।

কয়েক সেকেন্ড ভাই আর বাবার দিকে স্থিরচোখে চেয়ে থেকে সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গার বুঝতে পারে তার হাতে গুলি ভর্তি একটি শটগান আছে। চোখ বন্ধ করলো সে। তার কাছে মনে হলো এই মুহূর্তে গুলি করে দু'জনকে খুন করাই একমাত্র পথ খোলা আছে তার জন্য। বন্দুকটা মাটিতে নামিয়ে রেখে তাদেরকে ছেড়ে পার্ক করা গাড়ির কাছে চলে আসে। ঐ প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাদেরকে একা রেখে গাড়ি নিয়ে চলে আসে নিজের বাড়িতে। সেই থেকে নিজের বাড়িতে বাবাকে আর কখনও ঢুকতে দেয় নি, সেও কখনও বাবার বাড়িতে পা মাড়ায় নি।

তুমি আমার জীবনটা শেষ করে দিয়েছো, ভাবলো সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গার। *আমি যখন নিতান্তই শিশু ছিলাম তখনই তুমি আমার জীবনটা শেষ করে দিয়েছো।*

৮:৩০-এ ব্লমকোভিস্টকে ফোন করলো সে।

তীব্র যন্ত্রণায় আছে বুরম্যান। তার শরীরের সব মাংপেশী অসাড় হয়ে গেছে। একেবারে প্যারালাইজ হয়ে আছে সে। জ্ঞান হারিয়েছিলো কিনা সেটাও মনে করতে পারলো না। সব এলোমেলো লাগছে। আস্তে আস্তে যখন তার জ্ঞান ফিরে এলো দেখতে পেলো বিছানার উপর সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দু'হা পা ছড়িয়ে পড়ে আছে সে। তার হাত দুটো হ্যান্ডকাফ দিয়ে বাধা। পা দুটো এমনভাবে টেনে ফাঁক করে রাখা হয়েছে যে ব্যাথা করছে। শরীরের যে অংশে ইলেক্ট্রিক শক দেয়া হয়েছিলো সেখানটা পুড়ে গেছে।

সালান্ডার বেতের চেয়ারটা বিছানার কাছে এনে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে তার জ্ঞান ফিরে পাবার আশায়। হাতে সিগারেট আর বুট পরা পা দুটো বিছানার কাণায় তুলে রেখেছে। বুরম্যান যখন কথা বলতে যাবে টের পেলো তার মুখ আঁটকানো। ড্রয়ারের সব কিছু বের করে ফ্লোরে এলোমেলো ছড়িয়ে রেখেছে মেয়েটা।

"তোর খেলনাগুলো খুঁজে পেয়েছি আমি," বললো সালান্ডার। একটা চাবুক তুলে ধরে মেঝেতে পড়ে থাকা ডিলডো নামের কৃত্রিম জননেন্দ্রিয় আর রাবারের মুখোশের দিকে ইশারা করলো সে। "এটা কিসের জন্যে?" একটা বড় এনাল প্লাগ তুলে ধরে বললো এবার। "না না। কথা বলার চেষ্টা করিস না–তুই কি বলবি সেটা তো আমি শুনতে পাবো না। এটাই কি তুই গত সপ্তাহে আমার উপর ব্যবহার করেছিলি? শুধু মাথা নেড়ে জবাব দে।" তার দিকে একটু ঝুঁকে এলো সে।

বুরম্যান টের পেলো ভয়ে তার বুকটা ধক ধক করছে। মাথা ঘোরাতে শুরু

করলো এবার। হ্যান্ডকাফের দিকে তাকালো। *মেয়েটা তাকে আঁটকে ফেলেছে। অসম্ভব।* সালান্ডার যখন অ্যানাল প্লাগটা তার পাছার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো কিছুই করতে পারলো না সে। "তাহলে তুই একটা স্যাডিস্ট," নিজের মনেই বললো কথাটা। "লোকজনের ভেতর এসব জিনিস ঢুকিয়ে মজা পাস খুব, তাই না? তার চোখের দিকে তাকালো। তার মুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই। "কোনো তরল কিংবা জেল ব্যবহার না করে, ঠিক না?"

সালান্ডার তার গালে স্কচপেট লাগিয়ে দিলে বুরম্যান একটা চাপা গোঙানী দিলো।

"ঘোৎ ঘোৎ করা বন্ধ করো," লোকটার কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে বললো সালান্ডার। "কোনো রকম অভিযোগ করলে আমি তোমাকে কঠিন শাস্তি দেবো।"

উঠে বিছানার অন্য দিকে চলে গেলো সে। চেয়ে দেখা ছাড়া আর কিছু করার নেই বুরম্যানের...*করছেটা কি?* লিভিংরুম থেকে তার বত্রিশ ইঞ্চির টিভিটা ট্রলিসহ ঠেলে নিয়ে এলো সালান্ডার। মেঝেতে তার ডিভিডি প্লেয়ারটা রেখে তার দিকে তাকালো সে। তার এক হাতে চাবুকটা এখনও আছে।

"আমি কি তোর পূর্ণ মনোযোগ পেতে পারি? কথা বলার চেষ্টা করবি না–মাথা নেড়ে জবাব দে। কি বলেছি বুঝেছিস?" মাথা নেড়েই জবাব দিলো বুরম্যান।

"বেশ।" উপুড় হয়ে তার ব্যাগটা তুলে নিলো সে। "এটা কি চিনতে পেরেছিস?" লোকটা সায় দিলো। "গত সপ্তাহে তোর এখানে যখন এসেছিলাম তখন এই ব্যাগটা আমার সাথে ছিলো। একেবারে দরকারি একটা জিনিস। মিল্টন সিকিউরিটি থেকে এটা আমি ধার করেছি।" জিপটা খুলে ফেললো সে। "এটা হলো ডিজিটাল ক্যামেরা। টিভি৩'র *ইনসাইড* প্রোগ্রামটা দেখিছিস কখনও? ঐসব জঘন্য রিপোর্টাররা লুকানো ক্যামেরা দিয়ে কিছু জিনিস ধারণ করে থাকে।" ব্যাগের আরেকটা পকেট খুললো।

"ভাবছিস লেন্সটা কোথায়। এটাই হলো এই জিনিসের মহত্ত। ওয়াইড-অ্যাঙ্গেল ফাইবার অপটিক্স। লেন্সটা দেখতে একটা বোতামের মতো দেখায়, কাঁধের স্ট্র্যাপের মধ্যে বসানো থাকে। হয়তো তোর মনে আছে আমাকে অত্যাচার করার আগে আমি এই ব্যাগটা টেবিলের উপর রেখছিলাম। লেন্সটা যেনো বিছানার দিকে তাক করা থাকে সেভাবেই রেখেছিলাম।"

একটা ডিভিডি বের করে প্লেয়ারে ঢোকালো। এরপর বেতের চেয়ারটা ঘুরিয়ে টিভির দিকে মুখ করে বসলো সালান্ডার। আরেকটা সিগারেট জ্বালিয়ে চাপ দিলো রিমোটে। এডভোকেট বুরম্যান দেখতে পেলো সালান্ডারকে সে দরজা খুলে ঘরের ভেতর ঢুকতে দিচ্ছে।

সময়টা কখন ছিলো সেটা কি বুঝতে পারছিস না?

পুরো ডিভিডিটা দেখালো তাকে। নব্বই মিনিট পর শেষ হলো সেটা। ভিডিওর মাঝখানে একটা দৃশ্যে দেখা গেলো নগ্ন বুরম্যান বিছানার কাছে বসে মদ পান করছে আর হাত পা আঁটকানো উপুড় হয়ে পড়ে থাকা সালান্ডারের দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি হাসছে।

টিভিটা বন্ধ করে টানা বিশ মিনিট বসে থাকলো সে, কোনো কথা বললো না। এমন কি তার দিকে তাকালো না পর্যন্ত। একটুও নড়লো না বুরম্যান। জমে আছে একেবারে। এরপর উঠে বাথরুমে চলে গেলো সে। ফিরে এসে চেয়ারে বসে যখন কথা বললো তার কণ্ঠটা একেবারে মার্জিত শোনালো।

"গত সপ্তাহে আমি একটা ভুল করেছিলাম," বললো সে। "ভেবেছিলাম তুই আমাকে দিয়ে আরেকবার ওরাল সেক্স করাবি। তোর ওটা মুখে নেয়া খুবই জঘন্য ব্যাপার তবে এতোটা জঘন্য নয় যে আমি সেটা করতে পারবো না। ভেবেছিলাম তোর এই কাজকারবারের যথেষ্ট প্রমাণ জোগার করতে পারবো যাতে করে প্রমাণ করা যায় তুই আস্ত একটা বুইড়া খাটাশ। কিন্তু তোকে চিনতে একটু ভুল করে ফেলেছিলাম। তুই কতোটা অসুস্থ বদমাশ সেটা বুঝতে পারি নি।

"আমি তোকে সোজাসুজি বলছি," বললো সে। "এই ভিডিও'তে দেখা যাবে তুই তোর অধীনে গার্ডিয়ান হিসেবে থাকা চব্বিশ বছর বয়সী এক মানসিক প্রতিবন্ধী মেয়েকে ধর্ষণ করছিস। এই ভিডিও যারা দেখবে তারা বুঝবে তুই শুধু বিকৃত যৌনাচারই করিস না বরং তুই একটা স্যাডিস্টও বটে। এই ভিডিওটা দ্বিতীয়বার দেখলাম, আশা করি আর কখনও দেখতে হবে না। বুঝতে পারছিস, নিশ্চয়? আমার ধারণা তোকেই কোনো ইন্সটিটিউটে ভর্তি করতে হবে, আমাকে নয়। সব কথা মনে থাকবে তো?"

অপেক্ষা করলো সে। লোকটা কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালো না। শুধু কাঁপছে। তার জননেন্দ্রিয়তে হালকা করে চাবুক মারলো।

"শুনেছিস কি বলেছি?" চিৎকার করে বললো এবার। সায় দিলো বুরম্যান।

"ভালো। তাহলে এই একই গান গাইবি তুই।"

চেয়ারটা টেনে আরো কাছে এসে তার চোখের দিকে তাকালো।

"এই সমস্যাটা নিয়ে আমরা কি করতে পারি বলে মনে করিস?" তার এ কথার কোনো জবাব দিলো না লোকটা। "তোর কাছে কি এরচেয়ে ভালো কোনো আইডিয়া আছে?" লোকটার বিচি ধরে টান দিলো সে। ব্যাথায় মুখটা বিকৃত হয়ে গেলো তার। "তোর কাছে কি এরচেয়ে ভালো কোনো আইডিয়া আছে?" কথাটা আবারো বললো সে। মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিলো বুরম্যান।

"ভালো। ভবিষ্যতে যদি তুই এসব নিয়ে কোনো ঝামেলা পাকাস আমি তোকে কী করবো তুই কল্পনাও করতে পারবি না।"

কার্পেটের নীচে সিগারেটটা চাপা দিয়ে রাখলো সালান্ডার। "এরপর থেকে কি হবে বলছি। পরের সপ্তাহে তুই আমার ব্যাঙ্ককে জানাবি আমার একাউন্টটা আমি ছাড়া আর কেউ যেনো অপারেট করতে না পারে। কি বলললাম বুঝেছিস?" মাথা নেড়ে সায় দিলো বুরম্যান।

"ভালো ছেলে। তুই আর আমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবি না। কখনও না। ভবিষ্যতে কেবল আমার দরকার পড়লে তোর সাথে দেখা করবো আমি। আমার কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখবি।" আবারো সায় দিলো বুরম্যান। *সে আমাকে খুন করবে না তাহলে।*

"তুই যদি আমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করিস তাহলে এই ডিভিডিটা স্টকহোমের সবগুলো পত্রিকা অফিস আর টিভি চ্যানেলে কপি করে পাঠিয়ে দেয়া হবে।"

সায় দিলো লোকটা। *এই ভিডিওটা যেভাবেই হোক ওর কাছ থেকে নিয়ে নিতে হবে।*

"বছরে একবার গার্ডিয়ানশিপ এজেন্সিতে তুই আমার সম্পর্কে রিপোর্ট দিবি। ওটাতে বলবি আমি একদম স্বাভাবিক আচরণ করছি। আমার জীবনযাপন খুব ভালোমতো চলছে। ভালো কাজ করছি আমি। নিজের আয় নিজে করছি। আমার আচরণে কোনো অস্বাভাবিকতা দেখতে পাচ্ছিস না তুই। ঠিক আছে?"

সায় দিলো সে।

"প্রত্যেক মাসে তুই আমাদের কাল্পনিক মিটিংয়ের একটি রিপোর্ট দিবি। ওখানেই সুন্দর করে লিখবি আমি কতোটা ভালোমতো চলছি। এর একটা কপি আমার কাছে পোস্ট করে দিবি। বুঝেছিস?" আবারো সায় দিলো লোকটা। সালান্ডার খেয়াল করলো বুরম্যানের কপাল বেয়ে দর দর করে ঘাম ঝরছে।

"এক বছর কিংবা দু'বছর পর ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে গিয়ে আবেদন করবি আমার অসমর্থ ঘোষণা করার ডিক্রিটা যেনো প্রত্যাহার করা হয়। এরজন্য যা যা করার সবই করবি তুই। এটা করার সব ক্ষমতা তোর আছে। তোকে এটা করতেই হবে।"

সায় দিলো সে।

"তুই কি জানিস কেন তোকে এটা করতে হবে? কারণ এটা করার মতো যথেষ্ট সঙ্গত কারণ রয়েছে। এটা যদি না করিস তবে এই ভিডিওটা সবখানে পৌঁছে দেয়া হবে।"

সালান্ডারের সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে গেলো সে। তার চোখে সুতীব্র ঘৃণার উদগীরণ। সালান্ডার তাকে মেরে না ফেলে যে মারাত্মক একটি ভুল করছে সেটা সে বুঝতে পারছে। *এরজন্যে তোকে পস্তাতে হবে, খানকি মাগি। আজ হোক কাল হোক তোকে আমি শেষ করবোই।*

"আমার সাথে যদি যোগাযোগ করার চেষ্টা করিস তাহলে এই একই কাজ করবো আমি।" জিভ বের ক'রে আঙুল দিয়ে কেটে ফেলার অভিনয় করে দেখালো সে। "তোর এই অভিজাত জীবনযাপন আর সেইসাথে তোর সুনাম এবং বিদেশের ব্যাঙ্কে মিলিয়ন মিলিয়ন টাকাকে বিদায় জানা।"

টাকার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে লোকটার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেলো। *এই মাগিটা এসব জানলো কি করে...*

হেসে আরেকটা সিগারেট বের করলো সালান্ডার।

"তোর এই অ্যাপার্টমেন্ট আর অফিসের বাড়তি চাবি আমি চাই।" লোকটা ভুরু কুচকে ফেললো। তার দিকে ঝুঁকে আবারো মিষ্টি করে হাসলো সে।

"ভবিষ্যতে আমি তোর জীবন নিয়ন্ত্রণ করবো। যখন তুই ঘুমিয়ে থাকবি, আমার আসার কথা কল্পনাও করবি না তখন আমি হুট করে তোর অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে পড়বো।" ইলেক্ট্রিক শক দেবার যন্ত্রটা তুলে ধরলো সে। "তোকে চোখে চোখে রাখবো আমি। আমি যদি কখনও দেখি অন্য কোনো মেয়েকে নিয়ে আছিস...মেয়েটা তার ইচ্ছেই আসুক আর অনিচ্ছায় আসুক তাতে কিছু যায় আসে না। আমি তোকে..." আবারো জিভ কাটার অভিনয় করে দেখালো তাকে।

"আমি যদি মারা যাই...কোনো দুর্ঘটনা কিংবা অপঘাতে...তাহলে এই ভিডিওর অনেকগুলো কপি জায়গামতো চলে যাবে অটোমেটিক্যালি। সেই সাথে তুই আমার সাথে গার্ডিয়ান হিসেবে কেমন আচরণ করেছিস তার একটা বিবৃতিও জুড়ে দেবো।" একটু থেমে লোকটার মুখের কাছে মুখ এনে বললো, "আরেকটা ব্যাপার। আমাকে যদি আর কখনও স্পর্শ করিস তোকে খুন করে ফেলবো। মনে রাখিস।"

বুরম্যান অবশ্যই তার এই কথাটা বিশ্বাস করলো। মেয়েটার চোখেমুখে দৃঢ়তা দেখেই বোঝা গেলো সেটা।

"মনে রাখবি, আমার মাথা খারাপ। ভয়াবহ ছিটগ্রস্ত আমি। বুঝলি?"

সায় দিলো সে।

তার দিকে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে তাকালো সে। "আমার মনে হয় না তুই আর আমি ভালো বন্ধু হবো। তোকে যে আমি মেরে ফেলি নি এজন্যে আমাকে সাধুবাদ জানা। তুই হয়তো ভাবছিস আমার নিয়ন্ত্রণ থেকে বের হবার একটা উপায় ঠিকই বের করতে পারবি। ঠিক না?"

মাথা ঝাঁকালো লোকটা।

"তুই আমার কাছ থেকে একটা উপহার পাবি যাতে করে সব সময় আমার সাথে করা চুক্তির কথা তোর মনে থাকে।"

তার দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি হেসে সালান্ডার বুরম্যানের দু'পায়ের ফাঁকে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। বুরম্যান বুঝতে পারছে না মেয়েটা কি করতে যাচ্ছে। আচমকা সুতীব্র এক ভয় জেঁকে বসলো তার মধ্যে।

এরপরই তার হাতে একটা সুই দেখতে পেলো।

প্রাণপণে হাত-পা ছোড়ার চেষ্টা করলো বুরম্যান। সালান্ডার তার বিচিতে হাঁটু দিয়ে চাপ দিলো তাকে সতর্ক করার জন্য।

"একটুও নড়বি না। সোজা শুয়ে থাক। কারণ এই জিনিসটা আমি প্রথমবার ব্যবহার করছি।"

প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে কাজ করে গেলো সে। কাজ যখন শেষ করলো লোকটা তার গোঙানি থামিয়ে দিলো। তাকে দেখে মনে হলো অসাড় হয়ে আছে।

বিছানা থেকে নেমে এসে একদিকে মাথা উঁচু করে দেখলো সে। নিজের হাতের কাজটা পরখ করে দেখলো ভুরু কুচকে। তার শৈল্পিক প্রতিভা খুব একটা ভালো নয়। অক্ষরগুলো একটু অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। লাল আর কালো রঙ ব্যবহার করেছে সে। লোকটার পেট থেকে লিঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ক্যাপিটাল লেটারে পাঁচ লাইনের একটা লেখা আছে : আমি একটা স্যাডিস্টিক শূয়োর, বিকৃতরুচির আর ধর্ষণকারী।

সুই আর কালির কার্টিজ দুটো ব্যাগে ভরে রেখে বাথরুমে চলে গেলো হাত ধোয়ার জন্য। বেডরুমে ফিরে আসার পর তাকে বেশ ভালো দেখালো।

"বিদায়," বললো সে।

একটা হ্যান্ডকাফ খুলে তার পেটের উপর চাবিটা রেখে ডিভিডি আর একগোছা চাবি নিয়ে চলে গেলো সালান্ডার।

মাঝরাতে সিগারেট খাওয়ার সময় ব্লমকোভিস্ট তাকে জানালো কিছুদিনের জন্য তাদের আর দেখা হচ্ছে না। অবাক হয়ে তার দিকে তাকালো সিসিলিয়া।

"মানে?

একটু লজ্জা পেলো সে। "সোমবার থেকে আমার তিনমাসের জেলখাটা শুরু হচ্ছে।"

আর কিছু বলার দরকার হলো না। কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকলো সিসিলিয়া। তার খুব কান্না পাচ্ছে।

সোমবার দুপুরে ড্রাগান আরমানস্কির দরজায় সালান্ডার নক করলে সে একটু সন্দিহান হলো। জানুয়ারির শুরুর দিকে ওয়েনারস্ট্রমের উপর তদন্তটি বাতিল করার পর থেকে তার টিকিটাও সে দেখে নি। যতোবার সে তাকে ফোন করেছে সালান্ডার হয় ফোন ধরে নি নয়তো ব্যস্ত আছে ব'লে ফোন রেখে দিয়েছে।

"আমার জন্য কি তোমার কাছে কোনো কাজ আছে?" কোনো রকম হাই হ্যালো ছাড়াই বললো সে।

"হাই। তোমাকে দেখে ভালো লাগছে। ভেবেছিলাম তুমি হয়তো মরে গেছো, কিংবা কিছু হয়েছে।"

"কিছু জিনিস সমাধান করতে হয়েছিলো আমাকে, সেটা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।"

"প্রায়ই তোমাকে কিছু জিনিস সমাধা করতে হয় দেখছি।"

"এবারেরটা খুব জরুরি ছিলো। এখন তো ফিরে এসেছি। আমার জন্য কি কোনো কাজ আছে?"

মাথা ঝাঁকালো আরমানস্কি। "দুঃখিত। এই মুহূর্তে কাজ নেই।"

শান্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো সালান্ডার। কিছুক্ষণ পর কথা বলতে শুরু করলো ড্রাগান।

"লিসবেথ। তুমি জানো তোমাকে আমি পছন্দ করি, আর তোমাকে কাজ দিতে পারলে আমার বেশ ভালোই লাগে। কিন্তু দু'মাস ধরে তোমার কোনো খবর নেই। এদিকে আমার হাতে প্রচুর কাজ। সোজা কথা হলো তুমি নির্ভরযোগ্য নও। তোমার জায়গায় অন্য লোকদের দিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছি, এই মুহূর্তে আসলে তোমাকে দেবার মতো কোনো কাজ আমার কাছে নেই।"

"তুমি কি ভলিউমটা বাড়িয়ে দেবে একটু?"

"কি?"

"রেডিওর কথা বলছি।"

...*মিলেনিয়াম* ম্যাগাজিন। প্রখ্যাত শিল্পপতি হেনরিক ভ্যাঙ্গার এই পত্রিকার আংশিক মালিক হবার সুবাদে বোর্ড অব ডিরেক্টরেও একটি সিট পাচ্ছেন। আর এই ঘটনাটি ঘটলো ঠিক যেদিন পত্রিকাটির সাবেক প্রকাশক এবং সিইও মিকাইল ব্লমকোভিস্ট আরেক শিল্পপতি হান্স-এরিক ওয়েনারস্ট্রমের মানহানি করার দায়ে তিন মাসের জেল খাটতে শুরু করবেন। *মিলেনিয়াম*-এর এডিটর ইন চিফ এরিকা বার্গার এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন ব্লমকোভিস্ট তার সাজার মেয়াদ শেষ করার পর পুণরায় প্রকাশক হিসেবে দায়িত্ব ফিরে পাবেন।

"কি দারুণ খবর," কথাটা বলেই সালান্ডার দরজার দিকে পা বাড়ালো।

"দাঁড়াও। কোথায় যাচ্ছো?"

"বাড়িতে। কিছু জিনিস চেক ক'রে দেখতে হবে আমাকে। হাতে কোনো কাজ এলে আমাকে ফোন কোরো।"

মিলেনিয়াম-এর সাথে হেনরিক ভ্যাঙ্গারের গাটছড়া বাধার খবরটা লিসবেথ যতোটা ভেবেছিলো তারচেয়ে অনেক বেশি আলোড়ন তুললো মিডিয়াতে।

আফটোনব্লাডেট তাদের সান্ধ্যকালীন সংস্করণে খবরটা গুরুত্ব দিয়ে ছাপলো, সেইসাথে হেনরিক ভ্যাঙ্গারের জীবনের জমকালো অধ্যায় আর তার কর্মজীবনের নানান ঘটনাও তুলে ধরা হলো। এটাও বলা হলো মি: ভ্যাঙ্গার বিগত বিশ বছরে এই প্রথম জনসম্মুখে হাজির হলেন।

রাপোর্ট নামের বিখ্যাত সংবাদ চ্যানেলে এই খবরটাকে তৃতীয় প্রধান শিরোনাম হিসেবে ঠাই দিয়ে তিন মিনিট বরাদ্দ করলো। তারা *মিলেনিয়াম*-এর অফিসে এরিকা বার্গারের একটি ইন্টারভিউ প্রচার করলো সংবাদটির সাথে। হুট করেই যেনো ওয়েনারস্ট্রমের ঘটনাটি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এলো আবার।

"গত বছর আমরা মারাত্মক একটি ভুল করেছিলাম। যার ফলে ম্যাগাজিনটি মানহানির মামলার শিকার হয়ে আদালত কর্তৃক শাস্তি পেয়েছে। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে খেদ আছে...অনুকূল সময়ে আমরা এই স্টোরিটা নিয়ে আবারো ফলো আপ করবো।"

"ফলো আপ করবেন বলে কি বোঝাতে চাচ্ছেন?" রিপোর্টার জানতে চাইলো।

"মানে আমরা এখন পর্যন্ত যেটা করতে পারি নি সেটা করবো...আমাদের হাতে থাকা পুরো গল্পটি জানাবো পাঠকদেরকে।"

"এটা তো আপনারা আদালতে মামলা চলাকালীন সময়েই করতে পারতেন।"

"ঐ সময়ে এটা না করার জন্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমরা। তবে আমাদের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা অব্যাহত থাকবে।"

"এর মানে কি, যে ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যে রায় হয়ে গেছে সেটা আবারো ছাপাবেন?"

"এ বিষয়ে আমি এখন আর কিছু বলবো না।"

"রায় হবার পর আপনি তো মিকাইল ব্লমকোভিস্টকে বরখাস্ত করেছেন।"

"এটা সত্যি নয়। আমাদের প্রেসরিলিজ পড়ে দেখুন। তার একটু বিশ্রামের দরকার আছে। এই বছরের শেষের দিকে আবারো প্রকাশক হিসেবে সে ফিরে আসবে নিজের পদে।"

এরপরই টুকরো একটি রিপোর্টিংয়ে দেখানো হলো ব্লমকোভিস্ট আজ থেকে তার সাজার মেয়াদ খাটতে শুরু করেছে রুলাকার জেলখানায়।

এরিকা বার্গারের ইন্টারভিউয়ের সময় সালান্ডার দেখতে পেলো ডার্চ ফ্রোডি তার অফিসের পেছনের দরজা দিয়ে চলে যাচ্ছে। ভুরু কুচকে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরলো সে।

ঐ সোমবারটায় অন্য কোনো চটকদার খবর ছিলো না বলে ভ্যাঙ্গারের খবরটিই রাত ৯টার সংবাদে চার মিনিট জুড়ে দেখানো হলো। হেডেস্টাডের একটি টিভি স্টুডিও'তে তার একটি ইন্টারভিউ নেয়া হয়েছিলো, সেটাই প্রচার করা হলো সংবাদে। খবরে বলা হলো প্রায় দু'দশক পর পর্দার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসেছেন এই বিখ্যাত শিল্পপতি। ষাট দশকে প্রধানমন্ত্রীকে সাথে করে নিয়ে একটি কারখানা উদ্বোধন করছেন এরকম একটি ছবি আর ফুটেজ দিয়ে তার সংক্ষিপ্ত জীবনীও প্রচার করা হলো। এরপর ক্যামেরা ঘুরলে দেখা গেলো স্টুডিওর সোফায় বেশ আয়েশী ভঙ্গিতে বসে আছেন ভ্যাঙ্গার। হলুদ রঙের শার্ট আর সবুজ রঙের টাইয়ের সাথে কালো সুট পরেছেন আজ। বেশ পরিস্কার কণ্ঠে কথা বললেন তিনি। রিপোর্টার তাকে জিজ্ঞেস করলো কি কারণে *মিলেনিয়াম*-এর অংশীদার হতে আগ্রহী হলেন।

"ম্যাগাজিনটা খুবই চমৎকার একটি পত্রিকা, বিগত অনেক বছর ধরেই আমি এটা নিয়মিত পড়ে আসছি। বর্তমানে এই পত্রিকাটি খুব সমস্যার মধ্যে পড়ে গেছে। অন্যায় আক্রমণের শিকার হয়েছে তারা। এর শত্রুরা সংগঠিতভাবে বিজ্ঞাপন দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে। একে ধূলোয় মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।"

রিপোর্টার অবশ্য এতোটা খোলামেলা বক্তব্য আশা করে নি। তবে সঙ্গে সঙ্গে আন্দাজ করতে পারলো এর পেছনে আরেকটা অকথিত গল্প রয়েছে।

"এই বিজ্ঞাপন বয়কটের পেছনে কারণটা কি?"

"এই ব্যাপারটাই *মিলেনিয়াম*'কে গভীলভাবে খতিয়ে দেখতে হবে। তবে আমি পরিস্কার করে বলছি *মিলেনিয়াম* এ যাত্রায় ভরাডুবির হাত থেকে বেঁচে যাবে।"

"এ কারণেই কি আপনি ম্যাগাজিনটার কিছু অংশ কিনে নিয়েছেন?"

"স্বার্থান্বেষী মহল যদি নিজেদের ক্ষমতার জোরে সত্যি কথা বলতে চায় যারা তাদের কণ্ঠ রোধ করে ফেলে তাহলে সেটা হবে খুবই বাজে একটি ঘটনা।"

ভ্যাঙ্গার এমনভাবে কথা বলছে যেনো মত প্রকাশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সমগ্র জীবন কাটিয়ে দিয়েছে সে। রুলাকার জেলে প্রথম রাত কাটানোর সময় ব্লমকোভিস্টও টিভিতে এই অনুষ্ঠানটি দেখে অট্টহাসিতে ফেঁটে পড়লো। তার সহবন্দীরা কিছু বুঝতে না পেরে তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো কেবল।

সেদিনই রাতের বেলায় জেলের খাটে শুয়ে ব্লমকোভিস্ট ভাবতে লাগলো এরিকা আর ভ্যাঙ্গার ঠিকই বলেছিলো–এই সংবাদটি বেশ ভালোভাবেই মার্কেটিং করা হবে। এখন সে বুঝতে পারছে *মিলেনিয়াম* সম্পর্কে লোকজনের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যেতে শুরু করবে।

পত্রিকাটির প্রতি ভ্যাঙ্গারের সমর্থন আসলে ওয়েনারস্ট্রমের প্রতি এক ধরণের

যুদ্ধ ঘোষণার সামিল। ভবিষ্যতে এই ছয় কর্মচারির পত্রিকাটির সাথে, যার বাজেট ওয়েনারস্ট্রম গ্রুপের একদিনের লাঞ্চমিটিংয়ের সমান, যুদ্ধ করতে নামলে তাদের মাথায় রাখতে হবে ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশন তাদের সাথে আছে। এই শিল্পগোষ্ঠী যতোই জৌলুস হারিয়ে থাকুক না কেন এখনও এদের অনেক কিছু করার ক্ষমতা রয়েছে।

টিভিতে ভ্যাঙ্গারের বক্তব্যটা আসলে যুদ্ধ প্রস্তুতি ছাড়া আর কিছু না। ওয়েনারস্ট্রমের জন্য এই যুদ্ধটা হবে খুবই ব্যয়বহুল।

বার্গার অবশ্য খুব সতর্কতার সাথে কথা বলেছে। ব্লমকোভিস্ট যে সাজা পেয়ে বর্তমানে জেলে আছে সেটার সম্পর্কে মুখে কিছু না বললেও আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছে তাদের সাবেক প্রকাশক নির্দোষ এবং তাদের কাছে ওয়েনারস্ট্রমের কাহিনীটার আরো অনেক রসদ আছে। মুখে তাকে নির্দোষ না বলেও তাকে পুরোপুরি নির্দোষ হিসেবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে সে। পত্রিকাটির বিশ্বাসযোগ্যতা যে মোটেও কমে নি সেটাও বুঝিয়ে দিয়েছে স্পষ্ট করে। আর একজন সৎ সাহসী সাংবাদিকের সাথে দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীর বিরোধে জনগনের সহমর্মিতা যে কোন দিকে যাবে সেটা সহজেই অনুমেয়। কারণ লোকজন ষড়যন্ত্র তত্ত্ব খুব পছন্দ করে। তবে মিডিয়া এতো সহজে এই গল্প বিশ্বাস না করলেও বার্গার অনেক সমালোচককেই নিবৃত্ত করতে পেরেছে বলা যায়।

এ ঘটনায় যে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হবে তা নয় তবে তারা ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি করতে পেরেছে এটুকু অন্তত বলা যায়। ব্লমকোভিস্ট আন্দাজ করতে পারলো ওয়েনারস্ট্রমের জন্য আজকের রাতটা অস্বস্তিকর হয়ে উঠবে। তারা কতোটুকু জানে সে বিষয়ে লোকটার কোনো ধারণাই নেই, এমনকি সেটা আন্দাজও করতে পারবে না সে। তবে পরবর্তী চাল দেবার আগে তাকে অনেক ভেবে নিতে হবে, আর সেইসাথে এই বিষয়টাও জেনে নিতে হবে তাকে।

ভ্যাঙ্গার আর নিজের অনুষ্ঠানটি দেখার পর তিক্ত মুখে টিভি আর ভিসিআরটা বন্ধ করে দিলো বার্গার। রাত ২:৪৫ বাজে। ব্লমকোভিস্টকে ফোন করার জন্য অস্থির হয়ে আছে সে। তবে জেলখানায় তার মোবাইল সঙ্গে রাখতে দেবে না বলেই সে মনে করে। অনেক রাত করে বাড়ি ফিরে দেখে তার স্বামী ঘুমিয়ে আছে। বেশ কিছুটা মদ পান করেছে আজ। এমনিতে সে খুব একটা পান করে না। জানালার পাশে বসে বহু দূরের স্কুরু সাউন্ডের প্রবশেদ্বারের বাতিঘরটার দিকে তাকিয়ে রইলো।

ভ্যাঙ্গারের সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে রাজি হবার পর তারা একান্তে তুমুল বাকবিতণ্ডা করেছে এ নিয়ে। তবে একটা বিষয় নিয়ে এরিকা নিজেও কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছে।

"আমি জানি না এখন আমি কী করবো," ব্লমকোভিস্ট বলেছিলো তখন। "এই লোক আমাকে তার আত্মজীবনী লেখার জন্য ঘোস্ট রাইটার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। এখন পর্যন্ত আমি এ কাজে পুরোপুরি স্বাধীন ছিলাম। তার সম্পর্কে কোনো মিথ্যে তথ্য কিংবা কোনো সত্য লুকানোর জন্য সে আমাকে চাপ দিলেই আমি এই কাজটা ছেড়ে চলে যেতে পারতাম। কিন্তু এখন সে আমাদের *মিলেনিয়াম*-এর অংশীদার–আর পত্রিকাটি রক্ষা করার একমাত্র ক্ষমতা তারই হাতে। আচমকা আমি এমন একটি পরিস্থিতিতে পড়ে গেছি যে ইচ্ছে করলেই নিজের নীতিতে অটল থাকতে পারবো কিনা সন্দেহ আছে।"

"তোমার মাথায় কি এরচেয়ে ভালো কোনো আইডিয়া আছে?" জিজ্ঞেস করেছিলো বার্গার। "থাকলে চুক্তিটুক্তি করার আগেই সেটা বলে ফেলো।"

"রিকি, ওয়েনারস্ট্রমের বিরুদ্ধে নিজের ব্যক্তিগত একটি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য ভ্যাঙ্গার আমাদেরকে ব্যবহার করছে।"

"তাতে কি হয়েছে? ওয়েনারস্ট্রমের বিরুদ্ধে আমাদেরও তো প্রতিশোধ নিতে হবে।"

মুখ ঘুরিয়ে একটা সিগারেট ধরালো ব্লমকোভিস্ট।

বার্গার জামাকাপড় খুলে নগ্ন হয়ে বিছানায় যাবার আগে তাদের মধ্যে এ নিয়ে তর্কবিতর্ক চলেছে। দু'ঘণ্টা পর তার পাশে এসে যখন ব্লমকোভিস্ট শুয়ে পড়ে তখন সে ভান করেছিলো ঘুমিয়ে আছে।

আজ রাতে ডাগেন্স নিটার-এর রিপোর্টারও তাকে একই প্রশ্ন করেছিলো : "মিলেনিয়াম তার নিজস্ব স্বাধীনতা আর নিরপেক্ষতা কিভাবে বজায় রাখতে পারবে?"

"কি বলতে চাচ্ছেন?"

রিপোর্টার বাধ্য হয়ে আরেকবার প্রশ্নটা করলো।

"মিলেনিয়াম-এর একটি অন্যতম লক্ষ্য হলো কর্পোরেট দুনিয়ার দুর্নীতি উন্মোচন করা, এ সম্পর্কে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করা। তো ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশনের সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করতে গেলে এ ব্যাপারে তাদের অবস্থান কি হবে? তারা কি ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশনের দুর্নীতিও প্রকাশ করবে?"

অবাক হয়ে তার দিকে তাকালো বার্গার। এই প্রশ্নটা তার কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিলো।

"আপনি কি বলতে চাচ্ছেন *মিলেনিয়াম*-এ একজন সুপরিচিত ব্যবসায়ী অংশীদার হবার পর এর বিশ্বাসযোগ্যতা কমে আসবে?"

"আপনারা এখন ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে বিশ্বাসযোগ্য তদন্তমূলক রিপোর্ট করতে পারবেন না।"

"এই নিয়মটা কি শুধু *মিলেনিয়াম*-এর জন্যেই প্রযোজ্য?"

"আপনার কথা বুঝতে পারলাম না?"

"মানে বলতে চাচ্ছি আপনি নিজেও এমন একটি পত্রিকায় কাজ করছেন যার মালিক একটি বড় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান। তার মানে কি আপনাদের পত্রিকার কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা নেই? আফটোনব্লাডেট-এর মালিকানা নরওয়ের একটি বড় ইলেক্ট্রনিক নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের–তার মানে কি ইলেক্ট্রনিক বিষয়ে কোনো রিপোর্ট করার বিশ্বাসযোগ্যতা তাদের নেই? আপনি কি বলতে চাচ্ছেন সুইডেনের কোনো পত্রপত্রিকা কিংবা টিভি চ্যানেলের পেছনে বড় কোনো ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান নেই?"

"না, আমি সেটা বলতে চাচ্ছি না।"

"তাহলে আমাদের বেলায় কেন এটা বলবেন?"

রিপোর্টার হাত তুলে ক্ষান্ত দিলো।

"ঠিক আছে, আমি প্রশ্নটা ফিরিয়ে নিচ্ছি।"

"না। এটা করবেন না। আমি চাই যা যা বলেছি সবই যেনো ছাপা হয়। আপনি আরো যোগ করতে পারেন, *ডিএন* যদি ভ্যাঙ্গার গ্রুপের উপর একটু বেশি ফোকাস করে তবে আমরাও বনিয়ের গ্রুপের উপর একটু বেশি নজর রাখবো।"

কিন্তু এটা নৈতিকতার একটি সমস্যা।

ব্লমকোভিস্ট এখন হেনরিক ভ্যাঙ্গারের হয়ে কাজ করছে, আর এদিকে মিঃ ভ্যাঙ্গার এমন একটি পজিশনে চলে এসেছে যেখানে ইচ্ছে করলে এক কলমের খোঁচায় *মিলেনিয়াম*কে ডুবিয়ে দিতে পারে সে। ব্লমকোভিস্ট আর ভ্যাঙ্গার যদি একে অন্যের শত্রুতে পরিণত হয় তখন কি হবে?

তারচেয়ে বড় কথা–এরিকা নিজের বিশ্বাসযোগ্যতার মূল্য বজায় রাখবে কি করে, কখন সে স্বাধীন আর সৎ এডিটর থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত একজন এডিটরে পরিণত হয়ে উঠবে।

সালান্ডার তার ল্যাপটপটা বন্ধ করে দিলো। কোনো কাজ নেই তার হাতে, আর খুব খিদেও পেয়েছে। প্রথমটি নিয়ে সে চিন্তিত নয়। কারণ নিজের ব্যাঙ্ক একাউন্টে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এখন তার হাতে। কফিমেকারটা চালু ক'রে দিয়ে বড় বড় তিনটি স্যান্ডউইচ বানিয়ে ফেললো সে। লিভিংরুমের সোফায় বসে খেতে খেতে জোগার করা তথ্যগুলো নিয়ে কাজ করতে শুরু করলো সালান্ডার।

হেডেস্টাডের উকিল ফ্রোডি তাকে ব্লমকোভিস্টের উপর তদন্ত করার জন্য ভাড়া করেছিলো। কয়েক সপ্তাহ পর সেই হেডেস্টাডেরই হেনরিক ভ্যাঙ্গার ব্লমকোভিস্টের পত্রিকায় অংশীদার হিসেবে আর্বিভূত হলো ঘটা করে, সেইসাথে জানিয়ে দিলো ম্যাগাজিনটি ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। ঠিক একই দিনে

পত্রিকাটির সাবেক প্রকাশক নিজের সাজার মেয়াদ খাটার জন্য জেলে ঢুকলেন। সব থেকে চমকপ্রদ ব্যাপার হলো : এরিক ওয়েনারস্ট্রমের সম্পর্কে লেখা 'খালি হাতে শুরু করে' নামের দু'বছরের পুরনো একটি ব্যাকগ্রাউন্ড আর্টিকেল। ইন্টারনেটে *মনোপলি ফিনান্সিয়াল ম্যাগাজিন* নামের একটি নেটম্যাগাজিন থেকে এটা সে পড়েছে। মনে হয় ষাটের দশকে লোকটার ক্যারিয়ার শুরু হয়েছিলো ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশনের সাথেই।

এই সবগুলো ঘটনার সাথে যে একটা সম্পর্ক রয়েছে সেটা বোঝার জন্য কারোর রকেট সাইন্টিস্ট হবার দরকার নেই। তাদের এইসব কাপবোর্ডে একটা না একটা কঙ্কাল আছে, সালান্ডার আবার কঙ্কাল খুঁজতে খুব ভালোবাসে। তাছাড়া এ মুহূর্তে তার হাতে কোনো কাজও নেই।

অধ্যায় ১৫

শুক্রবার, মে ১৬–শনিবার, মে ৩১

জেলে ঢোকার দু'মাস পর মিকাইল ব্লমকোভিস্টকে ১৬ই মে শুক্রবার রুলাকার জেল থেকে মুক্তি দেয়া হলো। যেদিন জেলে ঢোকে সেদিনই প্যারোলে মুক্তি পাবার জন্য একটা দরখাস্ত করেছিলো সে, তবে এ নিয়ে তার মনে খুব একটা আশা ছিলো না। এক মাস আগে কেন তাকে মুক্তি দেয়া হলো সে ব্যাপারেও তার স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। এসব আইনী ব্যাপার সে বোঝেও কম। তবে আন্দাজ করতে পারলো ছুটির দিনগুলো বাদ দেয়াতে হয়তো সাজার মেয়াদ কমে এসেছে নয়তো জেলে কয়েদীর চেয়ে আসনের সংখ্যা কমে এসেছিলো সেজন্যে। ঘটনা যাইহোক না কেন, চল্লিশ বছর বয়সী দেশত্যাগী পোলিশ পিটার সারোস্কি হলো তার জেলার, লোকটার সাথে ব্লমকোভিস্টের সম্পর্ক বেশ ভালো ছিলো। ঐ ভদ্রলোকই তার সাজার মেয়াদ কমিয়ে আনার রিকমেন্ডেশন করেছিলো।

রুলাকারে থাকার সময়টি তার জন্য বেশ স্বস্তিদায়ক আর চিন্তামুক্ত ছিলো। জেলারের মতে এই জেলখানাটি ছোটোখাটো অপরাধীদের জন্য বানানো হয়েছে, দাগী আসামীদের জন্য নয়। জেলের প্রতিদিনকার নিয়মকানুনগুলো তাকে তার যৌবনে হোস্টেলে থাকার দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলো। তার সহকয়েদীরা, যাদের বেশিরভাগই দ্বিতীয় জেনারেশনের অভিবাসী, তাকে খুব সম্মান করতো। তাদের কাছে সে ছিলো বিরল একজন ব্যক্তি। কয়েদী হিসেবে তাকে দেখতো না তারা। সে-ই হলো একমাত্র বন্দী যাকে টিভিতে দেখা গেছে বেশ কয়েক বার। এটা তার স্ট্যাটাসকে বাড়িয়ে তুলেছিলো।

প্রথম দিন তাকে কথাবার্তা বলার জন্য ডেকে পাঠানো হয়। সেইসাথে থেরাপি, কমভাক্স থেকে ট্রেনিং কিংবা এডাল্ট এডুকেশন গ্রহণ করার প্রস্তাব দেয়া হয় তাকে। তবে এসব জিনিস তার দরকার ছিলো না। লেখাপড়ার পাঠ বেশভালোমতোই চুকিয়েছে সে, ভালো একটা চাকরিও করতো। সুতরাং এসব প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে কর্তৃপক্ষকে সে বললো তাকে জেলের মধ্যে ল্যাপটপ ব্যবহার করার সুযোগ দেয়া হোক যাতে করে সে একটা বই লেখার কাজ করতে পারে। সময়ক্ষেপন না করেই তার অনুরোধটি গ্রহণ করা হয়। সারোস্কি তার জন্যে তালাবদ্ধ করার ব্যবস্থা আছে এরকম একটি ডেস্ক জোগার করে দেয় যাতে করে নিজের সেলে ল্যাপটপটি নিরাপদ রাখতে পারে। অন্য কয়েদীরা তার ল্যাপটপটি চুরি করতে পারে সেজন্যে এই ব্যবস্থা করা হয় নি। সত্যি কথা বলতে কি তার সহকয়েদীরাই তার সব জিনিস দেখেশুনে রাখতো।

এভাবে প্রতিদিন ছয় ঘণ্টা করে একটানা দু'মাস ভ্যাঙ্গার পরিবারের ইতিহাস লেখার কাজ করে গেছে সে। ব্লমকোভিস্ট আর চিলি বংশোদ্ভুত স্কভদি নামের এক কয়েদীর দায়িত্ব ছিলো প্রতিদিন জেলের জিমনেসিয়াম পরিস্কার করা। কাজ ছাড়াও টিভি দেখা, কার্ড খেলা আর ব্যয়াম করে সময় কাটাতো তারা। ব্লমকোভিস্ট বেশ ভালো পোকার খেলতে পারলেও প্রতিদিনই হেরে কিছু টাকা খোয়াতো।

সোজা হেডেবিতে নিজের ক্যাবিনে ফিরে গেলো ব্লমকোভিস্ট। ঘরের সামনের দরজায় পা রাখতেই মিউ শব্দ শুনে চেয়ে দেখে সেই বেড়ালটা তার পেছনে।

"ঠিক আছে, তুমি এবার ভেতরে আসতে পারো," বললো সে। "তবে আমার কাছে কিন্তু দুধ নেই।"

নিজের ব্যাগ থেকে সব কিছু বের করে রাখলো যেনো দীর্ঘ ছুটি কাটিয়ে এসেছে। কিছুক্ষণ পরই বুঝতে পারলো জেলার সারোস্কি আর সহকয়েদীদের অভাব অনুভব করছে সে। আশ্চর্য হলেও সত্যি জেলের সময়টা দারুণ উপভোগ করেছে। তবে এতো আচমকা তাকে মুক্তি দেয়া হয়েছে যে কাউকে বলে আসতে পারে নি।

সবেমাত্র সন্ধ্যা ৬টা বাজে। দোকানপাট বন্ধ হবার আগেই কিছু কেনাকাটা করে এলো। বাড়ি ফিরে ফোন করলো বার্গারকে। মেসেজ বললো সে এখন অফিসে নেই। পরদিন যেনো তাকে ফোন করে সেই মেসেজটা দিয়ে ফোন রেখে দিলো ব্লমকোভিস্ট।

এরপর ভ্যাঙ্গারের বাড়িতে গেলো সে। মিকাইলকে দেখে বুড়ো রীতিমতো অবাকই হলো মনে হয়।

"পালিয়ে এসেছো নাকি?"

"আগেভাগে মুক্তি দিয়ে দিয়েছে।"

"তাই তো অবাক হয়েছি।"

"আমিও অবাক হয়েছি। "

একে অন্যের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বৃদ্ধ হঠাৎ করে ব্লমকোভিস্টকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলে সে একটু ভিমড়ি খেলো যেনো।

"আমি এইমাত্র খেতে বসেছিলাম। আসো, আমার সাথে খাওয়া দাওয়া করো।"

অ্যানার দেয়া সুস্বাদু খাবার খেয়ে ডাইনিংরুমে বসেই দু'ঘণ্টা ধরে তারা কথা বলে গেলো। ব্লমকোভিস্ট তাকে জানালো লেখার কাজ কতোদূর এগোলো, কি কি বিষয় তাকে এখনও জানতে হবে আর কি কি বাকি আছে, সব। তারা হ্যারিয়েটকে নিয়ে কোনো কথা বললো না, তবে ভ্যাঙ্গার *মিলেনিয়াম*-এর ব্যাপারে সবই তাকে জানালো।

"আমরা বোর্ড মিটিং করেছি। ফ্রোকেন বার্গার আর তোমার পার্টনার মাম কষ্ট করে আমার এখানে এসে দুটো মিটিং করে গেছে। আর স্টকহোমের মিটিংটায় আমার হয়ে উপস্থিত ছিলো ফ্রোডি। আমার যদি আরেকটু কম বয়স থাকতো তাহলে বেশ হোতো। এই বয়সে এতো লম্বা ভ্রমণ শরীরে কুলোয় না। গ্রীষ্মের মিটিংগুলোতে আমি ওখানে যাবার চেষ্টা করবো।"

"এখানে মিটিংটা করাই সঙ্গত হয়েছে," বললো ব্লমকোভিস্ট। "আমাদের ম্যাগাজিনের অংশ হতে পেরে কেমন লাগছে আপনার?"

মুচকি হাসি হাসলো ভ্যাঙ্গার।

"সত্যি বলতে কি আমার জীবনে এতোটা আনন্দ আর কোনো কাজে পাই নি। আমি ফিনান্সের ব্যাপারটা দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়েছি। ফিনান্সের অবস্থা এখন ভালোই আছে মনে হয়। যতোটা ভেবেছিলাম ততো টাকা বিনিয়োগ করতে হবে না–আয় আর ব্যয়ের ফারাক বেশ কমই আছে।"

"এরিকার সাথে আমি এই সপ্তাহে কথা বলেছিলাম। সে জানিয়েছে বিজ্ঞাপনের সংখ্যা নাকি বেড়েছে।"

"হ্যা, ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে বলতে পারো। তবে আরো সময় লাগবে। প্রথমে ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশনের কোম্পানিগুলো এগিয়ে এসেছে। পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছে তারা। তবে আশার কথা হলো পুরনো দুটো বিজ্ঞাপন দাতা–একটা ফোন কোম্পানি আর ট্রাভেল বুরো–আবার ফিরে এসেছে।" চওড়া একটা হাসি দিলো সে। "ওয়েনারস্ট্রমের শত্রুদের সাথে এক এক করে যোগাযোগ করা হচ্ছে। বিশ্বাস করো তালিকাটি অনেক বড়।"

"ওয়েনারস্ট্রমের কাছ থেকে সরাসরি কিছু শুনেছেন?"

"ঠিক সরাসরি শুনি নি। তবে আমরা একটা খবর ছড়িয়ে দিয়েছি যে ওয়েনারস্ট্রম *মিলেনিয়াম*-এর বিজ্ঞাপন বয়কটের পেছনে আছে। *ডিএ*-এর এক রিপোর্টার তার কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সে খুব চটে যায়।"

"আপনি এটা খুব উপভোগ করছেন, তাই না?"

"উপভোগ শব্দটা যথার্থ হলো না। আরো অনেক বছর আগে এ ব্যাপারে আমার কাজ শুরু করা উচিত ছিলো।"

"আচ্ছা, ওয়েনারস্ট্রম আর আপনার মধ্যে ঘটনাটা কি?"

"এটা জানার চেষ্টাও কোরো না। এ বছরের শেষের দিকে এটা তুমি জানতে পারবে।"

ব্লমকোভিস্ট যখন ভ্যাঙ্গারের বাড়ি থেকে বের হলো তখন বাতাসে বসন্তের সুবাস টের পেলো সে। বাইরে ঘন অন্ধকার, কিছুক্ষণ ইতস্তত করলো। এরপরই আগের মতো পা টিপে টিপে সিসিলিয়ার দরজায় নক করলো সে।

ওখানে গিয়ে কি দেখবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত নয় সে। তাকে দেখেই সিসিলিয়ার চোখ দুটো গোল গোল হয়ে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাড়ির ভেতর আসতে বললেও অস্বস্তির চিহ্ন ফুঁটে উঠলো তার চোখেমুখে। ভেতরে ঢুকে দু'জনেই দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ, একটু দ্বিধার পর সেও তার কাছে জানতে চাইলো জেল থেকে পালিয়ে এসেছে কিনা। তাকে সব খুলে বললো ব্লমকোভিস্ট।

"তোমাকে শুধু হ্যালো বলতে এসেছি। আমি কি অসময়ে এসে পড়লাম?"

তার চোখের দিকে সরাসরি তাকালো না সে। মিকাইল আঁচ করতে পারলো তাকে দেখে খুশি হয় নি সিসিলিয়া।

"না...না, ভেতরে আসো। কফি খাবে?"

"খাবো।"

তার পেছন পেছন রান্নাঘরে চলে এলো ব্লমকোভিস্ট। সিসিলিয়া কফিমেকারে পানি ঢালার সময় পেছন থেকে তার কাঁধে হাত রাখতেই আড়ষ্ট হয়ে গেলো সে।

"সিসিলিয়া, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে না আমাকে কফি খাওয়াতে চাচ্ছো।"

"আমি মনে করেছিলাম তুমি আরো এক মাস পর আসবে, তাই তোমাকে দেখে একটু অবাক হয়ে গেছি।"

তাকে ঘুরিয়ে সরাসরি তার চোখের দিকে তাকালো সে। কয়েক সেকেন্ড কিছু বললো দু'জনে। এখনও তার চোখের দিকে তাকাচ্ছে না সিসিলিয়া।

"সিসিলিয়া। কফি বানানো বাদ দাও। কি হয়েছে?"

মাথা ঝাঁকিয়ে গভীর করে নিঃশ্বাস নিলো সে।

"মিকাইল, আমি চাই তুমি চলে যাও। কিছু জিজ্ঞেস কোরো না। চলে যাও।"

মিকাইল প্রথমে কটেজে ফিরে যেতে উদ্যত হলেও গেটের সামনে এসে একটু থামলো। বুঝতে পারছে না কি করবে। বাড়িতে না গিয়ে বৃজের কাছে একটা পাথরের উপর বসে পানি দেখতে লাগলো। সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে লাগলো সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গারের এমন কি পরিবর্তন হলো এই দু'মাসে।

আচমকা ইঞ্জিনের শব্দে সম্বিত ফিরে পেয়ে তাকিয়ে দেখতে পেলো বৃজের নীচ দিয়ে বিশাল একটা সাদা রঙের বোট ঢুকে পড়েছে। তার কাছে আসতেই দেখতে পেলো হুইলে মার্টিন ভ্যাঙ্গার দাঁড়িয়ে আছে। সে অবশ্য তাকে দেখতে পায় নি। চৌচল্লিশ ফুট দৈর্ঘের একটি মোটর ক্রুইজার। ভালো করে তাকিয়ে দেখলো আশেপাশে আরো অনেক ইঞ্জিনচালিত বোট আছে বৃজের কোল ঘেষে।

তবে সবার সেরা বোটটি যে মার্টিনের সেটা দেখেই বোঝা যায়।

সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গারের বাড়ির নীচে এসে একটু থেমে আড়চোখে উপরের দিকে তাকালো ব্লমকোভিস্ট। উপরতলার জানালাগুলোতে বাতি জ্বলছে। নিজের ঘরে এসে কফিপাত্র চুলায় বসিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো সে।

জেলে যাবার আগে হ্যারিয়েট সংক্রান্ত যাবতীয় ডকুমেন্ট ভ্যাঙ্গারের কাছে রেখে গিয়েছিলো। খালি বাড়িতে ওগুলো রাখার কোনো যুক্তি ছিলো না। এখন শেলফটা একেবারে ফাঁকা। তার কাছে কেবল ভ্যাঙ্গারের নিজের পাঁচটি নোটবুক আছে। জেলে ওগুলো সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলো। এখন সেগুলো তার প্রায় মুখস্ত হয়ে গেছে। শেলফের উপরের তাকে একটা ফটো অ্যালাবাম তার চোখে পড়লো, এটা ফিরিয়ে দিতে ভুলে গেছিলো।

অ্যালবামটা রান্নাঘরের টেবিলে নিয়ে এসে কফি খেতে খেতে দেখতে শুরু করলো ব্লমকোভিস্ট।

হ্যারিয়েট যেদিন নিখোঁজ হয় সেদিনের তোলা কতোগুলো ছবি। প্রথমটি হলো হ্যারিয়েটের তোলা শেষ ছবি—হেডেস্টাডের শিশুদের প্যারেড ডে'র একটা ছবি। এরপর বৃজের দুর্ঘটনার ১৮০টি চমৎকার নিখুঁত ছবি আছে। এর আগেও সে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে এইসব ছবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে। এখন একেবারে উদাস ভঙ্গিতে ছবিগুলো দেখে গেলো। ভালো করে জানে এখানে এমন কিছু খুঁজে পাবে না যা এর আগে তার চোখে পড়ে নি। সত্যি বলতে কি হ্যারিয়েটের নিখোঁজ হবার হতবুদ্ধিকর কাহিনীটা নিয়ে একেবারে তিতিবিরক্ত হয়ে গেছে। সশব্দে অ্যালবামটা বন্ধ করে রেখে দিলো।

অস্থির হয়ে জানালার দিকে গিয়ে বাইরের অন্ধকারে তাকালো সে।

এরপর আবারো অ্যালবামের দিকে নজর দিলো। অনুভূতিটা সে ব্যাখ্যা করতে পারছে না তবে একটা চিন্তা তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে যেনো এইমাত্র দেখা কোনো জিনিস নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে সে। যেনো অদৃশ্য এক প্রাণী তার কানে ফিসফিস করে কিছু কথা বলেছে। তার সারা শরীরের রোম খাড়া হয়ে গেলো।

আবারো অ্যালবামটা খুললো, প্রতিটি পাতা উল্টিয়ে সবগুলো ছবি আবারো ভালো করে দেখে নিলো সে। তেলে জবজবে তরুণ হেনরিক ভ্যাঙ্গার আর হেরাল্ডের ছবিটার দিকে তাকালো ব্লমকোভিস্ট। হেরাল্ডের সাথে এখনও তার দেখা হয় নি। ভাঙা রেলিং, ভবন আর জানালাগুলো, যানবাহন সবই ছবিতে আছে। কৌতুহলী লোকজনের মাঝে বিশ বছরের তরুণী সিসিলিয়াকে খুব সহজেই চিনতে পারলো সে। সাদা রঙের পোশাক আর কালো রঙের একটা জ্যাকেট পরা। কমপক্ষে বিশটি ছবিতে তার উপস্থিতি আছে।

প্রবল উত্তেজনা বোধ করছে ব্লমকোভিস্ট। নিজের স্বজ্ঞার উপর পূর্ণ আস্থা

রয়েছে তার। এই স্বজ্ঞাই তাকে ছবির অ্যালাবামে কোনো কিছু আছে বলে তাড়া দিচ্ছে। তবে এখনও ধরতে পারছে না সেটা কি।

রাত ১১টা পর্যন্ত রান্নাঘরের টেবিলে থাকলো। একের পর এক ছবিগুলো দেখার সময় দরজা খোলার শব্দটা তার কানে গেলো সে।

"আমি কি ভেতরে আসতে পারি?" সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গার। কোনো জবাবের অপেক্ষা না করেই তার বিপরীত দিকের একটা চেয়ারে বসে পড়লো সে। এই সাক্ষাতের ব্যাপারে ব্লমকোভিস্টের মনে অদ্ভুত এক অনুভূতি বয়ে যাচ্ছে। পাতলা আর হালকা রঙের ঢিলেঢালা একটা পোশাক এবং ধূসর রঙের জ্যাকেট পরেছে সে, ঠিক ১৯৬৬ সালে তোলা অ্যালবামের ছবিগুলোতে যেমন পোশাকে তাকে দেখা গেছে!

"সমস্যাটা হলো তুমি নিজে," বললো সে।

ব্লমকোভিস্ট চোখ কপালে তুললো।

"ক্ষমা করবে আমাকে, এতো রাতে আমার এখানে তোমার আগমনে আমি অবাক হয়েছি। এখন আমি ঘুমাতে পারবো না বলে খুব অখুশি।"

"তুমি কেন অসুখী?"

"জানো না?"

মাথা ঝাঁকালো ব্লমকোভিস্ট।

"আমি যদি তোমাকে সেটা বলি তাহলে কথা দাও হাসবে না," বললো সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গার।

"কথা দিলাম।"

"গত শীতে তোমাকে যখন প্রলুব্ধ করলাম সেটা ছিলো বোকার মতো একটি কাজ, একেবারে না বুঝে করা একটি কাজ। আমি একটু এনজয় করতে চাচ্ছিলাম, এই যা। প্রথম রাতে আমি বেশ মাতালও ছিলাম। তোমার সাথে দীর্ঘমেয়াদী কিছু করার কোনো ইচ্ছে আমার ছিলো না। কিন্তু পরে এটা বদলে গেলো। খণ্ডকালীন প্রেমিকা হিসেবে তোমার সাথে কাটানো ঐ কয়টা সপ্তাহ আমার জীবনে সবচাইতে সুখকর দিন ছিলো।"

"আমার কাছেও দিনগুলো বেশ ভালো লেগেছে।"

"মিকাইল, আমি তোমাকে গোড়া থেকেই মিথ্যে বলেছি। আমি কখনই সেক্স নিয়ে স্বস্তিতে ছিলাম না। আমার পুরো জীবনে পাঁচজন সেক্স পার্টনার ছিলো। একুশ বছর বয়সে প্রথম শুরু হয়। তারপর আমার স্বামী, আমার বয়স যখন পঁচিশ তখন তার সাথে আমার পরিচয়। পরে দেখতে পেলাম লোকটা আস্ত একটা হারামজাদা। এরপর কয়েক বছর বিরতি দিয়ে আরো তিনজন লোকের সাথে এ সম্পর্ক হয়। তবে তুমি আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছো। আমি পুরোপুরি তৃপ্ত হতে পারছি না। তুমি যে খুব সহজসরল সেই সত্যটা নিয়ে আমাকে কিছু একটা করতে হয়েছে।"

"সিসিলিয়া, সেটা তোমাকে করতে হবে না..."

"ইশশ–আমার কথার মাঝে বাধা দিও না, তাহলে হয়তো আর কখনও এটা বলতে পারবো না তোমাকে।"

চুপচাপ বসে রইলো ব্লমকোভিস্ট।

"তুমি যেদিন জেলে গেলে ঐদিনটা আমার জন্য খুবই পীড়াদায়ক ছিলো। এমনভাবে চলে গেলে যেনো কখনও তোমার অস্তিত্বই ছিলো না। আমার চারপাশটা অন্ধকার হয়ে গেলো। ঠাণ্ডা আর চরম শূন্যতা নেমে এলো আমার বিছানায়। আর আমি, ছাপান্ন বছরের এক বয়স্ক মহিলা একা পড়ে থাকলাম সেখানে।"

কয়েক মুহূর্ত কিছু না বলে ব্লমকোভিস্টের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলো সে।

"গত শীতে আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি। আমি চাই নি তবে ব্যাপারটা ঘটে গেছে। এরপরই বুঝতে পারি যে তুমি এখানে কিছুদিনের জন্য এসেছো। একদিন তুমি চিরকালের জন্যেই এখান থেকে চলে যাবে অথচ আমাকে এখানে থাকতে হবে বাকি জীবনটা। এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি এতোটাই কষ্টে ছিলাম যে ঠিক করেছিলাম তুমি ফিরে এলে তোমার সাথে আর মেলামেশা করবো না।"

"আমি দুঃখিত।"

"এতে তোমার কোনো দোষ নেই। আজ আমার ওখান থেকে তুমি চলে আসার পর বসে বসে অনেক কেঁদেছি। আমি যদি আমার মতো করে থাকতে পারতাম সে কথাই শুধু ভেবেছি। এরপর আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

"সেটা কি?"

টেবিলের দিকে তাকালো সে।

"তুমি একদিন চলে যাবে সে কারণে তোমার সাথে মেলামেশা বন্ধ করে দিলে আমি পুরোপুরি পাগল হয়ে যাবো। মিকাইল, আমরা কি আবার শুরু করতে পারি? কিছুক্ষণ আগে যা ঘটেছে সেটা কি ভুলে যেতে পারবে তুমি?"

"ভুলে গেছি," বললো সে। "তবে আমাকে সেটা বলার জন্য ধন্যবাদ।"

এখনও সে টেবিলের দিকে তাকিয়ে আছে।

"তুমি যদি এখনও আমাকে চাও তাহলে আসো।"

তার দিকে মুখ তুলে তাকালো সে। এরপর চেয়ার ছেড়ে উঠে সোজা চলে গেলো শোবার ঘরে। যেতে যেতে নিজের শরীর থেকে জ্যাকেট আর পোশাকটা খুলে মেঝেতে ফেলে দিলো।

দরজা খোলার শব্দে ব্লমকোভিস্ট আর সিসিলিয়া জেগে উঠলো। কে জানি দরজা খুলে রান্নাঘর দিয়ে ভেতরে হেটে আসছে। ফায়ারপ্লেসের কাছে ভারি কিছু রাখার

শব্দ কানে এলো তাদের। এরপরই দেখা গেলো বার্গার শোবারঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখের হাসিটা বদলে অবিশ্বাসের অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো।

"ওহ্ ঈশ্বর।" এক পা পিছিয়ে গিয়ে বললো সে।

"হাই, এরিকা," বললো ব্লমকোভিস্ট।

"হাই। আমি দুঃখিত। এভাবে না জানিয়ে ঢুকে পড়ার জন্য হাজার বার ক্ষমা চাইছি আমি, দরজায় নক করা উচিত ছিলো আমার।"

"আমাদেরও সামনের দরজাটা বন্ধ করে রাখা উচিত ছিলো। এরিকা–এ হলো সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গার। সিসিলিয়া–এরিকা বার্গার হলো *মিলেনিয়াম*-এর এডিটর ইন চিফ।"

"হাই," বললো সিসিলিয়া।

"হাই," কথাটা এমনভাবে বললো যেনো বুঝতে পারছে না ভেতরে ঢুকবে নাকি হাত মিলিয়ে এক্ষুণি এখান থেকে চলে যাবে সে। "আহ্...আমি...একটু হেটে আসি বাইরে থেকে।"

"তারচেয়ে একটু কফি বানালে কেমন হয়?" বিছানার পাশে রাখা অ্যালার্ম ঘড়িটা দেখে বললো ব্লমকোভিস্ট। বেশ বেলা হয়ে গেছে।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বার্গার শোবারঘরের দরজাটা বন্ধ করে চলে গেলে ব্লমকোভিস্ট আর সিসিলিয়া একে অন্যের দিকে তাকালো। সিসিলিয়াকে দেখে মনে হচ্ছে সে খুব বিব্রত বোধ করছে। সঙ্গম করে আর কথা বলতে বলতে ভোর ৪টা হয়ে গেছিলো। এরপর সিসিলিয়া বলেছিলো তার এখানেই সে ঘুমাবে। তবে ভবিষ্যতে কেউ যেনো জানতে না পারে সে ব্লমকোভিস্টের সাথে শুয়েছে সে ব্যবস্থাও তাকে করতে হবে। তারা একে অন্যেকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়েছিলো।

"শোনো, এটা কোনো ব্যাপার না," বললো সে। "এরিকা বিবাহিত, সে আমার প্রেমিকা নয়। আমাদের সাথে মাঝে মাঝে ওসব হয় তবে আমি যদি কারো সাথে এরকম কিছু করি তাতে সে মোটেও মাইন্ড করে না...বরং এভাবে ঢুকে সে নিজেই এখন বিব্রত হয়ে আছে।"

তারা যখন রান্নাঘরে এলো দেখতে পেলো এরিকা তাদের জন্য কফি, লেমন মারমালাদি, পনির আর জুস সাজিয়ে রেখেছে। গন্ধটা দারুণ। সিসিলিয়া সোজা গিয়ে জড়িয়ে ধরলো এরিকাকে।

"হাই।"

"ডিয়ার সিসিলিয়া, হাতির মতো সোজা ঢুকে পড়ার জন্য আমি খুব দুঃখিত," বিব্রত হয়ে বললো এরিকা বার্গার।

"বাদ দাও তো। চলো নাস্তা করি।"

নাস্তা করে বার্গার চলে গেলো এই বলে যে তাকে এখন হেনরিক ভ্যাঙ্গারের

সাথে দেখা করতে হবে। সিসিলিয়া পেছন ফিরে টেবিল পরিস্কার করার সময় মিকাইল এসে তার কাঁধে হাত রাখলো।

"এখন কি হবে?" বললো সিসিলিয়া।

"কিছুই হবে না। এরিকা আমার খুব ভালো বন্ধু। প্রায় বিশ বছর ধরে আমরা একসাথে আছি। সম্ভবত আরো বিশ বছর তার সাথে থাকবো। তেমনটাই আশা করি। তবে আমরা কখনও প্রেমিক-প্রেমিকা ছিলাম না। আর নিজেদের রোমান্সের মাঝখানে কখনই বাধা হয়ে দাঁড়াই নি।"

"আমাদের মধ্যে কি রোমান্স চলছে?"

"জানি না কি চলছে, তবে মনে হচ্ছে সেরকম কিছুই হচ্ছে।"

"আজ রাতে এরিকা কোথায় শোবে?"

"তার জন্য আমরা একটা ঘর ঠিক করে দেবো। হেনরিকের অনেকগুলো খালি ঘরের একটা হতে পারে। আজ সে আমার সাথে আমার বিছানায় ঘুমাতেও চাইবে না।"

কথাটা কিছুক্ষণ ভাবলো সিসিলিয়া।

"আমি জানি না আমি এটা সামলাতে পারবো কিনা। তুমি আর ও এভাবেই চলো। তবে আমি জানি না...আমি কখনও..." মাথা ঝাঁকালো সে। "আমি আমার ঘরে ফিরে যাচ্ছি। এ নিয়ে আমাকে একটু ভাবতে হবে।"

"সিসিলিয়া, তুমি আগেই আমাকে এরিকার সাথে আমার সম্পর্কের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলে। তার উপস্থিতি নিয়ে তোমার এতোটা অবাক হবার কিছু নেই।"

"তা ঠিক। তবে যতোক্ষণ সে বহু দূরে স্টকহোমে ছিলো আমি তার কথা ভুলে ছিলাম।"

নিজের জ্যাকেটটা গায়ে চাপালো সিসিলিয়া।

"এই পরিস্থিতিটা একেবারেই আজব," হেসে বললো সে। "আমার ওখানে আজ ডিনার করতে এসো। এরিকাকেও সঙ্গে নিয়ে এসো কিন্তু। মনে হচ্ছে তাকে আমার পছন্দ হতে শুরু করেছে।"

কোথায় ঘুমাবে সেই সমস্যাটা এরিকা নিজেই সামাধান করে ফেললো। এর আগে ব্লমকোভিস্ট জেলে থাকার সময় মিটিং করার জন্য যখন এখানে এসেছিলো তখন হেনরিকের একটা খালি ঘরে থেকেছিলো সে। এবার এসে সরাসরি তাকে বললো আবারও সেই ঘরে থাকতে চাচ্ছে। হেনরিক নিজের খুশি হওয়া ভাবটা লুকাতে পারলো না। সে জানালো তার ওখানে এরিকা থাকলে সে খুশিই হবে।

কাজকর্মের কথা সেরে এরিকা আর ব্লমকোভিস্ট বৃজের কাছে হাটতে বের হলো। সুসানের ক্যাফেটা বন্ধ হবার ঠিক আগে ওটার সামনের টেরাসে গিয়ে বসলো তারা।

"আমি একেবারে হতাশ," বললো বার্গার। "এতোটা পথ গাড়ি চালিয়ে এসেছি তোমাকে জেল থেকে মুক্ত হবার জন্য স্বাগতম জানাতে আর এসে কিনা দেখলাম এই শহরের *ফেমে ফ্যাটালের* সাথে বিছানায় শুয়ে আছে।"

"এজন্যে আমি দুঃখিত।"

"তুমি আর ঐ মিস্ বিগ টিট্স কতোদিন ধরে চালাচ্ছো..." তর্জনীটা নাচিয়ে বললো বার্গার।

"ভ্যাঙ্গার যতোদিন থেকে আমাদের অংশীদার ততোদিন থেকে।"

"আহা।"

"আহা মানে কি?"

"এমনি বললাম।"

"সিসিলিয়া বেশ ভালো। তাকে আমি পছন্দ করি।"

"আমি সমালোচনা করছি না। আমার কেবল খারাপ লাগছে। খুবই বাজে লাগছে। হাতের নাগালে ক্যান্ডি থাকার পরও আমাকে ডায়েট করতে হবে। জেল কেমন লাগলো?"

"বড়সড় ঘটনাবিহীন ছুটির দিনের মতো। ম্যাগাজিনের অবস্থা কেমন?"

"ভালো। বছরে এই প্রথমবারের মতো বিজ্ঞাপনের রেভিনু ক্রমশ বাড়ন্ত বলতে পারো। গত বছরে এরচেয়ে অনেক নীচে ছিলো। মনে হচ্ছে খারাপ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। হেনরিককে সেজন্যে ধন্যবাদ। তবে আজব ব্যাপার হলো পত্রিকার কাটতিও বেড়ে যাচ্ছে।"

"ওঠানামা তো সব সময়ই করে।"

"কয়েকশ'র মধ্যে। কিন্তু বিগত তিন মাসে তিন হাজার বেড়ে গেছে। প্রথমে ভেবেছিলাম এটা হয়তো সৌভাগ্য, কিন্তু নতুন সাবস্ক্রাইবার বেড়েই চলছে। এটাকে আমাদের পত্রিকার ইতিহাসে সবচাইতে বড় সাবস্ক্রাইবার জাম্প বলতে পারো। একই সময় দেশের বাইরে আমাদের নিয়মিত সাবস্ক্রাইবাররাও বেশ বিপুল পরিমাণে নবায়ন করছে। আমাদের কেউ ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না। আমরা তো কোনো বিজ্ঞাপন ক্যাম্পেইন করি নি। ক্রাইস্টার এক সপ্তাহ ধরে চেক করে দেখেছে আমাদের গ্রাহকদের ব্যাপারে। প্রথমত তারা সবাই একেবারে নতুন গ্রাহক। দ্বিতীয়ত, তাদের মধ্যে ৭০ শতাংশই নারী। সাধারণত পুরুষের সংখ্যাই বেশি হবার কথা। তৃতীয়ত, এইসব গ্রাহকদেরকে মধ্যম-আয়ের শ্রমিক হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে : শিক্ষক, মধ্যমগোছের ম্যানেজমেন্টে যারা আছে, সরকারী কর্মচারি।"

"মনে করো এটা বিশাল ক্যাপিটালিস্টের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিদ্রোহ?"

"জানি না। এটাই যদি হয়ে থাকে তাহলে আমাদের গ্রাহকদের ধরণে বিরাট পরিবর্তন এসেছে বলতে হবে। দু'সপ্তাহ আগে আমরা একটি সম্পাদকীয়

কনফারেন্স করেছি নতুন গ্রাহকদের উপযোগী ম্যাটেরিয়াল দেবার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য। আমি চাই বিভিন্ন পেশার উপর আরো বেশি বেশি আর্টিকেল ছাপা হোক, সেইসাথে নারীদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইসু নিয়েও লেখা হতে পারে।"

"খুব বেশি পরিবর্তন কোরো না," বললো ব্লমকোভিস্ট। "আমরা যদি নতুন গ্রাহক বেশি বেশি করে পেতে থাকি তার মানে আমাদের পত্রিকায় ইতিমধ্যে যা ছাপা হচ্ছে তা-ই ওদের ভালো লেগেছে।"

সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গারকেও ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সম্ভবত আলোচনা যাতে অন্য কোনো দিকে না মোড় নেয় সেজন্যে। ভ্যাঙ্গার আর বার্গার মিলেনিয়াম-এর নতুন গ্রাহক আর উন্নতি নিয়ে অনেক সময় ধরে আলোচনা করে গেলেও এক সময় তাদের আলাপ আলোচনা ঠিকই অন্য দিকে মোড় নিলো। বার্গার আচমকা ব্লমকোভিস্টের দিকে ফিরে জানতে চাইলো তার এখানকার কাজ কেমন এগোচ্ছে।

"এক মাসের মধ্যে ভ্যাঙ্গার পরিবারের ইতিহাস লেখার খসড়া শেষ করে হেনরিকের কাছে দেখার জন্য দিতে পারবো ব'লে মনে করছি।"

"এডামস ফ্যামিলি টাইপের একটি পারিবারিক ইতিহাস," বললো সিসিলিয়া।

"এতে নিশ্চিত কিছু ইতিহাসের খোরাক থাকবে," ব্লমকোভিস্ট বললো।

ভ্যাঙ্গারের দিকে তাকালো সিসিলিয়া।

"মিকাইল, হেনরিক কিন্তু আসলে পরিবারের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে মোটেও আগ্রহী নয়। সে আসলে চায় আপনি হ্যারিয়েটের নিখোঁজ রহস্য উদঘাটন করুন।"

ব্লমকোভিস্ট কোনো কথা বললো না। তার সাথে সম্পর্ক তৈরি হবার পর থেকে হ্যারিয়েটের বিষয়টা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে তাদের মধ্যে। সিসিলিয়া এরইমধ্যে বলে দিয়েছে হ্যারিয়েটের রহস্য উদঘাটনই হলো তার আসল অ্যাসাইনমেন্ট, যদিও ব্লমকোভিস্ট কখনও তার কাছে এটা স্বীকার করে নি। হেনরিককে সে কখনও বলে নি যে সিসিলিয়ার সাথে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছে। ভ্যাঙ্গার ভুরু কুচকে তাকালো ব্লমকোভিস্টের দিকে। এরিকা অবশ্য চুপ থাকলো।

"মাই ডিয়ার হেনরিক," বললো সিসিলিয়া। "আমি অতো বোকা নই। আমি জানি না তোমার আর মিকাইলের মধ্যে কি ধরণের চুক্তি হয়েছে তবে সে এখানে এসেছে হ্যারিয়েটের উপর কাজ করার জন্য, তাই না?"

ভ্যাঙ্গার মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ব্লমকোভিস্টের দিকে তাকালো।

"আমি বলে রাখছি এই মেয়েটা খুব বুদ্ধিমতি।" বার্গারের দিকে ফিরে বললো সে। "আমার মনে হয় তোমাকে মিকাইল বলেছে হেডেবিতে সে কি কাজ করতে এসেছে।"

সায় দিলো এরিকা।

"আমার ধারণা তুমি মনে করছো এটা একেবারেই নির্বুদ্ধির একটি কাজ। তোমাকে এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে না। এটা আসলেই নির্বুদ্ধিতা আর ফালতু একটি কাজ। তবে আমাকে এর রহস্য জানতে হবে।"

"এই বিষয়ে আমার কোনো মতামত নেই," ডিপ্লোমেটিক জবাব এরিকার।

"অবশ্যই।" এরপর ব্লমকোভিস্টের দিকে ফিরলো সে। "আমাকে বলো তুমি কি এমন কিছু খুঁজে বের করতে পেরেছো যাতে করে আমরা কিছুটা অগ্রসর হতে পারি?"

ভ্যাঙ্গারের চোখে না তাকানোর চেষ্টা করলো ব্লমকোভিস্ট। আগের রাতে তার যে অদ্ভুত এক অনুভূতি হয়েছিলো সেটার কথা মনে পড়ে গেলো তার। এই অনুভূতিটা সারা দিন তার মধ্যে রয়ে গেছিলো তবে অ্যালবামটি নিয়ে কাজ করার মতো সময় আর পায় নি। অবশেষে ভ্যাঙ্গারের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলালো সে।

"কিছুই খুঁজে পাই নি।"

বৃদ্ধ তার দিকে ভুরু কুচকে তাকালো, একেবারে অর্ন্তভেদী দৃষ্টিতে। কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত রাখলো নিজেকে।

"তোমাদের মতো তরুণদের কথা আমি জানি না," বললো সে। "তবে আমার কিন্তু বিছানায় যাবার সময় হয়ে গেছে। ডিনারের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, সিসিলিয়া। গুডনাইট, এরিকা। আগামীকাল চলে যাবার আগে কি আমার সাথে দেখা করে যাবে?"

ভ্যাঙ্গার চলে যেতেই ঘরে নীরবতা নেমে এলো। সিসিলিয়াই প্রথম ভাঙলো সেই নীরবতা।

"মিকাইল, ব্যাপারটা কি?"

"এর মানে হলো হেনরিক লোকজনের প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সিসমোগ্রাফের মতোই স্পর্শকাতর এক ব্যক্তি। গতরাতে তুমি যখন আমার বাড়িতে এলে আমি তখন একটি ছবির অ্যালবাম ঘাটছিলাম।"

"হ্যা?"

"কিছু একটা দেখেছিলাম। কিন্তু কি সেটা জানি না। মনে হচ্ছিলো এমন একটা কিছু পেয়ে গেছি যেটা হতে পারে উল্লেখযোগ্য কোনো সূত্র। কিন্তু ধরতে পারি নি।"

"তুমি কি নিয়ে ভাবছিলে?"

"তোমাকে সেটা বলতে পারছি না। আমি গুলিয়ে ফেলেছি। ঠিক ঐ সময়টাতেই তুমি এলে।"

সিসিলিয়ার মুখ রক্তিম হয়ে গেলো। বার্গারের দিকে না তাকিয়ে কফি বানাতে চলে গেলো সে।

বেশ উষ্ণ আর রোদ্রৌজ্জ্বল দিন। সবুজ ঘাস গজাচ্ছে। ব্লমকোভিস্ট বুঝতে পারলো বসন্তের একটি পুরনো গান গুন গুন করে গাইছে সে : 'ফুল ফোঁটার দিন আসছে।' আজ মঙ্গলবার, বার্গারি অনেক সকালেই চলে গেছে।

মার্চের মাঝামাঝি যখন জেলে গেলো তখনও চারদিকে বরফ আর বরফ। কিন্তু এখন চারপাশে সবুজ আর সবুজ। এই প্রথম হেডেবি আইল্যান্ডটা ভালো করে দেখার সুযোগ পেলো সে। ৮টার দিকে আনার ওখানে গিয়ে তার কাছ থেকে একটা থার্মোস ধার করে নিয়ে এলো। সদ্য ঘুম থেকে ওঠা ভ্যাঙ্গারের সাথে সংক্ষিপ্ত কথা বলেছে। তার কাছ থেকে আইল্যান্ডের একটা ম্যাপ চেয়ে নিয়েছে ব্লমকোভিস্ট। গটফ্রিডের কেবিনটা একটু ভালো করে দেখতে চাইছে সে। ভ্যাঙ্গার তাকে জানালো ঐ কেবিনটা এখন মার্টিনের, তবে বিগত কয়েক বছর ধরে সেটা খালি পড়ে আছে। মাঝে মধ্যে আত্মীয়স্বজনরা ওটা ব্যবহার করতো দিন কয়েকের জন্য।

মার্টিন কাজে চলে যাবার আগেই তাকে পেয়ে গেলো ব্লমকোভিস্ট। ঐ ক্যাবিনের চাবিটা সে পেতে পারে কিনা বলতেই মার্টিন তার দিকে তাকিয়ে আমুদে হাসি দিলো।

"মনে হচ্ছে পরিবারের ইতিহাসটা এখন হ্যারিয়েট অধ্যায়ে এসে পৌঁছেছে।"

"আমি একটু দেখতে চাচ্ছিলাম..."

মিনিটখানেকের মধ্যে মার্টিন ফিরে এলো চাবি নিয়ে।

"তাহলে আমি ওখানে যেতে পারি?"

"আপনার যখন খুশি ওখানে যেতে পারেন। শুধু মনে রাখবেন ওটা এই দ্বীপের একেবারে শেষপ্রান্তে অবস্থিত। আপনি এখন যে কটেজে আছেন তারচেয়ে ওটা অনেক ভালো।"

ব্লমকোভিস্ট কফি আর স্যান্ডউইচ বানালো নিজের হাতে। ব্যাগে এসব খাবার দাবার আর পানির বোতল নিয়ে রওনা হলো সে। এই গ্রাম থেকে গটফ্রিডের কেবিনটা দেড় মাইল দূরে। হেলেদুলে হেটে গেলেও মাত্র আধ ঘণ্টা লাগলো সেখানে পৌঁছাতে।

মার্টিন ভ্যাঙ্গারের কথাই ঠিক। কেবিনটার আশপাশ খুবই চমৎকার। হেডে নদীর অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায় সেখান থেকে। বামে হেডেস্টাড মেরিনা আর ডানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল হার্বার অবস্থিত।

গটফ্রিড ক্যাবিনে যে কেউ থাকে না তাতে খুব অবাক হলো ব্লমকোভিস্ট। কেবিনটা একেবারে গ্রামীণ অবকাঠামোয় নির্মিত। কাঠের তৈরি আর ছাদটা টাইলের। সামনের দরজার কাছে ছোট্ট একটা বারান্দা আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটার দেখাশোনা করা হয় না। দরজা আর জানালার রঙ একেবারে ফিকে হয়ে এসেছে। ক্যাবিনের সামনের লনটা বড় বড় ঘাসে ঢেকে আছে। এটা পরিস্কার করতে সারা দিন লেগে যাবে।

দরজার তালা খুলে ভেতর থেকে সবগুলো জানালার শাটারগুলোর স্ক্রু খুলে ফেললো ব্লমকোভিস্ট। পুরো কেবিনটার আয়তন ১৩০০ বর্গ ফুটের বেশি হবে না। ভেতরটা বেশ ভালো অবস্থায় আছে। একটা ঘরের বিশাল জানালা দরজার দু'দিকে থাকা জলরাশির দিকে মুখ করা। একটা সিঁড়ি দিয়ে ক্যাবিনের পেছনে থাকা মাচাঙের মতো একটি জায়গায় ঘুমানোর ব্যবস্থা আছে। সিঁড়ির নীচে একটা গ্যাসস্টোভ, কাউন্টার আর সিঙ্ক। দেয়ালঘেষা একটি বেঞ্চ আর ডেস্ক, তার উপরে আছে একটা বইয়ের শেলফ। তার ঠিক পাশেই লম্বা একটি ওয়ারড্রব দেখতে পেলো। দরজার ডান দিকে একটি টেবিল আর পাঁচটি কাঠের চেয়ার। পাশের দেয়ালের মাঝখানে ফায়ারপ্লেস।

ক্যাবিনে কোনো বিদ্যুৎ নেই; শুধু কয়েকটি কেরোসিনের ল্যাম্প দেখা যাচ্ছে। একটি জানালার পাশে পুরনো দিনের ট্রানজিস্টার রেডিও পড়ে আছে। ওটা চালু করলো ব্লমকোভিস্ট কিন্তু চললো না। নষ্ট হয়ে আছে বহু দিন আগে থেকেই।

সংকীর্ণ সিঁড়িটা বেয়ে মাচাঙের উপরে গেলো সে। একটা ডাবল বেড, চাদরবিহীন ম্যাট্রেস আর ড্রয়ার রয়েছে সেখানে।

কিছুক্ষণ পুরো কেবিনটা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখলো ব্লমকোভিস্ট। বুরোটা একেবারে ফাঁকা। একটা হাত মোছার তোয়ালে আর লিনেনের কটূ গন্ধ পেলো সে। ওয়ারড্রবে কিছু কাজের পোশাক আর রাবারের বুট জুতা, ছেড়াফাড়া টেনিস সু আর একটা কেরেসিন স্টোভ আছে। ডেস্কের ড্রয়ারে লেখার কাগজ, পেন্সিল, খালি স্কেচপ্যাড, এক পাতা তাস আর কিছু বুকমার্ক খুঁজে পেলো। রান্নাঘরের কাপবোর্ডে প্লেট, মগ, গ্লাস, মোমবাতি আর প্যাকেটে করে রাখার লবন, টি-ব্যাগ এরকম কিছু জিনিস আছে। ড্রয়ারে আছে খাওয়াদাওয়া করার প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র।

ডেস্কের উপর বইয়ের শেলফে একমাত্র বুদ্ধিদীপ্ত আগ্রহের জিনিস খুঁজে পেলো সে। একটা চেয়ার এনে শেলফের সামনে বসে দেখতে লাগলো

ব্লমকোভিস্ট। নীচের তাকে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের *সে, রেকর্ডম্যাগাজিনেট, টিডসফোরড্রিভ* আর *লেকটির* পত্রিকার কিছু কপি আছে। ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত *বিলজার্নালেন, ম্যাট লিভস নভেল* আর কিছু কমিক বইও দেখতে পেলো : *দ্য ৯১, ফ্যান্টোমেন* আর *রোমান্স*। ১৯৬৪ সালের *লেকটির* একটা কপি খুললে ভেতরের পিনআপ ছবিটা দেখে মুচকি হেসে ফেললো সে।

বইয়ের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ওয়ালস্ট্রমের ম্যানহাটান সিরিজের রহস্য উপন্যাস : মিকি স্পিলেইনের *কিস মি, ডেডলি* নামের একটি বইও আছে তাতে। আধ ডজনের মতো কিটি বুক খুঁজে পেলো ব্লমকোভিস্ট, তাদের মধ্যে ইনিড ব্লাইটনের পাঁচটি আর সিজার আরলুডের *টুইন মিস্টেরি* নামের একটি বই। আবারো হেসে ফেললো সে, কারণ একটা বই তার অনেক চেনা। অ্যাস্ট্রিড লিন্ডগ্রেনের *চিলড্রেন অব নয়েজি ভিলেজ, কাল ব্লমকোভিস্ট অ্যান্ড রাসমুস* এবং *পিপ্পি লংস্টকিং*। উপরের তাকে শর্ট ওয়েভ রেডিওর উপর একটি, জ্যোর্তিবিদ্যার উপর দুটি, পাখি লালনপালন আর সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর *ইভিল অ্যাম্পায়ার* নামের একপি বই আছে। ফিনিশ যুদ্ধের উপর একটি বইয়ের পাশেই রাখা আছে এক কপি বাইবেল।

বাইবেলটা খুলে ভেতরের পাতায় একটি লেখা দেখতে পেলো : *হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার, মে ১২, ১৯৬৩।* এটা তার নিজের বাইবেল। আস্তে করে বইটা আবার তাকে রেখে দিলো সে।

ক্যাবিনের পেছনে কাঠ আর যন্ত্রপাতি আছে। করাত, হাতুড়ি এবং কাঠমিস্ত্রিদের যন্ত্রের একটি বাক্স। পোর্চে একটা চেয়ার নিয়ে এসে ব্যাগ থেকে ফ্লাস্ক বের করে কফি পান করলো ব্লমকোভিস্ট। দূরের হেডেস্টাড উপসাগরের দিকে দৃষ্টি তার। উদাস হয়ে একটা সিগারেট ধরালো।

যতোটা ধারণা করেছিলো গটফ্রিডের কেবিনটা তারচেয়েও বেশি ভালো। এখানে হ্যারিয়েট আর তার বাবা এসে অনেক দিন ছিলো। নিজের বিয়েটা ব্যর্থ হলে লোকটা এখানে এই কেবিনটা বানিয়ে দীর্ঘদিন নির্জন জীবনযাপন করেছে পঞ্চাশের দশকে। বসে বসে সারাদিন শুধু মদ্যপান করতো লোকটা। এক সময় এখানেই, ক্যাবিনের পেছনে থাকা বিস্তৃর্ণ জলরাশিতে ডুবে মারা যায় সে। সম্ভবত গ্রীষ্মে এই ক্যাবিনে বেশ ভালো সময় কাটে, তবে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়লে এই জায়গাটা বসবাসের জন্য অসহনীয় হয়ে ওঠে। হেনরিক ভ্যাঙ্গার তাকে বলেছে গটফ্রিড উন্মাদ হয়ে যাবার আগে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশনে কাজ করেছে। তার মানে লোকটা এই ক্যাবিনেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতো। নিয়মিত শেভ আর গোসল করা এবং ভদ্র কাপড়চোপড় পরা, সবই করতো সে। বেশ গোছানোও ছিলো লোকটা।

আর এখানে হ্যারিয়েট এতোটাই ঘন ঘন আসতো যে নিখোঁজ হয়ে যাবার

পর তাকে সবার আগে এখানেই খোঁজা হয়েছিলো। ভ্যাঙ্গার তাকে আরো বলেছে, হ্যারিয়েট তার শেষ দিকে এখানে প্রায়ই চলে আসতো। বিশেষ করে সপ্তাহান্ত আর ছুটির দিনগুলো শান্তিপূর্ণভাবে কাটানোর জন্য। নিজের শেষ গ্রীষ্মকালটায় এক নাগারে তিন মাস এখানেই ছিলো সে, অবশ্য প্রতিদিনই কিছু সময়ের জন্য গ্রামে ফিরে যেতো। সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গারের বোন আনিটা ভ্যাঙ্গার তার সাথে এখানে ছয় সপ্তাহ কাটিয়েছে।

এখানে সে কি করতো? ম্যাগাজিন আর রহস্য উপন্যাসগুলো অবশ্যই তার নিজের ছিলো। সম্ভবত স্কেচপ্যাডটাও। আর বাইবেলে তো তার নিজের নামই লেখা আছে।

হ্যারিয়েট তার হারিয়ে যাওয়া বাবার কাছাকাছি থাকতে চেয়েছিলো–এক সুকঠিন শোকের ভেতর দিয়ে কি সে যাচ্ছিলো? নাকি ধর্মান্ধ হয়ে ওঠার সাথে এর সম্পর্ক আছে? কেবিনটা একেবারে জাঁকজমকহীন–এখানে এসে একটা কনভেন্টে থাকার ভান করতো কি?

দক্ষিণ-পূর্বের সৈকত ধরে হাটতে লাগলো ব্লমকোভিস্ট। তবে পথটা একেবারেই এবড়োখেবড়ো আর খানাখন্দে ভরা। হাটার অনুপযোগী। আবারো ক্যাবিনে ফিরে এসে হেডেবির পথে পা বাড়ালো সে। ম্যাপ অনুযায়ী বনের ভেতর দিয়ে একটা পথ চলে গেছে যাকে এখানকার লোকজন 'দূর্গ' বলে ডাকে। ওখানে যেতে তার মাত্র বিশ মিনিট লাগলো। দূর্গ বলতে যেটাকে বোঝানো হয়েছে সেটা আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার সৈকত ঘেষা বাঙ্কারের ভগ্নস্তুপ। সবটাই বড় বড় ঘাস আর আগাছায় ঢাকা।

একটি বোটহাউজের দিকে এগিয়ে গেলো। সেই বোটহাউজের পাশেই দেখতে পেলো একটা ভাঙাচোড়া প্যাটারসন নৌকা পড়ে আছে। দূর্গটা ধরে এগোতে লাগলো সে। এক সময় চলে এলো ওস্টারগার্ডেনে।

ওস্টারগার্ডেনের এই অংশটা জলাশয় আর ডোবানালায় ভরা। অবশেষে একটি বড় জলাশয়ের কাছে চলে এলো, তার ঠিক পরেই দেখতে পেলো একটি শস্যাধার। এই জায়গা থেকে সে অনুমাণ করে বুঝতে পারলো ওস্টারগার্ডেনের রোডটা সম্ভবত একশ' গজ দূরে।

সেই রোডের পরেই আছে সোডারবার্গেট পর্বত। ব্লমকোভিস্ট একটা ঢালু পথ বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো। সোডারবার্গেটের চূড়াটা একেবারে খাড়া, আর তার সামনেই আছে বিশাল জলরাশি। পর্বতের আঁকাবাঁকা পথ ধরে হেডেবির পথে এগোতে লাগলো সে। গ্রীষ্মকালীন কটেজগুলোর সামনে এসে একটু থেমে পুরনো ফিশিং হারবার আর তার নিজস্ব চার্চের সৌন্দর্য উপভোগ করলো কিছুক্ষণ। একটা চ্যাটানো পাথরে উপর বসে ফ্লাস্কের শেষ কফিটুকু পান করলো ব্লমকোভিস্ট।

সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গার দূরত্ব বজায় রেখে চললো। ব্লমকোভিস্টও তাকে বিরক্ত করলো না। ফলে এক সপ্তাহ অপেক্ষা করলো সে। তারপর একদিন চলে এলো তার বাড়িতে। তাকে ভেতরে ঢুকতে দিলো সিসিলিয়া।

"তুমি নিশ্চয় ভাবছো আমি আস্ত একটা বোকা, ছাপান্ন বছরের একজন শ্রদ্ধেয় হেডমিস্ট্রেস একেবারে টিনএজারদের মতো আচরণ করছে।"

"সিসিলিয়া, তুমি বেশ পরিপক্ক একজন মহিলা। তুমি কি করবে না করবে সেই সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার তোমার আছে।"

"আমি সেটা জানি আর সেজন্যেই ঠিক করেছি তোমার সাথে আর দেখা করবো না। আমি আর সহ্য করতে..."

"আমার কাছে ব্যাখ্যা করার কোনো দরকার নেই। আশা করি আমরা এখনও বন্ধুই আছি।"

"আমিও চাই আমরা যেনো বন্ধু হিসেবেই থাকি। তবে তোমার সাথে আমি সম্পর্ক রাখতে পারবো না। সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে আমি বরাবরই ভালো ছিলাম না। আমি চাইবো তুমি যেনো আমাকে একটু একা থাকতে দাও।"

অধ্যায় ১৬

রবিবার, জুন ১–মঙ্গলবার, জুন ১০

ছয়মাস নিষ্ফল প্রচেষ্টার পর হ্যারিয়েট কেসটি উন্মোচিত হতে শুরু করলো। জুনের প্রথম সপ্তাহে সম্পূর্ণ নতুন তিনটি রহস্য উদঘাটন করলো ব্লমকোভিস্ট। দুটো সে নিজেই করেছে, আর একটি করেছে অন্যের সাহায্য নিয়ে।

মে মাসে বার্গারের চলে যাবার পর ছবির অ্যালবামটা নিয়ে আবারো স্টাডি করে দেখেছে সে। তিন ঘণ্টা ধরে বসে থেকে একের পর এক ছবি দেখার পর এর আগে যে জিনিসটা লক্ষ্য করে তার মধ্যে একটা অনুভূতি বয়ে গিয়েছিলো সেটিই যেনো আবার আবিষ্কার করার চেষ্টা করলো ব্লমকোভিস্ট। তবে পুণরায় ব্যর্থ হলে ছবির অ্যালবামটা সরিয়ে রেখে পরিবারের ইতিহাস লেখার কাজে আবার মনোযোগ দিলো।

জুনের এক দিনে হেডেস্টাডে ছিলো সে, একেবারে ভিন্ন একটি বিষয় নিয়ে ভাবছিলো। তার বাসটা যখন ইয়ার্নভাগস্গাটান এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলো তখনই হুট করে বিগত কয়েক দিন ধরে তার অবচেতন মনে যে বিষয়টা ঘুরপাক খাচ্ছিলো সেটা ধরা দিলো। ব্যাপারটা যেনো বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো উদ্ভাসিত হলো তার মনে। এতোটা হতবিহ্বল হয়ে পড়লো যে বাসটা যখন রেলস্টেশনে শেষ স্টপেজে থামলো তখনই সে নেমে পড়লো। ওখান থেকে আরেকটা বাস ধরে ঠিক মতো স্মরণ রাখতে পেরেছে কিনা সেটা খতিয়ে দেখার জন্য ফিরে এলো হেডেবিতে।

এটা অ্যালবামের প্রথম ছবিটা, হেডেস্টাডে ঐ দূর্ঘটনার সময় তোলা হ্যারিয়েটের শেষ ছবি। বাচ্চাদের প্যারেড দেখার সময় ছবিটা তোলা হয়েছিলো।

অ্যালবামে এই ছবিটাই একটু অদ্ভুত। একই দিনে তোলা হয়েছিলো বলে ছবিটা ওখানে ঠাঁই দেয়া হয়েছে। এটাই একমাত্র ছবি যেটা কিনা বৃজের দুর্ঘটনার সময় তোলা হয় নি। এই অ্যালবামটি সে নিজে এবং যারাই দেখবে তাদের চোখ চলে যাবে বৃজের ঐ ঘটনার উপর তোলা নাটকীয় আর উত্তেজনায় ভরপুর ছবিগুলোর দিকে। কিন্তু বৃজের দুর্ঘটনার কয়েক ঘণ্টা আগে তোলা বাচ্চাদের প্যারেডের ছবিটায় কোনো নাটকীয়তা নেই।

ভ্যাঙ্গার নিশ্চিত এই ছবিটা কয়েক হাজার বার দেখেছে। সে হয়তো ছবিটা দেখেছে আর বিষন্ন মনে ভেবেছে হ্যারিয়েটকে আর কখনই দেখতে পাবে না।

কিন্তু ব্লমকোভিস্টের বেলায় সে কথা খাটে না।

ছবিটা তোলা হয়েছে রাস্তার ওপারে থাকা সম্ভবত দোতলা কোনো বাড়ির জানালা থেকে। ওয়াইড-অ্যাঙ্গেল লেন্সে প্যারেডের সম্মুখ ভাগটি ধরা পড়েছে। ফ্ল্যাটবেডে মহিলারা চকচকে স্নান-পোশাক আর হারেম ট্রাউজার পরে আছে। রাস্তার দু'পাশে ভীড় করা লোকজনের দিকে মিষ্টি ছুড়ে মারছে তারা। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনের আনন্দে নাচছে। একেবারে সামনে তিনজন ক্লাউন লাফালাফি করছে।

দর্শক সারির একেবারে প্রথমে আছে হ্যারিয়েট। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে। তার পাশে আছে তিনটি মেয়ে, স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে তার ক্লাসমেট, তাদের পেছনে রয়েছে কমপক্ষে কয়েকশ' উৎসুক দর্শক।

অবচেতন মনে এটাই ব্লমকোভিস্ট খেয়াল করেছিলো। আর বাসটা যখন ঠিক সেই জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলো তখন আচমকাই তার মনে উদয় হয়ে ধরা দিয়েছে আবার।

দর্শকদের যেমন আচরণ করার কথা জনসমাগমটি তেমনি করছে। টেনিস ম্যাচে দর্শকের চোখ সব সময় টেনিস বলের দিকেই থাকে, অথবা ফুটবলে যেমন থাকে ফুটবলের দিকে। ছবির বাম দিকে যাদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে তারা সবাই তাকিয়ে আছে ক্লাউনদের দিকে। খুব কাছে যারা আছে তারা চেয়ে আছে স্বল্পবসনা মেয়েদের দিকে। তাদের সবার চোখমুখই শান্ত আর স্বাভাবিক। বাচ্চারা হাত তুলে দেখাচ্ছে। কেউ কেউ হাসছে। সবাইকে খুব হাসিখুশি দেখাচ্ছে।

কেবল একজন বাদে।

হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার চেয়ে আছে অন্য দিকে। তার সঙ্গে থাকা বান্ধবীরা তাকিয়ে আছে ক্লাউনদের দিকে। হ্যারিয়েটের মুখটা তার ডান দিকে প্রায় ৩০° থেকে ৩৫° ঘোরানো। মনে হচ্ছে তার চোখ দুটো রাস্তার ওপারে কোনো কিছুর দিকে নিবদ্ধ।

ম্যাগনিফাইংগ্লাস নিয়ে মিকাইল ছবিটার ডিটেইল দেখার চেষ্টা করলো। ছবিটা বেশ দূর থেকে তোলা হয়েছে ব'লে সে নিশ্চিত হতে পারলো না তবে হ্যারিয়েটের চেহারার মধ্যে আনন্দের কোনো ছাপ নেই। তার মুখে বরং হালকা চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। চোখ দুটো বেশ বিস্ফারিত। হাত দুটো অসাড়ভাবে ঝুলে আছে দু'পাশে। তাকে বেশ ভয়ার্ত দেখাচ্ছে। ভয়ার্ত কিংবা ক্ষিপ্ত।

মিকাইল ছবিটা অ্যালবাম থেকে বের করে একটা প্লাস্টিক বাইন্ডারে ভরে পরের বাসেই হেডেস্টাডে ফিরে যাবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। ইয়ার্নভাগসগাটানে নেমে ঠিক যে জানালা থেকে ছবিটা সম্ভবত তোলা হয়েছিলো সেটার নীচে এসে দাঁড়ালো সে। হেডেস্টাডের টাউন সেন্টারের শেষ মাথায় ভবনটি অবস্থিত। দোতলার কাঠের একটি ভবন, একটি ভিডিও স্টোর আর

সান্ডস্ট্রমের টেইলারিং শপ রয়েছে সেখানে। সামনের দরজার একটি সাইনবোর্ড বলছে ১৯৩২ সালে এটি নির্মাণ করা হয়েছে। ভেতরে ঢুকে দেখতে পেলো শপটা দুটো লেভেলে অবস্থিত। ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে দোতলার লেভেলে যাওয়া যায়।

ঘোরানো সিঁড়ির একেবারে উপরে রাস্তার দিকে মুখ করা দুটো জানালা আছে।

"আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?" ব্লমকোভিস্ট যখন বাইন্ডার থেকে ছবিটা বের করছে তখন বয়স্ক এক সেলসম্যান তাকে বললো। শপে হাতে গোনা কয়েকজন রয়েছে।

"মানে, আমি দেখতে চাচ্ছিলাম এই ছবিটা কোত্থেকে তোলা হয়েছিলো। ঐ জানালাটা যদি কয়েক সেকেন্ডের জন্য খুলি তাহলে কি কোনো সমস্যা আছে?"

লোকটা খুলতে দিলো তাকে। হ্যারিয়েট ঠিক যেখানটায় দাঁড়িয়ে ছিলো সেই জায়গাটা দেখতে পেলো ব্লমকোভিস্ট। তার পেছনে যে কাঠের একটি ভবন ছিলো এখন সেটা নেই, সে জায়গায় পাকা দালান উঠে গেছে। অন্য কাঠের ভবনটি ১৯৬৬ সালে একটি স্টেশনারি স্টোর ছিলো, এখন সেটা স্বাস্থ্যকর খাবার আর একটি ট্যানিং সেলুন হয়ে গেছে। জানালা বন্ধ করে লোকটাকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে এলো ব্লমকোভিস্ট।

রাস্তা পার হয়ে হ্যারিয়েট যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো ঠিক সেখানে এসে দাঁড়ালো। হ্যারিয়েট যেভাবে, যে অ্যাঙ্গেলে তাকিয়ে ছিলো সেভাবে সেও তাকালো। তার কাছে মনে হলো হ্যারিয়েট সান্ডস্ট্রমের টেইলারিং শপের দিকে চেয়েছিলো। এটা ভবনের কোনাকোনি দিক, চার রাস্তার মোড়টি এর পেছনেই আড়াল হয়ে গেছে। *এখান থেকে তুমি কি দেখছিলে, হ্যারিয়েট?*

ছবিটা কাঁধের ব্যাগে ভরে স্টেশনের পাশে পার্কের দিকে চলে গেলো ব্লমকোভিস্ট। ওখানকার রাস্তার পাশে একটা ক্যাফেতে বসে কফির অর্ডার দিলো সে। আচমকাই নিজের ভেতরে একটা কাঁপুনি টের পেলো।

ইংলিশে এটাকে বলে 'নিউ এভিডেন্স,' তবে সুইডেনে এই কথাটাকেই বলা হয় 'নিউ প্রুফ ম্যাটেরিয়াল।' একেবারে নতুন কিছু দেখতে পেয়েছে সে। প্রায় সাইত্রিশ বছর ধরে চলে আসা তদন্তে এই বিষয়টা কারো চোখেই পড়ে নি।

সমস্যাটা হলো এই নতুন তথ্যের কি মূল্য আছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছে না। তবে তার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু।

সেপ্টেম্বরের যে দিনটায় হ্যারিয়েট নিখোঁজ হয় সেটা অনেক দিক থেকেই নাটকীয়তায় ভরপুর ছিলো। হেডেস্টাডে একটা উৎসব ছিলো সেদিন, হাজার হাজার জনসমাগম হয়েছিলো সেই উৎসবে। যুবা-বৃদ্ধ সবাই অংশ নিয়েছিলো তাতে। হেডেবি আইল্যান্ডে পরিবারটির বার্ষিক মিলন মেলা ছিলো ঠিক সেই দিনই। তবে বৃজের দুর্ঘটনাটি সব কিছু ছাপিয়ে গিয়েছিলো।

ইন্সপেকক্টর মোরেল, হেনরিক ভ্যাঙ্গার এবং বাকি সবাই হেডেবি আইল্যান্ডের ঐ বৃজের ঘটানটি নিয়ে ব্যস্ত ছিলো। মোরেল এমনকি লিখিতভাবে বলেছে যে, হ্যারিয়েটের নিখোঁজ হওয়া আর বৃজের দুর্ঘটনাটির মধ্যে যে সম্পর্ক আছে সেই সন্দেহ থেকে সে নিজেও মুক্ত হতে পারে নি। এখন ব্লমকোভিস্টের কাছে মনে হচ্ছে এই ধারণাটি ভুল।

ঘটনাগুলো হেডেবি আইল্যান্ডে শুরু হয় নি, তারও কয়েক ঘণ্টা আগে হেডেস্টাডে শুরু হয়েছে সেটা। হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার এমন ভীতিকর কিছু দেখেছিলো যে সোজা বাড়ি ফিরে গিয়ে তার চাচা হেনরিককে সেটা বলতে চেয়েছিলো কিন্তু হেনরিক ছিলো ভীষণ ব্যস্ত। এ কথা শোনার মতো সময় ছিলো না তার। এরপরই বৃজের ঘটনাটি ঘটে। আর তারপরই ঘটে হত্যাকাণ্ডটি।

ব্লমকোভিস্ট থামলো। এই প্রথম তার কাছেও মনে হচ্ছে হ্যারিয়েটকে খুন করা হয়েছে। ভ্যাঙ্গারের বিশ্বাসটা মেনে নিলো সে। হ্যারিয়েট মারা গেছে, আর সে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার খুনিকে।

আবারো পুলিশের রিপোর্ট নিয়ে বসলো। হাজার হাজার পৃষ্ঠার মধ্যে হেডেস্টাডের ঘটনাটি একেবারেই অনুল্লেখযোগ্যভাবে এসেছে। হ্যারিয়েট তার তিনজন ক্লাসমেটের সাথে ছিলো, তাদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। সকাল ৯টার দিকে তারা সবাই স্টেশনের কাছে পার্কে মিলিত হয়। তাদের মধ্যে এক মেয়ে আর তার ছেলেবন্ধু জিন্স কেনার জন্য চলে যায়। তারা সবাই ইএপিএ ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ক্যাফেতে বসে কফি পান করে। তারপর উৎসবের মাঠে গিয়ে কার্নিভাল বুথ আর ফিশিংপন্ডে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ায়। সেখানে তাদের সাথে আরো কয়েকজন স্কুলবন্ধু যোগ দিয়েছিলো। দুপুরের দিকে তারা আবার শহরে ফিরে আসে প্যারেড দেখার জন্য। দুপুর ২টা বাজার ঠিক আগে দিয়ে হ্যারিয়েট আচমকাই বন্ধুদের বলে যে তাকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। ইয়ার্নভাগসগাটানের বাস স্টেশনে তাকে সবাই বিদায় জানায়।

তার কোনো বন্ধুর চোখেই অস্বাভাবিক কিছু ধরা পড়ে নি। তাদের মধ্যে একজন ছিলো ইঙ্গার স্টেনবার্গ, যেকিনা বলেছিলো বছরখানেক ধরে হ্যারিয়েটের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। সে বলেছে ঐ দিনটায় হ্যারিয়েট খুবই চুপচাপ ছিলো। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক ঠেকেছিলো সবার কাছে কারণ হ্যরিয়েট সব সময় তার বন্ধুবান্ধবদের সাথে বেশ উৎফুল্ল থাকতো।

ঐ দিন হ্যারিয়েটের সাথে যাদের দেখা হয়েছিলো তাদের সবার সাথেই ইন্সপেক্টর মোরেল কথা বলেছে। এমনকি তাকে শুধুমাত্র হ্যালো বলেছে এরকম লোককেও বাদ দেয়া হয় নি। তল্লাশী চালানোর সময় স্থানীয় সংবাদপত্রে হ্যারিয়েটের একটি ছবি ছাপা হয়েছিলো। হেডেস্টাডের অনেক বাসিন্দা পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে জানিয়েছিলো প্যারেডের দিন মেয়েটাকে তারা দেখেছে, তবে তাদের কারো কাছ থেকে এর বেশি কিছু জানা যায় নি।

পরের দিন ভ্যাঙ্গারকে নাস্তার টেবিলে পেলো ব্লমকোভিস্ট।

"আপনি বলেছিলেন ভ্যাঙ্গার পরিবার এখনও *হেডেস্টাড কুরিয়ার*-এর ব্যাপারে আগ্রহী।"

"ঠিক।"

"আমি তাদের ফটোগ্রাফিক আর্কাইভে একটু ঢুকতে চাই। ১৯৬৬ সাল থেকে।"

দুধের গ্লাসটা নামিয়ে রেখে মুখ মুছে নিলো ভ্যাঙ্গার।

"মিকাইল, তুমি কি খুঁজে পেয়েছো?"

বৃদ্ধের চোকের দিকে সরাসরি তাকালো সে।

"সলিড কিছু না। তবে আমার মনে হয় ঘটনা পরিক্রমার ব্যাপারে আমরা ভুল করেছি।"

ভ্যাঙ্গারকে ছবিটা দেখিয়ে ব্যাখ্যা করলো সে কি ভাবছে। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো ভ্যাঙ্গার, কিছুই বললো না।

"আমার ধারণা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে শুধুমাত্র হেডেবি আইল্যান্ডে কি ঘটেছিলো সেটা নয়, আমাদেরকে মনোযোগ দিতে হবে হেডেস্টাডে ঐ দিন কি ঘটেছিলো," বললো ব্লমকোভিস্ট। "এতো দিন পর কিভাবে এটা খুঁজে বের করবো বুঝতে পারছি না। তবে শিশুদের প্যারাডের দিনটায় অনেক ছবি তোলা হয়েছে যা কিনা কোনো দিনই প্রকাশিত হয় নি। আমি ওগুলো দেখতে চাচ্ছি।"

রান্নাঘরের টেলিফোনটা ব্যবহার করলো ভ্যাঙ্গার। মার্টিনকে ফোন করে জানালো সে কি চায়, তার কাছে আরো জানতে চাইলো ঐ দিন পিকচার এডিটর কে ছিলো। দশ মিনিটের মাথায় সঠিক লোকটিকে চিহ্নিত করা হলো সেইসাথে ব্লমকোভিস্ট পেয়ে গেলো ফটো আর্কাইভে প্রবেশের অধিকার।

হেডেস্টাড কুরিয়ার-এর পিকচার এডিটর হলো মেডেলিন ব্লমবার্গ, তবে তাকে সবাই মায়া বলে ডাকে। ব্লমকোভিস্ট তার সাংবাদিক জীবনে এই প্রথম কোনো নারী পিকচার এডিটরের দেখা পেলো। এখনও ফটোগ্রাফি দুনিয়াটা পুরুষদের আধিপত্যে রয়ে গেছে।

শনিবার হবার কারণে নিউজরুমটা একেবারে খালি, মায়া ব্লমবার্গ পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অফিস থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলো, ব্লমকোভিস্টের সাথে তার দেখা হলো অফিসের প্রবেশদ্বারের সামনে। জীবনের বেশিরভাগ সময় মহিলা *হেডেস্টাড কুরিয়ার*-এ কাজ করেই কাটিয়ে দিয়েছে। ১৯৬৪ সালে একজন প্রুফরিডার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে সে। এরপর পেশা বদল করে ফটো-ফিনিশার হিসেবে অনেকটা বছর ডার্করুমেই কাটিয়ে দেয়। ফটোগ্রাফারদের

সংকট দেখা দিলে মাঝে মধ্যে তাকেই সেই কাজে পাঠিয়ে দেয়া হতো। এরপর একজন এডিটর হিসেবে পদোন্নতি পায় সে। তবে দশ বছর আগে বয়স্ক ফটো এডিটর অবসর নিলে তার স্থলাভিষিক্ত হয় মায়া।

তার কাছে ব্লমকোভিস্ট জানতে চাইলো পিকচার আর্কাইভটা কিভাবে অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে।

"সত্যি বলতে কি আর্কাইভটা একেবারে এলোমেলো আর বিশৃঙ্খল অবস্থায় আছে। কম্পিউটার আর ডিজিটাল ফটোগ্রাফি চলে আসার পর থেকে বর্তমান আর্কাইভটি সিডি'তে রূপান্তরিত করা হয়েছে। একজন ইন্টার্ন আছে যার কাজ হলো পুরনো দিনের ছবিগুলো স্ক্যান করে কম্পিউটারে রেখে দেয়া, তবে বেশ অল্প পরিমাণেই পুরনো সংগ্রহ ওভাবে রাখা সম্ভব হয়েছে এখন পর্যন্ত। পুরনো ছবিগুলো নেগেটিভ ফোল্ডারে তারিখ অনুসারে সাজানো আছে। ওগুলো হয় নিউজরুমে আছে নয়তো রাখা আছে অ্যাটিকরুমে।"

"১৯৬৬ সালের শিশুদের প্যারাডের দিন যে ছবিগুলো তোলা হয়েছিলো সেগুলো আর ঐ সপ্তাহে তোলা সবগুলো ছবি একটু দেখতে চাচ্ছিলাম।"

ফ্রোকেন ব্লমবার্গ তার দিকে ভুরু কুচকে তাকালো।

"মানে যে সপ্তাহে হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার নিখোঁজ হয়েছিলো?"

"আপনি সেই কাহিনীটা জানেন?"

"আপনি কুরিয়ার-এ সারা জীবন কাজ করবেন আর এই কাহিনীটা জানবেন না তা হয় নাকি। মার্টিন ভ্যাঙ্গার যখন আজ সকালে ফোন করে জানালো আপনি আর্কাইভ দেখতে চাচ্ছেন তখনই আমি কিছুটা আন্দাজ করতে পারছিলাম। আপনি কি নতুন কিছু খুঁজে পেয়েছেন?"

সংবাদের গন্ধ টের পাওয়ার মতো নাক আছে ব্লমবার্গের। একটু মুচকি হেসে ব্লমকোভিস্ট মাথা ঝাঁকালো। মহিলাকে বানোয়াট একটি গল্প বললো সে।

"আমার মনে হয় না এই রহস্যের সমাধান কেউ করতে পারবে। ব্যাপারটা গোপনীয় তবে আপনাকে বলছি। আমি আসলে হেনরিক ভ্যাঙ্গারের আত্মজীবনী লেখার কাজ করছি। ঘোস্টরাইটার বলতে পারেন। মেয়েটার নিখোঁজ হবার কাহিনী বাদ দিয়ে তো তার জীবনী লেখা হতে পারে না। এ নিয়ে একটা অধ্যায় থাকবে বইতে। আমি এমন কিছু ছবি খুঁজছি যা এর আগে কেউ ব্যবহার করে নি—মানে হ্যারিয়েট আর তার বন্ধুদের ছবির কথা বলছি আর কি।"

ব্লমবার্গ সন্দেহের চোখে তাকালো তবে ব্যাখ্যাটা সঙ্গত বলেই মনে হলো তার কাছে। এ নিয়ে তাকে আর কোনো প্রশ্ন করলো না সে।

সংবাদপত্রের একজন ফটোগ্রাফার দিনে দু থেকে দশ রোল ফিল্ম ছবি তুলতে পারে। বড়সড় ঘটনা ঘটলে এ সংখ্যা দ্বিগুনও হয়ে যায়। প্রতিটি রোলে থাকে ছত্রিশটি নেগেটিভ। সুতরাং কোনো স্থানীয় সংবাদপত্র দিনে তিনশ'র বেশি

ছবি পেয়ে থাকে, তার মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকই পত্রিকায় ছাপা হয়। নেগেটিভ বাইন্ডারের প্রতিটি পৃষ্ঠায় একটি রোলের ছত্রিশটি ছবি সংরক্ষণ করা হয় সাধারণত। একটি বাইন্ডারে মোট ১১০টি রোল সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা থাকে। গড়ে প্রতি বছর পঁচিশটি বাইন্ডার ছবিতে ভরে থাকে। কয়েক বছরেই দেখা যায় বাইন্ডারের সংখ্যা অনেক হয়ে গেছে, আর সেগুলোতে থাকা ছবির কমার্শিয়াল মূল্যও খুব একটা থাকে না। কিন্তু প্রত্যেক ফটোগ্রাফার এবং সংবাদপত্র মনে করে যেকোনো ছবিরই ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে তাই কোনো ছবিই তারা ফেলে দেয় না।

১৯২২ সালে হেডেস্টাড় কুরিয়ার পত্রিকাটির সূচনা হয়, আর এর পিকচার ডিপার্টমেন্টটি চালু করা হয় ১৯৩৭ সাল থেকে। পত্রিকাটির স্টোররুমে মোট ১২০০ বাইন্ডার রয়েছে। সবগুলোই সাজানো আছে তারিখ অনুসারে। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের নেগেটিভগুলো চারটি সস্তা কাপবোর্ড বাইন্ডারে সংরক্ষিত করা হয়েছে।

"ওগুলো কিভাবে দেখতে পারবো?" জানতে চাইলো ব্লমকোভিস্ট। "বাতিসহ একটি টেবিল লাগবে আমার, আর প্রয়োজনীয় ছবিগুলো কপি করারও দরকার আছে।"

"আমাদের এখানে তো আর ডার্করুম নেই। সবই স্ক্যান করা হয়। আপনি কি নেগেটিভ স্ক্যান করতে জানেন?"

"হ্যা। আমি ছবি নিয়ে কাজ করেছি। আমার নিজস্ব একট স্ক্যানার রয়েছে। ফটোশপে কাজ করি আমি।"

"তাহলে আপনি যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন আমরাও সেসব নিয়েই কাজ করি।"

ব্লমবার্গ ছোট্ট একটা অফিসে নিয়ে গিয়ে বসার জন্য চেয়ার আর লাইটসহ টেবিল দিলো তাকে। সেইসাথে একটা কম্পিউটার আর স্ক্যানারও চালু করে দিলো। ক্যান্টিনের কোথায় কফি মেশিন রয়েছে তাও দেখিয়ে দিলো মহিলা, আরো জানালো ব্লমকোভিস্ট নিজে নিজে কাজ করতে পারে এখানে বসে তবে চলে যাবার আগে তাকে যেনো জানিয়ে যায়, কারণ অ্যালার্ম সিস্টেমটা আবার চালু করে দিতে হবে। তার কাজের সফলতা কামনা করে মুচকি হেসে চলে গেলো ভদ্রমহিলা।

ঐ সময়টায় দু'জন ফটোগ্রাফার কাজ করতো *কুরিয়ার*-এ। ঐ দিন ডিউটিতে ছিলো কুর্ট নিলান্ড নামের একজন ফটোগ্রাফার। এই লোকটাকে ব্লমকোভিস্ট চেনে। ১৯৬৬ সালে নিলান্ডের বয়স ছিলো মাত্র বিশ। এরপর নিলান্ড স্টকহোমে চলে যায়, পরবর্তীতে বিখ্যাত একজন ফটোগ্রাফার হয়ে ওঠে সে। নব্বই দশকে বেশ কয়েক বার তার সাথে নিলান্ডের দেখা হয়েছে। *মিলেনিয়াম* তার কাছ থেকে

অনেক ছবি কিনে নিয়েছিলো ব্যবহার করার জন্য। লোকটার চেহারা এখনও তার মনে আছে। প্যারেডের ঐ দিনে নিলান্ড ডে-লাইট ফিল্ম ব্যবহার করেছিলো। খুব বেশি গতিসম্পন্ন নয়, সাধারণ মানের ফিল্ম। নিউজ ফটোগ্রাফাররা এধরণের ফিল্মই বেশি ব্যবহার করে থাকে।

ব্লমকোভিস্ট তরুণ নিলান্ডের তোলা ঐ দিনের ছবিগুলোর নেগেটিভ টেবিলে মেলে রাখলো। প্রতিটি নেগেটিভ ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে স্টাডি করে গেলো সে। নেগেটিভ পর্যবেক্ষণ এক ধরণের শিল্প, এরজন্য চাই অভিজ্ঞতা। ব্লমকোভিস্টের অবশ্য সেই অভিজ্ঞতার ঘাটতি রয়েছে। ভালোভাবে সবগুলো নেগেটিভ দেখতে হলে সবগুলো ছবিই স্ক্যান করে কম্পিউটারে নিয়ে দেখা দরকার কিন্তু তাতে অনেক সময় লাগবে। সুতরাং প্রথমে শুধু চোখ বুলিয়ে গেলো ইন্টারেস্টিং কিছু খুঁজে পায় কিনা দেখার জন্য।

দুর্ঘটনার সময় তোলা ছবিগুলে প্রথমে খতিয়ে দেখলো সে। ভ্যাঙ্গারের সংগ্রহটি পরিপূর্ণ নয়। সম্ভবত নিলান্ড নিজেই ছবিগুলো কপি করেছে। ত্রিশটির মতো ছবি হয় অস্পষ্ট নয়তো বাজে কোয়ালিটি হবার কারণে পত্রিকায় ছাপা হয় নি।

কুরিয়ার'র কম্পিউটার বন্ধ করে নিজের ল্যাপটপের স্ক্যানারটা চালু করলো ব্লমকোভিস্ট। বাকি ছবিগুলো স্ক্যান করতে দু'ঘণ্টা লাগলো।

একটা ছবি সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়লো তার। ৩:১০ থেকে ৩:১৫-এর মধ্যে তোলা, ঠিক যে সময়টায় হ্যারিয়েট নিখোঁজ হয়। তার ঘরের জানালা কেউ খুলে রেখেছে। এই কাজটা কে করেছে সেটা খুঁজে বের করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলো ভ্যাঙ্গার। ব্লমকোভিস্টের কাছে যে ছবিটা আছে সেটা ঠিক জানালা খোলার সময় একটি ছবি। ফোকাস ঠিকমতো না থাকলেও একটা অবয়ব আর চেহারা দেখা যাচ্ছে তাতে। সবগুলো ছবি স্ক্যান করার আগপর্যন্ত ডিটেইল অ্যানালিসিস করার জন্য অপেক্ষা করবে বলে সিদ্ধান্ত নিলো সে।

এরপর শিশুদের প্যারেডের ছবিগুলো খতিয়ে দেখলো। মোট ছয়টি রোল ব্যবহার করেছে নিলান্ড। প্রায় দুশোর মতো ছবি। বেলুন হাতে শত শত বাচ্চাকাচ্চার দল, বাবা-মা, উৎসুক দর্শক, রাস্তাঘাটের লোকজন, হটডগের ভ্রাম্যমান দোকানি, প্যারেডের দৃশ্য, মঞ্চের শিল্পীরা, পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান ইত্যাদির ছবি।

পুরো সংগ্রহটি স্ক্যান করার সিদ্ধান্ত নিলো ব্লমকোভিস্ট। ছয় ঘণ্টা পর ৯০টি ছবির একটি পোর্টোফোলিও তৈরি ফেললো সে। তবে তাকে যে আবার এখানে ফিরে আসতে হবে সেটা বুঝতে পারছে।

৯টার দিকে ব্লমবার্গকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাসে করে ফিরে এলো হেডেবিতে।

রবিবার সকালে আবারো ফিরে গেলো সেখানে। অফিসটি গতদিনের মতোই

ফাঁকা। হুইটসানটাইড-এর সপ্তাহন্তের ছুটি চলছে সেটা বুঝতে পারে নি ব্লমকোভিস্ট। তার মানে মঙ্গলবারের আগে পত্রিকা বের হবে না। সারাটা দিন ব্যয় করলো নেগেটিভ স্ক্যান করার কাজে। সন্ধ্যা ৬টা বেজে গেলেও প্যারেডের আরো চল্লিশটির মতো ছবি রয়ে গেলো স্ক্যান করার জন্য। ব্লমকোভিস্ট ঐ ছবিগুলো খালি চোখে দেখে বুঝতে পারলো এক দঙ্গল বাচ্চা-কাচ্চা আর লোকজনের ভীড় ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।

হুইটসানটাইড ছুটির সময়টা নতুন ম্যাটেরিয়াল নিয়েই কাটিয়ে দিলো ব্লমকোভিস্ট। দুটো জিনিস উদঘাটন করলো সে। প্রথমটি তাকে হতাশ করলেও দ্বিতীয়টি তার হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দিলো।

প্রথমটি হলো হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গারের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মুখটি। ছবিতে ভবন আর জানালাটি বেশ দূরে এবং অস্পষ্ট থাকার কারণে সেটাকে বড় করে পরিস্কার করে নিলো ফটোশপের টুল ব্যবহার করে।

আবছা আবছা একটি হাত আর জানালার পর্দা দেখা যাচ্ছে, মুখটার অর্ধেক ঘোলা হয়ে আছে ফোকাস আর আলোর স্বল্পতার কারণে।

সেই মুখটা হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গারের নয়, যার চুলের রঙ ছিলো কুচকুচে কালো। ছবিতে যাকে দেখা যাচ্ছে তার চুলের রঙ হালকা।

মুখটা স্পষ্ট বোঝা না গেলেও ব্লমকোভিস্ট বুঝতে পারলো ছবিটা কোনো মেয়ের। কাঁধ অবধি চুল স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মেয়েটি পরে আছে হালকা রঙের পোশাক।

জানালার অনুপাতে মহিলার উচ্চতা হিসেব করলো সে : পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি উচ্চতার একজন মহিলা।

এই বর্ণনার সাথে মিল আছে এরকম একজনের অন্য আরেকটি ছবিতে ক্লিক করলো ব্লমকোভিস্ট। ছবিটি দুর্ঘটনাস্থলের পেছন দিকের–বিশ বছর বয়সের সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গারের।

সান্ডস্ট্রমের টেইলারিং শপের জানালা থেকে মোট আঠারোটি ছবি তুলেছিলো নিলান্ড। তার মধ্যে সতেরোটিতে হ্যারিয়েট আছে।

সে আর তার ক্লাসমেটেরা যখন ইয়ার্নভাগসগাটানে এসে পৌছায় ঠিক একই সময়ে নিলান্ডও সেখানে হাজির হয়ে ছবি তুলতে শুরু করে। ব্লমকোভিস্ট ধারণা করলো পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছবিগুলো তোলা হয়েছে। প্রথম ছবিতে হ্যারিয়েট তার বন্ধুদের নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র। ছবির ফ্রেমের এক কোণে তাদের দেখা যাচ্ছে। ২ থেকে ৭ নাম্বার ছবিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্যারেড দেখছে তারা। এরপর তারা আরো ছয় সাত গজ সামনে এগিয়ে আসে। শেষ ছবিটা সম্ভবত একটু বিরতি দিয়ে তোলা হয়েছিলো, সেখানে মেয়েটাকে দেখা যাচ্ছে না।

ব্লমকোভিস্ট ছবিগুলো এডিট করলো। হ্যারিয়েটের ছবিগুলো থেকে তার উর্ধ্বাংশ ক্রপ করে আরো বেশি স্পষ্ট করে তুললো ফটোশপের টুল ব্যবহার করে। ছবিগুলো সে আলাদা একটি ফোল্ডারে রেখে স্লাইড শো'র মাধ্যমে এক এক করে দেখতে লাগলো আবার। অনেকটা নির্বাক যুগের ছবির মতো দেখালো। দুই সেকেন্ড পর পর একেকটা ছবি পর্দায় ভেসে উঠতে লাগলো ধীরে ধীরে।

হ্যারিয়েট এসে পৌছেছে মাত্র। হ্যারিয়েট থেমে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। রাস্তার দিকে ঘুরে তাকাচ্ছে সে। বন্ধুদের কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছে। হাসছে। বাম হাত দিয়ে নিজের কান স্পর্শ করছে। হাসছে। হঠাৎ করেই তাকে খুব বিস্মিত দেখাচ্ছে এবার। তার মুখটা ক্যামেরা থেকে আনুমানিক ২০ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আছে এখন। তার চোখ দুটো গোল গোল হয়ে আছে, এখন আর সে হাসছে না। তার মুখে চিন্তার ছাপ। চোখ কুচকে তাকিয়ে আছে। তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে...কি? দুঃখ, আতঙ্ক, ক্রোধ? চোখ নামিয়ে রেখেছে হ্যারিয়েট। এখন আর সে নেই।

ব্লমকোভিস্ট ছবিগুলো স্লাইডশো'র মাধ্যমে বার বার দেখে গেলো।

এসব দেখে একটা থিওরি দাঁড় করালো সে। ইয়ার্নভাগসগাটানে কিছু একটা হচ্ছিলো।

কিছু একটা দেখেছে সে-কিংবা কাউকে-রাস্তার ওপারে। দেখে ভড়কে গিয়েছিলো। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ফিরে ভ্যাঙ্গারের সাথে এ নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিলো কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠে নি। একেবারে উধাও হয়ে যায় সে।

একটা ঘটেছিলো তবে ছবিতে সেটার কোনো চিহ্ন নেই।

মঙ্গলবার সকালে কফি আর স্যান্ডউইচ নিয়ে ব্লমকোভিস্ট রান্নাঘরের টেবিলে বসে আছে। একই সঙ্গে তার মধ্যে হাতাশা আর তুমুল উত্তেজনা বিরাজ করছে। সব ধরণের প্রত্যাশার বাইরে নতুন আলামত খুঁজে বের করেছে সে। একমাত্র সমস্যা হলো এর ফলে ঘটনাগুলোর উপর কিছুটা আলো ফেললেও রহস্যের কূলকিণারা করার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র অগ্রগতিও হয় নি।

এই নাটকীয় ঘটনায় সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গারের ভূমিকাটা নিয়ে অনেক ভেবেছে সে। ঐ দিন উপস্থিত সবার কর্মকাণ্ডের ব্যাপারেই ভ্যাঙ্গার বিস্তারিত বলেছে তাকে। তার মধ্যে সিসিলিয়াও রয়েছে। সে তখন উপসালায় থাকতো, তবে শনিবারের মর্মান্তিক ঘটনার মাত্র দু'দিন আগে হেডেবিতে এসে পৌছায়। ইসাবেলা ভ্যাঙ্গারের সাথে থাকতো সে। হ্যারিয়েটকে সম্ভাব্য সকালবেলায় সে দেখেছে বলে জানিয়েছে, তবে তার সাথে কোনো কথা হয় নি। কোনো একটা কাজে হেডেস্টাডে যাচ্ছিলো সে। ওখানে সিসিলিয়া হ্যারিয়েটকে দেখে নি, হেডেবি আইল্যান্ডে সে ফিরে আসে দুপুর ১টার দিকে, ঠিক তখনই ইয়ার্নভাগসগাটানে ছবি তুলছিলো ফটোগ্রাফার নিলান্ড। এরপর সে পজামা

কাপড় বদলিয়ে দুপুর ২টার দিকে রাতের ডিনারের জন্য টেবিল সাজাতে সাহায্য করে।

একজন অ্যালিবাই হিসেবে–যদি সেরকম কিছু হয়ে থাকে আর কি–এটা বরং খুব দুর্বল। হেডেবি আইল্যান্ডে তার ফিরে আসার সময়টি আনুমাণিক, তবে ভ্যাঙ্গারের কাছে মনে হয় নি সে মিথ্যে বলেছে। এই পরিবারে সিসিলিয়া হলো হাতেগোনা কয়েকজনের মধ্যে অন্যতম যাকে হেনরিক ভ্যাঙ্গার খুব পছন্দ করে। আর এই মহিলা ব্লমকোভিস্টের প্রেমিকা ছিলো। সে কিভাবে নিরপেক্ষ হতে পারবে? তাকে সে খুনি হিসেবে কল্পনা করতে পারছে না।

কিন্তু তারপরেও অজ্ঞাত ছবিটা বলছে হ্যারিয়েটের ঘরে ঐ দিন যায় নি বলে যে কথাটা বলেছিলো সেটা পুরোপুরি মিথ্যে। এই মিথ্যে বলার পরিণতি কি হতে পারে সেটা নিয়ে ভাবলো ব্লমকোভিস্ট।

তুমি যদি এ নিয়ে মিথ্যে বলে থাকো, আর কি নিয়ে মিথ্যে বলেছো তুমি?

সিসিনিয়াকে যেতোটুকু চেনে তা নিয়ে ভাবতে লাগলো সে। একজন অর্ন্তমূখী মেয়ে, নিজের অতীত তাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে। একা বসবাস করে, যৌনজীবন বলতে কিছু নেই, লোকজনের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে পারে না সহজে। নিজেকে সব সময় দূরে দূরে রাখে কিন্তু সেটা যখন খসে পড়ে একেবারে লাগামহীন হয়ে যায়। এক অচেনা ব্যক্তিকে প্রেমিক হিসেবে বেছে নিয়েছে। আর সেই প্রেমিককে পরিত্যাগ করেছে কারণ তার মতে যেভাবে সে এসেছে সেভাবেই একদিন তাকে ছেড়ে এখান থেকে চলে যাবে। ব্লমকোভিস্টের ধারণা সিসিলিয়া তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে কারণ সে এখানে সাময়িক বসবাস করার জন্যে এসেছে। দীর্ঘদিন তার জীবনে থেকে তার জীবনযাপনকে প্রভাবিত করবে বলে ভয় পাবার কিছু তার ছিলো না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শৌখিন মনোবিজ্ঞানীর বিশ্লেষণ বাদ দিয়ে দিলো।

সেই রাতে দ্বিতীয় আবিষ্কারটি করলো ব্লমকোভিস্ট। হেডেস্টাডে হ্যারিয়েট কি দেখেছিলো সেটাই হলো এই রহস্যের আসল চাবিকাঠি। টাইম মেশিনে চড়ে ঐ সময়ে ভ্রমণ না করে এটা কখনও বের করতে পারবে না।

হুট করেই এই ভাবনাটি তার মধ্যে জেঁকে বসলো। নিজের মাথায় চাটি মেরে ল্যাপটপটা আবার চালু করলো ব্লমকোভিস্ট। ইয়ার্নভাগসগাটানের একটা আনক্রপ করা ছবি ওপেন করলো...*এই তো!*

হ্যারিয়েটের প্রায় এক গজ পেছনে একজোড়া তরুণ দম্পতি দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটির হাতে ক্যামেরা। ছবিটি বড় করে দেখতে পেলো একটি কোডাক ইন্সটাম্যাটিক–সস্তা আর একেবারে সহজে ব্যবহার করা যায় এমন একটি ক্যামেরা।

মেয়েটি তার গাল বরাবর ধরে রেখেছে সেই ক্যামেরাটি। ঠিক হ্যারিয়েট যেখনে চেয়ে আছে সেদিকে অ্যাঙ্গেল করে ছবি তুলছে সে।

তার হৃদস্পন্দ বেড়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালো। *অন্য একজন একটি ছবি তুলেছে।* এই তরুণীকে কিভাবে সে চিহ্নিত করতে পারবে? তার তোলা ছবিটা কি সে জোগার করতে পারবে? সেই ক্যামেরার রোলটা কি কখনও ডেভেলপ করা হয়েছিলো? যদি তাই করা হয়ে থাকে তাহলে সেই ছবির প্রিন্ট কি এখনও আছে?

নিলান্ডের তোলা ছবিগুলোর ফোল্ডার ওপেন করলো সে। সবগুলো ছবি তন্ন তন্ন করে খুঁজে অবশেষে আরেকটা ছবিতে সেই দম্পতিকে দেখতে পেলো। এই ছবিটা নিলান্ড তুলেছিলো বৃজের দুর্ঘটনার সংবাদ শোনার পর পরই।

তরুণীকে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না, তবে স্ট্রিপ শার্ট পরা তরুণকে পরিস্কার দেখা যাচ্ছে লোকজনের ভীড়ে। তার হাতে একটা চাবি, একটু ঝুঁকে গাড়ির দরজা খুলছে। ছবির মূল ফোকাস ছিলো একটা ক্লাউনের নৃত্যরত দৃশ্য তবে তার ঠিক পেছনেই এই দম্পতি চলে এসেছে ছবির ফ্রেমে। অবশ্য তাদের গাড়িটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। নাম্বারপ্লেটটা আংশিক দেখা যাচ্ছে, তবে সেটা যে 'AC3' শুরু সেটা দেখতে পাচ্ছে ব্লমকোভিস্ট।

ষাটের দশকে গাড়ির নাম্বারপ্লেটে কাউন্টি কোড লেখা থাকতো। ছোটোবেলায় সে সব কাউন্টি কোড মুখস্ত করেছিলো। AC3 হলো ফাস্টারবোথেনের কোড।

এরপরই সে অন্য একটা জিনিস দেখতে পেলো সেখানে। গাড়ির পেছনের কাঁচে স্টিকার জাতীয় কিছু সাটানো আছে। ছবিটা আরো বড় করলে অনেকটাই ঘোলা হয়ে এলো। স্টিকারটা ক্রপ করে কেটে আলাদা করে কন্ট্রাস্ট আর শার্পনেস বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করলো সে। লেখাটা পুরোপুরি পড়তে না পারলেও কয়েকটা অক্ষর ধরতে পারলো। অনেক অক্ষরই দূর থেকে কিংবা অস্পষ্ট অবস্থায় দেখতে একই রকম লাগে। 'O' অক্ষরটি ভুলবশত 'D' বলে মনে হতে পারে। 'B' আর 'E' অনেক সময় একই রকম লাগে। এরকম আরো কিছু অক্ষর আছে। কিছু অক্ষর ধরতে পারলো না তবে যে কয়টা ধরতে পারলো সেগুলো কাগজে লিখে রাখার পর এক লাইনের দুর্বোধ্য একটা লেখা তার চোখের সামনে পড়ে থাকলো।

R JÖ NI K RIFA RIK

অনেকক্ষণ লেখাটার দিকে চেয়ে রইলো সে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখে পানি এসে পড়লো। এক সময় বুঝতে পারলো লেখাটা আসলে কি : 'NORSJÖ SNICKERIFABRIK,' এই লেখাটার পর ছোটো অক্ষরে আরেকটা লেখা আছে তবে সেটা পড়ার অযোগ্য। সম্ভবত একটা টেলিফোন নাম্বার।

অধ্যায় ১৭

বুধবার, জানুয়ারি ১১–শনিবার, জুন ১৪

তৃতীয় জিগশ পাজলের টুকরোর সাহায্য অপ্রত্যাশিত একটি ক্ষেত্র থেকে পেয়ে গেলো ব্লমকোভিস্ট।

সারা রাত ধরে ছবিগুলো নিয়ে কাজ করে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমালো সে। হালকা মাথা ব্যথা নিয়ে জেগে উঠে গোসল করে সোজা চলে গেলো সুসানের ক্যাফেতে। তার উচিত ভ্যাঙ্গারের কাছে গিয়ে তার নতুন উদঘাটন সম্পর্কে বিস্তারিত বলা তবে সেটা না করে ক্যাফে থেকে চলে এলো সিসিলিয়ার বাড়িতে। সে কেন হ্যারিয়েটের ঘরে যাবার কথা অস্বীকার করেছে সেটা তাকে জানতে হবে। দরজা নক করলেও কেউ খুলতে এলো না।

যেই না চলে যেতে উদ্যত হবে তখনই শুনতে পেলো : "তোর বেশ্যা বাড়িতে নেই।"

গুহা থেকে গোলাম বের হয়ে এসেছে। এক সময় খুব লম্বা ছিলো সে, প্রায় ছয় ফুটের মতো। এখন বয়সের ভারে নুজ, ব্লমকোভিস্টের চোখ বরাবর তাকালো সে। তার মুখ আর ঘাড়ে কালচে লিভার স্পট আছে। পায়জামা আর ধূসর রঙের ড্রেসিং গাউন পরেছে, হাতে একটা লাঠি। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সিনেমায় রূপদান করা জঘন্য এক বৃদ্ধ।

"কি বললেন?"

"বললাম তোর বেশ্যা বাড়িতে নেই।"

ব্লমকোভিস্ট একেবারে কাছে এসে পড়লো হেরাল্ড ভ্যাঙ্গারের। দু'জনের নাক প্রায় কাছাকাছি চলে এলো।

"তুই নিজের মেয়ের সম্পর্কে বলছিস, বানচোত শূয়োর।"

"আরে আমি তো আর রাতের অন্ধকারে এখানে লুকিয়ে লুকিয়ে আসি না," দন্তবিহীন হাসি দিলো হেরাল্ড। তার মুখের গন্ধ খুবই বাজে। পিছু হটে তার দিকে আর না তাকিয়ে সোজা পথ ধরে হাটতে লাগলো ব্লমকোভিস্ট। ভ্যাঙ্গারকে তার অফিসেই পেয়ে গেলো সে।

"আপনার ভায়ের সাথে সুখকর মোলাকাত হলো এইমাত্র," বললো মিকাইল।

"হেরাল্ড? তাই নাকি। তাহলে সে গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে। বছরে মাত্র অল্প কয়েকবার এ কাজ করে সে।"

"আমি সিসিলিয়ার দরজায় নক করতেই সে কি বলেছে জানেন? বলেছে, 'তোর বেশ্যা বাড়িতে নেই।' "

"হেরাল্ডের মতোই কথা বলেছে," শান্ত কণ্ঠে বললো ভ্যাঙ্গার।

"নিজের মেয়েকে বেশ্যা বলে, হায় ঈশ্বর।"

"অনেক বছর ধরেই সে এটা করে আসছে। এজন্যেই তারা তাকে পছন্দ করে না।"

"সিসিলিয়াকে কেন এ নামে ডাকে সে?"

"একুশ বছর বয়সে সিসিলিয়া তার কুমারিত্ব হারিয়েছিলো। হ্যারিয়েটের নিখোঁজ হবার পর এখানে, এই হেডেস্টাডেই গ্রীষ্মকালীন এক রোমান্সে ঘটনাটি ঘটেছিলো।"

"আর?

"যে লোকের প্রেমে পড়েছিলো সে তার নাম ছিলো পিটার স্যামুয়েলসন। ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশনের ফিনান্সিয়াল অ্যাসিসটেন্ট ছিলো সে। বেশ মেধাবী একজন। বর্তমানে এবিবি'তে কাজ করছে। সিসিলিয়া যদি আমার মেয়ে হতো তাহলে এ রকম মেয়েজামাই পেয়ে আমি বেশ গর্বিত হতাম। হেরাল্ড ছেলেটার চৌদ্দগুষ্টির খবর নিয়ে বের করলো যে এক চর্তুথাং ইহুদি রক্ত বহন করছে সে।"

"হায় ঈশ্বর।"

"তখন থেকেই নিজের মেয়েকে বেশ্যা বলে ডাকে সে।"

"সে এমন কি এটাও জেনে গেছে যে সিসিলিয়া আর আমার সাথে..."

"সম্ভবত ইসাবেলা বাদে এই গ্রামের সবাই সেটা জানে। এ কথাটা তাকে বলার মতো সুস্থ কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ এখানে নেই। ভাগ্য ভালো যে সে রাত ৮টার পরই শুতে চলে যায়। অন্য দিকে হেরাল্ড সম্ভবত তোমার প্রতিটি পদক্ষেপের উপর কড়া নজর রাখছে।"

বসে পড়লো ব্লমকোভিস্ট। তাকে খুব বোকা বোকা লাগছে।

"আপনি বলতে চাচ্ছেন সবাই..."

"অবশ্যই।"

"আপনি এতে মনে কিছু করেন নি?"

"মাই ডিয়ার মিকাইল, এটা একেবারেই আমার বিষয় নয়।"

"সিসিলিয়া কোথায়?"

"স্কুল টার্ম শেষ হয়ে গেছে। শনিবার বোনকে দেখার জন্য লন্ডনে চলে গেছে সে। এরপর ছুটি কাটাতে যাবে...উমমম, মনে হয় ফ্লোরিডায়। এক মাস পর ফিরে আসবে।"

নিজেকে আরো বোকা লাগলো ব্লমকোভিস্টের।

"আমরা কিছু দিনের জন্য আমাদের সম্পর্কটা স্থগিত রেখেছি।"

"বুঝতে পেরেছি। তারপরও এটা নিয়ে ভাবা আমার কাজ নয়। তোমার কাজ কেমন এগোচ্ছে?"

ভ্যাঙ্গারের ফ্লাস্ক থেকে এক কাপ কফি ঢেলে নিলো ব্লমকোভিস্ট।

"মনে হচ্ছে নতুন কিছু এভিডেন্স পেয়েছি।"

কাঁধের ব্যাগ থেকে ল্যাপটপটা বের করে ইয়ার্নভাগসগাটানের সেই ছবিগুলো দেখালো যেখানে হ্যারিয়েটের কিছু প্রতিক্রিয়া ধরা পড়েছে। কিভাবে ঐ তরুণ দম্পতি আর তাদের গাড়িতে Norsjö কার্পেন্টারি শপের সাইনটা বের করেছে সেটাও ব্যাখ্যা করলো সে। সব দেখানোর পর ভ্যাঙ্গার আবারো ছবিগুলো দেখলো। কম্পিউটার থেকে যখন মুখ তুলে তাকালো দেখা গেলো তার চেহারাটা একেবারে বিবর্ণ হয়ে আছে। ব্লমকোভিস্ট তার কাঁধে হাত রাখলো তাকে আশ্বস্ত করার জন্য। হাতটা সরিয়ে দিয়ে চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে রইলো হেনরিক ভ্যাঙ্গার।

"তুমি এমন কাজ করেছো যা আমার কাছে একেবারেই অসম্ভব বলে মনে হয়েছিলো। সম্পূর্ণ নতুন জিনিস বের করতে পেরেছো তুমি। এরপর কি করবে?"

"ঐ ছবিটা যদি এখনও টিকে থাকে তাহলে সেটা দেখতে চাইবো।"

হ্যারিয়েটের জানালায় যে সিসিলিয়ার ছবি পাওয়া গেছে সেটা তাকে বললো না ব্লমকোভিস্ট।

ব্লমকোভিস্ট বের হয়ে আসার আগেই নিজের গুহায় ফিরে গেলো হেরাল্ড ভ্যাঙ্গার। মোড় নিতেই একেবারে অপ্রত্যাশিত একজনকে বসে থাকতে দেখলো সে। তার কটেজের পোর্চে বসে নিউজপেপার পড়ছে। কয়েক সেকেন্ডের জন্য তার কাছে মনে হলো সিসিলিয়া, কিন্তু পোর্চে বসে থাকা কালো চুলের মেয়েটি তার নিজেরই মেয়ে।

"হাই পাপা," পারনিলা আব্রাহমসন বললো।

মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলো সে।

"আরে, তুমি কোত্থেকে এলে?"

"কোত্থেকে আবার, বাড়ি থেকে! স্কেলেফটিয়ায় যাচ্ছিলাম। আমি আজ রাতটা তোমার সাথে থাকতে পারি?"

"অবশ্যই। এখানে এলে কিভাবে?"

"মা জানতো তুমি কোথায় আছো। ক্যাফেতে তোমার কথা জিজ্ঞেস করলে ওখানকার ভদ্রমহিলা বলে দিয়েছে কিভাবে এখানে আসতে হবে। আমাকে দেখে তুমি খুশি হও নি?"

"অবশ্যই খুশি হয়েছি। ভেতরে আসো। আমাকে আগেভাগে জানিয়ে এলে তোমার জন্য ভালো ভালো খাবার-দাবার কিনে রাখতাম।"

"হঠাৎ করেই মনে হলো তোমার এখানে আসি। আসলে জেল থেকে তোমার মুক্তি পাবার জন্য তোমাকে ওয়েলকাম করতে চাচ্ছিলাম। তুমি তো ওখান থেকে আমাকে ফোন করো নি।"

"আমি দুঃখিত।"

"ঠিক আছে। মা অবশ্য বলেছে তুমি সব সময়ই আত্মভোলা।"

"সে আমার সম্পর্কে এরকম কথা বলে নাকি?"

"অনেকটা সেরকমই। সেটা কোনো ব্যাপার না। আমি তোমাকে এখনও ভালোবাসি।"

"আমিও তোমাকে ভালোবাসি, কিন্তু তুমি তো জানোই..."

"জানি। এখন আমি অনেক বড় হয়ে গেছি।"

চা বানিয়ে কিছু প্যাস্ট্রি বের করলো সে।

তার মেয়ে যা বলেছে সেটাই সত্যি। এখন আর সে ছোট্ট মেয়েটি নেই। তার বয়স এখন সতেরোর মতো। পুরোপুরি নারী বলা যায় তাকে। তার সাথে বাচ্চামেয়ের মতো ব্যবহার করা বন্ধ করতে হবে।

"তাহলে কেমন ছিলো সেটা?"

"কিসের কথা বলছো?"

"জেলের।"

হেসে ফেললো সে। "আমি যদি বলি সময়টা ছিলো ছুটি কাটানোর মতো তাহলে কি তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে? ইচ্ছেমতো ভেবেছি আর লিখেছি।"

"করবো। আমার মনে হয় না জেল আর মঠের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য আছে। লোকজন তো নিজেদের আত্মোপলব্ধির জন্য প্রায়ই মঠে যায়।"

"ভালোই বলেছো। আশা করি তোমার বাবা যে জেলখাটা লোক তাতে তোমার জন্য কোনো সমস্যা হয় নি।"

"মোটেই না। তোমার জন্য আমি গর্বিত। তুমি যে নিজের বিশ্বাসের জন্য জেলে গেছো সে কথা গর্বভরে বলতে ভুলি না কখনও।"

"বিশ্বাসের জন্য?"

"টিভি'তে আমি এরিকা বার্গারকে দেখেছি।"

"পারনিলা, আমি কিন্তু নির্দোষ নই। কি ঘটেছে সেটা তোমাকে বলি নি বলে আমি দুঃখিত। তবে আমাকে কিন্তু অন্যায়ভাবে সাজা দেয়া হয় নি। বিচারে যা যা বলা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করেই আদালত রায় দিয়েছে।"

"কিন্তু তুমি তো নিজের কথা খুলে বলো নি।"

"না, তার কারণ আমার কাছে জোড়ালো কোনো প্রমাণ ছিলো না।"

"ঠিক আছে। তাহলে একটা প্রশ্নের জবাব দাও আমাকে : ওয়েনারস্ট্রম কি একজন বদমাশ নাকি ভালো লোক?"

"তার মতো বদমাশ আমি খুব কমই দেখেছি।"

"আমার জন্যে এটুকু জানাই যথেষ্ট। তোমার জন্য আমি একটা উপহার এনেছি।"

ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেজ বের করলো সে। মিকাইল সেটা খুলে দেখতে পেলো *দ্য বেস্ট অব ইউরিদমিক্স*-এর একটি সিডি। মেয়ে জানে এটা তার বাবার খুবই প্রিয় ব্যান্ড। সিডিটা ল্যাপটপে ঢুকিয়ে 'সুইট ড্রিমস' গানটা তারা দু'জনে একসাথে বসে শুনে গেলো কিছুক্ষণ।

"তুমি স্কেলেফটিয়ায় যাচ্ছো কেন?"

"সামার ক্যাম্পে বাইবেল স্কুল হবে সেখানে, সেই সাথে *লাইট অব লাইফ* নামের একটি কংগ্রেশন," এমনভাবে বললো পারনিলা যেনো এটা এ পৃথিবীর সবচাইতে সেরা পছন্দ।

ব্লমকোভিস্টের শিড়দাড়া বেয়ে শীতল একটি প্রবাহ বয়ে গেলো। সে বুঝতে পারছে তার মেয়ে আর হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গারের মধ্যে কতোটুকু মিল আছে। পারনিলার বয়স এখন ষোলো। ঠিক এ বয়সে হ্যারিয়েট নিখোঁজ হয়। তারা দু'জনেই বাবার সাথে বসবাস করে না। তারা দু'জনেই ধর্মীয় উন্মাদনায় আচ্ছন্ন।

সে জানে না তার মেয়ের এই নতুন আগ্রহের বিষয়টি কিভাবে সামলাবে। মেয়েকে সিদ্ধান্ত নেবার বেলায় প্রভাবিত করার ব্যাপারে তার মধ্যে ভয় কাজ করে। আবার এটাও সত্যি লাইট অব লাইফ নামের এই ধর্মীয় সংগঠনটির বিরুদ্ধে *মিলেনিয়াম*-এ বিষোদগার করার ব্যাপারে সে মোটেও ইতস্তত করবে না। সবার আগে মেয়ের মা'র সাথে এ নিয়ে কথা বলবে বলে সিদ্ধান্ত নিলো সে।

তার বিছানায় মেয়েকে শুতে দিয়ে নিজে একটা কম্বল মুড়িয়ে রান্নাঘরে ঘুমালো। সকালে পারনিলাকে নাস্তা করিয়ে স্টেশনে নিয়ে গেলো ব্লমকোভিস্ট। তাদের হাতে বেশি সময় নেই সেজন্যে শপ থেকে কফি কিনে স্টেশনের একটি প্লাটফর্মে বসে হালকা আলাপ করে নিলো মেয়ের সাথে। এক সময় পারনিলা তার বাবাকে বললো : "আমি যে স্কেলেফটিয়াতে যাচ্ছি সেটা তোমার পছন্দ হচ্ছে না, তাই না?"

হতভম্ব হয়ে রইলো মিকাইল।

"এটা বিপজ্জনক কিছু নয়। তবে তুমি তো খৃস্টান নও, তাই না?"

"কোনোভাবেই আমাকে ভালো খৃস্টান বলতে পারো না।"

"তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো না?"

"না, ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস নেই। তবে তুমি যা করছো সে ব্যাপারে আমার শ্রদ্ধা আছে। সবাইকে কিছু না কিছুতে বিশ্বাস করতে হয়।"

ট্রেন চলে এলে তারা একে অন্যকে দীর্ঘক্ষণ জড়িয়ে ধরে অবশেষে বিদায় জানালো। এক পা ট্রেনের পাদানিতে রেখে পারনিলা ঘুরে তাকালো বাবার দিকে।

"পাপা, আমি তোমাকে উপদেশ দেবো না। তুমি কিসে বিশ্বাস করো না

করো তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি তোমাকে সব সময়ই ভালোবাসবো। তবে আমার মনে হয় তোমার বাইবেল নিয়ে স্টাডি করে যাওয়া উচিত।"

"কি বললে?"

"আমি তোমার লেখা উদ্ধৃতিটা দেখেছি," বললো সে। "কিন্তু এতোটা লুকোছাপা কেন? আমার চুমু রইলো। আবার দেখা হবে।"

হাত নাড়তেই ট্রেনটা চলে গেলো, মিকাইল দাঁড়িয়ে রইলো প্লাটফর্মে। হতবিহ্বল হয়ে অপসৃয়মান ট্রেনের দিকে তাকিয়ে রইলো সে।

স্টেশন থেকে দ্রুত বাড়িতে চলে আসার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলো। কিন্তু পরের বাসটি আসবে এক ঘণ্টা পর, এতোক্ষণ অপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে সেই ট্যাক্সি ড্রাইভার হুসেনের সাথে আবারো দেখা হয়ে গেলো তার।

দশ মিনিট পরই নিজের অফিসে পৌছে গেলো মিকাইল। তার ডেস্কের উপর রাখা নোটটা তুলে নিলো হাতে।

মাগদা–৩২০১৬
সারা–৩২১০৯
আর.জে–৩০১১২
আর.এল–৩২০২৭
মেরি–৩২০১৮

ঘরের চারপাশে তাকিয়ে বুঝতে পারলো কোথায় একটা বাইবেল খুঁজে পাবে। নোটটা আর একটা চাবি সঙ্গে নিয়ে ছুটে চললো গটফ্রিডের ক্যাবিনে। শেলফ থেকে যখন হ্যারিয়েটের বাইবেলটা নামালো তার হাত রীতিমতো কাঁপতে শুরু করলো।

হ্যারিয়েট কোনো ফোন নাম্বার লিখে রাখে নি। এইসব সংখ্যা আসলে বাইবেলের তৃতীয় পুস্তক পেন্টাটেখ-এর লেভিটিকাস পুস্তকের অধ্যায় আর পংক্তি।

(মাগদা) লেভিটিকাস, ২০:১৬
"কোনো নারী যদি পশুর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে তাহলে তোমরা অবশ্যই সেই নারী এবং প্রাণীটিকে হত্যা করবে; তারা অবশ্যই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে। তাদের মৃত্যুর জন্য তারা নিজেরই দায়ি..."

(সারা) লেভিটিকাস, ২১:৯

"কোনো যাজকের কন্যা বেশ্যাগিরি করার মাধ্যমে নিজেকে অপবিত্র করলে সে তার পিতার লজ্জার কারণ হয় সুতরাং তাকে অবশ্যই তাকে আগুনে দগ্ধ হতে হবে।"

(আর:জে) লেভিটিকাস, ১:১২

"যাজক প্রাণীটিকে কেটে টুকরো টুকরো করবে, তারপর সেই টুকরোগুলো (মাথা ও চর্বিযুক্ত মাংস) বেদীর উপরে রাখা আগুনের কাঠের উপর সাজিয়ে রাখবে।"

(আর.জে) লেভিটিকাস, ২০:২৭

"কোনো নারী বা পুরুষ যদি শয়তানের মাধ্যম বা ডাইনী হয়ে থাকে তাহলে তাকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে হবে। লোকেরা তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবে। তাদের মৃত্যুর জন্য তারা নিজেরাই দায়ি।"

(মেরি) লেভিটিকাস, ২০:১৮

"কোনো পুরুষ যদি কোনো নারীর ঋতুস্রাব চলাকালীন সময় তার সাথে যৌনকর্ম করে তাহলে উভয়কেই তাদের নিজেদের লোকজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। সে পাপ করেছে কারণ সেই পুরুষ মহিলার রক্তের উৎসকে উন্মোচিত করেছে; আর সেই মহিলা তার রক্তের উৎসকে করেছে অনাবৃত।"

বাইরের পোর্চে গিয়ে বসে পড়লো ব্লমকোভিস্ট। হ্যারিয়েটের বাইবেলে প্রতিটি পংক্তির নীচেই দাগ দিয়ে রাখা হয়েছে। সিগারেট খেতে খেতে কাছের কোথাও পাখির গান শুনতে লাগলো সে।

তার কাছে নাম্বারগুলো আছে। কিন্তু নামগুলো নেই। মাগদা, সারা, মেরি, আর.জে এবং আর.এল।

আচমকা মিকাইলের মস্তিষ্কে একটা বিরাট গোলকধাধাতুল্য গহ্বর খুলে গেলো যেনো। ইন্সপেক্টর মোরেল তাকে হেডেস্টাডের আগুনে পুড়ে মারা যাওয়া সেই মেয়ের কথাটি বলেছিলো। রেবেকা কেস। চল্লিশের দশকের শেষ দিকে ঘটেছিলো সেটা। মেয়েটাকে ধর্ষণ করার পর খুন করা হয়। তার মাথাট কোনো জ্বলন্ত কয়লার উপর রেখে দেয়া হয়েছিলো। *"প্রাণীটিকে কেটে টুকরো টুকরো করবে, তারপর সেই টুকরোগুলো বেদীর উপরে রাখা আগুনের কাঠের উপর সাজিয়ে রাখবে।"* রেবেকা আর.জে। তার শেষ নামটা কি ছিলো?

কিসের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলো হ্যারিয়েট?

ভ্যাঙ্গার একটু অসুস্থ। ব্লমকোভিস্ট যখন তার সাথে দেখা করতে গেলো গৃহপরিচারিকা অ্যানা জানালো সে যেনো বেশিক্ষণ না থাকে।

"মনে হয় সর্দি," নাক টেনে বললো হেনরিক। "তুমি কি চাও?"

"আমার একটা প্রশ্ন করার ছিলো?"

"বলো।"

"চল্লিশের দশকে হেডেস্টাডে একটা খুন হয়েছিলো তার কথা কি কখনও শুনেছেন? রেবেকা নামের এক মেয়ে–তার মাথাটা কেটে আগুনের উপর রাখা হয়েছিলো।"

"রেবেকা জ্যাকবসন," সঙ্গে সঙ্গে বললো সে। "এই নামটা আমি কখনও ভুলবো না। যদিও অনেক বছর ধরে নামটা কাউকে বলতে শুনি নি।"

"আপনি তাহলে মেয়েটার খুনের কথা জানেন?"

"অবশ্যই জানি। খুন হবার সময় রেবেকা জ্যাকবসনের বয়স ছিলো তেইশ কি চব্বিশ বছর। ঘটনাটা...১৯৪৯ সালের দিকে হবে। বিরাট শোরগোল পড়ে গিয়েছিলো। আমারও তাতে ছোট্ট একটি ভূমিকা ছিলো।"

"তাই নাকি?"

"হ্যা। রেবেকা ছিলো আমাদের প্রতিষ্ঠানেরই একজন কেরাণী। খুবই জনপ্রিয় আর দেখতে দারুণ আকর্ষণীয়া এক তরুণী। কিন্তু তুমি এসব জানতে চাচ্ছো কেন?"

"আমি ঠিক নিশ্চিত নই, হেনরিক। তবে মনে হচ্ছে কিছু একটা ধরতে পেরেছি। এ নিয়ে আমাকে আরেকটু ভাবতে হবে।"

"তুমি কি মনে করছো হ্যারিয়েট আর রেবেকার ঘটনা দুটোর মধ্যে কোনো কানকশান আছে? ঘটনা দুটো কিন্তু...প্রায় সতেরো বছর ব্যবধানে ঘটেছে।"

"আমাকে একটু ভাবতে দিন, আপনি যদি আগামীকাল সুস্থ থাকেন তো এখানে এসে কথা বলে যাবো।"

ব্লমকোভিস্ট পরের দিন আর ভ্যাঙ্গারের সাথে দেখা করতে গেলো না। রাত একটার ঠিক পর পরই সে রান্নাঘরের টেবিলে বসে হ্যারিয়েটের বাইবেলটা পড়ার সময় শুনতে পেলো একটা গাড়ি দ্রুত গতিতে বৃজটা অতিক্রম করছে। জানালা দিয়ে উঁকি মারতেই একটা অ্যাম্বুলেন্স দেখতে পেলো সে।

কিছু একটা আশংকা করতে পেরে দৌড়ে বাইরে চলে এলো মিকাইল। অ্যাম্বুলেন্সটা এসে থেমেছে ভ্যাঙ্গারের বাড়ির সামনে। নীচ তলার সবগুলো বাতি জ্বলছে। পোর্চের কাছে আসতেই দেখতে পেলো অ্যানা রীতিমতো কাঁপছে।

"তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে," বললো সে।। "কিছুক্ষণ আগে ঘুম থেকে জেগে উঠে জানালো বুকে ব্যাথা করছে। তারপরই অজ্ঞান হয়ে যায়।"

গৃহপরিচারিকার কাঁধে হাত রাখলো ব্লমকোভিস্ট। অচেতন ভ্যাঙ্গারকে মেডিকরা স্ট্রেচারে নিয়ে আসা পর্যন্ত ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলো সে। তাদের পেছনে চিন্তিত মার্টিন ভ্যাঙ্গার আস্তে আস্তে হেটে আসছে। অ্যানাই তাকে ঘুম থেকে জেগে ডেকে এনেছে। তার পায়ে স্লিপার আর ফ্লাইয়ের জিপার পর্যন্ত খোলা। মিকাইলের দিকে তাকিয়ে আলতো করে মাথা নেড়ে অ্যানার দিকে ফিরলো সে।

"আমি হাসপাতালে যাচ্ছি। বার্গারকে ফোন করে জানিও। পারলে লন্ডনে থাকা সিসিলিয়াকেও ফোন কোরো," বললো মার্টিন। "ডার্চকেও জানাতে হবে।"

"আমি ফ্রোডির বাড়িতে যেতে পারি," ব্লমকোভিস্ট বললে কৃতজ্ঞতায় অ্যানা মাথা নেড়ে সায় দিলো।

ব্লমকোভিস্ট তার দরজায় নক করলে বেশ কয়েক মিনিট পর ঘুম থেকে উঠে দরজা খুললো ফ্রোডি।

"একটা দুঃসংবাদ আছে, ডার্চ। হেনরিককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মনে হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। মার্টিন আপনাকে খবরটা দিতে বললো।"

"হায় ঈশ্বর," বললো ফ্রোডি। হাতঘড়িতে তাকালো সে। "আজ তো *ফ্রাই ডে দ্য থার্টিন!* শুক্রবার এবং তেরো তারিখ," বললো ফ্রোডি।

পরদিন সকালে মোবাইলে ডার্চ ফ্রোডির সাথে তার অল্প একটু কথা হলো। তাকে আশ্বস্ত করা হলো যে ভ্যাঙ্গার এখনও বেঁচে আছে, সে কি বার্গারকে ফোন করে জানিয়েছিলো কিনা তাও জানতে চাইলো ভদ্রলোক। অবশ্যই। আর খবরটা শুনে *মিলেনিয়াম*-এর সবাই বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে আছে।

ঐদিন রাতে এসে ফ্রোডি তাকে ভ্যাঙ্গারের বর্তমান অবস্থার কথা জানালো বিস্তারিত।

"এখনও বেঁচে আছে তবে অবস্থা ভালো নয়। খুবই সিরিয়াস হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। সেইসাথে ইনফেকশনও হয়েছে।"

"তাকে কি দেখেছেন?"

"না। ইনটেন্সিভ কেয়ারে আছে। তার পাশে বসে আছে মার্টিন আর বার্গার।"

"তার সম্ভাবনা কতোটুকু?"

"অ্যাটাকটা সামলাতে পেরেছে সে, এটা ভালো লক্ষণ। হেনরিকের স্বাস্থ্য বেশ ভালো কিন্তু বয়স তো হয়েছে। আমাদেরকে একটু অপেক্ষা করতে হবে।"

তারা চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে চিন্তা করলো। কফি বানালো ব্লমকোভিস্ট। ফ্রোডিকে খুবই বিমর্ষ দেখাচ্ছে।

"এখন কি হবে সেটা আপনার কাছে জানতে চাইছি আমি?" বললো ব্লমকোভিস্ট।

মুখ তুলে তাকালো ফ্রোডি।

"আপনার কাজের যে কন্ডিশন সেটার কোনো হেরফের হবে না। এটা চুক্তির মাধ্যমে করা হয়েছে। এ বছরের শেষে কাজটার মেয়াদ সমাপ্ত হবে। হেনরিক মরুক আর বাঁচুক তাতে কিছুই যায় আসে না। এ নিয়ে আপনি চিন্তিত হবেন না।"

"না, আমি আসলে সেটা বলতে চাই নি। আমি ভাবছি তার অবর্তমানে কার কাছে রিপোর্টটা দেবো?"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো ফ্রোডি।

"মিকাইল, আপনার মতো আমিও জানি হেনরিকের জন্য হ্যারিয়েটের ব্যাপারটা নিছক অবসরের ভাবনা ছাড়া আর কিছু না।"

"এটা বলবেন না, ডার্চ।"

"আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?"

"আমি নতুন এভিডেন্স পেয়েছি," বললো ব্লমকোভিস্ট। "গতকাল আমি হেনরিককে তার কিছুটা বলেছিলামও। আমার আশংকা এর ফলেই হয়তো তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।"

তার দিকে বিস্মিত হয়ে তাকালো ফ্রোডি।

"ঠাট্টা করছেন নিশ্চয়..."

মাথা দোলালো ব্লমকোভিস্ট।

"বিগত কয়েক দিনে আমি হ্যারিয়েটের নিখোঁজ হবার ব্যাপারে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু ম্যাটেরিয়াল খুঁজে পেয়েছি। আমি আসলে চিন্তিত হেনরিকের অবর্তমানে কার কাছে এসব রিপোর্ট করবো সেটা নিয়ে আমাদের মধ্যে কখনও আলোচনা হয় নি।"

"আপনি আমার কাছে রিপোর্ট করবেন।"

"ঠিক আছে। তাই হবে। আমি কি আপনাকে এখনই বলবো কি খুঁজে পেয়েছি?"

ব্লমকোভিস্ট সবিস্তারে ফ্রোডির কাছে বললো। ইয়ার্নভাগস্গাটানে ছবিগুলোও দেখালো তাকে। তার নিজের মেয়ে কিভাবে ডেটবুকের রহস্যময় নামগুলোর রহস্য উদ্ধার করতে সাহায্য করেছে সেটাও জানালো। শেষে বললো ১৯৪৯ সালে রেবেকা জ্যাকবসনের হত্যাকাণ্ডের সাথে কিভাবে হ্যারিয়েটের ঘটনার সম্পর্ক আছে।

শুধুমাত্র সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গারকে যে হ্যারিয়েটের জানালায় দেখা গেছে সেটা বাদ দিয়ে প্রায় সবই বললো তাকে। সিসিলিয়ার সাথে কথা না বলে তাকে সন্দেহের তালিকায় ফেলতে চাইছে না সে।

ফ্রোডির চোখেমুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো।

"আপনি সত্যি মনে করছেন রেবেকার খুনের সাথে হ্যারিয়েটের নিখোঁজ হওয়ার সম্পর্ক আছে?"

"এটা একেবারেই বেখাপ্পা মনে হতে পারে সেটা আমি মানছি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি হ্যারিয়েট তার ডেটবুকে আর.জে লেখার পর তার পাশেই ওল্ড টেস্টামেন্টের আগুনে পুড়ে মারার একটি পংক্তির উল্লেখ করেছে। রেবেকা জ্যাকবসনকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। ভ্যাঙ্গার পরিবারের সাথে তার আরেকটা কানেকশান আছে—মেয়েটা ভ্যাঙ্গারদের প্রতিষ্ঠানেই কাজ করতো।"

"কিন্তু তার সাথে হ্যারিয়েটের সম্পর্ক কি?"

"এখনও সেটা আমি জানি না। সেটা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। হেনরিককে যা বলতাম তার সবই আপনাকে আমি বলবো। তার হয়ে আপনিই সিদ্ধান্ত নেবেন।"

"সম্ভবত আপনার উচিত পুলিশকে ব্যাপারটা জানানো।"

"না। অন্তত হেনরিকের আর্শীবাদ ছাড়া তো নয়ই। রেবেকার কেসটা অনেক আগেই ক্লোজ হয়ে গেছে। চুয়ান্ন বছর পর তারা এরকম কোনো কেস পুণরায় চালু করবে না।"

"ঠিক আছে। তাহলে আপনি কি করবেন?"

রান্নাঘরের ছোট্ট পরিসরেই পায়চারি করলো ব্লমকোভিস্ট।

"প্রথমে আমি ছবির ব্যাপারটা নিয়ে এগোতে চাই। হ্যারিয়েট কি দেখছিলো সেটা যদি আমরা দেখতে পাই...তাহলে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে। নরসিও'তে গিয়ে ছবির ব্যাপারটা খোঁজ নেবার জন্য আমার একটা গাড়ির দরকার হবে। তার সাথে আমি লেভিটিকাসের প্রতিটি পংক্তি রিসার্চ করতে চাই। একটা খুনের সাথে অন্য আরেকটা খুনের সংযোগ আমরা পেয়েছি। আমাদের কাছে আছে চারটা পংক্তি। সম্ভবত আরো চারটা ক্লু। এটা করতে হলে...আমার আরো সাহায্য লাগবে।"

"কি ধরণের সাহায্য?"

"পুরনো দিনের পত্রিকা ঘেটে 'মাগদা' আর 'সারা'সহ অন্য নামগুলো খুঁজে বের করার জন্য আমার একজন রিসার্চ সহকারী দরকার। আমার ধারণা রেবেকাই একমাত্র ভিকটিম নয়।"

"আপনি বলতে চাচ্ছেন এ কাজে আরো একজনকে চাচ্ছেন আপনি..."

"প্রচুর কাজ করতে হবে এখন, আর সেসব করতে হবে খুব দ্রুত। আমি যদি একজন পুলিশ অফিসার হতাম তাহলে এ কাজে প্রচুর লোকজনের সাহায্য পেতাম। অনেককে কাজে লাগাতে পারতাম। আমার দরকার একজন পেশাদার লোকের যে কিনা আর্কাইভের কাজে বেশ অভিজ্ঞ, সেইসাথে তাকে বিশ্বস্তও হতে হবে।"

"বুঝতে পেরেছি...মনে হচ্ছে সেরকম একজন অভিজ্ঞ রিসার্চারকে আমি চিনি," বললো ফ্রোডি। "ঐ মেয়েটাই আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড তদন্ত করেছিলো।"

"কার কথা বলছেন, কি করেছিলো সে?" বললো ব্লমকোভিস্ট।

"আমি আসলে নিজের ভাবনার কথা মুখে বলে ফেলেছি," ফ্রোডি বললো। "কিছু না।" বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, ভাবলো আইনজীবি ভদ্রলোক।

"আপনারা আমার ব্যাপারে অন্য কাউকে দিয়ে তদন্ত করিয়েছেন?"

"এটা নাটকীয় কিছু না, মিকাইল। আমরা আপনাকে একটা কাজে নিয়োগ দিতে চাচ্ছিলাম তাই আপনি কি রকম ব্যক্তি সেটা একটু খতিয়ে দেখেছি।"

"এজন্যেই হেনরিক আমার সম্পর্কে এতো কিছু জানে। এই তদন্ত কতোটা ব্যাপক হয়েছিলো?"

"অনেকটাই।"

"*মিলেনিয়াম*-এর সমস্যাটাও কি খতিয়ে দেখা হয়েছিলো?"

কাঁধ তুললো ফ্রোডি। "তাতো হয়েছিলোই।"

আরেকটা সিগারেট ধরালো ব্লমকোভিস্ট। আজকের দিনে এটা তার পঞ্চম সিগারেট।

"লিখিত রিপোর্ট?"

"মিকাইল, এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই।"

"আমি সেই রিপোর্টটা পড়তে চাই," বললো সে।

"ওহ্। এমন কিছু তাতে নেই। আপনাকে ভাড়া করার আগে আপনার সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নিতে চেয়েছিলাম আমরা, এর বেশি কিছু না।"

"আমি সেই রিপোর্টটা পড়তে চাই," কথাটা আবারো বললো মিকাইল।

"এটা দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই।"

"তাই নাকি? তাহলে আমার কথাটা শুনে রাখুন : হয় এক ঘণ্টার মধ্যে সেই রিপোর্টটা আমার হাতে আসবে নয়তো আমি এ কাজ আর করবো না। ছেড়ে দেবো। সোজা স্টকহোমের ট্রেন ধরবো আজই। রিপোর্টটা কোথায়?"

তারা একে অন্যের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো। এরপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্যদিকে তাকালো ফ্রোডি।

"আমার অফিসে, মানে আমার বাড়িতে।"

এ নিয়ে অনেক বাদানুবাদ করলো ফ্রোডি। অবশেষে সন্ধ্যা ছ'টার পর লিসবেথ সালান্ডারের রিপোর্টটা ব্লমকোভিস্টের হাতে তুলে দেয়া হলো। প্রায় আশি পৃষ্ঠা দীর্ঘ একটি রিপোর্ট, সেইসাথে কয়েক ডজন আর্টিকেলের ফটোকপি, সার্টিফিকেট আর তার জীবনের অন্যান্য রেকর্ডও জুড়ে দেয়া আছে।

অনেকটা জীবনী এবং ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টের মতো নিজের সম্পর্কে লেখাগুলো পড়া অদ্ভুত একটি অভিজ্ঞতাই বটে। রিপোর্টটা পড়ে সে বিস্মিত। এতোটা ডিটেইল তথ্য বের করেছে মেয়েটা! সালান্ডার তার অতীতের এমন কিছু অংশ বের করে এনেছে যা কিনা তার কাছে মনে হয়েছিলো এগুলো একেবারেই ইতিহাসের জঞ্জালে চাপা পড়ে গেছে। যৌবনে তার সাথে এক নারীবাদী তরুণীর সম্পর্ক ছিলো যে কিনা বর্তমানে উদীয়মান রাজনৈতিক, তার সম্পর্কেও রিপোর্টে অনেক কথা বলা আছে। *এই মেয়েটা কার সাথে কথা বলে এসব জেনেছে?* এক সময় যে সে রকব্যান্ড বুটস্ট্র্যাপ-এ ছিলো সেটা বর্তমানে কেউই জানে না এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত কিন্তু রিপোর্টে তারও উল্লেখ আছে। তার টাকা-পয়সার নিখুঁত হিসেবও বের করেছে মেয়েটা। *এটা সে কিভাবে করতে পারলো?*

সাংবাদিক হিসেবে ব্লমকোভিস্ট দীর্ঘদিন লোকজন সম্পর্কে তথ্য উদঘাটন করে গেছে। একেবারে পেশাদারী দৃষ্টিকোণ থেকে সালান্ডারের কাজের গুনগতমানের বিচার করতে পারছে সে। এই সালান্ডার নামের মেয়েটি যে অসাধারণ ইনভেস্টিগেটর সে সম্পর্কে তার মনে কোনো সন্দেহ নেই। সে নিজে কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে এরকম কোনো তদন্ত করতে পারতো কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আরেকটা কথা তার মনে হলো; ভ্যাঙ্গারকে তাদের পত্রিকায় অংশীদার করে ভালোই করেছে তারা। কারণ রিপোর্টে *মিলেনিয়াম*-এর আর্থিক যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে সেটা একেবারেই নাজুক। এমন কি এরিকা আর তার দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কথাও অনেক আগে থেকেই জানতো ভ্যাঙ্গার এই রিপোর্টের বদৌলতে। বার্গারের সাথে যখন ভ্যাঙ্গার প্রথম যোগাযোগ করে তখনই লোকটা জানতো পত্রিকার অবস্থা কতোটা নাজুক ছিলো। *লোকটা কি ধরণের খেলা খেলছে?*

ওয়েনারস্ট্রমের ঘটনাটিও সংক্ষেপে আছে। তবে এই রিপোর্টটা যে-ই করে থাকুক না কেন সে মামলা চলাকালীন সময় আদালতে উপস্থিত ছিলো। মামলা চলার সময় ব্লমকোভিস্ট যে কোনো রকম মন্তব্য করা থেকে বিরত ছিলো সে সম্পর্কে রিপোর্টে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। *স্মার্ট মহিলা।*

সবটা পড়ে মিকাইল উঠে দাঁড়ালো। নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না সে। মামলা শেষ হবার পর কি হবে সে সম্পর্কে সালান্ডার নিজের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ণও করেছে। *মিলেনিয়াম* থেকে তার পদত্যাগের পর এরিকা প্রেসকনফারেন্সে যা বলেছে ঠিক তাই লিখেছে মেয়েটা।

কিন্তু সালান্ডার তো এটা করেছে সেই প্রেসকনফান্সেরও আগে। রিপোর্টের কভারটা দেখলো সে। ব্লমকোভিস্টকে সাজা দেয়ার তিন দিন আগে এই রিপোর্টটা করা হয়েছে। *এটা তো অসম্ভব।* প্রেসরিলিজটা তো তখনও শুধুমাত্র

একটি জায়গায় সযত্নে রাখা ছিলো। ব্লমকোভিস্টের কম্পিউটারে। তার অফিসের কম্পিউটারে নয়, একেবারে তার নিজের ল্যাপটপে। লেখাটা তো কখনও প্রিন্টও করা হয় নি। বার্গারের কাছেও এর কোনো কপি ছিলো না, যদিও বিষয়টা নিয়ে তারা কথাবার্তা বলেছিলো।

সালান্ডারের রিপোর্টটা রেখে দিলো ব্লমকোভিস্ট। গায়ে জ্যাকেট চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লো বাইরে। সৈকত ধরে সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গারের বাড়িটা অতিক্রম করে মার্টিনের বিলাসবহুল মোটরবোটটা পেছনে ফেলে আরো সামনে এগিয়ে গেলো সে। খুব আস্তে আস্তে হাটছে আর ভাবছে। অবশেষে একটা বিশাল পাথরের উপর বসে হেডেস্টাড উপসাগরের দিকে তাকিয়ে রইলো। এসবের একটাই জবাব আছে তার কাছে।

"তুমি আমার কম্পিউটারে ঢুকেছিলে, ফ্রোকেন সালান্ডার," তার মুখ দিয়ে কথাটা বের হয়ে গেলো। *"তুমি একজন হ্যাকার।"*.

অধ্যায় ১৮

বুধবার, জুন ১৮

স্বপ্নহীন একটা ঘুম থেকে জেগে উঠলো সালান্ডার। একটু অসুস্থ বোধ করছে। মাথা ঘুরিয়ে না তাকিয়েই বুঝতে পারছে মিম্মি ইতিমধ্যেই কাজে চলে গেছে। তারপরও বেডরুমের গুমোট আবহাওয়ায় মেয়েটার হালকা গন্ধ টের পাচ্ছে সে। মিল-এ ইভিল ফিঙ্গারসের সাথে গতরাতে অনেকগুলো বিয়ার খেয়েছিলো। মিম্মিকে নিয়ে অনেক রাতে বাড়ি ফিরে এসেছে তারপর।

মিম্মির মতো সালান্ডার নিজেকে কখনও একজন সমকামী ভাবে না। তবে সে কি একজন স্ট্রেইট, গে, নাকি লেসবিয়ান সেটাও কখনও ভেবে দেখে নি। এ ব্যাপারটা নিয়ে মোটেও মাথা ঘামায় না সালান্ডার। তার সাথে যে ঘুমাবে সে এটা নিয়ে ভাববে। তবে তাকে যদি বেছে নিতে বলা হয় সে একজন পুরুষকেই বেছে নেবে–তারাই এগিয়ে আছে, তার নিজের পরিসংখ্যান অন্তত তাই বলে। তবে সমস্যা হলো বিরক্তিকর নয় এবং বিছানায় বেশ পারঙ্গম একজন পুরুষ খুঁজে পাওয়াটাই বড় সমস্যা। মিম্মির বেলায় সে একটু 'মধুর ছাড়' দিয়েছে। সে-ই পটিয়েছে সালান্ডারকে। এক বছর আগে প্রাইড ফেস্টিভেলের বিয়ারশপে তার সাথে মিম্মির দেখা হয়। মিম্মি হলো একমাত্র মানুষ যাকে সে ইভিল ফিঙ্গারসের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। তবে তাদের এই সম্পর্কটা এখনও অতোটা সিরিয়াস পর্যায়ে যায় নি। মিম্মির নরম আর উষ্ণ শরীরের সংস্পর্শে ঘুমাতে তার ভালোই লাগে, আরো ভালো লাগে একসাথে নাস্তা করতে।

তার ঘড়ি বলছে ৯:৩০ বাজে। দরজার বেলটা যখন আবারো বেজে উঠলো তখনই বুঝতে পারলো কেন তার ঘুমটা ভেঙে গেছে। অবাক হয়ে উঠে বসলো সে। এসময় কখনই তার ঘরের বেল বাজায় নি কেউ। সত্যি বলতে কি খুব অল্প সংখ্যক লোকই তার দরজায় বেল বাজিয়েছে। গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে দরজা খুলে তার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেলো। মিকাইল ব্লমকোভিস্ট দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। শিড়দাড়া বেয়ে শীতল একটি অনুভূতি বয়ে যেতেই আনমনে পিছিয়ে গেলো এক পা।

"শুভ সকাল, ফ্রোকেন সালান্ডার," বেশ আন্তরিকভাবেই সম্ভাষণ জানালো তাকে। "মনে হচ্ছে এখনও ঘুম কাটে নি তোমার। আমি কি ভেতরে আসতে পারি?"

জবাবের আশা না করে ভেতরে ঢুকে নিজেই দরজা বন্ধ করে দিলো ব্লমকোভিস্ট। হলের মেঝেতে স্তুপ করে রাখা কাপড় আর সংবাদপত্রে ঠাসা

অনেকগুলো ব্যাগের দিকে কৌতুহলী চোখে তাকালো সে। এরপর যখন বেডরুমে তাকালো সালান্ডারের দুনিয়াটা তখন রীতিমতো ঘুরছে। ভেবেই পাচ্ছে না এসব কী হচ্ছে। *কিভাবে? কি? কে?* ব্লমকোভিস্ট তার দিকে বিস্ময় আর কৌতুহল নিয়ে তাকালো।

"মনে হচ্ছে এখনও নাস্তা করো নি, তাই সঙ্গে করে কিছু খাবার নিয়ে এসেছি আমি। গরু আর টার্কির রোস্ট, সাথে একটি ভেজিটেরিয়ান এভোকাডো। তুমি কি খেতে পছন্দ করো সেটা না জেনেই এগুলো নিয়ে এসেছি।" রান্নাঘরে ঢুকে তার কফিমেকারটা তুলে নিলো সে। "কফি কোথায় রাখো?" জানতে চাইলো ব্লমকোভিস্ট। ট্যাপ থেকে পানির শব্দ পাওয়ার আগ পর্যন্ত বরফের মতো জমে রইলো সালান্ডার। দ্রুত এগিয়ে এলো তারপর।

"থামুন! এক্ষুণি থামুন!" বুঝতে পারলো বেশি জোরে চেঁচাচ্ছে তাই গলারস্বর নামিয়ে ফেললো সঙ্গে সঙ্গে। "আরে আপনি এমনভাবে এখানে ঢুকে পড়েছেন যেনো এটা আপনার নিজের ঘর। আমাদের তো পরিচয় পর্যন্ত নেই।"

ব্লমকোভিস্ট থেমে তার দিকে ঘুরে তাকালো। তার হাতে একটা জগ।

"ভুল! অন্য সবার চেয়ে তুমি আমাকে অনেক বেশি চেনো। কি, সত্যি বলেছি না?"

আবারো ঘুরে কফিমেশিনে পানি ঢেলে তার কাপবোর্ড খুলে কফি খুঁজতে লাগলো সে। "তুমি এই কাজটা কিভাবে করেছো সেটা অবশ্য আমি জানি। আমি তোমার সব সিক্রেট জেনে গেছি।"

চোখ বন্ধ করে ফেললো সালান্ডার। তার কাছে মনে হচ্ছে মেঝেটা যেনো কাঁপছে। মানসিক প্যারালাইসিস অবস্থায় পড়ে গেছে সে। মাথা ঘুরছে তার। পরিস্থিতিটা একেবারেই অবাস্তব। কোনোভাবেই তার মাথা কাজ করছে না। যাদের উপর সে কাজ করে তাদেরকে কখনই সামনাসামনি মোকাবেলা করে নি। *আমি কোথায় থাকি সেটা সে জানে!* রান্নাঘরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। এটা তো একেবারেই অসম্ভব। মারাত্মক একটি ব্যাপার। *আমি কে সেটা সে জানে!*

টের পেলো তার গায়ের চাদরটা পড়ে যাচ্ছে, ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিলো সেটা। লোকটা কিছু বললেও প্রথমে সেটা ধরতে পারলো না সালান্ডার। "আমাদের কথা বলতে হবে," আবারো বললো ব্লমকোভিস্ট। "তবে আমার মনে হয় তার আগে তোমার গোসল করে নেয়া দরকার।"

গুছিয়ে বলার চেষ্টা করলো সে। "আমার কথা শুনুন আগে–আপনি যদি আমার সাথে কোনো রকম সমস্যা পাকানোর চিন্তা করে থাকেন তাহলে শুধু আমার সাথে নয় আপনাকে আরো অনেকের সাথে কথা বলতে হবে। আমি আমার কাজ করেছি। কিছু বলার থাকলে আমার বসের সাথে কথা বলুন।"

হাত তুললো সে। বিশ্বজনীন শান্তির প্রতীক, অথবা এর মানে হলো, *আমার কাছে কোনো অস্ত্র নেই।*

“আরমানস্কির সাথে আমি ইতিমধ্যে কথা বলেছি। ভালো কথা, সে চেয়েছিলো তুমি তাকে ফোন করবে–গতরাতে তার করা কোনো ফোনকলের জবাব দাও নি।”

তার কাছ থেকে কোনো রকম হুমকির আশংকা না করলেও ব্লমকোভিস্ট যখন তার কাছে এগিয়ে এলো একটু পিছিয়ে গেলো সালান্ডার। তার হাত ধরে তাকে বাথরুমের দরজার কাছে নিয়ে এলো সে। তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ তাকে স্পর্শ করলে তার ভালো লাগে না।

“আমি কোনো সমস্যা পাকাতে চাই না,” বললো সে। “তবে তোমার সাথে কথা বলার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি। তোমার জামাকাপড় পরতে পরতে কফি তৈরি হয়ে যাবে আশা করি। তবে সবার আগে ভালো করে শাওয়ার নিয়ে নাও।”

চুপচাপ তার কথা মতো কাজ করলো সালান্ডার। *লিসবেথ সালান্ডার কখনও এভাবে কারো কথায় কাজ করে নি,* ভাবলো সে।

বাথরুমের দরজায় হেলান দিয়ে চিন্তাভাবনা গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করলো সে। এর আগে আর কখনওই এতোটা কাঁপুনি হয় নি তার। তবে এটা বুঝতে পারছে তার এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য ভালো করে শাওয়ার নেবার দরকার আছে। গোসল সেরে বেডরুমে গিয়ে জিন্স আর টি-শার্ট পরে নিলো যার গায়ে একটা শ্লোগান লেখা আছে : গতকাল ছিলো কেয়ামত–আজকে আমরা আরো কঠিন সমস্যায় পড়েছি।

চেয়ারের উপর রাখা চামড়ার জ্যাকেটের পকেট থেকে ইলেক্ট্রিক শক দেবার টেসারটা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলো ভালোমতো লোড করা আছে কিনা। হ্যা, পরিপূর্ণ লোড করা আছে। জিন্স প্যান্টের পেছনের পকেটে রেখে দিলো সেটা। সারা অ্যাপার্টমেন্টে কফির সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। গভীর করে দম নিয়ে রান্নাঘরে ফিরে এলো সালান্ডার।

“তুমি কি কোনো দিন ঘরদোর পরিস্কার করো না?” জানতে চাইলো ব্লমকোভিস্ট।

এঁটো ডিশ আর অ্যাস্ট্রে সিঙ্কে রেখে দিয়েছে সে। পুরনো দুধের কার্টনগুলো বাস্কেটে ফেলে টেবিল থেকে পাঁচ সপ্তাহের সংবাদপত্রগুলো সরিয়ে সেটা পরিস্কার করে মগ রেখে দিয়েছে সেখানে। তাহলে সে ঠাট্টা করে নি। *ঠিক আছে, দেখি ব্যাপারটা কোন্ দিকে গড়ায়।* তার বিপরীতে ব'সে পড়লো সালান্ডার।

“তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দাও নি। গরুর কিংবা টার্কির রোস্ট নাকি ভেজিটেরিয়ান?”

"গরুর রোস্ট।"

"তাহলে আমি টার্কি নিচ্ছি।"

চুপচাপ খেয়ে গেলো আর একে অন্যেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে গেলো তারা। সালান্ডারের খাওয়া শেষ হয়ে গেলেও ব্লমকোভিস্ট সবেমাত্র অর্ধেক খেতে পেরেছে। জানালার কাছ থেকে এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে একটায় আগুন ধরালো সে।

ব্লমকোভিস্টই প্রথম কথা বললো। "তোমার মতো হয়তো অতো ভালো ইনভেস্টিগেটর আমি নই তবে নিদেনপক্ষে আমি এটা বের করতে পেরেছি যে তুমি ভেজিটেরিয়ান নও-অথবা হের ফ্রোডি যেমনটি মনে করে তুমি ক্ষুধামন্দা রোগে আক্রান্ত। এই দুটো তথ্য আমি আমার রিপোর্টে উল্লেখ করবো।"

তার দিকে চেয়ে রইলো সালান্ডার। ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসলেও ব্লমকোভিস্ট বরং মজাই পেলো। পরিস্থিতিটা একেবারেই অবাস্তব ঠেকছে তার কাছে। নিজের কফিতে চুমুক দিলো সালান্ডার। লোকটার চোখ দুটোতে বেশ মায়া মায়া ভাব আছে। তার মনে হলো এই লোকটা আর যাই হোক না কেন বাজে লোক হবে না। এর সম্পর্কে যে তদন্ত করেছে তাতেও এমন খারাপ কিছু সে পায় নি যে লোকটাকে বান্ধবী ধর্ষণকারী কিংবা সেরকম কিছু বলা যাবে। নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিলো যে সে-ই একমাত্র ব্যক্তি যে সব জানে। *জ্ঞানই শক্তি।*

"আপনি হাসছেন কেন?" জানতে চাইলো সালান্ডার।

"দুঃখিত। আসলে এভাবে ঢুকে পড়ার কোনো পরিকল্পনা আমার ছিলো না। তোমাকে ভড়কে দেবার ইচ্ছেও আমার ছিলো না। তবে দরজা খোলা আগে নিজের চেহারাটা দেখা উচিত ছিলো তোমার। একেবারে বিরল একটা অভিব্যক্তি ছিলো সেটা।"

নীরব। অবাক হয়ে বুঝতে পারলো লোকটার এভাবে ঢুকে পড়াটা তার কাছে খুব একটা অগ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না-অন্তত খারাপ তো লাগছেই না।

"এটাকে তুমি আমার ব্যাপারে নাক গলানোর প্রতিশোধ হিসেবে দেখতে পারো," বললো সে। "তুমি কি ভয় পাচ্ছো?"

"মোটেও না," বললো সালান্ডার।

"ভালো। তোমাকে বিপদে ফেলার জন্য এখানে আমি আসি নি।"

"আপনি যদি আমার কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করেন তো আমিও আপনাকে আঘাত করবো। এরজন্যে আপনাকে পস্তাতে হবে।"

মেয়েটাকে ভালো ক'রে দেখে নিলো ব্লমকোভিস্ট। উচ্চতা বড়জোর চার ফিট এগারো ইঞ্চি, দেখে মনে হয় না কেউ যদি তার ঘরে জোর করে ঢুকে পড়ে তাহলে খুব একটা বাধা দিতে পারবে। প্রতিরোধ করার তো প্রশ্নই ওঠে না। তবে মেয়েটার চোখ দুটো একেবারেই অভিব্যক্তিহীন আর শীতল।

“তার অবশ্যই কোনো দরকার পড়বে না,” অবশেষে বললো সে। “আমি শুধু তোমার সাথে কথা বলতে এসেছি। তুমি যদি চাও আমি এখান থেকে চলে যাবো সেটা মুখে বললেই হবে। ব্যাপারটা খুব হাস্যকর...তবে...কিছু না...”

“কি?”

“শুনতে হয়তো উদ্ভট শোনাবে, তবে সত্যি হলো মাত্র চারদিন আগেও আমি তোমার অস্তিত্বের কথা জানতাম না। এরপর আমাকে নিয়ে তোমার তদন্ত প্রতিবেদনটি পড়লাম।” কাঁধের ব্যাগ থেকে রিপোর্টটা বের করলো সে। “এটা পড়া আনন্দদায়ক কাজ ছিলো না।”

রান্নাঘরের জানালার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো। “আমি কি একটা সিগারেট বাম করতে পারি?” প্যাকেটটা টেবিলের উপর দিয়ে ঠেলে দিলো।

“তুমি বলেছিলে আমরা একে অন্যেকে চিনি না, তখন আমি বলেছিলাম, না, আসলে আমরা একে অন্যেকে চিনি।” রিপোর্টটার দিকে ইশারা করলো ব্লমকোভিস্ট। “তোমার সাথে আমি প্রতিযোগীতা করতে পারবো না। আমি কেবল তোমার সম্পর্কে টুকটাক খোঁজখবর নিয়েছি। এই ধরো তোমার ঠিকানা, জন্ম তারিখ এসব কিছু। তবে তুমি আমার সম্পর্কে অনেক কিছু জানো। তার বেশিরভাগই একান্ত গোপনীয়, যা কিনা আমার ঘণিষ্ঠ বন্ধুরাই জানে। আর এখন আমি তোমার সাথে তোমারই ঘরে বসে খাওয়া দাওয়া করছি। আধ ঘণ্টা আগে আমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হয়েছি। তবে আমার মনে হচ্ছে আমরা অনেক বছর ধরে ঘণিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। তোমার কাছে কি কিছু মনে হচ্ছে?”

মাথা নাড়লো সে।

“তোমার চোখ দুটো খুব সুন্দর,” বললো সে।

“আপনার চোখও খুব সুন্দর,” পাল্টা বললো সালান্ডার।

দীর্ঘ নীরবতা।

“আপনি এখানে কেন এসেছেন?”

কাল ব্লমকোভিস্ট–তার ডাক নামটা মনে পড়ে গেলো তার। জোর করে সেটা বলার প্রলোভন থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হলো। তাকে আচমকা খুব সিরিয়াস দেখাচ্ছে। চোখ দুটোতে ভর করেছে ক্লান্তি। এই অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার সময় যে আত্মপ্রত্যয়ী মনোভাব তার মধ্যে দেখা গিয়েছিলো এখন সেটা উধাও হয়ে গেছে যেনো। চটপট স্বভাবটা আর দেখা যাচ্ছে না। কিংবা সেটা হয়তো দমিয়ে রেখেছে আপাতত। তার কাছে মনে হলো ব্লমকোভিস্ট তাকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে।

সালান্ডারের কাছে মনে হচ্ছে সে তার নার্ভের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছে না। তার কাজের যে ধরণ তাতে ক্লায়েন্টের এরকম হঠাৎ উপস্থিতিতে সে ভড়কে গেছে অনেকটাই। লোকজনের ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি করাই তার রুটি

রোজগার। অবশ্য আরমানস্কির জন্য এ পর্যন্ত যা করেছে সেটাকে সত্যিকারে কোনো কাজ বলেও সে মনে করে না। এটাকে নিছক শখ হিসেবে নিয়েছে সে।

সত্যি হলো অন্য লোকের গোপন কথা খুঁজে বের করা আর তাদের অতীত জীবন সম্পর্কে তথ্য জোগার করা কাজটা সে বেশ ভালোই উপভোগ করে। এ পর্যন্ত তার যতোটুকু মনে পড়ে এই একটা কাজই সে ক'রে গেছে। আজো এ কাজ করে যাচ্ছে সে। শুধু যে আরমানস্কি তাকে কাজ দিলে সে কাজ করে তা নয়, অনেক সময় আনন্দ পাবার জন্যও এ কাজ করে থাকে সে। এটা তাকে উজ্জীবিত করে। যেনো জটিল কোনো কম্পিউটার গেম। ব্যতিক্রম হলো এখানে তাকে সত্যিকারের লোকজনের ব্যাপারে কাজ করতে হয়। আর এখন কিনা তার সেরকম শখের একজন ব্যক্তি ঠিক তার সামনেই বসে আছে। ব্যাপারটা একেবারেই অবাস্তব।

"আমার একটা অসাধারণ সমস্যা হয়েছে." বললো ব্লমকোভিস্ট। "আমাকে বলো, তুমি যখন ফ্রোডি সাহেবের জন্য আমার উপর তদন্ত করছিলে তখন কি জানতে সেটা কি কাজে ব্যবহার করা হবে?"

"না।"

"আমার সম্পর্কে ফ্রোডি সাহেব, কিংবা নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে তার কর্তা এইসব তথ্য জানতে চেয়েছে তার কারণ আমাকে একটা ফ্ল্যান্স কাজ দিতে চেয়েছিলো সে।"

"আচ্ছা।"

তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো সে।

"অন্য কোনো দিন হলে তুমি আর আমি অন্যের ব্যাপারে নাক গলানোর নৈতিকতা নিয়ে কথা বলতাম কিন্তু এই মুহূর্তে আমার হাতে একটি ভিন্ন ধরণের সমস্যা আছে। যে কাজটা আমাকে দেয়া হয়েছে সেটা একেবারেই অদ্ভুত একটি কাজ। এরকম কোনো কাজ আমি জীবনেও করি নি। এ ব্যাপারে বেশি কিছু বলার আগে তোমাকে আমার বিশ্বাস করতে হবে, লিসবেথ।"

"কি বলতে চাচ্ছেন?"

"আরমানস্কি অবশ্য আমাকে বলেছে তুমি একশতভাগ বিশ্বস্ত। তারপরও তোমাকে জিজ্ঞেস করছি। আমি তোমাকে যে কথাটা বলবো সেটা কি তুমি গোপন রাখবে? যেকোনো পরিস্থিতিতেই পড়ো না কেন এই কথাটা কাউকে বলতে পারবে না।"

"দাঁড়ান। আপনি ড্রাগানের সাথে কথা বলেছেন? সে-ই কি আপনাকে এখানে পাঠিয়েছে?" *আমি তোকে খুন করবো, শালার বোকাচোদা আর্মেনিয়ান।*

"ঠিক তা নয়। তুমি কিন্তু একমাত্র ব্যক্তি নও যে অন্যের ঠিকানা খুঁজে বের করতে পারে। এটা আমি নিজে নিজেই করেছি। ন্যাশনাল রেজিস্ট্রিতে খুঁজে

দেখেছি মাত্র তিনজন লিসবেথ সালান্ডার আছে। বাকি দু'জনের সাথে ম্যাচ করে নি। তবে গতকাল আরমানস্কির সাথে আমার দীর্ঘ আলাপ হয়েছে। সেও মনে করে তোমাকে না ঘাটানোই ভালো। শেষে আমি তাকে বোঝাতে পেরেছি আমার উদ্দেশ্যটা বেআইনী কিছু না।"

"সেটা কি জানতে পারি?"

"তোমাকে তো বলেছিই ফ্রোডির নিয়োগদাতা আমাকে একটা কাজের জন্য ভাড়া করেছে। এখন আমি এমন একটি জায়গায় এসে পৌছেছি যেখানে দক্ষ একজন রিসার্চার দরকার। ফ্রোডি তোমার কথা বললো, তুমি নাকি এ কাজে খুব দক্ষ। সে অবশ্য তোমার পরিচয় দিতে চায় নি তবে আমি যেভাবেই হোক সেটা বের ক'রে নিয়েছি। আমি কি চাই সেটা আরমানস্কিকে বলেছি। সব শুনে সেও বলেছে ঠিক আছে। তারপর তোমাকে ফোন করার চেষ্টা করেছিলো। এই তো...তারপর এখন আমি এখানে। চাইলে তুমি তাকে ফোন করে জেনে নিতে পারো।"

নিজের মোবাইল ফোনটা খুঁজে পেতে বেশ কয়েক মিনিট লেগে গেলো সালান্ডারের। এই ফাঁকে পুরো ঘরটায় চোখ বুলিয়ে নিলো ব্লকোভিস্ট। তার সব আসবাবগুলোই ভ্রাম্যমান জাতীয়। তবে অত্যাধুনিক একটি ল্যাপটপ আছে তার। লিভিংরুমে আছে একটা ডেস্ক। শেলফে একটা সিডি প্লেয়ার আর মাত্র দশটার মতো সিডি আছে তার সংগ্রহে তাও আবার এমন একটি ব্যান্ডের যার নাম কখনও শোনে নি সে। সিডির কভারে যাদের ছবি আছে তাদের দেখে ভ্যাম্পায়ার বলে মনে হচ্ছে। সম্ভবত সঙ্গীত তার কাছে সবচাইতে বড় আকর্ষণ নয়।

সালান্ডার দেখতে পেলো আরমানস্কি তাকে আগের দিন মোট সাতবার আর আজ সকালে দু'বার ফোন করেছিলো। তার নাম্বারে ফোন করলো সে, ব্লমকোভিস্ট দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলো তাদের কথা।

"আমি...দুঃখিত...হ্যা...বন্ধ করা ছিলো...জানি, আমাকে হায়ার করতে চাচ্ছেন তিনি...না, বালের আমার লিভিংরুমেই দাঁড়িয়ে আছেন এখন..." তার কণ্ঠটা চড়া হয়ে গেলো। "ড্রাগান আমার হ্যাঙ্গওভার হচ্ছে, মাথা ব্যাথা করছে খুব। সুতরাং ঘুরিয়ে পেচিয়ে না বলে সরাসরি বলো...কাজটা কি নেয়া যাবে নাকি যাবে না?...ধন্যবাদ তোমাকে।"

লিভিংরুমের দরজা দিয়ে ভেতরে তাকালো সালান্ডার। ব্লমকোভিস্ট তার বুকশেলফ থেকে একটা সিডি বের করে দেখছে। লেবেল ছাড়া বাদামী রঙের একটি পিলের বোতল খুঁজে পেলে বোতলটা আলোর দিকে তুলে ধরলো সে। বোতলের মুখটা যেই না খুলতে যাবে অমনি সালান্ডার এসে তার হাত থেকে ছো মেরে সেটা কেড়ে নিলো। রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে চেয়ারে বসে নিজের কপাল ঘষতে লাগলো সে। ব্লমকোভিস্ট চলে এলো তার কাছে।

"নিয়মগুলো খুব সহজ সরল," বললো সালান্ডার। "আপনি আরমানস্কি আর আমার সাথে আলোচনা করেছেন এরকম কোনো কিছু কারো সাথে শেয়ার করা যাবে না। এ নিয়ে মিল্টন সিকিউরিটির সাথে একটা চুক্তি হবে। তবে কাজটা করবো কি করবো না তার আগে আমি জানতে চাইবো সেটা কি ধরণের কাজ। তার মানে কাজটা আমি করি আর না করি আপনি আমাকে যা যা বলবেন তার সবই গোপন রাখার ব্যাপারে আমি একমত। আপনি কোনো রকম মারাত্মক ক্রিমিনাল কাজ করলে আমি সঙ্গে সঙ্গে সেটা ড্রাগানের কাছে রিপোর্ট করবো। আর সে পুলিশের কাছে সেটা রিপোর্ট করে দেবে।"

"চমৎকার।" দ্বিধার সাথে বললো ব্লমকোভিস্ট। "কিন্তু তোমাকে ঠিক কোন কাজের জন্য ভাড়া করছি সেটা আরমানস্কি পুরোপুরি জানে না..."

"ঐতিহাসিক কোনো বিষয়ে রিসার্চ, সে আমাকে বলেছে।"

"উমমম...হ্যা। তা ঠিক। আমি চাই তুমি একজন খুনিকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে আমায়।"

হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গারের কেসটা সম্পর্কে বিস্তারিত সব কিছু খুলে বলতে এক ঘন্টা লেগে গেলো। কোনো কিছুই বাদ দিলো না সে। মেয়েটাকে হায়ার করার ব্যাপারে ফ্রোডির কাছ থেকে তার অনুমতি নেয়া আছে। আর এটা করতে হলে সালান্ডারকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে হবে।

সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গার সম্পর্কেও সব বললো তাকে, এটাও জানালো যে হ্যারিয়েটের জানালায় যে মুখটা দেখা গেছে সেটা সিসিলিয়ার। যতোটুকু সম্ভব সালান্ডারের তার চারিত্রিক বর্ণনা দিলো সে। মহিলা তার সন্দেহের তালিকায় একেবারে শীর্ষে আছে সেটাও জানাতে ভুলে গেলো না। তবে এটাও ঠিক সিসিলিয়া কোনো হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত কিংবা এরকম জঘন্য কাজে সহায়তা করেছে সেটা বিশ্বাস করে না সে। কারণ ঐ ঘটানা যখন ঘটে তখন তার বয়স অনেক কম ছিলো।

ডেটবুকের একটা কপি দিলো সালান্ডারকে : "মাগদা–৩২০১৬; সারা–৩২১০৯; আর.জে–৩০১১২; আর.এল–৩২০২৭; মেরি–৩২০১৮।" সেইসাথে লেভিটিকাসের পংক্তিগুলোও দিলো তাকে।

"আপনি আমার কাছ থেকে কি চান?"

"আর.জে মানে রেবেকা জ্যাকবসন সেটা আমি চিহ্নিত করতে পেরেছি।" পাঁচ সংখ্যার নাম্বারটি দিয়ে কি বুঝিয়েছে সেটা তাকে বললো ব্লমকোভিস্ট। "আমার ধারণা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে আমরা আরো চারজন ভিকটিমকে খুঁজে পাবো–মাগদা, সারা, মেরি আর আর.এল।"

"আপনি মনে করছেন তাদের সবাইকে খুন করা হয়েছে?"

"আমি বলতে চাচ্ছি আমরা এমন একজন খুনিকে খুঁজছি যে কিনা পঞ্চাশ এবং সম্ভবত ষাটের দশকে অনেকগুলো খুন করেছিলো। যার সাথে হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গারের কোনো না কোনো সংযোগ ছিলো আমি *হেডেস্টাড কুরিয়ার*-এর পুরনো সংখ্যাগুলো ঘেটে দেখেছি। রেবেকার হত্যাকাণ্ডটিই একমাত্র আলোচিত খুন যার সাথে হেডস্টোডের সম্পর্ক ছিলো। আমি চাই তুমি এই ব্যাপারটা খতিয়ে দেখবে, দরকার হলে সমগ্র সুইডেনে, যতোক্ষণ না নাম আর পংক্তিগুলোর সঙ্গতিপূর্ণ কিছু পাওয়া যাচ্ছে।"

অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ আর অভিব্যক্তিহীন বসে রইলো সালান্ডার, এদিকে অধৈর্য হয়ে উঠলো ব্লমকোভিস্ট। মেয়েটা মুখ তুলে তাকানোর আগ পর্যন্ত ভাবতে লাগলো এই মেয়েটার কাছে এসে ভুল করেছে কিনা।

"কাজটা আমি নিচ্ছি। তবে প্রথমে আপনাকে আরমানস্কির সাথে একটা কনট্র্যাক্ট করে নিতে হবে।"

আরমানস্কি কনট্রাক্টের একটা প্রিন্ট বের করে নিয়ে এলো। ব্লমকোভিস্ট এটা ফ্রোডির স্বাক্ষর নেবার জন্য হেডেস্টাডে নিয়ে যাবে। সালান্ডারের অফিসে ফিরে এসে দেখতে পেলো ব্লমকোভিস্ট আর মেয়েটা ল্যাপটপে ঝুঁকে কী যেনো দেখছে। সালান্ডারের কাঁধে হাত রেখেছে সে–*তাকে স্পর্শ করছে ব্লমকোভিস্ট*–একটা জিনিসের দিকে ইঙ্গিত করছে। করিডোরে একটু দাঁড়িয়ে রইলো আরমানস্কি।

মনে হলো ব্লমকোভিস্ট এমন কিছু বলেছে যার জন্য মেয়েটা খুবই অবাক হয়ে আছে। এরপরই উচ্চস্বরে হেসে ফেললো সালান্ডার।

এর আগে আরমানস্কি কখনই তাকে সশব্দে হাসতে শোনে নি। অনেক বছর ধরেই এই মেয়েটার বিশ্বাস অর্জন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সে। মাত্র পাঁচ মিনিট ধরে ব্লমকোভিস্টের সাথে মেয়েটার পরিচয় অথচ কতো সহজেই না তার কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য ব্লমকোভিস্টের প্রতি এতোটা ঈর্ষা অনুভব করলো যে ভেতরে ভেতরে নিজেই অবাক হলো সে। দরজার কাছে এসে গলা খাকারি দিয়ে কনট্র্যাক্টের ফোল্ডারটি নামিয়ে রাখলো আরমানস্কি।

দুপুরের দিকে অল্প সময়ের জন্য *মিলেনিয়াম*-এর অফিসে গেলো ব্লমকোভিস্ট। পদত্যাগ করার পর এই প্রথম সেখানে গেলো সে। অতি পরিচিত সিঁড়িগুলো দিয়ে উঠতে গিয়ে খুবই অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো তার। দরজার কোডে কোনো পরিবর্তন করা হয় নি। সবার অলক্ষ্যে ঢুকে পড়ে কিছুক্ষণ চারপাশে তাকিয়ে দেখলো।

মিলেনিয়াম-এর অফিসটি এল আকৃতির। প্রবেশপথেই আছে হলরুম, এটা বেশ বড় হলেও খুব বেশি কিছু সেখানে নেই। মাত্র দুটো সোফা রয়েছে, সুতরাং এক দিক থেকে দেখলে এটা তাদের রিসেপশন রুম। এরপরই আছে লাঞ্চরুম, কিচেন, টয়লেট আর দুটো স্টোরেজরুম। ইন্টার্নদের জন্য দুটো ডেস্কও আছে সেখানে। প্রবেশপথের ডান দিকে কাঁচের ঘরটা ডিজাইনার মামের। ওটার আয়তন ৫০০ বর্গফুটের মতো। তার রুম থেকে সোজা নীচের তলায় চলে যাবার একটা সিঁড়ি আছে। বামে আছে সম্পাদকীয় অফিস, ৩৫০ বর্গফুটের মতো হবে সেটি। গোথগাথানের দিকে মুখ করা জানালা রয়েছে সেই ঘরে।

সব কিছুর ডিজাইন করেছে বার্গার। তিনজন সংবাদকর্মীর কক্ষ গ্লাস দিয়ে বাকিদের থেকে আলাদা করেছে সে। একেবারে পেছন দিকে নিজের জন্য একটা বিশাল রুম নিয়েছে। এটাই একমাত্র রুম যেটা কিনা প্রবেমুখ থেকে দেখা যায়।

তৃতীয় রুমটি অন্যদের চেয়ে একটু দূরে অবস্থিত। এটা সনি ম্যাগনাসনের, দীর্ঘদিন সে *মিলেনিয়াম*-এর সবচাইতে সফল অ্যাডভার্টাইজিং সেলসম্যান ছিলো। তাকে নিয়োগ দিয়েছিলো বার্গার। ভালো বেতনসহ বিজ্ঞাপনের আয় থেকে মোটা অঙ্কের কমিশন পাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো তার জন্য। কয়েক বছর ধরে সে যতোই চেষ্টা করুক না কেন তাদের বিজ্ঞাপনের হার কমে আসছে, সেইসাথে কমে আসছে ম্যাগনাসনের আয়। তারপরও এখানে পড়ে আছে সে পত্রিকাটির প্রতি তার মমত্ববোধের কারণে। আমার মতো নয় যে কিনা *মিলেনিয়াম*-এর বিপর্যয়ের কারণ হবার পরও দুর্দিনে তাদের ছেড়ে চলে এসেছে, ভাবলো ব্লমকোভিস্ট।

সাহস সঞ্চয় করে অফিসের ভেতর ঢুকে পড়লো সে। প্রায় ফাঁকা। বার্গারকে নিজের ডেস্কে বসে ফোনে কথা বলতে দেখলো। মনিকা নিলসনও তার ডেস্কে আছে। এই মহিলা রাজনৈতিক রিপোর্টের ব্যাপারে খুবই অভিজ্ঞ। তার মতো সিনিক মহিলা এই জীবনে সে দ্বিতীয়টি দেখে নি। নয় বছর ধরে এখানে আছে, ক্রমশ নামডাক ছড়িয়ে পড়ছে তার। হেনরি কোর্তেজ হলো এডিটোরিয়াল স্টাফদের মধ্যে সবচাইতে তরুণ। দু'বছর আগে সাংবাদিকতায় গ্র্যাজুয়েট করে এখানে ইন্টার্ন করার জন্য এসে বলেছিলো মিলেনিয়াম ছাড়া অন্য কোথাও নাকি কাজ করবে না। তাকে নেয়ার কোনো ইচ্ছে বার্গারের ছিলো না তারপরও তাকে একটা ডেস্ক দিয়ে দেয় কাজ করার জন্য। অল্প ক'দিন পরই তাকে স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে নিয়ে নেয়া হয়।

তারা দু'জনেই তাকে দেখে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো। জড়িয়ে ধরে তার গালে চুমু খেয়ে পিঠ চাপড়ে দিলো তারা। এক সময় জানতে চাইলো সে আবার কাজে ফিরে এসেছে কিনা। না, এখান দিয়ে যাবার সময় সবাইকে হ্যালো বলার জন্য এসেছে সে। তাছাড়া তাদের বসের সাথে তার কিছু কথা আছে।

তাকে দেখে বার্গারিও আনন্দিত হলো। ভ্যাঙ্গারের অবস্থা জানতে চাইলো সে। ফ্রোডি তাকে যা বলেছে তারচয়ে বেশি কিছু সে জানে না : তার অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন।

"তাহলে শহরে কি কাজে এসেছো?"

কথাটা শুনে একটু বিব্রত হলো ব্লমকোভিস্ট। এখান থেকে অল্প দূরে মিল্টন সিকিউরিটি'তে এসেছিলো সে। যাবার সময় এখানে আসার লোভ সংবরণ করতে পারে নি। একজন কম্পিউটার হ্যাকারকে নিজের কাজে ভাড়া করতে এসেছিলো এটা বলা হয়তো ঠিক হবে না। সুতরাং তাকে বলতে হলো ভ্যাঙ্গার সংশ্লিষ্ট একটা কাজে স্টকহোমে এসেছে। এক্ষুণি তাকে ফিরে যেতে হবে হেডেস্টাডে। ম্যাগাজিনের কাজকর্ম কেমন চলছে জানতে চাইলো সে।

"বিজ্ঞাপন আর সার্কুলেশনের ব্যাপারে সুসংবাদ থাকলেও আমাদের আকাশে একটি কালো মেঘ এসে ভর করেছে।"

"সেটা কি?"

"জেইন ডালম্যান।"

"আচ্ছা।"

"হেনরিক ভ্যাঙ্গার আমাদের পার্টনার হচ্ছে সেই খবরটা প্রকাশ হবার পর এপ্রিলে তার সাথে আমার কথা হয়েছিলো। আমি জানি না জেইনের স্বভাবই এরকম কিনা, শুধু নেতিবাচক চিন্তা করে। নাকি সে কোনো মারাত্মক খেলা খেলতে চাচ্ছে।"

"কি হয়েছে?"

"তেমন কিছু না। বলতে পারো তাকে আর বিশ্বাস করতে পারছি না। হেনরিক ভ্যাঙ্গারের সাথে এগ্রিমেন্ট হবার পর আমি আর ক্রাইস্টার সিদ্ধান্ত নেই সব স্টাফকে ব্যাপারটা জানিয়ে দেবো যে, আমরা আপাতত কোনো আর্থিক সংকটে নেই, অথবা..."

"অথবা হাতেগোনা কয়েকজনকে শুধু জানাবে।"

"ঠিক ধরেছো। আমাকে হয়তো একটু বেশি সন্দেহবাদী বলতে পারো কিন্তু আমি আসলে চাই নি ডালম্যান খবরটা ফাঁস করে দিক। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যেদিন এগ্রিমেন্টটা আনুষ্ঠানিকভাবে সবাইকে জানানো হবে সেদিনই সব স্টাফকে খবরটা দেবো। তার মানে এই খবরটা আমাদেরকে এক মাসের মতো গোপন রাখার দরকার ছিলো।"

"তারপর?"

"খবরটা শোনার পর সবাই খুব উৎফুল্ল হলো। ডালম্যান ছাড়া সবাই চিয়া... করলো, একে অন্যেকে অভিবাদন জানালো। আমাদের তো আর বিশা... কর্মীবাহিনী নেই–মাত্র তিনজন এডিটোরিরয়াল স্টাফ। তিনজন লোক উচ্ছা...

প্রকাশ করছিলো, তাদের সাথে কিছু ইন্টার্ন। কিন্তু একজন খুবই মুষড়ে পড়েছিলো কারণ খবরটা তাকে আগেভাগে জানাই নি।"

"তার রাগ করার যুক্তি আছে..."

"আমিও সেটা জানি। কিন্তু সমস্যা হলো এই ব্যাপারটা নিয়ে সে দিনের পর দিন গজগজ করেই যাচ্ছে। এটা অফিসের পরিবেশকে বিষিয়ে তুলেছিলো। এভাবে দু'সপ্তাহ চলার পর তাকে আমি নিজের অফিসে ডেকে ব্যাখ্যা করলাম যে কেন খবরটা গোপন রাখা হয়েছে। আমি তাকে বিশ্বাস করি না, খবরটা যাতে ফাঁস না হয় সেজন্যে তাকে আগে থেকে কিছু বলি নি।"

"কথাটা সে কিভাবে নিলো?"

"খুব আপসেট হয়ে পড়ে সে। আমি আমার যুক্তি তুলে ধরে তাকে একটি আলটিমেটাম দেই-হয় সে এসব বাদ দিয়ে কাজে মনোযোগ দেবে নয়তো অন্য কোনো চাকরি যেনো খুঁজে নেয়।"

"তারপর?"

"সে ভালোয় ভালো কাজে মন দিলেও অন্যদের সাথে তার এক ধরণের দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। ক্রাইস্টার তো তাকে সহ্যই করতে পারে না। আর এ ব্যাপারটা লুকিয়েও রাখার কোনো চেষ্টাও সে করে না।"

"ডালম্যান কি করবে বলে তুমি আশংকা করছো?"

"জানি না। এক বছর আগে তাকে কাজে নিয়েছিলাম, যখন ওয়েনারস্ট্রমের সঙ্গে আমাদের সমস্যার শুরু। আমার কাছে হয়তো জোড়ালো কোনো প্রমাণ নেই তবে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে সে আমাদের হয়ে কাজ করছে না।"

"তোমার মন যা বলছে সেটাকেই বিশ্বাস করো।"

"হয়তো সে এমন এক লোক যে কিনা খামোখাই বিষোদগার করে বেড়ায়।"

"এটারও সম্ভাবনা আছে। তবে তাকে নেয়াটা যে আমাদের জন্য ভুল হয়েছিলো সেটা আমি আগেও বলেছি।"

আধ ঘণ্টা পর ফ্রোডির কাছ থেকে ধার নেয়া একটা পুরনো ভলভো গাড়ি নিয়ে হেডেস্টাডে ফিরে গেলো ব্লমকোভিস্ট।

এটা খুবই ছোট্ট একটা তথ্য, সে যদি খুব বেশি সতর্ক না থাকতো তাহলে ধরতেই পারতো না : তার ঘরের কাগজপত্রের স্তূপগুলো সে যেভাবে রেখে গিয়েছিলো ফিরে এসে সেভাবে দেখতে পেলো না। শেলফের একটা বাইন্ডার জায়গা মতো রাখা নেই। তার ডেস্কের ড্রয়ারটা বন্ধই আছে-কিন্তু সে একদম নিশ্চিত ঘর থেকে যখন বের হয়েছিলো তখন একটু ফাক করা ছিলো ড্রয়ারটা।

কেউ তার ঘরে ঢুকেছিলো।

দরজাটা লক করে গিয়েছিলো সে। কিন্তু সেটা এমন সাধারণমানের লক যে অনায়াসে খুলে ফেলা যাবে। পুরো অফিসটা ভালো করে খুঁজে দেখলো কোনো কিছু খোয়া গেছে কিনা। কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারলো সব ঠিক আছে।

তাসত্ত্বেও কেউ তার কটেজে ঢুকে সমস্ত কাগজপত্র আর বাইন্ডার ঘেটে দেখেছে। সঙ্গে করে ল্যাপটপটা নিয়ে গিয়েছিলো ফলে সেটার ভেতর ঢোকা সম্ভব হয় নি। দুটো প্রশ্নের উদ্রেক হলো : কে ঢুকেছিলো? তার এই অনাহূত অতিথি কতোটুকু জানতে পেরেছে?

ভ্যাঙ্গারের সংগ্রহে থাকা ফাইলের বাইন্ডারগুলো জেল থেকে ফিরে আসার পর এখানে আবার নিয়ে আসা হয়েছিলো। ওগুলোতে নতুন কিছু নেই। ডেস্কে রাখা তার নোটবুকটায় যা লেখা আছে তা অনেকটা অপরিপক্ক কোডের মতো–কিন্তু তার ঘরে যে লোক তল্লাশী করেছে সে কি অপরিপক্ক?

ডেস্কের মাঝখানে একটা প্লাস্টিক ফোল্ডারে ডেটবুকের তালিকা আর বাইবেলের পংক্তিগুলোর ফটোকপি রয়েছে। এটা অবশ্য খুবই সিরিয়াস একটি জিনিস। এটা বলে দেবে ডেটবুকে থাকা কোডের অর্থোদ্ধার করে ফেলেছে সে।

তাহলে কে ঢুকেছিলো?

ভ্যাঙ্গার আছে হাসপাতালে। আর অ্যানাকে সে সন্দেহ করে না। ফ্রোডি? ইতিমধ্যেই তাকে তো সবই বলে দিয়েছে সে। সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গার তার ফ্লোরিডা ভ্রমণ বাতিল করে দিয়ে লন্ডন থেকে ফিরে এসেছে–সঙ্গে তার বোন। মাত্র একবার তাকে দেখেছে ব্লমকোভিস্ট। গতকাল বৃজের উপর দিয়ে গাড়িয়ে চালিয়ে যখন যাচ্ছিলো। মার্টিন ভ্যাঙ্গার, হেরাল্ড ভ্যাঙ্গার আর বার্জার ভ্যাঙ্গার–হেনরিকের হার্ট অ্যাটাকের পর দিন বার্জারকে দেখা গেছে। তারা সবাই হেনরিকের বাড়িতে জড়ো হয়েছিলো, অবশ্য সেখানে ব্লমকোভিস্টকে আমন্ত্রণ জানানো হয় নি। আর আছে আলেকজান্ডার ভ্যাঙ্গার আর ইসাবেলা ভ্যাঙ্গার।

কার সাথে ফ্রোডি কথা বলেছে? কতোজনকে সে এটা জানিয়েছে? ব্লমকোভিস্ট যে হ্যারিয়েটের তদন্তে বিরাট অগ্রগতি সাধন করেছে সেটা এই পরিবারের কতোজন জানে?

রাত ৮টার পর হেডেস্টাডের তালামিস্ত্রিকে ডেকে এনে নতুন একটি ডোরলক বানিয়ে দেবার জন্য অর্ডার করলো সে। মিস্ত্রি জানালো পরদিন তাকে নতুন লক লাগিয়ে দিয়ে যাবে। কিন্তু ব্লমকোভিস্ট তাকে বললো সে যদি এক্ষুণি সেটা বানিয়ে দেয় তাহলে তাকে দ্বিগুন টাকা দেয়া হবে। লোকটা রাজি হলো। জানালো রাত সাড়ে দশটার দিকে এসে তালা লাগিয়ে দিয়ে যাবে।

ব্লমকোভিস্ট সোজা চলে গেলো ফ্রোডির বাড়িতে। সবার আগে জানতে চাইলো হেনরিক ভ্যাঙ্গার কেমন আছে।

মাথা ঝাঁকালো ফ্রোডি।

"তারা তার অপারেশন করেছে। কয়েকটা ব্লক নাকি ধরা পড়েছে। ডাক্তার বলেছে আগামী কয়েকটা দিন তার জন্য খুব ক্রিটিক্যাল যাবে।"

মদ পান করতে করতে এ নিয়ে আরো কিছুক্ষণ কথা বললো তারা।

"আপনার সাথে তার আর কথা হয় নি মনে হচ্ছে?"

"না। কথা বলার মতো অবস্থায় সে নেই। স্টকহোমে কাজ কতোদূর এগোলো?"

"সালান্ডার মেয়েটি কাজ করতে রাজি হয়েছে। এই যে মিল্টন সিকিউরিটির কনট্রাক্টটা। এটা সাইন করে পোস্ট ক'রে দিয়েন।"

ডকুমেন্টটা পড়ে দেখলো ফ্রোডি।

"মেয়েটা তো দেখছি খুবই ব্যয়বহুল," বললো সে।

"হেনরিক তাকে পোষার ক্ষমতা রাখে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ফ্রোডি। পকেট থেকে কলম বের করে স্বাক্ষর করে দিলো সে।

"এটা ভালোই হলো, হেনরিক বেঁচে থাকতেই আমি স্বাক্ষর করছি। বাড়ি ফিরে যাবার আগে আপনি কি এটা পোস্টবক্সে ফেলে দিতে পারবেন?"

মাঝরাতের মধ্যে ব্লমকোভিস্ট বিছানায় চলে গেলেও ঘুমাতে পারলো না। আজকের ঘটনার আগ পর্যন্ত হেডেবির কাজটা তার কাছে ছিলো অনেকটা ঐতিহাসিক ঘটনা রিসার্চ করার মতো। কিন্তু এমন কেউ যদি থেকে থাকে যে কিনা তার কাজের ব্যাপারে এতোটাই আগ্রহী যে তার ঘরে ঢুকে ডকুমেন্টগুলো ঘেটে গেছে তাহলে বুঝে নিতে হবে এই রহস্যের সমাধান খুব সন্নিকটেই হতে যাচ্ছে। অথচ তার ধারণা ছিলো সমস্যার সমাধান এতো জলদি হবে না।

এরপরই তার মনে পড়লো তার কাজের ব্যাপারে অন্য অনেকেরও আগ্রহ থাকতে পারে। মিলেনিয়াম-এ ভ্যাঙ্গারের অংশীদার হওয়াটা তো ওয়েনারস্ট্রমের চোখে এড়িয়ে যেতে পারে না। নাকি খামোখাই সন্দেহগ্রস্ততায় আক্রান্ত হচ্ছে সে?

বিছানা ছেড়ে নগ্ন অবস্থায়ই রান্নাঘরের জানালার কাছে গিয়ে বৃজের ওপাড়ে চার্চের দিকে তাকালো মিকাইল। একটা সিগারেট ধরালো সে।

লিসবেথ সালান্ডারকে সে কোনোভাবেই বুঝে উঠতে পারছে না। মেয়েটা একেবারেই আলাদা প্রজাতির। কথার মাঝখানে লম্বা বিরতি দিয়ে দেয়। তার অ্যাপার্টমেন্টটা একেবারে এলোমেলো আর অগোছালো। হলে ব্যাগ ভর্তি সংবাদপত্র। রান্নাঘরটা কয়েক মাস ধরেই পরিস্কার করা হয় নি। মেঝের এখানে

সেখানে কাপড়চোপড় পড়ে আছে। রাতের অর্ধেকটা সময় যে মেয়েটি বারে কাটিয়েছে সেটা বুঝতে পারলো ব্লমকোভিস্ট। তার ঘাড়ে লাভ বাইটের চিহ্ন দেখেছে সে। অবশ্যই রাতে তার সাথে কেউ একজন ছিলো। মুখে আর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কতোগুলো টাট্টু আঁকা আছে আর কতো জায়গা যে ছিদ্র করে রিং পরেছে কে জানে। আজব একটি মেয়ে।

আরমানস্কি তাকে আশ্বস্ত করে বলেছে এই মেয়েটাই নাকি তাদের সেরা রিসার্চার। তার উপরে মেয়েটা যে রিপোর্ট তৈরি করেছিলো সেটা ছিলো এক কথায় অসাধারন। *অদ্ভুত এক মেয়ে।*

সালান্ডার তার ল্যাপটপ নিয়ে বসে আছে কিন্তু ভাবছে মিকাইল ব্লমকোভিস্টের কথা। কোনো রকম আমন্ত্রণ ছাড়া এ জীবনে কাউকে সে নিজের ঘরে ঢুকতে দেয় নি। আমন্ত্রণ দিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসা লোকের সংখ্যাও নেহায়েত হাতে গোনা। ব্লমকোভিস্ট একেবারে সাবলীলভাবেই তার ঘরে ঢুকে পড়েছিলো। সেও খুব একটা বাধা দেয় নি। এ নিয়ে শুধু মৃদু প্রতিবাদ করেছে দু'একবার।

শুধু তাই নয়, লোকটা তাকে কথারছলে টিটকারিও মেরেছে।

স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এ রকম ঘটনা ঘটলে মানসিকভাবে দারুণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতো সে। তবে লোকটার কাছ থেকে কোনো হুমকি কিংবা খারাপ কিছুও আশংকা করে নি। তার ব্যাপারে সব জেনে পুলিশকে জানিয়ে না দিয়ে সোজা চলে এসেছে তার ঘরে। কম্পিউটার হ্যাকিং নিয়ে তেমন একটা মাথাই ঘামায় নি সে। যেনো এটা মামুলি কোনো ছেলেখেলা।

তাদের কথাবার্তায় এটা ছিলো সবচাইতে স্পর্শকাতর বিষয়। ব্লমকোভিস্ট ইচ্ছাকৃতভাবে প্রসঙ্গটা টেনে না আনলেও সালান্ডার নিজেই তাকে সেটা জিজ্ঞেস না করে পারে নি।

"আপনি বলছেন আমি কি করেছি সেটা আপনি জেনে গেছেন।"

"তুমি আমার কম্পিউটারে ঢুকেছো। তুমি একজন হ্যাকার।"

"আপনি সেটা কিভাবে জানলেন?" সালান্ডার নিশ্চিত সে এমনভাবে অনুপ্রবেশ করেছে যে সেটা ট্রেস করা প্রায় অসম্ভব। শুধুমাত্র এ বিষয়ে অভিজ্ঞ সিকিউরিটি কনসালট্যান্টরা ব্লমকোভিস্টের হার্ডডিস্ক স্ক্যান করলে জানতে পারতো কখন সে অনুপ্রবেশ করেছে।

"তুমি একটা ভুল করেছিলে।"

সে এমন একটা উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছে যা কিনা শুধুমাত্র মিকাইলের কম্পিউটারেই সংরক্ষিত ছিলো।

চুপ মেরে বসে রইলো সালান্ডার। অবশেষে যখন মুখ তুলে তাকালো তার চোখে কোনো অভিব্যক্তি দেখা গেলো না।

"তুমি এটা কিভাবে করেছো?" জানতে চাইলো সে।

"এটা আমার সিক্রেট। এটা কিভাবে করেছি সেটা জেনে আপনি কি করবেন?"

মিকাইল কাঁধ তুললো।

"আমি কি করতে পারি?"

"ঠিক এই কাজটাই করেন আপনারা সাংবাদিকেরা।"

"অবশ্যই। আর সেজন্যেই আমরা কিছু নীতি মেনে চলি। আমি যখন কোনো ব্যাঙ্কিং জগতের বানচোতের উপর আর্টিকেল লিখি তখন তার ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপারগুলো বাদ দিয়ে লিখি। আমি কখনও বলি না ঐ জালিয়াত একজন লেসবিয়ান কিংবা নিজের কুকুরের সাথে সে সঙ্গম করে। এধরণের কিছু আমি উল্লেখ করি না। এমন কি সেটা সত্যি হলেও না। বানচোত হলেও তার নিজের ব্যক্তিগতজীবনের গোপনীয়তা বজায় রাখার অধিকার রয়েছে। বুঝতে পেরেছো কি?"

"হ্যা।"

"তাহলে তুমি আমার আত্মমর্যাদায় ব্যাঘাত ঘটিয়েছো। আমি কার সাথে সেক্স করি না করি সেটা আমার চাকরিদাতার জানার কোনো দরকার নেই। এটা একান্তই আমার নিজস্ব ব্যাপার।"

সালান্ডারের মুখটা তিক্ত হাসিতে বিকৃত হয়ে গেলো।

"আপনি মনে করছেন এইসব কথা আমার উল্লেখ না করলেও হতো?"

"আমার বেলায় অবশ্য এতে তেমন কিছু হয়ও নি। এরিকার সাথে আমার সম্পর্কের কথা এই শহরের অর্ধেক মানুষ জানে। তবে এটা হলো নীতির প্রশ্ন।"

"তাহলে জেনে রাখুন আমারও একটা নীতি রয়েছে। এটাকে আমি বলি *সালান্ডারের নীতি।* তার মধ্যে একটা হলো, বানচোত বানচোতই। আমি যদি কোনো বানচোতের ব্যাপারে খোড়াখুড়ি করে নোংরা কিছু বের করে ফেলি তাহলে ধরে নিতে হবে সেটা তার প্রাপ্যই ছিলো।"

"ঠিক আছে," বললো ব্লমকোভিস্ট। "তোমার নীতের সাথে আমার নীতির খুব বেশি পার্থক্য নেই তবে..."

"তবে আমি যখন কারো সম্পর্কে তদন্ত করি তখন সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আমি নিজে কি ভাবি সেটাও জুড়ে দেই। আমি নিরপেক্ষ থাকি না। লোকটা যদি আমার কাছে ভালো মনে হয় তাহলে রিপোর্টে আমি তার ক্ষেত্রে একটু ছাড় দেই।"

"তাই নাকি?"

"আপনার বেলায় আমি সেটাই করেছি। আপনার যৌনজীবন নিয়ে আমি একটা বইও লিখতে পারতাম। আমি ইচ্ছে করলে ফ্রোডির কাছে উল্লেখ করতে

পারতাম যে এরিকা বার্গার অতীতে ক্লাব এক্স-এর সাথে জড়িত ছিলো, আশির দশকে বিডিএসএম-এর সাথেও জড়িয়ে পড়েছিলো সে–এরফলে আপনার এবং তার যৌনজীবন সম্পর্কে এক ধরণের বাজে ধারণা পোষণ করা হতো।"

সালান্ডারের চোখের দিকে তাকিয়ে ব্লমকোভিস্ট হেসে ফেলেছিলো।

"তুমি আসলেই খুব হিসেবি, তাই না? এ কথাটা কেন রিপোর্টে উল্লেখ করো নি?"

"আপনারা প্রাপ্তবয়স্ক, অবশ্যই একে অন্যেকে পছন্দ করেন। বিছানায় আপনারা কি করেন সেটা অন্য কারোর জানার দরকার নেই। এরিকার সম্পর্কে যদি আমি কিছু লিখতাম সেটা কেবল আপনাদের কষ্টই দিতো অন্য কারোর লাভ তাতে হতো না। কিংবা জঘন্য কাউকে ব্লাকমেইল করার জন্য রসদ তুলে দেয়া হতো। ফ্রোডিকে আমি চিনি না–তথ্যটা শেষ পর্যন্ত ওয়েনারস্ট্রমের হাতেও চলে যেতে পারতো।"

"তুমি ওয়েনারস্ট্রমকে কোনো তথ্য দিতে চাও নি?"

"আপনার এবং তার মধ্যে যদি আমাকে একজনকে বেছে নিতে বলা হয় তাহলে আপনাকেই বেছে নিতাম।"

"এরিকা এবং আমার...আমাদের সম্পর্কটা..."

"প্লিজ। আপনাদের মধ্যে কী ধরণের সম্পর্ক আছে সেটা আমার না জানলেও চলবে। কিন্তু আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দেন নি : আমি যে আপনার কম্পিউটার হ্যাকিং করেছি সে ব্যাপারে আপনি কি করার পরিকল্পনা করছেন?"

"লিসবেথ, আমি তোমাকে ব্লাকমেইল করার জন্য এখানে আসি নি। আমি এসেছি আমার কাজে সাহায্য করার জন্য তুমি কিছু রিসার্চ করে দেবে। খুব সহজেই হ্যা কিংবা না বলতে পারো তুমি। না বললেও ঠিক আছে। আমি অন্য কাউকে খুঁজে নেবো। তুমি আর আমার মুখ দেখবে না কখনও।"

অধ্যায় ১৯

বৃহস্পতিবার, জুন ১৯-রবিবার, জুন ২৯

ভ্যাঙ্গার সেরে উঠবে কিনা সেই খবরটা শোনার জন্য অপেক্ষায় থাকা সময়টি ব্লমকোভিস্ট তার কাছে থাকা ম্যাটেরিয়াল নিয়ে কাটিয়ে দিলো। ফ্রোডির সাথে যোগাযোগ রাখলো সে। বৃহস্পতিবার রাতে ফ্রোডি তাকে জানালো ভ্যাঙ্গারের সংকটজনক অবস্থার অবসান হয়েছে।

"আজ তার সাথে কথা সুযোগ হয়েছিলো আমার। সে যতো দ্রুত সম্ভব আপনাকে দেখা করতে বলেছে।"

তো, মধ্যগ্রীষ্মের এক দুপুরে গাড়ি চালিয়ে হেডেস্টাড হাসপাতালে চলে গেলো ব্লমকোভিস্ট। কিন্তু হেনরিকের ওয়ার্ডে ঢোকার সময় ক্ষুব্ধ বার্জার ভ্যাঙ্গার তার পথ রোধ করে দাঁড়ালো। এই মুহূর্তে হেনরিকের সাথে কেউ দেখা করতে পারবে না, বললো সে।

"আজব কথা," ব্লমকোভিস্ট বললো, "হেনরিক আমার কাছে খবর পাঠিয়েছে যতো দ্রুত সম্ভব তার সাথে দেখা করার জন্য।"

"আপনি আমাদের পরিবারের কেউ নন; এখানে আপনার আসার কোনো দরকার নেই।"

"আপনার কথা ঠিক। আমি আপনাদের পরিবারের কেউ নই। কিন্তু আমি হেনরিক ভ্যাঙ্গারের একটা কাজ করছি। আমি কেবল তার কাছ থেকে অর্ডার নিয়ে থাকি।"

তাদের মধ্যেকার এই উত্তপ্ত বাক্য বিনিয়মটি আরো বাজে কিছুতে গড়াতে পারতো কিন্তু তার আগেই ভ্যাঙ্গারের রুম থেকে বেরিয়ে এলো ফ্রোডি।

"ওহ্, আপনি এসে গেছেন। হেনরিক আপনাকে দেখতে চাচ্ছিলো।"

ফ্রোডি রুমের দরজা খুলে দিলে ব্লমকোভিস্ট বার্জারকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়লো ভেতরে।

ভ্যাঙ্গারকে দেখে মনে হলো তার বয়স দশ বছর। আধখোলা চোখে বিছানায় শুয়ে আছে, তার নাকে অক্সিজেন টিউব। মাথার চুলগুলো আগের চেয়ে অনেক বেশি অবিন্যস্ত। এক নার্স ব্লমকোভিস্টের কাঁধে হাত রেখে তাকে থামালো।

"দুই মিনিট। এর বেশি না। তাকে এমন কিছু বলবেন না যাতে আপসেট হয়ে যায়।" ভিজিটর চেয়ারে বসলো ব্লমকোভিস্ট। বৃদ্ধলোকের হাতে আলতো করে পরশ বুলিয়ে দিতে লাগলো সে। নিজের এই আচরণে বেশ অবাকই হলো।

"কোনো সংবাদ আছে?" দুর্বল কণ্ঠে জানতে চাইলো বৃদ্ধ।

সায় দিলো ব্লমকোভিস্ট।

"আপনি সুস্থ হয়ে উঠলেই আপনার কাছে রিপোর্ট করবো আমি। এখনও রহস্যটার সমাধান করতে পারি নি তবে নতুন কিছু পেয়েছি আর সেটা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি এখন। এক কি দু'সপ্তাহের মধ্যে সম্ভবত ফলাফলটি বলতে পারবো।"

কোনো রকম চোখ দুটো পিট পিট করে ভ্যাঙ্গার তাকে জানালো সে বুঝতে পেরেছে।

"কয়েক দিনের জন্য আমি একটু বাইরে যাবো।"

ভুরু তুললো হেনরিক।

"জাহাজ থেকে আমি লাফ দিয়ে নেমে পড়ছি না। আমাকে কিছু রিসার্চ করতে হবে। ডার্চের সাথে আমি একটা এগ্রিমেন্ট করেছি যে তার কাছেই আমাকে রিপোর্ট দিতে হবে। এটাতে কি আপনার সায় আছে?"

"ডার্চ...আমার লোক...সব বিষয়েই।"

ভ্যাঙ্গারের হাতটায় কোমল পরশ বুলিয়ে দিলো ব্লমকোভিস্ট।

"মিকাইল...আমি যদি নাও থাকি...আমি চাইবো...তুমি কাজটা শেষ করবে।"

"আমি কাজটা অবশ্যই শেষ করবো।"

"ডার্চের কাছে..."

"হেনরিক, আমি চাই আপনি ভালো হয়ে উঠুন। আমি কাজটা শেষ করার আগে যদি আপনি মারা যান তাহলে কিন্তু খুবই রাগ করবো।"

"দুই মিনিট," পাশ থেকে নার্স বললো।

"পরের বার যখন আসবো অনেকক্ষণ আলাপ করবো।"

বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখতে পেলো বার্জার ভ্যাঙ্গার তার জন্য অপেক্ষা করছে। তার কাঁধে একটা হাত রেখে তাকে থামালো সে।

"আমি চাই না আপনি আর হেনরিককে বিরক্ত করেন। তার শরীর খুব খারাপ। তাকে বিরক্ত করা কিংবা আপসেট করা ঠিক হবে না।"

"আপনার দুশ্চিন্তাটা আমি বুঝি। আমার সহমর্মিতাও আছে আপনাদের প্রতি। তাকে আমি মোটেও আপসেট করবো না।"

"সবাই জানে হেনরিক আপনাকে তার পুরনো শখের বিষয় হ্যারিয়েটের নিখোঁজ হবার রহস্য উদঘাটনের জন্য নিয়োজিত করেছে। ডার্চ বলেছে হেনরিকের হার্ট অ্যাটাকের আগে আপনার সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা বলার পরই খুব

আপসেট হয়ে যায় সে। তারপরই এই ঘটনা ঘটে। সে এমনকি এও মনে করে আপনিই তার হার্ট অ্যাটাকের জন্য দায়ি।"

"আমি অবশ্য কোনোভাবেই এটা মনে করি না। হেনরিকের ধমনীতে বেশ কয়েকটি ব্লকেজ ছিলো। খুবই মারাত্মক ব্লকেজ। প্রস্রাব করতে গিয়েও তার হার্ট অ্যাটাক হতে পারতো। আমি নিশ্চিত আগে না জানলেও এখন আপনি সেটা জানেন।"

"আমি চাই এই পাগলামির পরিপূর্ণ সমাপ্তি। এটা আমার পরিবার, আপনি এখানে হট্টগোল বাধাচ্ছেন।"

"আমি তো আপনাকে বলেছিই, আমি হেনরিকের হয়ে কাজ করছি, আপনাদের পরিবারের হয়ে কিছু করছি না।"

মনে হচ্ছে বার্জার ভ্যাঙ্গারের মুখের উপর কথা শোনার অভিজ্ঞতা নেই। ব্লমকোভিস্টের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো সে। কিন্তু তার কাছ থেকে কোনো রকম সমীহ আদায় করতে না পেরে হেনরিকের রুমে ঢুকে পড়লো।

অনেক কষ্টে নিজের হাসি দমন করে রাখলো ব্লমকোভিস্ট। এটা হাসাহাসির কোনো জায়গা নয়।

হাসপাতালের লবিতে সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গারের সাথে তার দেখা হয়ে গেলো। লন্ডন থেকে ফিরে আসার পর অনেকবার তার মোবাইলে ফোন করেছিলো কিন্তু তার ফোন একবারের জন্যে ধরে নি। এমনকি ফিরে আসার পর তাকে তার বাড়িতেও পায় নি। বেশ কয়েকবার তার বাড়ির দরজায় নক করে কোনো সাড়া শব্দ পায় নি সে।

"হাই সিসিলিয়া," সে বললো। "হেনরিকের যা হয়েছে তার জন্য আমি দুঃখিত।"

"ধন্যবাদ," বললো সে।

"তোমার সাথে আমার কথা আছে।"

"তোমাকে এড়িয়ে চলার জন্য আমি খুব দুঃখিত। বুঝতে পারছি তুমি অস্থির হয়ে আছো। তবে আমার দিনকালও ভালো যাচ্ছে না।"

মিকাইল তার হাতটা ধরে হেসে ফেললো।

"দাঁড়াও, তুমি হয়তো অন্য কিছু ভাবছো। আমি মোটেও অস্থির হয়ে নেই। এখনও আমি মনে করি আমরা ভালো বন্ধু হতে পারি। আমরা কি একটু কফি খেতে পারি?" হাসপাতালের ক্যাফেটেরিয়ার দিকে ইঙ্গিত করলো সে।

একটু ইতস্তত করলো সিসিলিয়া। "আজ নয়। এখন হেনরিককে দেখতে যেতে হবে।"

"ঠিক আছে, তারপরও বলছি, তোমার সাথে আমার কথা আছে। এটা একেবারেই পেশাদার কাজে।"

"এর মানে কি?" হঠাৎ করেই চমকে উঠলো সে।

"আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি দরকার পড়লে তোমার কাছে আসবো কিছু প্রশ্ন করার জন্য। তুমিও রাজি হয়েছিলে, বলেছিলে যেকোনো সময় যেনো আমি চলে আসি। আসলে হ্যারিয়েটের ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছি, সিসিলিয়া।"

সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গারের মুখটা সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধে লাল হয়ে গেলো।

"তুমি আসলেই একটা বানচোত।"

"সিসিলিয়া, আমি এমন একটা জিনিস খুঁজে পেয়েছি যে তোমার সাথে কথা বলতেই হবে।"

তার থেকে একটু সরে গেলো সে।

"এখনও কি বুঝতে পারছো না এই অভিশপ্ত হ্যারিয়েট রহস্যটা হেনরিকের জন্য একধরণের সময় কাটানোর থেরাপি ছাড়া আর কিছু না? তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না লোকটা মরতে বসেছে? এ সময় তাকে মিথ্যে আশা দেখানো কিংবা আপসেট করা মোটেই উচিত হবে না..."

"হেনরিকের জন্য এটা শখের বিষয় হতে পারে কিন্তু এই দীর্ঘ সময় পর এই কেসে নতুন আলামত পাওয়া গেছে। এখন কিছু প্রশ্নের জবাব জানা খুব জরুরি।"

"হেনরিক যদি মারা যায় তাহলে এই তদন্তটিও খতম হয়ে যাবে। তখন তুমি আর তোমার তদন্ত দুটোই পাততারি গোটাবে এখান থেকে," কথাটা বলেই সিসিলিয়া চলে গেলো।

সব কিছু বন্ধ। হেডেস্টাড বলতে গেলে একেবারে ফাঁকা। এর অধিবাসীরা চলে গেছে মধ্যগ্রীষ্মের কটেজগুলোতে। স্ট্যাডসহোটেলের টেরাসে বসলো ব্লমকোভিস্ট। এই হোটেলটাই শুধু খোলা আছে। কফি আর স্যান্ডউইচ অর্ডার দিয়ে সান্ধ্যকালীন পত্রিকা পড়তে লাগলো সে। এই পৃথিবীতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটে নি।

পত্রিকাটা নামিয়ে রেখে সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গারের কথা ভাবতে লাগলো এবার। সালান্ডার ছাড়া আর কাউকে সে বলে নি যে হ্যারিয়েটের জানালায় তাকে দেখা গেছে। তার ভয় এতে করে তাকে সন্দেভাজনের তালিকায় ফেলে দেবে। সিসিলিয়াকে কোনো রকম বিপদে ফেলতে চায় না ব্লমকোভিস্ট। তবে আজ হোক আর কাল হোক এই প্রশ্নটা উঠবেই।

হোটেলের টেরাসে প্রায় এক ঘণ্টার মতো বসে থেকে সিদ্ধান্ত নিলো মধ্যগ্রীষ্মের এই সময়টায় ভ্যাঙ্গার পরিবারের ব্যাপা-স্যাপার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে অন্য কিছুতে নিয়োজিত রাখবে। তার মোবাইলটা সাইলেন্ট মুডে আছে।

বার্গার তার স্বামীর সাথে কোথাও ভালো সময় কাটাচ্ছে। কারো সাথে কথার বলার মতো কেউ নেই তার কাছে।

হেডেবি আইল্যান্ডে ফিরে গিয়ে বিকেল ৪টার দিকে আরেকটা সিদ্ধান্ত নিলো সে-ধূমপান করবে না। সিগারেট খাওয়া বাদই দিয়েছিলো সে কিন্তু ওয়েনারস্ট্রমের সাথে বিবাদের পর থেকে আবার নতুন করে ধরেছে। তবে রুলাকার জেলে যাবার পর মিলিটারি সার্ভিসে থাকার সময় যে অভ্যেসটি হয়েছিলো সেই ব্যয়াম করার সুযোগ কাজে লাগিয়েছে। তবে মুক্তি পাবার পর থেকে একটুও ব্যয়াম করে নি। সময় হয়েছে আবার সেটা শুরু করার। ট্র্যাকসুট পরে হাটতে হাটতে চলে এলো গটফ্রিড ক্যাবিনে। দূর্গের পথ ধরে না গিয়ে অপেক্ষাকৃত বন্ধুর পথ ব্যবহার করলো সে। মিলিটারি সার্ভিসের পর থেকে অনুশীলন করা একেবারে বাদ দিয়েছে, তবে সে জানে মসৃণ পথের চেয়ে বন-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দৌড়ানোর মধ্যে মজা বেশি। অস্টারগার্ডেন হয়ে আবার ফিরে এলো নিজের গ্রামে। গেস্ট হাউজের কাছে পৌছাতেই দম ফুরিয়ে হাফিয়ে উঠলো, সেইসাথে টের পেলো সারা শরীরে চুলকানি হচ্ছে।

সন্ধ্যা ৬টার দিকে গোসল করে নিলো সে। কটেজের বাইরে একটা টেবিলে বসে বৃজের দিকে মুখ করে স্যান্ডউইচ আর পটেটো এগ খেতে শুরু করলো। শেষে পান করলো একটু মদ। খাওয়া শেষ করে ভ্যাল ম্যাকডামিডের *দ্য মারমেইড সিংগিং* নামের ক্রাইম থৃলার নিয়ে বসলো মিকাইল ব্লমকোভিস্ট।

৭টার দিকে একটা গাড়ি চালিয়ে ফ্রোডি এসে উপস্থিত হলো তার সামনে। ব্লমকোভিস্ট তাকে একটু মদ ঢেলে দিলে চেয়ারে বসে পান করলো ভদ্রলোক।

"আপনি তো দেখছি আজ অনেককেই ক্ষেপিয়ে তুলেছেন," বললো ফ্রোডি।

"আমিও সেটা দেখতে পাচ্ছি।"

"বার্জার একজন উন্নাসিক বোকা।"

"আমি সেটা জানি।"

"তবে সিসিলিয়া সেরকম বোকা নয়। সে খুব রেগে আছে।"

মিকাইল মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"আমাকে সে নির্দেশ দিয়েছে আমি যেনো এই পরিবারের ব্যাপারে আপনার নাক গলানো বন্ধ করতে ব্যবস্থা নেই।"

"আচ্ছা। আপনি তাকে কি বললেন?"

গ্লাসে আরো মদ ঢেলে পান করলো ফ্রোডি।

"আমি তাকে বলেছি হেনরিক আমাকে পরিস্কার বলে দিয়েছে সে কি চায়। যতোক্ষণ না সে আমাকে অন্য কোনো নির্দেশ দিচ্ছে ততোক্ষণ পর্যন্ত আপনি চুক্তি অনুযায়ী আপনার কাজ চালিয়ে যাবেন। আরো চাইবো কাজটা যতো দূর সম্ভব ভালোভাবে করেন।"

আকাশের দিকে তাকালো ব্লমকোভিস্ট, মেঘ জমছে সেখানে।

"মনে হচ্ছে ঝড় হবে," ফ্রোডি বললো। "বাতাস যদি প্রবল হতে শুরু করে আমি থাকবো আপনার পাশে।"

"ধন্যবাদ আপনাকে।"

তারা কিছুক্ষণ বসে রইলো সেখানে।

"আমি কি আরেকটু পান করতে পারি?"

ফ্রোডি চলে যাবার মিনিটখানেক পরই মার্টিন ভ্যাঙ্গার তার গাড়ি পার্ক করলো ব্লমকোভিস্টের কটেজের সামনে। তারা একে অন্যকে সম্ভাষণ জানানোর পর মিকাইল তাকে মদ পান করার প্রস্তাব দিলো।

"না। না পান করাই ভালো। আমি আসলে পোশাক পাল্টানোর জন্য এসেছিলাম। এখান থেকে শহরে ফিরে যাবো, ইভার সাথে রাতে থাকবো আজ।"

ব্লমকোভিস্ট অপেক্ষা করলো তার কাছ থেকে আসল কথাটা শোনার জন্য।

"সিসিলিয়ার সাথে আমার কথা হয়েছে। একেবারে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আছে সে-হেনরিক আর তার মধ্যে দারুণ হৃদ্যতা ছিলো। আশা করি আপনি তার উল্টাপাল্টা কথাগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।"

"আমি সিসিলিয়াকে খুব পছন্দ করি।"

"আমি সেটা জানি। তবে সে মাঝেমধ্যে খুব কঠিন হয়ে ওঠে। আমি শুধু আপনাকে জানাতে চাই সে মোটেও চায় না আপনি আমাদের পরিবারের অতীত নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো ব্লমকোভিস্ট। মনে হচ্ছে হেডেস্টাডের প্রায় সবাই জানে ভ্যাঙ্গার তাকে কেন ভাড়া করেছে।

"এ ব্যাপারে আপনার কি অভিমত?"

"হ্যারিয়েটের ব্যাপারটা অনেক যুগ ধরেই হেনরিকের জন্য একটি বাতিক হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। আমি জানি না...হ্যারিয়েট আমার বোন ছিলো, তবে এসব ব্যাপার এখন অনেক দূরের বলেই মনে হয় আমার কাছে। ডার্চ বলেছে আপনার সাথে যে চুক্তি সেটা কেবলমাত্র হেনরিকই বাতিল করতে পারে। তার বর্তমান যে অবস্থা তাতে করে মনে হয় এটা করলে তার ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি।"

"তাহলে আপনি চাচ্ছেন আমি কাজটা চালিয়ে যাই?"

"আপনার কাজের কি কোনো অগ্রগতি হয়েছে?"

"আমি দুঃখিত, মার্টিন। হেনরিকের অনুমতি ছাড়া এ ব্যাপারে কিছু বললে সেটা চুক্তি ভঙ্গের শামিল হবে।"

"বুঝতে পেরেছি।" হঠাৎ করেই সে হেসে ফেললো। "ষড়যন্ত্র তত্ত্বের ব্যাপারে হেনরিককে কিছুটা উগ্রপন্থী ভাবতে পারেন। তবে সব থেকে বড় কথা হলো আমি চাই না তাকে খামোখাই আশান্বিত করা হোক।"

"আমি সেটা করবো না।"

"বেশ...ভালো কথা, অন্য একটা প্রসঙ্গে বলি, আমাদের তো আরেকটা চুক্তি আছে। হেনরিক অসুস্থ থাকার কারণে মিলেনিয়াম-এর বোর্ড মিটিংয়ে খুব সহসাই থাকতে পারবে না বলেই মনে হয়। তার জায়গায় আমাকেই এখন কাজ করতে হবে।"

মিকাইল অপেক্ষা করলো। কিছু বললো না।

"আমার মনে হয় বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের একটা বোর্ড মিটিং করার দরকার আছে।"

"ভালো কথা। তবে আমি যতোটুকু জানি পরবর্তী বোর্ড মিটিং অনুষ্ঠিত হবে আগস্ট মাসে।"

"আমিও সেটা জানি, তবে আমাদেরকে হয়তো আগেভাগেই সেটা করতে হবে।"

ভদ্রভাবে হাসলো ব্লমকোভিস্ট।

"আপনি আসলে ভুল মানুষের সাথে কথা বলছেন। এই মুহূর্তে আমি বোর্ডে নেই। ডিসেম্বরেই ঐ পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দিয়েছি। এ নিয়ে আপনার এরিকার সাথে কথা বলা উচিত। ও জানে হেনরিক বেশ অসুস্থ।"

মার্টিন ভ্যাঙ্গার এরকম জবাব পাবার প্রত্যাশা করে নি।

"আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি তার সাথেই কথা বলবো।" ব্লমকোভিস্টের কাঁধে আলতো করে চাপড় মেরে তাকে বিদায় জানিয়ে চলে গেলো সে।

নির্দিষ্ট করে কিছুই বলা হয় নি তবে একটা প্রচ্ছন্ন হুমকি ঠিকই ছিলো মার্টিনের কথার মধ্যে। মিলেনিয়াম'কে জিম্মি হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে মার্টিন। কিছুক্ষণ পর আরেকটু পান করে ভ্যাল ম্যাকডারমিডের বইটা তুলে নিলো সে।

বাদামী রঙের বেড়ালটা এসে তার পায়ের কাছে শরীর ঘষতে লাগলে বেড়ালটা তুলে নিয়ে আদর করলো ব্লমকোভিস্ট।

"আমাদের দু'জনেরই মধ্যগ্রীষ্মকালটা একেবারে বিরক্তিকরভাবে কাটছে, তাই না?" বললো সে।

বৃষ্টি শুরু হলে নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে বিছানায় চলে গেলেও বেড়ালটা বাইরেই থেকে গেলো।

সালান্ডার কাওয়াসাকি মোটরবাইকটা নিয়ে বেরিয়ে মধ্যগ্রীষ্মের পুরোটা দিন কাটিয়ে দিলো বাইকটা সার্ভিস করার কাজে। ১২৫ সিসির ইঞ্জিন একেবারেই

সাদামাটা জিনিস। তবে জিনিসটা তার সুতরাং এটাকে সে উন্নত করে আরো শক্তিশালী করে নিয়েছে। ফলে লিগ্যাল লিমিটের চেয়ে বাইকটার ক্ষমতা এখন অনেক বেশি।

দুপুরে হেলমেট পরে বাইকটা নিয়ে চলে গেলো অ্যাপেলভিকেন নার্সিং হোমে। ওখানকার পার্কে নিজের মা'র সাথে কাটিয়ে দিলো পুরোটা সন্ধ্যা। তার খুব খারাপ লাগছে, এক ধরণের অপরাধবোধেও আক্রান্ত সে। তার মাকে আগের চেয়ে অনেক বেশি অচেনা বলে মনে হচ্ছে। তিন ঘণ্টা সময়ে তাদের মধ্যে মাত্র দুয়েকটা কথাই হলো। কিন্তু সে যখন কথা বললো তখন মনে হলো না তার মা তাকে চিনতে পারছে।

ব্লমকোভিস্ট কয়েকটা দিন নষ্ট করলো এসি প্লেট সংবলিত নাম্বারপ্লেটের গাড়িটা খুঁজে বের করার জন্য। অনেক কষ্টে অবশেষে হেডেস্টাডের এক অবসরপ্রাপ্ত মেকানিকের সাহায্যে সে বুঝতে পারলো গাড়িটার মডেল ফোর্ড অ্যাঞ্জেলা, এই মডেলের কথা সে কখনও শোনে নি। এরপর যানবাহন ডিপার্টমেন্টের এক ক্লার্কের সাথে যোগাযোগ করে ১৯৬৬ সালের ফোর্ড অ্যাঞ্জেলা মডেলের এসিত দিয়ে শুরু হওয়া যতোগুলো গাড়ির নাম্বারপ্লেট ছিলো সেগুলোর লাইসেন্সের তালিকার খোঁজ করলো। কিন্তু তাকে বলা হলো এরকম 'প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান' কাজের জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন, তবে বড় কথা হলো এসব তথ্য জনগনকে দেবার নিয়ম নেই।

তার কয়েক দিন পর ব্লমকোভিস্ট একটা ভলভো ধার করে উত্তরের ই৪ মহাসড়ক ধরে হারনোসান্ড বৃজের কাছে চলে এলো। ওখানকার এক প্যাস্ট্রি শপ থেকে কফি খেয়ে নিলো সে।

এরপর উমিয়া নামক একটি জায়গায় থেমে ভালো একটা রেস্তোয়াঁয় গিয়ে লাঞ্চ ক'রে কিনেস্কেলেফটিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো ব্লমকোভিস্ট। ওখান থেকে সন্ধ্যা ৬টার দিকে চলে গেলো নরসিও'তে। হোটেল নরসিও নামক এক হোটেলেই উঠলো রাত্রিযাপন করার জন্য।

পর দিন সকালে উঠে তার অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করলো ব্লমকোভিস্ট। নরসিও কাঠমিস্ত্রি শপের নাম্বার টেলিফোনবুকে নেই। পোলার হোটেলের বিশ বছরের এক ডেস্কক্লার্কের কাছে জানতে চাইলে সে জানালো এ নামের কোনো দোকানের কথা সে শোনে নি।

"কার কাছে আমি জিজ্ঞেস করতে পারি?"

মেয়েটা কিছুক্ষণ ভেবে হাসিমুখে বললো তার বাবার কাছে জিজ্ঞেস করলে হয়তো জানা যাবে। দু'মিনিট পর ফিরে এসে সে জানালো তার বাবা বলেছে

নরসিও কাঠমিস্ত্রির দোকানটি আশির দশকেই বন্ধ হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে যদি সে আরো কিছু জানতে চায় তবে বুরম্যান নামের একজন আছে তার সাথে যোগাযোগ করলেই হবে। এই লোকটা ওখানকার ফোরম্যান ছিলো, এখন বসবাস করে সলভাভার নামের একটি রাস্তার পাশে।

নরসিও ছোট্ট একটি শহর, একটাই মাত্র প্রধান সড়ক। সেই সড়কের দু'পাশে বাড়িঘর আর দোকানপাট অবস্থিত। পূর্ব দিকের শেষ প্রান্তে ছোটোখাটো একটি শিল্প এলাকা আর ঘোড়ার আস্তাবল রয়েছে। পশ্চিমপ্রান্তে আছে কাঠের তৈরি চমৎকার একটি চার্চ। ব্লমকোভিস্ট লক্ষ্য করলো এই শহরে আরেকটি মিশনারি চার্চ আর পেন্টেকোস্টাল চার্চও আছে। বাসস্টেশনে টাঙানো একটি বুলেটিন দেখে জানতে পারলো হান্টিং আর স্কিয়িং মিউজিয়াম রয়েছে এই শহরে। একটা পড়ে থাকা ফ্লাইয়ারে দেখতে পেলো স্থানীয় এক মাঠে ভেরোনিকা নামের এক গায়িকা গান গাইবে। মাত্র বিশ মিনিটের মধ্যেই সে শহরের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে চলে যেতে পারলো।

সলভাভান নামের রাস্তাটি তার হোটেল থেকে মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। ব্লমকোভিস্ট যখন বেল বাজালো কোনো জবাব পেলো না। এখন বাজে সকাল ৯:৩০, বুঝতে পারছে বুরম্যান এতোক্ষণে কাজে চলে গেছে, অথবা সে যদি পুরোপুরি অবসর জীবনযাপন করে থাকে তাহলে অন্য কোনো কাজে বাইরে গেছে।

এরপর স্টোরগাথান নামের একটি হার্ডওয়্যারের দোকানে গেলো সে। তার কাছে মনে হলো নরসিও'তে যারাই থাকে তারা একবারের জন্য হলেও হার্ডওয়্যারের দোকানে যাবে। দোকানে দু'জন সেলস-ক্লার্ক আছে। ব্লমকোভিস্ট পঞ্চাশোর্ধ লোকটাকেই বেছে নিলো।

"হাই। আমি এমন এক দম্পতিকে খুঁজছি যারা ষাটের দশকে নরসিও'তে থাকতো। লোকটা সম্ভবত নরসিও কার্পেন্ট্রি শপে কাজ করতো। তাদের নাম আমি জানি না। তবে আমার কাছে ১৯৬৬ সালে তোলা তাদের কিছু ছবি আছে।"

অনেকক্ষণ ছবির দিকে তাকিয়ে ক্লার্ক অবশেষে মাথা দোলালো। জানালো ছবির কাউকেই সে চিনতে পারছে না।

লাঞ্চটাইমে ভ্রাম্যমান দোকান থেকে বার্গার কিনে খেয়ে নিলো সে। তারপর চলে গেলো মিউনিসিপ্যাল অফিস, লাইব্রেরি আর ফার্মেসিতে। পুলিশ স্টেশনটি একেবারে ফাঁকা। পথে বয়োবৃদ্ধ লোকজনদেরকে ছবি দেখিয়ে পরিচয় বের করার চেষ্টা করলো। দুপুরের দিকে অল্পবয়সী দু'জন তরুণীকে ছবিটা দেখিয়ে জানতে চাইলে তারা ছবির দম্পতিদের না চিনতে পারলেও ভালো একটি বুদ্ধি দিলো তাকে।

"ছবিটা যদি ১৯৬৬ সালে তোলা হয়ে থাকে তাহলে ছবির লোকদের বর্তমান বয়স হিসেবে নিলে তারা তো এখন অবসর জীবনযাপন করছে। আপনি কেন সলবাকার রিটায়ার্ড হোমে যোগাযোগ করছেন না?"

রিটায়ারমেন্ট হোমের ফ্রন্ট ডেস্কে থাকা বয়স্ক মহিলাকে নিজের পরিচয় দিয়ে সে কি খোঁজ করছে সেটা খুলে বলতেই মহিলা তার দিকে সন্দেহের দিকে তাকালো। তবে শেষ পর্যন্ত মহিলাকে বেঝাতে পারলো তার কাজের ধরণ সম্পর্কে। তাকে ডে রুমে নিয়ে গেলো সেই মহিলা। ওখানে থাকা একদল বৃদ্ধ নরনারীকে ছবিটা দেখানো হলে তাদের কেউই চিনতে পারলো না।

বিকেল ৫টার দিকে সলভাভানে ফিরে গিয়ে বুরম্যানের দরজায় নক করলে এবার লোকটাকে বাড়িতে পাওয়া গেলো। বউকে নিয়ে সে বাড়ির বাইরে ছিলো সারাটা দিন। তাকে তাদের রান্নাঘরে বসতে দিয়ে মিসেস বুরম্যান তার জন্য কফি বানাতে শুরু করলে ব্লমকোভিস্ট বুরম্যানের কাছে তার উদ্দেশের কথা ব্যাখ্যা করলো। এখানেও সে ব্যর্থ হলো বরাবরের মতো। মাথা চুলকে বুরম্যান জানালো ছবির নরনরীকে সে চিনতে পারছে না। বুরম্যান দম্পতি নিজেদের মধ্যে খাঁটি নরসিও টানে কথা বলার কারণে ব্লমকোভিস্ট তাদের খুব কম কথাই বুঝতে পারলো। তবে মিসেস বুরম্যান ছবিটা দেখে যখন বললো *নভেলহারা* তখন সে বুঝতে পারলো মহিলা আসলে 'কোঁকড়ানো' চুলের কথা বলছে।

"তবে আপনি কার্পেন্ট্রি শপের স্টিকারটা ঠিকই ধরতে পেরেছেন," লোকটা বললো তাকে। "এটা ধরতে পারাটা সহজ কাজ নয়। তবে সমস্যা হলো এরকম স্টিকার আমরা কর্মচারী, কাস্টমার, কন্ট্রাক্টর মেকানিস্ট সবাইকেই দিতাম।"

"মনে হচ্ছে এই দম্পতিকে খুঁজে বের করাটা অনেক কঠিন কাজ হবে।"

"আপনি তাদেরকে খুঁজে বের করতে চাইছেন কেন?"

ব্লমকোভিস্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো কেউ যদি তাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করে তবে সে সত্যি কথাই বলবে। মিথ্যে কথা বলে পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে করার কোনো দরকার নেই।

"লম্বা একটি গল্প। ১৯৬৬ সালে হেডেস্টাডে একটি ক্রাইমের উপর তদন্ত করছি আমি। আমার মনে হচ্ছে এই ছবির দম্পতিরা ঘটনাটি ঘটতে দেখেছে। তাদেরকে কোনো রকম সন্দেহ করা হচ্ছে না, এমনকি আমার মনে হয় না তারা জানতো এরকম কিছু হচ্ছে। তবে ব্যাপারটা হয়তো তারা দেখেছে। তাদের কাছ থেকে তথ্য পেলো এই ক্রাইমের রহস্য সমাধান করা যাবে।"

"ক্রাইম? কি ধরণের ক্রাইম?"

"আমি দুঃখিত। এর বেশি আমি আপনাদের বলতে পারছি না। জানি প্রায় চল্লিশ বছর পর এখানে এসে ছবি দেখিয়ে দু'জন লোককে খুঁজে বেড়ানোটা অদ্ভুত ব্যাপারই বটে। তবে ঐ ক্রাইমটার রহস্য এখনও সমাধা করা হয় নি। এটা

তো কিছু দিন আগে নতুন কিছু আলামত আর এভিডেন্স পাওয়া গেলে পুরো তদন্তটি নতুন করে শুরু করা হয়েছে।"

"বুঝতে পেরেছি। আসলেই অদ্ভুত একটি অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে কাজ করছেন।"

"ঐ কার্পেন্ট্রি শপে কতোজন লোক কাজ করতো?"

"সাধারণত চল্লিশ জনের মতো লোক কাজ করতো ওখানে। আমি সতেরো বছর বয়স থেকে শুরু করে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত ওখানে কাজ করেছি। তারপর আমি একজন কন্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করেছি সেখানে।" একটু ভেবে নিলো বুরম্যান। "এই পর্যন্তই আমি আপনাকে বলতে পারবো। আপনার ছবিতে যাকে দেখতে পাচ্ছেন সে আমাদের ওখানে কোনোদিনই কাজ করে নি সেটা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। সে হয়তো কন্ট্রাক্টর ছিলো। তবে কন্ট্রাক্টর হলেও তাকে আমি দেখে চিনতে পারতাম। অবশ্য একটা সম্ভাবনা আছে। হয়তো তার বাবা কিংবা নিকট কোনো আত্মীয় ওখানে কাজ করতো। আর গাড়িটা হয়তো তার নিজের ছিলো না।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মিকাইল ব্লমকোভিস্ট। "বুঝতে পারছি অনেক বেশি সম্ভাবনা আছে। আপনি কি বলতে পারেন কার সাথে কথা বললে কাজ হতে পারে?"

"হ্যা," বললো বুরম্যান। "আগামীকাল চলে আসুন। কিছু পুরনো লোকজনের সাথে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেবো। তাদের সাথে কথা বলে দেখতে পারেন।"

সালান্ডার পদ্ধতিগত একটা সমস্যায় পড়লো। যেকোনো লোকের ব্যাপারে তথ্য খুঁজে বের করতে সে খুব সিদ্ধহস্ত, তবে সেক্ষেত্রে তার কাছে নাম আর সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার থাকে, আর লোকটাও থাকে জীবিত। কম্পিউটারে লিস্টেড করা আছে এরকম কোনো লোকের তথ্য খুঁজে বের করতে তার খুব কম সময় লাগে। আর সেই লোকের কাছে যদি কম্পিউটার থাকে, নিয়মিত ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকে তাহলে একেবারে গভীরতম গোপন ব্যাপারগুলো পর্যন্ত বের করা সম্ভব।

কিন্তু ব্লমকোভিস্ট তাকে যে কাজটা দিয়েছে সেটা একেবারেই আলাদা। এই অ্যাসাইনমেন্টটা সোজা কথায় অল্প কিছু ডাটার সাহায্য নিয়ে চার চারজন ব্যক্তির সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার বের করার মতো একটি কাজ। তার উপরে এই সব নারী সম্ভবত অনেক আগেই মারা গিয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। তার মানে কোনো কম্পিউটার ফাইলে তাদের পাওয়া যাবে না।

রেবেকা কেসের উপর ভিত্তি করে ব্লমকোভিস্ট একটি থিওরি দাঁড় করিয়েছে : এরা সবাই হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। এর অর্থ হলো পুলিশের অমীমাংসিত তদন্তে এদের নাম পাওয়া যাবে। শুধুমাত্র ১৯৬৬ সালের আগে ঘটেছে এই তথ্যটি ছাড়া কখন, কোথায় হত্যাকাণ্ডগুলো সংঘটিত হয়েছে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই তাদের। এই তদন্তটি করতে গিয়ে সালান্ডার একেবারে নতুন একটি সমস্যায় পড়ে গেলো।

তাহলে, আমি কিভাবে কাজটা করবো?

গুগল সার্চ ইঞ্জিনে [Magda] + [murder] কি-ওয়ার্ড দুটো লিখে সার্চ করতে দিলো সে। এটা হলো তার করা সবচাইতে সহজ সরল সার্চিং। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে দুর্দান্ত ফল পাওয়া গেলো। সেটা পাওয়া গেলো কার্লস্টাডের ভার্মল্যান্ড টিভি'র অনুষ্ঠানের একটি তালিকায়। ১৯৯৯ সালে 'ভার্মল্যান্ড মার্ডার্স' অনুষ্ঠানটি প্রচার করা হয়েছিলো। এরপর এক টিভি অনুষ্ঠান তালিকায় ছোট্ট করে *ভার্মল্যান্ড ফকব্লাড* সংবাদটি খুঁজে পেলো সালান্ডার।

এবার 'ভার্মল্যান্ড মার্ডারর্স' সিরিজে রানমোটরাস্ক শহরের সিওবার্গের বাসিন্দা মাগদা লোভিশার হত্যাকাণ্ডের দিকে মনোনিবেশ করলো সে। কয়েক যুগ আগে কার্লস্টাড পুলিশের কাছে এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডটি বেশ আলোচিত ছিলো। ১৯৬০ সালের এপ্রিলে ছেচল্লিশ বছরের এক কৃষকের স্ত্রীকে তাদের পারিবারিক শস্যাধারের ভেতর মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। রিপোর্টার ক্লেইস গুনার্স মহিলার শেষ কয়েক ঘণ্টা সময়ের বর্ণনার সাথে সাথে ব্যর্থ তদন্তের কথাও উল্লেখ করেছে। ঐ সময়ে এই হত্যাকাণ্ডটি বেশ হৈচৈ ফেলে দিয়েছিলো। খুনির ব্যাপারে অসংখ্য তত্ত্ব উপস্থাপন করা হলেও খুনিকে ধরা সম্ভব হয় নি। এক তরুণ আত্মীয় টিভি শো'তে উপস্থিত হয়ে বর্ণনা দিয়েছিলো কিভাবে তাকে এই হত্যাকাণ্ডে সন্দেহ করার ফলে তার নিজের জীবনটা বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিলো।

'লোভিশা কেস সমগ্র অঞ্চলে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছে' নামের একটি আর্টিকেলে আরো বেশি তথ্য খুঁজে পেলো সালান্ডার। *ভার্মল্যান্ডকালচার* নামের একটি ম্যাগাজিনে এটি প্রকাশিত হয়েছিলো তখন। ম্যাগাজিনের সবগুলো লেখাই নেটে লোড করা হয়েছে। কিভাবে লোভিশা সিওবার্গের স্বামী কাজ শেষে ফিরে এসে বিকেল ৫টার দিকে স্ত্রীর মৃতদেহ আবিষ্কার করে তার নিঁখুত বর্ণনা রয়েছে সেখানে। মহিলাকে যৌননির্যাতন আর ছুরিকাঘাত করার পর বেলচা দিয়ে খুন করা হয়েছে। খুনটা তাদের নিজেদের শস্যাধারেই সংঘটিত হয়। কিন্তু সবচাইতে বিদঘুটে ব্যাপার হলো হত্যাকারী নিহত মহিলাকে শক্ত করে বেধে ঘোড়ার আস্তাবলের ভেতর হাটু গেঁড়ে বসিয়ে রেখেছিলো।

পরে জানা যায় তাদের ফার্মের একটি গরুকেও ঘাড়ে ছুরি মেরে আহত করা হয়েছে।

শুরুতে তার স্বামীকে সন্দেহ করা হয়েছিলো, তবে সকাল ৬টা থেকে পঁচিশ মাইল দূরে কোম্পানিতে কাজ করেছে লোকটা, তার কলিগেরা এরকম সাক্ষী দিলে তার উপর থেকে সন্দেহটা দূর হয়। ধারণা করা হয় লোভিশা সিওবার্গ সকাল ১০টা পর্যন্ত জীবিত ছিলো কারণ তার এক বান্ধবী ঐ সময়টায় তার বাড়ি এসে তার সাথে দেখা করে গিয়েছিলো। ফার্মের আশেপাশে পাঁচশ' গজ দূরে থাকা অন্যান্য প্রতিবেশীরা কিছুই টের পায় নি।

স্বামীকে সন্দেহভাজনের তালিকা থেকে বাদ দেবার পর পুলিশের নজর পড়ে মহিলার এক ভায়ের ছেলের উপর। সেই ছেলেটার আইনভঙ্গ করার রেকর্ড ছিলো আগে থেকেই। স্বভাব চরিত্রও ভালো ছিলো না। ফুপুর কাছ থেকে ক'দিন আগে কিছু টাকাও ধার করেছিলো সে। ঐ ছেলেটাকে পুলিশ গ্রেফতার করে জেলে ভরলেও পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তারপরেও গ্রামের অনেক লোকেই বিশ্বাস করে এই ছেলেই খুনটা করেছে।

পুলিশ এরপর গ্রামের এক ভ্রাম্যমান হকারের উপর নজর দেয়। তবে এরকম গুজবও ছিলো যে, একদল 'জিপসি ছিচকে চোর' এ কাজ করেছে। তারা কেন কোনো রকম চুরি না করে এরকম বর্বর আর যৌননির্যাতন করে হত্যা করবে সেটার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নি।

একটা সময় সন্দেহের তীর গিয়ে পড়ে পাশের গ্রামের এক তরুণের উপর। সেই তরুণের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিলো সে নাকি সমকামী–ঐ সময় সমকামীতাকে অপরাধ হিসেবে গন্য করা হতো–তাছাড়া সেই তরুণের আচার আচরণও ছিলো একটু অস্বাভাবিক। কিন্তু একজন সমকামী তরুণ কেন যৌননির্যাতন করে কোনো মহিলাকে হত্যা করবে তার সদুত্তর কেউ দিতে পারে নি। এসব সন্দেহ নিছকই সন্দেহ হিসেবে থেকে গেছে, কারো বিরুদ্ধে কোনো চার্জ গঠন করা হয় নি।

সালান্ডার মনে করলো হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গারের ডেটবুকের তালিকার সাথে পরিস্কার একটি সংযোগ রয়েছে। লেভিটিকাস ২০:১৬ বলছে : *"যদি কোনো স্ত্রীলোক কোনো প্রাণীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে তাহলে তোমরা অবশ্যই সেই স্ত্রীলোক আর প্রাণীটিকে হত্যা করবে। তাদেরকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে হবে। আর তারা তাদের এই মৃত্যুদণ্ডের জন্যে নিজেরাই দায়ী।"* মাগদা নামের সেই কৃষকের স্ত্রীকে যে হত্যা করে ঘোড়ার আস্তাবলে বেধে রাখা হয়েছিলো সেটা কাকতালীয় ব্যাপারও হতে পারে।

তবে প্রশ্ন হলো হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার কেন তাকে লোভিশ নামে লিপিবদ্ধ না করে মাগদা নামে অভিহিত করেছে। মহিলার পুরো নামটা যদি টিভি লিস্টিংয়ে ছাপা না হতো তাহলে সেটা সালান্ডারের চোখেও পড়তো না।

অবশ্য আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও আছে : ১৯৪৯ সালে সংঘটিত রেবেকার হত্যাকাণ্ডের সাথে কি ১৯৬০ সালে খুন হওয়া মাগদা লোভিসার খুন আর ১৯৬৬ সালের হ্যারিয়েটের নিখোঁজ হবার কোনো সম্পর্ক আছে?

শনিবার সকালে ব্লমকোভিস্টকে নরসিও'র বুরম্যান বেশ সাহায্য করলো। বুরম্যানের বাড়ি থেকে হাটা দূরত্বে থাকে এরকম পাঁচজন সাবেক কর্মচারির কাছে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। তারা প্রত্যেকেই তাদের কফি সাধলো। ছবিটা দেখে সেই পাঁজনও চিনতে পারলো না।

বুরম্যানের বাড়িতে হালকা লাঞ্চ করে তারা বেরিয়ে পড়লো গাড়ি নিয়ে। নরসিও'র চারটা গ্রামে গেলো তারা, সেখানে কার্পেন্ট্রি শপের কিছু সাবেক কর্মচারি বসবাস করে। সবখানেই বুরম্যানকে বেশ সমীহের সাথে অভ্যর্থনা জানানো হলো কিন্তু কেউই কোনো রকম সাহায্য করতে পারলো না। ব্লমকোভিস্ট আশা ছেড়ে দিতে শুরু করলো।

বিকেল ৪টার দিকে নরসিও'তে ফেরার পথে বুরম্যান একটা গ্রামে থামলো। সেখানে তার পরিচিত তাদের কার্পেন্ট্রির সাবেক এক মাস্টার কার্পেন্টার বসবাস করে। হেনিং ফোরসম্যান নামের লোকটা সাথে বুরম্যান ব্লমকোভিস্টকে পরিচয় করিয়ে দিলো।

"আরে, এটা তো অ্যাশার ব্রানলান্ডের ছেলে," ছবিটা দেখামাত্রই ফোরসম্যান বললো। *বিঙ্গো!*

"ওহ্, তাহলে এটা অ্যাশারের ছেলে," বললো বুরম্যান। "অ্যাশার একজন ক্রেতা ছিলো।"

"তাকে কিভাবে পাওয়া যাবে?"

"ঐ ছেলেটাকে? আপনাকে তাহলে মাটি খুড়তে হবে। তার নাম ছিলো গুনার। বলিডেন খনিতে কাজ করতো। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় খনিতে এক বিস্ফোরণ হলে সে মারা যায়।"

কথাটা শুনে ব্লমকোভিস্ট যারপরনাই হতাশ হলো।

"তবে তার বউ এখনও বেঁচে আছে। ছবিতে যে মেয়েটাকে দেখা যাচ্ছে তার নাম মিলড্রেড। বিওরসিলি'তে থাকে সে।"

"বিওরসিলি?"

"বাস্টুট্রাস্ক থেকে ছয় মাইল দূরে সেটা অবস্থিত। ঐ গ্রামেই ঢুকতেই লাল রঙের যে বাড়িটা আছে সেটাতেই থাকে। তিন নাম্বার বাড়িটার কথা বলছি। ঐ পরিবারকে আমি ভালো ক'রে চিনি।"

"হাই আমার নাম লিসবেথ সালান্ডার, বিংশ শতাব্দীর নারীদের উপর হিংস্র আচরণ আর সহিংসতা নিয়ে আমি একটি থিসিস করছি। আমি ল্যান্ডসক্রোনার পুলিশ ডিপার্টমেন্টে গিয়ে ১৯৫৭ সালের একটা কেসের ডকুমেন্ট দেখতে চাই। রাকেল লুন্ডি নামের এক মহিলা খুনের কেস সেটা। আপার কি কোনো ধারণা আছে ঐ ডকুমেন্টগুলো কোথায় আছে এখন?"

বিওরসিলি গ্রামটা ঠিক ছবিতে দেখা গ্রামের মতোই। লেকের তীর ঘেষে প্রায় অর্ধচন্দ্রাকারে বিশটি বাড়ি রয়েছে সেখানে। গ্রামের মাঝখানে একটি সরু চৌরাস্তার মোড় আছে। ওখান থেকে যে বাস্টুট্রাস্ক সাত কিলোমিটারের পথ সেটি অ্যারো সাইন দিয়ে চিহ্নিত করা আছে ঠিক মোড়ের দিকে। মোড় থেকে একটু সামনেই রয়েছে একটি বৃজ।

একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সামনে গাড়িটা পার্ক করলো সে, তবে দোকানটা বন্ধ আছে। তার ঠিক বিপরীতে তৃতীয় বাড়িটা অবস্থিত। ঐ বাড়ির দরজায় নক করলেও কোনো সাড়া শব্দ পেলো না।

ঘণ্টাখানেক আশেপাশে ঘুরে বেড়ালো। কিছু বন্য প্রাণী চোখে পড়লেও জনমানুষের কোনো চিহ্ন নেই। মিলড্রেড ব্রানলান্ডের বাড়ির সামনে যখন ফিরে এলো তখনও দরজাটা বন্ধই দেখতে পেলো।

১০টা পর্যন্ত অপেক্ষা করে অবশেষে ফিরে এলো নরসিও'তে, সেখানে ডিনার সেরে বিছানায় গিয়ে ভ্যাল ম্যাকডারমিডের থৃলার উপন্যাসটি পড়তে শুরু করলো আবার।

খুবই পৈশাচিক একটি কাহিনী।

১০টার দিকে হ্যারিয়েটের তালিকায় আরো একটি নাম যুক্ত করলো সালান্ডার। অবশ্য তার মনে এ নিয়ে একটু দ্বিধা আছে।

একটা শর্টকাট আবিষ্কার করেছে সে। অমীমাংসিত হত্যারহস্য নিয়ে নিয়মিত বিরতি দিয়ে আর্টিকেল ছাপা হয়। একটি সান্ধ্যকালীন পত্রিকার ১৯৯৯ সালের একটি সাপ্লিমেন্টারি সংখ্যার শিরোনাম খুঁজে পেলো : 'অসংখ্য নারী হত্যাকারীরা ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে।' আর্টিকেলটা বেশ ছোটো তবে তাতে অনেকগুলো আলোচিত হত্যাকাণ্ডের বিবরণ আর ভিকটিমদের ছবি দেয়া আছে। নরটালি নামক এলাকায় সলভিগ নামের এক মেয়ের, নরকোপিংয়ের আনিটা, হেলসিংবর্গের মার্গারিটা, এরকম আরো অনেক হত্যাকাণ্ডের খবর তাতে রয়েছে।

এরমধ্যে সবচাইতে পুরনো খুনটি হলো ষাট দশকের। বাকি হত্যাকাণ্ডগুলো সালন্ডারকে দেয়া ব্লমকোভিস্টের তালিকার সাথে খাপ খায় না। তবে একটা কেস তার মনোযোগ আর্কষণ করলো।

১৯৬২ সালে গোথেবর্গের লিয়া পারসন নামের এক পতিতা তার মা এবং নয় বছরের ছেলের সাথে সাথে দেখা করার জন্য উদেভাল্লায় গিয়েছিলো। কয়েক দিন ছেলে আর মা'র সাথে কাটিয়ে এক রবিবার তাদেরকে বিদায় জানিয়ে গোথেবর্গে ফিরে আসার জন্য ট্রেনে উঠে বসে সে। দু'দিন পর এক পরিত্যাক্ত শিল্পাঞ্চলের কন্টেইনারের ভেতর থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। তাকে ধর্ষণ করে চালানো হয় বিভৎস নির্যাতন।

লিয়া হত্যাকাণ্ডটি ঐ গ্রীষ্মে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয় পত্রপত্রিকাগুলোতে। কিন্তু তার খুনিদের কখনওই চিহ্নিত করা সম্ভব হয় নি। হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গারের লিস্টে লিয়া নামের কোনো নাম নেই। তাছাড়া ঐ পতিতার হত্যার সাথে হ্যারিয়েটের ডেটবুকে বর্ণিত বাইবেলের উদ্ধৃতিরও তেমন মিল নেই বলেই মনে হলো তার কাছে।

তারপরও একটি অদ্ভুত কাকতালীয় জিনিস সালান্ডারের অ্যান্টেনাতে সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়লো। লিয়ার লাশ যেখানে পাওয়া যায় তার থেকে মাত্র দশ গজ দূরে একটি ফুলদানিতে একটি কবুতরও পাওয়া গিয়েছিলো। কেউ কবুতরটার গলায় তার পেচিয়ে সেটাকে ঠেলেঠুলে ফুলদানির ভেতর ঢুকিয়ে সেই ফুলদানি দুটো ইটের মাঝখানে রেখে নীচে আগুন দিয়ে দেয়। এই পৈশাচিকতার সাথে লিয়ার হত্যাকাণ্ডের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা সেটা অবশ্য জানা যায় নি। এটা বাচ্চাছেলেদের কোনো নির্মম খেলাও হতে পারে। তবে পত্রিকাগুলো এই হত্যাকাণ্ডকে কবুতর হত্যাকাণ্ড নামে অভিহিত করে।

সালান্ডার খুব একটা বাইবেল পড়ে নি–এমন কি তার কাছে এক কপি বাইবেলও নেই–তবে ঐদিন সন্ধ্যায় নিকটস্থ এক চার্চে গিয়ে একটা বাইবেল ধার করে সেই চার্চেরই বাইরে একটা পার্কের বেঞ্চে বসে লেভিটিকাস পড়তে শুরু করে সে। ১২ অধ্যায়ের ৮ নাম্বার পংক্তিটি পড়তেই তার ভুরু জোড়া কপালে উঠে গেলো। ১২ অধ্যায়ে সন্তান জন্ম দেবার পর মহিলাদের শুচি করার ব্যাপারে বলা হয়েছে :

স্ত্রীলোকটি যদি একটি মেষ দিতে অক্ষম হয় তবে সে দুটি ঘুঘু কিংবা দুটি বাচ্চা পায়রা আনতে পারে। একটি পাখি হবে হোমবলির জন্য; আর অন্যটি তার পাপ মোচনের নৈবেদ্যের জন্য। যাজক এসব নৈবেদ্য প্রভুর কাছে নিবেদন করে তাকে পাপমুক্ত করবে।

লিয়া খুব ভালোমতোই হ্যারিয়েটের ডেটবুকের ঐ অংশটার সাথে খাপ খেয়ে যেতে পারে : লিয়া–৩১২০৮

সালান্ডার ভাবলো তার আগে করা কোনো রিসার্চের সাথে বর্তমান অ্যাসাইনমেন্টের বিন্দুমাত্রও মিল নেই।

মিলড্রেড ব্রানলান্ড পুণরায় বিয়ে করে বর্তমানে মিলড্রেড বার্গরেন নামে পরিচিত। রবিবার সকাল ১০টায় ব্লমকোভিস্ট তার বাড়ির দরজায় নক করলে মহিলা দরজা খুলে দিলো। অনেক বয়স হয়ে গেছে মহিলার তারপরও দেখামাত্রই তাকে চিনতে পারলো মিকাইল।

"হাই, আমার নাম মিকাইল ব্লমকোভিস্ট। আপনি নিশ্চয় মিলড্রেড বার্গরেন।"

"হ্যা।"

"এভাবে আপনার দরজায় নক করার জন্য আমি সত্যি দুঃখিত। তবে আমি আপনাকে হন্যে হয়ে খুঁজছি। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা একটু জটিলই বটে।" মহিলার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো সে। "আপনার সাথে দেখা করে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম।"

মিলড্রেডের স্বামীর এক ছেলে আছে যার বয়স প্রায় পয়ত্রিশ। ছেলেটা বাড়িতেই আছে। মহিলা তেমন কিছু জানতে না চেয়ে ব্লমকোভিস্টকে ভেতরে ঢুকতে দিলো। তারা বসলো রান্নাঘরে। তাদের দুজনের সাথেই হাত মেলোলো সে। গত চব্বিশ ঘণ্টায় যে পরিমাণ কফি খেয়েছে এই জীবনে একদিনে তার সিকিভাগও খায় নি। তবে ইতিমধ্যেই জেনে গেছে নরল্যান্ডে না বলাটা অভদ্রতা। টেবিলে কফি কাপগুলো রেখে মিলড্রেড আগ্রহভরে জানতে চাইলো তার কাছে আসার কারণটা কি। নরসিও'র আঞ্চলিক ভাষা তার পক্ষে বোঝা কঠিন বুঝতে পেরে মহিলা প্রমিত সুইডিশে বলতে শুরু করলো।

গভীর করে দম নিয়ে ব্লমকোভিস্ট বললো : "এটা খুবই লম্বা আর অদ্ভুত একটি গল্প। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরে আপনি আপনার স্বামী গুনার ব্রানলান্ডের সাথে হেডেস্টাডে ছিলেন।"

মহিলা বেশ অবাক হলো। কিছুক্ষণ পর মহিলা মাথা নেড়ে সায় দিলে ইয়ার্নভাগসগাটানে তোলা ছবিটা টেবিলের উপর রাখলো সে।

"এই ছবিটা কখন তোলা হয়েছিলো সেটা কি আপনার মনে আছে?"

"ওহ্ মাই গুডনেস," বললো মিলড্রেড। "এটা তো সেই কবেকার কথা।"

তার বর্তমান স্বামী আর ছেলে পাশে এসে বসে ছবিটার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালো।

"আমরা হানিমুন করছিলাম তখন। স্টকহোম আর সিগটুনা হয়ে স্টকহোমে ফেরার পথে ওখানে থেমেছিলাম। জায়গাটার নাম কি হেডেস্টাড নাকি?"

"হ্যা। এই ছবিটা দুপুর ১টার দিকে তোলা। আমি বেশ কিছু দিন ধরে আপনাকে খুঁজে যাচ্ছি। কাজটা মোটেও সহজ ছিলো না।"

"আপনি একটা পুরনো ছবি নিয়ে আমাকে খুঁজে বের করেছেন। এটা আপনি কিভাবে করলেন ভাবতেও পারছি না।"

কার পার্কে তোলা ছবিটা টেবিলের উপর রাখলো ব্লমকোভিস্ট।

"এই ছবিটার কল্যাণেই আমি আপনাকে খুঁজে বের করতে পেরেছি। এটা আরেকটু পরে তোলা হয়েছিলো ঐ দিন।" কিভাবে নরসিও'র কার্পেন্ট্রি শপের স্টিকার দেখে অনেক কষ্টে তাকে খুঁজে বের করেছে সব বললো।

"এতো কষ্ট করে যে আমাকে খুঁজে বের করেছেন তার নিশ্চয় শক্ত কারণ রয়েছে।"

"তা আছে। ছবিতে আপনাদের পাশে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে তার নাম হ্যারিয়েট। ঐদিনই মেয়েটা নিখোঁজ হয়ে যায়। তাকে আর পাওয়া যায় নি। সবাই ধারণা করছে তাকে হত্যা করা হয়েছে। আমি কি আপনাকে আরো কিছু ছবি দেখাতে পারি?"

ল্যাপটপটা চালু করতে করতে পুরো ব্যাপারটা সংক্ষেপে তাদের জানালো। এরপর হ্যারিয়েটের সিরিজ ছবিগুলোর স্লাইডশো'টা দেখালো ভদ্রমহিলাকে।

"এইসব ছবি নিয়ে কাজ করার সময়ই দেখতে পাই আপনারা ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলছেন। হ্যারিয়েট যেখানে তাকিয়েছিলো ঠিক সেখানেই আপনাদের ক্যামেরাটা তাক করা ছিলো। হ্যারিয়েট কিছু একটা দেখে প্রতিক্রিয়া করছিলো, আপনারাও ঠিক সেই জায়গার ছবি তুলছিলেন বলেই মনে হয়েছে আমার কাছে। আমি জানি এটা একেবারেই আন্দাজে ঢিল ছুড়ে মারা তারপরও আমি জানতে চাই ঐ সময় আপনাদের তোলা ছবিগুলো কি এখনও টিকে আছে কিনা।"

মিলড্রেড বার্গরেন মাথা ঝাঁকিয়ে বলবে যে ছবিগুলো অনেক আগেই হারিয়ে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে এরকম প্রত্যাশাই করছে সে। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে মহিলা জানালো বহু পুরনো ছবিগুলো এখনও তার কাছে আছে।

অন্য একটা ঘরে গিয়ে কয়েক মিনিট পর ফিরে এলো ভদ্রমহিলা, সাথে করে নিয়ে এলো এক বাক্স ভর্তি পুরনো ছবি। তাদের হানিমুনের সেই ছবিগুলো খুঁজে বের করতে কিছুটা সময় লেগে গেলো। হেডেস্টাডে তোলা তিনটি ছবি বের করলো মহিলা। একটা একেবারে ঘোলাটে, প্রধান সড়কটি দেখা যাচ্ছে। আরেকটাতে তার স্বামীকে দেখা যাচ্ছে। তৃতীয়টা প্যারেডের ক্লাউনদের ছবি।

আগ্রহভরে ব্লমকোভিস্ট ঝুঁকে দেখলো। ক্লাউনদের পেছনে রাস্তার ওপাড়ে একটা অবয়ব দেখতে পেলো। কিন্তু এছাড়া তেমন কিছু খুঁজে পেলো না ছবিটায়।

অধ্যায় ২০

মঙ্গলবার, জুলাই ১–বুধবার, জুলাই ২

হেডেস্টাডে ফিরে প্রথম যে কাজটি ব্লমকোভিস্ট করলো সেটা হলো ফ্রোডির বাড়ি গিয়ে জানতে চাইলো ভ্যাঙ্গারের শরীর এখন কেমন আছে। বৃদ্ধলোকটি যে বেশ উন্নতি করছে শুনে খুব ভালো লাগলো তার। এখনও বেশ দূর্বল আছে তবে বিছানায় উঠে বসতে পারে। তার অবস্থাকে আর ক্রিটিক্যাল বলা হচ্ছে না।

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ," বললো সে। "আমি বুঝতে পারছি লোকটাকে আমি পছন্দ করতে শুরু করেছি।"

ফ্রোডি বললো : "আমি সেটা জানি। হেনরিকও আপনাকে বেশ পছন্দ করে। নরল্যান্ডের কি খবর?"

"সফল হলেও সন্তোষজনক বলা যাবে না। সেটা আমি পরে ব্যাখ্যা করছি, এখন আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে।"

"বলুন।"

"হেনরিক যদি মারা যায় তাহলে *মিলেনিয়াম*-এর ব্যাপারে আপনার সত্যিকারের আগ্রহটা কি হবে?"

"কিছুই হবে না। তার জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হবে মার্টিন।"

"আমি যদি হ্যারিয়েটের ঘটনার উপর তদন্ত করা বন্ধ না করি তাহলে কি মার্টিন মিলেনিয়াম-এ কোনো সমস্যা তৈরি করতে পারে বলে সম্ভাবনা আছে?"

তার দিকে চোখ কুচকে তাকালো ফ্রোডি।

"কি হয়েছে?"

"তেমন কিছু না, আসলে।" এর আগে মার্টিনের সাথে তার কি কথা হয়েছে সেটা বিস্তারিত বললো ফ্রোডিকে। "নরসিও'তে যখন ছিলাম তখন এরিকার সাথে আমার কথা হয়েছে। মার্টিন নাকি তাকে বলেছে এই মুহূর্তে আমার মিলেনিয়াম-এ ফিরে যাওয়াটা খুব প্রয়োজন।"

"বুঝতে পেরেছি। আমার ধারণা এর পেছনে সিসিলিয়া আছে। তবে আমার মনে হয় না এ নিয়ে মার্টিন আপনার উপর কোনো রকম চাপ সৃষ্টি করবে। তার কাণ্ডজ্ঞান বেশ ভালো। আরেকটা কথা মনে রাখবেন, *মিলেনিয়াম*-এর বোর্ডে কিন্তু আমিও আছি।"

"কিন্তু পরিস্থিতি যদি কঠিন হয়ে ওঠে তখন আপনি কি করবেন?"

"আমাদের মধ্যে চুক্তি আছে সে অনুযায়ীই কাজ হবে। চুক্তিটাকে আমি সম্মান করবো। আমি কাজ করি হেনরিকের পক্ষ হয়ে। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে

হেনরিক আর আমি ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে আছি। হেনরিক যদি মারা যায় তাহলে সত্যি বলতে কি হেনরিকের শেয়ারের মালিক মার্টিন হবে না, হবো আমি। মিলেনিয়াম'কে তিন বছর ধরে ব্যাকআপ দেবার চুক্তি হয়েছে আমাদের সাথে। মার্টিন যদি উল্টাপাল্টা কিছু করেও–আমার ধারণা সেরকম কিছু সে করবে না–সেটা বড়জোর ছোটোখাটো কয়েকটা বিজ্ঞাপন হারানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।"

"*মিলেনিয়াম*-এর লাইফব্লাড টিকে থাকবে।"

"হ্যা। তবে ব্যাপারটা এভাবে দেখুন–এসব ব্যাপার নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়াটা সময়ের অপচয় করা ছাড়া আর কিছু না। বর্তমানে মার্টিন তাদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর টিকে থাকা নিয়ে লড়াই করে যাচ্ছে, দিনে তাকে চৌদ্দ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। অন্য কিছু নিয়ে ভাবার মতো সময় তার নেই।"

"আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি–জানি এটা আমার ব্যাপার নয়–কর্পোরেশনের বর্তমান অবস্থা কেমন?"

ফ্রোডির মুখটা তিক্ততায় ভরে উঠলো।

"অনেক সমস্যা আছে আমাদের।"

"হ্যা, সেটা আমার মতো ছোটোখাটো ফিনান্সিয়াল রিপোর্টারও দেখতে পাচ্ছে। আমি আসলে জানতে চাচ্ছি কতোটা সিরিয়াস?"

"অফ দ্য রেকর্ড?"

"শুধুমাত্র আমাদের দু'জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।"

"বিগত কয়েক সপ্তাহে ইলেক্ট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রিজের বড় বড় দুটি অর্ডার হারিয়েছি আমরা। সেইসাথে রাশিয়ার মার্কেট থেকে প্রায় বিতারিত হয়েছি বলতে পারেন। সেপ্টেম্বরে আমাদেরকে ১৬০০ শ্রমিক ছাটাই করতে হবে। যারা এইসব কোম্পানির হয়ে দীর্ঘদিন কাজ করেছে তাদের জন্যে খুবই বড় একটা দুঃসংবাদ। যখনই আমরা কোনো প্রতিষ্ঠান বন্ধ করি তখনই আমাদের মনোবল আরো কমে আসতে থাকে।"

"মার্টিন বেশ চাপের মধ্যে আছে।"

"বিরাট একটি বোঝা কাঁধে নিয়ে পিচ্ছিল পথে হাটছে সে।"

ব্লমকোভিস্ট নিজের কটেজে ফিরে গিয়ে বার্গারকে ফোন করলো। কিন্তু সে অফিসে নেই তাই কথা বললো মামের সাথে।

"শোনো : আমি যখন নরসিও'তে ছিলাম এরিকা তখন আমায় ফোন করেছিলো। মার্টিন ভ্যাঙ্গার তাকে বলেছে আমি যেনো এডিটোরিয়ালের দায়িত্বে ফিরে আসি।"

"আমিও সেরকমই ভাবি," বললো মাম।

"জানি। কিন্তু ঘটনা হলো হেনরিকের সাথে আমার চুক্তি আছে। সেটা আমি ভঙ্গ করতে পারবো না। আর মার্টিন চাইছে আমি এখান থেকে আমার কাজ বাদ দিয়ে শহরে চলে আসি। সুতরাং তার প্রস্তাবের পেছনে আসল উদ্দেশ্য হলো আমাকে এখান থেকে বিতারিত করা।"

"বুঝেছি।"

"এরিকাকে আমার হাই জানিও, আর বোলো আমি আমার কাজ শেষ করে স্টকহোমে ফিরে আসছি। এর আগে নয়।"

"ঠিক আছে। তুমি বেশ ক্ষেপে গেছো বুঝতে পারছি। তাকে আমি মেসেজটা পৌছে দেবো।"

"ক্রাইস্টার। এখানে কিছু একটা হতে যাচ্ছে। এসব ফেলে পিছু হটার কোনো ইচ্ছে আমার নেই।"

মার্টিন ভ্যাঙ্গারের দরজায় নক করলো ব্লমকোভিস্ট। দরজা খুলে হেসে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালো ইভা হাসেল।

"হাই। মার্টিন কি বাড়িতে আছে?"

জবাব দেবার আগেই হাতে একটা বৃফকেস নিয়ে হাজির হলো মার্টিন। ইভার গালে চুমু খেয়ে মিকাইলকে হ্যালো বললো সে।

"আমি অফিসে যাচ্ছি। আপনি কি আমার সাথে কথা বলতে চান?"

"আপনার যদি বেশি তাড়া থাকে তাহলে পরে বললেও হবে।"

"বলুন। সমস্যা নেই।"

"হেনরিক আমাকে যে অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়েছে সেটা শেষ না করে আমি মিলেনিয়াম-এর এডিটোরিয়াল বোর্ডে ফিরে যাচ্ছি না। এটা আপনাকে জানিয়ে রাখছি এইজন্যে যে, নতুন বছরের আগে আমাকে বোর্ডে আশা করাটা ঠিক হবে না।"

মার্টিন ভ্যাঙ্গার একটু ভাবলো।

"আচ্ছা। আপনি ভাবছেন আমি আপনাকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে চাচ্ছি।" আবারো থামলো সে। "মিকাইল, এ নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো। মিলেনিয়াম বোর্ডের শৌখিন কাজকারবার নিয়ে কথা বলার মতো সময় এখন আমার হাতে নেই। হেনরিকের এই প্রস্তাবটায় রাজি না হলেই আমার জন্য ভালো হতো। কিন্তু বিশ্বাস করুন–মিলেনিয়াম যাতে টিকে থাকতে পারে সেজন্যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করে যাবো।"

"এ ব্যাপারে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই," বললো ব্লমকোভিস্ট।

"পরের সপ্তাহে যদি সময় হয় আমরা এ নিয়ে কথা বলবো। ফিনান্সের

ব্যাপারে তখন আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গীর কথা জানাবো আপনাকে। তবে আমার অভিমত হলো মিলেনিয়াম-এর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একজন লোক এখানে বসে বসে ফালতু সব বিষয় নিয়ে সময় নষ্ট করবে সেটা পত্রিকার জন্যেই ভালো হবে না। পত্রিকাটা আমি ভীষণ পছন্দ করি। আমার মনে হয় এটাকে আরো শক্তিশালী করা সম্ভব। তবে এ কাজের জন্য আপনাকে দরকার। এখানে আমি মারাত্মক দোটানায় পড়ে গেছি। হয় হেনরিকের ইচ্ছেকে সম্মান দিতে হবে নয়তো *মিলেনিয়াম* বোর্ডে নিজের দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে আমাকে।"

ব্লমকোভিস্ট ট্র্যাকসুট পরে দূর্গটা অতিক্রম করে গটফ্রিডের কেবিন হয়ে আবার ফিরে এলো নিজের বাড়িতে। গার্ডেন টেবিলে বসে আছে ফ্রোডি। মিকাইল তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছে এক বোতল পানি খেয়ে নিলো। চুপচাপ দেখে গেলো ফ্রোডি। কিছু বললো না সে।

"এই গরমে এটা তো স্বাস্থ্যকর কোনো কাজ বলে মনে হচ্ছে না।"

"কি যে বলেন না," বললো ব্লমকোভিস্ট।

"আমার ধারণা ভুল ছিলো। সিসিলিয়া আসলে মার্টিনকে চাপ দেয় নি। এটা করেছে ইসাবেলা। সে চাচ্ছে যেভাবেই হোক আপনাকে এখান থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করতে। তার সাথে হাত মিলিয়েছে বার্জার।"

"ইসাবেলা?"

"মহিলা খুবই বাজে স্বভাবের। কোনো লোকজনকেই সে পছন্দ করে না। মনে হচ্ছে এ মুহূর্তে সে আপনাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করছে। এখানে সেখানে বলে বেড়াচ্ছে আপনি একজন ধূর্ত লোক, হেনরিককে পটিয়ে-পাটিয়ে এ কাজটা বাগিয়ে নিয়েছেন। আপনি তাকে এতোটাই আপসেট করেছেন যে তার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে।"

"আশা করি তার গল্পটা কেউ বিশ্বাস করে না।"

"জঘন্য গুজব বিশ্বাস করার মতো লোক সব সময়ই থাকে।"

"আমি চেষ্টা করছি তার মেয়ের কি হয়েছিলো সেটা খুঁজে বের করতে–আর সে কিনা আমাকে ঘৃণা করছে। হ্যারিয়েট যদি আমার মেয়ে হতো তাহলে আমি এরকম করতাম না।"

দুপুর ২টার দিকে তার মোবাইল ফোনে রিং হলো।

"হ্যালো, আমার নাম কনি টরসন। *হেডেস্টাড কুরিয়ার*-এ কাজ করি আমি। আপনার হাতে কি সময় আছে, কয়েকটা প্রশ্ন করতাম? বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি আপনি এখন হেডেবি'তে আছেন।"

"হের টরসন, আপনার বিশ্বস্ত সূত্র নামক যন্ত্রটি একেবারে ধীরগতির। এ বছরের শুরু থেকেই আমি এখানে আছি।"

"আমি সেটা জানতাম না। আপনি হেডেস্টাডে কি করছেন?"

"লেখালেখি করছি। সেইসাথে এক রকম ছুটি কাটাচ্ছি বলতে পারেন।"

"কি নিয়ে লিখছেন?"

"ওটা যখন প্রকাশ হবে তখন দেখতে পাবেন।"

"আপনি তো কয়েক দিন আগে জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন..."

"হ্যা, তো?"

"যেসব সাংবাদিক ভুয়া তথ্য উপস্থাপন করে তাদের ব্যাপারে আপনার মতামত কি?"

"তারা গর্দভ।"

"তাহলে আপনার মতে আপনি নিজে একজন গর্দভ?"

"আমি কেন সেটা ভাবতে যাবো? আমি তো কখনও ভুয়া তথ্য উপস্থাপন করি নি।"

"আপনাকে তো মানহানি করার জন্য সাজা দেয়া হয়েছে।"

"তো?"

টরসন দ্বিধায় পড়ে গেলে ব্লমকোভিস্টই বলতে শুরু করলো।

"আমি মানহানির জন্য সাজা পেয়েছি, ভুল তথ্যের কারণে নয়।"

"কিন্তু আপনি তো সেটা প্রকাশ করেছিলেন।"

"আপনি যদি আমার বিরুদ্ধে দেয়া রায়টা নিয়ে আলোচনা করার জন্য ফোন করে থাকেন তাহলে বলছি এ ব্যাপারে আমার কোনো মন্তব্য নেই।"

"আমি আপনার একটা ইন্টারভিউ নেবার জন্য আসতে চাচ্ছিলাম।"

"এ বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই।"

"তাহলে আপনি মামলার ব্যাপারে কোনো আলোচনা করতে চাচ্ছেন না?"

"ঠিক," কথাটা বলেই ফোনটা রেখে দিলো সে। কম্পিউটারে ফিরে যাবার আগে অনেকক্ষণ বসে থেকে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলো।

যে ইন্সট্রাকশন সে পেয়েছে সে অনুয়ায়ী নিজের কাওয়াসাকি বাইকটা নিয়ে ছুটছে সালান্ডার। হেডেবি আইল্যান্ডের বৃজটা পার হয়ে বাম দিকের প্রথম বাড়িটার কাছে এসে থামলো সে। অনেক দূর চলে এসেছে। তবে তার নিয়োগকর্তা যদি সব কিছুর ব্যয়ভার বহন করতে রাজি থাকে তাহলে সে উত্তর-মেরু পর্যন্ত যেতেও প্রস্তুত আছে। তাছাড়া বাইকটার নতুন ইঞ্জিন লাগানোর পর লম্বা একটি পথ পাড়ি দেবার দরকার ছিলো। বাইকটা স্ট্যান্ডে রেখে ডাফেল ব্যাগের স্ট্র্যাপটা আলগা করে নিলো সে।

দরজা খুলে তার দিকে হাত নাড়লো ব্লমকোভিস্ট। বাড়ির বাইরে পা রেখে তার মোটরবাইকের দিকে চেয়ে রইলো বিস্ময়ে।

শিষ বাজালো সে। "তুমি বাইক চালাও!"

সালান্ডার কিছু বললো না তবে ব্লমকোভিস্ট যখন তার বাইকের হ্যান্ডেলবার আর এক্সেলেটর পরখ করে দেখতে লাগলো ভুরু কুচকে সেদিকে তাকিয়ে রইলো সে। তার জিনিস কেউ ধরুক এটা তার মোটেও পছন্দ নয়। এরপরই মিকাইলের ছেলেমানুষীসুলভ হাসি দেখতে পেলো। বেশিরভাগ বাইক চালানো লোকজন তার হালকা বাইক দেখে তাচ্ছিলভরে হেসে থাকে।

"আমার বয়স যখন উনিশ তখন একটা বাইক চালাতাম," বললো মিকাইল। "এখানে আসার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। ভেতরে আসো।"

নিলসনের কাছ থেকে একটা ক্যাম্পবেড ধার করেছে সে। বাড়িটার আশেপাশে একটু ঘুরে এসে সালন্ডারকে মনে হলো স্বস্তিবোধ করছে। বিপজ্জনক কোনো ফাঁদের চিহ্ন তার চোখে পড়ে নি। ব্লমকোভিস্ট তাকে দেখিয়ে দিলো বাথরুমটা কোথায়।

"যদি শাওয়ার নিতে কিংবা ফ্রেশ হতে চাও তাহলে ব্যবহার করতে পারো।"

"আমাকে পোশাক পাল্টাতে হবে। চামড়ার জ্যাকেট পরে আমি এখানে ঘুরে বেড়াতে চাই না।"

"ঠিক আছে, তুমি পোশাক পাল্টাতে থাকো এই ফাঁকে আমি ডিনার তৈরি করি।"

সালন্ডার যখন গোসল করে পোশাক পাল্টে বাইরে এলো দেখতে পেলো সেখানে টেবিলে খাবার সাজিয়ে বসে আছে ব্লমকোভিস্ট। খালি পা, কালো রঙের কামিসল, শর্ট আর ছেঁড়াফাড়া জিন্স প্যান্ট পরেছে সে। খাবারের গন্ধটা তার বেশ ভালো লাগলো। তার পিঠে টাট্টুগুলো দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলো ব্লমকোভিস্ট।

"পাঁচ যোগ দিন," বললো সালান্ডার। "আপনার হ্যারিয়েটের তালিকা থেকে পাঁচটি কেস আর আমার নিজের কাছে মনে হয়েছে এই তালিকায় থাকতে পারে সেরকম তিনটি।"

"আমাকে বলো।"

"আমি মাত্র এগারো দিন ধরে এ কাজে নেমেছি। সব রিপোর্ট খতিয়ে দেখার সুযোগ এখনও পাই নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুলিশ রিপোর্টগুলো ন্যাশনাল আর্কাইভে দিয়ে দেয়া হয়েছে। বাকিগুলো এখনও স্থানীয় পুলিশের কাছেই আছে। তিন দিন ব্যয় করেছি কিছু পুলিশ দপ্তরে গিয়ে, তবে সবগুলোতে যেতে পারে নি। পাঁচটা চিহ্নিত করা হয়েছে।"

রান্নাঘরের টেবিলে সালান্ডার ৫০০ পৃষ্ঠার একটি বান্ডিল রেখে খুব দ্রুত সেই কাগজগুলোকে আলাদা আলাদা ভাগে ভাগ ক'রে রাখলো সে।

"এগুলোকে সময় অনুযায়ী সাজালে এরকম হয়।" ব্লমকোভিস্টকে একটি তালিকা দিলো সালান্ডার।

১৯৪৯–রেবেকা জ্যাকবসন, *হেডেস্টাড* (৩০১১২)
১৯৫৪–মেরি হোমবার্গ, *কালমার* (৩২০১৮)
১৯৫৭–রাকেল লুন্ডি, *ল্যান্ডসক্রোনা* (৩২০২৭)
১৯৬০–(মাগদা) লোভিশা সিওবার্গ, *কার্লস্টাড* (৩২০১৬)
১৯৬০–লিভ গুস্তাভসন, *স্টকহোম* (৩২০১৬)
১৯৬২–লিয়া পারসন, *উদেভাল্লা* (৩১২০৮)
১৯৬৪–সারা উইট, *রোনিবি* (৩২১০৯)
১৯৬৬–লেনা এন্ডারসন, *উপসালা* (৩০১১২)

"এই সিরিজে প্রথম কেসটি হলো রেবেকা জ্যাকবসনের, ১৯৪৯ সালে সংঘটিত হয়েছিলো সেটা। এ ব্যাপারে বিস্তারিত সব আপনি আগেই জেনেছেন। পরের যে কেসটি আমি খুঁজে পেয়েছি সেটা হলো মেরি হোমবার্গের, কালমারের বত্রিশ বছর বয়সী এক পতিতার। ১৯৫৪ সালের অক্টোবরে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে সে খুন হয়। ঠিক কখন খুন হয়েছিলো সেটা অবশ্য নিশ্চিত করে জানা যায় নি। সম্ভবত আট-দশদিন পর তার লাশটা পাওয়া যায়।"

"এর সাথে হ্যারিয়েটের তালিকার সম্পর্ক কিভাবে করলে?"

"তার হাত-পা বাধা ছিলো, বিভৎসভাবে হত্যা করা হয়েছে। শ্বাসরোধে মারা হয়েছে বলে জানা যায়। তার গলার ভেতর থেকে স্যানিটারি তোয়ালে পাওয়া গেছে।"

লেভিটিকাস ২০:১৮-এর পংক্তিটির দিকে মুখ তুলে তাকানোর আগে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইলো ব্লমকোভিস্ট।

"কোনো পুরুষ যদি কোনো নারীর ঋতুস্রাব চলাকালীন সময় তার সাথে যৌনকর্ম করে তাহলে উভয়কেই তাদের নিজেদের লোকজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। সে পাপ করেছে কারণ সেই পুরুষ মহিলার রক্তের উৎসকে উন্মোচিত করেছে; আর সেই মহিলা তার রক্তের উৎসকে করেছে অনাবৃত।"

সালান্ডার মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার ঠিক একই কানেকশান তৈরি করেছে। ঠিক আছে। পরেরটা কি?"

"১৯৫৭ সালের মে মাসে, পাঁচচল্লিশ বছর বয়স্ক রাকেল লুন্ডি। মহিলা পস্কিারপরিচ্ছন্নতার কাজ করতো। গ্রামে বেশ সুখি জীবনযাপন করতো সে। শৌখিন ভবিষ্যতদ্রষ্টা ছিলো লুন্ডি। টারোট কার্ড পড়তে পারতো। হাত দেখার কাজ, এইসব আর কি। ল্যান্ডসক্রোনারের এক নিরিবিলি এলাকায় বসবাস করতো, বাড়ির খুব আশেপাশে অন্য কারোর বাড়ি ছিলো না। সকালবেলায় তাকে হত্যা করা হয়। বাড়ির পেছনে বাগানে তাকে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় লন্ড্রি-ড্রাইং ফ্রেমের সাথে বাধা অবস্থায় পাওয়া যায়। মুখ টেপ দিয়ে বাধা ছিলো। অনেকগুলো ভারি পাথর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করা হয়। শরীরে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।"

"হায় জিশু। লিসবেথ, এটা তো একেবারে জঘন্য।"

"আরো বেশি জঘন্য ব্যাপার আছে। আর.এল আদ্যাক্ষরটি সঠিক–আপনি বাইবেলের উদ্ধৃতিটা দেখেছেন?"

"একেবারে পরিস্কার। *যদি কোনো পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক ডাইনী কিংবা মায়াবি হয়ে থাকে তাদেরকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে হবে। লোকজন তাদেরকে পাথর ছুড়ে হত্যা করবে। তারাই তাদের মৃত্যুর জন্য দায়ি।"*

"এবার রানমোর অদূরে কার্লস্টাডের সিওবার্গ। হ্যারিয়েটের তালিকায় সে মাগদা নামে আছে। তার পুরো নাম মাগদা লোভিশ। তবে লোকে তাকে লোভিশা নামেই ডাকতো।"

তার পৈশাচিক হত্যার বিবরণ শুনে গেলো ব্লমকোভিস্ট। তারপর মেয়েটা একটা সিগারেট ধরালে সেও একটা চাইলো। সালান্ডার প্যাকেটটা ঠেলে দিলো তার দিকে।

"তাহলে খুনি পশুপাখিও হত্যা করেছে?"

"লেভিটিকাসের পংক্তি বলছে কোনো স্ত্রীলোক যদি প্রাণীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের দু'জনকেই হত্যা করতে হবে।"

"এই মহিলার বেলায় গরুর সঙ্গে যৌনকর্ম করার সম্ভাবনা আছে...অবশ্য সেটা নিশ্চিত করে জানা যায় নি।"

"পংক্তিটি আক্ষরিক অর্থে পড়া যেতে পারে। একজন কৃষকের স্ত্রী হিসেবে প্রতিদিনই তাকে গরুর কাছে যেতে হতো।"

"বুঝতে পেরেছি।"

"হ্যারিয়েটের তালিকায় পরের কেসটা হলো সারা। আমি তাকে সারা উইট হিসেবে চিহ্নিত করেছি। বয়স সাইত্রিশ, রোনিবি'তে বসবাস করতো। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে খুন হয় সে। নিজের বিছানায় হাত-পা বাধা অবস্থায় পাওয়া যায় তাকে। যৌননির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে এক্সিফিজিয়েশনের কারণে। অর্থাৎ তার শ্বাসরোধ করা হয়েছে। খুনি তাকেসহ

পুরো বাড়িটা আগুনে পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিলো। তবে আগুন বেশিদূর ছড়াতে পারে নি, ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের লোকজন দ্রুত এসে পড়েছিলো।"

"কানেকশানটা কি?"

"এটা শোনেন। সারা উইট একজন যাজকের মেয়ে ছিলো, আবার তার বিয়েও হয়েছিলো একজন যাজকের সাথে। হত্যাকাণ্ডের সময় তার স্বামী ছিলো বাইরে।"

"কোনো যাজকের কন্যা বেশ্যাগিরি করার মাধ্যমে নিজেকে অপবিত্র করলে সে তার পিতার লজ্জার কারণ হয় সুতরাং তাকে অবশ্যই আগুনে দগ্ধ হতে হবে।"

"আমি আরো তিনজন মহিলাকে খুঁজে পেয়েছি যারা একইভাবে খুন হয়েছে। তারাও হ্যারিয়েটের তালিকার সাথে খাপ খেয়ে যেতে পারে। প্রথমজন হলো লিভ গুস্তাভসন নামের এক তরুণী। বাইশ বছর বয়সী এই মেয়ে বসবাস করতো ফারস্টায়। ঘোড়াপ্রেমী ছিলো মেয়েটি–প্রতিযোগীতায়ও অংশ নিতো। খুব প্রতিভাবান ছিলো। বোনের সাথে একটা পোষাপ্রাণীর দোকান চালাতো। বোন চলে যাবার পর একা একা হিসেব করছিলো তখনই আক্রান্ত হয় ব'লে অনুমাণ করা হয়। খুনিকে সে নিজেই তার দোকানে ঢুকতে দিয়েছিলো। তাকে ধর্ষণ করে শ্বাসরোধ করা হয়।"

"এটা তো হ্যারিয়েটের তালিকার সাথে খাপ খাবে ব'লে মনে হচ্ছে না?"

"তা ঠিক, তবে একটা জিনিস যদি না থাকতো। খুনি তার বর্বরতা শেষ করেছে মেয়েটার যৌনাঙ্গের ভেতর টিয়াপাখি ঢুকিয়ে দোকানের সবগুলো প্রাণী খাঁচা থেকে বের করে দিয়ে বেড়াল, কচ্ছপ, বিলেতি ইঁদুর, খোরগোশ, পাখি এসব আর কি। এমনকি অ্যাকুরিয়ামের মাছগুলো পর্যন্ত। সুতরাং তার বোন যখন পরদিন সকালে দোকানে ফিরে আসে তখন ভয়ঙ্কর একটি দৃশ্য দেখতে পায়।"

ব্লমকোভিস্ট নোটে টুকে নিলো।

"১৯৬০ সালের আগস্টে খুন হয় সে, কার্লস্টাডের মাগদা লোভিশার হত্যাকাণ্ডের চারমাস পর। উভয় ক্ষেত্রেই মহিলা দু'জন প্রাণীদের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলো এবং তাদের হত্যার সাথে সাথে প্রাণী হত্যাও করা হয়। কার্লস্টাডের গরুটা হয়তো বেঁচে গিয়েছিলো ভালো মতো ছুরিকাঘাত না করার কারণে। আসলে সামান্য একটা ছুরি দিয়ে এক আঘাতে কোনো গরু হত্যা করা সহজ কাজ নয়। সেক্ষেত্রে টিয়াপখি অনেকটাই সহজ। তাছাড়া এখানে আরো কিছু প্রাণী হত্যা করা হয়েছিলো।"

"কি?"

সালান্ডার লিয়া পারসনের 'কবুতর হত্যার' ঘটনাটি জানালো তাকে। ব্লমকোভিস্ট কথাটা শুনে এতো দীর্ঘ সময় ধরে চুপ মেরে বসে রইলো যে

সালান্ডার অনেকটাই অধৈর্য হয়ে উঠলো।

"আমি তোমার তত্ত্বটা মেনে নিচ্ছি," অবশেষে বললো সে। "আরেকটা কেস বাকি আছে।"

"এই কেসটা আমি ঘটনাচক্রে আবিষ্কার করেছি। আমি জানি না কতোগুলো আমার চোখ এড়িয়ে গেছে।"

"এটা সম্পর্কে আমাকে বলো।"

"উপসালায় ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে। লেনা এন্ডারসন নামের সতেরো বছরের এক জিমন্যাস্ট ছিলো ভিকটিম। এক ক্লাসপার্টির পরই সে নিখোঁজ হয়ে যায়। তিন দিন পর তার লাশ পাওয়া যায় উপসালার এক ডোবায়। শহর থেকে সেটা একটু দূরে। অন্য কোথাও তাকে হত্যা করে লাশটা ওখানে ফেলে রাখা হয়েছিলো। এই হত্যাকাণ্ডটি মিডিয়াতে বেশ আলোড়ন তুলেছিলো সেসময়। তবে তার মৃত্যুর আসল কারণ কখনই রিপোর্ট করা হয় নি। মেয়েটাকে বিভৎসভাবে নির্যাতন করা হয়েছিলো। প্যাথলজিস্টের রিপোর্টটা আমি পড়েছি। আগুন দিয়ে তাকে নির্যাতন করা হয়েছিলো। হাত আর স্তনযুগল আগুনে পুড়িয়ে ফেলে খুনি। তার সারা দেহেও অসংখ্য আগুনের ছেঁকার চিহ্ন ছিলো। মোমবাতি তৈরিতে ব্যবহৃত প্যারাফিনের উপস্থিতি পাওয়া গেছে তার শরীরে। তবে তার হাতটা যেভাবে পুড়েছিলো তাতে মনে হয় আরো তীব্র কোনো দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করা হয়েছিলো এ কাজে। শেষে খুনি তার মাথাটা কেটে লাশের পাশে রেখে দেয়।"

ব্লমকোভিস্টের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। "হায় ঈশ্বর," বললো সে।

"এই অবস্থার সাথে খাপ খায় সেরকম বাইবেলের উদ্ধৃতি আমি খুঁজে পাই নি। তবে বেশ কয়েক জায়গা আগুনের নৈবেদ্য আর পাপের নৈবেদ্যের উল্লেখ আছে। কোথাও কোথাও পশু বলি দেবার কথাও বলা আছে–বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ষাড়–এমনভাবে কাটতে হবে যেনো *মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।* প্রথম হত্যা, মানে রেবেকার ঘটনায় আগুনের কথাটা মনে পড়ে যাচ্ছে।"

রাতের বেলায় মশার উপদ্রবে বাইরে থেকে কটেজের ভেতরে রান্নাঘরে চলে এলো তারা। তাদের কথাবার্তা অব্যাহত রইলো সেখানেও।

"সত্যি কথা হলো, বাইবেলের উদ্ধৃতির সাথে একেবারে খাপ খেয়ে যায় সেরকম কিছু খুঁজে না পাওয়াটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটা উদ্ধৃতির ব্যাপার নয়। বাইবেলে যা লেখা আছে সেটা আসলে বিভৎসতার প্যারোডি–এটা অনেকটা উদ্ধৃতিগুলোকে প্রেক্ষাপট থেকে আলাদা ক'রে দেখার সাথে সম্পর্কিত।"

"আমিও এর সাথে একমত। এটা এমন কি যৌক্তিকও নয়। উদাহরণ হিসেবে ঋতুস্রাব চলাকালীন কোনো মেয়ের সাথে সেক্স করার শাস্তি হিসেবে তার

লোকজনদের কাছ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলার উদ্ধৃতিটার কথা টেনে আনা যেতে পারে। এটাকে আক্ষরিক অর্থে দেখলে খুনিকে আত্মহত্যা করতে হবে।"

"তাহলে এসব আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?" ব্লমকোভিস্ট কথাটা আপন মনে বললেও বেশ জোরেই উচ্চারণ করলো।

"হয় আপনার এই হ্যারিয়েটের উদ্ভট শখ ছিলো নয়তো সে জানতো এইসব হত্যাকাণ্ডের সাথে একটা কানেকশান রয়েছে।"

"১৯৪৯ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে, এবং সম্ভবত এর আগে কিংবা পরেও হতে পারে। মানসিকভাবে অসুস্থ মর্ষকামী এক সিরিয়াল কিলার সতেরো বছর ধরে একের পর এক মহিলাকে হত্যা করে গেছে সবার চোখে ধুলো দিয়ে, এমনকি কেউ এইসব হত্যাকাণ্ডের সাথে কোনো সম্পর্ক পর্যন্ত খুঁজে বের করতে পারে নি, এই আইডিয়াটা একেবারে অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে।"

চেয়ারে হেলান দিয়ে কফি খেতে লাগলো সালান্ডার। একটা সিগারেটও ধরালো সে। খেতে ইচ্ছে না করলেও মিকাইলও তার দেখাদেখি সিগারেট ধরালো।

"না, এটা মোটেও অবিশ্বাস্য নয়," একটা আঙুল তুলে ধরে বললো মেয়েটা। "বিংশ শতাব্দীতে এই সুইডেনে কয়েক ডজন মহিলার হত্যাকাণ্ড অমীমাংসিত অবস্থায় রয়ে গেছে আজো। ক্রিমিনোলজির প্রফেসর পারসন এক টিভি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন সুইডেনে নাকি সিরিয়াল কিলার প্রায় নেই বললেই চলে। তবে তার মানে এও হতে পারে যে আমরা কখনও সেরকম কাউকে ধরতে পারি নি।"

আরেকটা আঙুল তুলে ধরলো সালান্ডার।

"এইসব হত্যাকাণ্ড দীর্ঘ সময় ধরে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত হয়েছে। দুটো ঘটেছে ১৯৬০ সালে, তবে পরিস্থিতি বিবেচনায় নিলে বলতে হবে একেবারেই আলাদা ধরণের হত্যাকাণ্ড ছিলো—কার্লস্টাডের এক কৃষকের স্ত্রী আর স্টকহোমের বাইশ বছরের মেয়ে।"

তিনটা আঙুল তুলে ধরলো এবার।

"কোনো প্যাটার্ন নেই। খুনগুলো বিভিন্ন জায়গায় সংঘটিত হয়েছে, নির্দিষ্ট কোনো সিগনেচারও ছিলো না। তবে কিছু নির্দিষ্ট জিনিস আছে। প্রাণী। আগুন। যৌননির্যাতন। এবং আপনি যেমনটি বলেছেন বাইবেলের উদ্ধৃতির অনুকরণ করা। তবে এইসব কেসের তদন্তে নিয়োজিত কোনো ডিটেক্টিভই হত্যাকাণ্ডগুলোর সাথে বাইবেলের কোনো সম্পর্ক খুঁজে পায় নি।"

ব্লমকোভিস্ট মেয়েটাকে দেখতে লাগলো। হালকাপাতলা শরীর, কালো কামিসোল, টাটু, আর মুখে ফুটো করে কয়েকটা রিং পরে আছে সে। দেখতে একেবারে বেখাপ্পা লাগছে এখানে। বিশেষ করে হেডেবির কোনো কটেজে।

ডিনারের সময় যখন মেয়েটার সাথে একটু খাতির জমানোর চেষ্টা করলো একেবারে চুপ মেরে গেলো সালান্ডার। নির্মম কাঠিন্যতায় হতাশ করলো তাকে। কিন্তু কাজের সময় পুরোপুরি পেশাদার আচরণ করে সে। স্টকহোমে তার অ্যাপার্টমেন্টটা দেখে মনে হয় সেখানে বুঝি বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে, কিন্তু মানসিকভাবে সালান্ডার অসম্ভব রকমের সুসংগঠিত।

"উদেভাল্লার পতিতা আর রোনিবির যাজকের স্ত্রীর হত্যার মধ্যে কানেকশান খুঁজে বের করাটা খুব কঠিন বলেই মনে হয়। হ্যারিয়েট আমাদের যে চাবিটা দেয় নি সেটা হলো এটা।"

"যা কিনা আমাদেরকে পরবর্তী প্রশ্নে নিয়ে যায়," বললো সালান্ডার।

"হ্যারিয়েট এসবের সাথে জড়িয়ে পড়লো কিভাবে? ষোলো বছরের এক মেয়ে যেকিনা বেড়ে উঠেছে একেবারেই নিরাপদ আর সুরক্ষিত এক পরিবেশে।"

"এ প্রশ্নের একটা জবাবই আছে," সালান্ডার বললো। "অবশ্যই ভ্যাঙ্গার পরিবারের সাথে এর কোনো কানেকশান রয়েছে।"

রাত ১১টায় তারা সিরিজ হত্যাকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করে কাটিয়ে দিলো। ব্লমকোভিস্টের রীতিমতো মাথা ধরে গেলো ভেবে ভেবে। এক পর্যায়ে সালান্ডারকে বললো একটু বাইরে গিয়ে হাটাহাটি করে আসবে কিনা। মেয়েটা এমনভাবে তাকালো যেনো এসব করে তার কোনো লাভ হবে না। খামোখাই সময় নষ্ট করা। তবে তাকে অবাক করে দিয়ে রাজি হলো সে। ব্লমকোভিস্ট সালান্ডারকে ফুল ট্রাউজার পরতে বললো কারণ বাইরে মশা আছে।

ছোটো নৌকার হার্বার পেরিয়ে বৃজটা অতিক্রম করে তারা চলে এলো মার্টিন ভ্যাঙ্গারের বাড়ির সামনে। বিভিন্ন বাড়ি দেখিয়ে কে কোন বাড়িতে থাকে সেসব বলে গেলো সালান্ডারকে। তবে সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গারের বাড়ির সামনে এসে একটু সমস্যায় পড়ে গেলো সে। তার দিকে তাকিয়ে চোখ কুচকে তাকালো সালান্ডার।

একটু সামনে এগিয়ে সৈকতের কাছে বড় একটা পাথরের উপর বসে সিগারেট খেতে শুরু করলো তারা।

"আর কোনো কানেকশান নেই," হঠাৎ করেই বললো ব্লমকোভিস্ট। "হয়তো তুমি এরইমধ্যে এ নিয়ে ভেবেছো।"

"কি?"

"তাদের নামগুলো।"

কিছুক্ষণ ভেবে মাথা দোলালো সালান্ডার।

"সবগুলো নামই বাইবেলীয়।"

"সত্যি নয়," বললো মেয়েটা। "বাইবেলের কোথায় লিভ কিংবা লেনা নামটা আছে?"

"আছে। লিভ মানে লাইভ, এর আরেক নাম হলো ইভা। আর লেনা কিসের সংক্ষিপ্ত?"

বিরক্ত হয়ে ভুরু কোচকালো সালান্ডার। তারচেয়ে ব্লমকোভিস্ট একটু বেশি দ্রুত। এটা তার পছন্দ হচ্ছে না।

"মাগদালিন," বললো সালান্ডার।

"বেশ্যা, প্রথম নারী, কুমারি মেরি...তারা সবাই এই দলে রয়েছে..এটা এতোটাই অদ্ভুত যে, যেকোনো মনোবিজ্ঞানীর মাথা ঘুরিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট। তবে নামগুলোর ব্যাপারে আমি অন্য কিছুও ভেবেছি।"

সালান্ডার অপেক্ষা করলো কথাটা শোনার জন্য।

"নামগুলোর সবই ইহুদি নাম। ভ্যাঙ্গার পরিবারে অ্যান্টি সেমিটিক আর ইহুদি বিরোধী বেশ কয়েকজন লোক ছিলো, একেবারে খাঁটি নাৎসিও ছিলো তাদের মধ্যে। হেরাল্ড ভ্যাঙ্গারের সাথে যখন আমার প্রথম দেখা হলো লোকটা তখন নিজের মেয়েকে বেশ্যা বলে গালি দিচ্ছিলো। মেয়েমানুষের ব্যাপারে লোকটার অবশ্যই সমস্যা আছে।"

ক্যাবিনে ফিরে এসে তারা হালকা স্ন্যাকস আর গরম গরম কফি পান করলো। ড্রাগান আরমানস্কির সেরা রিসার্চারের তৈরি করা ৫০০পৃষ্ঠার রিপোর্টটার উপর চোখ বোলালো মিকাইল।

"এতো অল্প সময়ের মধ্যে এতোগুলো তথ্য জোগার করাটা অসাধারণ কাজই বটে," বললো সে। "ধন্যবাদ, তোমাকে। আরো ধন্যবাদ আমার এখানে আসার জন্য।"

"এখন কি হবে?" জানতে চাইলো সালান্ডার।

"আগামীকাল আমি ডার্চ ফ্রোডির সাথে কথা বলবো, তোমাকে কতো টাকা দিতে হবে সেটাও ঠিক ক'রে নেবো তার সাথে।"

"আমি সেটা জানতে চাই নি।"

তার দিকে তাকালো ব্লমকোভিস্ট।

"আসলে...তোমাকে যে কাজের জন্য আমি ভাড়া করেছিলাম সেটা হয়ে গেছে," বললো সে।

"আমার কাজ শেষ হয় নি।"

ব্লমকোভিস্ট তার চোখের দিকে তাকালো। এই মেয়ের চোখের দিকে তাকালে কিছুই বোঝা যায় না। বিগত ছয়মাস ধরে হ্যারিয়েটের নিখোঁজ হবার ঘটনাটি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে সে আর এখন সেই কাজে আরেকজন এসে উপস্থিত হয়েছে–অভিজ্ঞ একজন রিসার্চার–কাজটা সে ভালোমতোই ধরতে পেরেছে। সিদ্ধান্তটি হুট করেই নিয়েছিলো মিকাইল।

"আমি জানি এই কাহিনীটা আমাকেও আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ফেলেছে। ফ্রোডির সাথে আমি কথা বলবো। তোমাকে আরো দুয়েক মাসের জন্য রাখবো...একজন রিসার্চার সহকারী হিসেবে। তবে আমি জানি না তার জন্যে আগের মতো

পারিশ্রমিক দিতে রাজি হবে কিনা। তবে তোমার জন্য ভালো হয় সেরকম কিছু দেবার ব্যবস্থা করবো আমরা।"

আচমকা তার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো সালান্ডার। মুখ খোলার কোনো ইচ্ছে তার নেই। কাজটা সে বিনা পারিশ্রমিকে করতেও রাজি ছিলো।

"আমার খুব ঘুম পেয়েছে," আর কিছু না বলে সোজা চলে গেলো নিজের বিছানায়। বন্ধ করে দিলো তার ঘরের দরজা।

দুই মিনিট বাদে দরজা খুলে মাথা বের করলো সে।

"আমার মনে হয় আপনার ধারণা ভুল। এটা ভুলভাবে বাইবেল পড়া কোনো উন্মাদ সিরিয়াল কিলার নয়। এটা নারীবিদ্বেষী সাধারণ কোনো বাগানবিলাসী বানচোত।"

অধ্যায় ২১

বৃহস্পতিবার, জুলাই ৩–বৃহস্পতিবার, জুলাই ১০

ব্লমকোভিস্টের অনেক আগেই ভোর ৬টার দিকে ঘুম থেকে উঠে গেলো সালান্ডার। কফি বানানোর জন্য পানি গরম করতে দিয়ে গোসল করে নিলো সে। ৭:৩০-এ ব্লমকোভিস্ট উঠে দেখতে পেলো তার ল্যাপটপে হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার সম্পর্কিত সামারিটা পড়ছে সালান্ডার। চোখ ঘষতে ঘষতে কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে রান্নাঘরে চলে এলো সে।

"স্টোভে কফি আছে," বললো মেয়েটা।

তার দিকে ভালো ক'রে তাকালো সে।

"হায়রে! এই ডকুমেন্টটা পাসওয়ার্ড দিয়ে রাখা হয়েছিলো," সে বললো।

তার দিকে ঘুরে চোখ পিটপিট করে তাকালো সালান্ডার।

"শব্দ দিয়ে কোনো ফাইল প্রটেকশন করে রাখলে সেটা ওপেন করার জন্য যে প্রোগ্রামের দরকার হয় তা নেট থেকে মাত্র ত্রিশ সেকেন্ডে নামিয়ে নেয়া যায়।"

"তোমার আর আমার মনে এই বিষয়টা নিয়ে কি সব চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে সে ব্যাপারে আমাদের কথা বলতে হবে," কথাটা বলেই শাওয়ার নেবার জন্য চলে গেলো ব্লমকোভিস্ট।

ফিরে এসে দেখতে পেলো তার ল্যাপটপটা বন্ধ করে আগের জায়গায় রেখে দিয়ে নিজের ল্যাপটপটা চালু করেছে মেয়েটি। ব্লমকোভিস্ট নিশ্চিত এরইমধ্যে তার কম্পিউটার থেকে কিছু জিনিস ট্রান্সফার করা হয়ে গেছে।

নাস্তা করার সময় দরজায় নক হলো। দরজা খুলে মার্টিন ভ্যাঙ্গারকে এমন বিষন্ন মুখে দেখতে পেলো যে ব্লমকোভিস্টের কাছে মনে হলো নির্ঘাত হেনরিকের মৃত্যু সংবাদ নিয়ে এসেছে সে।

"না, হেনরিক ভালোই আছে। আমি এসেছি একেবারে অন্য একটি কারণে। আমি কি একটু ভেতরে আসতে পারি?"

তাকে ভেতরে নিয়ে এসে 'আমার রিসার্চ সহকারী' হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিলো লিসবেথ সালান্ডারকে। জাঁদরেল শিল্পপতির দিকে অনেকটা তাচ্ছিল্যভরে তাকিয়ে আলতো করে মাথা নেড়ে আবার নিজের ল্যাপটপের দিকে মনোযোগ দিলো মেয়েটি। মার্টিন ভ্যাঙ্গারও এমন উদাস হয়ে আছে যে মেয়েটাকে ভালোমতো খেয়ালও করলো না। তার জন্যে এক কাপ কফি দিয়ে বসতে বললো তাকে।

"কি হয়েছে?"

"আপনি *হেডেস্টাড কুরিয়ার* পড়েন না?"

"না। তবে সুসানের ক্যাফে'তে মাঝেমধ্যে আমি ওটা পড়ি।"

"তাহলে আজ সকালের পত্রিকাটা পড়েন নি।"

"আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে ওটা আমার পড়া উচিত ছিলো।"

তার সামনে টেবিলের উপর দৈনিক পত্রিকাটি রাখলো মার্টিন। ফ্রন্ট পেজে দু'কলামে ব্লমকোভিস্টের যে খবরটি ছাপা হয়েছে সেটা চতুর্থ পৃষ্ঠায় জাম্প করেছে। 'সাজাপ্রাপ্ত সাংবাদিক এখানে লুকিয়ে আছে।' দূর থেকে টেলিলেন্সের সাহায্যে তোলা একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে ব্লমকোভিস্ট তার কটেজে ঢুকছে।

রিপোর্টার টরসেন ওয়েনারস্ট্রম থেকে শুরু করে তার জেলখাটা নিয়ে এমনভাবে প্রতিবেদনটি লিখেছে যে এই এলাকার যেকোনো আত্মমর্যাদাজ্ঞান সম্পন্ন মানুষই মনে করবে স্টকহোমের এক কালপ্রিট তাদের এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। মিলেনিয়াম'কে সেখানে এমনভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যেনো পত্রিকাটি খুবই জঘন্য একটি ম্যাগাজিন। উস্কানি আর গালগল্প ছড়ানো ছাড়া তাদের আর কোনো কাজ নেই। অর্থনৈতিক বিষয়ে লেখা ব্লমকোভিস্টের বইটাকেও বিতর্কিত একটি বই হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

"মিকাইল...এই আর্টিকেলটা পড়ার পর আমার কেমন লেগেছে সেটা আপনাকে বোঝাতে পারবো না। খুবই জঘন্য।"

"এটা ফরমায়েশি কাজ," শান্তকণ্ঠে বললো সে।

"আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন এরকম কাজের সাথে আমার বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নেই। সকালের কফি খেতে খেতে পত্রিকাটি পড়েছি।"

"তাহলে কাজটা করেছে কে?"

"আমি কয়েক জায়গায় ফোন করেছি। টরসন গ্রীষ্মকালীন এক রিপোর্টার। বার্জারের কাছ থেকে আদেশ পেয়ে এ কাজ করেছে সে।"

"আমার ধারণা ছিলো নিউজরুমে বার্জারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। হাজারহোক সে হলো একজন কাউন্সিলর এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।"

"টেকনিক্যালি তার কোনো প্রভাব নেই। কিন্তু *কুরিয়ার*-এর এডিটর ইন চিফ হলো গুনার কার্লম্যান। ইনগ্রিডের ছেলে। জোহান ভ্যাঙ্গার পরিবারের লোক সে। বার্জার আর গুনার দীর্ঘদিন ধরে খুব ঘনিষ্ঠ।"

"বুঝতে পেরেছি।"

"এ কাজের জন্য টরসনকে বরখাস্ত করা হবে।"

"তার বয়স কতো?"

"সত্যি বলতে কি আমি সেটা জানি না। তার সাথে আমার কখনও দেখা হয় নি।"

"তাকে বরখাস্ত করবেন না। আমাকে যখন ফোন করেছিলো তার কণ্ঠ শুনে মনে হয়েছে ছেলেটার বয়স বেশি হবে না। অনভিজ্ঞ এক সাংবাদিক।"

"এ ধরণের কাজের জন্য তো তাকে এমনি এমনি ছেড়ে দেয়া যাবে না।"

"আপনি যদি আমার মতামত জানতে চান তো বলি, পরিস্থিতিটা আমার কাছে বেশ অদ্ভুত লাগছে। যে পত্রিকার এডিটর ইন চিফ ভ্যাঙ্গার পরিবারের লোক সে কিনা এমন একটি পত্রিকার বিরুদ্ধে বিষোদগার করলো যার আংশিক মালিক হলো হেনরিক ভ্যাঙ্গার। আপনার এডিটর কার্লম্যান আসলে আপনার এবং হেনরিকের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছে।"

"আপনি কি বলতে চাচ্ছেন সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। এরজন্যে যে-ই দায়ি হোক তার বিরুদ্ধেই আমি ব্যবস্থা নেবো। কার্লম্যান আমাদের কর্পোরেশনের একজন অংশীদার, সবসময় সে আমার বিরুদ্ধে কাজ করে। তবে এবারেরটা মনে হচ্ছে বার্জারের প্রতিশোধ। হাসপাতালে আপনার সাথে তার বাদানুবাদ হয়েছিলো। আপনি তার চক্ষুসূল।"

"আমি সেটা বিশ্বাস করি। এজন্যেই মনে করি টরসনকে পুরো দোষ দেয়া যায় না। কোনো ইন্টার্নের পক্ষে নিজের বসকে না বলাটা বেশ কঠিন কাজ।"

"আমি তাদেরকে বলতে পারি আগামীকাল আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।"

"এটা না করলেই ভালো হয়। এতে করে পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে।"

"তাহলে আপনি মনে করছেন আমি কিছুই করবো না?"

"করে কোনো লাভ হবে না। কার্লম্যান তখন আপনার পেছনে লাগবে। আপনাকে সে চিত্রিত করবে মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপকারী হিসেবে।"

"ক্ষমা করবেন আমাকে। আপনার সাথে আমি একমত হতে পারছি না। আমারও তো মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে। আমার মতামত হলো এই আর্টিকেলটা ছাপানো অনুচিত হয়েছে। না বলে পারছি না, বর্তমানে আমি *মিলেনিয়াম* বোর্ডে হেনরিকের স্থলাভিষিক্ত হয়েছি। সেক্ষেত্রে এরকম একটি আক্রমনাত্মক আর্টিকেল এভাবে পার পেয়ে যেতে পারে না।"

"তা অবশ্য ঠিক।"

"তাহলে আমি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছি। আর আমি যদি কার্লম্যানকে গর্দভ হিসেবে তুলে ধরি তার জন্যে সে নিজেই দায়ি থাকবে।"

"আপনি যা ভালো মনে করেন তা করার অধিকার আপনার আছে।"

"আর আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন এসব জঘন্য কাজের পেছনে আমার কোনো ভূমিকা ছিলো না।"

"আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি," বললো ব্লমকোভিস্ট।

"আরেকটা ব্যাপার। কথাটা আমি এখন তুলতে চাই নি। সময় এসেছে

মিলেনিয়াম-এর বোর্ডে আপনার ফিরে যাবার। যাতে করে আমরা সবাইকে বোঝাতে পারি আমরা ঐক্যবদ্ধ আছি। আপনি যতোদিন এখানে থাকবেন এইসব গালগল্প চলতেই থাকবে। *মিলেনিয়াম*-এর উপর আমার আস্থা আছে। আমি নিশ্চিত আমরা একসাথে এই লড়াইয়ে জয়ী হতে পারবো।"

"আপনার যুক্তিটা আমি বুঝতে পারছি। তবে এবার আপনার সাথে আমিও দ্বিমত পোষণ করছি। হেনরিকের সাথে করা চুক্তি আমি ভঙ্গ করতে পারবো না। তাকে আমি ভীষণ পছন্দ করি। আর হ্যারিয়েটের ব্যাপারটা..."

"হ্যা?"

"আমি জানি এ ব্যাপারটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করা আপনাদের কাছে ভালো লাগে না। এও জানি হেনরিক দীর্ঘদিন ধরে এ নিয়ে বাতিকগ্রস্তের মতো আচরণ করছে।"

"আপনাকে বলে রাখছি–আমি হেনরিককে খুবই ভালোবাসি। সে আমার মেন্টর–কিন্তু হ্যারিয়েটের ব্যাপারে তার এই মাথা ঘামানোটা আমারও ভালো লাগে না।"

"এই কাজটা যখন নেই তখন আমি ভেবেছিলাম এটা একেবারেই সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমরা বিশাল অগ্রগতি লাভ করতে যাচ্ছি। সম্ভবত তার কি হয়েছিলো সেটা জানা যাবে এখন।"

মার্টিন ভ্যাঙ্গারের চোখে সন্দেহের ছটা দেখতে পেলো ব্লমকোভিস্ট। অবশেষে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো সে।

"ঠিক আছে। এক্ষেত্রে আমরা যতোদূর সম্ভব হ্যারিয়েটের রহস্যটার সমাধান করতে পারি। আমার পক্ষে যতোটুকু সম্ভব আমি আপনাকে সমর্থন দিয়ে যাবো। হেনরিকের জন্য এবং আপনার *মিলেনিয়াম*-এ ফিরে যাওয়া যেনো ত্বরান্বিত হয় সেজন্যে।"

"বেশ। তাহলে আপনার সাথে আমার কোনো বিরোধ নেই।"

"না। তা নেই। যখনই সমস্যায় পড়বেন আমার কাছে সাহায্য চাইতে পারেন। আপনার কাজে বার্জার যাতে কোনো রকম বাধা সৃষ্টি করতে না পারে সেটা আমি দেখবো। সেইসাথে সিসিলিয়ার সাথে কথা বলে তাকেও প্রশমিত করবো আমি।"

"ধন্যবাদ, আপনাকে। তাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার ছিলো আমার, কিন্তু একমাস ধরে সে আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে।"

মার্টিন ভ্যাঙ্গার হেসে ফেললো। "সম্ভবত অন্য কোনো ইসু নিয়ে আপনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তবে আমি এর মধ্যে নিজেকে জড়াতে চাই না।"

তারা করমর্দন করলো।

তাদের কথাবার্তা শুনেছে সালান্ডার। মার্টিন চলে যাবার পর টেবিলে পড়ে থাকা *হেডেস্টাড কুরিয়ার* তুলে নিয়ে আর্টিকেলটা পড়লো সে। কোনো মন্তব্য না করেই সে পত্রিকাটা নামিয়ে রাখলো।

চুপচাপ বসে থেকে ভাবছে ব্লমকোভিস্ট। গুনার কার্লম্যান ১৯৪৮ সালে জন্মেছে। ১৯৬৬ সালে তার বয়স ছিলো আঠারো। হ্যারিয়েট নিখোঁজ হবার সময় অন্যদের সাথে সেও এখানে উপস্থিত ছিলো।

নাস্তার পর সালান্ডারকে পুলিশের রিপোর্টগুলো পড়ে দেখতে বললো সে। তাকে দুর্ঘটনার সময় তোলা সবগুলো ছবি আর ভ্যাঙ্গারের নিজস্ব তদন্তের সামারিটাও দিয়ে দিলো।

এরপর গাড়ি চালিয়ে চলে গেলো ফ্রোডির বাড়ি। তাকে একটা চুক্তি খসড়া করার জন্য অনুরোধ জানালো যাতে করে সালান্ডারকে আরো এক মাসের জন্যে নিয়োগ দেয়া যায় এ কাজের জন্য।

কটেজে ফিরে এসে দেখতে পেলো সালান্ডার বাগানে বসে পুলিশ রিপোর্টটা নিয়ে ডুবে আছে। কফি বানানোর জন্য রান্নাঘরে চলে গেলো ব্লমকোভিস্ট। সেখান থেকে জানালা দিয়ে মেয়েটাকে দেখতে লাগলো সে। খুব দ্রুত পড়ে। এক পৃষ্ঠা পড়তে দশ থেকে পনেরো সেকেন্ডের বেশি লাগছে না। যন্ত্রের মতো পাতা উল্টে যাচ্ছে। মেয়েটার এই অমনোযোগীতা তাকে বিস্মিত করলো। রিপোর্ট লেখার বেলায় একেবারেই অন্যরকম সে। খুবই নিঁখুত আর বিস্তারিত থাকে তার রিপোর্টগুলো। দু'কাপ কফি নিয়ে বাগানে চলে এলো ব্লমকোভিস্ট।

"আমরা যে একজন সিরিয়াল কিলারকে খুঁজছি সেটা দেখি আপনি আগেই নোটে লিখে রেখেছেন।"

"এটা সত্যি। হেনরিককে কি প্রশ্ন করবো সেসব আগেই লিখে রাখতাম আমি। একটু এলোমেলো ছিলো আমার কাজের ধরণ। কিছু দিন আগেও আমি প্রায় অন্ধকারে ছিলাম, গল্প লেখার চেষ্টা করতাম–হেনরিকের আত্মজীবনী আর কি।"

"আর এখন?"

"এর আগে সব ধরণের তদন্ত হেডেবি আইল্যান্ডে করা হয়েছে। কিন্তু এখন আমি নিশ্চিত সবগুলো ঘটনার সূত্রপাত হয়ে অবশেষে হ্যারিয়েটের নিখোঁজ হবার ঘটনাটি হেডেস্টাড থেকেই শুরু হয়েছে। এরফলে পারসপেক্টিভের বদল ঘটে গেছে।"

সালান্ডার বললো : "ছবিগুলো থেকে আপনি যা আবিষ্কার করেছেন সেটা আসলেই অসাধারণ।"

অবাক হলো ব্লমকোভিস্ট। প্রশংসার করার মতো মেয়ে সালান্ডার নয়। তার এই কথায় সে খুব আপ্লুত হয়ে উঠলো। সাংবাদিকতার দিক থেকে ভেবে দেখলে এটাও তো ঠিক, সে যা করেছে তা একেবারেই অসাধারণ।

"এখন ডিটেইলগুলো পূরণ করতে হবে। ছবি নিয়ে যে নরসিও'তে গেলেন তার কি খবর?"

"তুমি বলতে চাচ্ছো আমার কম্পিউটারের ছবিগুলো তুমি চেক করে দ্যাখো নি?"

"সময় পাই নি। আমার আসলে রিজিউমগুলো পড়া দরকার।"

ব্লমকোভিস্ট তার ল্যাপটপটা চালু করে ফটোগ্রাফ ফোল্ডারটা ওপেন করলো।

"এটা দারুণ। নরসিও ভ্রমণে এক ধরণের উন্নতি হয়েছে বলতে পারো। তবে সেই সাথে হতাশারও বটে। ছবিটা আমি খুঁজে পেয়েছি তবে তাতে তেমন কিছু খুঁজে পাই নি। ঐ মিলড্রেড বার্গরেন তার সব ছবিই জমিয়ে রেখেছে। আমি যে ছবিটা খুঁজছিলাম সেটাও তার কাছে আছে। সস্তা রঙ্গিন ছবির ফিল্ম ছিলো সেটা ফলে এই সাইত্রিশ বছরে একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেছে। পুরো ছবিটা হলদেটে হয়ে গেছে এখন। বিশ্বাস করতে পারো মহিলা এখনও ছবিগুলোর নেগেটিভ সংরক্ষণ করে রেখেছে। হেডেস্টাডে তোলা সবগুলো নেগেটিভ আমাকে ধার দিয়েছে সে। আমি সেগুলো স্ক্যান করে ফেলেছি। এই যে, হ্যারিয়েট এটাই দেখছিলো।"

হ্যারিয়েট/বিডি-১৯.ইপিএস নামের একটি ছবিতে ক্লিক করলো সে।

ছবিটা দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সালান্ডার তার আফসোসের ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। শিশুদের প্যারেডের ক্লাউনদের ঘোলাটে একটি ছবি। ছবিটার ব্যাকগ্রাউন্ডে সান্ডস্ট্রম টেইলারিং শপের কর্নারটা দেখা যাচ্ছে। সান্ডস্ট্রমের সামনের রাস্তায় দশ জনের মতো লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্যারেড দেখছে।

"আমার মনে হয় এই লোকটাকেই হ্যারিয়েট দেখছিলো। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আমি আন্দাজ করেছি। ওখানকার চৌরাস্তার মোড়ের একটি ড্রইংও এঁকেছি আমি। এই লোকটাই শুধু ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে। তার মানে, সম্ভবত লোকটা হ্যারিয়েটের দিকেই চেয়ে আছে।"

সালান্ডার দেখতে পেলো লোকজনের ভীড়ের পেছনে ঘোলাটে একটা মনুষ্যমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। কালো রঙের একটা জ্যাকেট পরে আছে লোকটা, কাঁধের দিকে লাল রঙের একটা প্যাচ। ফুলপ্যান্টটাও কালো। সম্ভবত জিন্সের। ছবিটা আরো জুম ক'রে অনেকটা বড় করে দেখালো ব্লমকোভিস্ট।

"একজন পুরুষ। উচ্চতা প্রায় পাঁচফুট এগারোর মতো। স্বাস্থ্য মোটামোটি। সোনালি চুল আর ক্লিনশেভ। মাঝ বয়সী থেকে কৈশোরের মধ্যে হবে তার বয়স। আপনি ছবিটা ম্যানুপুলেট করতে পারেন..."

"তা-ই করেছি। তারপরও এই অবস্থা। *মিলেনিয়াম*-এর ইমেজ প্রসেসিং ইউনিটে পাঠিয়েও দেখেছি।" আরেকটা নতুন ছবি ক্লিক করলো। "এরচেয়ে

ভালো ফল পাওয়া যায় নি। ক্যামেরাটা খুবই সিম্পল ছিলো ফলে দূরে থাকা ইমেজগুলো ভালো আসে নি।"

"ছবিটা কি আপনি কাউকে দেখিয়েছেন? কেউ হয়তো লোকটাকে চিনতে পারবে কিংবা..."

"ফ্রোডিকে দেখিয়েছি। লোকটা কে সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই।"

"মিঃ ফ্রোডি সম্ভবত হেডেস্টাডের একমাত্র ব্যক্তি নন যাকে ভালো অবজার্ভার বলা যায়।"

"তবে আমি তার এবং হেনরিক ভ্যাঙ্গারের পক্ষে কাজ করছি। অন্য কাউকে দেখানোর আগে আমি হেনরিককে ছবিটা দেখাতে চাই।"

"সম্ভবত লোকটা নিছক কোনো উৎসুক দর্শক।"

"এটার সম্ভাবনা আছে। তবে সে হ্যারিয়েটের জন্যে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।"

এরপর বেশ কয়েকটা দিন ব্লমকোভিস্ট আর সালান্ডার হ্যারিয়েটের কেসটা নিয়ে প্রচুর কাজ করে গেলো। পুলিশ রিপোর্টগুলো নিয়ে খতিয়ে দেখলো মেয়েটা, সেইসাথে প্রশ্ন করে গেলো একের পর এক। একটা সত্য নিহিত আছে কিন্তু অস্পষ্ট কোনো জবাব কিংবা অনিশ্চিত কোনো সূত্র তাদেরকে নিয়ে যেতে পারে কানাগলিতে। বৃজের দুর্ঘটনার সময় ছবিতে দেখা সব লোকের টাইমটেবিলের হিসেব নিয়ে পুরো একটা দিন কাটিয়ে দিলো তারা।

তার কাছে সালান্ডার মেয়েটা আরো বেশি রহস্যময় হয়ে উঠছে। খুব ভালো করে ডকুমেন্টের পাতাগুলো না দেখেও একেবারে অনুচ্চারিত আর বৈপরীতধর্মী প্রশ্ন করতে পারছে মেয়েটা।

গরমের প্রকোপ বেড়ে গেলে তারা বাগানে বসে কাজ করা থেকে একটু বিরতি দিয়ে নিকটস্থ খালে সাঁতার কাটতো নয়তো সুসানের ক্যাফে'তে গিয়ে বসতো। ইদানীং ব্লমকোভিস্টের সাথে সুসান বেশ শীতল আচরণ করছে, আর এই ব্যাপারটা লুকানোরও চেষ্টা করছে না সে। বুঝতে পারছে সালান্ডারের মতো এক অল্পবয়সী মেয়েকে নিয়ে দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছে, একসাথে কটেজে থাকছে, এতে ক'রে সুসানের চোখে ব্লমকোভিস্ট নামের মধ্যবয়সী লোকটা নোংরা আর লম্পট হিসেবেই প্রতিভাত হচ্ছে। ব্যাপারটা স্বস্তিদায়ক নয় মোটেও।

এক সন্ধ্যায় জগিং করার জন্য বের হলো ব্লমকোভিস্ট। হাপাতে হাপাতে কটেজে ফিরে এলে সালান্ডার কোনো মন্তব্য করলো না। জগিং করা যে এ মেয়ের স্বভাব নয় সেটা বুঝতে পারলো সে।

"আমার বয়স চল্লিশের উপরে," বললো ব্লমকোভিস্ট। "কোমর আর পেটের দিকে মেদ যাতে না জমে তার জন্যে আমাকে ব্যয়াম করতে হয়।"

"বুঝেছি।"

"তুমি কি কখনও ব্যয়াম করো না?"

"মাঝেমধ্যে আমি বক্সিং করি?"

"বক্সিং করো?"

"হ্যা। হাতে গ্লোভ পরে।"

"কোন ওয়েট ক্যাটাগরিতে বক্সিং করো তুমি?" গোসল করে ফিরে এসে জানতে চাইলো সে।

"কোনো ক্যাটাগরিতে করি না। সোডারের ক্লাবে মাঝেমধ্যে পুরুষমানুষের সাথে বক্সিং করি।"

এ ব্যাপারটাতে সে কেন অবাক হচ্ছে না? ভাবলো ব্লমকোভিস্ট। তবে শেষ পর্যন্ত মেয়েটা নিজের অজানা কিছু কথা তাকে বললো তাহলে। সালান্ডারের সম্পর্কে সে তেমন কিছুই জানে না। কোত্থেকে এসেছে? কি ধরণের লেখাপড়া করেছে? তার বাবা-মা কি করে? ব্লমকোভিস্ট যখনই তার সম্পর্কে কিছু জানতে চায় মেয়েটা একেবারে মূর্তির মতো হয়ে যায়। হয় হু-হা করে মাথা নেড়ে জবাব দেয় নয়তো তার প্রশ্নটা এড়িয়ে যায় সে।

এক দুপুরে হঠাৎ করে পুলিশের একটা ফাইলটা নামিয়ে রেখে ভুরু কুচকে তাকালো সালান্ডার।

"আপনি ওটো ফক নামের যাজক সম্পর্কে কি জানেন?"

"খুব বেশি কিছু জানি না। যতোটুকু জানতে পেরেছি ভদ্রলোক বর্তমানে হেডেস্টাডের কোথাও বসবাস করছে। আলঝেইমা রোগে আক্রান্ত সে।"

"লোকটা কোত্থেকে এসেছে?"

"হেডেস্টাড থেকে। পড়াশোনা করেছে উপসালায়।"

"লোকটা বিবাহিত ছিলো। হ্যারিয়েট তার সাথে আড্ডাও মারতো।"

"তুমি এটা কেন জানতে চাইছো?"

"মোরেল এই লোকটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় একটু বেশি ছাড় দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।"

"ষাটের দশকে যাজকেরা আমাদের সমাজে একটু বেশি মর্যাদা পেতো। তার বেলায় যা হয়েছে সেটা স্বাভাবিকই। লোকটা এখানকার ক্ষমতাবানদের সাথে ঘনিষ্ট ছিলো।"

"আমি ভাবছি পুলিশ তার সম্পর্কে খোঁজবর নেবার সময় কতোটা সতর্ক ছিলো। ছবি দেখে মনে হচ্ছে বেশ বড় কাঠের তৈরি একটি বাড়ি। একটা লাশ গুম করে রাখার মতো পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে সেখানে।"

"তা ঠিক। তবে আমাদের হাতে এমন কোনো তথ্য নেই যে লোকটা সিরিয়াল কিলার কিংবা হ্যারিয়েটের নিখোঁজ হবার সাথে জড়িত ছিলো।"

"সত্যি বলতে কি, আছে," রহস্যময় হাসি দিয়ে বললো সালান্ডার। "প্রথম কথা হলো সে একজন যাজক। অন্য যে কারোর চেয়ে বাইবেলের সাথে যাজকের সম্পর্ক অনেক বেশি। দ্বিতীয়ত, হ্যারিয়েটের সাথে এই লোকটারই শেষ কথা হয়েছে।"

"কিন্তু লোকটা দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত ওখানেই ছিলো। অনেক ছবিতেই তাকে দেখা গেছে। বিশেষ করে হ্যারিয়েট যে সময়টায় নিখোঁজ হয়েছিলো বলে অনুমান করা হয় তখন।"

"ঠিক আছে, আমি তার অ্যালিবাই নস্যাৎ করতে পারছি না। তবে অন্য একটা জিনিস ভাবছি আমি। এটা হলো মর্ষকামী এক নারী হত্যাকারীর কাহিনী।"

"তো?"

"আমি এই বসন্তে মর্ষকামী খুনিদের উপর বেশ পড়াশোনা করেছি। এরমধ্যে এফবিআই'র একটি ম্যানুয়াল আছে। ওটাতে দাবি করা হয়েছে বেশিরভাগ মর্ষকামী সিরিয়াল কিলার হয় অকার্যকর পরিবার থেকে এসেছে নয়তো শৈশবে জন্তুজানোয়ারের সাথে নিমর্ম আচরণ করতো তারা। আমেরিকার কিছু সিরিয়াল কিলার অন্যের ঘরে ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন দেবার অভিযোগেও অভিযুক্ত ছিলো। যেটাকে তারা বলে 'আরসন'। হ্যারিয়েটের উল্লেখিত কয়েকটি হত্যাকাণ্ডে জন্তুজানোয়ার নির্যাতন আর আরসন-এর মতো ঘটনা আছে। তবে আমি ভাবছি সত্তর দশকে যে লোকটা আগুনে পুড়ে মারা গেছে তার কথা।"

"এটা অনেক দূরবর্তী হয়ে যাচ্ছে," বললো ব্লমকোভিস্ট।

মাথা নেড়ে সায় দিলো লিসবেথ। "মানছি। তবে আমি পুলিশ রিপোর্টে আগুনের কারণ সম্পর্কে কিছু খুঁজে পাই নি। ষাটের দশকে এখানে আরো কিছু আগুনের ঘটনা ঘটেছে কিনা সেটা জানতে পারলে আরো ভালো হতো। এর আগে এখানে জন্তুজানোয়ার হত্যা কিংবা কাটাকাটির ঘটনা ঘটেছে কিনা সেটাও জানতে পারলে অনেক উপকার হতো।"

সালান্ডার হেডেবিতে তার সপ্তম রাত্রি যাপন করার জন্য বিছানায় চলে যাবার পর ব্লকোভিস্টের মনে কিছুটা খচখচানি শুরু হয়ে গেলো। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে এই মেয়েটার সাথে বলতে গেলে চব্বিশ ঘণ্টাই আছে। সাধারণত সাত মিনিটের বেশি কোনো লোকের সাথে এই মেয়েটা থাকলেই নাকি তার মাথা ধরা শুরু হয়ে যায়, আর এ কারণেই একাকী থাকতে অভ্যস্ত সে। মেয়েটাকে যতোক্ষণ তার মতো শান্তিতে থাকতে দেয়া হয় ততোক্ষণই সে ধাতস্থ থাকে। তবে কপাল খারাপ, সমাজ এ ব্যাপারটা বোঝে না। নিজেকে সামাজিক কর্তৃপক্ষ, শিশুকল্যাণ

সংস্থা, গার্ডিয়ান অথোরিটিজ, ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট, পুলিশ, মনোবিজ্ঞানী শিক্ষক অযাচিত লোকজনের কাছে থেকে রক্ষা করতে হয় তাকে। তার বয়স পঁচিশ হলেও তার সাথে অপ্রাপ্তবয়স্কদের মতো আচরণ করা হয়। তাকে সংশোধন করার আশায় তার জীবনটা বিষিয়ে তোলা ছাড়া আর কিছু করে নি তারা।

চিল্লাফালা করে কোনো লাভ নেই সেটা সে বুঝে গেছে অনেক আগেই। আরো বুঝে গেছে কারো কাছে ব্যাখ্যা করেও কোনো লাভ হয় না, বরং পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে ওঠে। সুতরাং নিজের সমস্যা নিজেকেই সমাধান করতে হয়, তার জন্যে যা যা করার লাগে সবই করে সে। তার এই ব্যাপারটা এডভোকেট বুরম্যান বেশ ভালোমতোই বুঝতে পেরেছে।

অন্য অনেকের মতো ব্লমকোভিস্টেরও একই বদঅভ্যেস আছে। তার ব্যাপারে নাক গলাবে, তার সম্পর্কে এটা ওটা জানতে চাইবে। তবে অন্যসব পুরুষ মানুষের মতো সে প্রতিক্রিয়া দেখায় না।

তার কোনো প্রশ্ন যখন এড়িয়ে যায় তখন সে কেবল কাঁধ তুলে প্রতিক্রিয়া দেখায়। তারপর এ নিয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্য করে না। বিস্ময়করই বটে।

ব্লমকোভিস্টের ল্যাটপটা হাতে পেতেই সালান্ডার সব তথ্য তার নিজের ল্যাপটপে ট্রান্সফার করে নিয়েছে। তাকে যেহেতু কাজে নেয়া হয়েছে তাই এ ব্যাপারটা ঠিকই আছে। এতে কোনো অন্যায় নেই।

কিন্তু সে যখন নাস্তা করার জন্য ফিরে এলো তখন তার কাছ থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া আশা করেছিলো সালান্ডার। কিন্তু তার বদলে তাকে খুব একটা মাথা ঘামাতে দেখা গেলো না। শুধুমাত্র বিড়বিড় করে কী যেনো বলেছিলো অনেকটা আপন মনে। তারপরই চলে গিয়েছিলো শাওয়ার করতে। এরপর ফিরে এসে তার কাছে জানতে চেয়েছিলো ডকুমেন্টগুলো পড়ে তার কি মনে হচ্ছে। আজব এক লোক। তার কাছে এমনও মনে হয়েছিলো লোকটা বুঝি তাকে খুব বিশ্বাস করে।

সে যে একজন হ্যাকার এ কথাটা সে জানে। একজন হ্যাকারের জন্য এটা খুবই মারাত্মক একটি ব্যাপার। সালান্ডার জানে তার এই পরিচয়টা ফাঁস হয়ে গেলে তাকে জেল পর্যন্ত খাটতে হবে। হ্যাকিংয়ের মতো নিষিদ্ধ কাজের শাস্তি খুব কড়া। জেলে যাবার কোনো ইচ্ছে তার নেই। কারণ তাতে করে তার প্রিয় কম্পিউটারের সাথে বিচ্ছেদ ঘটবে। আরমানস্কিকে সে কখনই বলে নি কিভাবে এতো দ্রুত আর বিশদ তথ্য জোগার করে।

প্লেগ আর কতিপয় হ্যাকার বাদে কেউই জানে না তার পরিচয়। অবশ্য এই সব হ্যাকাররা তাকে 'ওয়াসপ' নামে চেনে। সে কোথায় থাকে, কি করে কিছুই তারা জানে না। একমাত্র কাল ব্লমকোভিস্টই তার সব গোপন কথা জেনে গেছে। এই লোকটা তাকে ধরে ফেলেছে তার কারণ সালান্ডার এমন একটা ভুল করে

ফেলেছিলো যেটা কিনা বারো বছরের কোনো মেয়েও করবে না। এর মানে হচ্ছে তার মাথাটা ঠিকমতো কাজ করছে না। লোকটার হাতে মার খাওয়া তার প্রাপ্য ছিলো কিন্তু লোকটা তা না করে বরং নিজের কাজে তাকে ভাড়া করেছে।

এরফলে লোকটার উপর অল্পবিস্তর ক্ষেপেও আছে সে।

বিছানায় যাবার আগে হঠাৎ করে ব্লমকোভিস্ট তাকে জিজ্ঞস করেছিলো সে খুব ভালো মানের হ্যাকার কিনা।

তার জবাবটা তার নিজের কাছেই বিস্ময়কর লেগেছে। "সম্ভবত আমি সুইডেনের সেরা হ্যাকার। আমার লেভেলে বড়জোর আরো দু'তিনজন রয়েছে।"

নিজের এ দাবি নিয়ে তার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। একবার প্লেগ নিজেই কথাটা তাকে বলেছিলো। সেটা অবশ্য অনেক আগে।

অন্যদিক থেকে এ কথাটা বলা একেবারেই হাস্যকর লাগছে তার নিজের কাছে। এর আগে কখনও এ কথা কাউকে সে বলে নি। বাইরের কোনো লোককে ইমপ্রেস করার জন্য নিজের প্রতিভার কথা বলে বেড়ানোর মতো মেয়ে সে নয়। এরপর ব্লমকোভিস্ট আরেকটা সাংঘাতিক প্রশ্ন করে বসে : হ্যাকিং করা কোত্থেকে শিখলো সে?

কি বলতে পারতো সালান্ডার? *আমি মায়ের পেট থেকেই এসব শিখে বের হয়েছি।* তবে কিছু না বলে সোজা বিছানায় চলে যায় সে। এমনকি গুডনাইট পর্যন্ত বলে নি।

এভাবে তার চলে আসাতেও লোকটা কোনো রকম বাজে প্রতিক্রিয়া দেখায় নি। এটা তার মনে আরো বেশি খচখচানির সৃষ্টি করেছে। বিনায় শুয়ে শুয়ে শুনতে পাচ্ছে লোকটা রান্নাঘরের টেবিল আর ডিশগুলো পরিস্কার করছে। সব সময়ই একটু দেরি করে ঘুমাতে যায় সে। বাথরুমে যাবার শব্দ পেলো। এবার শুনতে পেলো শোবারঘরের দরজা বন্ধ করার শব্দ। কিছুক্ষণ পর বিছানা থেকে ওঠার শব্দ। তার ঠিক পাশের ঘরেই থাকে ব্লমমকোভিস্ট।

এই লোকটার সাথে প্রায় সপ্তাহখানেক ধরে এক ঘরে থাকছে সে, একবারের জন্যেও তার সাথে কোনো রকম ফ্লার্ট করার চেষ্টা করে নি। একসাথে কাজ করে তারা, অনেক অনেক বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করে। তর্কবিতর্ক সবই হয়। ধ্যাততারিকা! লোকটা তো তার সাথে এমন আচরণ করছে যে সে একজন মানুষ।

বিছানা ছেড়ে উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, অন্ধকারে পায়চারি করতে শুরু করলো অস্থিরভাবে। একেবারে প্রথমবারের মতো নিজেকে নগ্ন করে কারো সামনে উপস্থাপন করাটা তার জন্যে খুব কঠিন কাজ। সে বুঝতে পারে তার হাড্ডিসার দেহটা খুব কুৎসিত। তার স্তনযুগল একেবারেই যা-তা। নিজের পাছা নিয়েও বলার মতো কিছু নেই। আবেদনময়ী হবার মতো তেমন কিছুই নেই তার। এসব বাদ দিলে সে খুবই সাধারণ এক মেয়ে, আর সব মেয়ের মতো

তারও একই রকম যৌনতৃষ্ণা রয়েছে। প্রায় বিশ মিনিটের মতো ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো সে।

দরজা যখন খুলে গেলো ব্লমকোভিস্ট তখন সারা পারেৎস্কির একটা উপন্যাস পড়ছে। বই থেকে মুখ তুলে চেয়ে দেখতে পেলো সালান্ডারকে। গায়ে একটা চাদর জড়ানো। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

"তুমি ঠিক আছো তো?" জানতে চাইলো সে।

মাথা দোলালো সালান্ডার।

"কি হয়েছে?"

তার বিছানার কাছে এসে তার কাছ থেকে বইটা নিয়ে বেডসাইড টেবিলে রেখে দিয়ে উপুড় হয়ে প্রগাঢ়ভাবে চুমু খেলো তাকে। দ্রুত তার বিছানায় উঠে বসে সরাসরি তাকালো তার চোখের দিকে। চাদরের উপর দিয়ে তার তলপেটে হাত রাখলো মেয়েটা। ব্লমকোভিস্ট কোনো বাধা না দিলে আস্তে করে ঝুঁকে তার স্তনবৃন্তে আলতো করে কামড় দিলো।

ব্লমকোভিস্ট যারপরনাই বিস্মিত। মেয়েটার কাঁধ ধরে তাকে সরিয়ে দিয়ে সরাসরি তার চোখের দিকে তাকালো সে।

"লিসবেথ...আমি বুঝতে পারছি না এটা ভালো হচ্ছে কিনা। আমাদেরকে একসাথে কাজ করতে হবে।"

"আর আমাকে তোমার সাথে সেক্স করতে হবে। তোমার সাথে কাজ করতে আমার কোনো সমস্যা হবে না। তবে তুমি যদি আমাকে ফিরিয়ে দাও তাহলে তোমার সাথে আমার বিশাল ঝামেলা হয়ে যাবে।"

"কিন্তু আমরা একে অন্যেকে তো খুব একটা চিনি না।"

উচ্চস্বরে হেসে ফেললো সে।

"তুমি এরকম পরিস্থিতিতে কখনও কাউকে ফিরিয়ে দাও নি। এ কথাটা আমি আমার রিপোর্টে উল্লেখ করি নি অবশ্য। তুমি এমন এক পুরুষ যে কিনা কখনও মেয়েদের উপর থেকে নিজের হাত গুটিয়ে রাখতে পারে না। তাহলে সমস্যাটা কোথায়? আমাকে কি তোমার কাছে সেক্সি লাগছে না?"

মাথা ঝাঁকিয়ে পরিস্কার করে ভাবার চেষ্টা করলো ব্লমকোভিস্ট। কিন্তু সে যখন কিছু বলতে পারলো না মেয়েটা তখন তার শরীর থেকে চাদরটা টেনে সরিয়ে তার উপরে উঠে বসলো।

"আমার কাছে কোনো কনডম নেই," বললো সে।

"গুল্লি মারো কনডমের।"

ঘুম থেকে উঠে শুনতে পেলো মেয়েটা রান্নাঘরে কি যেনো করছে। সাতটাও বাজে নি। বড়জোর দু'ঘণ্টার মতো ঘুমাতে পেরেছে। বিছানায় শুয়ে রইলো আরো কিছুক্ষণ।

এই মেয়েটা তাকে হতভম্ব করেছে। তার প্রতি যে মেয়েটার আগ্রহ ছিলো সেটা ঘুণাক্ষরেও টের পায় নি। মেয়েটার চাহ্নিতে সেরকম কিছু দেখতেও পায় নি সে।

"গুডমর্নিং," দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললো সে। মেয়েটার মুখে একটু হাসির আভাস।

"হাই।"

"আমাদের দুধ শেষ হয়ে গেছে। আমি প্যাট্রল স্টেশনে যাচ্ছি। তারা সাতটার দিকে খোলে।" কথাটা বলেই সে চলে গেলো।

সামনের দরজা খোলার শব্দ পেলে সে চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলো বিছানায়। কিছুক্ষণ পর আবার দরজা খোলার শব্দ। এর কয়েক সেকেন্ড পর তার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো মেয়েটাকে। এবার আর তার মুখে হাসি নেই।

"বিছানা থেকে উঠে দেখো কি হয়েছে," অদ্ভুত কণ্ঠে বললো সালান্ডার।

বিছানা ছেড়ে জিন্স প্যান্টটা পরে নিলো ব্লমকোভিস্ট।

রাতের বেলায় তাদের অগোচরে কেউ কটেজ ঢুকেছিলো। পোর্চের উপর বেড়ালটার আধপোড়া দেহ পড়ে আছে। বেড়ালটার পা আর মাথা কাটা। পেট চিড়ে নাড়িভুড়ি বের করে ফেলে রাখা হয়েছে ঠিক তার পাশেই। দেখে মনে হচ্ছে ওগুলো আগুনে পোড়ানো হয়েছে। তবে বেড়ালটার মাথা অক্ষত অবস্থায় রেখে দেয়া হয়েছে সালান্ডারের মোটরসাইকেলের স্যাডেলে। লালচে-বাদামি রঙের চামড়া দেখে সে চিনতে পারলো বেড়ালটাকে।

অধ্যায় ২২

বৃহস্পতিবার, জুলাই ১০

বাগানে তারা চুপচাপ নাস্তা করলো, কফি পান করলো দুধ ছাড়াই। একটা ক্যানন ডিজিটাল ক্যামেরা বের করে মৃত বেড়ালের ছবি তুলে রাখলো সালান্ডার তারপর সব কিছু পরিস্কার করে ফেললো ব্লমকোভিস্ট। বেড়ালটা রাখলো ভল্ভো গাড়ির বুটে। প্রাণীর প্রতি সহিংসতা আর তাদেরকে প্রচ্ছন্ন হুমকি দেবার জন্য পুলিশের কাছে রিপোর্ট করবে সে। তবে সিদ্ধান্ত নিলো কেন তাদেরকে হুমকি বা ভয় দেখানো হচ্ছে তার কারণ ব্যাখ্যা করবে না পুলিশের কাছে।

৮:৩০-এ বৃজের উপর দিয়ে হেটে গেলো ইসাবেলা ভ্যাঙ্গার। মহিলা তাদেরকে দেখলো না কিংবা বলা যায় না দেখার ভান করলো।

"তোমার কি অবস্থা?" বললো ব্লমকোভিস্ট।

"ওহ্, আমি ভালো আছি।" তার দিকে হতভম্ব হয়ে তাকালো সালান্ডার। *ঠিক আছে, তাহলে। সে মনে করেছে আমি আপসেট হয়ে আছি।* "আমি যখন খুঁজে বের করবো কোন বানচোত একটা নিরীহ বেড়াল মেরে আমাদেরকে সতর্ক করার চেষ্টা করেছে তখন তার মুখটা বেজবল ব্যাট দিয়ে থেতলে দেবো।"

"তুমি মনে করছো এটা এক ধরণের সতর্ক করে দেয়া?"

"তোমার কাছে কি এরচেয়ে ভালো কোনো ব্যাখ্যা আছে নাকি? এটার অবশ্যই কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে।"

"সত্য যাইহোক না কেন, আমরা কাউকে খুবই ঘাবড়ে দিতে পেরেছি, আর সেজন্যেই এই রকম অসুস্থ কাজ করেছে সে। তবে আরেকটা সমস্যা আছে।"

"জানি। ১৯৫৪ এবং ১৯৬০ সালের মতো এটা একটা প্রাণীবলির ঘটনা। আর এই পঞ্চাশ বছর পর এক খুনি এখনও সক্রিয় আছে সেটা ভাবাও কষ্টকর।"

ব্লমকোভিস্ট একমত পোষণ করলো।

"এই ঘটনায় যাদেরকে সন্দেহ করা যেতে পারে তারা হলো হেরাল্ড আর ইসাবেলা ভ্যাঙ্গার। জোহান ভ্যাঙ্গারের অনেক পুরনো বংশধর আছে তবে তাদের কেউই এই এলাকায় থাকে না।"

একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে গেলো ব্লমকোভিস্টের ভেতর থেকে।

"ইসাবেলা যে রকম জঘন্য চরিত্রের মহিলা তাতে করে বেড়ালটা খুন করা তার পক্ষে সম্ভব। তবে পঞ্চাশের দশকে অনেকগুলো মহিলা খুন করে বেরিয়েছে সে এটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। হেরাল্ড ভ্যাঙ্গার...আমি জানি না। তার স্বাস্থ্যের যে অবস্থা ঠিকমতো হাটতেই পারে না। গতকাল রাতে আমাদের

কটেজের আশেপাশে ওৎ পেতে বেড়ালটা ধরে কেটে টুকরো টুকরো করেছে সে এরকম কিছুতে বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়।"

"যদি না দু'জন লোক হয়ে থাকে। একজন বয়স্ক আর অন্যজন তরুণ।"

একটা গাড়ি চলে যাবার শব্দ শুনে ব্লমকোভিস্ট তাকিয়ে দেখতে পেলো সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গার গাড়ি চালিয়ে বৃজ দিয়ে চলে যাচ্ছে। *হেরাল্ড আর সিসিলিয়া,* ভাবলো সে। কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কমই কথাবার্তা হয়। মার্টিন ভ্যাঙ্গার যদিও বলেছে সিসিলিয়ার সাথে কথা বলবে তারপরও এখন পর্যন্ত তার কোনো ফোনই ধরছে না সে।

"এটা এমন কেউ করেছে যে জানে আমরা কি কাজ করছি এবং কতোটা অগ্রসর হতে পেরেছি," বাড়ির ভেতরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে সালান্ডার বললো। ভেতর থেকে যখন ফিরে এলো দেখা গেলো তার গায়ে চামড়ার জ্যাকেট।

"আমি স্টকহোমে ফিরে যাচ্ছি। আজ রাতেই ফিরে আসবো।"

"তুমি কি করবে?"

"কিছু গ্যাজেট নিয়ে আসবো। একটা নিরীহ বেড়ালের সাথে যদি এরকম নৃশংসতা দেখাতে পারে তাহলে ধরে নিতে হবে পরের বার আমাদের উপরেই আক্রমণ করা হবে। কিংবা আমরা যখন কটেজে ঘুমিয়ে থাকবো তখন আগুন ধরিয়ে দেবে। আমি চাই তুমি আজই হেডেস্টাডে গিয়ে দুটো ফায়ার ইস্টিংগুইসার আর দুটো স্মোক অ্যালার্ম কিনে আনো। একটা ইস্টিংগুইসার যেনো হালোন হয়।"

আর কোনো কথা না বলে মাথায় হেলমেট পরে মোটর সাইকেলটা নিয়ে ছুটে চলে গেলো সালান্ডার।

হেডেস্টাডে গিয়ে কেনাকাটা করার আগে বেড়ালটার মাথা আর নাড়িভুড়ি পেট্রল স্টেশনের পাশে মাটি চাপা দিয়ে রাখলো ব্লমকোভিস্ট। সেখান থেকে সোজা চলে গেলো হাসপাতালে। ক্যাফেটেরিয়ায় ফ্রোডির সাথে দেখা করার কথা। বেড়ালটার কথা জানালে ফ্রোডির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো।

"মিকাইল, আমি কখনও কল্পনাও করতে পারি নি এই কাহিনীটা এমনভাবে মোড় নেবে।"

"কেন নয়? হাজারহোক কাজটা তো একজন খুনিকে খুঁজে বের করার, নাকি।"

"কিন্তু এটা তো জঘন্য আর অমানবিক। আপনার আর সালান্ডারের জীবনের উপর হুমকি দেখা দিলে আমরা কাজটা বন্ধ করে দেবো। হেনরিকের সাথে আমি এ নিয়ে কথা বলবো।"

"না। একদম না। আমি চাই না তার আরেকটা হার্ট অ্যাটাক হোক।"

"দেখা হলেই সে জানতে চায় কাজটার অগ্রগতি কেমন হচ্ছে।"

"আমার পক্ষ থেকে তাকে হ্যালো জানাবেন, আর তাকে বলবেন কাজটা এগিয়ে যাচ্ছে।"

"তাহলে এরপর কি?"

"আমার কিছু প্রশ্ন আছে। প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে হেনরিকের হার্ট অ্যাটাকের পর পর, আমি তখন একদিনের জন্য স্টকহোমে গেছিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে আমার ঘরে কেউ ঢুকেছিলো। আমি বাইবেলের পংক্তিগুলো প্রিন্ট করে রেখেছিলাম, সেই সাথে ইয়ার্নভাগসগাটানের ছবিগুলো। আমার ডেস্কের উপরেই ছিলো সবগুলো। আপনি আর হেনরিক জানতেন সেটা। মার্টিনও কিছুটা জানতো। আর কে কে জানে?"

"আমি আসলে জানি না মার্টিন কার সাথে এ নিয়ে কথা বলেছে। তবে বার্জার আর সিসিলিয়া এ ব্যাপারটা জানতো। ছবি থেকে যে আপনি নতুন কিছু খুঁজে বের করেছেন সেটা নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলেছিলো। আলেকজান্ডারও জানতো। ভালো কথা, গুনার আর হেলেনা নিলসনও জানতো। হেনরিকের সাথে দেখা করতে এসে এই প্রসঙ্গটা তুলেছিলো তারা। আনিটা ভ্যাঙ্গারও জানো ব্যাপারটা।"

"আনিটা? লন্ডনে থাকে যে?"

"সিসিলিয়ার বোন। হেনরিকের হার্ট অ্যাটাকের পর সিসিলিয়ার সাথে সেও এখানে এসেছিলো তবে যে ক'দিন ছিলো হোটেলেই ছিলো এখানে থাকে নি। যতোদূর জানি এখন সে চলে গেছে। সিসিলিয়ার মতো সেও তার বাবাবে দু'চোখেও দেখতে পারে না। হেনরিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট থেকে ক্যাবিনে আসার পরই সে লন্ডন চলে গেছে।"

"সিসিলিয়া এখন কোথায় থাকছে? আজ সকালে তাকে গাড়ি চালিয়ে যেতে দেখেছি তবে তার বাড়িটা তো একেবারে অন্ধকার। ওখানে মনে হয় না কেউ থাকে।"

"সিসিলিয়া এরকম কিছু করার ক্ষমতা রাখে না, তাই না?"

"না, আমি আসলে ভাবছি সে থাকে কোথায়।"

"তার ভাই বার্জারের সাথে থাকে এখন। হেনরিক যে হাসপাতালে আছে জায়গাটা সেখান থেকে হাটা দূরত্বে।"

"আপনি কি জানেন সে এখন কোথায় আছে?"

"না। সে আর হেনরিকের সাথে দেখা করতে আসে না।"

"ধন্যবাদ," বলেই উঠে দাঁড়ালো ব্লমকোভিস্ট।

পুরো হাসপাতালে ভ্যাঙ্গার পরিবারের লোকজনে গিজগিজ করছে। রিসেপশনের সামনে তাকে পাশ কাটিয়ে লিফটের দিকে চলে গেলো বার্জার। প্রবেশপথের সামনে আরেকটু হলেই মার্টিনের সাথে ধাক্কা লেগে যেতো তার। তারা একে অন্যেকে হ্যালো বলে হাত মেলালো।

"হেনরিককে দেখতে এসেছিলেন?"

"না। ডার্চ ফ্রোডির সাথে দেখা করতে এসেছিলাম।"

মার্টিনকে খুব ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। মিকাইলের কাছে মনে হলো এ ক'দিনে মার্টিনের বয়স যেনো আরো বেড়ে গেছে।

"আপনার কি অবস্থা, মিকাইল?" বললো সে।

"প্রত্যেকটা দিন যাচ্ছে আর ইন্টারেস্টিং সব ঘটনা ঘটছে। হেনরিক সেরে উঠলে আশা করি তার কৌতুহল মেটাতে পারবো।"

হাসপাতাল থেকে পাঁচ মিনিট দূরত্বে বার্জার ভ্যাঙ্গারের সাদা রঙের ইটের তৈরি বাড়িটা অবস্থিত। সাগর আর হেডেস্টাড মেরিনা দেখা যায় তার বাড়ি থেকে। ব্লমকোভিস্ট যখন দরজার বেল বাজালে কেউ সাড়া দিলো না। সিসিলিয়ার মোবাইলে ফোন করেও কোনো জবাব পেলো না সে। গাড়িতে কিছুক্ষণ বসে রইলো। বার্জার ভ্যাঙ্গার হলো তাসের পেটির সবচাইতে ক্ষ্যাপা তাস। ১৯৩৯ সালে জন্মেছে সে, রেবেকা জ্যাকবসন যখন খুন হয় তার বয়স তখন মাত্র দশ। হ্যারিয়েটের নিখোঁজ হবার সময় সাতাশ।

হেনরিকের কাছ থেকে শুনেছে বার্জার আর হ্যারিয়েটের মধ্যে খুব কমই দেখা হতো। উপসালায় নিজের পরিবারের সাথে বেড়ে উঠেছে সে। ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশনে যোগ দেবার পর চলে আসে হেডেস্টাডে। ভ্যাঙ্গারদের দুঃসময় ঘনিয়ে এলে কয়েক বছর আগে সেখান থেকে সটকে পড়ে, মনোযোগ দেয় রাজনীতিতে। তবে লেনা এন্ডারসন যখন উপসালায় খুন হয় তখন সে ওখানেই ছিলো।

বেড়ালের ঘটনাটি তার মধ্যে এক ধরণের অস্বস্তিকর অনুভূতির জন্ম দিয়েছে। যেনো তার হাতের সময় দ্রুত শেষ হয়ে আসছে।

হ্যারিয়েট যখন নিখোঁজ হয় অটো ফকের বয়স তখন ছিলো ছত্রিশ। এখন বাহাত্তর বছর বয়স তার, হেনরিক ভ্যাঙ্গারের চেয়ে ছোটো হলেও তার মানসিক সুস্থতা মোটেও ভালো অবস্থায় নেই। হেডেস্টাড শহরের অপর প্রান্তের হেডি নদী থেকে অল্প দূরে সাভালান হাসপাতালটি অবস্থিত। রিসেপশনে নিজের পরিচয়

দিয়ে যাজক ফকের সাথে কথা বলতে চাইলো ব্লমকোভিস্ট। সে জানে আলঝেইমা রোগে ভুগছে যাজক ফক। তার বর্তমান অবস্থা কেমন সেটাও জানতে চাইলো। এক নার্স জানালো তিন বছর আগেই যাজকের রোগটি ধরা পড়ে আর এখন তার অবস্থা খুব খারাপ। ফক কথাবার্তা বলতে পারলেও তার স্মৃতি একেবারে দূর্বল হয়ে গেছে। নিজের কোনো আত্মীয়স্বজনকেই চিনতে পারে না। সারা দিন অন্ধকারে ঘুমিয়ে থাকে। যে প্রশ্নের উত্তর তার জানা নেই সেরকম কিছু জানতে চাইলে লোকটা মানসিক চাপে ভোগে।

বাগানে আরো তিনজন রোগি আর একজন পুরুষ নার্সসহ ফক বসে আছে একটা বেঞ্চের উপর। একঘণ্টা ধরে ব্লমকোভিস্ট চেষ্টা করে গেলো তার সাথে কথাবার্তা বলার জন্য।

হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গারকে তার এখনও বেশ মনে আছে। তার কথা শুনেই চোখমুখ জ্বলজ্বল করে উঠলো। মেয়েটাকে খুবই চার্মিংগার্ল হিসেবে আখ্যায়িত করলো সে। তবে কিছুক্ষণ কথা বলার পরই ব্লমকোভিস্ট বুঝতে পারলো বিগত সাইত্রিশ বছর ধরে যে মেয়েটা নিখোঁজ সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। তার সমন্ধে এমনভাবে কথা বলতে লাগলো যেনো কয়েক দিন আগেই তার সাথে দেখা হয়েছে। এমনকি তার সাথে দেখা হলে যেনো ব্লমকোভিস্ট তার হয়ে তাকে হ্যালো বলে এবং হাসপাতালে এসে তাকে দেখে যায় সে কথাও বললো যাজক ফক। ব্লমকোভিস্ট তাকে কথা দিলো তাই করবে।

বৃজের দুর্ঘটনার কথা তার একদম মনে নেই। তবে তাদের কথোপকথনের প্রায় শেষের দিকে সে এমন একটা কথা বললো যে ব্লমকোভিস্টের কান খাড়া হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে।

ব্লমকোস্টি যখন হ্যারিয়েটের ধর্মকর্ম নিয়ে আগ্রহের প্রসঙ্গটি তোলার চেষ্টা করলো হঠাৎ করেই ফক কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠলো। যেনো তার মুখের সামনে দিয়ে কালো মেঘ চলে যাচ্ছে। সামনে পেছনে একটু হেলেদুলে অবশেষে ব্লমকোভিস্টের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো সে কে। আবারো নিজের পরিচয় দিলো ব্লমকেভিস্ট। বৃদ্ধ কিছুক্ষণ ভেবে তারপর বললো : "সে এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার উচিত নিজের ব্যাপারে আরো বেশি যত্নবান হওয়া। মেয়েটাকে তুমি সাবধান করে দিও।"

"কিসের ব্যাপারে তাকে সাবধান করবো?"

আচমকা ফক ক্ষেপে গেলো। ভুরু কুচকে মাথা দোলাতে লাগলো সে।

"মেয়েটাকে *সোলা স্ক্রিপচুরা* পড়তে হবে, বুঝতে হবে *সাফিসিয়েন্তা স্ক্রিপচুরা*। তাহলেই কেবল *সোলা ফাইদ* মেইনটেইন করতে পারবে সে। জোসেফ তাদেরকে অবশ্যই বাদ দেবে। তাদেরকে কখনওই পুঁথিতে গ্রহণ করা হবে না।"

এসবের কিছুই বুঝতে পারলো না ব্লমকোভিস্ট তারপরও সবটাই নোটে টুকে রাখলো। এরপরই যাজক সাহেব তার দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বললো, "আমার মনে হয় মেয়েটা ক্যাথলিক। সে জাদু পছন্দ করে, এখনও ঈশ্বরকে খুঁজে পায় নি। তার গাইডেন্সের খুব দরকার।"

'ক্যাথলিক' শব্দটা যাজক ফকের কাছে অবশ্যই নেতিবাচক কিছু।

"আমার মনে হয় হ্যারিয়েট পেন্টেকোস্টাল আন্দোলনের ব্যাপারে আগ্রহী?"

"না, না, না। পেন্টেকোস্টাল নয়। সে তো নিষিদ্ধ সত্য খুঁজে বেড়াচ্ছে। মেয়েটা ভালো খৃস্টান নয়।"

এরপরই যাজক ফক যেনো ব্লমকোভিস্টকে ভুলে গেলো, পাশে বসে থাকা অন্য রোগীদের সাথে কথা বলতে শুরু করে দিলো সে।

দুপুর ২টার পরই হেডেবি'তে ফিরে এলো ব্লমকোভিস্ট। আবারো সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গারের দরজায় নক করলো কিন্তু কোনো লাভ হলো না। মোবাইলে ফোন করেও কোনো জবাব পেলো না।

রান্নাঘরের দেয়াল আর সামনের দরজায় স্মোক অ্যালার্ম লাগালো সে। বেডরুমের পাশে ফায়ারপ্লেসের কাছে আর বাথরুমের দরজার কাছে ইস্টিংগুইসার দুটো রেখে দিলো। এরপর লাঞ্চ করে টাইপরাইটারে যাজক ফকের সাথে কথাবার্তার সবটাই লিখে রাখলো সে। কাজটা শেষ হলে চার্চের দিকে তাকালো ব্লমকোভিস্ট।

হেডেবির নতুন চার্চহাউজটি খুবই আধুনিক একটি ভবন, পুরনো চার্চহাউজ থেকে হাটা দূরত্বে অবস্থিত। ৪টার দিকে ব্লমকোভিস্ট দরজায় নক করলো। যাজক মারগারিটা স্ট্র্যান্ডকে সে জানালো ধর্মীয় বিষয়ে কিছু জানার জন্য এসেছে। মারগারিটা তার সমবয়সীই হবে, ঘন কালো চুল, জিন্স প্যান্ট আর ফ্লানেল শার্ট পরে আছে মহিলা। এর আগে সুসানের ক্যাফেতে তার সাথে বার কয়েক হাই হ্যালো হয়েছে। যাজক ফকের সম্পর্কে তখন একটু আধটু কথাও হয়েছে তার সাথে। ব্লমকোভিস্ট খেয়াল করলো মহিলা খালি পায়ে আছে, পায়ের নখে নেইলপলিশ লাগিয়েছে এইমাত্র। মহিলা তাকে আন্তরিকভাবেই অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরের প্রাঙ্গনে নিয়ে এলো।

মহিলাকে সে বললো অটো ফকের সাথে দেখা ক'রে কথা বলেছে। আর বৃদ্ধ কি বলেছে সেটাও জানালো তাকে। মনোযোগ দিয়ে যাজক ভদ্রমহিলা তার কথা শুনে গেলো, কয়েকবার নিজে থেকেই কিছু প্রশ্ন করে পরিস্কার হয়ে নিলো সে।

"আমি মাত্র তিন বছর আগে হেডেবিতে এসেছি। যাজক ফকের সাথে আমার কখনও দেখা হয় নি। আমি এখানে আসার কয়েক বছর আগেই তিনি অবসরে চলে যান। তবে আমার বিশ্বাস তিনি বেশ ভালো যাজক ছিলেন। আপনাকে তিনি যা বলেছেন সেটার অর্থ হতে পারে 'শুধুমাত্র পবিত্রগ্রন্থ নিয়েই

থাকো'–*সোলা স্ক্রিপচুরা*–আর *সাফিসিয়েন্তা স্ক্রিপচুরা* বলে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন বিশ্বাসীদের জন্য পবিত্রগ্রন্থই যথেষ্ট। *সোলা ফাইদ* মানে শুধুমাত্র ধর্ম বিশ্বাস কিংবা সত্যিকারের ধর্মবিশ্বাস।"

"বুঝতে পেরেছি।"

"এসবই হলো সাধারণ বক্তব্য। সত্যি বলতে কি চার্চের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে যাজকেরা এসব কথা বলে থাকেন। অস্বাভাবিক কিছু না। তিনি যা বলেছেন তা একেবারেই সহজ সরল কথা : *'বাইবেল পড়ো–এটাই তোমাকে পর্যাপ্ত জ্ঞান দান করবে এবং সত্যিকারের ধর্মবিশ্বাসের নিশ্চয়তা দেবে।'* "

মিকাইল একটু বিব্রত হলো।

"এখন আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি উনি কি প্রসঙ্গে এ কথাটা বলেছেন," মহিলা বললো।

"তার কাছে আমি এমন এক ব্যক্তির সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলাম যার সাথে অনেক দিন আগে তার পরিচয় ছিলো। ঐ ব্যক্তির উপর আমি এখন একটা লেখা লিখছি।"

"একজন ধর্ম অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি?"

"অনেকটা সেরকমই।"

"ঠিক আছে। তাহলে মনে হয় কথাগুলোর অর্থ বুঝতে পারছি। আপনি বলেছেন যাজক ফক দুটো জিনিস বলেছেন–*'জোসেফ তাদেরকে অবশ্যই বাদ দেবে'* এবং *'তাদেরকে কখনওই পুথিঁতে গ্রহণ করা হবে না।'* সম্ভবত আপনি জোসেফাস না শুনে ভুল করে শুনেছেন জোসেফ? অবশ্যই দুটো নাম একজনেরই।"

"তা হতে পারে," বললো ব্লমকোভিস্ট। "আমি পুরো কথোপকথনটি টেপরেকর্ডারে রেকর্ড করে রেখেছি। আপনি চাইলে শুনতে পারেন।"

"না, আমার মনে হয় না তার দরকার আছে। এই দুটো বাক্যে আমি ভালো করেই জানি। তিনি কি বলতে চেয়েছেন বুঝতে পারছি এখন। জোসেফাস হলো একজন ইহুদি ইতিহাসবিদ, আর *'তাদেরকে কখনওই পুথিঁতে গ্রহণ করা হবে না'* বলে যা বলেছেন তার মানে হলো তারা কখনওই হিব্রু পুঁথিতে ছিলো না।"

"এর মানে কি?"

মহিলা হেসে ফেললো।

"যাজক ফক বলতে চাচ্ছেন এই ব্যক্তি গুহ্যবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট, বিশেষ করে *অ্যাপোক্রিফার* প্রতি। গৃক শব্দ *অ্যাপোক্রিফার* অর্থ হলো 'গুপ্ত'। সুতরাং অ্যাপোক্রিফা বলতে গুপ্ত কোনো পুস্তকের কথা বলা হয়েছে, যে পুস্তককে অনেকেই বিতর্কিত বলে মনে করে, আবার অনেকেই মনে করে এই পুস্তকটি ওল্ড টেস্টামেন্টে অর্ন্তভূক্ত হওয়া উচিত। এই পুস্তকগুলো হলো তোবিয়াস, জুডিথ, এস্থার, বারুচ, সিরাখ, ম্যাকাবি পুস্তকসহ এবং আরো কিছু পুস্তক।"

"আমার অজ্ঞানতার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। অ্যাপোক্রিফা সম্পর্কে আমি শুনেছি তবে সেটা কখনও পড়ি নি। এইসব পুস্তকের বিশেষত্ব কি?"

"এগুলোর আসলে কোনো রকম বিশেষত্বই নেই, শুধুমাত্র পুস্তকগুলো ওল্ড টেস্টামেন্টের পরও টিকে ছিলো, এই যা। হিব্রু বাইবেল থেকে অ্যাপোক্রিফাকে বাদ দেয়া হয়েছে–তার কারণ এই নয় যে ইহুদি পণ্ডিতেরা এসব বিষয়ের প্রতি আস্থাবান ছিলো না, আসলে এই পুস্তকগুলো ঈশ্বরের সমস্ত কর্ম জিশুর মধ্যে প্রকাশ হবার পর লেখা হয়েছিলো। তাই এগুলোকে বাদ দেয়া হয়। বাইবেলের পুরনো গৃক অনুবাদে অ্যাপোক্রিফা অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছিলো। তাদের কাছে বিশেষ করে রোমান ক্যাথলিক চার্চের কাছে এগুলোকে বিতর্কিত বলে মনে হয় নি।"

"বুঝতে পেরেছি।"

"অবশ্য প্রটেস্টান্ট চার্চের কাছে এই পুস্তকগুলো একেবারেই বিতর্কিত বিষয়। রিফর্মেশনের সময় ধর্মবেত্তারা প্রাচীন হিব্রু বাইবেল ঘেটে দেখেছেন। বাইবেলের সংস্কারের সময় মার্টিন লুথার অ্যাপোক্রিফাকে বাদ দিয়ে দেন। পরবর্তীতে ক্যালভিন ঘোষণা দেন যে অ্যাপোক্রিফা খৃস্টানদের মূল বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বরং এই পুস্তকের অনেক বিষয়ই *ক্লারিতাস স্ক্রিপচুরার* সাথে সাংঘর্ষিক।"

"অন্য কথায় বলতে গেলে সেন্সর করা বই।"

"একদম ঠিক। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, অ্যাপোক্রিফায় বলা হয়েছে জাদুবিদ্যার চর্চা করা যেতে পারে, অনেক ক্ষেত্রেই এটা অনুমতিযোগ্য একটা বিদ্যা। কিন্তু এই বক্তব্য বাইবেলে সাথে বিরোধপূর্ণ।"

"তাহলে ধর্মের প্রতি যাদের আগ্রহ আছে, ভক্তি আছে তাদের জন্য অ্যাপোক্রিফা পড়াটা একেবারে অচিন্তনীয় ব্যাপার নয়, কিংবা যাজক ফক এ বিষয়টা নিয়ে আপসেট ছিলেন।"

"ঠিক ধরেছেন। আপনি যদি বাইবেল পড়েন তো অ্যাপোক্রিফার সাথে পরিচয় হবেই। এটা এড়ানো যাবে না। আর যারা গুপ্তবিদ্যার প্রতি আগ্রহী তাদেরকে তো আরো বেশি আকর্ষণ করবে।"

"আপনার কাছে অ্যাপোক্রিফার কোনো কপি নেই, নাকি আছে?"

আবারো হেসে ফেললো মহিলা। তবে সেটা আন্তরিক আর ইতিবাচক।

"অবশ্যই আছে। আশির দশকে বাইবেল কমিশন স্টেট রিপোর্ট হিসেবে অ্যাপোক্রিফা প্রকাশ করে।"

সালান্ডার যখন আরমানস্কিকে বললো তার সাথে একান্তে কথা বলতে চায় তখন সে ভাবতে লাগলো হয়েছেটা কি। তাকে দরজা বন্ধ করে তার ডেস্কের সামনে

বসতে বললো আরমানস্কি। মেয়েটা জানালো মিকাইল ব্লমকোভিস্টের হয়ে যে কাজ হাতে নিয়েছিলো সেটা সে ভালোমতোই করেছে–এ মাস শেষ হবার আগেই আইনজীবি ভদ্রলোক তার পাওনা টাকা পরিশোধ করে দেবে–তবে সে ঠিক করেছে এই তদন্তের কাজটা আরো কিছুদিন চালিয়ে যাবে। এক মাসের জন্য তাকে বেশ ভালো অঙ্কের বেতন দেবে ব্লমকোভিস্ট।

"আমি এই কাজটা নিজে নিয়েছি," সালান্ডার বললো। "এর আগে কখনওই তোমার দেয়া কাজের বাইরে কোনো কাজ আমি নেই নি। অবশ্য আমাদের মধ্যে এরকমই চুক্তি আছে। আমি জানতে চাই আমি যদি আমার নিজের পছন্দে নিজের মতো করে কোনো কাজ নেই তাহলে আমাদের সম্পর্কটার কি হবে?"

আরমানস্কি কাঁধ তুললো।

"তুমি একজন ফ্ল্যান্সার, চাইলে যেকোনো কাজ তুমি নিতে পারো। তুমি যে নিজের কাজ নিজে নিচ্ছো সেটা জেনে আমি খুশিই হয়েছি। তবে আমাদের মাধ্যমে পাওয়া কোনো ক্লায়েন্টের সাথে স্বাধীনভাবে কাজ করাটা অবশ্য আনুগত্য ভঙ্গ করার শামিল।"

"সেরকম কোনো কিছু করার পরিকল্পনা আমার নেই। ব্লমকোভিস্টের সাথে করা আমাদের কন্ট্রাক্ট অনুযায়ী আমি কাজটা শেষ করেছি। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এই কাজে আমি আরো কিছুদিন থেকে যেতে চাচ্ছি। এটা এমনকি বিনাপারিশ্রমিকে করতেও রাজি ছিলাম।"

"কখনও কোনো কাজ বিনাপারিশ্রমিকে করবে না।"

"তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো আমি কি বলতে চাচ্ছি। আমি আসলে জানতে চাই এই গল্পটার শেষ কোথায়। ব্লমকোভিস্টকে আমি রাজি করিয়েছি তার আইনজীবিকে যেনো বলে আমাকে রিসার্চ সহকারী হিসেবে রেখে দিতে।"

চুক্তিপত্রটি ডেস্কের উপর দিয়ে আরমানস্কির দিকে ঠেলে দিলো সে। পুরোটা পড়ে দেখলো সিকিউরিটি প্রধান।

"যে বেতন দেয়া হবে তাতে তো মনে হচ্ছে বিনাপারিশ্রমিকেই কাজ করছো। লিসবেথ, তোমার প্রতিভা আছে। এতো অল্প টাকায় কাজ করার দরকার নেই তোমার। তুমি ভালো করেই জানো আমাদের সাথে ফুলটাইম কাজ করলে অনেক বেশি টাকা আয় করতে পারবে তুমি।"

"আমি ফুলটাইম কাজ করতে চাই না। তবে ড্রাগান, তোমার প্রতি আমার আনুগত্য আছে। শুরু থেকেই তুমি আমাক সমর্থন দিয়ে এসেছো। আমি কেবল জানতে চাই এরকম কন্ট্রাক্টে তোমার কোনো আপত্তি নেই, এতে করে আমাদের মধ্যে কোনো রকম মনোমালিন্য হবে না।"

"বুঝতে পেরেছি।" একটু ভাবলো সে। "এটা একশত ভাগ ঠিক আছে। আমাকে জিজ্ঞেস করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। ভবিষ্যতে যদি এরকম খাপ

আবারো ঘটে তাহলে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস ক'রে নিলেই হবে। আমি বাধা দেবো না। ভুলবোঝাবুঝিরও কোনো সম্ভাবনা থাকবে না।"

আর কিছু বলবে কিনা ভেবে নিলো সালান্ডার। আরমানস্কির দিকে স্থিরচোখে তাকালো সে, তবে কিছু বললো না। কেবল মাথা নেড়ে সায় দিয়ে উঠে দাঁড়ালো চলে যাবার জন্য। যথারীতি কোনো রকম বিদায় জানানো ছাড়াই ঘর থেকে বের হয়ে গেলো সে।

তার যা জানার দরকার জেনে গেছে, তাই আরমানস্কির ব্যাপারে আগ্রহটাও তিরোহিত হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। আপন মনেই হাসলো সালান্ডার। তার কাছ থেকে যে উপদেশ চেয়েছে এটাকে তার সামাজিকীকরণের বেলায় একটি অগ্রগতি হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

মিউজিয়ামে বসে ফোল্ডার থেকে সিকিউরিটির উপর একটি রিপোর্ট বের করলো সে। এই মিউজিয়ামে ফরাসি ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের বিশাল একটি প্রদর্শনী শুরু হতে যাচ্ছে। এরপর ফোল্ডারটা রেখে দরজার দিকে তাকালো, এইমাত্র সেখান দিয়ে সালান্ডার চলে গেছে। সে ভাবতে লাগলো নিজের অফিসে গিয়ে ব্লমকোভিস্টকে নিয়ে কতোটাই না হেসেছে। আরো ভাবলো মেয়েটা অবশেষে পরিপক্ক হয়েছে কিনা, কিংবা ব্লমকোভিস্টই হলো সেই ব্যক্তি যার প্রতি মেয়েটা আকর্ষিত হচ্ছে। অদ্ভুত এক অস্বস্তিও বোধ করলো সে। লিসবেথ যে একজন ভিকটিম এই চিন্তাটা সে কোনোভাবেই মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। এই তো মেয়েটা, ক্ষ্যাপাটে এক বুড়োকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

উত্তর দিকে যাবার সময় হঠাৎ করেই আপেলফিকেন নার্সিংহোমে ঢুঁ মেরে নিজের মাকে দেখে গেলো সালান্ডার। ক্রিসমাসের পর মধ্যগ্রীষ্মের ছুটিতে একবার দেখে গেছে, এরপর আর এখানে আসা হয় নি। এ নিয়ে তার মনে খেদ আছে।

তার মা বেডরুমেই ছিলো। মা'র সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে তাকে নিয়ে বাইরে হেটে আসলো সে। তার মা এখনও তার বোনের ব্যাপারে অভিযোগ করে যাচ্ছে। তবে আগেবারের চেয়ে এখন তার মাকে আরো বেশি বিপর্যস্ত ব'লে মনে হলো তার কাছে।

মা'কে যখন বিদায় জানিয়ে চলে আসবে দেখা গেলো তার হাত আর ছাড়ছে না। অবশেষে খুব জলদি আবার দেখতে আসবে এরকম কথা দিয়ে চলে আসার সময় মায়ের চোখেমুখে অস্বাভাবিক চিন্তার ছাপ দেখা গেলো।

যেনো আসন্ন কোনো মহাদুর্যোগের ব্যাপারে সতর্ক ক'রে দিচ্ছে তাকে।

ক্যাবিনের পেছনে বাগানে বসে বসে অ্যাপোক্রিফা নিয়ে দু'ঘণ্টা পার করে দিলো ব্লমকোভিস্ট। কিন্তু এক বিন্দুও বুঝতে পারলো না। অবশ্য তার মনে একটা চিন্তার উদ্রেক হলো। হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার কতোটা ধার্মিক ছিলো? নিখোঁজ হবার এক বছর আগে থেকে বাইবেল নিয়ে তার আগ্রহ দেখা গেছে। কতোগুলো হত্যাকাণ্ডের সাথে বাইবেলের উদ্ধৃতি জুড়ে দিয়েছে সে, বাইবেল ছাড়াও *অ্যাপোক্রিফা* পড়েছে, ক্যাথলিক মতবাদের প্রতিও আগ্রহী হয়ে উঠেছিলো হ্যারিয়েট।

ব্লমকোভিস্ট আর সালান্ডার এখন যে অনুসন্ধানে নেমেছে হ্যারিয়েটও কি সাইত্রিশ বছর আগে একই কাজ করেছিলো? ধর্মের প্রতি না হয়ে কি তার সমস্ত আগ্রহ ছিলো খুনিকে ধরার ব্যাপারে? যাজক ফকের চোখে হ্যারিয়েট হলো একজন অনুসন্ধানী, ভালো খৃস্টান নয়।

তার মোবাইলে বার্গার ফোন করলে চিন্তায় ছেদ পড়লো।

"আমি আর গ্রেগর সামনের সপ্তাহে ছুটি কাটাতে চলে যাচ্ছি, সেটা বলার জন্যই তোমাকে ফোন করেছি। কয়েক সপ্তাহ বাইরে থাকবো।"

"কোথায় যাচ্ছো?"

"নিউইয়র্ক। গ্রেগরের একটা প্রদর্শনী আছে ওখানে। এরপর আমরা ক্যারিবিয়ানে যাবো। অ্যান্টিগুয়াতে গ্রেগরের এক বন্ধুর বাড়িতে থাকবো দু'সপ্তাহ।"

"শুনে তো মনে হচ্ছে দারুণ ব্যাপার স্যাপার। তোমাদের সময় ভালো কাটুক। গ্রেগরকে আমার তরফ থেকে হাই জানিয়ে দিও।"

"নতুন সংখ্যাটার কাজ শেষ, আর পরের সংখ্যার কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। আমি চেয়েছিলাম তুমি এডিটরের কাজটা তুলে নাও তবে ক্রাইস্টার বলেছে সে নাকি করতে পারবে।"

"তার যদি কোনো সাহায্যের দরকার পড়ে আমাকে যেনো ফোন করে। জেইন ডালম্যানের কি খবর?"

একটু ইতস্তত করলো বার্গার।

"সেও ছুটিতে যাচ্ছে। আমি হেনরিকে ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজিং এডিটর হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছি। সে আর ক্রাইস্টার সব দেখাশোনা করবে।"

"ঠিক আছে।"

"আগস্টের সাত তারিখে ফিরবো।"

সন্ধ্যার দিকে পাঁচ পাঁচবার সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গারকে ফোন করার চেষ্টা করলো ব্লমকোভিস্ট। অবশেষে তাকে যেনো ফোন করা হয় এরকম একটি মেসেজ লিখে পাঠিয়ে দিলো। তারপরও কোনো জবাব পেলো না সে।

অ্যাপোক্রিফা রেখে ট্র্যাকসুট পরে বাইরে বের হলো তবে তার আগে দরজায় তালা লাগাতে ভুলে গেলো না।

সৈকতের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া সরুপথ ধরে চলে গেলো বনের ভেতর। বন্ধুরপথ দিয়ে দৌড়াতে গিয়ে হাপিয়ে উঠলো সে। যখন দূর্গটা চোখে পড়লো দম ফুরিয়ে নিঃশেষ হয়ে এলো। দূর্গের কাছে এসে একটা কংক্রিটের চত্বরে হাত-পা ছড়িয়ে কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিলো ব্লমকোভিস্ট।

হঠাৎ করে তীক্ষ্ম একটা শব্দ শুনতে পেলো আর সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার কাছে কংক্রিটে এসে কি যেনো বিঁধলো। এরপরই মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা টের পেলো সে কারণ কংক্রিটের ধারালো টুকরো এসে বিঁধেছে মাথায়।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ব্লমকোভিস্ট। যেনো প্যারালাইজ হয়ে গেছে। এরপরই সম্বিত ফিরে পেয়ে পাশের পরিত্যাক্ত বাঙ্কারে লাফ দিয়ে নেমে পড়লো দ্রুত। বাঙ্কারে নামতেই দ্বিতীয় গুলিটা করা হলো তাকে উদ্দেশ্য করে। বুলেটটা গিয়ে আঘাত করলো কংক্রিটের ফাউন্ডেশনের উপর।

মাথা তুলে চারপাশটা দেখে নিলো, দূর্গের মাঝখানে আছে সে। ডানে এবং বামে এক গজের মতো গভীর একটা সংকীর্ণ পথ চলে গেছে আনুমানিক ২৫০ গজের মতো। মাথা নীচু করে সেই পথ ধরে দৌড়াতে লাগলো সে।

কিরুনার ইনফেন্ট্রি স্কুলের শীতকালীন প্রশিক্ষণ শিবিরে থাকার সময় ক্যাপ্টেন এডলফসনের কণ্ঠটার প্রতিধ্বণি শুনতে পেলো। *ব্লমকোভিস্ট, নিজের মাথাটা যদি বাঁচাতে চাও মাথা নীচু করে রাখো।* ক্যাপ্টেনের সেই প্রশিক্ষনের কথা এতোগুলো বছর পরও তার মনে আছে।

একটু থেমে দম নিয়ে নিলো। তার হৃদপিণ্ডটা লাফাচ্ছে। নিজের হৃদস্পন্দন ছাড়া আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না। *আকার এবং আকৃতির তুলনায় মানুষের চোখ গতিকে দ্রুত ধরতে পারে। স্কাউটিং করার সময় আস্তে আস্তে এগোবে।* বাঙ্কার থেকে একটু মাথা বের করে তাকালো ব্লমকোভিস্ট। সূর্যটা ঠিক তার চোখ বরাবর ফলে কোনো কিছু ভালো ক'রে দেখা প্রায় অসম্ভব। তবে কোনো রকম নড়াচড়া দেখতে পেলো না সে।

আবারো মাথা নীচু করে সামনের দিকে এগোতে লাগলো মিকাইল ব্লমকোভিস্ট। *শত্রুর অস্ত্র কতো ভালো তাতে কিছু যায় আসে না। সে যদি তোমাকে দেখতে না পায় তাহলে তোমাকে গুলি করতে পারবে না। নিজেকে আড়াল করো। আড়াল করো। তোমাকে যে দেখতে পাচ্ছে না সেটা নিশ্চিত করো।*

ওস্টারগার্ডেনের ফার্ম থেকে ৩০০ গজ দূরে আছে এখন। সামনের ৪০ গজ ঘন আর লম্বা ঘাসে ঢাকা একটি প্রান্তর। ঐ জায়গাটা পেরোতে হলে তাকে দৌড়াতে হবে। কিন্তু এটা করলে তাকে দেখে ফেলবে অদৃশ্য শত্রু। এটাই একমাত্র পথ। তার পেছনে আছে সাগর।

টের পেলো মাথার যন্ত্রণাটা বেড়ে যাচ্ছে। হাত দিয়ে দেখেতে পেলো ওখান থেকে বেশ রক্ত ঝরে পড়ছে এখন। তার টি-শার্টটা পর্যন্ত সেই রক্তে ভিজে একাকার। *মাথার আঘাতে যে রক্তপাত হয়ে সেটা কখনও থামে না*, ভাবলো সে। একটা গুলি দুর্ঘটনাক্রমে হতে পারে, কিন্তু দুটোর অর্থ একেবারে ভিন্ন। কেউ তাকে খুন করতে চাচ্ছে। বন্দুকবাজ লোকটি তার জন্যে অপেক্ষা করছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছে না।

নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলো, যৌক্তিকভাবে চিন্তা করারও চেষ্টা করলো সেই সাথে। অপেক্ষা করা কিংবা এখান থেকে বের হয়ে যাওয়া এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই তার। বন্দুকবাজ লোকটি যদি তার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে তাহলে বের হওয়ার বুদ্ধিটা মোটেও ভালো হবে না। আবার সে যদি বাঙ্কারে বসে অপেক্ষা করে বন্দুকবাজ লোকটি তার অলক্ষ্যে আস্তে আস্তে হেটে চলে আসবে তার কাছে, তারপর খুব কাছ থেকে গুলি করে মেরে ফেলবে তাকে।

সে (পুরুষ অথবা নারী) জানে না আমি ডানে যাবো নাকি বায়ে যাবো। রাইফেল দিয়ে গুলি করা হয়েছে সম্ভবত। হয়তো টেলিস্কোপ আছে তাতে। তার মানে সে যদি মিকাইলকে দেখার চেষ্টার করে তাহলে তার দেখার পরিধিটা বেশি বড় নয়।

তুমি যদি কোণঠাসা হয়ে পড়ো–দ্রুত পদক্ষেপ নেবে। অপেক্ষা করার চেয়ে এটাই ভালো। চারপাশে তাকিয়ে শব্দ শোনার চেষ্টা করলো দু'মিনিট ধরে। তারপর বাঙ্কার থেকে উঠে ঘন ঘাসের মধ্য দিয়ে প্রাণপনে দৌড়াতে শুরু করলো সে।

ঘাসে ঢাকা চত্বরটির ঠিক মাঝখানে আসতেই তৃতীয় গুলিটা করা হলো। তবে এবারের শব্দটা তীক্ষ্ম ছিলো না। তার ঠিক পেছনেই ভোতা একটি শব্দ হলো কেবল। সঙ্গে সঙ্গে ঘাসের মধ্যে শুইয়ে পড়লো সে। ধারালো আর কাঁটাযুক্ত ঘাসের মধ্য দিয়ে হামাগুঁড়ি দিয়ে এগোতে লাগলো ব্লমকোভিস্ট। এরপর উঠে দাঁড়িয়ে যে দিকে থেকে গুলিটা এসেছে তার বিপরীত দিক দিয়ে ছুটতে শুরু করলো। কিছু দূর দৌড়ে গেলো তো আবার কিছুটা পথ গেলো হামাগুঁড়ি দিয়ে। পঞ্চাশ গজ পর পর থামলো, কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো কোনো শব্দ পাওয়া যায় কিনা। দূর্গ আর তার মধ্যে ডালপালার মটমট শব্দ কানে এলো তার। সঙ্গে সঙ্গে ঘাসের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো।

হামাগুঁড়ি দেবার সময় বাহু আর কনুঁই ব্যবহার করবে এটা ছিলো ক্যাপ্টেন এডলফসনের আরেকটি প্রিয় বাক্য। হামাগুঁড়ি দিয়েই বাকি ১৫০ গজ পেরোলো ব্লমকোভিস্ট। দু'দুবার শুনতে পেলো তার পেছনে ঘাসের উপর কারোর পায়ের শব্দ। প্রথমটি খুব কাছের বলে মনে হলো তার কাছে, বড়জোর বিশ কদম পেছনে, ডান দিক থেকে। একেবারে জমে গেলো সে, একটুও নড়লো না।

কিছুক্ষণ পর কৌতূহলবশত মাথা তুলে দেখার চেষ্টা করলো কিন্তু কাউকে দেখতে পেলো না। আবারো স্থির হয়ে পড়ে রইলো অনেকক্ষণ। নিজের নার্ভকে প্রস্তত করে রাখলো, হয় দৌড়ে ছুটে পালাবে নয়তো শত্রুর মুখোমুখি হলে তার উপর পাল্টা আঘাত হানবে। পরের শব্দটা অনেক দূর থেকে এলো। তারপর আর কোনো সাড়াশব্দ নেই।

সে জানে আমি এখানে আছি। সে কি অন্য কোথাও অবস্থান নিয়েছে, আমি কখন উঠে দাঁড়াই সেই অপেক্ষা করছে? নাকি লোকটা পিছু হটে গেছে?

হামাগুঁড়ি দিতে দিতে ওস্টারগার্ডেনের বেড়ার কাছে পৌছে গেলো সে।

এই সময়টা খুবই ক্রিটিক্যাল। দেখতে পাচ্ছে বেড়ার ভেতরে একটা পথ চলে গেছে। মাটিতে শুয়ে থেকেই চারপাশটা আবারো দেখে নিলো। ৪০০ গজের অল্প একটু ঢালু প্রান্তর তারপরই ফার্মহাউজটি অবস্থিত। বাড়িটার ডানে দেখতে পেলো কয়েকটি গরু তাকিয়ে আছে। *গুলির শব্দ শুনে কেউ বেরিয়ে আসে নি কেন? গ্রীষ্মকাল। হয়তো বাড়িতে কেউ নেই।*

এই খোলা প্রান্তরটি অতিক্রম করার প্রশ্নই ওঠে না–কোনো কিছু নেই যে নিজেকে আড়াল করতে পারবে। এখান দিয়ে দৌড়ে যাওয়া মানে সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়া। হামাগুঁড়ি দিয়ে একটু পেছনে গিয়ে পাইন গাছের জঙ্গলের কাছে চলে এলো।

ওস্টারগার্ডেনের মাঠ পেরিয়ে সোডারবার্গেট পাহাড়ের পাদদেশ হয়ে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করলো ব্লমকোভিস্ট। ওস্টারগার্ডেন অতিক্রম করার পর দেখতে পেলো তাদের গাড়িটা নেই। সোডারবার্গেটের চূড়ায় উঠে একটু থেমে নীচের হেডেবি এলাকাটার দিকে তাকালো। সাগরের তীরে অবস্থিত পুরনো ফিশিং ক্যাবিনের আশেপাশে কিছু লোকজন আছে। এরা গ্রীষ্মকালের ভিজিটর। ডকের উপর গোসল করার পোশাক পরে মহিলারা কথা বলছে। ওখান থেকে চমৎকার একটা গন্ধ পেলো; বাইরে গৃল বানানো হচ্ছে জ্বলন্ত কয়লার উপর। ডকের উপর কিছু বাচ্চাকাচ্চা একে অন্যের দিকে পানি ছুড়ে মেরে আনন্দ করছে।

ঠিক ৮টার আগে। প্রথম গুলিটা করার পঞ্চাশ মিনিট পর। শুধুমাত্র শর্টস পরে খালি গায়ে নিলসন তার বাড়ির প্রাঙ্গনটি পানি দিয়ে পরিস্কার করছে। *তুমি এখানে কতোক্ষণ ধরে আছো?* অ্যানা ছাড়া ভ্যাঙ্গারের বাড়িটা একেবারে ফাঁকা। হেরাল্ড ভ্যাঙ্গারের বাড়িটা অবশ্য সব সময়ই ফাঁকা মনে হয়। ওখানেই, পেছনের বাগানে ইসাবেলা ভ্যাঙ্গারকে দেখতে পেলো সে। মহিলা বসে আছে, কারো সাথে কথা বলছে নিশ্চিত। তবে কয়েক সেকেন্ড পরই ব্লমকোভিস্ট বুঝতে পারলো

মহিলা আসলে কথা বলছে অসুস্থ গার্দা ভ্যাঙ্গারের সাথে। ১৯২২ সালে জন্মেছে সে, বর্তমানে তার ছেলে আলেকজান্ডারের সাথে থাকে। তার বাড়ি হেনরিকের বাড়ির ঠিক পেছনেই। তার সাথে মিকাইলের কখনও দেখা হয় নি। তবে মহিলাকে বেশ কয়েকবার দেখেছে সে। সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গারের বাড়িটা ফাঁকা বলে মনে হলেও রান্নাঘরে কারোর উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে। *ও বাড়িতে আছে। বন্দুকবাজ কি তবে একজন নারী?* সিসিলিয়া যে বন্দুক চালাতে জানে সেটা মিকাইল জানে। তার বাড়ির সামনে মার্টিন ভ্যাঙ্গারের গাড়িটা পার্ক করা আছে। *কতোক্ষণ ধরে তোমরা বাড়িতে আছো?*

নাকি এমন কেউ যার কথা সে এখনও ভাবে নি? ফ্রোডি? আলেকজান্ডার? অনেক সম্ভাবনা।

সোডারবার্গেট পাহাড় থেকে নেমে গ্রামে যাবার পথ ধরে এগোতে লাগলো সে। অবশেষে কোনো রকম সমস্যা ছাড়াই বাড়িতে ফিরে এলো। প্রথম যে জিনিসটা দেখতে পেলো সেটা হলো তার কটেজের দরজা একটু খোলা। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে পা টিপে টিপে একটু এগোতেই কফির গন্ধ পেলো, রান্নাঘরের জানালা দিয়ে দেখতে পেলো সালান্ডারকে।

"অনেক রক্তপাত হলেও বিপজ্জনক কিছু না," মেয়েটা কিছু বলার আগেই বললো ব্লমকোভিস্ট।

সঙ্গে সঙ্গে কাপবোর্ড থেকে ফার্স্টএইড বক্সটা নামিয়ে আনলো সালান্ডার। কাপড়চোপড় খুলে বাথরুমে চলে গেলো ব্লমকোভিস্ট।

তার মাথার আঘাত এতোটাই বেশি যে সেলাই না করলে রক্তপাত বন্ধ করা সম্ভব নয়। তারপরও ব্লমকোভিস্ট মনে করলো ভালো করে টেপ দিয়ে পেচিয়ে রাখলেই চলবে। ঠাণ্ডা পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে মুখটা মুছে নিলো সে।

শাওয়ারের নীচে মাথায় তোয়ালেটা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইলো। হঠাৎ করে বাথরুমের দেয়ালে এতো জোড়ে ঘুষি মেরে বসলো যে হাতের চামড়া থেতলে গেলো কিছুটা। *তুমি যে-ই হও শালা, তোমাকে আমি দেখে নেবো,* মনে মনে বললো সে। *তোমাকে আমি ঠিকই খুঁজে বের করবো, তোমাকে আমি ছাড়বো না।*

সালন্ডার তাকে স্পর্শ করতেই সে এমনভাবে লাফ দিয়ে উঠলো যেনো তাকে ইলেক্ট্রিক শক দেয়া হয়েছে। তার দু'চোখে উন্মত্ত ক্রোধ দেখে পিছু হটে গেলো মেয়েটা। তার হাতে সাবানটা দিয়ে আর কোনো কথা না বলেই চলে গেলো রান্নাঘরে।

তিনটি সার্জিক্যাল টেপ লাগালো মাথায়, তারপর ড্রয়ার থেকে জিন্স প্যান্ট আর টি-শার্ট বের করে পরে প্রিন্ট করা ছবির ফোল্ডারটা বের করে হাতে নিলো নিলো। প্রচণ্ড রাগে আর ক্ষোভে কাঁপতে লাগলো সে।

"তুমি এখানেই থাকো, লিসবেথ," চিৎকার করে বললো ব্লমকোভিস্ট।

নিজের কটেজ থেকে সোজা চলে গেলো সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গারের বাড়িতে। কলিং বেল বাজালে আধ মিনিট পর দরজা খুললো সিসিলিয়া।

"আমি তোমার সাথে দেখা করতে চাই না," বললো সে। এরপরই তাকালো তার মুখের দিকে, টেপ চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়ছে সেখান থেকে।

"আমাকে ভেতরে ঢুকতে দাও। তোমার সাথে কথা আছে।"

একটু ইতস্তত করলো সে। "তোমার সাথে আমার কথা বলার কিছু নেই।"

"কিন্তু আমাকে কথা বলতে হবে। তুমি চাইলে আমি এখানে দাঁড়িয়েও বলতে পারি, কিংবা রান্নাঘরে।"

ব্লমকোভিস্টের কথার মধ্যে এতোটাই জোড় ছিলো যে সিসিলিয়া তাকে ভেতরে ঢুকতে দিলো। তারা বসলো রান্নাঘরে।

"তুমি কি করেছো?" বললো সিসিলিয়া।

"আমি যে হ্যারিয়েটের ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত করছি সেটাকে তুমি হেনরিকের অখণ্ড অবসরের অর্থহীন এক থেরাপি হিসেবে উল্লেখ করেছো। এটা হয়তো সত্যি ছিলো কিন্তু এক ঘণ্টা আগে কেউ আমার মাথাটা প্রায় গুড়িয়ে দিতে বসেছিলো। আর গতরাতে সম্ভবত ঐ একই বদমাশ একটা বেড়ালকে বিভৎসভাবে হত্যা করে আমার কটেজের পোর্চের সামনে ফেলে রেখেছিলো।"

সিসিলিয়া মুখ খুলতে যাবে অমনি হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো ব্লমকোভিস্ট।

"সিসিলিয়া, তোমার সমস্যা কি, কি নিয়ে তুমি উদ্বিগ্ন সেটা নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যাথা নেই। তুমি আমাকে কেন এড়িয়ে চলছো তাতেও বলার কিছু নেই আমার। আমি আর কখনও তোমার ধারেকাছেও আসবো না। ভেবো না তোমার পেছনে আমি হন্যে হয়ে লেগে থাকবো। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে তোমার সাথে আমার পরিচয় না হলেই ভালো হতো। তবে তোমাকে একটা প্রশ্ন করতেই হবে আমাকে। আজ হোক কাল হোক এই প্রশ্নের জবাব তোমাকে দিতেই হবে। যতো জলদি দেবে ততোই আমার হাত থেকে মুক্তি পাবে তুমি।"

"তুমি কি জানতে চাও?"

"এক : এক ঘণ্টা আগে তুমি কোথায় ছিলে?"

সিসিলিয়ার মুখ কালো মেঘে ঢেকে গেলো।

"এক ঘণ্টা আগে আমি হেডেস্টাডে ছিলাম।"

"তুমি যে ওখানে ছিলে সেটা কি অন্য কেউ জানে?"

"কেউ জানে কি না জানে সেই কৈফিয়ৎ আমি তোমার কাছে দেবো না।"

"দুই : হ্যারিয়েট যে দিন নিখোঁজ হয় সেদিন কেন তার ঘরের জানালা তুমি খুলেছিলে?"

"কি?"

"আমার কথা ঠিকই শুনেছো তুমি। এতোগুলো বছর ধরে হেনরিক চেষ্টা করে গেছে ঐ দিন হ্যারিয়েটের জানালা খুলেছিলো কে। সবাই অস্বীকার করেছে। কেউ না কেউ মিথ্যে বলেছিলো জানি।"

"তুমি কি করে ভাবলে আমিই জানালা খুলেছিলাম?"

"এই ছবিটা," তার কিচেন টেবিলের উপর একটা ছবি রেখে বললো ব্লমকোভিস্ট।

ছবিটা হাতে তুলে নিয়ে ভালো করে দেখলো সিসিলিয়া। ব্লমকোভিস্টের মনে হলো তার চেহারায় ভড়কে যাবার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। মুখ তুলে তাকালো সিসিলিয়া। তার কাছে মনে হলো মাথার ব্যান্ডেজ থেকে চুইয়ে এক ফোঁটা রক্ত তার শার্টে পড়েছে।

"ঐদিন এখানে ষাটজনের মতো লোক ছিলো," বললো মিকাইল। "তার মধ্যে আঠাশজন ছিলো মহিলা। পাঁচ-ছয়জনের ছিলো কাঁধ অবধি সোনালি চুল। তাদের মধ্যে শুধুমাত্র একজন হালকা রঙের পোশাক পরা ছিলো।"

ছবিটার দিকে গভীর মনোযোগের সাথে চেয়ে আছে সিসিলিয়া।

"তুমি ভাবছো ছবির এই মেয়েটা আমি?"

"এটা যদি তুমি না হয়ে থাকো তাহলে আমি জানতে চাইবো এই মেয়েটা কে। এর আগে এই ছবিটার কথা কেউ জানতে পারে নি। কয়েক সপ্তাহ আগে এটা আমি বের করেছি। তোমার সাথে কথা বলার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। শুনতে হয়তো বোকামি বলেই মনে হবে, এই ছবির কথা আমি কাউকে বলি নি, এমনকি হেনরিককেও না। নিশ্চিত না হয়ে তোমাকে সন্দেহের তালিকায় ফেলার কোনো ইচ্ছে আমার ছিলো না। কিন্তু এখন আমাকে প্রশ্নটার জবাব জানতেই হবে।"

"তুমি তোমার প্রশ্নের জবাব পাবে।" ছবিটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো সে। "সেদিন আমি হ্যারিয়েটের ঘরে যাই নি। ছবিতে যাকে দেখা যাচ্ছে সে আমি না। তার নিখোঁজ হবার সাথে আমার বিন্দুমাত্রও কোনো সম্পর্ক ছিলো না।"

দরজার কাছে চলে গেলো সে।

"তুমি তোমার জবাব পেয়ে গেছো। এখন দয়া করে চলে যাও। তবে আমি মনে করি তোমার মাথার আঘাতটা গুরুতর, ডাক্তারের কাছে যাও।"

গাড়ি চালিয়ে তাকে হেডেস্টাডের হাসপাতালে নিয়ে গেলো সালান্ডার। দুটো সেলাই আর ভালো করে ব্যান্ডেজ করার পর রক্তপাত বন্ধ হলো। হাতে পায়ে যেসব জায়গায় ছিলে গেছিলো সেখানেও ওষুধ লাগিয়ে দিলো ডাক্তার।

হাসপাতাল থেকে চলে আসার পর ব্লমকোভিস্ট অনেকটা সময় ধরে বসে বসে ভাবলো পুলিশের কাছে যাবে কি যাবে না। সংবাদের শিরোনামটি দেখতে পেলো সে : *"সাজা পাওয়া সাংবাদিকের গোলাগুলির নাটক।"* মাথা ঝাঁকালো ব্লমকোভিস্ট। "চলো, বাড়ি যাই।"

হেডেবি'তে যখন ফিরে এলো তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। সালান্ডারের জন্য এটা বেশ ভালো সময়। রান্নাঘরের টেবিলের উপর থেকে একটা স্পোর্ট ব্যাগ তুলে নিলো সে।

"এগুলো আমি মিল্টন সিকিউরিটি থেকে ধার করেছি। এখন সময় এসেছে জিনিসগুলো ব্যবহার করার।"

চারটা মোশন ডিটেক্টর বাড়ির আশেপাশে স্থাপন করলো সালান্ডার। ব্লমকোভিস্টকে বোঝালো এই যন্ত্রের বিশ ফিটের মধ্যে কেউ চলে এলেই একটা অ্যালার্ম বেজে উঠে সিগনাল দেবে। শোবার ঘরে এরকম একটা অ্যালার্ম বসানো হয়েছে। একই সময় গাছ আর ক্যাবিনের পেছনে স্থাপন করা দুটো ভিডিও ক্যামেরা সচল হয়ে কম্পিউটারে ছবি পাঠাতে শুরু করবে। এরকম একটি কম্পিউটার বসানো হয়েছে সামনের দরজার পাশে। এক ধরণের কাপড় দিয়ে ক্যামেরা দুটো ক্যামোফ্লেজ করে রাখলো সে।

দরজার উপর বার্ডহাউজের ভেতর তৃতীয় ক্যামেরাটি বসালো সালান্ডার। দরজার সামনে যে পথটা চলে গেছে ক্যামেরায় সেটা ধরা পড়বে। প্রতি সেকেন্ডে ইমেজ ধারণ করে ওয়ার্ডরোবে রাখা একটি ল্যাপটপের হার্ডডিস্কে স্টোর করে রাখা হবে। এরপর দরজার কাছে একটি প্রেসার সেনসেটিভ ম্যাট বিছিয়ে রাখলো। কেউ যদি সবার অলক্ষ্যে এই বাড়িতে প্রবেশ করার চেষ্টা করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে একটা সাইরেন বাজতে শুরু করবে। একটা নাইটভিশন স্কোপও নিয়ে এসেছে সে।

"তুমি তো দেখছি কোনো সুযোগই রাখছো না," তার জন্য কফি ঢালতে ঢালতে বললো ব্লমকোভিস্ট।

"আরেকটা বিষয়। এই ব্যাপারটা ফয়সালা হবার আগে কোনো রকম জগিং করা যাবে না।"

"বিশ্বাস করো ব্যায়ামের ব্যাপারে আমি সব ধরণের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি।"

"আমি ঠাট্টা করছি না। আমরা হয়তো একটি ঐতিহাসিক রহস্য নিয়ে শুরু করেছিলাম কিন্তু মরা বেড়াল আর তোমার উপর গুলি চালানোর পর বুঝতে হবে কেউ আমাদের পেছনে লেগেছে।"

একটু দেরি করে ডিনার করার পর অসম্ভব ক্লান্ত হয়ে পড়লো ব্লমকোভিস্ট, মাথাটাও চিন চিন করে ব্যাথা করতে শুরু করলো। কোনো রকম কথা বলতে ইচ্ছে করলো না তাই সোজা চলে গেলো বিছানায়।

তবে সালান্ডার রাত ২টা পর্যন্ত রিপোর্ট পড়ে গেলো।

অধ্যায় ২৩

শুক্রবার, জুলাই ১১

সকাল ৬টা বাজে ঘুম থেকে উঠলো সে। জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়েছে তার মুখে। হালকা মাথা ব্যাথা এখনও আছে, তবে ব্যান্ডেজ স্পর্শ করতেই বেশ যন্ত্রণা হলো। সালান্ডার তার পাশেই উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, তার একটা হাত ব্লমকোভিস্টের উপর। মেয়েটার পিঠের উপর ড্রাগন টাট্টুটার দিকে তাকালো সে।

গুনে দেখলো তার শরীরে ক'টা টাট্টু আছে। ঘাড়ে একটা ওয়াস্প নামের পতঙ্গের, এক গোড়ালী আর বাম হাতের বাইসেপে দুটো লুপ, কোমরে একটা চায়নিজ সিম্বল আর এক হাটুর উপর গোলাপের একটা টাট্টু আছে।

বিছানা থেকে উঠে জানালার পর্দাটা টেনে দিলো যাতে করে সূর্যের আলো না আসে। বাথরুম থেকে ঘুরে এসে আবার শুয়ে পড়লো বিছানায়, তবে সালান্ডারকে ঘুম থেকে ওঠালো না।

এর কয়েক ঘণ্টা পর নাস্তা করার সময় ব্লমকোভিস্ট বললো, "তুমি এই পাজলটা সমাধান করবে কিভাবে?"

"আমাদের কাছে যেসব ফ্যাক্ট আছে তা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। আরো অনেক ফ্যাক্ট খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরকে।"

"আমার কাছে এখন একটাই প্রশ্ন : কেন? এটা কি এজন্যে যে আমরা হ্যারিয়েটের রহস্যটা সমাধা করতে যাচ্ছি, নাকি আমরা আমাদের অজ্ঞাতে একজন সিরিয়াল কিলারকে আবিষ্কার করে ফেলেছি?"

"একটা না একটা সংযোগ তো আছেই," বললো সালান্ডার। "হ্যারিয়েট যদি একজন সিরিয়াল কিলারের ব্যাপারে জেনে থাকে তাহলে সেটা তার চেনাজানা ব্যক্তিদের মধ্য থেকেই হবে। ষাটের দশকে এখানে যেসব লোকজন ছিলো তাদের দিকে তাকালে আমরা কমপক্ষে দুই ডজন লোককে এই সন্দেহের তালিকায় ফেলতে পারি। বর্তমানে তাদের মধ্যে শুধু হেরাল্ড ভ্যাঙ্গারই বেঁচে আছে, কিন্তু তার পক্ষে বন্দুক নিয়ে বনেবাদারে ঘুরে বেড়ানো সম্ভব নয়। বাকিরা এখন এতো বেশি বৃদ্ধ হয়ে গেছে যে তাদেরকে আর বিপজ্জনক বলার উপায় নেই। এখন যাদের বয়স পঞ্চাশের কোঠায় তারা তখন অল্পবয়সী ছিলো। তাহলে আমরা আবার আগের জায়গায় ফিরে আসছি।"

"যদি না একসাথে দু'জন লোক একে অন্যেকে সাহায্য করে থাকে। একজন বৃদ্ধ আর অন্যজন অক্ষোকৃত তরুণ।"

"হেরাল্ড আর সিসিলিয়া? আমার তা মনে হয় না। আমার মনে হয় সে যখন বললো জানালার ঐ মেয়েটি সে নয় তখন সে সত্যি কথাই বলছিলো।"

"তাহলে সে কে?"

তারা ব্লমকোভিস্টের ল্যাপটপটি চালু করে আবারো ছবিগুলো বিশদভবে দেখতে শুরু করলো।

"আমার মনে হয় বৃজের দুর্ঘটনার পর গ্রামের প্রায় সবাই ঘটনাস্থলে চলে এসেছিলো। সময়টা ছিলো সেপ্টেম্বর। বেশিরভাগ লোকজনই জ্যাকেট আর সোয়েটার পরে আছে। মাত্র একজনই হালকা রঙের পোশাক পরে ছিলো আর তার ছিলো দীর্ঘ সোনালি চুল।"

"সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গার অনেক ছবিতেই আছে। মনে হয় সে সবখানেই ছিলো। ঘটনাস্থল আর তাদের বাড়ির মাঝখানের সব জায়গায়। এখানে সে ইসাবেলার সাথে কথা বলছে। আর এখানে দাঁড়িয়ে আছে যাজক ফকের সাথে। এই ছবিটাতে তাকে দেখা যাচ্ছে মেজো ভাই গ্রেগর ভ্যাঙ্গারের সাথে।"

"দাঁড়াও," বললো ব্লমকোভিস্ট। "গ্রেগরের হাতে ওটা কি?"

"চারকোনা আকৃতির একটা জিনিস। মনে হচ্ছে বাক্স কিংবা সেরকম কিছু।"

"এটা তো হাসেলব্লাড। তার মানে তার কাছেও একটা ক্যামেরা ছিলো।"

ছবিগুলো আবারো ভালো করে দেখে নিলো তারা। প্রায় অনেকগুলোতেই গ্রেগর আছে। অবশ্য কোনো ছবিই স্পষ্ট নয়। একটাতে একেবারে পরিস্কার দেখা যাচ্ছে তার হাতে চারকোনা বাক্সের মতো একটা জিনিস আছে।

"আমার মনে হয় তোমার কথাই ঠিক। এটা একটা ক্যামেরাই হবে।"

"তার মানে আমাদেরকে আবারো ছবির পেছনে ছুটতে হবে।"

"ঠিক আছে, তবে এখন এই ব্যাপারটা স্থগিত রাখো," বললো সালান্ডার। "আমার একটা থিওরি আছে। বলবো?"

"বলো।"

"তরুণ জেনারেশনের কেউ যদি জেনে থাকে বয়স্কদের মধ্যে একজন সিরিয়াল কিলার আছে তাহলে কি হবে, তারা এটাকে স্বীকার করতে চাইবে না। পারিবারের মানসম্মান ইত্যাদির কারণে। তার মানে এখানে দু'জন লোক জড়িত তবে তারা একসাথে কাজ করছে না। খুনি হয়তো অনেক বছর আগেই মারা গেছে, আর আমাদের প্রতিপক্ষ শুধু চাইছে আমরা যেনো এইসব তদন্ত ফেলে রেখে এখান থেকে চলে যাই।"

"তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের পোর্চে একটা বেড়াল কেটে রেখে দেবে কেন? এটা তো খুনিকেই চিহ্নিত করছে।" হ্যারিয়েটের বাইবেলে টোকা মারলো ব্লমকোভিস্ট। "আবারো হোমবলির নৈবেদ্যের যে নিয়ম তার একটি বিকৃত অনুকরণ।"

চেয়ারে হেলান দিয়ে বাইরের চার্চের দিকে তাকিয়ে বাইবেল থেকে উদ্ধৃত করতে লাগলো সালান্ডার। যেনো আপন মনে কথা বলে যাচ্ছে সে।

"প্রভুর সামনেই সেই ষাড়টিকে বলি দেয়া হবে; তারপর আরোনের পুত্র যাজকেরা সমাগম তাবুতে ঢোকার মুখে অবস্থিত বেদীর কাছে অবশ্যই সেই রক্ত এনে বেদী এবং তার চারপাশে তা ছিটিয়ে দেবে। যাজক অবশ্যই প্রণীর দেহ থেকে চামড়া ছাড়িয়ে প্রাণীটিকে কেটে টুকরো টুকরো করবে।"

চুপ মেরে গেলো সালান্ডার। ব্লমকোভিস্ট যে তার দিকে প্রবল উত্তেজনায় চেয়ে আছে সেটা সে জানে। বাইবেলের লেভিটিকাসের প্রথম অধ্যায়টি খুললো মিকাইল।

"তুমি কি বারো নাম্বার পংক্তিটাও জানো?"

সালান্ডার কোনো জবাব দিলো না।

"আর যাজক..." তার দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করলো সে।

"যাজক প্রাণীটিকে টুকরো টুকরো করে কাটবে, তারপর মাথা এবং চর্বিযুক্ত মাংস বেদীর আগুনে রাখা কাঠের উপর রাখবে।" তার কণ্ঠ শীতল হয়ে এলো।

"আর পরের পংক্তিটি?"

হঠাৎ করে উঠে দাঁড়ালো সালান্ডার।

"লিসবেথ তোমার আছে ফটোগ্রাফিক স্মৃতিশক্তি," অবাক হয়ে বললো মিকাইল। "এজন্যেই তুমি ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টের প্রতিটি পৃষ্ঠা মাত্র দশ সেকেন্ডে পড়ে ফেলেছো।"

তার প্রতিক্রিয়াটি একেবারেই উত্তেজনায় ভরপুর। ব্লমকোভিস্টের দিকে মেয়েটা এমন রেগেমেগে তাকালো যেনো তার সম্পর্কে খারাপ কিছু বলেছে। তারপর হঠাৎ করেই যেনো সালান্ডারের অভিব্যক্তি বিষন্নতায় বদলে গেলো, অনেকটা দৌড়ে গেটের কাছে চলে গেলো সে।

"লিসবেথ," পেছন থেকে তাকে ডাকলো ব্লমকোভিস্ট।

পথের দিকে তাকিয়ে দেখলো মেয়েটা নেই।

•

সালান্ডারের কম্পিউটারটা ভেতরে নিয়ে এসে দরজায় তালা লাগিয়ে দিলো মিকাইল। মেয়েটা কোথায় গেছে বুঝতে পারছে না। বিশ মিনিট পর সমুদ্রের কাছে এক জেটিতে খুঁজে পেলো তাকে। ওখানে বসে পানিতে পা ডুবিয়ে সিগারেট খাচ্ছে। তার আসার কথা টের পেয়ে মেয়েটা আড়ষ্ট হয়ে গেলো। তার থেকে একটু দূরে থামলো ব্লমকোভিস্ট।

"আমি জানি না আমি কি এমন বলেছি কিন্তু তোমাকে আপসেট করার মতো তো কিছু বলি নি।"

তার পাশে এসে বসে একটু দ্বিধার সাথেই তার কাঁধে হাত রাখলো সে।

"প্লিজ, লিসবেথ। কথা বলো।"

তার দিকে ফিরে তাকালো মেয়েটা।

"এ নিয়ে কথা বলার মতো কিছু নেই। আমার মাথায় ছিট আছে, হয়েছে।"

"আমার স্মৃতিশক্তি যদি তোমার মতো হতো তাহলে খুশিতে নাচতাম।"

পানিতে সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিলো সে।

অনেকক্ষণ ধরে তার পাশে চুপচাপ বসে রইলো মিকাইল। *আমি কি বলবো? তুমি আসলে খুবই সাধারণ একটি মেয়ে। অন্যদের থেকে যে তুমি একটু আলাদা তাতে কি আর এসে যায়? আচ্ছা, নিজের সম্পর্কে তুমি কি ভাবো?*

"তোমাকে যখন প্রথম দেখেছি তখন আমার মনে হয়েছে তোমার মধ্যে অন্যরকম কিছু আছে," বললো সে। "তুমি সেটা জানো? অনেক দিন পর প্রথম দেখেই কারোর ব্যাপারে মুগ্ধ হবার ঘটনা ঘটেছিলো।"

হার্বারের অন্যদিকের কেবিন থেকে কিছু বাচ্চা ছেলে-মেয়ে ছুটে এসে পানিতে লাফ দিচ্ছে। চিত্রশিল্পী ইউজিন নরম্যান তার বাড়ির সামনে একটা চেয়ারে বসে আছে। এই লোকটার সাথে মিকাইলের এখনও কোনো কথাবার্তা হয় নি। পাইপে টান দিচ্ছে আর তাদের দিকে চেয়ে আছে লোকটা।

"আমি আসলেই তোমার বন্ধু হতে চাই, যদি তোমার কোনো আপত্তি না থাকে," বললো সে। "আমি বাড়ি ফিরে কফি বানাচ্ছি। বাড়িতে চলে আসো।"

তাকে রেখেই চলে এলো ব্লমকোভিস্ট। মাঝপথে আসতেই পেছন থেকে মেয়েটার পায়ের শব্দ শুনতে পেলো সে। কোনোরকম কথাবার্তা না বলেই তারা একসাথে বাড়ি ফিরে এলো।

ঠিক বাড়ির সামনে এসেই তাকে থামালো সালান্ডার।

"মনে মনে আমি একটা থিওরি বানাচ্ছিলাম...আমরা বলেছিলাম এসবই হলো বাইবেলের বিকৃত অনুকরণ। এটা সত্য যে সে একটা বেড়ালকে কেটে টুকরো টুকরো করেছে। তবে আমার মনে হয় কোনো ষাড় ধরাটা খুব কঠিন হতো বলেই এটা করা হয়েছে। তবে সে গল্পের মূল বিষয়টা অনুসরণ করেছে। ভাবছি..." চার্চের দিকে তাকালো সে। "*সমাগম তাবুতে ঢোকার মুখে অবস্থিত বেদীর কাছে অবশ্যই সেই রক্ত এনে বেদী এবং তার চারপাশে তা ছিটিয়ে দেবে...*"

বৃজটা পেরিয়ে চার্চের কাছে গেলো তারা। দরজা খোলার চেষ্টা করলো ব্লমকোভিস্ট কিন্তু সেটা তালা মারা। আশেপাশে কিছুক্ষণ ঘুরে হেডস্টোনটা দেখে চ্যাপেলের কাছে চলে এলো। এটা একটু দূরে, পানির ঠিক কাছেই অবস্থিত। আচমকা ব্লমকোভিস্টের চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে উঠলো। এটা তো চ্যাপেল নয়, এটা আসলে ক্রিপ্ট—মৃতদেহ রাখার জায়গা। দরজার উপরে ভ্যাঙ্গার

নামটা পাথরে খোদাই করা আছে, তার সাথে লেখা আছে একটি ল্যাটিন পংক্তি, লেখাটার অর্থোদ্ধার করতে পারলো না সে।

" 'শেষ সময়ের নিদ্রা,' " পেছন থেকে বললো সালান্ডার।

ব্লমকোভিস্ট পেছন ফিরে তার দিকে তাকালে মেয়েটা কাঁধ তুললো।

"আমি মনে হয় এই পংক্তিটা কোথাও দেখেছিলাম।"

অট্টহাসিতে ফেঁটে পড়লো ব্লমকোভিস্ট। প্রথমে একটু আড়ষ্ট হয়ে রেগেমেগে তার দিকে তাকালো সালান্ডার কিন্তু যখন বুঝতে পারলো সে আসলে হাসছে পরিস্থিতির হাস্যকর দিকটার কথা ভেবে তখন স্বাভাবিক হয়ে এলো।

দরজা খোলার চেষ্টা করলো ব্লমকোভিস্ট। তালা মারা। একটু ভেবে সালান্ডারকে বললো এখানেই থাকতে, তারপর অ্যানা নিগ্রেনের বাড়ির দিকে চলে গেলো সে। তাকে বোঝালো ভ্যাঙ্গারদের পারিবারিক ক্রিপ্টটা সে একটু দেখতে চায়, হেনরিক এটার চাবি কোথায় রেখেছে মনে করতে পারছে না। কথাটা শুনে সন্দেহের চোখে তাকালেও অ্যানা ভেতর থেকে চাবিটা এনে দিলো তাকে।

দরজা খুলতেই তারা বুঝতে পারলো তাদের ধারণাই ঠিক। বাতাসে মৃতদেহ আর পোড়া দেহাবশেষের গন্ধ। তবে বেড়ালটাকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয় নি। এক কোণে একটা মাশাল আছে, স্কিয়াররা তাদের স্কি'তে মোম গলানোর জন্য যে ধরণের মশাল ব্যবহার করে থাকে সেরকম একটি মশাল। জিন্সের পকেট থেকে ক্যামেরা বের করে কিছু ছবি তুলে নিলো সালান্ডার, এরপর সাবধানে মশালটি তুলে নিলো হাতে।

"এটা একটা এভিডেন্স হতে পারে। এটাতে হয়তো আঙুলের ছাপ আছে," বললো সে।

"নিশ্চয়, ভ্যাঙ্গার পরিবারের সবাইকে দাঁড় করিয়ে তাদের আঙুলের ছাপ আমরা নিতে পারবো।" হেসে বললো ব্লমকোভিস্ট। "ইসাবেলার আঙুলের ছাপ তুমি কিভাবে নেবে সেটা দেখার জন্য অস্থির হয়ে আছি আমি।"

"উপায় আছে," সালান্ডার বললো।

মেঝেতে প্রচুর রক্ত পড়ে আছে, সবটাই যে শুকনো তা নয়, সেইসাথে একটি বোল্ট-কাটারও পড়ে আছে। তারা বুঝতে পারলো এটা দিয়েই বেড়ালটার মাথা কাটা হয়েছে।

চারপাশে তাকালো ব্লমকোভিস্ট। একটু উঁচুতে যে সারকোফ্যাগাসটি রয়েছে সেটা আলেকজান্ডার ভ্যাঙ্গিয়ারসাডের, আর চারটা কবর আছে মেঝেতে। এগুলো পরিবারের পূর্বপুরুষদের কবর। বর্তমানে ভ্যাঙ্গাররা নিজেদের মৃতদেহ দাহ করে থাকে। দেয়ালে ত্রিশটি স্থানে পূর্বপুরুষদের নাম লেখা আছে। সামনের দিকে যেসব নাম আছে সেগুলো খতিয়ে দেখলো ব্লমকোভিস্ট। ভাবতে লাগলো তাদের যেসব পারিবারিক সদস্যকে জায়গার অভাবে এখানে কবর দেয়া যায় নি তাদের

কোথায় সমাহিত করা হয়েছে। তাদেরকে হয়তো অতোটা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয় নি।

"এখন আমরা জানতে পারলাম, বৃজটা অতিক্রম করার সময় বললো ব্লমকোভিস্ট। "আমরা একজন বদ্ধ উন্মাদ লোককে খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

"তুমি কি বলতে চাচ্ছো?"

বৃজের মাঝখানে এসে থেমে গেলো ব্লমকোভিস্ট, রেলিংয়ে ঝুঁকে দেখলো সে।

"এটা যদি মাথামোটা অবিবেচক কেউ হয়ে থাকে, যে কিনা আমাদেরকে ভয় পাইয়ে দিতে চাইছে, তাহলে তাকে গ্যারাজে কিংবা বনের মধ্যে বেড়ালটা নিয়ে যেতে হয়েছে। তবে তাকে আবার ক্রিপ্ট-এ ফিরে আসতে হয়েছিলো। এরমধ্যে একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার আছে। ঝুঁকিটার কথা বিবেচনা করো। সময়টা গ্রীষ্মকাল, লোকজন রাতের বেলায় বাইরে ঘুরে বেড়ায়। অনেক রাত পর্যন্ত হাটাহাটি করে। কবরস্থানের ভেতর দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে সেটা হেডেবির প্রধান সড়ক। নিশ্চয় পোড়ার গন্ধও ছড়িয়ে পড়েছিলো।

"লোকটা?"

"আমার মনে হয় না রাতের বেলায় সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গার চোরের মতো মশাল হাতে নিয়ে এখানে এসেছিলো।"

কাঁধ তুললো সালান্ডার।

"আমি কাউকেই বিশ্বাস করি না, এমনকি ফ্রোডি আর তোমার বন্ধু হেনরিককেও। তারা সবাই এক পরিবারের সদস্য। সুযোগ পেলে তারা তোমাকে ধোকা দিতে ছাড়বে না। তাহলে এখন আমরা কি করবো?"

ব্লমকোভিস্ট বললো, "আমি তোমার সম্পর্কে অনেক সিক্রেট জেনে গেছি। উদাহরণ হিসেবে হ্যাকিংয়ের কথা বলতে পারি। আচ্ছা, কতো লোক জানে তুমি একজন হ্যাকার?"

"একজনও না।"

"মানে, আমি ছাড়া কেউ না।"

"তুমি কি বলতে চাচ্ছো?"

"আমি জানতে চাচ্ছি আমার সাথে যে তুমি আছো সেটা ঠিক আছে কিনা। আমাকে তুমি বিশ্বাস করো কিনা।"

"তার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো সে। অবশেষে শুধু কাঁধ তুলে কথাটার জবাব দিলো।

"এ ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই।"

"আমাকে তুমি বিশ্বাস করো?" জোর দিয়ে বললো ব্লমকোভিস্ট।

"কিছু সময়ের জন্য," সালান্ডার নির্বিকারভাবে বললো।

"ভালো। চলো, ফ্রোডির সাথে দেখা করে আসি।"

এডভোকেট ফ্রোডির স্ত্রী এই প্রথম সালান্ডারের সাথে পরিচিত হলো। মুখে হাসি থাকলেও তাকে দেখে যে খুব বিস্মিত হচ্ছে সেটা বোঝা গেলো মহিলার অভিব্যক্তিতে। তবে সালান্ডারকে দেখে ফ্রোডির মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। উঠে দাঁড়িয়ে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানালো ভদ্রলোক।

"আপনাদেরকে দেখে খুব ভালো লাগছে," বললো সে। "আপনি যে আমাদের জন্য অসাধারণ কাজ করেছেন সেটার জন্য আপনাকে যথাযথভাবে কৃতজ্ঞতা জানানো হয় নি।"

তার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালো সালান্ডার।

"আমাকে এজন্যে টাকা দেয়া হয়েছে," বললো সে।

"ব্যাপারটা নিছক টাকা-পয়সার নয়। আপনাকে প্রথম যখন দেখেছিলাম তখন আপনার সম্পর্কে একটা ধারণা পোষণ করেছিলাম। সেজন্যে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।"

ব্লমকোভিস্ট খুব অবাক হলো। পঁচিশ বছরের টাট্টু আঁকা, নাকে, ভুরুতে রিং পরা এক মেয়ের কাছে ফ্রোডি এমন কিছুর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছে যার কোনো দরকারই ছিলো না! আইনজীবি ভদ্রলোক ব্লমকোভিস্টের দিকে তাকালো। সালান্ডার সোজা তাকিয়ে রইলো সামনের দিকে, একেবারেই পাত্তা দিলো না তাকে।

ফ্রোডি এবার ব্লমকোভিস্টের মাথার আঘাতটা দেখতে পেলো।

"আপনার মাথায় কি হয়েছে?"

তারা বসে পড়লো। বিগত চব্বিশ ঘণ্টায় কি কি ঘটেছে বিস্তারিত বলে গেলো ব্লমকোভিস্ট। কিন্তু সে যখন তাকে গুলি করার কথাটা বললো আইনজীবি ভদ্রলোক রীতিমতো দাঁড়িয়ে পড়লো কথাটা শুনে।

"এটা তো একেবারে বদ্ধ উন্মাদের কাজ।" একটু থেমে ব্লমকোভিস্টের চোখের দিকে তাকালো সে। "আমি দুঃখিত, কিন্তু এটা বন্ধ করতে হবে। আমি এটা চলতে দিতে পারি না। হেনরিকের সাথে কথা বলে আমি কন্ট্রাক্টটা বাতিল করে দেবো।"

"বসুন," বললো ব্লমকোভিস্ট।

"আপনি বুঝতে পারছেন না..."

"আমি আর লিসবেথ যেটা বুঝতে পারছি তা হলো এসবের পেছনে যে-ই থেকে থাকুক না কেন, সে ভয় পেয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছে। আমাদের কিছু প্রশ্ন আছে। প্রথম প্রশ্নটা হলো : ভ্যাঙ্গার পরিবারের ক্রিপ্টের কয়টা চাবি আছে, আর সেটা কার কার কাছে রয়েছে?"

"এটা তো আমার জানা কথা নয়," বললো ফ্রোডি। "তবে আমার মনে হয় বেশ কয়েকজন পারিবারিক সদস্যের কাছেই চাবি থাকার কথা। হেনরিকের

কাছে একটা আছে জানি। ইসাবেলাও মাঝেমধ্যে ওখানে গিয়ে থাকে। তবে তার কি নিজের চাবি আছে নাকি হেনরিকের কাছ থেকে ধার নিয়ে থাকে সেটা জানি না।"

"ঠিক আছে। তাদের কি কোনো কর্পোরেট আর্কাইভ আছে? লাইব্রেরি কিংবা সেরকম কিছু যেখানে তারা তাদের ফার্ম সম্পর্কে সব ধরণের পত্রপত্রিকার ক্লিপিংস সংরক্ষণ করে থাকে?"

"তা আছে। হেডেস্টাডের মেইন অফিসে।"

"ওটা আমাদের একটু দেখতে হবে। পুরনো নিউজলেটার কিংবা সেরকম কিছু কি আছে?"

"আবারো বলছি এ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। আমি নিজে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে আর্কাইভে ঢুকি নি। বডিল লিন্ডগ্রিন নামের এক মহিলার সাথে আপনাকে কথা বলতে হবে তাহলে।"

"তাকে ফোন করে কি বলে দেবেন আজ বিকেলে যেনো লিসবেথ সেখানে প্রবেশ করতে পারে? ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশনের সব ধরণের পুরনো প্রেস ক্লিপিংস দেখা দরকার আছে তার।"

"কোনো সমস্যা নেই। আর কিছু?"

"হ্যা। বৃজের দুর্ঘটনার দিন গ্রেগর ভ্যাঙ্গারের হাতে একটা ক্যামেরা ছিলো। তার মানে ঐ ক্যামেরা দিয়ে সে তখন কিছু ছবি তুলেছে। তার মৃত্যুর পর ছবিগুলো কোথায় রাখা হয়েছে?"

"তার বিধবা স্ত্রী কিংবা ছেলের কাছেই তো থাকা স্বাভাবিক। আলেকজান্ডারকে ফোন করে জেনে নিই।"

"আমি কি খুঁজে দেখবো?" কটেজে ফেরার সময় তার কাছে জানতে চাইলো সালান্ডার।

"প্রেস ক্লিপিংস আর নিউজলেটার। আমি চাই পঞ্চাশ আর ষাট দশকে হত্যাকাণ্ডগুলো যখন ঘটেছিলো সেইসময়কার সব কিছু তুমি পড়ে দেখবে। গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছু পেলে নোটে টুকে রাখবে। এটা যদি করো তাহলেই ভালো হয়। তোমার স্মৃতি তো আবার..."

তার পেটে ঘুষি মারলো সে।

পাঁচ মিনিট পর সালান্ডারের কাওয়াসাকি মোটরবাইকটি বৃজের উপর দিয়ে ছুটে গেলো।

আলেকজান্ডার ভ্যাঙ্গারের সাথে হাত মেলালো ব্লমকোভিস্ট। হেডেবিতে সে আসার পর থেকেই আলেকজান্ডার বেশিরভাগ সময় বাইরেই ছিলো। হ্যারিয়েটের নিখোঁজ হবার সময় তার বয়স ছিলো বিশ।

"ডার্চ বলেছে আপনি নাকি পুরনো কিছু ছবি দেখতে চাইছেন?"

"আমার বিশ্বাস আপনার বাবার কাছে একটি ক্যামেরা ছিলো।"

"তা ছিলো। এখনও সেটা আছে তবে কেউ ব্যবহার করে না।"

"আমার ধারণা আপনি জানেন হেনরিক আমাকে হ্যারিয়েটের ব্যাপারে স্টাডি করার জন্য নিযুক্ত করেছে।"

"জানি। আর এই ব্যাপারটা নিয়ে যে এখানকার অনেক লোক সন্তুষ্ট নয় সেটাও ভালো করে বুঝি।"

"আমারও সেরকমই মনে হয়। আপনি নিশ্চয় কিছু দেখতে দেবেন না।"

"প্লিজ...আপনি কি দেখতে চান?"

"বৃজের দুর্ঘটনা আর হ্যারিয়েটের নিখোঁজ হবার দিনে আপনার বাবা কোনো ছবি তুলেছিলেন কিনা।"

তারা দু'জনেই বাড়ির ভেতর চলে গেলো। কয়েক মিনিট পর একটা বাক্স নিয়ে ফিরে এলো আলেকজান্ডার। বাক্স ভর্তি ছবি।

"পুরো বাক্সটাই বাড়ি নিয়ে যেতে পারেন," বললো সে। "আপনি যা খুঁজছেন সেটা থেকে থাকলে এখানেই আছে।"

গ্রেগর ভ্যাঙ্গারের বাক্সে অনেক মূল্যবান ছবি আছে। এরমধ্যে রয়েছে চল্লিশ দশকের কুখ্যাত সুইডিশ নাৎসি নেতা ওলোফ সেভেন লিন্ডহোমের সাথে তোলা গ্রেগরের বেশ কয়েকটি ছবি। ওসব ছবি একপাশে সরিয়ে রাখলো সে।

পরিবারের অনেক অনুষ্ঠানে তোলা আর ইটালিতে ছুটি কাটানোর সময় তোলা অনেক ছবিই আছে বাক্সে।

বৃজের দুর্ঘটনার চারটা ছবি খুঁজে পেলো সে। ভালো একটি ক্যামেরা থাকার পরও গ্রেগর একজন বাজে ফটোগ্রাফার ছিলো বলেই মনে হচ্ছে। ট্যাঙ্কার ট্রাকের দুটো ছবি, আর দুটো তোলা হয়েছে উৎসুক দর্শকদের পেছন থেকে। মাত্র একটা ছবিতে সিসিলিয়াকে কিছুটা দেখা যাচ্ছে।

তারপরও ছবিগুলো ভালো করে দেখতে লাগলো সে, যদিও জানে তেমন কিছু খুঁজে পাবার সম্ভাবনা নেই। দেখা শেষ হলে সব ছবি বাক্সে রেখে স্যান্ডউইচ নিয়ে বসলো লাঞ্চ করার জন্য। এরপর অ্যানাকে দেখতে গেলো তার বাড়িতে।

"আপনি কি মনে করেন হ্যারিয়েটের ইনভেস্টিগেশনের জন্য জমা করা ছবি ছাড়াও হেনরিকের কাছে আরো কিছু ছবির অ্যালবাম আছে?"

"হ্যা, আছে। হেনরিক সব সময়ই ছবির ব্যাপারে আগ্রহী ছিলো—সেই তরুণ বয়স থেকেই। আমি সেরকমই শুনেছি। তার অফিসে অনেক ছবি রাখা আছে।"

"আমাকে কি সেগুলো দেখাতে পারেন?"

মহিলার অনীহা স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে। পারিবারিক ক্রিপ্টে ব্লমকোভিস্টকে ঢুকতে দেয়া এক কথা আর হেনরিক ভ্যাঙ্গারের অফিসে ঢুকতে দেয়াটা একেবারেই ভিন্ন ব্যাপার। ব্লমকোভিস্ট অ্যানাকে বললো সে যেনো ফ্রোডিকে ফোন করে। অবশেষে মহিলা তাকে ঢুকতে দিলো। একেবারে নীচের সেলফটা ছবির অ্যালবামে ঠাসা। ডেস্কে বসে প্রথম অ্যালবামটি খুললো সে।

পরিবারের সব ছবিই ভ্যাঙ্গার সংরক্ষণ করে রেখেছে। অনেকগুলো ছবি তার জন্মেরও আগেরকার। সবচাইতে পুরনো ছবিগুলো ১৮৭০ সালে তোলা। ভ্যাঙ্গারের বাবা-মা'র ছবিও আছে। একটা ছবিতে ভ্যাঙ্গারের বাবাকে বিশাল এক দলের সাথে ১৯০৬ সালের মধ্যগ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে দেখা যাচ্ছে, ছবিটা তোলা হয়েছে স্যান্ডহ্যামে। আরেকটা ছবিতে ফ্রেডরিক ভ্যাঙ্গার আর তার স্ত্রীকে দেখা যাচ্ছে। ফ্যাক্টরির শ্রমিকদেরও অনেক ছবি আছে অ্যালবামে। জার্মানি থেকে হেনরিক আর তার স্ত্রী এডিথকে যে ক্যাপ্টেন জাহাজে করে পাচার করেছিলো সেই অস্কার গ্রানাথেরও একটা ছবি আছে।

অ্যানা তার জন্য কফি নিয়ে এলো তাকে ধন্যবাদ জানালো ব্লমকোভিস্ট। এবার যে অ্যালবামটা খুললো সেটা অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক সময়ে তোলা। ভ্যাঙ্গার তখন পুরোপুরি কর্ণধার হয়ে উঠেছে তাদের প্রতিষ্ঠানে। ফ্যাক্টরি উদ্বোধন করছে, অন্যান্য শিল্পপতিদের সাথে করমর্দন করছে, এইসব।

এই একই অ্যালবামে একটি পৃষ্ঠা খুঁজে পেলো সে যেখানে ভ্যাঙ্গার নিজের হাতে পেন্সিলে লিখে রেখেছে : 'পারিবারিক সম্মেলন-১৯৬৬।' দুটো রঙ্গিন ছবিতে দেখা যাচ্ছে লোকজন সিগারেট খাচ্ছে। হেনরিক, হেরাল্ড, গ্রেগরসহ বেশ কয়েকজনকে সে চিনতে পারলো। দুটো ডিনারের ছবি আছে। চল্লিশজনের মতো নারী-পুরুষ ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে ডিনার টেবিলে বসে। এই ছবিটা তোলা হয়েছে বৃজের ঘটনার পর তবে তখন পর্যন্ত কেউ জানতো না হ্যারিয়েটকে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রত্যেকের চেহারা ভালো করে দেখলো সে। এই ডিনারে হ্যারিয়েটেরও থাকার কথা ছিলো। এদের মধ্যে কি কেউ জানতো মেয়েটার কি হয়েছে? ছবি থেকে এর কোনো জবাব মিললো না।

এরপর হঠাৎ করেই কফিতে চুমুক দিয়ে বিষম খেলো ব্লমকোভিস্ট। একটু কেশে সোজা হয়ে বসলো চেয়ারে।

টেবিলের শেষ মাথায় হালকা রঙের পোশাক পরা সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গার বসে আছে। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসছে সে। তার ঠিক পাশেই তার মতোই হুবহু দেখতে আর একই রঙের পোশাক পরে বসে আছে আরেকটা মেয়ে। তাদের চেহারার মধ্যে এতোটা মিল আছে যে তাদেরকে যমজ বলে ভুল করাটাই স্বাভাবিক। হঠাৎ করেই রহস্যের আরেকটি পর্দা যেনো সরে গেলো চোখের সামনে থেকে। তাহলে হ্যারিয়েটের জানালায় সিসিলিয়া ছিলো না–ছিলো

তার বোন আনিটা। তারচেয়ে বয়সে মাত্র দু'বছরের ছোটো, বর্তমানে লন্ডনে বসবাস করে।

সালান্ডার যেনো কি বলেছিলো? *অনেক ছবিতেই সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গারকে দেখা গেছে।* মোটেই না। আসলে দু'জন মেয়ে–এর আগ পর্যন্ত তাদেরকে একই ছবিতে একসাথে দেখা যায় নি। সাদাকালো ছবিতে দূর থেকে তাদেরকে একই রকম দেখায়। ভ্যাঙ্গারের কাছে দু'বোনকে আলাদা করা যতো সহজ ব্লমকোভিস্ট আর সালান্ডারের পক্ষে সেটা ততোটাই কঠিন। তাদের কাছে এই দু'জনকে একই রকম লাগবে। তাদের চেহারায় অনেক মিল, আর এই ব্যাপারটা এর আগে কেউ লক্ষ্যও করে নি।

ছবির পাতা উল্টিয়ে ব্লমকোভিস্টের গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেলো। যেনো এইমাত্র হিমশীতল একটি বাতাস বয়ে গেলো ঘরের ভেতর।

বৃজের দুর্ঘটনার পরের দিনের ছবি এগুলো। ততোক্ষণে হ্যারিয়েটকে খোঁজার কাজ শুরু হয়ে গেছে। তরুণ অফিসার মোরেল তার লোকজনকে দিক নির্দেশনা দিচ্ছে। ছবিতে হেনরিক ভ্যাঙ্গারও আছে, হাটু পর্যন্ত রেইনকোট পরে আছে সে। মাথায় ইংলিশ হ্যাট।

ছবির বাম দিকে এক কোণে এক তরুণ দাঁড়িয়ে আছে। তার গায়ে কালো রঙের জ্যাকেট, কাঁধের দিকটায় লাল রঙের প্যাচ আছে। ছবিটা বেশ পরিস্কার। দেখেই চিনতে পারলো ব্লমকোভিস্ট–বিশেষ করে জ্যাকেটটা–তবে নিশ্চিত হবার জন্য ছবিটা অ্যালবাম থেকে বের করে অ্যানার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো ছেলেটাকে সে চিনতে পারছে কিনা।

"হ্যা, এটা মার্টিনের ছবি।"

বছরের পর বছর ধরে জমিয়ে রাখা প্রেসকাটিং ঘেটে গেলো সালান্ডার। ওগুলোকে সময়ানুক্রমিক সাজিয়ে রাখলো সে। ১৯৪৯ সাল থেকে শুরু করে এগোতে লাগলো সামনের দিকে। আর্কাইভের পরিমাণ বিশাল। ঐ সময়গুলোতে প্রায় প্রতিদিনই এই কোম্পানির কোনো না কোনো খবর পত্রিকায় ঠাঁই পেতো। শুধুমাত্র স্থানীয় পত্রিকায়ই নয়, জাতীয় দৈনিকগুলোতেও তাদের খবর থাকতো নিয়মিত। ফিনান্সিয়াল বিশ্লেষণ, ট্রেড ইউনিয়নের সাথে দর কষাকষি, ধর্মঘটের হুমকি, ফ্যাক্টরি উদ্ভোধন, ফ্যাক্টরি বন্ধ ঘোষণা, বার্ষিক রিপোর্ট, কর্মকর্তর বদলি, নতুন প্রোডাক্টের লঞ্চিং...রীতিমতো খবরের বন্যা। *ক্লিক। ক্লিক। ক্লিক।* তার মাথাটা দ্রুত কাজ করতে আরম্ভ করলো। গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্যই মাথায় গেঁথে নিলো সে।

কয়েক ঘণ্টা পর তার মাথায় একটা আইডিয়া এলো। পঞ্চাশ এবং ষাট

দশকে ভ্যাঙ্গারদের কোথায় কোন্ কোম্পানি ছিলো তার কোনো চার্ট আছে কিনা জানতে চাইলো আর্কাইভ ম্যানেজারের কাছে।

বডিল লিন্ডগ্রেন কোনো রকম রাখঢাক না করেই সালান্ডারের দিকে তাকালো। এক অজানা অচেনা মেয়েকে নিজেদের আর্কাইভে ঢুকতে দেয়াতে মহিলা মোটেই খুশি নয়। এই মেয়ে যা যা দেখতে চায় সবই যেনো তাকে দেখতে দেয়া হয় এরকম আদেশ করা হয়েছে তাকে। এই ব্যাপারটা তার কাছে আরো বেশি বিরক্তিকর লাগছে। তাছাড়া এই মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছে পনেরো-ষোলো বছরের বখে যাওয়া কোনো টিনএজার। কিন্তু ফ্রোডির আদেশ মানতেই হবে। এই আজব মেয়েটাকে সব ধরণের সহায়তা করতে হবে। ব্যাপারটা নাকি খুব জরুরি। সালান্ডারকে একটা প্রিন্ট করা কাগজ দিলো মহিলা। সমগ্র সুইডেনে ফার্মের ডিভিশনগুলোর তালিকা আছে এই কাগজে।

কাগজটার দিকে চোখ বুলিয়ে সালান্ডার বুঝতে পারলো ফার্মের অসংখ্য ফ্যাক্টরি, অফিস আর সেলসসেন্টার রয়েছে। যেসব জায়গায় হত্যাকাণ্ডগুলো সংঘটিত হয়েছে তার সবখানেই লাল বিন্দু দিয়ে ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশনের অবস্থান চিহ্নত করা হয়েছে। কোথাও কোথাও একাধিক বিন্দুও আছে।

১৯৫৭ সালের প্রথম হত্যাকাণ্ডটির সাথে একটা কানেকশান খুঁজে পেলো সে। ল্যান্ডসক্রোনারের রাকেল লুন্ডি নামের মেয়েটি ভি অ্যান্ড সি কন্সট্রাকশনের কয়েক মিলিয়ন ক্রোনারের কাজ পাবার পরদিনই খুন হয়। ভি অ্যান্ড সি দিয়ে বোঝানো হয়েছে ভ্যাঙ্গার এবং কারলিন কন্সট্রাকশনকে। স্থানীয় সংবাদপত্রে গটফ্রিড ভ্যাঙ্গারের একটি ইন্টারভিউ ছাপা হয় যেকিনা চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্যে ওখানে গিয়েছিলো।

সালান্ডারের মনে পড়ে গেলো ল্যান্ডসক্রোনারের আঞ্চলিক অফিসে পুলিশী তদন্তের যে রেকর্ডগুলো পড়েছিলো সেসবের কথা। রাকেল লুন্ডি ছিলো শৌখিন জ্যোতিষী, তবে ভি অ্যান্ড সি কন্সট্রাকশনে একজন অফিস ক্লিনার হিসেবে কাজ করতো সে।

সাতটার দিকে কয়েকবার সালান্ডারের মোবাইলে ফোন করার চেষ্টা করলো ব্লমকোভিস্ট। তার মোবাইল বন্ধ করে রাখা হয়েছে। সে চাইছে না তাকে কেউ বিরক্ত করুক।

ঘরের ভেতর অস্থিরভাবে পায়চারি করলো সে। হ্যারিয়েটের নিখোঁজ হবার সময় মার্টিনের কর্মকাণ্ড আর গতিবিধি নিয়ে ভ্যাঙ্গারের যে নোট লেখা আছে সেটা বের করলো।

১৯৬৬ সালে মার্টিন উপসালা প্রিপারেটরি স্কুলে শেষ বর্ষে ছিলো।

উপসালা। লেনা এন্ডারসন, প্রিপারেটরি স্কুলের সতেরো বছরের এক ছাত্রি। দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছিলো তার।

কথাটা ভ্যাঙ্গার তাকে বললেও ব্লমকোভিস্ট আবারো নোট ঘেটে দেখতে লাগলো। মার্টিন ছিলো অর্ন্তমূখী এক ছেলে। তাকে নিয়ে তারা খুব চিন্তিত ছিলো। তার বাবা পানিতে ডুবে মারা গেলে ইসাবেলা তাকে উপসালায় পাঠিয়ে দেয়-সেখানে তাকে হেরাল্ড ভ্যাঙ্গারের সাথে থাকতে হয়েছে। *হেরাল্ড আর মার্টিন?* মোটেও ঠিক মনে হচ্ছে না।

হেডেস্টাডের অনুষ্ঠানে যাবার সময় মার্টিন হেরাল্ডের গাড়িতে ছিলো না। সে ট্রেনটাও মিস্ করেছিলো। একটু দেরি করে বিকেলের দিকে এসে পৌছায় সে তাই বৃজের দুর্ঘটনার কারণে তাকে বৃজের ওপাড়েই থাকতে হয় অনেকক্ষণ। সন্ধ্যা ৬টার দিকে একটা নৌকায় করে এপাড়ে চলে আসে সে। হেনরিক ভ্যাঙ্গার নিজে তাকে রিসিভ করেছিলো। হ্যারিয়েটের নিখোঁজ হবার সাথে মার্টিনকে একটুও সন্দেহ করে নি হেনরিক। তাকে রাখা হয় সন্দেহের তালিকার বাইরে।

মার্টিন বলেছে সে ঐ দিন হ্যারিয়েটকে দেখে নি। মিথ্যে বলেছে। ঐদিন অনেক আগেই সে হেডেস্টাডে এসে পৌছায়, ইয়ার্নভাগসগাটানের প্যারেডের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলো সে। মুখোমুখি হয়েছিলো তার বোনের। ব্লমকোভিস্ট এটা ছবি থেকেই প্রমাণ করতে পারবে। এতোগুলো বছর ধরে এই সত্যটা শত শত ছবির ভিড়ে চাপা পড়েছিলো।

হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার তার ভাইকে দেখে ভড়কে গিয়েছিলো। হেডেবি আইল্যান্ডে ফিরে হেনরিককে সেটা বলার চেষ্টাও করেছিলো কিন্তু সময়ের অভাবে সেটা বলার আগেই লাপাত্তা হয়ে যায় সে। *হেনরিককে কি বলতে চেয়েছিলে তুমি? উপসালার কথা? কিন্তু লেনা এন্ডারসন আর উপসালা তো তার তালিকায় নেই। এটা তো তোমার জানা কথা নয়।*

ব্লমকোভিস্টের কাছে গল্পটার মাথামুণ্ডু এখনও বোধগম্য হচ্ছে না। বেলা ৩টার দিকে নিখোঁজ হয় হ্যারিয়েট। সেই সময়টাতে মার্টিন সন্দেহাতীতভাবেই বৃজের ওপাড়ে ছিলো। ছবিতে কোথাও তাকে দেখা যায় নি। তার পক্ষে তো হ্যারিয়েটের কোনো ক্ষতি করা সম্ভব না। পাজলের একটা অংশ এখনও মিলছে না। *তাহলে কি একজন অ্যাকমপ্লিশ আছে? মানে, অপরাধীর সহযোগী? আনিটা ভ্যাঙ্গারই সেই অ্যাকমপ্লিশ?*

আর্কাইভ ঘেটে সালান্ডার দেখতে পাচ্ছে পরের বছরগুলোতে ফার্মে গটফ্রিড ভ্যাঙ্গারের অবস্থান বদলে যাচ্ছে। বিশ বছর বয়সে তার সাথে পরিচয় হয় ইসাবেলার, তারপর খুব জলদি সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। ১৯৪৮ সালে জন্ম নেয় মাটিন। এরফলে অল্প বয়সেই তার বাবা-মা বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

গটফ্রিডের বয়স যখন বাইশ তখন তাকে ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশনের মেইন অফিসে নিয়ে আসে হেনরিক ভ্যাঙ্গার। ওখানেই তাকে শেখানো হয় কিভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতে হয়। পঁচিশ বছর বয়সে তাকে বোর্ড মেম্বার করে নেয়া হয়, সেইসাথে কোম্পানির উন্নয়ন বিভাগের সহকারী প্রধানের দায়িত্বও অর্পণ করা হয় তার উপর। বেশ সম্ভাবনাময় ছিলো তার ক্যারিয়ার।

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বেসামাল হয়ে পড়তে শুরু করে সে। *মদ্যপান করতো। ইসাবেলার সাথে তার বিয়েটা হুমকির মুখে পড়ে যায়। এ নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যে ছিলো। তার সন্তান হ্যারিয়েট আর মার্টিনের অবস্থাও ভালো ছিলো না। সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসে হেনরিক।* গটফ্রিডের ক্যারিয়ার হুমকির মুখে পড়ে। ১৯৫৬ সালে উন্নয়ন বিভাগে আরেকজনকে নিয়োগ দেয়া হয়। দু'জন সহকারী প্রধান : গটফ্রিড যখন মাতাল হয়ে পড়ে থাকতো, দীর্ঘদিন কাজে অনুপস্থিত থাকতো তখন অন্যজন কাজ চালাতো।

তবে তখনও গটফ্রিড প্রতিষ্ঠানের সাথে বেশ ভালোমতো জড়িত ছিলো। ১৯৫৭ সাল থেকে তার কাজকর্ম সীমাবদ্ধ থাকতো মূলত দেশের বিভিন্নস্থানে সফর করে ফ্যাক্টরির সমস্যা আর বিবাদ মেটানোর কাজের মধ্যে। *আমরা আমাদের নিজেদের একজনকে পাঠিয়েছি তোমাদের সমস্যার কথা শোনার জন্য। ব্যাপারটা যে আমরা খুব সিরিয়াসলি নিয়েছি সেটা নিশ্চয় বুঝতে পারছো।*

দ্বিতীয় আরেকটা কানেকশান খুঁজে পেলো সালান্ডার। গটফ্রিড ভ্যাঙ্গার কার্লস্টাডে একটি নিগোশিয়েশনে অংশ নিয়েছিলো, ওখানে ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশন একটি টিম্বার কোম্পানি কিনেছিলো তখন। এরপরের দিনই ফার্মারের স্ত্রী মাগদা লোভিশা সিওবার্গ খুন হয়।

মাত্র পনেরো মিনিট পরই তৃতীয় কানেকশানটি বের করে ফেললো সালান্ডার। ১৯৬২ সালে, উদেভিল্লায়। যেদিন লিয়া পারসন নিখোঁজ হয় সেদিনের এক স্থানীয় পত্রিকায় গটফ্রিড ভ্যাঙ্গারের ইন্টারভিউ ছাপানো হয় সম্ভাব্য হার্বার সম্প্রসারণের ব্যাপারে।

মিসেস লিন্ডগ্রেন যখন ৫:৩০-এর দিকে সালান্ডারকে জানালো আর্কাইভ বন্ধ করে সে বাড়ি চলে যাবে মেয়েটা বেশ ঝাঁঝের সাথে বললো তার কাজ এখনও শেষ হয় নি। তার যদি বাড়ি যেতে ইচ্ছে হয় সে যেনো চাবিটা তার কাছে দিয়ে চলে যায়। কাজ শেষে বন্ধ করে চলে যাবে সে। মহিলা ক্ষিপ্ত হয়ে ফ্রোডির কাছে ফোন করে নালিশ করেলো যে একটা পুচকে মেয়ে কিভাবে তার সাথে বাজে ব্যবহার করেছে, আবার বলছে চাবিটা তার কাছে রেখে যেতে। ফ্রোডি শীতল কণ্ঠে বললো মেয়েটা যদি ইচ্ছে করে সারা রাত থাকতে পারে। কোনো সমস্যা নেই। মিসেস লিন্ডগ্রেন যেনো সিকিউরিটিকে বলে যায় মেয়েটা রাতের বেলায় থাকতে পারে।

তিন ঘণ্টা পর ৮:৩০-এ সালান্ডার অনেকটা নিশ্চিত হলো যে আটটি খুনের মধ্যে কমপক্ষে পাঁচটির কাছাকাছি অবস্থান করছিলো গটফ্রিড। হয় ঘটনা ঘটার আগের রাতে নয়তো পরে গেছে সে তবে ১৯৪৯ আর ১৯৫৪ সালের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে এখনও তেমন কিছু জানতে পারে নি সালান্ডার। পত্রিকায় ছাপা হওয়া গটফ্রিডের একটা ছবি ভালো করে দেখলো সে। হালকাপাতলা আর খুব হ্যান্ডসাম এক পুরুষ, দেখতে অনেকটা চল্লিশ দশকের হলিউডি নায়ক ক্লার্ক গ্যাবলের মতো।

১৯৪৯ সালে গটফ্রিডের বয়স ছিলো বাইশ। প্রথম খুনটি তার নিজের এলাকার মধ্যেই সংঘটিত হয়েছে। হেডেস্টাডে। রেবেকা জ্যাকবসন ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশনেই কাজ করতো। তোমরা দু'জন কোথায় দেখা করেছিলে? তুমি মেয়েটার কাছে কি প্রতীজ্ঞা করেছিলে?

নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরলো সালান্ডার। সমস্যাটা হলো ১৯৬৫ সালে গটফ্রিড ভ্যাঙ্গার পানিতে ডুবে মারা গেছে, আর শেষ হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে ১৯৬৬ সালের ফ্রেব্রুয়ারি মাসে উপসালায়। সালান্ডার ভাবতে লাগলো উপসালার স্কুলছাত্রি লেনা এন্ডারসনকে লিস্ট করার সময় সে কোনো ভুল করেছিলো কিনা। *না। এই হত্যাকাণ্ডটি ঠিক আগেরগুলোর মতো না হলেও এটাতেও বাইবেলের অনুকরণ করা হয়েছে। অবশ্যই কোনো না কোনো কানেকশান আছে।*

রাত ৯টার দিকে আলো কমে এসে একেবারে অন্ধকার হয়ে এলো। বাতাস খুব ঠাণ্ডা, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। রান্নাঘরের টেবিলে বসে আছে মিকাইল। এমন সময় দেখতে পেলো মার্টিন ভ্যাঙ্গারের ভলভো গাড়িটা বৃজ অতিক্রম করছে। এটা দেখে তার মাথায় একটা কিছু খেলে গেলো।

কি করবে সেটা অবশ্য মিকাইল জানে না। প্রশ্ন করার জন্য বেশ ছটফট করছে সে–মুখোমুখি হতে চাচ্ছে। তার এই ইচ্ছেটা একেবারেই সুচিন্তিত নয়, কারণ সে যদি মার্টিনকে তার নিজের বোনের হত্যাকারী হিসেবে সন্দেহ করে থাকে তার মানে দাঁড়ালো লোকটা ভয়ঙ্কভাবে অসুস্থ এক খুনি। সে যে কয়েকটি মেয়েকে খুন করেছে তা-ই নয়, মিকাইলকেও হত্যা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু মার্টিন একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তি। সে জানে না ব্লমকোভিস্ট তার সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে গেছে। গটফ্রিড কেবিনের চাবিটা ফেরত দিতে এসেছে এরকম একটি ভান করে তার বাড়িতে গিয়ে দেখা করে আসতে পারে সে। নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে পড়লো ব্লমকোভিস্ট।

হেরাল্ড ভ্যাঙ্গারের বাড়িটা যথারীতি নিকষ কালো অন্ধকারে ঢেকে আছে। হেনরিকের বাড়ির সামনের ঘরটা ছাড়া সব ঘরেরই বাতি নেভানো। অ্যানা শুতে

চলে গেছে। ইসাবেলার বাড়িটাও অন্ধকার। সিসিলিয়া বাড়িতে নেই। আলেকজান্ডারের বাড়ির উপর তলায় বাতি জ্বললেও কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

মার্টিনের বাড়ির সামনে এসে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থমকে দাঁড়ালো সে। পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে সালান্ডারকে ফোন করার চেষ্টা করলো। কোনো সাড়া নেই। ফোনটা বন্ধ করে রাখলো যেনো কল এলে রিং বেজে না ওঠে।

নীচের তলায় বাতি জ্বলছে। লনটা পেরিয়ে রান্নাঘরের জানালা থেকে কয়েক পা দূরে থাকতেই থেমে গেলো ব্লমকোভিস্ট। কাউকে দেখতে পেলো না। আরো সামনে এগিয়ে গেলো, প্রতিটি জানালার সামনেই একটু থেমে দেখে নিলো সে, কিন্তু মার্টিনের কোনো চিহ্নও খুঁজে পেলো না। গ্যারাজের ভেতরে ছোট্ট একটা সাইড-ডোর খোলা অবস্থায় দেখতে পেলো ব্লমকোভিস্ট। *বোকার মতো কাজ কোরো না।* কিন্তু দেখার লোভ সংবরণ করতে পারলো না সে।

কার্পেন্টার বেঞ্চে একটা খোলা বাক্সে গুলি আর পাশে একটা শিকারী রাইফেল দেখতে পেলো সবার আগে। এরপর দেখতে পেলো বেঞ্চের ঠিক নীচে, মেঝেতে দুটো গ্যাসোলিনের ক্যান রাখা আছে। *আরেকটি রাত্রিকালীন অভিযানের জন্য প্রস্তত হচ্ছো, মার্টিন?*

"ভেতরে আসুন, মিকাইল। আপনাকে আমি আসতে দেখেছি।"

ব্লমকোভিস্টের হৃদপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠলো যেনো। আস্তে করে পেছন ফিরে দেখতে পেলো মার্টিন ভ্যাঙ্গার বাড়িতে ঢোকার দরজার কাছে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে।

"আপনি না এসে পারলেন না, তাই না?"

তার কণ্ঠটা বেশ শান্ত, একেবারে বন্ধুত্বপূর্ণ সেটা।

"হাই, মার্টিন," বললো ব্লমকোভিস্ট।

"ভেতরে আসুন," আবারো বললো মার্টিন। "এদিক দিয়ে।"

একটু সামনে এগিয়ে এসে বাম হাতটা বাড়িয়ে কাছে আসার ইশারা করলো। ডান হাতটা একটু তুললে ব্লমকোভিস্ট দেখতে পেলো তার হাতে ধরে রাখা ধাতব জিনিসটা।

"আমার হাতে একটা পিস্তল আছে। বোকার মতো কিছু করবেন না। এতো কাছ থেকে আমার নিশানা ব্যর্থ হবে না।"

আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে এলো ব্লমকোভিস্ট। মার্টিনের সামনে এসে তার চোখের দিকে তাকালো সে।

"আমাকে এখানে আসতেই হতো। অনেক প্রশ্ন জমে আছে।"

"বুঝতে পেরেছি। দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ুন।"

বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লো ব্লমকোভিস্ট। রান্নাঘরের পাশে একটা হলঘরে

চলে এলো তারা, কিন্তু আরেকটু এগোনোর আগেই পেছন থেকে তার কাঁধে আলতো করে হাত রাখলো মার্টিন।

"না, ওদিকে না। ডান দিকে যান। দরজাটা খুলুন।"

এটা বেজমেন্টে যাবার দরজা। সিঁড়ি দিয়ে যখন নীচে নামছে ব্লমকোভিস্ট তখনই মার্টিন সুইচ টিপে বাতি জ্বালিয়ে দিলো। তার ডান দিকে বয়লার-রুম। সামনে থেকে লন্ড্রির গন্ধ নাকে আসছে। মার্টিন তাকে বাম দিকে একটা স্টোরেজরুমে নিয়ে গেলো। পুরনো আসবাব আর বাক্সের স্তুপ, তার পেছনেই আছে ডেড-বোল্টলকসহ স্টিলের দরজা।

"এটা," ব্লমকোভিস্টের হাতে একটা চাবির রিং ধরিয়ে দিলে বললো, "খুলে ফেলুন।"

চাবি ঘুরিয়ে খুলে ফেললো সে।

"বাম পাশে সুইচ আছে।

ব্লমকোভিস্ট নরকের দাজাটা খুলে ফেললো।

রাত ৯টার দিকে কফি আর ভেন্ডিং মেশিন থেকে স্যান্ডউইচ খাওয়ার জন্য আর্কাইভের বাইরে করিডোরে গিয়েছিলো সালান্ডার। পুরনো ডকুমেন্টগুলো ঘেটে দেখলো ১৯৫৪ সালে গটফ্রিড ভ্যাঙ্গার কালমারে গিয়েছিলো কিনা। কিছুই পেলো না সে।

একবার তার মনে হলো ব্লমকোভিস্টকে ফোন করবে, তবে ঠিক করলো নিউজলেটারগুলো দেখার পরই কাজ শেষে তার সাথে কথা বলবে।

জায়গাটা আনুমানিক দশ বাই বিশ ফিটের মতো হবে। ব্লমকোভিস্ট আন্দাজ করলো মার্টিনের বাড়ির নীচে দক্ষিণ দিকেই হবে।

মার্টিন ভ্যাঙ্গার তার ব্যক্তিগত নির্যাতন কক্ষটি পরিকল্পনা মতোই সাজিয়ে রেখেছে। বাম দিকে আছে কতোগুলো শেকল, ছাদ আর মেঝেতে অনেকগুলো ফুটো। একটা টেবিল আর চামড়ার স্ট্র্যাপ, যেখানে তার শিকারদের ধরে এনে বেধে রাখে সে। এরপর আছে ভিডিও যন্ত্রপাতি। এটা টেপিং স্টুডিও। ঘরের পেছনে তার অতিথিদের জন্য লোহার খাঁচা। দরজার ডান দিকে একটা বেঞ্চ, একটা বিছানা আর এক কোণে ভিডিওসহ একটি টিভি।

তারা ঘরে ঢুকতেই মার্টিন ভ্যাঙ্গার ব্লমকোভিস্টের দিকে পিস্তল তাক করে মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে বললো তাকে। রাজি হলো না ব্লমকোভিস্ট।

"বেশ ভালো," বললো মার্টিন। "তাহলে আপনার হাটুতে গুলি করবো আমি।"

নিশানা করতেই আত্মসমর্পন করলো ব্লমকোভিস্ট।

আশা করলো মার্টিন যেনো দশ সেকেন্ডের জন্য বেখেয়ালে থাকে–ভালো করেই জানে তার সাথে শারীরিকভাবে পেরে উঠবে সে। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় মার্টিন যখন তার কাঁধে হাত রাখলো তখন এরকম একটা সুযোগ এসেছিলো। তবে সেটা পুরোপুরি কাজে লাগানোর মতো অবস্থায় ছিলো না। এরপর আর মার্টিন তার খুব কাছে আসে নি। তার হাটুতে যদি গুলি করে ফেলে তাহলে আর কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না। মেঝেতে শুয়ে পড়লো সে।

তার কাছে এসে হাত দুটো পেছনে নেবার জন্য বললো মার্টিন। তার হাতে হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে দিলো সে। এরপর মিকাইলের কুচকিতে সজোরে লাথি মেরে উন্মাদের মতো কিলঘুষি চালালো বেশ কিছুক্ষণ।

এরপর যা হলো সেটাকে দুঃস্বপ্ন বলা যেতে পারে। মার্টিন যেনো উন্মাদগ্রস্ততা আর স্বজ্ঞানের মাঝখানে অবস্থান করছে। হঠাৎ করে শান্ত হয়ে উঠে তো পরক্ষণেই জন্তুজানোয়ারের মতো সামনে পেছনে পায়চারি করতে শুরু করে দেয়। খাঁচায় বন্দী প্রাণীর মতো লাগে তখন। বেশ কয়েক বার ব্লমকোভিস্টকে সজোরে লাথি মারলো সে। কোনো রকম মাথাটা রক্ষা করে লাথিগুলো হজম করা ছাড়া আর কিছুই করার রইলো না তার।

প্রথম আধঘণ্টায় মার্টিন কোনো কথাই বললো না, মনে হলো কোনো রকম কথাবার্তা বলতে অক্ষম সে। এরপর মনে হলো নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হলো মার্টিন। ব্লমকোভিস্টের গলায় একটি শেকল পেচিয়ে দিয়ে মেঝের ফুটোর সাথে সেটা আটকে দিলো। পনেরো মিনিটের জন্য ব্লমকোভিস্টকে একা রেখে চলে গেলো সে। যখন ফিরে এলো তার হাতে একটা পানির বোতল। চেয়ারে বসে পানি পান করতে করতে চেয়ে রইলো ব্লমকোভিস্টের দিকে।

"আমি কি একটু পানি পেতে পারি?" বললো ব্লমকোভিস্ট।

একটু ঝুঁকে তার মুখে বোতলটা নীচু করে ধরলো। ঢকঢক করে পানি পান করলো সে।

"ধন্যবাদ।"

"এখনও এতো ভদ্র ব্যবহার, *কাল ব্লমকোভিস্ট*।"

"এতো কিলঘুষি কেন?" ব্লমকোভিস্ট বললো।

"কারণ তুই আমাকে অনেক ক্ষেপিয়ে তুলেছিস। তোকে অনেক শাস্তি দিতে হবে। এটাই তোর প্রাপ্য। তুই নিজের শহরে ফিরে গেলি না কেন? তোকে তো *মিলেনিয়াম*-এ খুব দরকার। আমি খুব সিরিয়াস–আমরা সবাই মিলে ওটাকে ভালো একটি পত্রিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতাম। বছরের পর বছর ধরে আমরা এক সাথে কাজ করতে পারতাম সেখানে।"

তিক্ত হাসি হেসে ব্লমকোভিস্ট একটু আরামদায়ক অবস্থায় শরীরটা নেবার জন্য চেষ্টা করলো। একেবারে আত্মরক্ষাহীন অবস্থায় আছে সে। কেবল মার্টিনের কথাই শুনতে পাচ্ছে, তাকে দেখতে পাচ্ছে না।

"মনে হচ্ছে আপনি বলতে চাচ্ছেন সেই সুযোগটা শেষ হয়ে গেছে।"

উচ্চস্বরে হেসে ফেললো মার্টিন ভ্যাঙ্গার।

"আমি দুঃখিত, মিকাইল। তোকে যে এখন মরতে হবে এটা তুইও ভালো করে জানিস।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ব্লমকোভিস্ট।

"তুই আর তোর ঐ হাড্ডিসার ভুতটা, যাকে তুই এখানে নিয়ে এসেছিস, তোরা আমাকে খুঁজে পেলি কিভাবে?"

"হ্যারিয়েট নিখোঁজ হবার দিন আপনি কি করছিলেন সে ব্যাপারে মিথ্যে বলেছিলেন। শিশুদের প্যারেডের দিন আপনি হেডেস্টাডে ছিলেন। ওখানে যে ছিলেন সেটার ছবি আছে। হ্যারিয়েটের দিকে তাকিয়েছিলেন আপনি।"

"এজন্যেই কি তুই নরসিও'তে গিয়েছিলি?"

"ছবিটা নেবার জন্য গেছিলাম। এক দম্পতি মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে গিয়েছিলো হেডেস্টাডে। তারাই তুলেছিলো ছবিটা।"

মাথা ঝাঁকালো সে।

গভীরভাবে ভেবে দেখলো ব্লমকোভিস্ট : তার মৃত্যু ঠেকানোর জন্য কি বললে ভালো হয়।

"ছবিটা এখন কোথায়?"

"নেগেটিভ? হেডেস্টাডের হ্যান্ডেলসবাঙ্কেন-এর একটি সেফ-ডিপোজিটে রেখেছি...আপনি জানেন না আমার একটা সেফ-ডিপোজিট বক্স আছে?" খুব সুন্দর করে মিথ্যে বললো সে। "বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য কপি আছে সেটার। আমার এবং ঐ মেয়েটার কম্পিউটারে, *মিলেনিয়াম* আর মিল্টন সিকিউরিটির সার্ভারে। মেয়েটা ওখানেই কাজ করে।"

মার্টিন অপেক্ষা করলো, ভেবে দেখলো ব্লমকোভিস্ট তাকে ধোকা দিচ্ছে কিনা।

"ঐ মেয়েটা কতোটুকু জানে?"

একটু ইতস্তত করলো ব্লমকোভিস্ট। এই মুহূর্তে সালান্ডারই তার একমাত্র ভরসা। কটেজে ফিরে এসে তাকে না পেলে মেয়েটা কি ভাববে? রান্নাঘরের টেবিলে মার্টিন ভ্যাঙ্গারের ছবিটা রেখে এসেছে সে। এটা দেখে কি মেয়েটা কিছু বুঝতে পারবে? *পুলিশকে সে বলবে না এটা নিশ্চিত।* সবচাইতে খারাপ হবে সালান্ডার যদি মার্টিনের বাড়িতে এসে বেল বাজায়, তার কাছে জানতে চায় ব্লমকোভিস্ট কোথায় আছে।

"আমার প্রশ্নের জবাব দে," বরফ শীতল কণ্ঠে বললো মার্টিন।

"ভাবছি। আমি যতোটুকু জানি মেয়েটাও ততোটুকু জানে, সম্ভবত আমার চেয়ে একটু বেশিই জানে। হ্যা, আমি বলবো সে আমার চেয়েও বেশি জানে। মেয়েটা খুব বুদ্ধিমতি। সে-ই লেনা এন্ডারসনের লিঙ্কটা বের করেছে।"

"লেনা এন্ডারসন? মার্টিন একেবারে হতবিহ্বল।

"১৯৬৬ সালে যে মেয়েটাকে আপনি নির্যাতন করে খুন করেছিলেন। এটা আবার বলবেন না যে তার কথা মনে নেই।"

"আমি জানি না তুই এসব কি বলছিস।" এই প্রথম একটু কাঁপতে দেখা গেলো তাকে। অবশ্য লেনা এন্ডারসনের কানেকশানটাও এই প্রথম ধরা পড়েছে। হ্যারিয়েটের ডেটবুকেও তার উল্লেখ নেই।

"মার্টিন," ব্লমকোভিস্ট নিজের কণ্ঠটা যতোদূর সম্ভব শান্ত করে বললো। "এটা শেষ হয়ে গেছে। আপনি আমাকে খুন করতে পারেন, কিন্তু আপনার খেল খতম হয়ে গেছে। এটা এখন অনেক লোকই জেনে গেছে।"

আবারো পায়চারি করতে লাগলো মার্টিন।

আমাকে মনে রাখতে হবে সে একেবারে বদ্ধ উন্মাদ। কাণ্ডজ্ঞানহীন একজন মানুষ। বেড়ালটা। বেড়ালটা এখানে নিয়ে এসে আবার ক্রিপ্টে ফিরে গেছিলো সে। মার্টিন পায়চারি থামিয়ে দিলো।

"আমার মনে হচ্ছে তুই মিথ্যে বলছিস। তুই আর সালান্ডারই শুধু এসব জানিস। তুই কারো সাথেই কথা বলিস নি। তা না হলে এখানে পুলিশ চলে আসতো। তোর কটেজটা আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলেই সব প্রমাণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।"

"আর আপনার ধারণা যদি ভুল হয়?"

"আমার ধারণা যদি ভুল হয় তাহলে আমি শেষ। তবে আমার তা মনে হচ্ছে না। বাজি ধরে বলতে পারি তুই ধোকা দিচ্ছিস। আমার কাছে এ ছাড়া আর কি উপায় আছে? একটু ভেবে নিই। ঐ শুটকি মাগিটাই একমাত্র লিঙ্ক।"

"লাঞ্চটাইমে সে স্টকহোমে গেছে।"

মার্টিন হেসে ফেললো।

"ধোকা দিচ্ছিস আমাকে। ঐ মাগিটা ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশনের আর্কাইভে বসে আছে।"

ব্লমকোভিস্টের হৃদস্পন্দন থেমে গেলো। *সে জানে। সে সব জানে।*

"তা ঠিক। পরিকল্পনাটা হলো আর্কাইভ থেকে সে স্টকহোমে চলে যাবে," বললো ব্লমকোভিস্ট। "আমি জানি না ওখানে সে এতোক্ষণ ধরে বসে আছে কেন।"

"এইসব ফালতু কথা বন্ধ কর। আর্কাইভ ম্যানেজার আমাকে জানিয়েছে ডার্চ ফ্রোডি নাকি তাকে বলেছে মেয়েটা যতোক্ষণ খুশি আর্কাইভে থাকতে পারবে। এখনও সে ওখানেই আছে। তার মানে কটেজে ফিরে আসবে সে। অফিস থেকে মাগিটা বের হলেই নাইটওয়াচম্যান আমাকে ফোন ক'রে জানাবে।"

অধ্যায় ২৪

শুক্রবার, জুলাই ১১-শনিবার, জুলাই ১২

উপুড় হয়ে মার্টিন ভ্যাঙ্গার মিকাইলের পকেট হাতরে চাবিটা নিয়ে নিলো।

"খুব স্মার্ট তুই, লকটা পাল্টে ফেলেছিস," বললো সে। "তোর বান্ধবী কটেজে ফিরে এলেই আমি তার একটা ব্যবস্থা করে ফেলবো।"

ব্লমকোভিস্ট নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিলো মার্টিন ভ্যাঙ্গার তার ইন্ডাস্ট্রিজে অনেক অনেক নেগোশিয়েশনে অংশ নিয়েছে। এ ব্যাপারে সে অভিজ্ঞ একজন। ইতিমধ্যে তার একটা ধোকা ধরে ফেলেছে সে।

"কেন?"

"কিসের কেন?"

"এসব কেন করেছেন?" ঘরটার চারপাশে ইঙ্গিত করে বললো ব্লমকোভিস্ট।

আবারো উপুড় হয়ে তার গালে হাত বোলালো মার্টিন। মাথাটা একটু উপরে তুলে ধরে তার চোখ বরাবর তাকালো সে।

"কারণ এটা খুব সহজ। সব সময়ই মেয়েরা নিখোঁজ হয়। তাদেরকে কেউ মিস করে না। অভিবাসী। রাশিয়া থেকে আসা বেশ্যার দল। প্রতি বছর হাজার হাজার লোক সুইডেনে প্রবেশ করে।"

এবার উঠে দাঁড়ালো সে।

মার্টিনের কথাটা শুনে ব্লমকোভিস্টের মনে হলো তার মুখে বুঝি কেউ ঘুষি মেরেছে।

হায় ঈশ্বর! এটা তো দেখছি ঐতিহাসিক কোনো রহস্য নয়। মার্টিন ভ্যাঙ্গার এখনও নারী হত্যা করে চলেছে। আর আমি কিনা ঠিক তার গুহায় ঢুকে পড়েছি...

"এখন আমার এখানে কোনো অতিথি নেই। তবে একটা কথা শুনে হয়তো বেশ মজা পাবি। তুই আর হেনরিক মিলে শীতকাল আর বসন্তে যখন বাল ফেলছিলি আমার এখানে তখন একটা মেয়ে বন্দী ছিলো। বেলারুসের ইরিনা। তুই যখন আমার সাথে আমার বাড়িতে বসে ডিনার করছিলি তখনও সে এখানেই ছিলো। ঐযে খাঁচাটা দেখছিস, ওটাতে আটকে রেখেছিলাম তাকে। যতোদূর মনে পড়ে সময়টা খুব চমৎকার ছিলো, তাই না?"

টেবিলে উঠে বসলো মার্টিন। চোখ বন্ধ করে ফেললো ব্লমকোভিস্ট। তার মনে হলো মুখে কিছুটা এসিড উঠে এসেছে পেট থেকে। কোনো রকম ঢোক গিলে ফেললো সে। পেট আর বুকের ব্যাথাটা বেড়েই চলেছে।

"লাশগুলো নিয়ে কি করেন?"

"বাড়ির কাছে ডকে আমার একটা বোট আছে। লাশগুলো ওটাতে করে গভীর সাগরে নিয়ে যাই। আমি আমার বাবার মতো কোনো প্রমাণ বা আলামত রাখি না। তবে সেও খুব স্মার্ট ছিলো। নিজের শিকারগুলো সমগ্র সুইডেনে ছড়িয়ে দিতো সে।"

পাজলের টুকরোগুলো এবার মিলে যাচ্ছে খাপে খাপে।

গটফ্রিড ভ্যাঙ্গার। ১৯৪৯ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত। তারপর মার্টিন ভ্যাঙ্গার, ১৯৬৬ সালের উপসালার ঘটনা থেকে শুরু।

"আপনি আপনার বাবার খুব ভক্ত মনে হচ্ছে।"

"বাবাই আমাকে শিখিয়েছে। আমার বয়স যখন চৌদ্দ তখন সে আমার হাতেখড়ি করিয়েছে।"

"উদেভাল্লার লিয়া পারসন।"

"তুই তো অনেক চালাক। হ্যা, ওখানে আমি ছিলাম। আমি শুধু দেখেছি। তবে ওখানে আমি ছিলাম।"

"১৯৬৪ সালে রোনিবির সারা উইট।"

"আমার বয়স তখন ষোলো। আমার জীবনের প্রথম নারী সে। আমার বাবা শিখিয়েছিলো। আমিই তার গলায় ফাঁস দিয়েছিলাম।"

নিজেকে জাহির করছে সে। হায় ঈশ্বর, কী জঘন্য অসুস্থ পরিবার।

"আপনার কোনো ধারণাই নেই কী বীভৎস এটা।"

"তুই খুবই সাধারণ আর তুচ্ছ একজন মানুষ, মিকাইল। কারো জীবন আর মৃত্যুর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার ঈশ্বরতুল্য অনুভূতিটা কখনও বুঝতে পারবি না তুই।"

"মার্টিন, আপনি নারীদেরকে নির্যাতন করে হত্যা করতে খুব মজা পান।"

"আমার আসলে তা মনে হয় না। আমি যদি আমার অবস্থাকে একটু বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করি তাহলে আমি এক ধরণের সিরিয়াল রেপিস্ট, সিরিয়াল কিলার না। সত্যি বলতে কি আমি আসলে একজন সিরিয়াল কিডন্যাপার। খুন করাটা স্বাভাবিক পরিণতি। কারণ আমাকে আমার অপরাধ লুকাতে হয়।

"অবশ্য আমার কর্মকাণ্ড সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, তবে আমার অপরাধ প্রথমত এবং সর্বাগ্রে প্রচলিত সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ। আমার অতিথিরা এখানে আসার আগ পর্যন্ত খুনখারাবি হয় না। তাদের প্রতি আমি আগ্রহ হারিয়ে ফেললেই সেটা ঘটে। তাদের বিস্ময় আর হতাশা দেখতে দারুণ লাগে আমার।"

"হতাশা?"

"ঠিক তাই। *হতাশা।* তারা ভাবে আমাকে খুশি করতে পারলে তারা বুঝি

বেঁচে যাবে। ফলে তারা আমার কথামতোই কাজ করে। আমাকে বিশ্বাস করতে শুরু করে, আমার সাথে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কিন্তু শেষে যখন বুঝতে পারে তাদেরকে ধোকা দেয়া হয়েছে তখন খুবই হতাশ হয়।"

টেবিল থেকে উঠে লোহার খাঁচার দিকে চলে গেলো মার্টিন।

"তুই আর তোর বুর্জোয়া ধ্যানধারণা এসব ব্যাপার কখনও অনুধাবন করতে পারবে না। তবে অপহরণ করার পরিকল্পনা থেকে দারুণ উত্তেজনা পাওয়া যায়। এটা হুট করে করা হয় না-ওভাবে হুটহাট করে যারা অপহরণ করে তারা অবধারিতভাবেই ধরা পড়ে। আমি এক ধরণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করি। সবার আগে আমার শিকারকে চিহ্নিত করি, তার জীবনযাপনের রূপরেখা বোঝার চেষ্টা করি, সে কে, কোত্থেকে এসেছে, কিভাবে তার সাথে যোগাযোগ করতে পারি, আমার নিজের নাম না জানিয়েই শিকারকে একাকী পাবার জন্য আমাকে কি কি করতে হবে, কিভাবে করলে পুলিশী তদন্তে ধরা পড়বো না, সবকিছু খতিয়ে দেখি।"

চুপ করো, ঈশ্বরের দোহাই, ভাবলো ব্লমকোভিস্ট।

"তুই কি আসলেই এসবে আগ্রহী, মিকাইল?"

উপুড় হয়ে ব্লমকোভিস্টের গালে টোকা দিলো সে, তবে একেবারে আদর করে যেনো।

"তুই বুঝতে পারছিস নিশ্চয়, এটা কেবল একভাবেই শেষ হয়? আমি যদি সিগারেট খাই তুই কি কিছু মনে করবি?"

"আপনি আমাকেও একটা সিগারেট দিতে পারেন," বললো সে।

মার্টিন দুটো সিগারেট ধরিয়ে একটা ব্লমকোভিস্টের ঠোঁটে গুঁজে দিয়ে দীর্ঘ একটা টান দিতে দিলো তাকে।

"ধন্যবাদ," স্বয়ক্রিয়ভাবেই বলে ফেললো ব্লমকোভিস্ট।

হা হা করে হেনেস উঠলো মার্টিন ভ্যাঙ্গার।

"দেখেছিস, তুইও এরইমধ্যে আমার অধীনস্ততা মেনে নিয়েছিস। তোর জীবন এখন আমার হাতে। যেকোনো সময় তোকে শেষ করে দিতে পারি, এটাও তুই জানিস। আরেকটু অনুনয় করে তোর জীবনের গুনাগুন বাড়িয়ে নিতে পারিস। ভালো ব্যবহার আর যুক্তি দেখিয়ে তুই তাই করছিস। এরজন্যে তুই পুরস্কার পাবি।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ব্লমকোভিস্ট। তার হৃদস্পন্দন এতোটাই বেড়ে গেলো যে সেটা অসহ্য ঠেকছে নিজের কাছে।

রাত ১১:১৫-এর দিকে কাগজপত্র ঘাটাঘাটি করতে করতে বোতল থেকে পানি খেয়ে নিলো লিসবেথ সালান্ডার। কানেকশানটা দেখে তার চোখ দুটো গোল গোল হয়ে গেলো।

ক্লিক!

দু'ঘণ্টা ধরে সব ধরণের নিউজলেটার ঘেটে দেখলো সে। প্রধান নিউজলেটারটা ছিলো *কোম্পানি ইনফরমেশন*। ওটাতে ভ্যাঙ্গার লোগো অঙ্কিত আছে–তীর চিহ্নের পাশে সুইডিশ ব্যানার বাতাসে উড়ছে। ফার্মের বিজ্ঞাপন ডিপার্টমেন্টের কাজ এটি। এমন সব প্রচারনায় ভর্তি যাতে করে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা মনে করতে পারে তারা বিশাল একটি পরিবারের অর্ন্তভূক্ত।

১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারির শীতকালীন ক্রীড়ানুষ্ঠানের সময় হেনরিক ভ্যাঙ্গার তার পঞ্চাশজন কর্মচারিকে পরিবার-পরিজন নিয়ে হারিয়েডালেনের মেইন অফিসে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো সপ্তাহব্যাপী স্কি খেলার জন্য। এর আগের বছর তাদের কোম্পানি রেকর্ড পরিমাণ লাভ করেছিলো। পাবলিক রিলেশন ডিপার্টমেন্টও সেখানে গিয়েছিলো সচিত্র প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য।

অনেকগুলো ছবির মজার মজার ক্যাপশন দেয়া আছে। কিছু কিছু ছবিতে কর্মচারিরা বারে বসে বিয়ার খাচ্ছে। আনন্দ করছে। দুটো ছবিতে হেনরিক ভ্যাঙ্গারকে দেখা যাচ্ছে বছরের সেরা অফিস ওয়ার্কার হিসেবে উলা-ব্রিট নামের একজনের নাম ঘোষণা করতে। মহিলাকে পাঁচশ' ক্রোনার আর ক্রিস্টালের বোল উপহার দেয়া হচ্ছে।

অনুষ্ঠানটি এক হোটেলের টেরাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, আর সেটা পাহাড়ের ঢালু দিয়ে স্কি করার জায়গার ঠিক সামনেই অবস্থিত। ছবিতে প্রায় বিশজনের মতো লোক রয়েছে।

ডান দিকে, হেনরিক ভ্যাঙ্গারের ঠিক পেছনে লম্বা সোনালি চুলের এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে কালো রঙের জ্যাকেট, আর কাঁধের দিকে লাল রঙের প্যাচ। তবে ছবিটা যেহেতু সাদাকালো তাই রঙটা লাল দেখাচ্ছে না। অবশ্য সালান্ডার জানে কাঁধের প্যাচটা লাল রঙেরই।

ছবির নীচে ক্যাপশনটা বলছে : *সর্ব ডানে আছে মার্টিন ভ্যাঙ্গার (১৯), উপসালায় পড়াশোনা করছে সে। ইতিমধ্যেই তাকে কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় ভবিষ্যত কর্মকর্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে।*

"পেয়েছি," আস্তে ক'রে বললো সালান্ডার।

ডেস্কের ল্যাম্পটা বন্ধ করে নিউজলেটারগুলো ডেস্কের উপরেই ফেলে রেখে চলে গেলো সে। *এই কাজটা ঐ লিন্ডগ্রেন মাগিটাই সামলাবে।*

কার পার্কের কাছে এসে তার মনে পড়ে গেলো চলে যাবার সময় নাইটওয়াচম্যানকে বলে যাবার কথা ছিলো তার। চারপাশে তাকিয়ে দেখলো ওয়াচম্যানের অফিসটি ভবনের অন্যপ্রান্তে অবস্থিত। তার মানে লোকটাকে বলতে গেলে এই ভবনটা ঘুরে অপর পাশে যেতে হবে তাকে। কিন্তু তার ইচ্ছে করছে না। *ঘুমন্ত কুকুরকে ঘুমিয়ে থাকতে দেয়াই ভালো*, ঠিক করলো সে।

হেলমেট পরার আগে ব্লমকোভিস্টকে ফোন করলো মোবাইলে। তাকে বলা হলো এই মুহূর্তে সংযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। তার মানে মোবাইলটা নেটওয়ার্কের বাইরে আছে নয়তো বন্ধ করে রেখেছে সে। কিন্তু ৩:৩০ থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ব্লমকোভিস্টও যে তাকে বারো তেরো বার ফোন করার চেষ্টা করেছিলো সেটাও দেখতে পেলো সালান্ডার। তবে শেষ দু'ঘণ্টায় কোনো কল করা হয় নি।

কটেজের নাম্বারে ফোন করলো, সেখানেও কোনো জবাব নেই। একটু অবাকই হলো, সঙ্গে সঙ্গে আর দেরি না করে ল্যাপটপের ব্যাগেটা কাঁধে তুলে নিয়ে মোটরসাইকেলটা স্টার্ট করলো সে। হেডেবি আইল্যান্ডে চলে আসতে মাত্র দশ মিনিট লাগলো তার। কটেজের রান্নাঘরের বাতি জ্বলতে দেখলো সালান্ডার।

চারপাশে তাকালো। প্রথমেই তার মনে হলো ফ্রোডির সাথে দেখা করতে গেছে ব্লমকোভিস্ট, কিন্তু চেয়ে দেখলো বৃজের ওপারে ফ্রোডির অফিসঘরের বাতি নেভানো। ঘড়ির দিকে তাকালো : ১১:৪০।

কটেজে ঢুকে ওয়ারড্রব খুলে দুটো পি.সি বের করলো সে। এ দুটো পি.সি'তে সার্ভিলেন্স ক্যামেরার ভিডিও ফুটেজ সংরক্ষণ করা হয়েছে। ফুটেজটা দেখতে কিছুটা সময় লাগলো তার।

১৫:৩২-এ ব্লমকোভিস্ট কটেজে ঢুকছে।

১৬:০৩-এ কফি কাপ নিয়ে বাগানে গিয়ে বসেছে সে। তার সঙ্গে একটা ফোল্ডার আছে। কফি খেতে খেতে ওটা পড়ে গেলো। বাগানে বসেই মোট তিনটি ফোন কল করলো ব্লমকোভিস্ট। সালান্ডার বুঝতে পারলো কলগুলো তাকেই করা হয়েছিলো।

১৭:২১-এ কটেজ ছেড়ে বাইরে গেলো ব্লমকোভিস্ট। পনেরো মিনিট পর সে ফিরে এলো আবার।

১৮:২০-এ গেটের কাছে এসে বৃজের দিকে তাকালো।

২১:০৩-এ বাইরে চলে গেলো সে। এরপর আর ফিরে আসে নি।

অন্য পি.সি থেকে ফুটেজগুলো দেখে নিলো সালান্ডার। এটাতে আছে গেট আর ফ্রন্টডোরের বাইরের দৃশ্য। এখানে কে এসেছিলে, সামনে দিয়ে কে চলে গেছিলো সবই ধরা পড়বে ক্যামেরায়।

১৯:১২, বাড়িতে এলো নিলসন।

১৯:৪২, ওস্টারগার্ডেনের সাব'টা হেডেস্টাডের দিকে এলো।

২০:০২, সাব'টা আবার ফিরে গেলো যেখান থেকে এসেছিলো সেখানে।

২১:০০, মার্টিন ভ্যাঙ্গারের গাড়িটা এলো। এর তিন মিনিট পর বাড়ি ছেড়ে বাইরে গেছিলো ব্লমকোভিস্ট।

২১:৫০, ক্যামেরার ভিউফাইন্ডারে মার্টিন ভ্যাঙ্গারকে দেখা গেলো। প্রায় এক

মিনিটের মতো সময় ধরে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইলো সে। এরপর রান্নাঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে একটা চাবি বের করলো মার্টিন। সে হয়তো জেনে গেছে তারা নতুন লক লাগিয়ে নিয়েছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিজের বাড়িতে ফিরে গেলো আবার।

সালান্ডারের গায়ের পশম কাটা দিয়ে উঠলো।

মার্টিন ভ্যাঙ্গার আবারো ব্লমকোভিস্টকে একা রেখে বাইরে চলে গেলো। পেছন মোড়া করে তার হাত বাধা, আর গলায় একটা শেকল পেচিয়ে মেঝেতে থাকা আঙটার সাথে সেটা আটঁকে রাখার কারণে বেশ বেকায়দা আছে সে। হ্যান্ডকাফ লাগানো হাত দুটো খোলার চেষ্টা করলো কিন্তু সে জানে এতে কোনো লাভ হবে না।

তার কোনো সুযোগই নেই। চোখ বন্ধ করে ফেললো ব্লমকোভিস্ট।

মার্টিনের পায়ের আওয়াজ যখন আবার শুনতে পেলো তখন বুঝতে পারলো না ঠিক কতোক্ষণ সময় অতিক্রম হয়ে গেছে এই ফাঁকে। মার্টিন এবার ব্লমকোভিস্টের দৃষ্টিসীমার মধ্যে চলে এলো। তাকে খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।

"অস্বস্তি লাগছে?" বললো সে।

"অনেক," ব্লমকোভিস্ট বললো।

"এজন্যে শুধু নিজেকেই দায়ি করতে পারিস তুই। স্টকহোমেই ফিরে যাওয়া উচিত ছিলো তোর।"

"আপনি কেন খুন করেন, মার্টিন?"

"আমার ইচ্ছে। আমি কি করি সেসবের নৈতিক আর বুদ্ধিবৃত্তিক দিক নিয়ে আলোচনা করতে পারি। সারা রাত আমরা এ নিয়ে কথা বলতে পারি। তবে তাতে কোনো কিছুই বদলাবে না। ব্যাপারটা এভাবে দেখার চেষ্টা কর : একজন মানুষ চামড়া, কোষ, রক্ত আর অন্যান্য রাসায়নিক উপাদানের একটি খোলস। খুব অল্প কিছু লোকই ইতিহাসে ঠাঁই পায়। বেশিরভাগ লোক কোনো রকম চিহ্ন রেখে যাওয়া ছাড়াই মরে যায়। উধাও হয়ে যায় এ দুনিয়া থেকে।"

"আপনি মেয়েমানুষ হত্যা করেন।"

"আনন্দ পাবার জন্য যারা হত্যা করে–মনে রাখবি আমার মতো আরো অনেকেরই এরকম শখ রয়েছে–তারা একেবারে পরিপূর্ণ জীবনযাপন করে।"

"কিন্তু হ্যারিয়েটকে কেন খুন করলেন? ও তো আপনার বোন ছিলো?"

খপ করে তার মাথার চুল ধরে ফেললো মার্টিন।

"তার কি হয়েছিলো, বানচোত? *বল আমাকে!*"

"মানে?" বিস্ময়ে বললো ব্লমকোভিস্ট।

"তুই আর সালান্ডার। এ ব্যাপারে তোরা কি খুঁজে পেয়েছিস?"

"মাথার চুল ছাড়ুন। আমরা তো কথা বলছি।"

তার মাথার চুল ছেড়ে দিয়ে তার ঠিক সামনেই দু'পা আড়াআড়ি করে মেঝেতে বসে পড়লো মার্টিন। জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা চাকু বের করলো সে। ব্লমকোভিস্টের চোখের ঠিক নীচে চাকুর তীক্ষ্ম মাথাটা চেপে ধরলো আস্তে করে। মার্টিনের চোখের দিকে তাকানোর চেষ্টা করলো ব্লমকোভিস্ট।

"তার কি হয়েছিলো, বানচোত?"

"আমি বুঝতে পারছি না। আমি তো জানতাম আপনিই তাকে খুন করেছেন।"

অনেকক্ষণ ধরে ব্লমকোভিস্টের দিকে চেয়ে রইলো মার্টিন ভ্যাঙ্গার। এরপর উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে ভাবতে লাগলো সে। চাকুটা মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে হাসতে হাসতে চলে এলো ব্লমকোভিস্টের কাছে।

"হ্যারিয়েট, হ্যারিয়েট আর হ্যারিয়েট। সব সময়ই হ্যারিয়েট। আমরা তার সাথে...কথা বলার চেষ্টা করেছি। গটফ্রিড তাকে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছিলো। ভেবেছিলাম সে আমাদেরই একজন, নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে, কিন্তু সে ছিলো একেবারেই স্বাভাবিক একজন। নগন্য এক মেয়ে...*বেশ্যা।* তাকে আমি আমার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছিলাম, কিংবা বলা যায় সেরকমই ভাবতাম আমি। কিন্তু সে সবকিছু হেনরিককে বলে দিতে চেয়েছিলো। বুঝতে পেরেছিলাম তাকে আর বিশ্বাস করা যাবে না। যেকোনো সময় সে কথাটা বলে দেবে।"

"এ কারণেই আপনি তাকে খুন করলেন!"

"আমি তাকে খুন করতে চেয়েছিলাম। এ নিয়ে ভেবেছিলামও। কিন্তু আমার আসতে একটু দেরি হয়ে যায়। আইল্যান্ডে ঠিক সময়ে পৌঁছাতে পারি নি।"

এই তথ্যটা হজম করতে হিমশিম খেলো ব্লমকোভিস্ট। তার কাছে মনে হলো প্রচুর তথ্যে তার মাথাটা ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। মার্টিন ভ্যাঙ্গার জানে না তার বোনের কি হয়েছিলো।

হঠাৎ করে পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করলো মার্টিন। ডিসপ্লের দিকে চেয়ে চেয়ারের উপর পিস্তলের পাশে রেখে দিলো সেটা।

"সময় এসেছে সব শেষ করার। আমি তোর ঐ হাড্ডিসার মাগিটাকেও আজরাতে খতম করবো।"

কাপবোর্ড থেকে সরু একটা স্ট্র্যাপ বের করে ব্লমকোভিস্টের গলায় ফাঁসির মতো পেচিয়ে দিলো সে। তার গলায় যে শেকলটা বাধা ছিলো সেটা আলগা করে দিয়ে তাকে তার পায়ের উপর দাঁড় করালো। এবার দেয়ালের দিকে ঠেলে দিলো তাকে। স্ট্র্যাপটা ব্লমকোভিস্টের মাথার উপর একটা লুপের মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে টান দিলে তাকে পায়ের পাতার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে হলো কোনোমতে।

"খুব বেশি টাইট হয়ে গেছে? শ্বাস নিতে পারছিস?" স্ট্র্যাপের অন্যপ্রান্ত টেনে দেয়ালের দিকে নিয়ে গেলো। "আমি চাই না তুই দম বন্ধ হয়ে মারা যাস।"

ফাঁসটা ব্লমকোভিস্টের গলায় এমনভাবে চেপে আছে যে চামড়া কেটে কিছুটা ভেদ করে ফেলেছে সেটা। কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে সে। তার দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকালো মার্টিন।

হুট করে ব্লমকোভিস্টের প্যান্টের জিপার খুলে প্যান্ট আর ভেতরের আন্ডারওয়্যারটা নামিয়ে ফেললো সে। ওগুলো টেনে খুলে ফেলতেই ব্লমকোভিস্টের পা দুটো টলে গেলো। ফাঁসিতে ঝুলে পড়লো কিছুক্ষণের জন্য। তারপর আবারো পা দুটো মেঝেতে রাখতে সক্ষম হলো সে। কাপবোর্ড থেকে দুটো কাঁচি নিয়ে এলো মার্টিন। ব্লমকোভিস্টের টি-শার্টটা কেটে খুলে মেঝেতে ফেলে রাখলো। এরপর মিকাইলের থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে তার দিকে তাকালো সে।

"এখানে কখনও কোনো পুরুষকে নিয়ে আসি নি," খুব গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললো মার্টিন। "সত্যি বলতে কি আমি কখনও কোনো পুরুষ মানুষকে স্পর্শও করি নি...শুধু আমার বাবাকে ছাড়া। ওটা আমার দায়িত্ব ছিলো।"

ব্লমকোভিস্টের মাথাটা দপ দপ করতে শুরু করলো। দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। পা দুটো মেঝেতে রাখতে বেগ পেতে হচ্ছে। পেছনের কংক্রিটের দেয়ালটা আঙুল দিয়ে খামচে ধরার চেষ্টা করলো কিন্তু ধরার মতো কিছু পেলো না।

"সময় হয়েছে," বললো মার্টিন ভ্যাঙ্গার।

স্ট্র্যাপটার অন্যপ্রান্ত ধরে সজোরে টান দিতেই ব্লমকোভিস্টের মনে হলো তার গলাটা বুঝি কেটেই গেলো।

"পুরুষমানুষের স্বাদ কেমন হয় সেটা সব সময়ই ভেবেছি আমি।"

ফাঁসটা আরো জোরে টান দিয়ে ব্লমকোভিস্টের ঠোঁটে চুমু খেতে উদ্যত হতেই শীতল একটি কণ্ঠ ঘরের পরিবেশটা বিদীর্ণ করলো যেনো।

"অ্যাই, হারামি বানচোত, ওটা কেবল আমার সম্পত্তি।"

লাল কুয়াশার ভেতর দিয়ে সালান্ডারের কণ্ঠটা শুনতে পেলো ব্লমকোভিস্ট। ভালো করে তাকিয়ে দেখলো দরজার সামনে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে। নির্বিকারভাবে সে চেয়ে আছে মার্টিন ভ্যাঙ্গারের দিকে।

"না...পালাও," অস্ফুটস্বরে বললো সে।

মার্টিনের অভিব্যক্তি দেখতে পারছে না ব্লমকোভিস্ট। কিন্তু সে যে যারপরনাই বিস্মিত হয়েছে সেটা বুঝতে পারছে তার শরীরি ভাষা দেখে। কয়েক সেকেন্ডের জন্য সময় যেনো স্থির হয়ে গেলো। এরপরই চেয়ারের উপর রাখা পিস্তলটা নেবার জন্য উদ্যত হলো সে।

দ্রুত তিন কদম সামনে এসে পেছনে লুকিয়ে রাখা গলফ ক্লাব দিয়ে সজোরে একটা আঘাত হানলো মেয়েটা। সরু লোহার দণ্ডটা মার্টিনের কলারবোনে আঘাত করলো খুবই জোরে, শব্দ শুনেই সেটা বুঝতে পারলো ব্লমকোভিস্ট। আর্তনাদ করে উঠলো মার্টিন।

"যন্ত্রণা খুব ভালোবাসিস, শূয়োরেরবাচ্চা?" বললো সালান্ডার।

তার কণ্ঠটা একেবারে খসখসে। আক্রমণ করার সময় তার যে মুখটা দেখলো ব্লমকোভিস্ট সেটা কোনোদিনই ভুলবে না। তার দাঁতগুলো শিকারী জন্তুজানোয়ারের মতো দেখাচ্ছে। জ্বলন্ত কয়লার মতো জ্বলে উঠেছে তার চোখ দুটো। মেয়েটা তার শিকারের উপর আবারো আঘাত করলো, তবে এবার পাঁজর লক্ষ্য করে।

চোয়ারের উপর সে হামলে পড়লে পিস্তলটা ছিটকে চলে এলো সালান্ডারের পায়ের কাছে। লাথি মেরে সেটা সরিয়ে দিলো।

মার্টিন ভ্যাঙ্গার উঠে দাঁড়ানোর আগেই তৃতীয় আঘাতটি করলো সে। এবার আরো জোরে, আর সেটা কোমরের দিকে লক্ষ্য করে। জান্তব এক চিৎকার বেরিয়ে এলো মার্টিনের মুখ দিয়ে। চতুর্থ মারটা পিঠে পড়লো।

"লিস...এথ..." অস্ফুটস্বরে বললো ব্লমকোভিস্ট।

প্রায় অজ্ঞান হতে যাচ্ছে সে, তার মাথার যন্ত্রণাটা অসহ্য ঠেকছে এখন।

তার দিকে ফিরলো সালান্ডার, দেখতে পেলো তার মুখটা টমাটোর মতো লাল হয়ে চোখ দুটো যেনো বের হয়ে যাচ্ছে কোটর থেকে। মুখ দিয়ে জিভের অনেকটা অংশ বের হয়ে আছে।

মেঝেতে চাকুটা পড়ে থাকতে দেখলো সালান্ডার, এরপর দেখতে পেলো মার্টিন ভ্যাঙ্গার হামাগুঁড়ি দিয়ে তার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। তার একটা হাত ঝুলে আছে। অসাড় হয়ে গেছে সেটা। কয়েক সেকেন্ড পর্যন্ত সে কোনো সমস্যা করতে পারবে না। গলফ ক্লাবটা ফেলে দিয়ে চাকুটা তুলে নিলো। মাথাটা ধারালো হলেও চাকুটা একেবারেই ভোতা। অনেক কষ্টে ফাঁস দেয়া চামড়ার স্ট্র্যাপটা কেটে ফেলতেই ব্লমকোভিস্ট হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ে গেলো, তবে এখনও ফাঁসটা তার গলায় পেচিয়ে আছে।

মার্টিনের দিকে তাকালো সালান্ডার। নিজের পায়ে উঠে দাঁড়ালেও টলছে। চাকু দিয়ে ব্লমকোভিস্টের গলা থেকে চামড়ার স্ট্র্যাপটা সাবধানে খুলে ফেলতে সক্ষম হলো অবশেষে। পর পর কয়েকটি কাশি দিয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো মিকাইল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে টের পেলো তার দেহ আর মন একত্র হতে শুরু করেছে। তার দৃষ্টিশক্তি পরিস্কার হয়ে এলো, কথাও বলতে পারলো স্পষ্টভাবে। চারপাশের শব্দও শুনতে পেলো তবে মনে হলো সেগুলো যেনো হেডফোনের

সাহায্যে শুনছে। সালান্ডারের ঘাম আর চামড়ার জ্যাকেটের গন্ধটাও টের পেলো নাকে। মাথায় রক্ত সঞ্চালন শুরু হতেই ঘোর লাগা ভাবটা কেটে গেলো পুরোপুরি।

মার্টিন ভ্যাঙ্গার দরজা দিয়ে বাইরে চলে যেতেই সেদিকে তাকালো সালান্ডার। মেঝে থেকে পিস্তলটা তুলে গুলির ম্যাগাজিনটা চেক করে সেফটি লক খুলে ফেললো সে। চারপাশে তাকিয়ে হ্যান্ডকাফের চাবিটা কোথায় আছে দেখে নিলো। টেবিলের উপর পড়ে আছে সেটা।

"আমি তাকে ধরতে যাচ্ছি," বলেই দরজার দিকে ছুটে গেলো সালান্ডার। টেবিলটা অতিক্রম করার সময় চাবিটা তুলে নিয়ে পেছনে পড়ে থাকা ব্লমকোভিস্টের দিকে ছুড়ে মারলো সে।

তাকে থামানোর জন্য চিৎকার করার চেষ্টা করলো মিকাইল, কিন্তু মুখ দিয়ে কিছু বের হলো না। দ্বিতীয়বার চিৎকার দেবার আগেই মেয়েটা উধাও হয়ে গেলো।

মার্টিন ভ্যাঙ্গারের কাছে যে একটা রাইফেল আছে সে কথা ভুলে গেলো না সালান্ডার। থমকে দাঁড়িয়ে পিস্তলটা তুলে ধরলো গুলি চালানোর জন্য। উপর তলায় গ্যারাজ আর রান্নাঘরের মাঝখানে যে প্যাসেজটা আছে সেখানে চলে আসতেই কান পাতলো সে। কোনো সাড়া শব্দ নেই। তার শিকার কোথায় বুঝতে পারছে না। পা টিপে টিপে রান্নাঘরের দিকে এগোলো, ঘরে ঢুকতেই বাইরের প্রাঙ্গন থেকে গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট করার আওয়াজটা কানে এলো তার।

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখতে পেলো হেনরিক ভ্যাঙ্গারের বাড়ির সামনে দিয়ে একটা গাড়ি চলে যাচ্ছে, অবশ্য সে শুধু হেডলাইটটাই দেখতে পাচ্ছে। গাড়িটা বৃজের দিকে মোড় নিলো। যতো দ্রুত সম্ভব দৌড়াতে লাগলো সে। দৌড়ানোর সময়ই পিস্তলটা ভরে নিলো জ্যাকেটের পকেটে। হেলমেট না পরেই মোটরসাইকেলটা নিয়ে ধাওয়া করলো মার্টিনকে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বৃজটা অতিক্রম করে ফেললো সালান্ডার।

মার্টিন সম্ভবত নব্বই সেকেন্ড এগিয়ে আছে। সালান্ডার যখন ই৪ হাইওয়ে'তে এসে পড়লো গাড়িটা আর দেখতে পেলো না। মোটরসাইকেলটা ব্রেক করে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলো ভালো করে শোনার জন্য।

আকাশ মেঘে ঢেকে আছে। দিগন্তে ভোরের আভা দেখতে পাচ্ছে সে। এরপরই ইঞ্জিনের শব্দটা কানে এলো তার, সেইসাথে ই৪ হাইওয়ের উপর আলোর বিন্দুটা। দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে মার্টিন। বাইকটা নিয়ে আবারো ছুটতে শুরু করলো সালান্ডার। রাস্তায় কোনো যানবাহন নেই বলে পূর্ণ গতিতে ছুটতে শুরু

করলো সে। খুব জলদিই ৯০ মাইল গতিতে তুলে ফেললো বাইকটা। তার হালকা বাইকের এটাই হলো সর্বোচ্চ গতি। দুই মিনিট পর গাড়িটা দেখতে পেলো, তার থেকে ৬৫০ গজ সামনে আছে সেটা।

পরিণতিটা ভেবে নাও। এখন আমি কি করবো?

বাইকের গতি পচাত্তরে নামিয়ে এনে গাড়িটার সাথে সাথে চলতে লাগলো সে। কয়েক সেকেন্ডের জন্য গাড়িটা তার চোখের আড়াল হলেও আবার সেটা দৃষ্টিসীমার মধ্যে চলে এলো। রাস্তাটা সোজা হয়ে এলে সালান্ডার দেখতে পেলো গাড়িটা এখন দুশ' গজ সামনে আছে।

মার্টিন অবশ্যই তার মোটরসাইকেলের হেডলাইটটা দেখেছে। একটা মোড় আসতেই গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলো সে। সালান্ডারও গতি বাড়িয়ে তুললো কিন্তু মোড় নিতে গিয়ে একটু পিছলে গেলো তার বাইকটা।

সামনে থেকে একটা ট্রাক ধেয়ে আসতে দেখলো সালান্ডার। মার্টিন ভ্যাঙ্গারও সেটা দেখতে পেলো, কিন্তু গতি কমালো না সে। সালান্ডার দেখতে পেলো হঠাৎ করে ট্রাকটা একপাশে সরে গিয়ে হেডলাইটের বাতি জ্বালিয়ে দিলো। সংঘর্ষটা কোনোভাবেই এড়ানো সম্ভব ছিলো না। মার্টিন ভ্যাঙ্গারের গাড়ি ট্রাকটার সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলে ভয়ঙ্কর একটা শব্দ হলো।

ব্রেক কষলো সালান্ডার। ট্রাকটা দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য ঘুরে যাবার চেষ্টা করেছিলো, এখন সেটা রাস্তার উপর আড়াআড়িভাবে চলে এসেছে। গতি বাড়িয়ে বাইকটা নিয়ে এক পাশে কাত হয়ে সরে যেতে পারলো সে। ট্রাকটা অতিক্রম করার সময় মাত্র দু গজের ব্যবধান ছিলো তাদের মধ্যে। একটু পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখলো ট্রাকের সামনে আগুন ধরে গেছে।

কি করবে সেটা ভাবতে ভাবতে আরো দেড়শ' গজ সামনে চলে যাবার পর ব্রেক করলো সালান্ডার। ঘুরে দেখতে পেলো ট্রাকের ড্রাইভার দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে গতি বাড়িয়ে সে আবারো ছুটতে লাগলো সামনের দিকে। আরো এক মাইল যাবার পর বাম দিকে মোড় নিয়ে পুরনো একটা রাস্তা দিয়ে উত্তর দিকে ফিরে এলো। এই রাস্তাটা ই৪ মহাসড়কের সমান্তরালে অবস্থিত। দুর্ঘটনাস্থল অতিক্রম করার সময় দেখতে পেলো দুটো গাড়ি থেমে আছে। ট্রাকের নীচে দুমড়েমুচড়ে থাকা মার্টিনের গাড়ি থেকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। ছোট্ট একটা ফায়ার-ইস্টিংগুইসার দিয়ে সেই আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে এক লোক।

দ্রুত বৃজটা অতিক্রম করে কটেজের কাছে এসে বাইকটা রেখে সোজা ছুটে চললো মার্টিন ভ্যাঙ্গারের বাড়ির দিকে।

মিকাইল এখনও তার হ্যান্ডকাফ খুলতে পারে নি। তার হাত দুটো এতোটাই আড়ষ্ট হয়ে আছে যে ঠিকমতো চাবিটা ধরে খুলতে পারছে না। সালান্ডারই খুলে

দিলো সেটা। তারপর শক্ত ক'রে ধরে রাখলো তার হাত দুটো যাতে রক্ত চলাচল করতে শুরু করে।

"মার্টিন?" কর্কশ কণ্ঠে বললো সে।

"মারা গেছে। কয়েক মাইল দূরে ই৪ মহাসড়কে একটা ট্রাকের সাথে তার গাড়িটা মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে।"

তার দিকে চেয়ে রইলো ব্লমকোভিস্ট। মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে মেয়েটা বাইরে গেছিলো। এরইমধ্যে এতোকিছু!

"আমাদেরকে...পুলিশে খবর দিতে হবে," ফিসফিস করে বলেই কাশতে শুরু করলো সে।

"কেন?" বললো সালান্ডার।

দশ মিনিট পর্যন্ত দাঁড়াতে পারলো না ব্লমকোভিস্ট। মেঝেতে নগ্ন অবস্থায় পড়ে রইলো সে। ঘাড়টা ম্যাসেজ করে পানির বোতলটা তুলে নিলো। তার ধাতস্থ হবার আগপর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলো সালান্ডার। এই সময়টাতে ভেবে নিলো সে।

"প্যান্টটা পরে নাও।"

ব্লমকোভিস্টের ছেঁড়াফাড়া টি-শার্টটা ব্যবহার করে হ্যান্ডকাফ, চাকু আর গলফ ক্লাবের উপর আঙুলের ছাপ মুছে নিয়ে পানির বোতলটা তুলে নিলো সালান্ডার।

"তুমি কি করছো?"

"তাড়াতাড়ি প্যান্টটা পরে নাও। বাইরে আলো ফুটতে শুরু করেছে।"

টালমাটাল পায়ে কোনোরকম উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্টটা পরে নিলো ব্লমকোভিস্ট। তার মোজা জোড়া নিজের জ্যাকেটের পকেটে ভরে তাকে থামালো সালান্ডার।

"তুমি এখানে ঠিক কোন কোন জিনিস স্পর্শ করেছো?"

চারপাশে তাকিয়ে মনে করার চেষ্টা করলো সে। শেষে বললো দরজা আর চাবিটা ছাড়া আর কিছু স্পর্শ করে নি। চেয়ারে রাখা মার্টিন ভ্যাঙ্গারের জ্যাকেটের পকেট থেকে চাবিটা খুঁজে পেলো সালান্ডার। দরজার হাতল আর বাতির সুইচগুলো মুছে নিয়ে বাতি নিভিয়ে দিলো সে। ব্লমকোভিস্টকে ধরে উপরে নিয়ে এসে তাকে অপেক্ষা করতে বলে গলফ ক্লাবটা জায়গা মতো রেখে আবার ফিরে এলো মার্টিনের কালো রঙের টি-শার্টটা হাতে নিয়ে।

"এটা পরো। আমি চাই না তোমাকে কেউ খালি গায়ে দেখে ফেলুক।"

ব্লমকোভিস্ট বুঝতে পারছে সে এখনও পুরোপুরি ধাতস্থ হতে পারে নি।

সালান্ডার সবকিছু করছে, সে শুধু তার নির্দেশ পালন করে যাচ্ছে অক্ষরে অক্ষরে। তাকে জড়িয়ে ধরে হাটতে সাহায্য করলো, এভাবেই মার্টিনের বাড়ি থেকে ফিরে এলো নিজেদের কটেজে।

"কেউ যদি আমাদের দেখে ফেলে এবং জানতে চায় বাইরে আমরা কি করছি তাহলে বলবো তুমি আর আমি রাতের বেলায় একটু বাইরে হাটতে বেরিয়েছিলাম, আমরা বাইরে সেক্স করেছি।"

"লিসবেথ, আমি..."

"শাওয়ার নিয়ে নাও। *এক্ষুণি।*"

তার জামা কাপড় খুলতে সাহায্য করলো সালান্ডার, তারপর তাকে বাথরুম পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলো সে। রান্নাঘরে ফিরে এসে কফি বানাবার জন্য পানি গরম করতে দিয়ে আধ ডজনের মতো স্যান্ডউইচ বানাতে শুরু করলো এবার। শাওয়ার করে ব্লমকোভিস্ট যখন ফিরে এলো তখন দেখতে পেলো মেয়েটা টেবিলে বসে চিন্তা করছে। তার শরীরে আঘাত আর ছিলে যাওয়া দাগগুলো ভালো ক'রে দেখলো সে। ফাঁসটা তার গলায় গভীর লালচে দাগের সৃষ্টি করেছে, আর তার বাম পাঁজরের কাছে চাকুর আঘাতে একটা আঁচড় পড়ে গেছে।

"বিছানায় শুয়ে পড়ো," বললো সালান্ডার।

হাতের কাছে যা পেলো তাই দিয়ে ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করে দিলো সে, এরপর কফি আর স্যান্ডউইচ এনে দিলো তার জন্য।

"আমার একটুও খিদে নেই," বললো ব্লমকোভিস্ট।

"তোমার খিদে আছে কি নেই তা আমার জানার দরকার নেই। খেয়ে নাও," নিজের স্যান্ডউইচে বড় একটা কামড় বসিয়ে আদেশের সুরে বললো সালান্ডার।

কিছুক্ষণের জন্য চোখ বন্ধ করলো ব্লমকোভিস্ট, তারপর খেতে শুরু করলো সে।

চামড়ার জ্যাকেটটা খুলে বাথরুমে রাখা তার স্পঞ্জ ব্যাগ থেকে কিছু টাইগার বাম নিয়ে এলো সালান্ডার।

"কফিটা রেখে উপুর হয়ে শুয়ে পড়ো এবার।"

পাঁচ মিনিট ধরে তার পিঠে বাম দিয়ে ম্যাসেজ করে গেলো সে, এরপর তাকে চিত করে শুইয়ে দিয়ে একই কাজ করলো।

"তোমার শরীরের অনেক জায়গা ছিলে গেছে। এটা কিছুদিন থাকবে।"

"লিসবেথ, আমাদেরকে পুলিশে খবর দেয়া উচিত।"

"না," এতো দৃঢ়ভাবে বললো যে ব্লমকোভিস্ট খুব অবাক হয়ে গেলো। "তুমি পুলিশকে খবর দিলে আমি চলে যাবো। তাদের সাথে কোনো কিছুতে জড়াতে চাই না আমি। মার্টিন ভ্যাঙ্গার মারা গেছে। সে মারা গেছে এক গাড়ি দুর্ঘটনায়। গাড়িতে সে একাই ছিলো। এটার সাক্ষী আছে। পুলিশ কিংবা অন্য

কাউকে ঐ বালের নির্যাতন করার কক্ষটি আবিষ্কার করতে দাও। এই গ্রামে অন্য সবার মতো এ ব্যাপারে তুমি আমিও কিছু জানি না।"

"কেন?"

তার কথাটা এড়িয়ে গিয়ে তার উরুতে ম্যাসেজ করতে লাগলো সে।

"লিসবেথ, আমরা এটা করতে পারি না..."

"তুমি যদি এ নিয়ে বক বক করতে থাকো তাহলে তোমাকে আমি মার্টিনের ঐ কক্ষে নিয়ে গিয়ে শেকল দিয়ে আবারো বেঁধে রেখে আসবো।"

মেয়েটা এ কথা বলার পর পরই এতোটা দ্রুত ঘুমে ঢলে পড়লো ব্লমকোভিস্ট যে মনে হবে সে বুঝি জ্ঞান হারিয়েছে।

অধ্যায় ২৫

শনিবার, জুলাই ১২-সোমবার, জুলাই ১৪

ভোর ৫টার দিকে আচমকা ঘুম ভেঙে গেলো ব্লমকোভিস্টের। গলা থেকে ফাঁসটা খোলার জন্য হাতরাতে লাগলো সে। সালান্ডার কাছে এসে তার হাতটা ধরে ফেললো, প্রশমিত করলো তাকে। আধো ঘুমে চোখ খুলে দেখতে পেলো মেয়েটাকে।

"আমি জানতাম না তুমি গলফ খেলো," চোখ দুটো আবারো বন্ধ করে বললো সে। ব্লমকোভিস্ট আবারো ঘুমিয়ে পড়ার আগপর্যন্ত তার পাশে বসে থাকলো সালান্ডার। সে যখন ঘুমাচ্ছিলো মেয়েটা তখন মার্টিনের বেসমেন্টে গিয়েছিলো আবার, ক্রাইমসিনটা পরীক্ষা করে ছবি তুলে এসেছে। নির্যাতন করার যন্ত্রপাতির সাথে সহিংস পর্নোগ্রাফি ম্যাগাজিন আর বিশাল সংখ্যক পোলারয়েড ছবির কতোগুলো অ্যালবামও খুঁজে পেয়েছে।

কোনো ডায়রি ছিলো না। অবশ্য এ৪ কাগজের দুটো বাইন্ডার পেয়েছে, সেইসাথে পাসপোর্ট সাইজের কতোগুলো ছবি আর মেয়েদের সম্পর্কে তথ্য সংবলিত হাতে লেখা নোট। উপর তলায় মার্টিনের ডেল ল্যাপটপ আর বাইন্ডার দুটো একটা নাইলনের ভ্যাগে ভরে নিয়ে এসেছে। ব্লমকোভিস্ট যখন বেঘোর ঘুমে তখন মার্টিনের ল্যাপটপ আর বাইন্ডারটা পরীক্ষা করে দেখলো সালান্ডার। ভোর ৬টার দিকে ল্যাপটপটা বন্ধ করে একটা সিগারেট ধরালো।

ব্লমকোভিস্ট আর সে অতীতের এক সিরিয়াল কিলার ধরার জন্য কাজ করে যাচ্ছিলো। কিন্তু এখন যা পাওয়া গেছে সেটা একেবারেই ভিন্ন কিছু। মার্টিন ভ্যাঙ্গারের বাড়ির বেসমেন্টে যে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটতো সেটা তার কল্পনাতেও ছিলো না।

বোঝার চেষ্টা করলো সে।

ষাট দশক থেকে মার্টিন ভ্যাঙ্গার নারী হত্যা চালিয়ে আসছে, বিগত পনেরো বছর ধরে প্রতি বছর দুয়েকটি করে হত্যা করেছে সে। খুনগুলো এতো নিখুঁত পরিকল্পনা আর সতর্কতার সাথে করা হতো যে ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে পারে নি এখানে একজন সিরিয়াল কিলার সক্রিয় আছে। এটা কিভাবে সম্ভব?

বাইন্ডারে প্রশ্নটার আংশিক জবাব মিললো।

তার ভিকটিমদের বেশিরভাগই একেবারে নতুন আসা কেউ, অভিবাসী মেয়ে, সুইডেনে যার কোনো বন্ধুবান্ধব কিংবা পরিচিতজন নেই। পতিতা আর সমাজচ্যুতরাও আছে এই তালিকায়। হয়তো মাদকাসক্ত অথবা অন্য কোনো সমস্যায় জড়ি পড়া কোনো মেয়ে।

যৌন-মর্ষকামীদের সাইকোলজি স্টাডি করে সালান্ডার জানতে পেরেছে এ ধরণের খুনিরা খুনের স্মারক সংরক্ষণ ক'রে থাকে। এইসব স্মারক খুনিকে মনে করিয়ে দেয় তার হত্যার কথা, সেইসাথে আনন্দ লাভ করার জন্য অতীতের করা খুনগুলো পুণঃউৎপাদন করে আনন্দ লাভ করে এরা। মার্টিন ভ্যাঙ্গার অবশ্য 'ডেথবুক' নামের একটি বই রেখেছে। নিজের শিকারদের ক্যাটালগ আর গ্রেড করেছে সে। তাদের যন্ত্রণার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছে বইয়ে। নিজের এই খুনগুলোর প্রমাণ হিসেবে ভিডিও আর স্টিল ছবিও তুলে রেখেছে।

সহিংসতা আর খুনখারাবি ছিলো তার আসল উদ্দেশ্য কিন্তু সালান্ডারের কাছে মনে হলো শিকার করার ব্যাপারটাই মার্টিনকে বেশি আনন্দ দিতো। ল্যাপটপে সে একশ'রও বেশি মহিলার ডাটাবেস তৈরি করে রেখেছে। ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশনের কর্মচারি, নিয়মিত যেসব রেস্তোঁরায় সে খাওয়াদাওয়া করে সেখানকার ওয়েট্রেস, হোটেলের রিসেপশনিস্ট, সোশ্যাল সিকিউরিটি অফিসের ক্লার্ক, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি, আরো অনেক মহিলা রয়েছে তার তালিকায়। মনে হয় তার সংস্পর্শে আসা সব মহিলা সম্পর্কেই তার কাছে কিছু তথ্যভাণ্ডার রয়েছে।

এসব মহিলার মধ্যে অল্পসংখ্যককেই সে হত্যা করেছে। তবে তার কাছাকাছি থাকা প্রায় সব মহিলাই তার সম্ভাব্য শিকার ছিলো। মহিলাদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জোগার করে ক্যাটালগ তৈরি করাটা মনে হয় তার শখের বিষয় ছিলো। অনেক অনেক সময় ব্যয় করেছে এ কাজে।

মেয়েটা কি বিবাহিত নাকি সিঙ্গেল? তার কি কোনো বাচ্চাকাচ্চা কিংবা পরিবার-পরিজন রয়েছে? সে কোথায় কাজ করে? থাকে কোথায়? কি ধরণের গাড়ি চালায়? লেখাপড়া কতোদূর করেছে? চুলের রঙ কি? চামড়ার রঙ? ফিগার?

সম্ভাব্য শিকারদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করাটা মার্টিন ভ্যাঙ্গারের সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসির উল্লেখযোগ্য অংশ। প্রথমত সে একজনের পেছনে লেগে থেকে খবরাখবর নেয়, দ্বিতীয়ত সে খুন করে।

পড়া শেষ করার পর বাইন্ডারের ভেতর থেকে ছোট্ট একটা এনভেলপ খুঁজে পেলো সালান্ডার। ভেতর থেকে দুটো বিবর্ণ পোলারয়েড ছবি বের করলো সে। প্রথম ছবিতে টেবিলে বসে আছে কালো চুলের এক মেয়ে। কালো জিন্স পরে থাকলেও মেয়েটার উর্ধ্বাঙ্গে কোনো কিছু নেই। স্তনজোড়া একেবারেই ছোটো। ক্যামেরা থেকে মুখ সরিয়ে রেখেছে মেয়েটি, এক হাত তুলে ছবি তুলতেও বাধা দিচ্ছে। যেনো ছবি তুলতে দেখে সে খুব অবাক হয়ে গেছে। দ্বিতীয় ছবিতে মেয়েটি একেবারে নগ্ন। নীল রঙের বিছানার চাদরের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। এই ছবিতেও তার মুখ ক্যামেরা থেকে সরিয়ে রেখেছে।

ছবি দুটো তার জ্যাকেটের পকেটে রেখে দিলো সালান্ডার। বাইন্ডার দুটো

ফায়ারপ্লেসে রেখে ম্যাচ দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলো সে। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলে সেগুলো নেড়েচেড়ে ছড়িয়ে রাখলো যেনো বোঝা না যায় কোনো কিছু পোড়ানো হয়েছে। এরপর সে গুড়িগুড়ি বৃষ্টির মধ্যে হাটতে বের হলো, হঠাৎ বসে পড়ে জুতোর ফিতে বাঁধছে এরকম একটি ভান করে বৃজের উপর থেকে নীচের পানিতে ফেলে দিলো মার্টিন ভ্যাঙ্গারের ল্যাপটপটি।

৭:৩০-এ যখন খোলা দরজা দিয়ে হন হন করে ফ্রোডি প্রবেশ করলো সালান্ডার তখন রান্নাঘরের টেবিলে বসে সিগারেট আর কফি খাচ্ছে। ফ্রোডির মুখটা একেবারে ফ্যাকাশে, দেখে মনে হচ্ছে দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছে এইমাত্র।

"ব্লমকোভিস্ট কোথায়?" জানতে চাইলো সে।

"ঘুমাচ্ছে।"

"রান্নাঘরের একটা চেয়ার টেনে ধপাস করে বসে পড়লো ফ্রোডি। এক কাপে কফি ঢেলে তার দিকে বাড়িয়ে দিলো সালান্ডার।

"মার্টিন...আমি আজ সকালে জানতে পারলাম সে নাকি গতরাতে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছে।"

"খুবই দুঃখের কথা," কফিতে চুমুক দিয়ে বললো সালন্ডার।

তার দিকে তাকিয়ে রইলো ফ্রোডি। প্রথমে বুঝতে না পেরে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপরই তার চোখ দুটো গোল গোল হয়ে গেলো।

"কি...?"

"সে গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে।"

"এ সম্পর্কে আপনি কি জানেন?"

"সে গাড়ি চালিয়ে সোজা একটা ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। আত্মহত্যা করেছে সে। পত্রিকা, মানসিক চাপ, পতিত এক শিল্পসাম্রাজ্য, ইত্যাদি সব কিছুর ভার সহ্য করতে পারছিলো না। আমার তাই মনে হচ্ছে।"

ফ্রোডিকে দেখে মনে হচ্ছে তার বুঝি ব্রেন হ্যামারেজ হবে। হুট ক'রে উঠে শোবারঘরের দিকে ছুটে গেলো সে।

"তাকে ঘুমাতে দিন," অনেকটা ঝাঁঝালো কণ্ঠেই বললো সালান্ডার।

ঘুমন্ত ব্লমকোভিস্টের দিকে তাকালো ফ্রোডি। তার চেহারায় কালচে দাগগুলো দেখতে পেলো সে। পাঁজরের কাছে আঘাতের চিহ্নটাও। এরপর চামড়ার স্ট্র্যাপটা যেখানে পোড়ানো হয়েছিলো সেখানে একটা আগুনের রেখা দেখতে পেলো। তার হাতটা ধরে সরিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো সালান্ডার। পিছু হটে এসে ধপ্ ক'রে চেয়ারে বসে পড়লো ফ্রোডি।

লিসবেথ সালান্ডার গতরাতে ঘটে যাওয়া সব ঘটনা এক এক করে তাকে বলে গেলো। মার্টিন ভ্যাঙ্গারের বেসমেন্টে নির্যাতন কক্ষের ভয়ঙ্কর চিত্রটার কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলো ফ্রোডি। এর আগে কোম্পানির আর্কাইভে কি খুঁজে পেয়েছিলো সেটাও বললো, আরো বললো মার্টিনের বাবা কমপক্ষে সাতজন মহিলাকে হত্যা করেছে।

মাত্র একবারই তার কথার মাঝে ফ্রোডি বাধা দিলো। সালান্ডার কথা বলা শেষ করলেও ভদ্রলোক বেশ কয়েক মিনিট চুপ মেরে বসে থেকে অবশেষে গভীর করে দম নিয়ে বললো : "আমরা এখন কি করবো?"

"এটা তো আমার বলা ঠিক হবে না," সালান্ডার বললো।

"কিন্তু..."

"আমি শুধু বুঝতে পারছি, হেডেস্টাডে আর কখনও আসবো না।"

"বুঝতে পারলাম না।"

"আমি চাইবো না কোনোভাবেই যেনো আমার নাম পুলিশের কাছে রিপোর্ট করা হয়। এসবের মধ্যে আমি নেই। এই পুরো ঘটনায় যেনো আমার কোনো উপস্থিতিই নেই, সেটাই আমি চাইবো। এই ঘটনার সাথে যদি আমার নামটা কোনোভাবে চলেও আসে আমি সেটা অস্বীকার করবো। বলবো আমি এখানে কখনও আসি নি। এসব বিষয়ে কোনো প্রশ্নেরই জবাব আমি দেবো না।"

তার দিকে ভুরু কুচকে তাকালো ফ্রোডি।

"বুঝতে পারছি না।"

"আপনার এসব বোঝার দরকার নেই।"

"তাহলে আমি কি করবো?"

"সেটা আপনি নিজেই খুঁজে বের করুন। কেবল মিকাইল আর আমাকে বাদ রাখবেন এসব থেকে।"

ফ্রোডির চেহারাটা মৃত মানুষের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেলো।

"ব্যাপারটা এভাবে দেখুন : আপনি কেবল জানেন মার্টিন গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছে। সে যে জঘন্য এক সিরিয়াল কিলার ছিলো সেটা আপনি জানতেন না, আর তার বাড়ির বেসমেন্টে কি ছিলো না ছিলো সে সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণাই নেই।"

টেবিলের উপর দিয়ে চাবিটা ঠেলে দিলো তার দিকে।

"আপনার হাতে সময় আছে–অন্য কেউ মার্টিনের বাড়িতে ঢুকে বেসমেন্টের সব দেখে ফেলার আগে এখনও কিছুটা সময় আছে।"

"আমাদেরকে পুলিশে খবর দিতে হবে।"

"আমরা নয়। আপনি। চাইলে আপনি পুলিশে খবর দিতে পারেন। আপনার খুশি।"

“এই ব্যাপারটা তো কার্পেটের নীচে রেখে দেয়া যাবে না।”

“আমি বলছি না ব্যাপারটা কোথাও ধামাচাপা দিয়ে রাখা দরকার। কেবল বলছি মিকাইল আর আমাকে বাদ দিয়ে সব কিছু করবেন। আপনি যখন রুমটা আবিষ্কার করবেন তখনই বুঝতে পারবেন কার কাছে এটা বলবেন।”

“আপনি যা বলছেন সেটা যদি সত্যি হয়ে থাকে, মানে মার্টিন মহিলাদের অপহরণ করে খুন করতো...তাহলে এমন অনেক পরিবার আছে যারা তাদের মেয়েকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমরা তো এভাবে ধামাচাপা...”

“ঠিক বলেছেন। তবে এখানে একটা সমস্যা আছে। লাশগুলো নেই। হয়তো পাসপোর্ট কিংবা আইডি কার্ডগুলো পাবেন কোনো ড্রয়ারের মধ্যে। হয়তো ভিডিওটেপ দেখে কিছু ভিকটিমকে চিহ্নিতও করা যাবে। তবে আজকে কোনো সিদ্ধান্ত নেবার দরকার নেই। ব্যাপারটা ভালো ক'রে ভেবে দেখুন আগে।”

ফ্রোডির চোখেমুখে সুতীব্র ভীতি দেখা যাচ্ছে।

“ওহ্ ঈশ্বর! এটা তো পুরো কোম্পানিটাকে শেষ করে দেবে। কতো পরিবার চাকরি হারাবে ভেবে দেখুন।”

সামনে পিছে দুলতে দুলতে নৈতিকতার এই সংকটটা নিয়ে ভাবতে লাগলো ফ্রোডি।

“এটা একটা ইসু। ইসাবেলা ভ্যাঙ্গার যদি উত্তরাধিকারী হয়, তাহলে ভেবে দেখুন, নিজের ছেলের এই কীর্তিকলাপ উদঘাটন করাটা তার জন্য যথার্থ হবে না।”

“আমি গিয়ে দেখি কি...”

“আমার মনে হয় আজকের জন্য ঐ ঘরটা থেকে আপনার দূরে থাকাই ভালো,” বেশ কর্কশভাবে বললো সালান্ডার। “আপনাকে অনেক কিছু বিবেচনা করতে হবে। হেনরিককে গিয়ে কথাটা বলতে হবে, একটি স্পেশাল বোর্ডমিটিং ক'রে ঘোষণা দিতে হবে আপনাদের সিইও গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছে।”

কথাটা বোঝার চেষ্টা করলো ফ্রোডি। তার হৃদপিণ্ড লাফাচ্ছে। পুরনো একজন আইনজীবি সে। সমস্যা সমাধানে বেশ অভিজ্ঞ। তারপরেও নিজেকে অসহায় লাগছে। কি করবে বুঝতে পারছে না। আচমকা তার মনে হলো এক বাচ্চা মেয়ের কাছ থেকে সে আদেশ নির্দেশ নিচ্ছে। যেভাবেই হোক এই পিচ্চি মেয়েটা পুরো পরিস্থিতি উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। তাকে গাইড লাইন দিচ্ছে কি করতে হবে না হবে।

“আর হ্যারিয়েটের ব্যাপারটা...?”

“মিকাইল এবং আমি সেটা এখনও শেষ করতে পারি নি। তবে হেনরিককে বলতে পারেন আমরা সেটা সমাধান করে ফেলেছি।”

ব্লমকোভিস্ট ঘুম থেকে উঠে দেখতে পেলো সকাল ৯টার রেডিও'র খবরে মার্টিন ভ্যাঙ্গারের অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর খরটাই প্রধান শিরানাম হিসেবে ঠাঁই পেয়েছে। রাতে কি ঘটেছে না ঘটেছে সেসবের কোনো কিছু নেই, শুধু বলা হলো দ্রুত গতিতে গাড়ি চালাতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। গাড়িতে সে একাই ছিলো।

স্থানীয় রেডিও ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশনের ভবিষ্যত নিয়েও আশংকা প্রকাশ করলো। কোম্পানিটি যে মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে সেটাও জানালো তারা।

টিটি ওয়্যার-সার্ভিস শিরোনাম দিলো : পুরো শহর স্তম্ভিত। তারাও ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশনের ভবিষ্যত নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলো। হেডেস্টাড শহরের ২১০০০ বাসিন্দার মধ্যে যে ৩০০০ জনই ভ্যাঙ্গারদের প্রতিষ্ঠানে কাজ করে সেটা কারো নজর এড়িয়ে গেলো না। ফার্মের বর্তমাস সিইও মারা গেছে আর সাবেক সিইও শয্যাশায়ী। কোনো উত্তরাধিকারী নেই। কোম্পানির ইতিহাসে এটা সবচাইতে কঠিন সময়।

ব্লমকোভিস্টের ইচ্ছে হচ্ছিলো পুলিশের কাছে গিয়ে সব খুলে বলবে কিন্তু এরইমধ্যে সালান্ডার পুরো ব্যাপারটা অন্যভাবে সাজিয়ে ফেলেছে। যেহেতু পুলিশের কাছে গেলো না তাই প্রতিটি মুহূর্ত তার কাছে বেশ কঠিন বলে মনে হতে লাগলো, কারণ তার কিছুই করার নেই। পুরো সকালটা রান্নাঘরের টেবিলে বসে কোনো রকম কথা না বলে জানালা দিয়ে বাইরের বৃষ্টি দেখে কাটিয়ে দিলো সে। লাঞ্চটাইমের আগপর্যন্ত বৃষ্টি পড়লো। বৃষ্টি থেমে গেলে বাইরের বাগানে গিয়ে কফি নিয়ে বসলো সে। এমন একটা শার্ট পরেছে সে যার কলার তুলে রাখা হয়েছে।

মার্টিনের মৃত্যু হেডেবির জনজীবনে বেশ ভালো প্রভাবই ফেলেছে। ইসাবেলা ভ্যাঙ্গারের বাড়ির সামনে একের পর এক গাড়ি আসছে। আত্মীয়স্বজনরা সমবেদনা জানাচ্ছে তাদের। একেবারে আবেগহীনভাবে এসব দেখে যাচ্ছে সালান্ডার।

"তোমার এখন কেমন লাগছে?" জানতে চাইলো মেয়েটা।

"মনে হচ্ছে এখনও ধকল কাটিয়ে উঠতে পারি নি," বললো সে। "আমি একেবারে অসহায় বোধ করছি। কয়েক ঘণ্টা ধরে আমার মনে হয়েছে আমি মারা যাবো। মৃত্যুভয় কাকে বলে এখন জানি।"

মেয়েটার হাটুর উপর হাত রাখলো সে।

"তোমাকে অনেক ধন্যবাদ," সে বললো। "তুমি না এলে আমি মারাই যেতাম।"

সালান্ডার ঠোঁট বেকিঁয়ে হাসলো।

"আমি বুঝতে পারছি না তুমি লোকটাকে একা একা মোকাবেলা করতে গেলে কোন আক্কেলে। ওখানে আমাকে শেকল দিয়ে বেধে রাখা হয়েছিলো।

মনে মনে কামনা করছিলাম তুমি যেনো ছবিটা দেখে পুরো ব্যাপারটা বুঝে পুলিশকে খবর দাও ।"

"আমি যদি পুলিশের জন্য অপেক্ষা করতাম তাহলে তুমি আর বেঁচে থাকতে পারতে না । ঐ বানচোতটার হাতে তোমাকে মরতে দিতে চাই নি আমি ।"

"তুমি পুলিশের সাথে কথা বলতে চাইছো না কেন?"

"আমি কখনও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার লোকজনের সাথে কথা বলি না ।"

"কেন বলো না?"

"এটা আমার ব্যাপার । তবে তোমার জন্যেও সেটা ভালো কিছু হতো না । আমার মনে হয় না তোমার মতো এক সাংবাদিককে মার্টিনের মতো সিরিয়াল কিলারের ঘরে নগ্ন হয়ে পড়ে থাকতে দেখলে ভালো কিছু হতো । তুমি যদি কাল ব্লমকোভিস্ট নামটা পছন্দ না করো তাহলে নতুন আরেকটি বাজে নাম রাখতে পারো নিজের জন্য । শুধু এই অধ্যায়টি নিয়ে বীরত্বপূর্ণ কোনো কিছু বলার চেষ্টা করো না কখনও ।"

ভুরু কুচকে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রসঙ্গটা বাদ দিলো সে ।

"আমাদের এখনও একটা সমস্যা রয়ে গেছে," বললো মেয়েটা ।

মাথা নেড়ে সায় দিলো মিকাইল । "হ্যারিয়েটের কি হয়েছিলো । তাই না?"

তার সামনে সালান্ডার দুটো পোলারয়েডের ছবি মেলে রাখলো । কোত্থেকে এগুলো পেয়েছে জানালো তাকে । বেশ মনোযোগের সাথে মিকাইল ছবি দুটো দেখে অবশেষে মুখ তুলে তাকালো ।

"এটা সম্ভবত তার ছবি," বললো সে । "একেবারে নিশ্চিত করে বলতে পারছি না তবে শারীরিক গঠন আর চুলের রঙ দেখে মনে হচ্ছে ছবিটা তারই ।"

একঘণ্টা ধরে বাগানে বসে রইলো তারা, টুকরো টুকরো অংশ জোড়া লাগিয়ে নিলো এ সময়টাতে । সব দিক থেকেই তারা খতিয়ে দেখে বুঝতে পারলো মার্টিন ভ্যাঙ্গারই ছিলো মিসিং লিঙ্ক ।

ব্লমকোভিস্ট যে রান্নাঘরের টেবিলে ছবিটা রেখে গেছিলো সেটা সালান্ডার দেখতে পায় নি । সার্ভিলেন্স ক্যামেরার ফুটেজ দেখে মেয়েটা বুঝতে পেরেছিলো ব্লমকোভিস্ট বোকার মতো একটা কাজ করেছে । মার্টিনের বাড়ি গিয়ে সব জানালা বন্ধ দেখতে পায় সে । ভেতরে কেউ আছে বলে মনে হয় না । তারপরও নীচ তলার সবগুলো দরজা খোলার চেষ্টা করে যখন দেখতে পায় ওগুলো বন্ধ তখন পাইপ বেয়ে উপরতলার একটা বেলকনি দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে সালান্ডার । বাড়ির ভেতর প্রতিটি ঘর খুব সর্ন্তপনে খুঁজে দেখে সে । এক সময় বেসমেন্টের সিঁড়িটা খুঁজে পায় । মার্টিন একটু বেখেয়ালে বেসমেন্টে ঢোকার দরজাটা বন্ধ করে রাখতে ভুলে গিয়েছিলো । ফলে সেই দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে কি হচ্ছে সবই দেখতে পায় মেয়েটি ।

ব্লমকোভিস্ট তার কাছে জানতে চাইলো মার্টিনের বলা কথাগুলো কতোটুকু শুনেছে।

"খুব বেশি না। আমি যখন উঁকি দিলাম তখন সে তোমার কাছে হ্যারিয়েটের ব্যাপারে জানতে চাচ্ছে। ঠিক তোমাকে ফাঁসিতে ঝুলানোর আগমুহূর্তে সেটা। এরপর কিছুক্ষণের জন্য ওখান থেকে চলে গিয়ে আমি একটা অস্ত্র খুঁজে নিয়ে আসি।"

"হ্যারিয়েটের কি হয়েছে সে সম্পর্কে মার্টিনের কোনো ধারণাই নেই," বললো ব্লমকোভিস্ট।

"তুমি সেটা বিশ্বাস করো?"

"হ্যা," কোনো রকম ইতস্তত না করেই বললো মিকাইল। "মার্টিন সিফিলিসে আক্রান্ত কোনো বেড়ালের চেয়েও বেশি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলো–নিজের সমস্ত অপরাধ সে স্বীকার করেছে আমার কাছে। মনে হয়েছে আমাকে মুগ্ধ করার জন্যই এটা করেছে সে। কিন্তু হ্যারিয়েটের প্রসঙ্গটা আসতেই সে ঘটনাটা জানার জন্য হেনরিকের মতোই উদগ্রীব হয়ে উঠলো।"

"তাহলে...এর ফলে আমরা কি ভেবে নেবো?"

"আমরা এখন জানি গটফ্রিড ১৯৪৯ সালে থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত প্রথম সিরিজ হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটিয়েছে।"

"ঠিক আছে। তারপর সে যুবক মার্টিনকে এ কাজে নামায়।"

"অকার্যকর একটি পরিবারের কথা বলছি," বললো ব্লমকোভিস্ট। "মার্টিনের আসলেই কোনো সুযোগ ছিলো না।"

অদ্ভুত চোখে তার দিকে তাকালো সালান্ডার।

"মার্টিন আমাকে বলেছে, সাবালক হতেই তার বাবা তাকে দিয়ে এ কাজ করাতে শুরু করে। ১৯৬২ সালে উদেভিল্লার লিয়ার হত্যাকাণ্ডের সময় সে তার বাবার সাথেই ছিলো। হায় ঈশ্বর, তার বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ! ১৯৬৪ সালে সারাকে যখন খুন করা হয় তখনও সে ছিলো, খুন করার কাজে অংশও নিয়েছিলো সে। তার বয়স তখন ষোলো।"

"আর?"

"সে বলেছে সে কখনও কোনো পুরুষ মানুষকে স্পর্শ করে নি–শুধুমাত্র তার বাব ছাড়া : তাতে করে আমার মনে হয়েছে...মানে এর একটাই অর্থ হয়, তার বাবা তাকে ধর্ষণ করেছিলো। মার্টিন এটাকে 'তার দায়িত্ব' বলে অভিহিত করেছে। যৌননির্যাতনের ব্যাপারটা নিশ্চয় বহুদিন ধরে চলেছিলো। বাবার কাছেই সে মানুষ হয়েছে।"

"জঘন্য ব্যাপার," বললো সালন্ডার। তার কণ্ঠে সুতীব্র ঘৃণা।

ব্লমকোভিস্ট অবাক হয়ে চেয়ে রইলো তার দিকে। তার চোখমুখ ঘৃণায় বিকৃত হয়ে আছে। এরমধ্যে এক ছটাক সমবেদনাও নেই।"

“মার্টিনও একই কাজ করেছে। হত্যা আর ধর্ষণ। কারণ এটা করতে তার ভালো লাগতো।”

“আমি অন্য কিছু বলছি না। বাবার ছায়ায় ভীতু আর মুখচোরা হিসেবে বেড়ে উঠেছিলো মার্টিন। ঠিক যেমনটি গটফ্রিড তার নাৎসি বাবার অধীনে নিগৃহীত হয়ে বেড়ে উঠেছিলো।”

“তাহলে তুমি বলতে চাচ্ছো মার্টিনের কোনো নিজস্ব ইচ্ছেশক্তি ছিলো না, মানুষকে যেভাবে গড়ে তোলা হয় সেভাবেই সে গড়ে ওঠে।”

হেসে ফেললো ব্লমকোভিস্ট। “এটা কি খুবই স্পর্শকাতর ইসু?”

সালান্ডারের চোখ দুটো জ্বলজ্বল ক'রে উঠলে সঙ্গে সঙ্গে কথা ঘুরিয়ে ফেললো সে।

“আমি বলতে চাচ্ছি কোনো লোককে কিভাবে গড়ে তোলা হয় সেটা অনেক ভূমিকা রাখে। গটফ্রিডের বাবা তাকে নির্দয়ভাবে বছরের পর বছর ধরে পেটাতো। এটার ফল তো ভালো হয় নি।”

“বাজে কথা,” সালান্ডার বললো। “গটফ্রিডই একমাত্র বাচ্চা নয় যার সাথে এরকম করা হয়েছিলো। এজন্যে সে নারীদের হত্যা করে বেড়াবে নাকি। এটা সে নিজেই বেছে নিয়েছে। মার্টিনের বেলায়ও এটা প্রযোজ্য।”

হাত তুলে ক্ষান্ত দিলো ব্লমকোভিস্ট।

“আমরা কি ঝগড়া না করে থাকতে পারি?”

“আমি তো ঝগড়া করছি না। আমার শুধু মনে হচ্ছে এরকম শূয়োরের বাচ্চারা সব সময়ই অন্যকে দোষ দিয়ে থাকে।”

“তাদের ব্যক্তিগত দায়িত্বও আছে। পরে আমরা এ নিয়ে কাজ করবো। মার্টিনের বয়স যখন ষোলো তখন তার বাবা মারা যায় ফলে তাকে গাইড করার মতো কেউ রইলো না। এটা একটা ব্যাপার। সে নিজের বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ অব্যাহত রাখে। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে উপসালায় সে একটা হত্যা করে।”

সালান্ডারের সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিলো ব্লমকোভিস্ট।

“গটফ্রিড কেন কিংবা কিসের জন্য নিজেকে এরকম কাজে তৃপ্ত করতো, নিজের কাজকে কিভাবে মূল্যায়ণ করতো সে হিসেবে আমি যাবো না। এসব বাইবেল সংক্রান্ত ব্যাপার স্যাপার নিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করে দেখবেন। বিশেষ করে শাস্তি দেবার ধরণ আর শুদ্ধি করার ব্যাপারগুলোর কথা বলছি। সেগুলো কি তাতে কিছু যায় আসে না। আসল কথা হলো সে একজন সিরিয়াল কিলার।

“গটফ্রিড মহিলাদের খুন করতে চাইতো, নিজের এই কর্মকে অনেকটা ধর্মীয় রূপ দেবার চেষ্টা করতো সে। মার্টিন অবশ্য এরকম কোনো অজুহাত দেখানোর

ভান করে নি। সে খুব সুশৃঙ্খলভাবে, সিস্টেমেটিক্যালি পদ্ধতি অনুরসণ করতো, নিজের শখ মেটানোর জন্য তার ছিলো যথেষ্ট টাকা। তার বাবার থেকেও সে অনেক বেশি চতুর ছিলো। গটফ্রিড কাউকে মেরে ফেললে তা নিয়ে পুলিশী তদন্ত হয়েছে, তার ধরা পড়ার ঝুঁকি ছিলো তাতে।"

"মার্টিন ভ্যাঙ্গার তার বাড়িটা তৈরি করে সত্তুর দশকে," চিন্তিত হয়ে বললো সালান্ডার।

"আমার মনে হয় হেনরিক বলেছিলো ১৯৭৮ সালে ওটা বানানো হয়েছিলো। ধরে নেয়া যায় নিজের গোপন নথিপত্র আর ফাইল রাখার জন্য নিরাপদ কিছু রুম বানানোর অর্ডার দিয়েছিলো সে। জানালাবিহীন, শব্দনিরোধক আর স্টিলের দরজার ঘর আছে তার।"

"প্রায় পঁচিশ বছর ধরে তার সেই ঘরটা ছিলো।"

তারা দু'জনেই চুপ মেরে গেলো। ব্লমকোভিস্ট ভাবতে লাগলো এই সিকি শতাব্দীতে কতো নারকীয় ঘটনাই না ঘটে গেছে। সালান্ডারের অবশ্য এসব ভাবার দরকার পড়লো না, ভিডিও টেপগুলো সে দেখেছে। খেয়াল করলো আনমনে ব্লমকোভিস্ট নিজের ঘাড় স্পর্শ করছে।

"গটফ্রিড নারী-বিদ্বেষী ছিলো, নিজের ছেলেকেও নারী-বিদ্বেষী হিসেবে গড়ে তুলেছিলো। একই সময় ছেলেকে ধর্ষণও করে গেছে সে। এর মধ্যে অন্য কিছুও আছে...আমার মনে হয় গটফ্রিড কল্পনা করতো তার ছেলেমেয়েরা তার মতো বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করবে। আমি যখন মার্টিনকে তার বোন হ্যারিয়েটের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম তখন সে আমাকে বলেছিলো : "আমরা তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সে ছিলো খুবই সাধারণ এক বেশ্যা। হেনরিককে সব বলে দেবার পরিকল্পনা করছিলো সে।' "

"তাকে এ কথা বলতে শুনেছি আমি। ঐ সময়েই আমি বেসমেন্টে গিয়ে হাজির হই। তাহলে হেনরিককে সে কি বলতে চেয়েছিলো সেটা আমরা জেনে গেছি।"

ব্লমকোভিস্ট ভুরু কোচকালো। "ঠিক তা নয়। সময়ের হিসেবটা মাথায় রাখো। আমরা জানি না গটফ্রিড কখন তার ছেলেকে ধর্ষণ করেছিলো, তবে ১৯৬২ সালে উদেভিল্লায় লিয়া পারসনকে হত্যা করার সময় তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলো সে। ১৯৬৫ সালে সে পানিতে ডুবে মারা যায়। তার আগেই সে আর মার্টিন তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছিলো। এর মানে কি দাঁড়ালো?"

"গটফ্রিডকেই কেবল মার্টিন নির্যাতন করে নি। সে হ্যারিয়েটকেও নির্যাতন করেছে।"

"গটফ্রিড ছিলো শিক্ষক। মার্টিন ছিলো তার ছাত্র। তাহলে হ্যারিয়েট কি ছিলো? তাদের ক্রীড়নক?"

“গটফ্রিড তার ছেলে মার্টিনকে শিখিয়েছিলো নিজের বোনের সাথে যৌনকর্ম করতে।” সালান্ডার পোলারয়েড ছবি দুটোর দিকে ইঙ্গত করলো। “তার মুখটা দেখা যাচ্ছে না তাই এ ব্যাপারটা সে কিভাবে নিয়েছিলো সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। তবে সে ক্যামেরা থেকে মুখ লুকাতে চাইছে।”

“ধরা যাক তার বয়স যখন চৌদ্দ তখন থেকে এসবের শুরু। তার মানে ১৯৬৪ সাল থেকে। নিজেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলো সে–এসব মেনে নিতে পারছিলো না কোনোভাবেই। এটাই সে হেনরিককে বলতে চেয়েছিলো। এ ব্যাপারে মার্টিনের কিছুই বলার ছিলো না, তার বাবা তাকে যা করতে বলেছিলো সে তাই করেছে। তবে সে এবং গটফ্রিড একধরণের চুক্তিতে উপণীত হয়েছিলো...তারা এসবের মধ্যে জড়াতে চেয়েছিলো হ্যারিয়েটকে।”

সালান্ডার বললো : “তুমি তোমার নোটে লিখেছো হেনরিক ১৯৬৪ সালে হ্যারিয়েটকে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে।”

“হেনরিক হ্যারিয়েটের পরিবারের মধ্যে উল্টাপাল্টা কিছু হচ্ছে বলে আন্দাজ করতে পেরেছিলো। সে ভেবেছিলো গটফ্রিড আর ইসাবেলার মধ্যে যে সমস্যা হচ্ছে সেটাই সন্তানদের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। সেজন্যেই নিজের কাছে তাকে নিয়ে আসে যাতে করে শান্তিতে থাকতে পারে, ভালোভাবে পড়াশোনা করতে পারে।”

“গটফ্রিড আর মার্টিনের জন্য অপ্রত্যাশিত একটি বাধা হয়ে দাঁড়ায় ব্যাপারটা। তারা আর মেয়েটাকে দিয়ে কিছু করাতে পারতো না। আচ্ছা...এই যৌন অনাচারগুলো কোথায় সংঘটিত হতো?”

“সম্ভবত গটফ্রিডের কেবিনে। আমি একদম নিশ্চিত এই সব ছবি ওখানেই তোলা হয়েছে–এটা চেক ক'রে দেখা সম্ভব। কেবিনটা একেবারে গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন একটা জায়গায় অবস্থিত। একদম নিরিবিলি। এরপর গটফ্রিড একদিন মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পানিতে ডুবে মারা যায়।”

“তো, হ্যারিয়েটের বাবা নিজের মেয়ের সাথে সেক্স করার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু আমার মনে হয় না সে হ্যারিয়েটকে দিয়ে খুনখারাবি শুরু করাতে পেরেছিলো।”

ব্লমকোভিস্ট বুঝতে পারছে এটা খুবই দুর্বল যুক্তি। হ্যারিয়েট তার ডেটবুকে গটফ্রিডের হাতে নিহত মেয়েদের নাম লিখে রেখেছিলো বাইবেলের উদ্ধৃতির পাশে। কিন্তু বাইবেলের প্রতি তার আগ্রহ জীবনের শেষ বছরের আগে দেখা যায় নি। ততোদিনে গটফ্রিড মারা গেছে। একটু থেমে যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করলো সে।

“কোনো এক সময় হয়তো হ্যারিয়েট বুঝতে পেরেছিলো তার বাবা গটফ্রিড শুধু নিজের মেয়ের সাথে অনাচার করতেই আগ্রহী নয় বরং সে একজন ভয়ঙ্কর সিরিয়াল কিলার, যে কিনা যৌননির্যাতন করার পর শিকারকে খুন করে,” বললো মিকাইল।

"আমরা জানি না সে কখন হত্যাকাণ্ডগুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছিলো। তার বাবা গটফ্রিডের মৃত্যুর পর পর হতে পারে, আবার মৃত্যুর আগেও হতে পারে সেটা। বাবার রেখে যাওয়া পেপার কাটিং কিংবা ডায়রি থেকেও জানতে পারে।"

"কিন্তু হেনরিককে বলে দেবার যে হুমকি দিয়েছিলো এটা সে রকম কিছু ছিলো না," ব্লমকোভিস্ট বললো।

"মার্টিনের ব্যাপারে বলতে চেয়েছিলো সে," সালান্ডার বললো। "তার বাবা মারা গেলেও মার্টিন তাকে নিপীড়ন করতে থাকে।"

"ঠিক বলেছো।"

"কিন্তু সেটা তো তার কানো রকম পদক্ষেপ নেবার এক বছর আগের ঘটনা।"

"তুমি যদি জানতে পারো তোমার বাবা একজন খুনি, এবং সে তোমার ভাইকে ধর্ষণ করে যাচ্ছে তাহলে তুমি কি করবে?"

"আমি সেই বানচোতটাকে খুন করতাম," একেবারে শান্ত কণ্ঠে বললো সালান্ডার। ব্লমকোভিস্টও বিশ্বাস করে মেয়েটা তাই করতো। মার্টিনকে আঘাত করার সময় তার ভয়ঙ্কর রূপ দেখেছে সে। মুখ টিপে হেসে ফেললো মিকাইল।

"ঠিক আছে, কিন্তু হ্যারিয়েট তো তোমার মতো ছিলো না। মেয়েটা কিছু করার আগেই গটফ্রিড মারা যায়। গটফ্রিডের মৃত্যুর পর মার্টিনকে উপসালায় পাঠিয়ে দেয় ইসাবেলা। সে হয়তো ক্রিসমাস কিংবা অন্য কোনো ছুটিতে বাড়ি আসতো। তবে সেই সময়গুলোতে হ্যারিয়েটের সাথে তার খুব একটা দেখা হতো না। তার কাছ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে সক্ষম ছিলো সে।"

"হ্যারিয়েট বাইবেল পড়তে শুরু করে তখন।"

"এখন আমরা জানতে পেরেছি এটা সে ধর্মীয় আবেগ থেকে করে নি। হয়তো সে জানতে চেয়েছিলো তার বাবা কিসের মধ্যে জড়িয়ে আছে। ১৯৬৬ সালের শিশুদের প্যারেডের দিনের আগপর্যন্ত এটা নিয়ে সে উদ্বিগ্ন ছিলো। এরপর আচমকা তার ভাইকে ইয়ার্নভাগস্গাটানে দেখে বুঝতে পারে সে ফিরে এসেছে। আমরা জানি না তাদের মধ্যে কোনো কথাবার্তা হয়েছিলো কিনা। যাইহোক না কেন, হ্যারিয়েট তাড়াহুড়া করে বাড়ি ফিরে আসে হেনরিককে সব বলে দেবার জন্য।"

"এরপরই সে নিখোঁজ হয়ে যায়।"

সব ঘটনা আর ডকুমেন্ট বিশ্লেষণ ক'রে ব্লমকোভিস্ট আর সালান্ডার বুঝতে পারলো পাজলের বাকি অংশগুলো কি। তারা দু'জনেই নিজেদের ব্যাগ গুছিয়ে নিলো। চলে যাবার আগে ব্লমকোভিস্ট ফোন করলো ফ্রোডিকে। সে জানালো

কিছু দিনের জন্য সে আর সালান্ডার বাইরে যাচ্ছে, তবে যাবার আগে হেনরিক ভ্যাঙ্গারের সাথে দেখা করতে চাইছে।

ব্লমকোভিস্টকে জানতে হবে ফ্রোডি কি বলেছে হেনরিককে। টেলিফোনে লোকটার কণ্ঠ এতোটাই ভঙ্গুর শোনালো যে তাকে নিয়ে কিছুটায় চিন্তায় পড়ে গেলো সে। ফ্রোডি জানালো হেনরিককে মার্টিনের মৃত্যুসংবাদ জানানো হয়েছে।

হেডেস্টাড হাসপাতালের বাইরে ব্লমকোভিস্ট যখন গাড়িটা পার্ক করলো আকাশে তখন বজ্রপাতের খেলা চলছে। ঘন মেঘে ঢেকে গেছে আকাশ।

বাথরোব পরে আছে ভ্যাঙ্গার। নিজের ঘরের জানালার সামনে একটা চেয়ারে বসে আছে সে। ধীরে ধীরে সেরে উঠছে। তারা হাত মেলালো। নার্সকে কিছুক্ষনের জন্য বাইরে যেতে বললো ভ্যাঙ্গার।

"তুমি আমাকে এড়িয়ে চলছো," ভ্যাঙ্গার বললো।

মাথা নেড়ে সায় দিলো মিকাইল। "কারণ আপনার পরিবার চাচ্ছে না আমি এখানে আসি। তবে আজকে সবাই ইসাবেলার ওখানে গেছে তাই এসেছি।"

"বেচারা মার্টিন," বললো ভ্যাঙ্গার।

"হেনরিক। আপনি হ্যারিয়েটের ব্যাপারে সত্য উদঘাটন করার জন্য আমাকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছিলেন। আপনি কি সেই সত্যটা জানতে চান?"

তার দিকে তাকালো বৃদ্ধ। বিস্মিত হলো যেনো।

"মার্টিন?"

"সেও গল্পটার অংশ।"

দুচোখ বন্ধ করে ফেললো হেনরিক।

"আপনার কাছে আমার একটি প্রশ্ন আছে," বললো ব্লমকোভিস্ট।

"বলো।"

"আপনি কি এখনও জানতে চান তার কি হয়েছিলো? এমনকি সেটা খুব যন্ত্রণাদায়ক হলেও?"

স্থিরচোখে চেয়ে রইলো হেনরিক তার দিকে। "আমি জানতে চাই। এটাই তোমার অ্যাসাইনমেন্ট ছিলো।"

"ঠিক আছে। মনে হচ্ছে এখন আমি জানি হ্যারিয়েটের কি হয়েছিলো। তবে আমি নিশ্চিত হবার আগে পাজলের একটা অংশ খুঁজে বের করতে হবে।"

"আমাকে বলো।"

"না। আজকে নয়। আমি চাই আপনি এখন বিশ্রাম নিন। ডাক্তার বলেছে আপনি সেরে উঠছেন।"

"আমার সাথে বাচ্চাছেলের মতো ব্যবহার কোরো না, ইয়াংম্যান।"

"আমি পুরোটা উদঘাটন করতে পারি নি। আমার কাছে কেবল একটা তত্ত্ব আছে। পাজলের শেষ অংশটা আমি খুঁজে বের করবো খুব শীঘ্রই। এরপর

আপনি যখন আমাকে দেখতে পাবেন বুঝতে পারবেন আমি পুরো গল্পটা নিয়ে হাজির হয়েছি। একটু সময় লাগতে পারে, তবে আপনি জেনে রাখুন আমি ফিরে আসবো, সত্যটা উদঘাটন করে চলে আসবো আপনার কাছে।"

সালান্ডার তার বাইকটা কেবিনের পাশে ছায়াঘন একটা অংশে রেখে তারপলিন দিয়ে ঢেকে ব্লমকোভিস্টের ধার করা গাড়িটাতে উঠে বসলো। নতুন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে বজ্রপাত শুরু হয়েছে আবার। গাড়িটা পথে নামতেই প্রবল বর্ষণ শুরু হয়ে গেলে রাস্তার সামনের দৃশ্য দেখতে বেগ পেতে হলো ব্লমকোভিস্টের। নিরাপত্তার খাতিরে রাস্তার পাশে একটা পেট্রলপাম্পে গাড়িটা পার্ক করে রাখলো সে। ফলে ঠিক ৭টা বাজে স্টকহোমে পৌছাতে পারলো না তারা। ব্লমকোভিস্ট তার ভবনের সিকিউরিটি কোডটা সালান্ডারকে দিয়ে পথে নামিয়ে দিলো তাকে। নিজের অ্যাপার্টমেন্টে এসে তার কাছে খুব অচেনা বলে মনে হলো।

সালান্ডার এখন প্লেগের সাথে দেখা করতে গেছে, এই ফাঁকে ঘরের ধুলোবালি পরিস্কার করতে শুরু করলো সে। মাঝরাতের দিকে মেয়েটা ফিরে এলো তার অ্যাপার্টমেন্টে। ঘরে ঢুকেই ভুরু কুচকে চারপাশটা দেখে নিলো একবার। এরপর জানালার সামনে দাঁড়িয়ে স্লাসেন লকটার দিকে তাকিয়ে থাকলো বেশ কিছুক্ষণ সময়।

শরীর থেকে সব পোশাক খুলে ফেলে তারা দু'জনেই বিছানায় চলে গেলো ঘুমানোর জন্য।

পরের দিন দুপুরে তারা পৌছে গেলো লন্ডনের গ্যাটউইক এয়ারপোর্টে। ওখানেও বৃষ্টি তাদের পিছু ছাড়লো না। হাইড পার্কের কাছে হোটেল জেমসে একটা রুম বুক করলো ব্লমকোভিস্ট।

৫টার দিকে তারা যখন বারে দাঁড়িয়ে আছে তখন অল্পবয়সী এক ছেলে এলো তাদের কাছে। তার মাথাটা প্রায় টেকো, সোনালি রঙের দাড়ি আর পরে আছে এমন একটি জিন্স জ্যাকেট যা তার সাইজ থেকে অনেক বড়।

"ওয়াস্প?"

"ট্রিনিটি?" বললো মেয়েটা। তারা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো। ছেলেটা ব্লমকোভিস্টের নাম জানতে চাইলো না।

ট্রিনিটি তার পার্টনারকে বব দ্য ডগ নামে পরিচয় করিয়ে দিলো। একটা পুরনো ফক্স ওয়াগন গাড়ি নিয়ে এসেছে সে। তারা সবাই গাড়িটার স্লাইডিং ডোর দিয়ে ভেতরে ঢুকে ফোল্ডিং চেয়ারে বসে পড়লো। বব যখন লন্ডনের পথঘাটের

যানবাহন এড়িয়ে গাড়িটা চালিয়ে যাচ্ছে তখন ওয়াস্প কথা বলতে লাগলো ট্রিনিটির সাথে।

"প্লেগ বললো এটা নাকি ক্র্যাশ-ব্যাং কাজের মতো কিছু একটা।"

"টেলিফোন ট্যাপিং আর একটা কম্পিউটার থেকে ই-মেইল চেকিং করতে হবে। খুব দ্রুত কিংবা কয়েক সপ্তাহের ব্যাপারও হতে পারে সেটা। নির্ভর করে কি পরিমাণ প্রেসার দিতে পারে সে।" বুড়ো আঙুল দিয়ে ব্লমকোভিস্টের দিকে ইঙ্গিত করলো সালান্ডার। "কাজটা কি করতে পারবে?"

"না পারার তো কিছু দেখছি না!" বললো ট্রিনিটি।

আনিটা ভ্যাঙ্গার থাকে সেন্ট আলবান্সের চমৎকার একটি এলাকায়। সেদিন রাত ৭:৩০-এর দিকে ভ্যান থেকে তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখলো তারা। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো যাতে করে রাতের খাবার খেয়ে নিতে পারে মহিলা। ব্লমকোভিস্ট যখন তার দরজায় নক করলো তখন সে টিভি দেখছে।

অবিকল সিসিলিয়া ভ্যাঙ্গারের মতো দেখতে এক মহিলা দরজা খুললো। তার চোখেমুখে ভদ্রতা থাকলেও প্রচ্ছন্ন একটা প্রশ্ন আছে তাতে।

"হাই, আনিটা। আমার নাম মিকাইল ব্লমকোভিস্ট। হেনরিক ভ্যাঙ্গার আমাকে আপনার সাথে দেখা করতে বলেছে। আশা করি আপনি মার্টিনের দুঃসংবাদটি শুনেছেন।"

তার অভিব্যক্তি বিস্ময় থেকে উদ্বিগ্নতায় রূপান্তরিত হলো। সে ভালো করেই জানে মিকাইল ব্লমকোভিস্ট কে। তবে হেনরিকের নামটা বলা মানে তাকে বাধ্য হয়ে ঘরে ঢুকতে দেয়া। মহিলা তাকে লিভিংরুমে বসতে দিলো।

"এভাবে হুট করে চলে এসে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা করবেন, আমি আসলে আলবান্সে ছিলাম, আপনাকে ফোন করে পাবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু পাই নি।"

"বুঝতে পেরেছি। এবার বলুন আমার কাছে কেন এসেছেন?"

"আপনি কি শেষকৃত্যে যাবার কথা ভাবছেন?"

"না। সত্যি বলতে কি মার্টিনের সাথে আমার তেমন একটা ঘনিষ্ঠতা ছিলো না। তাছাড়া এ মুহূর্তে এখান থেকে চলে যেতেও পারছি না। আমার কাজ আছে।"

আনিটা ভ্যাঙ্গার ত্রিশ বছর ধরে হেডেস্টাড ছেড়ে লন্ডনে বাস করছে। তার বাবা হেডেবি আইল্যান্ডে চলে আসার পর থেকে ওখানে আর থাকে নি। যায়ও খুব কম।

"আমি জানতে চাই হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গারের কি হয়েছিলো। সময় এসেছে সত্যটা জানার।"

"হ্যারিয়েট? আমি বুঝতে পারছি না আপনি কি বলতে চাচ্ছেন।"

মহিলার বিস্ময় ভাব দেখে মুচকি হাসলো সে।

"আপনি ছিলেন হ্যারিয়েটের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আপনাকে সে তার জীবনের ভয়ঙ্কর ঘটনাটা বলে গেছে।"

"আমি আসলেই বুঝতে পারছি না আপনি কি বলছেন," বললো আনিটা।

"আনিটা, ঐ দিন আপনি হ্যারিয়েটের ঘরে ছিলেন। আমার কাছে এর ফটোগ্রাফিক প্রমাণ আছে। ইন্সপেক্টর মোরেলকে আপনি মিথ্যে বলেছিলেন। কয়েক দিনের মধ্যে আমি হেনরিকের কাছে পুরো ব্যাপারটা রিপোর্ট করবো। ভালো হয় আপনি যদি এখনই আমাকে বলেন ঐদিন আসলে কি হয়েছিলো।"

উঠে দাড়ালো আনিটা ভ্যাঙ্গার।

"আমার বাড়ি থেকে এক্ষুণি বের হয়ে যান।"

ব্লুকোভিস্ট উঠে দাঁড়ালো।

"আজহোক কাল হোক আপনাকে এটা বলতেই হবে।"

"আপনার কাছে বলার মতো কিছুই নেই আমার। বেরিয়ে যান।"

"মার্টিন মারা গেছে," বললো ব্লমকোভিস্ট। "আপনি কখনও মার্টিনকে পছন্দ করতেন না। আমার মনে হয় আপনি যে লন্ডনে চলে এসেছেন সেটা কেবল আপনার বাবার কাছ থেকে দূরে থাকার জন্যই না, বরং আপনি চেয়েছিলেন মার্টিনের কাছ থেকেও দূরে থাকতে। তার মানে আপনিও মার্টিনের সম্পর্কে সব জানেন। আর এটা আপনাকে বলেছে হ্যারিয়েট। প্রশ্ন হলো : এটা জানার পরও আপনি কি করেছেন?"

আনিটা ভ্যাঙ্গার তার মুখের উপর দরজাটা বন্ধ করে দিলো সশব্দে।

ব্লমকোভিস্টের শার্টের ভেতর থেকে মাইক্রোফোনটা খোলার সময় তৃপ্তির হাসি হাসলো সালান্ডার।

"দরজা বন্ধ করার বিশ সেকেন্ড পরই সে ফোনটা করেছে," বললো সে।

"কান্ট্রি কোডটা ছিলো অস্ট্রেলিয়ার," কান থেকে ইয়ারফোনটা খুলে রেখে ট্রিনিটি বললো। "এরিয়া কোড চেক ক'রে দেখতে হবে এখন।" ল্যাপটপটা চালু করলো সে। "ঠিক আছে। মহিলা এই নাম্বারটায় ফোন করেছে। এটা অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চলের অ্যালিস স্প্রিংসের টেনান্ট ক্রিক শহরের একটি নাম্বার। তাদের কথাবার্তাটা কি শুনতে চান?"

সায় দিলো ব্লমকোভিস্ট। "অস্ট্রেলিয়ায় এখন ক'টা বাজে?"

"প্রায় ভোর ৫টা।" ট্রিনিটি একটা ডিজিটাল প্লেয়ার চালু করে দিলো। আটবার রিং হবার পর ফোনটা তুলে নিলো কেউ। ইংরেজিতে কথাবার্তা হলো।

“হাই, আমি বলছি।”

“হুমমম, আমি খুব সকালে উঠি কিন্তু তাই বলে...”

“তোমাকে গতকাল ফোন করার কথা ভাবছিলাম...মার্টিন মারা গেছে। গত পরশু একটা ট্রাকের সাথে তার গাড়িটা অ্যাকসিডেন্ট করেছে।”

কোনো সাড়া শব্দ নেই। তারপর গলা খাকারি দেবার শব্দ শোনা গেলো। “ভালো।”

“কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। হেনরিক যে হারামজাদা সাংবাদিককে তদন্ত করতে নিয়েজিত করেছে সে আমার এখানে এসেছিলো একটু আগে। ১৯৬৬ সালে কি হয়েছে সে ব্যাপারে আমার কাছে জানতে চেয়েছিলো লোকটা। সে কিছু জেনে গেছে।”

আবারো নীরবতা। তারপর অনেকটা কর্তৃত্বের সুরে কণ্ঠটা বললো।

“আনিটা। ফোনটা নামিয়ে রাখো। এক্ষুণি। কিছুদিন আমাদের মধ্যে কোনো রকম যোগাযোগ থাকবে না।”

“কিন্তু...”

“চিঠি লেখো। কি হচ্ছে না হচ্ছে আমাকে জানিও।” এরপরই লাইনটা কেটে গেলো।

“খুব চালাক,” বললো সালান্ডার।

১১টা বাজার কিছু আগে হোটেলে ফিরে এলো তারা। ফ্রন্ট ডেস্কের ম্যানেজার অস্ট্রেলিয়ার পরবর্তী ফ্লাইট রিজার্ভ করতে বেশ সাহায্য করলো তাদের। তাদের প্লেনটা পরদিন সকাল ৭:০৫-এ ছাড়বে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের উদ্দেশ্যে। মাঝে যাত্রাবিরতি করবে সিঙ্গাপুরে।

এটা সালান্ডারের প্রথম লন্ডন সফর। হাটতে হাটতে হোটেল থেকে একটু দূরে ওল্ড কম্পটন স্ট্রটের একটা ক্যাফে গিয়ে বসলো তারা। ৩টার দিকে আবার ফিরে এলো হোটেলে লাগেজ গোছগাছ করতে। ব্লমকোভিস্ট হোটেলের বিল পরিশোধ করার সময় সালান্ডার মোবাইল ফোনটা চালু করে একটা টেক্সট মেসেজ পড়তে শুরু করলো।

“আরমানস্কি বলছে তাকে এক্ষুণি ফোন করতে।”

“লবি থেকে একটা ফোন ব্যবহার করলো সে। তার থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ব্লমকোভিস্ট দেখতে পেলো মেয়েটার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো মুহূর্তে। সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে চলে এলো মিকাইল।

“কি হয়েছে?”

“আমার মা মারা গেছে। আমাকে এক্ষুণি সুইডেনে ফিরে যেতে হবে।”

সালান্ডারকে এতোটাই বিষন্ন দেখালো যে তার কাঁধে হাত রেখে তাকে সান্ত না দিলো ব্লমকোভিস্ট। কিন্তু তার হাতটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো সে।

হোটেলের বারে গিয়ে তারা বসলো। ব্লমকোভিস্ট যখন বললো অস্ট্রেলিয়া সফর বাতিল করে দিয়ে সেও তার সাথে সুইডেনে ফিরে যাবে তখন সে মাথা দুলিয়ে না করলো।

"না," বললো সে। "আমরা আমাদের কাজটার বারোটা বাজাতে পারি না। তুমি একাই যাও সেখানে।"

হোটেলের বাইরে এসে তারা দু'জন দু'দিকে পাড়ি দিলো।

অধ্যায় ২৬

মঙ্গলবার, জুলাই ১৫–বৃহস্পতিবার, জুলাই ১৭

ব্লমকোভিস্ট মেলবোর্নে নেমেই অ্যালিস স্প্রিংসে রওনা হয়ে গেলো। স্প্রিংসে পৌছে গন্তব্যের বাকি ২৫০ মাইল ট্যাক্সিতে ক'রে পাড়ি দিলো সে।

জশুয়া নামের এক অজ্ঞাত লোক তার জন্য একটি এনভেলপ রেখে গিয়েছিলো মেলবোর্ন বিমানবন্দরে। সম্ভবত লোকটা প্লেগ কিংবা ট্রিনিটির রহস্যময় আর্ন্তজাতিক নেটওয়ার্কের কেউ হবে।

যে নাম্বারে আনিটা ফোন করেছিলো সেটা কোচরান ফার্ম নামের একটি এলাকার। একটি বিশাল ভেড়ার খামার। ইন্টারনেট থেকে এ সংক্রান্ত একটি আর্টিকেলও ছিলো সেই এনভেলপে।

অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখের মতো, তার মধ্যে ভেড়ার খামারি আছে আনুমানিক ৫৩০০০। মোট ভেড়ার সংখ্যা ১২০ কোটির মতো। বছরে উলের রপ্তানী হয় ৩.৫ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ। ৭০০ মিলিয়ন টন ভেড়ার মাংসও রপ্তানী করে দেশটি, সেইসাথে ভেড়ার চামড়া। মাংস আর উল উৎপাদন সেই দেশের উল্লেখযোগ্য রপ্তানী খাত...

কোচরান ফার্মটি ১৮৯১ সালে প্রতিষ্ঠা করে জেরেমি কোচরান নামের এক ভদ্রলোক। এটি অস্ট্রেলিয়ার পঞ্চম বৃহত্তম কৃষিজখামার। প্রায় ৬০০০০ মেরিনো ভেড়া আছে তাদের (যাদের লোম থেকে ভালো মানের উল তৈরি করা হয়)। খামারে গরু, শূকর আর মুরগিও লালন পালন করা হয়। আমেরিকা, জাপান, চায়না আর ইউরোপে রপ্তানী করে থাকে কোচরান ফার্ম।

ব্যক্তিত্বের জীবনীটা আরো দারুণ।

১৯৭২ সালে ফার্মটি রেমন্ড কোচরান থেকে স্পেন্সার কোচরানের কাছে হস্তান্তর করা হয়। স্পেন্সার কোচরান অক্সফোর্ড গ্র্যাজুয়েট। ১৯৯৪ সালে তিনি মারা যান। বর্তমানে এটি দেখাশোনা করেন তার বিধবা স্ত্রী। কোচরান ফার্মের ওয়েবসাইট থেকে মহিলার একটি ছবি ডাউন লোড করা হয়েছে, তবে ছবিটা অস্পষ্ট আর নীচু মানের রেজুলেশনের। ছোটো করে কাটা সোনালি চুলের মহিলা ভেড়া কোলে নিয়ে ছবি তুলেছে। ভেড়ার শরীরের আড়ালে তার অর্ধেক মুখ ঢাকা।

জশুয়ার নোট অনুযায়ী মহিলা ১৯৭১ সালে স্পেন্সারকে বিয়ে করেছেন।

তার নাম আনিটা কোচরান।

রাতের বেলাটা ওয়ানাডো নামের ছোট্ট একটি শহরের এক পাবে থামলো

ব্লমকোভিস্ট। স্থানীয় কিছু লোকজনের সাথে বসে ভেড়ার মাংস আর মদ পান করলো সে, স্থানীয়রা তাকে 'মেট' নামে ডাকলো।

রাতে বিছানায় শুতে যাবার আগে নিউইয়র্কে অবস্থানরত এরিকা বার্গারকে ফোন করলো সে।

"আমি খুব দুঃখিত, রিকি, অনেক ব্যস্ত ছিলাম তাই তোমাকে ফোন করতে পারি নি।"

"এসব কি হচ্ছে, মিক?" রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়লো সে। "ক্রিস্টার আমাকে ফোন করে জানালো মার্টিন ভ্যাঙ্গার নাকি দুর্ঘটনায় মারা গেছে।"

"লম্বা কাহিনী।"

"তুমি আমার ফোন ধরছো না কেন? আমি পাগলের মতো তেমাকে ফোন করে যাচ্ছি এ ক'দিন।"

"এখানে আমার ফোনটা কাজ করবে না।"

"এখানে মানে কোন্খানে?"

"এখন আমি আছি অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন থেকে আড়াইশ' মাইল দূরের এক শহরে।"

মিকাইল এইমধ্যে এরিকাকে অবাক করতে সক্ষম হয়েছে কিন্তু এ কথা শোনার পর টানা কয়েক সেকেন্ড চুপ মেরে রইলো সে।

"তুমি ওখানে কি করছো? আমি কি সেটা জানতে পারি?"

"আমি আমার কাজটা শেষ করতে এসেছি। কয়েক দিনের মধ্যে ফিরে আসছি। তোমাকে শুধু এটুকু জানাতে চাচ্ছি যে হেনরিকের কাছ থেকে যে কাজটা নিয়েছিলাম সেটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।"

পরের দিন দুপুরে কোচরানে এসে পৌঁছালো সে। ওখান থেকে জানতে পারলো আনিটার ভেড়ার খামারটা আরো পচাত্তর মাইল পশ্চিমে মাকাওয়াকা নামক একটি এলাকায় অবস্থিত।

মাকাওয়াকার একটি ভেড়ার খামারে পৌঁছে এক লোককে আনিটা কোচরানের কথা জিজ্ঞেস করতে সে জানালো তাদের বস্ আরো আঠারো মাইল ভেতরে একটি খামারে আছে এখন। সেই লোকটা জিপে করে সেখানেই যাচ্ছে সুতরাং ব্লমকোভিস্ট তার জিপে উঠে গেলো।

জেফ নামের সেই লোকটাকে ধন্যবাদ জানালো মিকাইল। জানতে পারলো সে এখানকার খামারের ম্যানেজার। জিপ চলতে চলতে তাদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হলো, আর তা থেকে ব্লমকোভিস্ট জানতে পারলো এরা খামারকে স্টেশন নামে ডাকে।

"আমি যতোটুকু শুনেছি কোচরান খামারটি অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম বৃহৎ খামার।"

"অস্ট্রেলিয়াতে আমরাই সবচাইতে বড় খামার," গর্বভরা কণ্ঠে বললো জেফ।

তারা দুটো পাহাড়ের মাঝখানে সংকীর্ণ একটি জায়গায় এসে পড়তেই গুলির শব্দ শুনতে পেলো ব্লমকোভিস্ট। সামনেই দেখতে পেলো অসংখ্য মৃত ভেড়া স্তুপ ক'রে রাখা হয়েছে। কয়েক জন লোকের হাতে রাইফেল। ভেড়াগুলো গুলি করে মারা হচ্ছে এখানে।

তার মনে পড়ে গেলো বাইবেলে ভেড়া বলি দেবার কথাগুলো।

এরপরই সে দেখতে পেলো ছোটো করে ছাটা সোনালি চুলের এক মহিলাকে, জিন্স আর লাল-সাদা চেক শার্ট পরে আছে সে। জেফ তার জিপটা মহিলার কাছে নিয়ে থামালো।

"হাই, বস। আমাদের এখানে একজন টুরিস্ট এসেছে," বললো সে।

জিপ থেকে নেমে মহিলার দিকে তাকালো ব্লমকোভিস্ট। মহিলাও তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

"হাই, হ্যারিয়েট। অনেক দিন পর আপনাকে দেখলাম," কথাটা সে সুইডিশ ভাষায় বললো।

আনিটা কোচরানের খামারে কাজ করা কোনো লোকই তার এ কথাটার অর্থ বুঝতে পারলো না। তবে সবাই মহিলার প্রতিক্রিয়া দেখতে পেয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। একটু পিছিয়ে গেলো আনিটা। একেবারে হতবুদ্ধিকর দেখাচ্ছে তাকে। আশেপাশে যেসব কর্মচারি হাসি ঠাট্টা করছিলো তারা চুপ মেরে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। কয়েকজন তাদের দিকে এগিয়েও আসতে লাগলো। জেফের বন্ধুভাবাপন্ন মনোভাব পাল্টে গেলো মুহূর্তে। সে অনেকটা তেড়েই এলো ব্লমকোভিস্টের দিকে।

ব্লমকোভিস্ট ভালো করেই জানে সে একেবারে নাজুক অবস্থায় আছে। আনিটার মুখ থেকে একটা শব্দ বের হলেই তার প্রাণবায়ু চলে যাবে।

তবে এই কঠিন মুহূর্তটার অবসান হলো যখন হাত তুলে তার লোকজনদেরকে অভয় দিলো আনিটা কোচরান। লোকগুলো এবার পিছু হটে গেলো। ব্লমকোভিস্টের আরো কাছে এসে তার চোখের দিকে তাকালো মহিলা। তার মুখে ঘাম আর ধুলোবালি লেগে আছে। সোনালি চুলগুলোর গোড়া কালচে দেখাচ্ছে সামনে থেকে। বয়স হয়ে গেছে তাই মুখে বলিরেখা পড়েছে তবে যৌবনের সৌন্দর্য এখনও অনেকটা অম্লান।

"আপনার সাথে কি আমার আগে থেকে পরিচয় ছিলো?" জানতে চাইলো মহিলা।

"হ্যা। ছিলো। আমি মিকাইল ব্লমকোভিস্ট। আমার বয়স যখন তিন বছর তখন এক গ্রীষ্মে আপনি আমার বেবিসিটার ছিলেন। তখন আপনার বয়স বারো কি তেরো হবে।"

তার হতবুদ্ধিকর অভিব্যক্তিটা পরিস্কার হতে কয়েক সেকেন্ড লেগে গেলো, তারপরই দেখতে পেলো মহিলা স্মরণ করতে পারছে। খুব অবাক দেখাচ্ছে তাকে।

"তুমি কি চাও?"

"হ্যারিয়েট, আমি আপনার শত্রু নই। আপনাকে সমস্যায় ফেলার জন্য আমি এখানে আসি নি। তবে আপনার সাথে আমার কথা বলার দরকার আছে।"

জেফের দিকে ফিরলো সে, তাকে বললো ফার্মটা তদারকি করতে, এরপর ব্লমকোভিস্টকে তার সাথে আসার জন্য ইশারা করলো। কয়েকশ' ফিট দূরে গাছের নীচে একটা সাদা তাবুর দিকে এগিয়ে গেলো তারা দু'জনে। ওখানে একটা চেয়ারে তাকে বসতে দিয়ে তাবুর ভেতর থেকে হাতমুখ ধুয়ে জামা পাল্টিয়ে দুটো বিয়ার নিয়ে ফিরে এলো হ্যারিয়েট।

"তাহলে কথা বলো।"

"ভেড়াগুলো গুলি করে মারছেন কেন?"

"সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। বেশিরভাগ ভেড়াই ভালো আছে কিন্তু মহামারির ঝুঁকি নিতে পারি না আমরা। সামনের সপ্তাহে ছয়শ'র মতো ভেড়া মেরে ফেলা হবে। সুতরাং বুঝতেই পারছো আমার মনমেজাজ ভালো নেই।"

ব্লমকোভিস্ট বললো : "আপনার ভাই কয়েক দিন আগে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছে। সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হয়েছে মনে হয়।"

"খবরটা আমি শুনেছি।"

"আনিটার কাছ থেকে। সে-ই আপনাকে ফোন করেছিলো।"

অনেকক্ষণ ধরে তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো সে। তারপর মাথা নেড়ে সায় দিলো, বুঝতে পারছে অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই।

"তুমি কিভাবে জানলে?"

"আমরা আনিটার ফোন ট্যাপ করেছিলাম।" মিথ্যে বলার কোনো কারণ আছে বলে মনে করলো না ব্লমকোভিস্ট। "আপনার ভাই মারা যাবার কয়েক মিনিট আগে আমার সাথে দেখা হয়েছিলো।"

হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার বেশ অবাক হলো কথাটা শুনে। এরপর মিকাইল তার গলা থেকে দেখতে হাস্যকর একটা মাফলার খুলে শার্টের কলার সরিয়ে গলায় ফাঁস দেবার দাগটা দেখালো তাকে। এখনও বেশ লালচে হয়ে আছে। সম্ভবত এই দাগটা থেকেই যাবে। তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে মার্টিন ভ্যাঙ্গারের কথা।

"আপনার ভাই আমাকে একটা হুকের সাথে ঝুলিয়ে ফেলেছিলো কিন্তু

ঈশ্বরের কৃপায় ঠিক সময় আমার পার্টনার চলে আসাতে আমি বেঁচে গেছি।”

হ্যারিয়েটের চোখ দুটো হঠাৎ করে জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো।

“আমার মনে হয় শুরু থেকে পুরো গল্পটা তোমার বলা উচিত।”

এক ঘণ্টার মতো লেগে গেলো। নিজের পরিচয় আর কি নিয়ে কাজ করছে সব বললো হ্যারিয়েটকে। হেনরিক ভ্যাঙ্গার তাকে যে অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়েছে সেটাও বিস্তারিত বললো। পুলিশের তদন্ত কিভাবে মুখ থুবরে পড়েছিলো সেটাও জানালো তাকে। শেষে জানালো তার বন্ধুদের সাথে ইয়ার্নভাগসগাটানে তোলা একটা ছবি থেকে কিভাবে সূত্রটা পেয়েছে সে।

কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা হয়ে এলো। লোকজন কাজ শেষে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। চারপাশে আগুন জ্বালানো শুরু হয়ে গেলো। ব্লমকোভিস্ট লক্ষ্য করলো জেফ তার বসের সাথেই থেকে গেলো। তার দিকে কড়া নজর রাখছে সে। কুক তাদের জন্য ডিনার পরিবেশন করলো। ডিনার শেষে আবারো বিয়ার পান করলো তারা। তার সব কথা বলা শেষ হলে হ্যারিয়েট দীর্ঘক্ষণ কোনো কথা বললো না। উদাস হয়ে চুপ মেরে থাকলো।

অবশেষে মুখ খুললো সে : “আমার বাবা যে মারা গেছিলো তাতে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। বর্বরতার সমাপ্তি ঘটেছিলো বলতে পারো। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও কখনও ভাবি নি মার্টিন...তার মৃত্যুতে আমি খুশিই হয়েছি।”

“আমিও সেটা বুঝতে পারছি।”

“কিন্তু তোমার গল্প শুনে তো বুঝতে পারছি না আমি যে বেঁচে আছি সেটা কিভাবে জানতে পারলে তুমি।”

“কি ঘটেছে সেটা যখন জানতে পারলাম তখন বাকিটা বুঝে নিতে খুব একটা কষ্ট করতে হয় নি। উধাও হয়ে যাবার জন্য আপনার সাহায্যের দরকার ছিলো। আনিটা ছিলো আপনার ঘণিষ্ঠ বান্ধবী। একমাত্র তাকেই আপনি বিশ্বাস করতেন। তার সাথেই গ্রীষ্মকালটা কাটিয়েছেন। আপনার বাবার কেবিনেও তার সাথে কিছুদিন থেকেছেন। কারো কাছে যদি আপনি সব বলে থাকেন সেটা একমাত্র আনিটা ছাড়া আর কেউ না। তাছাড়া আনিটা সেই সময় তার ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়েছিলো হাতে।”

দুর্বোধ্য অভিব্যক্তি নিয়ে তার দিকে তাকালো হ্যারিয়েট।

“তো এখন তো তুমি জেনে গেছো আমি জীবিত। এবার তুমি কি করবে?”

“হেনরিককে এটা বলতে হবে। তার এটা জানা দরকার।”

“তারপর? তুমি তো আবার সাংবাদিক।”

“আপনার পরিচয় ফাঁস করার কথা আমি ভাবছি না। ইতিমধ্যেই আমি

আমার পেশাগত জীবনে অনেক নিয়ম লজ্ঘন ক'রে ফেলেছি। আমি যদি আপনার ব্যাপারে কিছু করি তো সাংবাদিক সমাজ আমাকে বহিষ্কার করে ছাড়বে।" ব্যাপারটা হালকা করার চেষ্টা করলো সে। "আপনার কথা ফাঁস করে আমার কোনো লাভও হবে না। তাছাড়া আমি আমার পুরনো বেবিসিটারকে মোটেও ক্ষ্যাপাতে চাইবো না।"

কথাটা শুনে মোটেও খুশি হলো না সে।

"এই সত্যটা কতোজন লোক জানে?"

"আপনি যে বেঁচে আছেন সেটা? এখন পর্যন্ত আপনি, আমি, আনিটা আর আমার পার্টনার। হেনরিকের লইয়ার অনেক কিছুই জানে তবে সে এখনও মনে করে আপনি মারা গেছেন।"

মনে হলো হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার কিছু ভাবছে। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে মহিলা। একটা অস্বস্তি পেয়ে বসলো তাকে। সে ভালো করেই জানে কতোটা নাজুক অবস্থায় আছে সে। হ্যারিয়েটের নিজের রাইফেলটা তিন-চার কদম দূরে একটা ক্যাম্প খাটের উপর রাখা আছে। মাথা ঝাঁকিয়ে এ চিন্তাটা বাদ দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে কথা বলতে শুরু করলো সে।

"কিন্তু এতো দূর অস্ট্রেলিয়াতে এসে একজন ভেড়ার খামারি হলেন কিভাবে? আমি জানি আনিটা আপনাকে হেডেবি থেকে অন্য জায়গা সরে যেতে সাহায্য করেছে, সম্ভবত পরদিন বৃজটা চালু হলে তার গাড়ির বুটের ভেতর লুকিয়ে কাজটা করেছে সে।"

"আসলে আমি পেছনের সিটের ফ্লোরে একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম। কেউ তার গাড়িটা চেক ক'রে দেখে নি। আনিটা আইল্যান্ডে আসতেই আমি তাকে বলি যে আমাকে পালাতে হবে। তোমার কথাই ঠিক, তাকে আমি সব বলেছিলাম। সে আমাকে পালাতে সাহায্য করে, আর এতোগুলো বছর পরও সে আমার সবচাইতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েই আছে।"

"অস্ট্রেলিয়ায় কেন এলেন?"

"কয়েক সপ্তাহ আমি আনিটার স্টকহোমের বাড়িতে ছিলাম। আনিটার নিজের টাকা-পয়সা ছিলো, সেখান থেকে আমাকে উদারভাবে ধার দেয়। তার পাসপোর্টটা পর্যন্ত আমাকে দিয়েছিলো সে। আমরা দেখতে প্রায় একই রকম। আমাকে শুধু চুলের রঙ পাল্টাতে হয়েছে। চার বছর আমি ইটালির এক কনভেন্টে থাকি–আমি কোনো নান ছিলাম না। ওখানকার অনেক কনভেন্ট আছে যেখানে আপনি খুব সস্তায় রুম ভাড়া করে থাকতে পারবেন। এরপর আমার সাথে স্পেন্সার কোচরানের পরিচয় হয়। আমার থেকে কয়েক বছরের বড় ছিলো সে। ইংল্যান্ড থেকে ডিগ্রি শেষ করে সারা ইউরোপ ঘুরে বেড়াচ্ছিলো তখন। আমরা একে অপরের প্রেমে পড়ে গেলাম। আমি 'আনিটা' ভ্যাঙ্গার নামে তাকে বিয়ে

করলাম ১৯৭১ সালে। খুবই চমৎকার এক লোক ছিলো সে। দুঃখের বিষয় হলো আট বছর আগে মারা গেছে আমার স্বামী। তার মৃত্যুর পরই আমি এই ফার্মের মালিক হয়ে যাই।"

"কিন্তু আপনার পাসপোর্ট–নিশ্চয় কেউ না কেউ জেনে গিয়েছিলো দু দু'জন আনিটা ভ্যাঙ্গার আছে?"

"না। কেন জানবে? আনিটা ভ্যাঙ্গার নামের এক সুইডিশ মেয়ে বিয়ে করেছে স্পেন্সার কোচরান নামের একজনকে। সে লন্ডন নাকি অস্ট্রেলিয়ায় থাকে তাতে কিছু যায় আসে না। লন্ডনে যে আনিটা থেকে সে হলো স্পেন্সার কোচারনের সাজানো স্ত্রী। কাগজের বউ আর কি। আর অস্ট্রেলিয়ায় যে থাকে সে হলো তার আসল স্ত্রী। লন্ডন আর ক্যানবেরার কম্পিউটার ফাইলে তারা ম্যাচ করবে না। তাছাড়া অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আমি আমার বিবাহিত নামে একটি পাসপোর্ট পেয়ে যাই। সবই ঠিকঠাক মতো চলেছে। তবে আনিটা বিয়ে করলে হয়তো সমস্যা তৈরি হতো। আমার বিয়েটা সুইডিশ ন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন ফাইলে রেজিস্টার করা ছিলো।"

"কিন্তু আনিটা কখনও বিয়ে করে নি।"

"সে বলে মনের মতো কাউকে নাকি পায় নি। তবে আমি জানি এটা সে আমার জন্যে করে নি। আমার সত্যিকারের বন্ধু সে।"

"ঐদিন সে আপনার ঘরে কি করছিলো?"

"ঐ দিন আমি খুব একটা যৌক্তিক আচরণ করি নি। মার্টিনকে আমি ভয় পেতাম, কিন্তু সে যতোক্ষণ উপসালায় ছিলো আমি পুরো ব্যাপারটা মাথা থেকে দূরে রাখতাম। এরপর সে হেডেস্টাডে চলে এলে বুঝতে পারলাম আমি আর বাকি জীবনে নিরাপদ থাকতে পারবো না। হেনরিক আঙ্কেলকে আমি বার বার বলার চেষ্টা করেছি পারি নি, পালিয়ে যাবার কথাও ভেবেছি। যখন দেখলাম হেনরিক আমার কথা শোনার মতো সময় বের করতে পারছে না তখন আমি গ্রামের মধ্যে অস্থিরভাবে ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম। অবশ্য আমি জানতাম বৃজের ঘটনাটি নিয়ে সবাই ব্যস্ত, এখানে আর কোনো বিষয় নিয়ে কেউ আলোচনা করার মেজাজে নেই। কিন্তু আমার জন্য ব্যাপারটা খুব জরুরি ছিলো। আমি আমার নিজের সমস্যা নিয়ে চিন্তিত, দুর্ঘটনার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবার কোনো সুযোগ পর্যন্ত ছিলো না। আমার কাছে সবকিছু অবাস্তব মনে হচ্ছিলো। এরপরই আমি আনিটার কটেজে চলে যাই। তখনই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। তার সাথেই আমি ছিলাম। বাইরে আর বের হই নি। তবে একটা জিনিস আমার সঙ্গে করে নেবার দরকার ছিলো–যা ঘটেছে সবই একটা ডায়রিতে লিখে রেখেছিলাম। সেটা আর কিছু জামাকাপড় সঙ্গে নিতে হবে। আনিটা ওগুলো আমার জন্যে এনে দেয়।"

"আমার ধারণা আপনার ঘরে গিয়ে জ্যানলা দিয়ে বাইরের দুর্ঘটনার দৃশ্য দেখার লোভ সামলাতে পারে নি সে।" একটু ভাবলো ব্লমকোভিস্ট। "আমি বুঝতে পারছি না আপনি হেনরিকের কাছে কেন গেলেন না, আপনি তো তাকে সব বলতে চেয়েছিলেন।"

"কেন যাই নি ব'লে মনে করো?"

"আমি আসলেই জানি না। হেনরিক অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করতো। মার্টিনকে সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে দেয়া হতো। সম্ভবত অস্ট্রেলিয়া কিংবা এমন কোনো জায়গায় পাঠিয়ে দেয়া হতো যেখানে থেরাপি আর ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করা যেতো।"

"তুমি বুঝতে পারছো না কি ঘটেছিলো।"

এই মুহূর্ত পর্যন্ত ব্লমকোভিস্ট কেবল গটফ্রিড কর্তৃক মার্টিনকে বলাৎকার করার কথাই বলেছে, এতে যে হ্যারিয়েটও শিকার হয়েছিলো সেটা বলে নি।

"গটফ্রিড মার্টিনকে বলাৎকার করতো," সতর্কতার সাথে বললো সে। "আমার সন্দেহ সে আপনার সাথেও ঐ কাজ করতো।"

হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার স্থির হয়ে বসে রইলো। তারপর গভীর করে নিঃশ্বাস নিয়ে দু'হাতে নিজের মুখ ঢেকে রাখলো সে। কিছুক্ষণ পরই জেফ এসে তার কাছে জানতে চাইলো কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা। হ্যারিয়েট তার দিকে তাকিয়ে মলিন হাসি দিলো। এরপর ব্লমকোভিস্টকে অবাক করে দিয়ে সে তার খামারের ম্যানেজারকে জড়িয়ে ধরে তার গালে চুমু খেলো সবার সামনে।

"জেফ, এ হলো মাইকেল, আমার বহু পুরনো....এক বন্ধু। সে সমস্যা আর দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে। তবে আমরা এই মেসেঞ্জারকে গুলি ক'রে মারবো না। মিকাইল, এ হলো জেফ কোচরান, আমার বড় ছেলে। আমার আরো একটা ছেলে আর মেয়ে আছে।"

উঠে দাঁড়িয়ে জেফের সাথে করমর্দন করলো ব্লমকোভিস্ট। বললো দুঃসংবাদ নিয়ে এসে তার মাকে আপসেট করার জন্যে সে যারপরনাই দুঃখিত। হ্যারিয়েট ছেলের কানে কানে কি যেনো বলে তাকে পাঠিয়ে দিলো অন্য কোথাও। চেয়ারে বসে পড়লো সে। মনে হলো একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

"আর কোনো মিথ্যে নয়। মেনে নিচ্ছি সব মিটে গেছে। সত্যি বলতে কি, আমি সেই ১৯৬৬ সাল থেকেই অপেক্ষা করে আসছি। বছরের পর বছর ধরে আমি এই আশংকায় ছিলাম যে কোনদিন বুঝি কেউ এসে আমার নাম ধরে ডাকবে। কিন্তু তুমি জানো কিনা জানি না, হঠাৎ করেই আর এসব নিয়ে মাথা ঘামানো বাদ দিয়ে দিলাম। আমার অপরাধ ভিন কোনো দেশে সংঘটিত হয়েছে। তাছাড়া লোকজন আমার সম্পর্কে কি ভাবলো না ভাবলো সেটা নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যাথা নেই।"

"অপরাধ?" বললো মিকাইল।

তার দিকে অবাক হয়ে তাকালো হ্যারিয়েট। ব্লমকোভিস্ট তারপরও বুঝতে পারলো না মহিলা কি বলছে এসব।

"আমার বয়স ছিলো মাত্র ষোলো। খুব ভয়ে ছিলাম। লজ্জিত ছিলাম। মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম আমি। একাকী এক মেয়ে। চারপাশে কেউ নেই। সত্যটা কেবল আনিটা আর মার্টিন জানতো। আনিটাকে আমি যৌন নিপীড়নের কথা বলেছিলাম কিন্তু আমার বাবা যে একজন উন্মাদগ্রস্ত সিরিয়াল কিলার সেটা বলার সাহস পাই নি। আনিটার পক্ষে সেগুলো জানাও সম্ভব ছিলো না। তবে আমি যে অপরাধটি করেছিলাম সেটা আনিটাকে বলেছিলাম। আমি এ নিয়ে এতোটাই ভয় পেয়ে গেছিলাম যে হেনরিককে সেটা বলতে পারি নি। ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছি যাতে তিনি আমার অপরাধ মার্জনা করেন। এ কারণেই একটা কনভেন্টে কয়েক বছর নিভৃতে কাটিয়ে দিয়েছিলাম।"

"হ্যারিয়েট, আপনার বাবা একজন ধর্ষণকারী আর খুনি। এতে তো আপনার কোনো দোষ নেই।'

"আমি সেটা জানি। বছরখানেক ধরে আমার বাবা আমাকে বলাৎকার করে গেছে। এ থেকে নিষ্কৃতি পেতে আমি সবই করেছি...কিন্তু লোকটা আমার বাবা ছিলো। আমি ছিলাম নিরুপায়। তাই মিথ্যে বলতাম, ভান করতাম সব ঠিক আছে। সে যেমন চাইতো তেমনই করতাম। আমার মা জানতো সে কি করছে আমাদের সাথে। কিন্তু সে এ নিয়ে মাথা ঘামায় নি।"

"ইসাবেলা জানতেন?"

হ্যারিয়েটের কণ্ঠটা আরো কর্কশ হয়ে উঠলো।

"অবশ্যই সে জানতো। আমাদের পরিবারের কোনো কিছু তার অগোচরে হয় না। কিন্তু অপ্রীতিকর এবং বদনাম রটতে পারে এরকম কিছু এড়িয়ে যেতো সে। আমার বাবা যদি তার চোখের সামনেও আমাকে ধর্ষণ করতো না দেখার ভান করতো সে। আমার কিংবা তার জীবনে বাজে কিছু ঘটছে এটা স্বীকার করার মতো মনমানসিকতা তার ছিলো না।"

"তার সাথে আমার দেখা হয়েছিলো। আপনাদের পরিবারে সে আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব নয়।"

"আজীবন সে এরকমই থেকে গেছে। মাঝেমধ্যেই আমি আমার বাবা-মা'র সম্পর্কটা নিয়ে ভাবি। বুঝতে পারি তারা হয়তো আমার জন্মের পর খুব কমই সেক্স করেছে, কিংবা আদৌ করে নি। আমার বাবার জীবনে অবশ্য অনেক নারী ছিলো, তবে অদ্ভুত এক কারণে ইসাবেলাকে সে ভয় পেতো। তার কাছ থেকে সব সময় দূরে থাকতো, কিন্তু ডিভোর্স করার সাহস ছিলো না।"

"ভ্যাঙ্গার পরিবারের কেউই ডিভোর্স নেয় না।"

প্রথমবারের মতো হেসে ফেললো হ্যারিয়েট।

"তা ঠিক বলেছো। তবে আসল কথা হলো আমি এসব কথা বলতে পারি নি। সারা দুনিয়া জেনে যেতো। আমার স্কুলের সহপাঠী আর আত্মীয়স্বজনরা..."

"হ্যারিয়েট, আমি দুঃখিত।"

"আমার বয়স যখন চৌদ্দ তখনই আমাকে প্রথমবারের মতো ধর্ষণ করে। এরপরের বছর আমাকে নিজের কেবিনে নিয়ে যেতো। অনেক সময় তার সাথে মার্টিনও থাকতো। সে আমাদের দু'জনকেই বাধ্য করতো তার সাথে ওসব করার জন্য। মার্টিনের সাথে ওসব করার সময়...সে আমার হাত ধরে রাখতো। আমার বাবা মারার যাবার পর তার ভূমিকা নিয়ে নিলো মার্টিন। সে আমাকে তার প্রেমিকা হিসেবে দেখতে চাইলো। তার অধীনস্ত হওয়াটা যেনো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই মনে করতো সে। ঐ সময়টাতে আমার আর কোনো উপায় ছিলো না। মার্টিন যা বলতো সেটা করতে বাধ্য হতাম আমি। একজনের হাত থেকে মুক্ত হয়ে আরেকজনের হাতে গিয়ে পড়লাম। শুধু চেষ্টা করতাম তার সাথে যেনো একা না থাকি।"

"হেনরিক হয়তো..."

"তুমি এখনও বুঝতে পারছো না।"

কণ্ঠটা একটু চড়া করলো হ্যারিয়েট। ব্লমকোভিস্ট দেখতে পেলো মহিলার কথা শুনে আশপাশের তাবু থেকে অনেক লোক বেরিয়ে এসে তাদের দিকে চেয়ে আছে। মহিলা কণ্ঠটা নামিয়ে তার দিকে ঝুঁকে এলো।

"টেবিলের উপর সবগুলো কার্ডই আছে। বাকিটা তোমাকে বের করে নিতে হবে।"

উঠে দাঁড়ালো হ্যারিয়েট। তারপর আরো কিছু বিয়ার নিয়ে ফিরে এলো। মিকাইল শুধু একটা কথাই বললো তাকে।

"গটফ্রিড।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো হ্যারিয়েট।

"১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসের ৭ তারিখে আমার বাবা আমাকে জোর করে তার কেবিনে নিয়ে যায়। হেনরিক তখন দেশের বাইরে। আমার বাবা মদ খেয়ে আমার সাথে জোড়াজুড়ি করার চেষ্টা করলো। কিন্তু না পেরে উন্মত্ত হয়ে উঠলো একেবারে। আমি যখন তার সাথে একা থাকতাম তখন সে খুব হিংস্র আর বাজে ব্যবহার করতো। তবে ঐদিন সীমা লঙ্ঘন করে ফেললো। প্রশ্রাব করলো আমার উপর। তারপর বলতে লাগলো আমার সাথে কি করবে। যেসব মহিলাকে খুন করেছিলো তাদের কথা বলছিলো আমায়। নিজের কৃতিত্বের কথা জাহির করছিলো মদ্যপ হয়ে। বাইবেল থেকে উদ্ধৃত করছিলো। এটা চললো প্রায় এক ঘণ্টা ধরে। সে কি বলছে তার অর্ধেকও আমি বুঝতে পারি নি তখন। তবে এটুকু বুঝতে পারছিলাম সে ভয়ানক অসুস্থ এক লোক।"

এক ঢোক বিয়ার পান করলো হ্যারিয়েট।

"মাঝরাতের দিকে সে একেবারে উন্মত্ত হয়ে যায়। আমরা তখন মাচাঙের উপর ঘুমানোর জায়গায় ছিলাম। আমার গলায় একটা টি-শার্ট পেচিয়ে ফাঁস দেয়। আমি জ্ঞান হারাই সঙ্গে সঙ্গে। আমার বিন্দুমাত্রও ধারণা ছিলো না সে আমাকে খুন করার চেষ্টা করবে। আর তখনই প্রথমবারের মতো আমাকে পুরোপুরি ধর্ষণ করতে সক্ষম হয় সে।"

ব্লমকোভিস্টের দিকে তাকালো হ্যারিয়েট। তার চোখ যেনো কিছু একটা বলছে।

"তবে সে এতোটাই মাতাল ছিলো যে আমি তার হাত থেকে পালাতে সক্ষম হই। মাচাঙ থেকে লাফ দিয়ে দৌড় দেই। আমি ছিলাম সম্পূর্ণ নগ্ন, কোনো রকম চিন্তাভাবনা ছাড়াই ছুটতে থাকি। এক সময় পৌছে যাই নদীর তীরে জেটির কাছে। আমার পিছু পিছু টলতে টলতে এসে পড়ে সে।"

ব্লমকোভিস্টের মনে হলো এসব কথা আর শোনার দরকার নেই।

"একজন বৃদ্ধ মাতালকে পানিতে ফেলে দেবার মতো শক্তি আমার ছিলো। একটা বৈঠা দিয়ে তাকে অনেকক্ষণ পানিতে ডুবিয়ে রাখতে সক্ষম হই। খুব বেশি সময় লাগেনি মরে যেতে।"

মহিলা যখন থামলো বরফ শীতল নীরবতা নেমে এলো।

"তাকিয়ে দেখি কাছেই মার্টিন দাঁড়িয়ে আছে। তাকে একই সাথে ভয়ার্ত আর হাসি হাসি মুখে দেখা যাচ্ছিলো। আমি জানি না কতোক্ষণ কেবিনের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের উপর নজর রাখছিলো সে। সেই মুহূর্ত থেকে আমি তার দয়ার উপর বেঁচে থাকলাম। কাছে এসে আমার চুল মুঠোয় ধরে টানতে টানতে আবার কেবিনে নিয়ে গেলো–গটফ্রিডের বিছানায়। আমাদের বাবা যখন পানিতে ভাসছে তখন সে আমার হাত-পা বেধে আমাকে ধর্ষণ করতে লাগলো। আমি বিন্দুমাত্র প্রতিরোধও তৈরি করতে পারি নি।"

চোখ বন্ধ করে ফেললো ব্লমকোভিস্ট। নিজের কাছেই খুব লজ্জিত লাগছে তার, ইচ্ছে করছে হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গারকে দু'দণ্ড শান্তি দেবার জন্য এক্ষুণি চলে যেতে। তবে তার কণ্ঠে যেনো নতুন শক্তির দেখা মিললো এবার।

"সেদিন থেকে আমি তার অধীনে চলে গেলাম। সে যা বলতো আমি তাই করতাম। আমাকে কেবল বাঁচাতে পারলো ইসাবেলা–অথবা আমার আঙ্কেল হেনরিক। ইসাবেলা সিদ্ধান্ত নিলো মার্টিনকে উপসালায় গিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। এর কারণ সে বুঝতে পেরেছিলো আমার সাথে মার্টিন কি করছে। এটা ছিলো সমস্যা সমাধানে তার নিজস্ব পদ্ধতি। মার্টিন খুব হতাশ হয়েছিলো। এরপর থেকে কেবল ক্রিসমাস আর ছুটিতেই বাড়িতে আসতো সে। গ্রীষ্মের ছুটিতে আনিটা চলে এলে আমি তার কাছে সব খুলে বলি। সে আমাকে আগলে রাখলো পুরোটা সময়। মার্টিন আমার ধারেকাছেও ঘেষতে পারলো না।"

"তারপর ইয়ার্নভাগসগাটানে তাকে দেখলেন।"

"আমাকে বলা হয়েছিলো সে আমাদের পরিবারের ঐ অনুষ্ঠানে থাকবে না। উপসালায়ই থেকে যাবে। তবে সে তার সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলে। আচমকাই আমি দেখতে পাই রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে আছে সে। চেয়ে আছে আমার দিকে। মুচকি মুচকি হাসছে। আমার কাছে ব্যাপারটা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হলো। আমি আমার বাবাকে খুন করেছি, বুঝতে পারলাম আমার ভায়ের হাত থেকে আর কখনও মুক্তি পাবো না। তখন পর্যন্ত আমি আত্মহত্যার কথাই ভেবেছি, তবে তা না করে আমি পালিয়ে গেলাম।" ব্লমকোভিস্টের দিকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হাসলো সে। "সত্যি কথাটা বলতে পেরে দারুণ স্বস্তি বোধ করছি। এখন তো তুমি সবই জেনে গেলে।"

অধ্যায় ২৭

শনিবার, জুলাই ২৬–সোমবার, জুলাই ২৮

লুন্ডাগাটানের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ১০টার দিকে সালান্ডারকে গাড়িতে তুলে নিলো ব্লমকোভিস্ট। তারা চলে এলো নোরা ক্রিমেটোরিয়ামে। পুরো শেষকৃত্যানুষ্ঠানের সময় তার পাশেই থাকলো সে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত যাজক আর তারা দু'জন ছাড়া অন্য কেউ সেখানে উপস্থিত ছিলো না। কিন্তু শেষকৃত্যানুষ্ঠান শুরু হতেই আরমানস্কি চলে এলো সেখানে, ব্লমকোভিস্টের দিকে ইশারা করে সালান্ডারের পেছনে এসে আস্তে করে তার কাঁধে হাত রাখলো। তার দিকে না ফিরেই সালান্ডার এমনভাবে মাথা নেড়ে সায় দিলো যেনো সে জানে হাতটা কে রেখেছে।

মা সম্পর্কে সালান্ডার কিছুই বলে নি। তবে হাসপাতালের লোকজনের কাছ থেকে জানা গেছে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে মারা গেছে মহিলা। পুরো শেষকৃত্যানুষ্ঠানে মেয়েটি কিছুই বলে নি। অনুষ্ঠান শেষ হতেই সোজা চলে গেলো। কোনো রকম ধন্যবাদ জানানো কিংবা সৌজন্যতার ধার ধারলো না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আরমানস্কি তাকালো ব্লমকোভিস্টের দিকে।

"মেয়েটার মন খুব খারাপ," বললো আরমানস্কি।

"জানি। আপনি আসাতে ভালোই হয়েছে।"

"আমি অবশ্য নিশ্চিত হতে পারছি না ভালো নাকি মন্দ হলো।"

ব্লমকোভিস্টের দিকে স্থির চোখে তাকালো আরমানস্কি।

"আপনারা দু'জন যদি এক সাথে উত্তরাঞ্চলে যান তো মেয়েটার দিকে একটু খেয়াল রাখবেন।"

আরমানস্কিকে বিদায় জানিয়ে গাড়ির কাছে চলে এলো মিকাইল। সালান্ডার গাড়ির ভেতরেই চুপচাপ বসে আছে।

তার সাথেই হেডেস্টাডে যাবে মেয়েটি, কারণ ওখানে তার মোটরসাইকেল আর মিল্টন সিকিউরিটি থেকে ধার করে আনা যন্ত্রপাতিগুলো রাখা আছে। উপসালা পর্যন্ত মেয়েটি কোনো কথা বললো না। প্রথমেই তার কাছে জানতে চাইলো অস্ট্রেলিয়া সফর কেমন হলো। আগের দিন রাতে আরলান্ডা থেকে স্টকহোমে এসে পৌঁছেছে সে। খুব বেশি ঘুমাতে পারে নি। ড্রাইভ করতে করতেই তার কাছে হ্যারিয়েটের গল্পটা বলে গেলো। টানা আধ ঘণ্টা চুপ মেরে রইলো গল্পটা শুনে।

"কুত্তি," বললো সালান্ডার।

"কে?"

"হ্যারিয়েট কুত্তি। মহিলা যদি ১৯৬৬ সালে কিছু একটা করতো তাহলে মার্টিন ভ্যাঙ্গারের পক্ষে সাইত্রিশ বছর ধরে খুনখারাবি আর ধর্ষণ করা সম্ভব হতো না। অনেক মেয়ের জীবন বেঁচে যেতো।"

"হ্যারিয়েট জানতো তার বাবা মেয়েদের খুন করতো, তবে এর সাথে যে মার্টিনও জড়িত ছিলো সেটা জানতো না। ধর্ষণকারী ভাইয়ের হাত থেকে সে পালিয়েছিলো, যে কিনা তাকে হুমকি দিতো তার কথামতো না চললে তার বাবাকে ডুবিয়ে মারার কথা সবাইকে বলে দেবে।"

"জঘন্য।"

ব্লমকোভিস্ট তাকে হেডেবিতে নামিয়ে দিলো, তাকে এখন যেতে হবে হেনরিকের সাথে দেখা করতে। সালান্ডারের কাছে জানতে চাইলো সে কি তার কটেজে অপেক্ষা করবে তার জন্য।

"তুমি কি এখানে রাতে থাকার কথা ভাবছো?" বললো সালান্ডার।

"মনে হচ্ছে থাকতে হবে।"

"তুমি কি চাও আমিও তোমার সাথে থাকি?"

গাড়ি থেকে নেমে সালান্ডারের কাঁধে হাত রাখতেই ঝটকা মেরে তার হাতটা সরিয়ে দিলো সে।

"লিসবেথ, তুমি আমার বন্ধু।"

"তুমি কি চাও আমি তোমার সাথে থাকি, নাকি অন্য কারোরর সাথে ওসব করতে চাইছো?"

তার দিকে তাকিয়ে রইলো ব্লমকোভিস্ট, তারপর গাড়িতে ফিরে গিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট করলো। জানালার কাঁচ নামিয়ে দিলো সে। মেয়েটার দুর্ব্যবহার করার কারণ খুবই স্পষ্ট।

"আমি তোমার বন্ধু হতে চাই," বললো সে। "তুমি যদি অন্য কিছু চাও তাহলে কটেজে ফিরে যাবার দরকার নেই।"

হেনরিক ভ্যাঙ্গার বসে আছে, ভালো পোশাক পরে আছে সে। ডার্চ ফ্রোডি তাকে নিয়ে ঢুকলো হাসপাতালের রুমে।

"তারা আমাকে মার্টিনের শেষকৃত্যে যোগ দেবার জন্য বাইরে যেতে দিচ্ছে।"

"ডার্চ আপনাকে কতোটুকু বলেছে?"

মেঝের দিকে চেয়ে রইলো হেনরিক।

"মার্টিন আর গটফ্রিডের কথা আমাকে বলেছে সে। কল্পনাতেও কখনও আমি এরকম কিছু ভাবি নি।"

"আমি জানি হ্যারিয়েটের কি হয়েছিলো।"

"বলো আমাকে : সে কিভাবে মারা গেলো?"

"উনি মারা যান নি। এখনও বেঁচে আছেন। আপনি চাইলে উনি আপনার সাথে দেখা করবেন। আপনার সাথে দেখা করার জন্য উনিও খুব ব্যাকুল হয়ে আছেন।"

তারা দু'জনেই মিকাইলের দিকে এমনভাবে চেয়ে রইলো যেনো এইমাত্র পুরো দুনিয়াটা উল্টে গেছে।

"উনাকে এখানে আসার জন্য অনেক বোঝাতে হয়েছে। বেশ ভালোভাবেই বেঁচে আছেন। ভালো অবস্থায়ই আছেন। হেডেস্টাডে আছেন এখন। আজ সকালে এসে পৌঁছেছেন। এক ঘণ্টার মধ্যে এখানে চলে আসবেন। আপনি যদি তার সাথে দেখা করতে চান তো দেখা করতে পারবেন।"

পুরো কাহিনীটা বলে গেলো ব্লমকোভিস্ট। ফ্রোডি কিছুই বললো না। একেবারে চুপ মেরে শুনে গেলো তার কথা। হেনরিক অবশ্য দুয়েকবার প্রশ্ন করে আরো বিস্তারিত জেনে নিতে চাইলো ঘটনাটি।

সব কথা শুনে হেনরিক চুপ মেরে বসে রইলে ব্লমকোভিস্ট ভয় পেয়ে গেলো, বৃদ্ধ এতো কিছু শুনে না আবার স্ট্রোক করে বসে। কিছুক্ষণ পর ভারি গলায় কথা বললো হেনরিক।

"বেচারি হ্যারিয়েট। একবার যদি আমার কাছে এসে সব বলতো!"

ঘড়ির দিকে তাকালো ব্লমকোভিস্ট। চারটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি।

"আপনি কি তাকে দেখতে চান? উনি ভয় পাচ্ছেন আপনি হয়তো সব শুনে তার সাথে দেখা করতে চাইবেন না।"

"ফুলগুলোর ব্যাপারটা কি বের করতে পেরেছো?" জানতে চাইলো হেনরিক।

"আসার সময় প্লেনে এ কথাটা তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আনিটা ছাড়া এই পরিবারে আর একজনকেই উনি ভালোবাসেন, আর সেটা হচ্ছেন আপনি। হ্যারিয়েটই ফুলগুলো পাঠাতেন। আমাকে বলেছেন উনি নাকি এই আশায় ফুল পাঠাতেন যাতে করে আপনি বুঝতে পারেন আপনার প্রিয় হ্যারিয়েট বেঁচে আছে। ভালো আছে। কিন্তু তার একমাত্র তথ্য পাবার চ্যানেল ছিলো আনিটা, আর সে এখানে কখনই আসতো না তাই এই ফুলগুলো যে আপনাকে কতোটা মানসিক অশান্তিতে রাখতো সেটা উনি বুঝতে পারতেন না। ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন নি আপনি সেই ফুলগুলো পেয়ে ভাবতেন তার খুনি বোধহয় আপনাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।"

"আমার মনে হয় আনিটাই ফুলগুলো পোস্ট করতো।"

"হ্যা। সে একটা এয়ারলাইনে কাজ করে, তাই বিভিন্ন জায়গা থেকে ফুলগুলো পাঠাতে পারতো সে।"

"কিন্তু তুমি জানলে কি করে আনিটাই তাকে সাহায্য করেছে?"

"হ্যারিয়েটের জানালায় তাকেই দেখা গেছিলো।"

"কিন্তু সেটা দেখে কি কিছু বোঝার উপায় আছে...তাকে তো খুনি হিসেবেও সন্দেহ করা যেতো। হ্যারিয়েট বেঁচে আছে সেটা তুমি কিভাবে খুঁজে বের করলে?"

ব্লমকোভিস্ট স্থিরচোখে ভ্যাঙ্গারের দিকে তাকিয়ে রইলো। এরপর হেসে ফেললো সে।

"যখন বুঝতে পারলাম আনিটা হ্যারিয়েটের নিখোঁজ হবার সাথে জড়িত তখন এও বুঝতে পালাম তাকে সে খুন ক'রে নি।"

"তুমি এতোটা নিশ্চিত হলে কি ক'রে?"

"কারণ এটা কোনো লক-রুম মিস্টেরি উপন্যাস নয়। আনিটা যদি হ্যারিয়েটকে খুনই করতো তাহলে আপনারা তার মৃতদেহ খুঁজে পেতেন। সুতরাং একমাত্র যৌক্তিক ব্যাখ্যা হলো সে হ্যারিয়েটকে উধাও হয়ে যেতে সাহায্য করেছে। আপনি কি তাকে দেখতে চান?"

"অবশ্যই আমি তাকে দেখতে চাই।"

লবিতে যে লিফটটা আছে সেখানে হ্যারিয়েটের সাথে দেখা হলো ব্লমকোভিস্টের। প্রথমে তাকে দেখে চিনতে পারে নি। এয়ারপোর্ট থেকে তারা দু'জন দু'দিকে চলে গেছিলো। এরপর হ্যারিয়েট তার চুলের রঙ আবারো বাদামি করে নিয়েছে। কালো প্যান্ট, সাদা শার্ট আর ধূসর রঙের জ্যাকেট পরেছে সে। তাকে খুব অভিজাত দেখাচ্ছে। ব্লমকোভিস্ট প্রশংসার দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে জড়িয়ে ধরলো তাকে।

মিকাইল দরজা খুলতেই হেনরিক চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো। গভীর করে নিঃশ্বাস নিলো হ্যারিয়েট।

"হাই, হেনরিক," বললো সে।

বৃদ্ধ তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। হ্যারিয়েট কাছে এসে তার গালে চুমু খেলো আলতো ক'রে। দরজা বন্ধ ক'রে দেবার জন্য ব্লমকোভিস্ট ইশারা করলো ফ্রোডিকে।

ব্লমকোভিস্ট যখন হেডেবি আইল্যান্ডে ফিরে এলো তখন সালান্ডার কটেজে ছিলো না। ভিডিও সরঞ্জাম আর তার মোটরসাইকেলটা নেই। সেইসাথে মেয়েটার জামাকাপড়ের ব্যাগটাও দেখা যাচ্ছে না। কটেজটা একেবারে ফাঁকা মনে হলো তার কাছে। মনে হলো খুব অচেনা একটি জায়গা। অফিসে কিছু কাগজপত্র স্তুপ করে রাখা আছে, এগুলো হেনরিকের বাড়িতে নিয়ে যাবার কথা। তবে ওগুলো নিয়ে ব্যস্ত হতে ইচ্ছে করলো না তার, রাতের খাবারের জন্য চলে গেলো রুটি, দুধ আর পনির কিনে আনতে। ফিরে এসে কফি বানাবার জন্য পানি বসিয়ে বাগানে বসে বসে সান্ধ্যকালীন পত্রিকা পড়তে লাগলো আনমনে।

৫:৩০-এর দিকে বৃজের উপর দিয়ে একটা ট্যাক্সি আসতে দেখলো সে। তিন মিনিট পর যেখান থেকে এসেছিলো সেখানেই ফিরে গেলো সেটা। পেছনের সিটে ইসাবেলাকে বসে থাকতে দেখলো ব্লমকোভিস্ট।

৭টার দিকে বাগানে বসে যখন ঝিমুচ্ছে তখন ফ্রোডি এসে তাকে জাগালো।

"হেনরিক আর হ্যারিয়েটের কি খবর?" বললো সে।

"অসুখী কালো মেঘের আড়ালে আশার আলো দেখা যাচ্ছে," হেসে বললো ফ্রোডি। "বিশ্বাস করবেন না, ইসাবেলা হন্তদন্ত হয়ে হাসপাতালে এসেছিলো। মহিলা দেখেছে আপনি ফিরে এসেছেন। চিৎকার করে সে বলছিলো হ্যারিয়েট নিয়ে এসব পাগলামি বন্ধ করতে হবে। সে আরো অভিযোগ করেছে আপনি এই পরিবারে নাক গলানোর কারণেই নাকি মার্টিনের অকাল মৃত্যু হয়েছে।"

"এক দিন থেকে দেখতে গেলে মহিলা তো ঠিকই বলেছে।"

"সে হেনরিককে বলেছে এক্ষুণি আপনাকে যেনো এ কাজ থেকে বাদ দিয়ে এখান থেকে চিরতরের জন্য বিদায় করে দেয়া হয়, আর সেইসাথে ভ্যাঙ্গারও যেনো হ্যারিয়েট নামের ভুতের পেছনে ছোটাছুটি বন্ধ ক'রে দেয়।"

"ওয়াও!"

"মহিলা এমনকি হেনরিকের পাশে বসে থাকা হ্যারিয়েটের দিকে তাকিয়েও দেখে নি। সে হয়তো মনে করেছে ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশনের কোনো স্টাফ হবে। কিন্তু হ্যারিয়েট যখন উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'হ্যালো, মা,' সে মুহূর্তটা আমি কখনও ভুলতে পারবো না।"

"তারপর কি হলো?"

"ইসাবেলাকে চেক করার জন্য আমাদেরকে ডাক্তার ডাকতে হয়েছিলো। এখন সে বিশ্বাস করতে চাইছে না যে ঐ মহিলা হ্যারিয়েট। অভিযোগ করে বলছে আপনি নাকি অন্য একজনকে হ্যারিয়েট বানিয়ে এখানে নিয়ে এসেছেন।"

ফ্রোডি চলে যাবার সময় হ্যারিয়েটের জীবিত হবার খবরটা সিসিলিয়া আর আলেকজান্ডারকে জানিয়ে দিয়ে গেলো।

উপসালার উত্তরে এসে এক পেট্রলপাম্প থেকে তেল ভরে নিলো সালান্ডার। তারপর আরো কয়েক মাইল এগোতেই সিদ্ধান্তহীনতায় থেমে গেলো।

তার মনমেজজাজ মোটেও ভালো নেই। হেডেবি ছাড়ার সময় প্রচণ্ড রেগে ছিলো, তবে মোটরবাইক নিয়ে পথ চলতে চলতে সেই রাগ অনেকটাই কমে এসেছে। ব্লমকোভিস্টের উপর কেন রেগে আছে সেটা বুঝতে পারছে না। এমনকি তার উপরেই যে রেগে আছে সেটা পর্যন্ত বুঝতে পারছে না সে।

মার্টিন ভ্যাঙ্গার, বালের ঐ হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার, ডার্চ ফ্রোডি আর পুরো ভ্যাঙ্গারগুষ্ঠি যারা একে অন্যের বারোটা বাজানোর জন্য বসে বসে ষড়যন্ত্র করছে তাদের কথা ভাবলো। তার সাহায্যের দরকার ছিলো তাদের। সাধারণত পথেঘাটে তার সাথে দেখা হলে তারা তাকে 'হাই'ও বলতো না, তাদের জঘন্য গোপন ব্যাপার স্যাপারগুলো তো দূরের কথা।

বালের ভ্যাঙ্গারগুষ্ঠি।

তার মায়ের কথা ভাবলো সে। আজ সকালে তার মা ছাইয়ে পরিণত হয়েছে। তার কাছে যেসব প্রশ্ন করার ছিলো সেগুলো আর কখনও করা সম্ভব হবে না।

তার মায়ের শেষকৃত্যের সময় আরমানস্কির উপস্থিতি নিয়ে ভাবলো। লোকটার সাথে কিছু কথা বলা উচিত ছিলো তার। কিন্তু সে জানে লোকটার সাথে সেরকম কিছু করলেই তাকে জড়িয়ে ধরতো নইলে তার হাত ধরে তাকে সমবেদনা জানাতো। এটা সে চায় নি।

আইনজীবি বুরম্যানের কথা ভাবলো সে। বদমাশটা এখনও তার গার্ডিয়ান হিসেবে আছে। তবে আপাতত তাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে। তাকে যা বলা হবে সে তাই করবে।

টের পেলো সুতীব্র ঘৃণায় দাঁতে দাঁত চেপে আছে।

ব্লমকোভিস্টের কথা ভাবলো সে। এই লোকটা যখন জানতে পারবে সালান্ডার কোর্টের অধীনে আছে, তার পুরো জীবনটা ইঁদুরের গর্ত ছাড়া আর কিছু না তখন কী ভাববে।

তার এখন মনে হচ্ছে ব্লমকোভিস্টের উপর সে রেগে নেই। আসলে তার সমস্ত রাগ উগলে দেবার জন্য এই লোকটাকে বেছে নিয়েছে। কয়েকটা খুন করতে ইচ্ছে করছে তার। মিকাইলের উপর রাগ করার কোনো মানেই হয় না।

তার ব্যাপারে এক ধরণের অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে সালান্ডারের।

লোকটা অন্যের ব্যাপারে নাক গলায়, তার জীবনে অযাচিতভাবে ঢুকে পড়তে চায়...তবে...তার সাথে কাজ করে বেশ ভালো লাগে। তবে এটাও ঠিক মিকাইল তাকে কোনো রকম উপদেশ দেয় না। কিভাবে জীবনযাপন করতে হবে সে বিষয়েও জ্ঞান দেয় না।

লোকটা নয় বরং সে-ই ব্লমকোভিস্টকে প্রলুব্ধ করেছে।

সব থেকে বড় কথা তার সাথে ওটা করে বেশ তৃপ্ত হয়েছে সে।

তাহলে তার কেন ইচ্ছে করছে তার মুখে লাথি মারতে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ে দেখলো ই৪ হাইওয়ে দিয়ে একটা বড় ট্রাক ছুটে আসছে।

৮টা পর্যন্ত ব্লমকোভিস্ট বাগানে রইলো। মোটরসাইকেলের শব্দ শুনে উঠে দাঁড়াতেই দেখতে পেলো সালান্ডার কটেজে ঢুকছে তার বাইকটা নিয়ে। তার কাছে এসে বাইকটা থামিয়ে মাথা থেকে হেলমেট খুলে ফেললো সে। বাগানের টেবিলের কাছে এসে মিকাইলের কফি মগটা আলতো করে ধরে দেখলো। অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলো ব্লমকোভিস্ট। কফির মগটা নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেলো সালান্ডার। ভেতর থেকে যখন আবার ফিরে এলো তখন দেখা গেলো তার জ্যাকেটটা নেই। শুধু একটা টি-শার্ট আর জিন্স প্যান্ট পরা। টি-শার্টে লেখা আছে : I CAN BE A REGULAR BITCH. JUST TRY ME.

"আমি ভেবেছিলাম এতোক্ষণে তুমি স্টকহোমে চলে গেছো," বললো সে।

"উপসালা থেকে ব্যাক করেছি।"

"ভালোই বাইক চালিয়েছো দেখছি।"

"আমার মেজাজ খারাপ হয়ে আছে।"

"তুমি ফিরে এলে কেন?"

কোনো জবাব নেই। তারা বাইরে বসে কফি খেলো। দশ মিনিট পর অনিচ্ছায় বললো সালান্ডার, "আমি তোমার সঙ্গ পছন্দ করি।"

এ রকম কথা কখনও তার মুখ দিয়ে বের হয় নি।

"এটা...মানে, তোমার সাথে কাজ করাটা খুব মজার।"

"তোমার সাথে কাজ করে আমারও ভালো লাগে," বললো সে।

"হুমমম।"

"সত্যি কথা বলতে কি, আমি জীবনে কখনও এরকম প্রতিভাবান রিসার্চারের সাথে কাজ করি নি। ঠিক আছে, তুমি একজন হ্যাকার, অবৈধভাবে টেলিফোন ট্যাপিং করার মতো নেটওয়ার্কের সাথেও জড়িত আছো। তবে তুমি যেভাবেই হোক কাজ বের ক'রে আনো।"

টেবিলে বসার পর এই প্রথম সালান্ডার তার দিকে তাকালো। তার অনেক গোপন ব্যাপার সে জানে।

"সেটাই। আমি কম্পিউটার ভালো বুঝি। কোনো লেখা পড়তে আমার কখনও সমস্যা হয় না, সেগুলো বুঝতেও পারি খুব সহজে।"

"তোমার যে স্মৃতিশক্তি সেটাকে বলে ফটোগ্রাফিক মেমোরি," শান্ত কণ্ঠে বললো সে।

"আমি সেটা মানছি। কিভাবে এটা কাজ করে আমি জানি না। এটা শুধু কম্পিউটার আর টেলিফান নেটওয়ার্কের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়, আমার বাইকের মোটর, টিভি সেট, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, রাসায়নিক প্রক্রিয়া আর অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের ফর্মুলা সবই এরমধ্যে পড়ে। আমার সমস্যা আছে। আমি স্বাভাবিক নই। আমি মানছি : আমার মাথায় ছিট আছে।"

বেশ অবাক হলো ব্লমকোভিস্ট। দীর্ঘক্ষণ বসে রইলো চুপচাপ।

অ্যাসপারগার্স সিন্ড্রোম, ভাবলো সে। *অথবা সেরকম কিছু। অন্য সবাই যেখানে বিমূর্ত কিছুর মধ্যে কোনো সাযুজ্য কিংবা অর্থ খুঁজে পায় না সেখানে এ ধরণের লোকেরা বেশ অনায়াসেই সেসব দেখতে পায়। এটাই তাদের প্রতিভা।*

টেবিলের দিকে চেয়ে আছে সালান্ডার।

"বেশিরভাগ লোক এ রকম প্রতিভার অধিকারী হতে পারলে যারপরনাই খুশি হবে।"

"আমি এ নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি না।"

"ঠিক আছে, এসব কথা তাহলে থাক। তুমি কি ফিরে আসতে পেরে খুশি হয়েছো?"

"জানি না। হয়তো ভুলই করেছি।"

"লিসবেথ, তুমি কি আমার জন্যে বন্ধুত্ব শব্দটি সংজ্ঞায়িত করতে পারবে?"

"যখন কাউকে ভালো লাগে সেটাকেই বন্ধুত্ব বলে।"

"অবশ্যই, কিন্তু ভালো লাগে কেন?"

কাঁধ তুললো মেয়েটা।

"আমার দৃষ্টিতে বন্ধুত্ব দুটো জিনিসের উপর তৈরি হয়," বললো মিকাইল। "শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস। দুটোই থাকতে হবে। আর সেটা হতে হবে দু'জনের তরফ থেকেই। তুমি কাউকে শ্রদ্ধা করতে পারো কিন্তু তাকে যদি বিশ্বাস না করো তাহলে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না।"

এখনও মেয়েটা চুপ করে আছে।

"আমি বুঝতে পারি তুমি তোমার ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আমার সাথে কথা বলতে চাও না। তবে একদিন তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাকে বিশ্বাস করবে নাকি করবে না। আমি চাই আমরা ভালো বন্ধু হবো। কিন্তু সেটা তো আমি একা চাইলে হবে না।"

"তোমার সাথে সেক্স করতে আমার ভালো লাগে।"

"বন্ধুত্বের সাথে সেক্সের কোনো সম্পর্ক নেই। বন্ধুর সাথে সেক্স করা যেতেই পারে, কিন্তু আমাকে যদি সেক্স আর বন্ধুত্বের মধ্যে কোনো একটাকে

বেছে নিতে বলা হয় তাহলে আমি কোনটা বেছে নেবো সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই আমার।"

"বুঝতে পারলাম না তোমার কথা। তুমি আমার সাথে সেক্স করতে চাও নাকি চাও না?"

"যাদের সাথে কাজ করো তাদের সাথে তোমার সেক্স করা উচিত না," বিড়বিড় করে বললো সে। "এতে সমস্যা হয়।"

"আমি কি কিছু মিস করলাম? আচ্ছা, এটা কি সত্যি না, এরিকা বার্গার আর তুমি সুযোগ পেলেই সেক্স করো? সে তো বিবাহিত।"

"এরিকা আর আমি...আমাদের দীর্ঘ একটা ইতিহাস আছে, আর সেটা শুরু হয়েছে তোমার সাথে আমার কাজ করার অনেক দিন আগে থেকে। সে বিবাহিত কিনা সেটা নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই।"

"ওহ্ আচ্ছা। এখন তো দেখছি তুমিই নিজের সম্পর্কে কথা বলতে চাচ্ছো না। একটু আগেই আমি শিখেছি, বন্ধুত্ব মানে বিশ্বাস আর আস্থার ব্যাপার।"

"আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, কোনো বন্ধুর অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে আমি কথা বলি না। তাহলে তার সাথে আমি বিশ্বাস ভঙ্গ করবো। তোমার অনুপস্থিতিতেও আমি এরিকার সাথে তোমাকে নিয়ে কোনো কথা বলবো না।"

কথাটা একটু ভাবলো সালান্ডার। তাদের কথাবার্তা খুবই অদ্ভুত হয়ে উঠছে। সে অদ্ভুত কথাবার্তা পছন্দ করে না।

"তোমার সাথে সেক্স করতে আমার ভালো লাগে," বললো সে।

"আমারও লাগে...কিন্তু আমি তোমার বাবার বয়সী।"

"তোমার বয়স নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যাথা নেই।"

"না। তুমি আমাদের বয়সের পার্থক্যটা উড়িয়ে দিতে পারো না। এটা দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।"

"দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের কথা কে বললো?" জানতে চাইলো সালান্ডার। "আমরা কেবলমাত্র একটা কেস শেষ করেছি। এমন একটা কেস যেখানে পুরুষেরা যৌনতাকে ব্যবহার করে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। যদি সম্ভব হতো তাহলে তাদের প্রত্যেককে আমি খতম করে ফেলতাম।"

"তুমি কোনো রকম আপোষ করবে না।"

"না," দৃঢ়ভাবে বললো সে। "অন্তত তুমি তাদের মতো নও।" উঠে দাঁড়ালো সালান্ডার। "এখন আমি গোসল করবো তারপর নগ্ন হয়ে চলে আসবো তোমার বিছানায়। তুমি যদি মনে করো তোমার অনেক বয়স হয়ে গেছে তাহলে বাইরের ঐ ক্যাম্প বেডটাতে শুয়ে থেকো।"

সালান্ডারের মধ্যে আর যাইহোক বিনয় বলে কিছু নেই। তার সাথে প্রতিটি তর্কবিতর্কে হেরে যায় মিকাইল। কফির পাত্র আর কিছু ডিশ ধোয়ামোছা করে বিছানায় চলে গেলো সে।

তারা ঘুম থেকে উঠলো ১০টার দিকে, একসাথেই শাওয়ার করে নাস্তা করলো বাগানে বসে। ১১টার পর ডার্চ ফ্রোডি ফোন করে জানালো শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হবে বেলা ২টা বাজে। তারা ওখানে যাবে কিনা জানতে চাইলো সে।

"আমি যাবার কথা ভাবছি না," বললো মিকাইল।

ফ্রোডি তাকে জানালো সন্ধ্যা ৬টার পর তার এখানে চলে আসবে কথা বলার জন্য। মিকাইল জানালো ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই।

কাগজপত্র গোছগাছ করে বাক্সে ভরে হেনরিকের বাড়িতে পাঠানোর জন্য কয়েক ঘণ্টা ব্যয় করলো সে। নিজের ল্যাপটপ আর ওয়েনারস্ট্রমের উপর দুটো বাইন্ডার ছাড়া সবই বাক্সে ভরে ফেললো। বিগত ছয়মাসে এই বাইন্ডার দুটো একবারের জন্যেও খুলে দেখে নি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্যাগের ভেতর রেখে দিলো।

ফ্রোডি ফোন করে জানালো তার একটু দেরি হবে, সুতরাং ৮টার আগে বাড়ি ফিরতে পারছে না। তার সাথে দেখা হলো তার রান্নাঘরে। এখনও শেষকৃত্যের পোশাকে আছে। সালান্ডার ফ্রোডিকে কফি সাধলে সে সাদরে গ্রহণ করলো সেটা। মেয়েটা তার কম্পিউটার নিয়ে একমনে কী যেনো ক'রে যাচ্ছে। ব্লমকোভিস্ট তার কাছে জানতে চাইলো হ্যারিয়েটের এই নাটকীয় ফিরে আসাটা ভ্যাঙ্গার পরিবার কিভাবে গ্রহণ করেছে।

"আপনি বলতে পারেন তার এই আগমন মার্টিনের মৃত্যুকে ছাপিয়ে গেছে। মিডিয়া এখন তাকে নিয়েই মেতে থাকবে।"

"আপনারা কিভাবে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করবেন?"

"হ্যারিয়েট *কুরিয়ার*-এর রিপোর্টারের সাথে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন নিজের পরিবারে দম বন্ধ হয়ে আসছিলো বলে ঘর পালিয়েছিলেন। নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন তিনি। তার স্বপ্ন সফল হয়েছে বেশ ভালোভাবে। ভ্যাঙ্গারদের সাথে থাকলে তার যে অবস্থান হতো তারচেয়ে এখন অনেক ভালো আছেন।"

ব্লমকোভিস্ট শিষ বাজালো।

"অস্ট্রেলিয়ান ভেড়ার খামার যে খুব লাভজনক সেটা আমি দেখেছি কিন্তু এতোটা ভালো ব্যবসা হয় সেটা জানতাম না।"

"ভেড়ার খামার থেকে বেশ ভালো আয় কিন্তু এটাই তার একমাত্র ব্যবসা না। কোচরান কর্পোরেশন খনি, মূল্যবান রত্ন, ম্যানুফ্যাকচারিং, পরিবহন আর ইলেক্ট্রনিক্সসহ আরো অনেক ব্যবসা করে থাকে।"

"ওয়াও! তাহলে এখন কি হবে?"

"সত্যি বলতে কি, আমি জানি না। সারাদিন ধরে প্রচুর লোকজন আসছে আজ। অনেক বছর পর পুরো পরিবারটি এই প্রথম একত্রিত হয়েছে বলা যায়। প্রায় চল্লিশজন ভ্যাঙ্গার আজ উপস্থিত হয়েছে হেডেস্টাডে।"

“নিশ্চয় হ্যারিয়েটকে নিয়ে সবাই দারুণ আগ্রহী। তাদের মধ্যে মার্টিনের কথা কতোজন জানে?”

“এখন পর্যন্ত শুধু আমি, হেনরিক আর হ্যারিয়েট। আমরা তিনজনে দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলেছি। মার্টিন আর...আপনি তার সম্পর্কে যে ভয়ঙ্কর সত্য আবিস্কার করেছেন সেটা এই মুহূর্তে চেপে যাওয়া হচ্ছে। এটা জানাজানি হলে কোম্পানির ইমেজ ধ্বংস হয়ে যাবে।”

“আমি সেটা বুঝতে পারি।”

“স্বাভাবিক কোনো উত্তরাধিকারী নেই, তবে হ্যারিয়েট কিছুদিন হেডেস্টাডে থাকবেন। কে কি পাবে সেটা তারা সবাই মিলে ঠিক করে নেবে। হ্যারিয়েট যদি এখানে থেকে যান তাহলে বেশ ভালো একটি অংশ পাবেন তিনি। এটা একটা দুঃস্বপ্ন।”

হেসে ফেললো মিকাইল। তবে ফ্রোডি মোটেও হাসলো না।

“শেষকৃত্যের সময় ইসাবেলা জ্ঞান হারিয়েছিলো। এখন হাসপাতালে আছে। হেনরিক বলেছে তাকে দেখতে হাসপাতালে যাবে না।”

“হেনরিকের জন্য সেটাই ভালো হবে।”

“ভালো কথা, আনিটা লন্ডন থেকে আসছে। আগামী সপ্তাহে একটা মিটিং হবে বলে পরিবারের সবাইকে বলে দিয়েছি। পঁচিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম আনিটা এরকম মিটিংয়ে উপস্থিত থাকবে।”

“নতুন সিইও হবে কে?”

“বার্জার এই পদটি নিতে চাচ্ছে। তবে তার সিইও হবার কোনোই সম্ভাবনা নেই। পরিবারের কাউকে কিংবা বাইরে থেকে একজনকে এ পদে নিয়োগ দেবার আগ পর্যন্ত হেনরিকই অস্থায়ী সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাবে...”

ভুরু তুললো ব্লমকোভিস্ট।

“হ্যারিয়েট? সত্যি বলছেন?”

“কেন নয়? হাজার হোক আমরা এমন একজন মহিলার কথা বলছি যে কিনা বিরাট একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সফলভাবে পরিচালনা করে আসছে। যথেষ্ট অভিজ্ঞ আর শ্রদ্ধেয় একজন মহিলা।”

“অস্ট্রেলিয়ায় বিরাট একটি প্রতিষ্ঠান দেখাশোনা করতে হয় তাকে।”

“সত্যি, কিন্তু তার ছেলে জেফ কোচরান তার অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করে যাবে।”

“সে তো খামারের ম্যানেজার। সঠিকভাবে ভেড়ার প্রজনন করা ছাড়া তার কোনো অভিজ্ঞতা আছে ব'লে মনে হয় না।”

“অক্সফোর্ড থেকে ইকোনমিক্সে এবং মেলবোর্ন থেকে আইনের উপর ডিগ্রি রয়েছে তার।”

ব্লমকোভিস্ট ঘর্মাক্ত, পেশীবহুল খালি গায়ের সেই তরুণের কথা ভাবলো। সুট-টাই পরলে কেমন লাগবে তাকে সেটাও ভাবার চেষ্টা করলো সে। কেন নয়?

"সবকিছু করতে একটু সময় লাগবে," বললো ফ্রোডি। "তবে হ্যারিয়েট সিইও হিসেবে দারুণ মানানসই হবেন। অন্যদের থেকে ভালোমতো সমর্থন পেলে কোম্পানিটা আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে।"

"উনার তো অভিজ্ঞতা নেই, বিশেষ করে..."

"তা ঠিক। তবে তিনি তো আর হুট করে উড়ে এসে জুড়ে বসছেন না। ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশন আর্ন্তজাতিক একটি প্রতিষ্ঠান। এক বর্ণও সুইডিশ জানে না এরকম একজন আমেরিকান সিইও আমরা নিয়োগ দিতে পারি...এটা একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই আসলে এক জিনিস।"

"আজ হোক কাল হোক আপনাদেরকে মার্টিনের কর্মকাণ্ডগুলো প্রকাশ করতেই হবে।"

"জানি। তবে হ্যারিয়েটের কোনো ক্ষতি করা ছাড়া এটা করা যাবে না...এসব ব্যাপারে যে আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে না সেজন্যে আমি খুব খুশি।"

"এসব কি বলছেন, ফ্রোডি! মার্টিন যে একজন সিরিয়াল কিলার এই সত্যটা আপনারা ধামাচাপা দিয়ে রাখতে পারেন না।"

"মিকাইল, আমি...খুবই অস্বস্তিকর অবস্থায় আছি।"

"আমাকে বলুন।"

"হেনরিকের একটি মেসেজ নিয়ে এসেছি আপনার জন্য। আপনি যে অসাধ্য সাধন করেছেন তার জন্য সে আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। সে আরো মনে করে কনট্রাক্ট অনুযায়ী কাজটা পুরোপুরি সম্পন্ন করা হয়েছে। আপনার কাজ শেষ। আপনি এখন নিজের শহরে ফিরে যেতে পারেন।"

"তিনি চাচ্ছেন আমি দৃশ্যপট থেকে উধাও হয়ে যাই, এটাই তো মূল কথা, তাই না?"

"একদম না। সে চায় আপনি তার সাথে দেখা করে ভবিষ্যত নিয়ে আলাপ আলোচনা করবেন। সে বলেছে *মিলেনিয়াম*-এর বোর্ডে তার যে অবস্থান সেটা আরো এগিয়ে নিতে চায়। তবে..."

ফ্রোডিকে আরো বেশি অস্বস্তিবোধ করতে দেখা গেলো।

"ডার্চ, আমাকে বলবেন না...তিনি ভ্যাঙ্গার পরিবারের ইতিহাস লেখার কাজটা বাদ দিতে চাচ্ছেন।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ফ্রোডি। একটা নোটবুক তুলে নিয়ে সেটা খুলে মিকাইলের দিকে বাড়িয়ে দিলো সে।

"আপনাকে এই চিঠিটা লিখেছে সে।"

প্রিয় মিকাইল,

তোমার সততার ব্যাপারে আমার অশেষ শ্রদ্ধা আছে। কি লিখতে হবে না হবে সেটা বলে তোমাকে আমি অপমান করতে চাই না। তোমার যা খুশি তাই লিখতে পারো তুমি। এ ব্যাপারে তোমার উপর আমি কোনো চাপ প্রয়োগ করবো না।

তুমি চাইলে আমাদের চুক্তিটা বহাল থাকবে। ভ্যাঙ্গার পরিবারের ইতিহাস লেখার মতো পর্যাপ্ত রসদ তোমার কাছে আছে।

মিকাইল, আমি আমার সমগ্র জীবনে কারো কাছ থেকে কোনোদিনও কিছু চাই নি। সব সময় মনে করে এসেছি একজন ব্যক্তি তার নিজস্ব নৈতিকতা আর বিশ্বাস থেকেই সব কিছু করবে। কিন্তু আজ আমি নিরুপায়।

আমি এই চিঠির মাধ্যমে একজন বন্ধু এবং মিলেনিয়াম-এর একজন অংশীদার হিসেবে তোমার কাছে একটা জিনিস ভিক্ষা চাইবো–গটফ্রিড এবং মার্টিন সম্পর্কে যা জেনেছো সেসব নিয়ে কোনো কিছু লেখা থেকে বিরত থাকবে। আমি জানি এটা ভুল। কিন্তু এই অমানিশা থেকে বের হবার আর কোনো পথও আমি দেখছি না। দুটো খারাপের মধ্যে আমাকে একটি বেছে নিতে হচ্ছে। তাছাড়া এ ঘটনায় কেউ লাভবানও হবে না।

হ্যারিয়েটের আরো ক্ষতি হোক সেরকম কিছু লেখা থেকেও তুমি বিরত থাকবে বলে আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি। মিডিয়া এসব নিয়ে কি করতে পারে সে ব্যাপারে তোমার চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না। তোমর বিরুদ্ধেও এরকম প্রচারণা হয়েছে। সত্যটা প্রকাশ হলে হ্যারিয়েটের কেমন লাগবে সেটা নিশ্চয় বুঝতে পারছো। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে মেয়েটার উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে সেটা আরো প্রলম্বিত হোক তা আমি চাই না। এসবের জন্য তো সে নিজে দায়ি নয়। এই অন্যায় করেছে তার বাবা আর ভাই। তাছাড়া এই কথাটা প্রকাশ হলে আমাদের প্রতিষ্ঠানের কি হবে সেটা নিশ্চয় বুঝতে পারছো। সেইসব হাজার হাজার কর্মচারির দিকটাও তুমি দেখবে বলে আমার বিশ্বাস। এই সত্যটা হ্যারিয়েটকে যেমন শেষ করে দেবে সেইসাথে আমাদেরকেও ধ্বংস করে দেবে।

–হেনরিক

"হেনরিক আরো বলেছে বইটা প্রকাশ না হবার জন্য যদি আপনি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন তো সেই ক্ষতিপূরণ করার ব্যবস্থা করবে সে। এ নিয়ে আলাপ করা যেতে পারে। আপনি নিজেই টাকার পরিমাণ কতো হবে সেটা বলতে পারেন।"

"হেনরিক আমার মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা করছেন। তাকে বলবেন আমি তার কাছ থেকে এ রকম প্রস্তাব আশা করি নি। তিনি যেনো এরকম কোনো প্রস্তাব আমাকে না দেন।"

"এটা হেনরিক এবং আপনার জন্যে খুবই কঠিন একটি পরিস্থিতি। সে আপনাকে খুব পছন্দ করে, আপনাকে একজন বন্ধু হিসেবেই মনে করে সে।"

"হেনরিক ভ্যাঙ্গার একজন ধূর্ত বানচোত," বললো মিকাইল। হঠাৎ করেই রেগে গেলো সে। "পুরো গল্পটা ধামাচাপা দিতে চাচ্ছে। আমার আবেগ নিয়ে খেলছে। সে ভালো করেই জানে আমি তাকে অনেক পছন্দ করি। একদিকে সে বলতে চাচ্ছে আমি সবকিছু প্রকাশ করার ব্যাপারে পুরোপুরি স্বাধীন, আবার অন্যদিকে ইঙ্গিত করছে আমি যদি সেরকম কিছু করি তো *মিলেনিয়াম*-এর ব্যাপারে তার মনোভাব বদলে যাবে।"

"দৃশ্যপটে হ্যারিয়েটের আর্বিভাব সব কিছু বদলে দিয়েছে।"

"হেনরিক এখন আমার মূল্য কতো সেটা জানতে চাইছে। হ্যারিয়েটের কোনো অনিষ্ট হোক সেটা আমি কখনওই করবো না, কিন্তু মার্টিনের বেসমেন্টে যেসব মেয়ে নির্যাতনের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে তাদের সম্পর্কে কাউকে তো কিছু বলতে হবেই। ডার্চ, এমনকি আমরা এও জানি না কতোজন মেয়ে অত্যাচারিত হয়ে মারা গেছে। তাদের পক্ষে কে কথা বলবে?"

কম্পিউটার থেকে মুখ তুলে তাকালো সালান্ডার। ফ্রোডিকে যখন বললো তখন তার কণ্ঠটা একেবারে ম্রিয়মান শোনালো। "আমার মুখ বন্ধ রাখার জন্য কি আপনাদের কোম্পানিতে কেউ নেই?"

বিস্মিত হলো ফ্রোডি।

"মার্টিন ভ্যাঙ্গার যদি বেঁচে থাকতো তাহলে তাকে আমি ফঁসিতে ঝুলিয়ে শুটকি বানিয়ে রাখতাম," বলতে লাগলো সালান্ডার। "মিকাইলের সাথে আপনাদের কি চুক্তি আছে জানি না, আমি কিন্তু পুরো ঘটনাটি স্থানীয় সংবাদপত্রে পাঠিয়ে দেবো। মার্টিনকে যদি হাতের কাছে এখন পেতাম তাকে তার নির্যাতন করার কক্ষে নিয়ে গিয়ে হাত-পা বেধে সূঁচ দিয়ে ওর বিচি ফুটো ক'রে দিতাম। দুর্ভাগ্য, বদমাশটা এখন আর বেঁচে নেই।"

ব্লমকোভিস্টের দিকে তাকালো সে।

"সমাধানটি নিয়ে আমি সন্তুষ্ট। মার্টিন ভ্যাঙ্গার তার শিকারদের সাথে যা করেছে আমরা সেটার কোনো ক্ষতিপূরণ করতে পারবো না। তবে অদ্ভুত একটি পরিস্থিতির আবির্ভাব হয়েছে। নির্দোষ মহিলাদের আরো বেশি ক্ষতি করার মতো অবস্থায় চলে এসেছো তুমি–বিশেষ করে তোমার ঐ হ্যারিয়েটের কথা বলছি, যার পক্ষ নিয়ে আমার সাথে অনেক তর্ক করেছো। তোমার কাছে আমার প্রশ্ন হলো : কোনটা বেশি খারাপ–মার্টিন ভ্যাঙ্গার হ্যারিয়েটকে কেবিনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করতো, নাকি এসব কথা পত্রপত্রিকায় ছাপানো? তুমি চমৎকার একটি অবস্থায় পড়েছো। হয়তো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের নীতিবাগিশ কমিটি তোমাকে এ ব্যাপারে পথ দেখাতে পারে।"

মেয়েটা থামলেও তার চোখের দিকে তাকালো না ব্লমকোভিস্ট। টেবিলের দিকে চেয়ে আছে সে।

"তবে আমি কোনো সাংবাদিক নই," অবশেষে বললো সালান্ডার।

"আপনি কি চান?" জানতে চাইলো ফ্রোডি।

"মার্টিন তার শিকারদের ভিডিও করে রাখতো। আমি চাই আপনারা ওসব ভিডিও দেখে যতোদূর সম্ভব ভিক্টিমদের চিহ্নিত করে তাদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেবেন। এরপর আমি চাইবো সুইডেনের ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর ওমেন্স ক্রাইসিস সেন্টার এবং গার্লস ক্রাইসিস সেন্টারের তহবিলে ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশন বছরে ২ মিলিয়ন ক্রোনার অনুদান দেবে।"

টাকার অঙ্কটা শুনে কিছুক্ষণ ভেবে নিলো ডার্চ ফ্রোডি। তারপর আস্তে করে মাথা নেড়ে সায় দিলো ভদ্রলোক।

"আমার প্রস্তাবে কি তোমার সায় আছে, মিকাইল?" জানতে চাইলো সালান্ডার।

সমগ্র পেশাগত জীবনে অন্যায় আর দুর্নীতি উন্মোচন করাই ছিলো ব্লমকোভিস্টের একমাত্র কাজ। তার কোনো সহকর্মী যদি কোনো সত্য প্রকাশ করতে পিছপা হতো তাহলে তীব্র ভর্ৎসনা করতো সে। অথচ এখন কিনা তাকে মার্টিন ভ্যাঙ্গারের মতো জঘন্য সিরিয়াল কিলার এবং ধর্ষণকারীর সমস্ত অপকর্ম গোপন রাখতে বলা হচ্ছে।

দীর্ঘক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো সে। তারপর সালান্ডারের প্রস্তাবে সায় দিয়ে মাথা নাড়লো আনমনে।

"তাই হবে," বললো ফ্রোডি। "আর আপনার জন্য হেনরিক যে আর্থিক ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব–"

"ঐ প্রস্তাব দেবার কোনো দরকার নেই। ডার্চ, আমি চাই আপনি এক্ষুণি এখান থেকে চলে যান। আপনার অবস্থা আমি বুঝতে পেরেছি কিন্তু এ মুহূর্তে হ্যারিয়েট, হেনরিক আর আপনার উপর আমার খুব মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। আপনি যদি এখানে আরো কিছুক্ষণ থাকেন তাহলে হয়তো আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ব'লে কিছু থাকবে না।"

এরপরও ফ্রোডি বসেই রইলো।

"আমি এখনই চলে যেতে পারছি না। আমার কাজ শেষ হয় নি। আরেকটা মেসেজ আছে আপনার জন্য। এটাও হয়তো আপনি পছন্দ করবেন না। আজরাতেই এ কথাটা বলার জন্য হেনরিক আমাকে অনেক চাপাচাপি করেছে। চাইলে আগামীকাল সকালে হাসপাতালে গিয়ে আপনি তার গায়ের চামড়া তুলে আসতে পারেন।"

অবাক হয়ে চেয়ে রইলো ব্লমকোভিস্ট।

ফ্রোডি বলতে লাগলো : "এটা আমার জীবনে করা সবচাইতে কঠিন একটি কাজ।"

"ভণিতা না ক'রে বলে ফেলুন।"

"গত ক্রিসমাসে যখন হেনরিক আপনাকে এই কাজের প্রস্তাব দেয় তখন আমি এবং সে কেউই ধারণা করতে পারি নি কোনো রকম সমাধান বেরিয়ে আসবে। এ কথাটা সেও আপনাকে বলেছে। তারপরও আপনাকে চেষ্টা করতে বলেছিলো। আপনার পরিস্থিতি নিয়ে সে অনেক ভেবে দেখেছিলো, বিশেষ করে আপনার উপর ফ্রোকেন সালান্ডারের তৈরি করা রিপোর্টটা পড়ে। আপনার সেই অবস্থার সুযোগে আপনাকে বিরাট অঙ্কের টাকার বিনিময়ে একটি কাজের প্রস্তাব করে সে। এজন্যে তাকে একটা টোপও দিতে হয়েছিলো।"

"ওয়েনারস্ট্রম।"

সায় দিলো ফ্রোডি।

"আপনারা আমাকে ধোকা দিয়েছেন?"

"না, না," ফ্রোডি বললো।

কৌতূহলী হয়ে ভুরু তুলে তাকালো সালান্ডার।

"হেনরিক কথা দিলে কথা রাখে। একটা ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করছে সে, আর এটা হবে সরাসরি ওয়েনারস্ট্রমের বিরুদ্ধে। পরে আপনি বিস্তারিত সব কিছু হাতে পাবেন। তবে সংক্ষেপে বলছি : ওয়েনারস্ট্রম যখন ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশনের ফাইনান্স ডিপার্টমেন্টে কাজ করতো তখন সে বৈদেশিক মুদ্রার রেট ওঠানামা আগে থেকে আন্দাজ করে কয়েক মিলিয়ন ক্রোনার খরচ করেছিলো। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ের তেজি ভাবের অনেক আগের ঘটনা এটি। এ কাজটি সে করেছিলো কর্তৃপক্ষের কোনো রকম অনুমতি ছাড়াই। একের পর এক ডিল মার খেলে প্রায় সাত মিলিয়ন ক্রোনার লোকসান হয়। এই পরিমাণ টাকা সে বিভিন্নভাবে পুষিয়ে দেবার চেষ্টা করে, তবে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে তাকে বরখাস্ত করা হয়।"

"এ থেকে কি সে কোনো মুনাফা করতে পেরেছিলো?"

"ওহ্ হ্যা। প্রায় আধ মিলিয়ন ক্রোনারের মতো হবে। সত্যি বলতে কি ঐ পরিমাণ টাকা ওয়েনারস্ট্রম গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করার জন্য যথেষ্টই ছিলো। এসব অনিয়মের ডকুমেন্ট আমাদের কাছে আছে। আপনি চাইলে এই তথ্যগুলো ব্যবহার করতে পারেন। হেনরিক সব ধরণের অভিযোগের ব্যাপারে প্রকাশ্যে আপনাকে সমর্থন দেবে, কিন্তু..."

"কিন্তু, এটা হলো বড় একটা কিন্তু, ডার্চ। এই তথ্যটার কোনো মূল্য নেই," টেবিলে চাপড় মেরে বললো ব্লমকোভিস্ট। "এসব ঘটেছে ত্রিশ বছর আগে, এসব ব্যাপার নিয়ে এখন আর কেউ মাথা ঘামাবে না।"

"আপনি এমন তথ্য পাবেন যাতে করে প্রমাণ করতে পারবেন ওয়েনারস্ট্রম একজন জোচ্চোর।"

"এই তথ্যটা ফাঁস করা হলে ওয়েনারস্ট্রম কিছুটা বিব্রত হবে কিন্তু সেটা তাকে ঢিল ছুড়ে মারার চেয়ে বেশি ক্ষতি করতে পারবে না। সে একটা প্রেসরিলিজ ক'রে জানাবে হেনরিক ভ্যাঙ্গার বুড়ো বয়সে তার কাছ থেকে কিছু ব্যবসা হাতিয়ে নেবার জন্য এসব করছে। তারপর হয়তো এমনও কথা বলবে যে, সে যা কিছু করেছে সবই হেনরিক ভ্যাঙ্গারের নির্দেশে করেছে। এসব গল্প এখন আর হালে পানি পাবে না। এটা নিয়ে কোনো শোরগোলও হবে না।"

ফ্রোডিকে খুব বেজার দেখালো।

"আপনারা আমাকে ধোকা দিয়ে কাজ উদ্ধার করেছেন," বললো ব্লমকোভিস্ট।

"এরকম কিছু করার উদ্দেশ্য আমাদের ছিলো না।"

"এরজন্য আমি নিজেকেই দায়ি করবো। আমি আসলে খড়কুটো আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলাম।" উদভ্রান্তের মতো হেসে ফেললো সে। "হেনরিক একজন ধূর্ত লোক। আমার দুরাবস্থার সুযোগ নিয়ে আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছে সে। আপনি চলে যান, ডার্চ।"

"মিকাইল...আমি দুঃখিত..."

"ডার্চ। *চলে যান*।"

সালন্ডার বুঝতে পারছে না সে কি ব্লমকোভিস্টকে একা রেখে চলে যাবে নাকি তার কাছে গিয়ে বসবে। তাকে এই সমস্যা থেকে মুক্তি দিলো মিকাইল নিজেই। জ্যাকেটটা গায়ে চাপিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে চলে গেলো সে।

এক ঘণ্টা ধরে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করলো সালান্ডার। তার নিজের কাছে এতোটাই খারাপ লাগলো যে টেবিল আর ডিশগুলো পরিস্কার করে সময় পার করলো–এ কাজটা সে ব্লমকোভিস্টের উপরেই ছেড়ে দিতো। জানালার কাছে গিয়ে দেখলো তাকে দেখা যায় কিনা। শেষে ঘাবড়ে গিয়ে জ্যাকেটটা পরে তার খোঁজে বেরিয়ে পড়লো সে।

প্রথমেই গেলো মেরিনার দিকে। কেবিনগুলোতে বাতি জ্বলছে এখনও তবে তার কোনো দেখা নেই। জলরাশির তীর ধরে হাটতে লাগলো সে কারণ এ পথ ধরেই তারা অনেক সময় হাটাহাটি করে। বিশাল একটা পাথরের কাছে গেলো, যেখানে প্রায়ই তারা বসে বসে কথা বলে থাকে। তাকে না পেয়ে অবশেষে বাড়ি ফিরে এলো সালান্ডার। এখনও ব্লমকোভিস্ট বাড়ি ফিরে আসে নি।

চার্চে গেলো। তার কোনো দেখা নেই। কি করবে ভেবে পেলো না সে। মোটরসাইকেলটা নিয়ে সোজা চলে এলো গটফ্রিডের কেবিনে। পোর্চের কাছে ব্লমকোভিস্ট নেই। দরজায়ও তালা মারা।

গ্রামে ফিরে আসার পথে জেটির কাছে মিকাইলের আবছায়া মূর্তিটা চোখে পড়লো তার। যেখানে হ্যারিয়েট তার বাবাকে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছে ঠিক সেখানে চুপচাপ বসে আছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সালান্ডার।

তার পায়ের শব্দ শুনে ঘুরে তাকালো মিকাইল। কোনো কথা না বলেই চুপচাপ তার পাশে বসে পড়লো মেয়েটা। শেষে ব্লমকোভিস্টই মুখ খুললো।

"আমাকে ক্ষমা করবে। একটু একা থাকতে চেয়েছিলাম।"

"বুঝতে পেরেছি।"

দুটো সিগারেট ধরিয়ে একটা দিলো ব্লমকোভিস্টকে। সালান্ডারের দিকে তাকালো সে। এই মেয়েটা তার দেখা সবচাইতে অসামাজিক একটি মেয়ে। ব্যক্তিগত কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলতে চায় না সে। কাউকে সান্ত্বনা দেয়াও তার স্বভাব না। এই মেয়েটিই তার জীবন বাঁচিয়েছে, আর এখন তাকে খুঁজতে খুঁজতে চলে এসেছে এখানে। তার কাঁধে হাত রেখে তাকে জড়িয়ে ধরলো ব্লমকোভিস্ট।

"এখন আমি জেনে গেছি আমার মূল্য কতো," বললো মিকাইল। "ঐসব হতভাগিনী মেয়েদের পরিত্যাগ করেছি আমরা। তারা পুরো কাহিনীটাই মাটি চাপা দিয়ে দেবে। মার্টিনের বেসমেন্টের সবকিছুই উধাও হয়ে যাবে।"

সালান্ডার কিছু বললো না।

"এরিকার কথাই ঠিক," বললো মিকাইল। "স্পেনে গিয়ে ছুটি কাটিয়ে চলে আসলেই ওয়েনারস্ট্রমের বিরুদ্ধে ভালোভাবে লড়াই করতে পারতাম। এতোগুলো মাস নষ্ট করেছি আমি।"

"তুমি যদি স্পেনে যেতে তাহলে মার্টিন ভ্যাঙ্গার এখনও বহাল তবিয়তে নিজের অপকর্ম চালিয়ে যেতে পারতো।"

অনেকক্ষণ বসে থাকার পর ব্লমকোভিস্টই বললো তাদের এখন বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত।

সালান্ডারের আগেই ঘুমিয়ে পড়লো মিকাইল। রান্নাঘরে বসে বসে কয়েকটি সিগারেট ফুকলো মেয়েটি। ভ্যাঙ্গার আর ফ্রোডি যে মিকাইলের সাথে ধোকাবাজি করেছে সেটা সেও বুঝতে পারছে। তাদের স্বভাবই এরকম কাজ করা। তবে এটা ব্লমকোভিস্টের সমস্যা, তার নয়। নাকি তার?

অবশেষে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো সে। সিগারেট ফেলে দিয়ে শোবার ঘরে চলে এলো। ল্যাম্পের বাতি জ্বালিয়ে ঘুম থেকে জেগে তুললো ব্লমকোভিস্টকে। রাত প্রায় আড়াইটা বাজে।

"কি হয়েছে?"

"আমার একটা প্রশ্ন আছে। উঠে বসো।"

ঘুমের ঘোরেই উঠে বসেলা ব্লমকোভিস্ট।

"তোমার বিরুদ্ধে যখন মানহানির মামলা চলছিলো তখন কেন নিজেকে ডিফেন্ড করো নি তুমি?"

চোখ ঘষে ঘড়ির দিকে তাকালো ব্লমকোভিস্ট।

"লম্বা কাহিনী, লিসবেথ।"

"আমার হাতে সময় আছে। আমাকে খুলে বলো।"

অনেকক্ষণ বসে থেকে ভেবে নিলো কি বলবে। শেষে সিদ্ধান্ত নিলো সত্যটাই বলবে তাকে।

"ডিফেন্ড করে লাভ হতো না। আর্টিকেলের তথ্যটা ভুল ছিলো।"

"আমি যখন তোমার কম্পিউটার হ্যাক করি তখন দেখেছি তুমি আর এরিকা বার্গার অনেক ই-মেইল আদানপ্রদান করেছো। তাতে ওয়েনারস্ট্রম বিষয় নিয়ে অনেক রেফারেন্স ছিলো। তবে তোমরা দু'জনে বিচারের রায় কি হবে না হবে সেটা নিয়ে অনেক কথা বললেও আসলে ঘটনাটা কি ছিলো সেটা বলো নি। হয়েছিলোটা কি?"

"লিসবেথ, আমি সত্যিকারের গল্পটা বলতে পারি নি। একটা ফাঁদে পড়ে গেছিলাম। এরিকা আর আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম আসলে কি ঘটেছিলো সেটা যদি বলি তাহলে আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতা আরো বেশি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে।"

"শোনো, কাল ব্লমকোভিস্ট, গতকাল তুমি এখানে বসে বসে 'বন্ধুত্ব কাহাকে বলে' সেসব নিয়ে আমাকে অনেক সবক দিয়েছো। আস্থা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা–আরো কতো কি! আমি কিন্তু তোমার কাছ থেকে গল্পটা শুনে নেটে ছেড়ে দেবো না।"

ব্লমকোভিস্ট একটু প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলো। এই মাঝরাতে পুরো কাহিনীটা বলতে ইচ্ছে করছে না তার। কিন্তু সালান্ডার নাছোরবান্দা। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বাথরুমে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এসে কফিপটে পানি গরম করতে দিলো সে। এরপর সালান্ডারের কাছে তার পুরনো স্কুলবন্ধু রবার্ট লিন্ডবার্গের সাথে দেখা হওয়া এবং তার কাছ থেকে পুরো গল্পটা শুনে কিভাবে কৌতুহলী হয়ে উঠেছিলো সে কথা বললো।

"তার মানে তোমার ঐ দোস্ত তোমার কাছে মিথ্যে বলেছিলো?"

"না, মোটেও না। সে জানতো তাই আমাকে বলেছে। তার বলা কথাগুলো খতিয়ে দেখেছি আমি। সবটাই সত্যি। এমনকি আমি পোল্যান্ডে গিয়েও মিনোস নামের কারখানাটি দেখে এসেছিলাম। ওখানে বেশ কয়েকজন লোকের ইন্টারভিউ পর্যন্ত নিয়েছি। তারাও আমাকে ঠিক একই কথা বলেছে।"

"মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো ব্লমকোভিস্ট। একটু চুপ করে থেকে আবারো বলতে শুরু করলো সে।

"আমার কাছে একটি ফাটাফাটি কাহিনী ছিলো। যার সবটাই ছিলো সত্যি। ঐ সময় যদি আমি গল্পটা প্রকাশ করতাম তাহলে তাকে একেবারে বিধ্বস্ত করে ফেলতে পারতাম।"

"তাহলে সমস্যাটা কি হয়েছিলো?"

"এই কাহিনীটা নিয়ে যখন কাজ করছিলাম তখন কেউ একজন হয়তো টের পেয়ে গেছিলো। ওয়েনাস্ট্রমের কাছে ব্যাপারটা ফাঁস করে দিলে সে সতর্ক হয়ে ওঠে। এরপর আচমকাই কতোগুলো অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে শুরু করে। প্রথমে আমাকে হুমকি দেয়া হলো। এমন সব কার্ডফোন থেকে ফোন করে হুমকি দেয়া হলো যেগুলো ট্রেস করা প্রায় অসম্ভব। এরিকাকেও হুমকি দেয়া হয়েছিলো। এটা অবশ্য নতুন কোনো ব্যাপার ছিলো না আমাদের জন্য। তবে এরিকা একেবারে ঘাবড়ে যায়।"

সালান্ডারের কাছ থেকে একটা সিগারেট নিলো সে।

"তারপর একেবারেই অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা ঘটলো। অফিস থেকে কাজ শেষে বের হতেই দু'জন লোক এসে আমাকে এলোপাথারি ঘুষি মারলে আমার ঠোঁট ফেঁটে গেলো। রাস্তায় পড়ে রইলাম আমি। তাদেরকে আমি চিনতে পারি নি তবে তাদের একজন ছিলো পুরনো একজন বাইক চালক।"

"তারপর..."

"এসব ঘটনা আমাকে আরো ক্ষেপিয়ে তুললো। *মিলেনিয়াম*-এর নিরাপত্তা বাড়ানো হলো। আমরা বুঝতে পারলাম না কেন এসব করা হচ্ছে।"

"কিন্তু তুমি যে গল্পটা ছাপিয়েছিলে সেটা তো একেবারেই ভিন্ন কিছু।"

"ঠিক। আচমকা আমরা দুর্দান্ত একটি জিনিস পেয়ে গেলাম তখন। ওয়েনারস্ট্রমের সার্কেলে এক সোর্স পেয়ে গেলাম। সোর্স লোকটি নিজের জীবনের ভয়ে ভীত ছিলো। তার সাথে আমরা কেবল হোটেলরুমেই দেখা করতাম। সে আমাদের জানালো মিনোস-এর সমস্ত টাকা-পয়সা যুগোশ্লাভিয়ার যুদ্ধে অস্ত্র ব্যবসায় খাটানো হয়েছে। ক্রোয়েশিয়ার ডানপন্থী দল উতাশের সাথে অস্ত্র ব্যবসা করছে ওয়েনারস্ট্রম। কেবল মুখেই বললো না, সেই সোর্স তার কথার সপক্ষে আমাদেরকে কিছু ডকুমেন্টের কপিও দিয়ে দিলো।"

"তোমরা তাকে বিশ্বাস করেছিলে?"

"খুব চতুর ছিলো সে। আমাদেরকে এমন তথ্য দিতো যেটা কিনা আরেকজন সোর্সের কাছে আমাদেরকে টেনে নিয়ে যেতো। আর ঐ সোর্স তখন তথ্যটার সত্যতা নিশ্চিত করতো আমাদের কাছে। ওয়েনারস্ট্রমের এক ঘনিষ্ঠ লোক অস্ত্র ব্যবসায়ীর সাথে হাত মেলাচ্ছে এরকম একটি ছবিও আমাদেরকে দেয়া হয়েছিলো। এতো ডিটেইল তথ্য ছিলো যে আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হই। সিদ্ধান্ত নেই গল্পটা প্রকাশ করার।"

"পুরোটাই ছিলো ভুয়া।"

"শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সেটা ছিলো ভুয়া একটি কাহিনী। ডকুমেন্টগুলো দক্ষহাতে জাল করা ছিলো। আদালতে ওয়েনারস্ট্রমের আইনজীবি প্রমাণ করে দেয় যে, ছবিটি দুটো ভিন্ন ভিন্ন ছবির মিশ্রনে তৈরি করা একটি জাল ছবি।"

"অসাধারণ," বললো সালান্ডার।

"পরে বুঝতে পারলাম কতো সহজেই না আমাদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়েছিলো। আমাদের আসল গল্পটা ওয়েনারস্ট্রমকে সত্যি বিপদে ফেলে দিতো। কিন্তু আমরা ভুয়া একটি কাহিনী ছাপিয়ে নিজেরাই বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেললাম। আদালতে ওয়েনারস্ট্রম সেটাকে জাল হিসেবে প্রমাণ করতে পারলো।"

"এরপর তোমরা সত্যি কথাটা বলতে পারলে না কেন?"

"আমরা সেটা করলে কেউ আমাদের কথা বিশ্বাস করতো না। মনে হতো আমরা আদালতে হেরে গিয়ে ওয়েনারস্ট্রমের বিরুদ্ধে আরেকটা ভুয়া কাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছি।"

"বুঝতে পেরেছি।"

"ওয়েনারস্ট্রমের দুই স্তরের সুরক্ষা ছিলো। আমরা যদি প্রমাণ করতে পারতাম আমাদেরকে জাল ডকুমেন্ট দিয়ে বিভ্রান্ত করা হয়েছে তাহলে ওয়েনারস্ট্রম দাবি করতো তার শত্রুরা তার সুনামহানি করার জন্য এটা করেছে। আর আমরা, *মিলেনিয়াম* আরেকবার বিশ্বাসযোগ্যতা হারাতো সবার কাছে।"

"তাই তুমি নিজেকে ডিফেন্ড না করে আদালতের সাজা মাথা পেতে নিলে।"

"এটা আমার প্রাপ্য ছিলো," বললো ব্লমকোভিস্ট। "আমি মানহানি করেছি। এখন তো সব জানলে। এবার কি আমি ঘুমাতে যেতে পারি?"

ল্যাম্পটা বন্ধ করে চোখ দুটো বন্ধ করলো সে। কিন্তু তার পাশে চুপচাপ বসে রইলো সালান্ডার।

"ওয়েনারস্ট্রম একজন গ্যাংস্টার।"

"আমি সেটা জানি।"

"না, আমি মিন করেই বলছি কথাটা। আমি জানি সে একজন গ্যাংস্টার। রাশিয়ান মাফিয়া থেকে কলম্বিয়ান ড্রাগ কার্টেল, সবার সাথেই সে কাজ করে।"

"কি বলতে চাচ্ছো তুমি?"

"ফ্রোডির কাছে যখন আমি রিপোর্টটা দিয়েছিলাম তখন সে আমাকে আরেকটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছিলো। তোমার মামলায় আসলে কি হয়েছিলো সেটা জানতে চেয়েছিলো সে। আমি কাজটা শুরু করতেই সে আরমানস্কিকে ফোন করে অ্যাসাইনমেন্টটা বাতিল করে দেয়।"

"কেন?"

"আমার ধারণা তুমি হেনরিকের প্রস্তাবটা গ্রহণ করার ফলে তাদের আর এ কাজের কোনো দরকার ছিলো না।"

"তো?"

"আমি আবার অসমাপ্ত কোনো কাজ করতে ভালোবাসি না। কয়েক সপ্তাহ হাতে ছিলো আমার...ঐ সময় কোনো কাজ ছিলো না। তাই এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু খোড়াখুড়ি করি আমি। নিছক মজা পাওয়ার জন্য।"

উঠে বসে ল্যাম্পটা আবারো জ্বালালো ব্লমকোভিস্ট। অবাক হয়ে চেয়ে রইলো সালান্ডারের দিকে। মেয়েটার চোখেমুখে অপরাধবোধ।

"তুমি কি কিছু খুঁজে পেয়েছিলে?"

"তার পুরো হার্ডডিস্কটা আমার কম্পিউটারে রাখা আছে। লোকটা যে একজন গ্যাংস্টার সে সম্পর্কে অনেক প্রমাণ তুমি সেখানে পাবে।"

অধ্যায় ২৮

মঙ্গলবার, জুলাই ২৯–শুক্রবার, অক্টোবর ২৪

তিনদিন ধরে ব্লমকোভিস্ট সালান্ডারের কম্পিউটারের প্রিন্টআউট নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রইলো। সমস্যা হলো বিষয়গুলো দ্রুত বদলে যাচ্ছে। লন্ডনে একটি অপশন ডিল। এক এজেন্টের মাধ্যমে প্যারিসে একটি মুদ্রা ডিল। জিব্রাল্টারে এক কোম্পানির পোস্টঅফিস বক্স। নিউইয়র্কের চেজ ম্যানহাটন ব্যাঙ্কের এক একাউন্টে আচমকা দ্বিগুন পরিমাণ ব্যালান্স হয়ে যাওয়া।

এরপর হতবুদ্ধিকর প্রশ্নগুলো মার্ক করে রাখা হলো : ২০০০০০ ক্রোনারের একটি ট্রেডিং কোম্পানির একাউন্ট চিলির সান্তিয়াগোতে পাঁচ বছর আগে রেজিস্টার্ড করা হয়েছে–বারোটি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ত্রিশটির মতো কোম্পানির একটি–কোন্ ধরণের কর্মকাণ্ড জড়িত সেটার অবশ্য কোনো উল্লেখ নেই। গোপন একটি কোম্পানি? *কিসের জন্য অপেক্ষা করছে?* অন্য কোনো ধরণের কার্মকাণ্ডের জন্য একটি ফ্রন্ট? কম্পিউটারে অবশ্য এমন কোনো কিছু নেই যাতে বোঝা যাবে ওয়েনারস্ট্রমের মাথায় কি পরিকল্পনা ঘুরছে। অথবা কি ধরণের কাজ করতে যাচ্ছে সে।

সালান্ডার নিশ্চিত এসব প্রশ্নের বেশিরভাগেরই জবাব কখনও মিলবে না। মেসেজগুলো তারা দেখতে পাচ্ছে, তবে কোনো রকম চাবি ছাড়া এসবের কোনো মানে বের করা যাবে না। ওয়েনারস্ট্রমের সাম্রাজ্যটা পেঁয়াজের মতো, একটা স্তর ভেদ করলে আরেকটা স্তর চলে আসে। একটি এন্টারপ্রাইজের অধীনে আরেকটি এন্টারপ্রাইজ। এভাবে গোলকধাঁধার মতো ব্যাপার। কোম্পানি, একাউন্ট, তহবিল, সিকিউরিটিজ। তারা বুঝতে পারলো ওয়েনারস্ট্রম নিজেও এসব বিষয়ে সম্যক ধারণা রাখে না। ওয়েনারস্ট্রম সাম্রাজ্যটা যেনো জীবন্ত কোনো কিছু। আপনা আপনিই কার্যক্ষম।

তবে একটা প্যাটার্ন আছে। কিংবা বলা যেতে পারে প্যাটার্নের আভাস রয়েছে। ওয়েনারস্ট্রমের সমগ্র সাম্রাজ্যের আনুমানিক মূল্য ১০০ থেকে ৪০০ বিলিয়ন ক্রোনার। তবে সেটা নির্ভর করছে যারা ক্রেতা তাদের উপর। তারা কতোটা মূল্য হাঁকাবে সেটা অনুমান করা যেতে পারে কিন্তু এই অনুমান ভুলও হতে পারে। তবে প্রতিটি কোম্পানির যদি একে অন্যের সম্পদের উপর অধিকার থেকে থাকে তাহলে তাদের আসল মূল্য কতো হবে?

ওয়েনারস্ট্রম সম্পর্কে সালান্ডারের বোমাটি বিস্ফোরণের পরদিন সকালেই বেশ তাড়াহুড়া করে তারা হেডেবি আইল্যান্ড ছেড়ে চলে গেলো। ব্লমকোভিস্টের

ধ্যানজ্ঞান এখন সেই বিষয়টা নিয়েই। হেডেবি থেকে তারা সোজা চলে গেলো সালান্ডারের অ্যাপার্টমেন্টে, সেখানে গিয়ে টানা দু'দিন কাটিয়ে দিলো কম্পিউটারের সামনে বসে থেকে। মেয়েটা তাকে ওয়েনারস্ট্রমের সাম্রাজ্য ঘুরিয়ে আনলো। তার মনে অসংখ্য প্রশ্ন। তার মধ্যে একটা একেবারেই কৌতুহল থেকে।

"লিসবেথ, তুমি কিভাবে তার কম্পিউটারে ঢুকে এতোসব দেখতে পারলে?"

"এটা আমার বন্ধু প্লেগের ছোট্ট একটি আবিষ্কার। অফিস এবং বাড়িতে কাজ করার জন্য ওয়েনারস্ট্রম একটি আইবিএম ল্যাপটপ ব্যবহার করে। তার মানে সবধরণের তথ্য একটামাত্র হার্ডডিস্কে সংরক্ষণ করা আছে। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশান রয়েছে তার বাড়িতে। প্লেগ 'কাফ' নামের এমন একটি জিনিস আবিষ্কার করেছে যেটা ঐ ব্রডব্যান্ড ক্যাবলে পেচিয়ে রাখলেই কাজ করবে। তার হয়ে আমি নিজে সেই কাজটা করেছি। যাইহোক, ওয়েনারস্ট্রম যা কিছু দেখে সবই আসলে ঐ 'কাফ'-এর মাধ্যমে চলে আসা জিনিস। অন্য কোথাও রাখা একটি সার্ভার থেকে সব ডাটাস ফরোয়ার্ড করা হয়।"

"তার কি কোনো ফায়ারওয়াল নেই?"

হেসে ফেললো সালান্ডার।

"অবশ্যই আছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো ঐ কাফ'টা এক ধরণের ফায়ারওয়াল হিসেবেও কাজ করে থাকে। এভাবে কম্পিউটার হ্যাক করতে একটু সময় লাগে। ধরো ওয়েনারস্ট্রম একটা ই-মেইল পেলো; ওটা প্রথমে আসবে প্লেগের 'কাফ'-এ, সেটা ফায়ারওয়াল-এর মধ্য দিয়ে চলে যাবার আগেই আমরা পড়ে ফেলতে পারবো। কিন্তু এই কাফ-এর আসল বিশেষত্বটা হলো ঐ ই-মেইলটা রি-রাইটেন হয়ে যাবে আর তার সোর্স কোডের কিছু বাইটও যোগ হয়ে যাবে সেইসাথে। সে তার কম্পিউটার থেকে যতোবারই ডাউনলোড করবে এভাবে সবকিছু আমরা পেয়ে যাবো। ছবি ডাউনলোড করলে আরো ভালো হয়। লোকটা প্রচুর নেট সার্ফ করে। যখনই সে নতুন কোনো পর্নো ছবি কিংবা হোমপেজ ওপেন করে আমরা তার সাথে বেশ কয়েকটি সোর্স কোড জুড়ে দেই। কিছু দিন কিংবা কয়েক ঘণ্টা পর–সেটা নির্ভর করে সে কতোটা বেশি নেট ব্যবহার করলো তার উপর–ওয়েনারস্ট্রম ধীরে ধীরে তিন মেগাবাইটের পুরো প্রোগ্রামটিই ডাউনলোড করে ফেলেলো।"

"তারপর?"

"সবগুলো বাইট ডাউনলোড হয়ে যাবার পর আমাদের তৈরি করা প্রোগ্রামটি তার ইন্টারনেট ব্রাউজারে ইন্টেগ্রেটেড হয়ে যায়। তার কাছে মনে হয়েছিলো তার কম্পিউটারটা বুঝি হ্যাঙ্গ হয়ে গেছে, সে রিস্টার্ট করে। এই রিস্টার্টের সময় নতুন প্রোগ্রামটি তার কম্পিউটারে ইনস্টল হয়ে যায় আরামসে। সে ব্যবহার করে

ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার। রিস্টার্ট করার পর এক্সপ্লোরার ওপেন করতেই একটি নতুন প্রোগ্রাম ওপেন হয়ে গেলো যা কিনা তার কাছে একেবারেই অদৃশ্য, কেননা এটা তার ডেস্কটপে কোনো আইকন শো করে নি। ঠিক এক্সপ্লোরারের মতোই কাজ করে ঐ প্রোগ্রামটি। তবে সেইসাথে বাড়তি আরেকটা কাজও করে। প্রথমে এটা তার ফায়ারওয়ালের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং সবকিছু ঠিকঠাকমতো কাজ করছে কিনা সেটা নিশ্চিত করে। এরপর পুরো কম্পিউটারটি স্ক্যান করে এবং যখনই সে নিজের কম্পিউটার সার্ফ করে তার প্রতিটি বাইট ট্রান্সমিট করে দেয় আমাদের কাছে। তার কম্পিউটারের হার্ডডিস্কের অনুরূপ একটি হার্ডডিস্ক তৈরি হয়ে যায় অন্যকোথাও রাখা একটি সার্ভারের হার্ডডিস্কে। এরপরই এইচ.টি করার সময় চলে আসে।"

"এইচ.টি?"

"সরি। এটা প্লেগ বলে। হস্টাইল টেকওভার।"

"বুঝেছি।"

"তবে এরপর যা হয় সেটা একটু জটিল। পুরো কাজটা শেষ হয়ে গেলে দেখা গেলো ওয়েনারস্ট্রমের কম্পিউটারে আসলে দুটো হার্ডডিস্ক আছে। একটা তার নিজের কম্পিউটারে আর অন্যটি আমাদের সার্ভারে। এরপর সে তার কম্পিউটার চালু করলে আসলে আমাদের কাছে থাকা হার্ডডিস্কটা চালু হয়। সে আর নিজের কম্পিউটারে কাজ করছে না, সে কাজ করছে আমাদের কম্পিউটারে। তার কম্পিউটারটা একটু স্লো হয়ে গেলেও সেটা তার চোখে পড়ে না। বোঝার কোনো উপায় থাকে না আর কি। আমি যখন সার্ভারে কানেক্ট করি তখন তার কম্পিউটারে কি হচ্ছে না হচ্ছে সবই দেখতে পাই। ওয়েনারস্ট্রম তার কম্পিউটারের কি-বোর্ডে কোন কি চাপলো না চাপলো তাও আমি দেখতে পাই আমার কম্পিউটারে।"

"তোমার বন্ধুও একজন হ্যাকার?"

"লন্ডনে টেলিফোন ট্যাপ করার ব্যবস্থা সে-ই করে দিয়েছিলো। একটু অসামাজিক লোক্ হলেও নেট-এ সে একজন কিংবদন্তী।"

"ঠিক আছে," তার দিকে হেসে বললো মিকাইল। "দুই নাম্বার প্রশ্ন : ওয়েনারস্ট্রম সম্পর্কে এসব কথা তুমি আমাকে আগে কেন বলো নি?"

"তুমি তো কখনও জিজ্ঞেস করো নি আমাকে।"

"আমি যদি কখনও তোমাকে জিজ্ঞেস না করতাম–ধরো তোমার সাথে আমার কখনও দেখাই হলো না–তাহলে কি তুমি এসব জানার পরও বসে থাকতে আর *মিলেনিয়াম*-এর দেউলিয়া হয়ে যাওয়া দেখতে?"

"ওয়েনারস্ট্রম কেমন লোক সে সম্পর্কে কেউ আমার কাছে কখনও জানতে চাই তো না," সবজান্তার মতো ক'রে বললো সালান্ডার।

"হ্যা, কিন্তু আমি বলছি যদি'র কথা?"

"আমি তো তোমাকে বলেছিই," বললো মেয়েটি।

প্রসঙ্গটা বাদ দিলো ব্লমকোভিস্ট।

ওয়েনারস্ট্রমের হার্ডডিস্কের সব কিছু দশটি সিডি'তে রাইট করে নিলো সালান্ডার। প্রায় পাঁচ গিগাবাইটের সমপরিমাণ তথ্য। তার কাছে মনে হলো সে বুঝি ব্লমকোভিস্টের অ্যাপার্টমেন্টে চলে এসেছে। ধৈর্য ধরে তার প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেলো মেয়েটি।

"আমি বুঝতে পারছি না সে কেন তার সমস্ত নোংরা জিনিস কম্পিউটারে সংরক্ষণ করে রাখে," বললো সে। "পুলিশ যদি এটার খোঁজ পেয়ে যায় তো..."

"লোকজন খুব বেশি যৌক্তিকভাবে চিন্তা করে না। সে বিশ্বাস করে পুলিশ কখনওই তার কম্পিউটার সিজ করবে না।"

"তা অবশ্য ঠিক। আমি মানছি লোকটা খুব উন্নাসিক একজন। আস্ত একটা বানচোত। তবে তার উচিত নিজের কম্পিউটারের নিরাপত্তা নিয়ে একজন সিকিউরিটি কনসালটেন্টের সাথে পরামর্শ করা। তার কম্পিউটারে এমন ম্যাটেরিয়ালও আছে যা কিনা ১৯৯৩ সালের ঘটনা সম্পর্কিত।"

"কম্পিউটারটা অবশ্য অপেক্ষাকৃত নতুন। এক বছর আগে এটা নির্মাণ করা হয়েছে, লোকটা তার আগের সমস্ত ডকুমেন্ট আর চিঠিপত্র সিডি'তে না রেখে হার্ডডিস্কে সেভ ক'রে রেখেছে। কিন্তু একটা এনক্রিপশন প্রোগ্রাম ব্যবহার করে সে। তবে এই এনক্রিপশন প্রোগ্রাম কোনো কাজেই লাগবে না যদি তুমি তার কম্পিউটারে ঢুকে পাসওয়ার্ডটা পড়ে ফেলতে পারো।"

তারা স্টকহোমে ফিরে আসার চারদিন পর রাত ৩টার দিকে মাম ফোন করলো ব্লমকোভিস্টকে।

"হেনরি কোর্তেজ আজরাতে তার মেয়েবান্ধবীকে নিয়ে একটা বারে গিয়েছিলো।"

"তাই নাকি," ঘুম ঘুম কণ্ঠে বললো মিকাইল।

"বাড়ি ফেরার পথে তারা সেন্ট্রালেনের বারে ঢুঁ মেরে যায়।"

"রোমান্স করার জন্য তো জায়গাটা মোটেও ভালো নয়।"

"শোনো না কি হয়েছে। ডালম্যান তো ছুটিতে আছে। কিন্তু হেনরি তাকে ঐ বারে এক লোকের সাথে দেখতে পেয়েছে।"

"তারপর?"

“হেনরি ঐ লোকটাকে চিনতে পেরেছে। ক্রিস্টার সোডার।”

“নামটা শুনে চিনে পারছি না, তবে...”

“লোকটা *মনোপলি ফিনান্সিয়াল ম্যাগাজিন*-এ কাজ করে, যার মালিক ওয়েনারস্ট্রম গ্রুপ।”

কথাটা শুনে বিছানায় উঠে বসলো ব্লমকোভিস্ট।

“তুমি কি আমার কথা শুনছো?”

“শুনছি। এটা হয়তো কোনো ব্যাপার না। সোডার একজন সাংবাদিক, সে হয়তো তার পুরনো কোনো বন্ধু হবে।”

“হয়তো আমি একটু বেশি সন্দেহগ্রস্ত আচরণ করছি কিন্তু কিছুদিন আগে *মিলেনিয়াম* এক ফ্রিল্যান্সারের কাছ থেকে একটা রিপোর্ট কিনে নিয়েছিলো...আমরা সেটা প্রকাশ করার এক সপ্তাহ আগেই সোডার সেটা নিজের পত্রিকায় প্রকাশ করে ফেলে। সংবাদটি ছিলো একটি মোবাইল ফোন কোম্পানির বাতিল যন্ত্রাংশ ব্যবহারের উপর।”

“বুঝতে পারছি তুমি কি বলতে চাচ্ছো। তবে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে। তুমি কি এরিকার সাথে এ নিয়ে কথা বলছো?”

“না, সে তো সামনের সপ্তাহে ফিরে আসবে।”

“কাউকে কিছু বোলো না। আমি তোমাকে পরে ফোন করছি,” বললো ব্লমকোভিস্ট।

“কোনো সমস্যা হয়েছে?” জানতে চাইলো সালান্ডার।

“*মিলেনিয়াম*,” মিকাইল বললো। “আমাকে সেখানে যেতে হবে। যাবে আমার সাথে?”

এডিটোরিয়াল অফিসটি একেবারে ফাঁকা। ডালম্যানের কম্পিউটারের পাসওয়ার্ডটা ভাঙতে মাত্র তিন মিনিট লাগলো সালান্ডারের। সেটা থেকে ব্লমকোভিস্টের ল্যাপটপে সব তথ্য ট্রান্সফার করতে লাগলো আরো দু'মিনিট।

ডালম্যানের বেশিরভাগ ই-মেইলগুলো সম্ভবত তার ল্যাপটপে রাখা আছে। সেটাতে তারা ঢুকতে পারছে না এখন। তবে *মিলেনিয়াম*-এ তার যে ডেস্কটপ কম্পিউটার আছে সেটা ব্যবহার করে সালান্ডার জানতে পারলো *মিলেনিয়াম*-এর একাউন্ট বাদেও ডালম্যান আরো একটি ই-মেইল একাউন্ট ব্যবহার ক'রে থাকে। ছয় মিনিট লাগলো সেই একাউন্টের কোডটা ভাঙতে, তারপর বিগত এক বছরে যতোগুলো মেইল আদানপ্রদান করা হয়েছে সব ডাউনলোড ক'রে ফেলা হলো। পাঁচ মিনিট পরই ব্লমকোভিস্ট বুঝতে পারলো ডালম্যান *মিলেনিয়াম*-এর সব ধরণের তথ্য লিক করে থাকে। এরিকা বার্গার কি ধরণের সংবাদ

মিলেনিয়াম-এ ঠাঁই দেবে সেসবই *মনোপলি ফিনান্সিয়াল ম্যাগাজিন*-এর এডিটরকে আগেভাগে জানিয়ে দিতো সে। গত শরৎকাল থেকে এসব ক'রে আসছে ডালম্যান।

কম্পিউটার বন্ধ করে তারা দু'জনেই ঘুমানোর জন্য চলে গেলো মিকাইলের অ্যাপার্টমেন্টে। তবে খুব অল্প কয়েক ঘণ্টাই ঘুমালো তারা। সকাল ১০টার দিকে মামকে ফোন করলো ব্লমকোভিস্ট।

"ডালম্যান যে ওয়েনারস্ট্রমের হয়ে কাজ করছে সে ব্যাপারে আমার কাছে প্রমাণ আছে।"

"আমি জানতাম। ঠিক আছে, তাহলে ঐ বানচোতটাকে আজই বরখাস্ত করে দেই।"

"না, এটা কোরো না। কিছুই কোরো না।"

"কিচ্ছু করবো না?"

"ক্রিস্টার, আমার উপর আস্থা রাখো। ডালম্যান কি এখনও ছুটিতে আছে?"

"হ্যা, সোমবার কাজে যোগ দেবে সে।"

"আজ অফিসে কতোজন আছো?"

"প্রায় অর্ধেক কর্মচারি উপস্থিত আছে।"

"তুমি কি ২টার দিকে একটা মিটিং ডাকতে পারবে? কি নিয়ে মিটিং হবে সেটা বোলো না। আমি অফিসে আসছি।"

কনফারেন্স টেবিলে মোট ছয়জন উপস্থিত আছে। মামকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে আজ। কোর্তেজকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে নতুন প্রেমে পড়া একজন। নিলসন খুব অস্থির হয়ে আছে, কারণ মাম কাউকে বলে নি মিটিং কেন ডাকা হয়েছে। শুধুমাত্র পার্টটাইম কাজ করে যে মেয়েটা সেই ইঙ্গেলা ওস্কারসন একেবারে নির্বিকার। আরেকজন পার্টটাইমার হলো লোট্টা করিম, সে অবশ্য কিছুটা উদ্বিগ্ন। ছুটিতে থাকা ম্যাগনাসনকেও ডেকে এনেছে মাম।

সবাইকে স্বাগত জানিয়ে নিজের দীর্ঘ বিরতির জন্য ক্ষমা চেয়ে বলতে শুরু করলো ব্লমকোভিস্ট।

"আজ আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা নিয়ে আমি আর ক্রিস্টার এখনও এরিকার সাথে কোনো রকম কথাবার্তা বলি নি। তবে আপনারা নিশ্চিত থাকুন, আমি এরিকার হয়েই কথা বলছি। আজ আমরা *মিলেনিয়াম*-এর ভবিষ্যত নির্ধারণ করতে যাচ্ছি।"

তার কথাগুলো সবাই যাতে অনুধাবন করতে পারে সেজন্যে একটু থামলো সে। কেউ কোনো প্রশ্ন করলো না।

“বিগত বছরটা খুব বাজে গেছে আমাদের। তবে আমি খুব গর্বিত যে এখানকার কেউই আমাদের ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যায় নি। ধরে নিচ্ছি এখানে যারা আছে তারা সবাই বেশ বিশ্বস্ত। এই ম্যাগাজিনটাকে ভালোবাসে। এজন্যেই আপনাদের সাথে পুরো ব্যাপারটা আলোচনা করবো বলে এই মিটিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটাকে আমাদের শেষ একটা চেষ্টা বলে ধরে নিতে পারেন।”

“শেষ চেষ্টা?” মনিকা নিলসন বললো। “আপনার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে পত্রিকাটা বন্ধ ক'রে দেয়ার কথা ভাবছেন।”

“ঠিক, মনিকা,” বললো মিকাইল। “কথা শুনে মনে হবে যেনো আমরা পত্রিকাটি বন্ধ ক'রে দিচ্ছি। এরিকা ফিরে এলে এরকম আরেকটি মিটিং ডেকে সবাইকে জানিয়ে দেবে আগামী ক্রিসমাসের সময় এই পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হবে। সবাইকে বরখাস্ত করবে সে।”

এবার পুরো ঘরে উদ্বিগ্নতা ছড়িয়ে পড়লো। এমনকি মামও মনে করতে শুরু করলো ব্লমকোভিস্ট বুঝি সিরিয়াসলি এটা বলেছে। এরপরই সবাই দেখতে পেলো ব্লমকোভিস্টের মুখে চওড়া হাসিটা।

“এই শরৎকালে আপনারা যা করবেন সেটা এক ধরণের নাটক। দুঃখজনক ব্যাপার হলো আমাদের ম্যানেজিং এডিটর জেইন ডালম্যান হ্যান্স-এরিক ওয়েনারস্ট্রমের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে আসছে। তার মানে আমাদের শত্রু আমাদের ভেতরে সবকিছু জেনে যেতো। এর আগে বেশ কয়েকটি বাজে ঘটনার ব্যাখ্যা এবার মিলিয়ে নিতে পারেন। বিশেষ করে বিজ্ঞাপনের কথা বলা যেতে পারে। অনেকবারই দেখা গেছে শেষ মুহূর্তে বিজ্ঞাপনদাতারা সটকে পড়েছে।”

ডালম্যান কখনই অফিসে জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলো না তাই এই কথাটা শুনে কেউই অবাক হলো না। একটা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেলে মিকাইল সবার মনোযোগ আকর্ষণ করলো।

“আপনাদের এখানে ডেকে আনার কারণ আমি আপনাদেরকে বিশ্বাস করি। জানি আমার কাছ থেকে আসল কথাটা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন। *মিলেনিয়াম* বন্ধ হয়ে যাবার পথে আছে ওয়েনারস্ট্রম যাতে এরকম ধারণা পোষণ করে সে ব্যবস্থা করতে হবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সবাইকে এটা করতে হবে।”

“আমাদের আসল অবস্থাটা কি?” কোর্তেজ জানতে চাইলো।

“ঠিক আছে। বলছি। মিলেনিয়াম মোটেও বন্ধ হবে না, এটা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। এক বছর আগে পত্রিকাটি যতো শক্তিশালী ছিলো বর্তমানে এটা তারচেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী অবস্থায় আছে। এই মিটিংটা শেষ হয়ে যাবার পর আমি আবারো দুই মাসের জন্য উধাও হয়ে যাবো। অক্টোবরের শেষের দিকে ফিরে আসবো এখানে, তারপর সবাই মিলে ওয়েনারস্ট্রমের ডানা কেটে দেবার ব্যবস্থা করবো।”

"এটা আমরা কিভাবে করবো?" নিলসন বললো।

"দুঃখিত, মনিকা। এই মুহূর্তে আমি বিস্তারিত বলতে পারবো না। তবে আমি নতুন একটি গল্প লিখবো, এবারে কোনো রকম ভুল হবে না। ক্রিসমাস পার্টিতে আমি ওয়েনারস্ট্রমকে রোস্ট হিসেবে পেতে চাই আর সমালোচকদের চাই ফলাহার হিসেবে।"

সবাই বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। ব্লমকোভিস্ট বুঝতে পারলো *মিলেনিয়াম*-এর হাতেগোনা কর্মীদের মাঝে এখনও তার ট্রাস্ট ক্যাপিটাল অক্ষুন্ন আছে। হাত তুললো সে।

"এটা করতে হলে আমাদেরকে এমন কাজ করতে হবে যাতে করে ওয়েনারস্ট্রম মনে করে আমাদের পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর কারণ সে যেনো আমাদের পেছনে লেগে না থাকে, আমরা তার সম্পর্কে যে খবরটা প্রকাশ করতে যাবো সে সম্পর্কিত কোনো আলামত যেনো নষ্ট করে ফেলতে না পারে। সুতরাং আগামী মাস থেকে আমরা তার উপর একটি অনুসন্ধানী রিপোর্ট শুরু করতে যাচ্ছি। তার আগে আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে এখানে যা কিছু আলোচনা হলো তা যেনো কোনোভাবেই লেখা না হয়, কিংবা এ বিষয়ে মেইলে যেনো কোনো উল্লেখ না করে। আমরা জানি না ডালম্যান আমাদের সবার কম্পিউটারে কতোটুকু প্রবেশ করতে পেরেছে। তবে ভবিষ্যত সতর্কতার জন্য সবাই সজাগ থাকবে সেটাই আশা করি। সুতরাং আমরা পুরো কাজটাই করবো মৌখিকভাবে। কোনো দরকার পড়লে সোজা ক্রিস্টারের বাড়ি চলে যাবেন। ফোন কিংবা মেইলে কিছু আলোচনা করবেন না। একেবারে সতর্ক থাকতে হবে সবাইকে।"

পেছনের হোয়াইট বোর্ডে 'কোনো ই-মেইল করা চলবে না' লিখলো ব্লমকোভিস্ট।

"দ্বিতীয়ত, আমি চাইবো আপনারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করবেন, আমার সম্পর্কে ডালম্যানের সামনে অনুযোগ করবেন তীব্র ভাষায়। বাড়াবাড়ি করবেন না। আপনাদের এসব উষ্মা প্রকাশ যেনো খুব স্বাভাবিক দেখায়। ক্রিস্টার, আমি চাই তুমি আর এরিকা তুমুল বাকবিতণ্ডা করবে। কিভাবে করবে সেটা তুমিই ঠিক করে নেবে।"

'ঝগড়া-ফ্যাসাদ শুরু করা' কথাটি লিখলো এবার।

"তৃতীয়ত, এরিকা ফিরে এলে সে ডালম্যানের সামনে এমন সব কথা বলবে যাতে মনে হবে হেনরিক ভ্যাঙ্গারের সাথে আমাদের চুক্তিটা বাতিল হয়ে যাচ্ছে, কারণ সে খুব অসুস্থ আর মার্টিন ভ্যাঙ্গার মারা গেছে।"

'বিভ্রান্তিকর তথ্য' কথাটা লিখলো সে।

"কিন্তু চুক্তিটা তো আসলে বহালই থাকবে, নাকি?" জানতে চাইলো মনিকা নিলসন।

"বিশ্বাস করেন, ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশন *মিলেনিয়াম*-এর টিকে থাকা নিয়ে আমাদের চেয়েও বেশি মরিয়া। তারা আমাকে আশ্বস্ত করেছে এ ব্যাপারে। ধরে নিতে পারেন, আগস্টের শেষ দিকে এরিকা মিটিং ডেকে কর্মী ছাটাইয়ের ঘোষণা দেবে। আপনারা জানেন এটা আসলে সাজানো ঘটনা। এই ঘোষণার পর একমাত্র ডালম্যানই চাকরিচ্যুত হবে।"

"আপনি মনে করছেন এই খেলাটা খেললে *মিলেনিয়াম* রক্ষা পাবে?" বললো ম্যাগনাসন।

"আমি জানি তাই হবে। আর সনি, আমি চাই তুমি প্রতি মাসে একটা ভুয়া রিপোর্ট দেবে যে *মিলেনিয়াম*-এর বিজ্ঞাপনদাতারা একে একে সটকে পড়ছে, সেইসাথে এর পাঠকের সংখ্যা কমে আসছে আশংকাজনক হারে।"

"খুব মজা লাগছে আমার," বললো নিলসন। "এইসব কথা কি অফিসের ভেতরই থাকবে নাকি বাইরেও চাউড় করে দেবো, বিশেষ করে মিডিয়ার কাছে?"

"এটা নিজেদের মধ্যেই রেখো। তবে এ কথা বাইরে চলে গেলে আমরা বুঝতে পারবো কে এই কাজটা করেছে। এ নিয়ে যদি বাইরের কেউ আমাদের কাছে জানতে চায় তাহলে তাকে আমরা বলবো : আপনি ভিত্তিহীন একটি গুজব শুনেছেন। আমরা *মিলেনিয়াম* বন্ধ করার কথা মোটেও ভাবছি না। সবচাইতে ভালো হয় ডালম্যান এই খবরটা মিডিয়ায় চাউড় করলে। সম্ভব হলে আপনারা এ রকম আরো অনেক ভুয়া খবর দিয়ে ডালম্যানকে বিভ্রান্ত করতে পারেন।"

কার কি ভূমিকা সেসব নিয়ে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করে গেলো আরো এক ঘণ্টা ধরে।

মিটিং শেষে হর্নগাটসপুকেনে জাভা নামক এক ক্যাফে'তে বসে মামের সাথে কফি পান করলো ব্লমকোভিস্ট।

"ক্রিস্টার, তুমি এয়ারপোর্ট থেকে এরিকাকে রিসিভ করবে, তারপর এসব কথা বিস্তারিত জানিয়ে দেবে তাকে। এই খেলাটা যেনো সে ভালোমতো খেলতে পারে সে ব্যাপারে তাকে রাজি করাবে তুমি। আমি তাকে যতোদূর চিনি, সে ডালম্যানকে মোকাবেলা করতে চাইবে সঙ্গে সঙ্গে–কিন্তু সেটা হতে দেয়া যাবে না। আমি চাই না ওয়েনারস্ট্রম আগেভাগে কিছু টের পেয়ে সতর্ক হয়ে উঠুক।"

"তাই করবো। চিন্তা করো না।"

"পিজিপি এনক্রিপশন প্রোগ্রাম ইনস্টল করা এবং সেটার ব্যবহার শেখার আগপর্যন্ত এরিকা যেনো কোনো রকম ই-মেইল আদানপ্রদান না করে সেটাও নিশ্চিত করবে। আমরা কার কাছে কি মেইল করি সেসব কিন্তু ডালম্যানের মাধ্যমে ওয়েনারস্ট্রম জেনে যাবে। আমি চাই পুরো অফিসে সবার কম্পিউটারে

পিজিপি ইনস্টল করতে বলবে তুমি। তবে এমনভাবে এটা করবে যেনো বেশ স্বাভাবিক নিয়মেই করা হচ্ছে। তার চোখে যেনো ব্যাপারটা সন্দেহজনক না ঠেকে।"

"আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো। কিন্তু মিকাইল–তুমি কি নিয়ে কাজ করছো?"

"ওয়েনারস্ট্রম।"

"তার কোন্ বিষয়টা নিয়ে?"

"আপাতত এটা গোপনই থাক।"

মামকে বেশ অস্বস্তির মধ্যে পড়তে দেখা গেলো। "আমি তোমাকে সব সময় বিশ্বাস করি, মিকাইল। এর মানে কি তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছো না?"

হেসে ফেললো ব্লমকোভিস্ট।

"অবশ্যই আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। কিন্তু এ মুহূর্তে আমি খুবই মারাত্মক একটি ক্রিমিনাল কাজের সাথে জড়িত আছি যা কিনা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ধরা খেলে কয়েক বছরের জেল হবে নির্ঘাত। আমার এই রিসার্চটি অন্যরকম...ওয়েনারস্ট্রম আমাদের সাথে যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলো আমি এখন ঠিক সেই পদ্ধতিই ব্যবহার করছি।"

"তোমার কথা শুনে তো আমি ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়ছি।"

"নিশ্চিন্তে থাকো, ক্রিস্টার। এরিকাকে বোলো আমার এবারের রিপোর্টটা বেশ বড়সড় কিছু একটা হবে। বিশাল বড় কিছু।"

"তুমি কি নিয়ে কাজ করছো সে ব্যাপারে জানার জন্য এরিকা কিন্তু চাপাচাপি করবে..."

একটু ভেবে নিলো মিকাইল। তারপর হেসে ফেললো।

"তাকে বোলো, আমি যখন হেনরিক ভ্যাঙ্গারের সাথে চুক্তিটা করি তখন সে আমাকে বলেছিলো আমি নিতান্তই একজন সাধারণ ফ্ল্যাঙ্গার সাংবাদিক, *মিলেনিয়াম* বোর্ড এবং পত্রিকার নীতি নির্ধারণীতে আমার কোনো স্থান নেই। তার মানে তাকে সব জানাতে হবে এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা আমার নেই। তবে সে যদি আমার কথা মতো কাজ করে তাহলে তাকেই প্রথম জানাবো কি করছি না করছি।"

"আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে সে," উৎফুল্ল হয়ে বললো মাম।

ব্লমকোভিস্ট জানে মামের সাথে সে পুরোপুরি সততা দেখায় নি। ইচ্ছেকৃতভাবে বার্গারকেও এড়িয়ে চলছে সে। সবচাইতে স্বাভাবিক ব্যাপার হলো তার সাথে এক্ষুণি যোগাযোগ করে সব খুলে বলা। তবে তার সাথে সে কথা বলতে চাচ্ছে না। কয়েকবারই মোবাইল হাতে নিয়ে তাকে ফোন করতে উদ্যত হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর করে নি।

সমস্যাটা কি তা সে জানে। এরিকার চোখের দিকে তাকাতে পারবে না।

হেডেস্টাডে কি হয়েছে সে ব্যাপারে তার কাছে মিথ্যে বলতে হবে কিন্তু এরিকার কাছে মিথ্যে বলা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

তারচেয়ে বড় কথা ওয়েনারস্ট্রমের ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে যাচ্ছে সে, অন্য কোনো সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর শক্তি তার নেই। সেজন্যই তার সাথে দেখাসাক্ষাত থেকে বিরত আছে। নিজের মোবাইলটা পর্যন্ত বন্ধ করে রেখেছে সে। তবে এও জানে এটা খুব বেশি দিন চালানো যাবে না।

এডিটোরিয়াল মিটিংয়ের পর পরই স্যান্ডহামের কেবিনে চলে গেলো মিকাইল। প্রায় বছরখানেক ধরে কেবিনে যায় নি। তার ব্যাগেজের মধ্যে সালান্ডারের দেয়া দুই বাক্স প্রিন্ট করা কাগজ আর কতোগুলো সিডি রয়েছে। বেশ ভালো পরিমাণে খাবার-দাবার মজুদ করে দরজা বন্ধ করে ল্যাপটপটা নিয়ে বসে লিখতে শুরু করে দিলো সে। প্রতিদিন অল্প একটু সময়ের জন্য হাটাহাটি করে বাইরে গিয়ে খাবার আর সংবাদপত্র কিনে আনলো। ঘুমে দু'চোখ বন্ধ হয়ে আসার আগপর্যন্ত লিখে গেলো ব্লমকোভিস্ট।

এডিটর ইন চিফ এরিকার কাছ থেকে একটি এনক্রিপ্টেড ই-মেইল পেলো সে।

বরাবর, ছুটিতে থাকা প্রকাশক :

মিকাইল। আমি জানতে চাই এসব কি হচ্ছে–ভালোই ভোগাচ্ছো। আমি ছুটি কাটিয়ে এসে দেখি বিরাট হট্টগোল। জেইন ডালম্যানের বিশ্বাসঘাতকতা আর তোমার ডাবল-গেমের ব্যাপারে বলছি। মার্টিন ভ্যাঙ্গার মারা গেছে। হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার বেঁচে আছে। হেডেবিতে হচ্ছেটা কি? তুমি এখন কোথায়? কোনো খবর আছে নাকি? তুমি আমার কল রিসিভ করছো না কেন?

–এরিকা

পি.এস. ক্রিস্টারের মাধ্যমে তোমার কথাগুলো আমি শুনেছি। তুমি কি আমার সাথে সিরিয়াসলি ঝগড়া-ফ্যাসাদ করবে?

পি.পি.এস. আমি তোমাকে কিছুদিনের জন্য বিশ্বাস করছি। তবে তোমাকে প্রমাণ দিতে হবে তোমার মনে আছে তো, আদালতে যেসব জিনিস বলা থেকে বিরত ছিলে– জে.ডি'র বিষয়ে।

প্রেরক<মিকাইল ব্লমকোভিস্ট, মিলেনিয়াম>

বরাবর<এরিকা বার্গার, মিলেনিয়াম>

হাই রিকি। একদমই না। আমি কোনো ঝগড়াঝাটির মধ্যে যাবো না। তোমাকে সব না জানানোর জন্য আমাকে ক্ষমা করবে। তবে বিগত কয়েকটি মাস আমার জীবনটা একেবারে বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে গেছে। দেখা হলে সবই

বলবো তোমায়। তবে ই-মেইলে কিছু বলবো না। আমি এখন স্যান্ডহামে আছি। একটা খবর আছে তবে সেটা হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার সংক্রান্ত নয়। এখানে আমি কম্পিউটার নিয়ে দিনরাত পড়ে থাকবো কয়েকটা দিন তারপরই কাজটা শেষ হয়ে যাবে। আমার উপর আস্থা রাখো। অনেক অনেক আদর আর চুমু।

এম।

প্রেরক<এরিকা বার্গার, মিলেনিয়াম>

বরাবর<মিকাইল ব্লমকোভিস্ট, মিলেনিয়াম>

স্যান্ডহ্যাম? আমি তোমর সাথে দেখা করার জন্য খুব শীঘ্রই আসছি।

প্রেরক<মিকাইল ব্লমকোভিস্ট, মিলেনিয়াম>

বরাবর<এরিকা বার্গার, মিলেনিয়াম>

এখন না। কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করো। অন্তত কাহিনীটা গুছিয়ে নেবার আগ পর্যন্ত। তাছাড়া অন্য একজনের আগমনের আশায় আছি আমি।

প্রেরক<এরিকা বার্গার, মিলেনিয়াম>

বরাবর<মিকাইল ব্লমকোভিস্ট, মিলেনিয়াম>

তাহলে আমি দূরেই থাকি। তবে আমাকে জানতে হবে আসলে কি হচ্ছে। হেনরিক ভ্যাঙ্গার আবারো সিইও হয়েছে, আমার ফোন ধরছে না সে। ভ্যাঙ্গারের সাথে আমাদের চুক্তিটা যদি বাতিল হয়ে থাকে তাহলে সেটা আমার জানা দরকার। রিকি।

পি.এস. মেয়েটা কে?

বরাবর<এরিকা বার্গার, মিলেনিয়াম>

প্রেরক<মিকাইল ব্লমকোভিস্ট, মিলেনিয়াম>

প্রথমত : হেনরিক ভ্যাঙ্গারের সাথে চুক্তি বাতিলের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সে কিছুদিনের জন্য সিইও হিসেবে কাজ করবে। আমার ধারণা মার্টিনের মৃত্যু আর হ্যারিয়েটের পুণর্জন্মের মতো ঘটনা সামলে উঠতে কিছুটা সময় লাগছে তার।

দ্বিতীয়ত : *মিলেনিয়াম* টিকে থাকবে। আমি আমাদের পত্রিকার জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটি রিপোর্ট নিয়ে এখন কাজ করছি। এটা প্রকাশ হবার পর চিরতরের জন্যে ওয়েনারস্ট্রমের ভরাডুবি ঘটবে।

তৃতীয়ত : আমার জীবনটা এখন উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, তবে তুমি, আমি আর *মিলেনিয়াম*-এর জন্য কোনো কিছুই বদলায় নি। আমার উপর

বিশ্বাস রাখো। অনেক চুমু

—মিকাইল।

পি.এস. শীঘ্রই তার সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবো।

সালান্ডার স্যান্ডহামে গিয়ে দেখতে পেলো দাড়ি না কামানো আর চোখের নীচে কালি পড়া এক ব্লমকোভিস্টকে। তাকে দেখেই জড়িয়ে ধরে তার জন্য কফি বানাতে বললো, আর এই ফাঁকে যে লেখাটা লিখছিলো সেটা শেষ করে ফেলবে।

কেবিনটার চারপাশে তাকিয়েই সালান্ডারের পছন্দ হয়ে গেলো। একটা জেটির পাশে সেটা অবস্থিত। দরজা থেকে তিন পা এগোলেই জলরাশি। মাত্র পনেরো বাই আঠারো ফুটের একটি কেবিন তবে ছাদটা বেশ উঁচু আর ঘুমানোর জন্য মাচাঙের ব্যবস্থা করা আছে। ঐ মাচাঙে সে আরামসে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে তবে ব্লমকোভিস্টকে মাথা নীচু করে রাখতে হবে। বিছানাটা বেশ বড়, তাদের দু'জনের জন্য যথেষ্টই বলা যায়।

একটা বিশাল জানালা আছে জলরাশির দিকে মুখ করে রাখা। তার ঠিক ডান দিকেই সামনের দরজাটা, ওখানেই আছে রান্নাঘরের টেবিল। দেয়ালে একটা শেলফে সিডি প্লেয়ার, আর এলভিস প্রিসলি এবং কতোগুলো হার্ডরক ব্যান্ডের অসংখ্য সিডি রয়েছে সেখানে। এগুলো সালান্ডারের খুব বেশি পছন্দের গান নয়।

ঘরের এককোণে আছে একটি ফায়ারপ্লেস। কাপড়চোপড় রাখার বড়সড় একটি ওয়ারড্রব আর তার ঠিক পেছনেই বাথরুমের পর্দা দেখা যাচ্ছে। সিঙ্কের পাশে ছোট্ট একটি জানালা আছে। ঘুমানোর যে মাচাঙ আছে সেটাতে ওঠার জন্য একটা পেচানো সিঁড়ি রয়েছে, সেই সিঁড়ির নীচে আছে ছোট্ট একটি টয়লেট। পুরো কেবিনটা দেখে মনে হবে কোনো প্রমোদতরীর ভেতরের কক্ষের মতো।

মিকাইলের উপর ইনভেস্টিগেশন করার সময় সালান্ডার জানতে পেরেছিলো এই কেবিনের ভেতরে সব কিছুই ব্লমকোভিস্ট নিজে বানিয়ে নিয়েছে। স্যান্ডহামের এই কেবিন ঘুরে গিয়ে তার এক বন্ধু তাকে ই-মেইলে এসব কথা লিখে জানিয়েছিলো সে নাকি মিকাইলের হাতের কাজে একেবারে মুগ্ধ। এখন কেবিনটার ভেতর সব দেখে বুঝতে পারছে কেন ব্লমকোভিস্ট এই কেবিনটা এতো ভালোবাসে।

দু'ঘণ্টা পর মিকাইলের মনোযোগে বেশ ভালোমতোই বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারলো। বাধ্য হয়ে ল্যাপটপটা বন্ধ করে শেভ করে তাকে নিয়ে বাইরে ঘুরতে বের হলো সে। তবে ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি আর দমকা বাতাসের কারণে খুব জলদিই তারা কেবিনে ফিরে এলো। ব্লমকোভিস্ট যখন বললো সে কি নিয়ে লিখছে তখন

সালান্ডার তাকে একটা সিডি বের করে দিলো। সিডিটাতে ওয়েনারস্ট্রমের কম্পিউটারের আপডেট রয়েছে।

এরপর মাচাঙের উপর নিয়ে গিয়ে মিকাইলের সব জামাকাপড় সব খুলে ফেলে তার মনোযোগ আরো বেশি ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করতে সক্ষম হলো সালান্ডার। শেষ রাতের দিকে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পেলো বিছানায় ব্লমকোভিস্ট নেই। মাচাঙ থেকে নীচে তাকিয়ে দেখলো কম্পিউটারে আপন মনে কী যেনো লিখে চলছে সে। কিছুক্ষণ চুপচাপ দেখে গেলো তাকে। মিকাইলকে দেখে খুব সুখি মনে হচ্ছে। আজব ব্যাপার হলো তার নিজেরও বেশ ভালো লাগছে এখন।

মাত্র পাঁচ দিন তার সাথে থেকে আরমানস্কির একটা কাজ করার জন্য সালান্ডার ফিরে গেলো স্টকহোমে। এ কাজটায় এগারো দিন ব্যয় করলো সে। তারপর রিপোর্ট জমা দিয়ে আবারো ফিরে গেলো স্যান্ডহামে। মিকাইলের ল্যাপটপের পাশে প্রিন্ট করা কাগজের স্তূপ বেড়েই চলেছে।

এবার এসে একটানা চার সপ্তাহ থাকলো সে। একটা রুটিন মেনে চললো তারা দু'জনে। সকাল ৮টায় ঘুম থেকে উঠে নাস্তা করে এক ঘণ্টা কাটাতো। এরপর মিকাইল দুপুর পর্যন্ত একমনে কাজ করে যেতো। দুপুরের পর দু'জনে বের হতো একটু হাটাহাটি করার জন্য। বেশিরভাগ সময় বিছানায় শুয়ে বই পড়ে নয়তো ইন্টারনেট ব্রাউজিং করে কাটাতো সালান্ডার। দিনের বেলায় মিকাইলকে বিরক্ত করার চেষ্টা করতো না। রাতে ডিনার করার পর সালান্ডার নিজে উদ্যোগি হয়ে তাকে জোর করে বিছানায় নিয়ে যেতো। সেখানে শুধু তার প্রতিই নিবিষ্ট করে রাখতো মিকাইলকে।

মনে হতো মেয়েটি যেনো জীবনের প্রথম ছুটি কাটাতে এসেছে।

এরিকার কাছ থেকে এনক্রিপ্টেড ই-মেইল পেলো মিকাইল :

বরাবর<মিকাইল ব্লমকোভিস্ট, মিলেনিয়াম>

হাই, এম। এটা অফিশিয়াল মেইল। তিন সপ্তাহ পর জেইন ডালম্যান চাকরি ছেড়ে *মনোপলি ফিনান্সিয়াল*-এ যোগ দেবে। তুমি যা যা করতে বলেছো তাই করছি আমি। সবাই মিলে বানরের খেলা খেলছি।

–এরিকা

পি.এস. মনে হচ্ছে তারা খুব মজা পাচ্ছে। কয়েক দিন আগে হেনরি আর লোট্টা বেশ ভালো মতো ঝগড়া করেছে। একে অন্যের দিকে জিনিসপত্র ছুড়ে মেরেছে তারা। ডালম্যানের সামনে তারা এতোটাই বাড়াবাড়ি আচরণ করছে যে আমি বুঝতে পারছি না সে কেন বুঝতে পারছে না এসবই সাজানো নাটক।

প্রেরক<মিকাইল ব্লমকোভিস্ট, মিলেনিয়াম>
বরাবর<এরিকা বার্গার, মিলেনিয়াম>

তার জন্য আমার শুভ কামনা জানিয়ে দেবে কি? তাকে চলে যেতে বাধা দিও না! দরকারি জিনিসগুলো তালা মেরে রাখো। অনেক অনেক আদর আর চুমু।

–মিকাইল

প্রেরক<এরিকা বার্গার, মিলেনিয়াম>
বরাবর<মিকাইল ব্লমকোভিস্ট, মিলেনিয়াম>

পত্রিকা ছাপা হওয়ার দু'সপ্তাহ আগে আমার হাতে কোনো ম্যানেজিং ডিরেক্টর নেই। এদিকে আমার ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টার স্যান্ডহামে বসে বসে কী যেনো করছে। সে আমার সাথে কথা বলতে চাচ্ছে না। মিকি, আমি তোমার কাছে অনুনয় করবো। তুমি কি আসবে?

–এরিকা

প্রেরক<মিকাইল ব্লমকোভিস্ট, মিলেনিয়াম>
বরাবর<এরিকা বার্গার, মিলেনিয়াম>

আরো কয়েকটা সপ্তাহ পর। তারপরই আমরা একেবারে ফ্রি হয়ে যাবো। ডিসেম্বরের সংখ্যার জন্য পরিকল্পনা শুরু করে দাও, ওটা হবে আমাদের এ যাবৎকালে করা সবচাইতে অন্যরকম একটি কাজ। পুরো রিপোর্টটা ৪০ পৃষ্ঠার মতো হবে।

–মিকাইল

প্রেরক<এরিকা বার্গার, মিলেনিয়াম>
বরাবর<মিকাইল ব্লমকোভিস্ট, মিলেনিয়াম>

৪০ পৃষ্ঠা!!! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

প্রেরক<মিকাইল ব্লমকোভিস্ট, মিলেনিয়াম>
বরাবর<এরিকা বার্গার, মিলেনিয়াম>

এটা হবে স্পেশাল একটি সংখ্যা। আমার আরো তিন সপ্তাহ লাগবে। তুমি কি এই কাজগুলো করতে পারবে : (১) *মিলেনিয়াম*-এর নামে একটি প্রকাশনী সংস্থা রেজিস্টার করবে, (২) একটা আইএসবিএন নাম্বারও সংগ্রহ করে রাখবে, (৩) আমাদের নতুন প্রকাশনী সংস্থার জন্য ক্রিস্টারকে চমৎকার দেখে একটি লোগো বানাতে বলো, (৪) দ্রুত এবং সস্তায় পেপারব্যাক বই ছাপা এবং বাধাই

করার জন্য ভালো একটি প্রেসের সাথে যোগাযোগ করো। ভালো কথা, প্রথম বইটি প্রকাশ করার জন্য আমাদের কিছু টাকা-পয়সার দরকার হবে। অনেক অনেক চুমু।

–মিকাইল

প্রেরক<এরিকা বার্গার, মিলেনিয়াম>

বরাবর<মিকাইল ব্লমকোভিস্ট, মিলেনিয়াম>

স্পেশাল সংখ্যা। বইয়ের প্রকাশনী। টাকা। জি, হুজুর। আপনার জন্য আর কিছু করতে পারি? স্লাসপ্লানে নগ্ন নৃত্য?

–এরিকা

পি.এস. ধরে নিচ্ছি কি করছো সে ব্যাপারে তুমি ভালোমতোই অবগত আছো। তবে ডালম্যানের ব্যাপারে আমি কি করবো?

প্রেরক<মিকাইল ব্লমকোভিস্ট, মিলেনিয়াম>

বরাবর<এরিকা বার্গার, মিলেনিয়াম>

ডালম্যানের ব্যাপারে কিছু কোরো না। তাকে বলে দাও যেকোনো সময় সে চলে যেতে পারে। তুমি আর তাকে পুষে রাখার মতো বেতন-ভাতা দিতে পারছো না। *মনোপলি* খুব বেশি সময় টিকে থাকতে পারবে না। এই সংখ্যার জন্য আরো বেশি বেশি ফ্রিল্যান্স ম্যাটেরিয়াল জোগার করো। আর ঈশ্বরের দোহাই, নতুন একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিয়োগ দাও।

–মিকাইল

পি.এস. স্লাসপ্লান? তা-ই সই।

প্রেরক<এরিকা বার্গার, মিলেনিয়াম>

বরাবর<মিকাইল ব্লমকোভিস্ট, মিলেনিয়াম>

স্লাসপ্লান–স্বপ্নের মধ্যে হবে। আমরা তো যেকোনো নিয়োগ একসাথে বসে করি।

–রিকি

প্রেরক<মিকাইল ব্লমকোভিস্ট, মিলেনিয়াম>

বরাবর<এরিকা বার্গার, মিলেনিয়াম>

কাকে নিয়োগ দেবো সে ব্যাপারে আমরা সব সময়ই একমত থাকতাম। তুমি যাকেই বেছে নাও আমার তাতে সায় থাকবে। আমরা ওয়েনারস্ট্রমকে অতর্কিতে আক্রমণ করবো। এটাই হলো মোদ্দা কথা। আমাকে শান্তিতে এ কাজটা করতে দাও শুধু।

–মিকাইল

অক্টোবরের প্রথম দিকে *হেডেস্টাড কুরিয়ার*-এর ইন্টারনেট সংস্করণের একটি আর্টিকেল পড়ে ব্লমকোভিস্টকে ব্যাপারটা জানালো সালান্ডার। অসুস্থ হয়ে ইসাবেলা ভ্যাঙ্গার মারা গেছে। অস্ট্রেলিয়া থেকে চলে আসা তার মেয়ে হ্যারিয়েট উপস্থিত ছিলো তার শেষকৃত্যে।

এরিকার বার্গারের কাছ থেকে এনক্রিপ্টেড ই-মেইল এলো :

হাই, মিকাইল।

আজ আমার সাথে দেখা করার জন্য আমার অফিসে হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার এসেছিলো। মাত্র পাঁচ মিনিট আগে ফোন ক'রে জানায় যে সে আসছে। আমি একেবারে অপ্রস্তত ছিলাম। দারুণ সুন্দরী এক মহিলা। অভিজাত পোশাক আর প্রসন্ন দৃষ্টি।

আমাকে জানালো হেনরিক ভ্যাঙ্গারের প্রতিনিধি হিসেবে মার্টিন ভ্যাঙ্গারের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে সে। মহিলা খুব ভদ্র আর বন্ধুভাবাপন্ন। আমাকে আশ্বস্ত করে বলেছে চুক্তি থেকে সরে আসার কোনো ইচ্ছে ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশনের নেই। বরং পুরো পরিবার হেনরিকের ইচ্ছেকে মূল্য দিয়ে ম্যাগাজিনের পক্ষে থাকবে সব সময়। এডিটোরিয়াল অফিস পরিদর্শন করার আগ্রহ দেখায় মহিলা। আর আমি পরিস্থিতি কেমন ব'লে মনে করছি সেটাও জানতে চেয়েছে।

আমি তাকে সত্যি কথাই বলেছি। বলেছি আমার পায়ের নীচে শক্ত কোনো মাটি নেই ব'লে মনে করছি। তুমি যে আমাকে ছেড়ে স্যান্ডহামে পড়ে আছো সেটাও জানিয়েছি। তুমি কি করছো সে ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। তবে এটুকু জানি তুমি ওয়েনারস্ট্রমের বারোটা বাজানোর পরিকল্পনা করছো (আমার মনে হয় তার কাছে এটা বলা ঠিকই আছে। হাজার হলেও মহিলা আমাদের বোর্ডে আছে)। ভুরু তুলে মহিলা হেসে বলেছে তোমার সফলতা নিয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ আছে কিনা। তার এ কথার জবাবে আমি কি বলতে পারতাম? বলেছি তুমি কি লিখছো সেটা যদি জানতে পারতাম তাহলে আরেকটু ভালোভাবে ঘুমাতে পারতাম। আরো বলেছি, অবশ্যই তোমার প্রতি আমার আস্থা আছে। তবে তুমি আমাকে পাগল করে ফেলছো।

তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম তুমি কি নিয়ে লিখছো সেটা মহিলা জানে কিনা। সে বলেছে সে এ ব্যাপারে কিছু জানে না। তবে তার ধারণা তুমি খুবই মেধাবী আর অভিনবভাবে চিন্তা করতে পারো। (এটা তার কথা।)

আমি তাকে বলেছি আমার কাছে মনে হচ্ছে হেডেস্টাডে হয়তো নাটকীয় কিছু ঘটেছে। তার নিজের গল্পটা শোনার জন্যও আমি ব্যাকুল হয়ে আছি। কথাটা বলেই মনে হয়েছিলো বোকার মতো বলে ফেলেছি বোধহয়। সে আমার কাছে জানতে চাইলো তুমি কি আসলেই আমাকে কিছু বলো নি। সে আরো

বলেছে তোমার আর আমার মধ্যে বিশেষ একটা সম্পর্ক আছে বলেই জানে। নিশ্চয় সময় এলে তার গল্পটা তুমি আমাকেই প্রথম বলবে। এরপর সে জানতে চাইলো তাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি কিনা। আমি কি বলতে পারতাম? *মিলেনিয়াম*-এর বোর্ডে আছে ভদ্রমহিলা। আর তুমি আমাকে একেবারে অন্ধকারে রেখেছো।

এরপর হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার একটা অদ্ভুত কথা বললো। আমাকে বললো তাকে এবং তোমাকে যেনো ভুলভাবে বিচার না করি। তোমার প্রতি নাকি তার অনেক ঋণ আছে। আমাকে একজন ভালো বন্ধু হিসেবে পেতে চেয়েছে সে। তারপর বলেছে তুমি যদি আমাকে না বলো তাহলে সে নিজেই একদিন তার গল্পটা আমাকে শোনাবে। মাত্র আধঘণ্টা আগে সে চলে গেলেও এখনও আমি ঘোরের মধ্যে আছি। মনে হয় মহিলাকে আমার বেশ পছন্দ হয়ে গেছে।

—এরিকা।

পি.এস. তোমাকে খুব মিস করছি। আমার মনে হচ্ছে হেডেস্টাডে খুব জঘন্য কিছু ঘটেছে। ক্রিস্টার আমায় বলেছে তোমার ঘাড়ে নাকি অদ্ভুত একটা দাগ দেখতে পেয়েছে সে।

প্রেরক<মিকাইল ব্লমকোভিস্ট, মিলেনিয়াম>

বরাবর<এরিকা বার্গার, মিলেনিয়াম>

হাই রিকি। হ্যারিয়েটের গল্পটা এতোই দুঃখজনক আর বিভৎস যে তুমি সেটা কল্পনাও করতে পারবে না। মহিলা নিজেই যদি তোমাকে গল্পটা বলে তাহলে ভালো হয়। আমি তো ভাবতে গেলেই ভিমড়ি খাই।

ভালো কথা, তুমি তাকে বিশ্বাস করতে পারো। সে বলেছে আমার কাছে সে ঋণী, মনে করো কথাটা সত্যিই বলেছে। বিশ্বাস করো, সে কখনও *মিলেনিয়াম*-এর ক্ষতি করবে না। চাইলে তুমি তার সাথে বন্ধুত্ব করতে পারো। সম্মান আর শ্রদ্ধা পাবার দাবি রাখে সে। মহিলা বিরাট একজন ব্যবসায়ীও বটে।

—মিকাইল

পরের দিন মিকাইল আরেকটা মেইল পেলো।

প্রেরক<হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার, ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশন>

বরাবর<মিকাইল ব্লমকোভিস্ট, মিলেনিয়াম>

হাই মিকাইল। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি তোমার কাছে মেইল করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এতো ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে আজকাল যে লেখার ফুরসতই পাচ্ছিলাম না। তুমি এতো দ্রুত হেডেবি ছেড়ে চলে গেলে যে আমি তোমাকে বিদায় পর্যন্ত জানাতে পারি নি।

সুইডেনে ফিরে আসার পর থেকে আমার দিনগুলো বিস্ময় আর কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বেশ সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশন। হেনরিকের সাথে মিলে আমরা এটাকে আগের অবস্থায় নিয়ে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। গতকাল আমি *মিলেনিয়াম*-এ গেছিলাম। আমি বোর্ডে হেনরিকের প্রতিনিধি হয়েছি। ম্যাগাজিনটির পরিস্থিতি আর তোমার ব্যাপারে বিস্তারিত সবই আমাকে হেনরিক জানিয়েছে।

আমি আশা করবো আমার এভাবে পত্রিকা অফিসে যাওয়াটা তুমি ভালোভাবেই গ্রহণ করবে। তুমি যদি চাও আমি কিংবা আমাদের পরিবারের কেউ বোর্ডে থাকবে না তাহলে সেটা আমি মেনে নেবো। তবে তোমাকে আশ্বস্ত ক'রে বলছি, *মিলেনিয়াম*-এর সব ধরণের সাপোর্ট তুমি আমার কাছ থেকে পাবে। তোমার কাছে আমি অনেক অনেক ঋণী। আর এ কথাটা আমি চিরকাল স্মরণ রেখেই কাজ করবো।

তোমার কলিগ এরিকার সাথে আমার দেখা হয়েছে। ও আমার সম্পর্কে কি ভাবছে আমি জানি না, তবে তুমি যে তাকে আমার গল্পটা বলো নি সেটা শুনে খুব অবাক হয়েছি।

আমি তোমার বন্ধু হতে চাই। অবশ্য তুমি যদি ভ্যাঙ্গার পরিবারের জন্য আরো কিছু করতে চাও তো। ভালো থেকো।

–হ্যারিয়েট

পি.এস. এরিকার সাথে কথা বলে বুঝতে পেরেছি তুমি আবারো ওয়েনারস্ট্রমের পেছনে লেগেছো। ডার্চ ফ্রোডি আমাকে বলেছে হেনরিক তোমার সাথে কি করেছে। আমি আর কি বলবো? আমি খুব দুঃখিত। তোমার জন্য যদি কিছু করতে পারি আমাকে অবশ্যই জানাবে।

প্রেরক<মিকাইল ব্লমকোভিস্ট, মিলেনিয়াম>

বরাবর<হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার, ভ্যাঙ্গার কর্পোরেশন>

হাই হ্যারিয়েট। খুব তাড়াহুড়া করে হেডেবি ছেড়ে এসেছি আমি, এখন এমন একটি কাজ করছি যা আরো আগে করা উচিত ছিলো। আমি মনে করি বিগত বছরের সমস্যা খুব শীঘ্রই কেটে যাবে।

আশা করি এরিকা এবং আপনি বেশ ভালো বন্ধু হবেন। আর *মিলেনিয়াম* বোর্ডে আপনার যোগ দেয়ায় আমার কোনো সমস্যা নেই। কি হবে না হবে সেটা আমি এরিকাকে জানাবো। হেনরিক চাইছে আমি যেনো কাউকে কিছু না বলি। দেখা যাক, তবে এ মুহূর্তে সময় আর ইচ্ছে কোনোটাই আমার নেই। আমাকে কিছুদিন দূরে দূরেই থাকতে হবে।

মেইলে যোগাযোগ থাকবে। ভালো থাকুন।

–মিকাইল

মিকাইল কি লিখছে না লিখছে সে ব্যাপারে সালান্ডারের তেমন কোনো আগ্রহ নেই। ব্লমকোভিস্ট কিছু একটা বললে বই পড়া থেকে মুখ তুলে তার দিকে তাকালো সে তবে তার কথাটা বুঝতে পারলো না।

"দুঃখিত। কথাটা জোরে বলে ফেলেছি। বলছিলাম এটা খুবই ভয়ঙ্কর।"

"কোন্‌টা ভয়ঙ্কর?"

"বাইশ বছরের এক ওয়েট্রেসের সাথে ওয়েনারস্ট্রমের সম্পর্ক ছিলো, এরফলে মেয়েটা গর্ভবতী হয়ে পড়ে। তার আইনজীবিকে লেখা চিঠিগুলো পড়েছো তুমি?"

"মাই ডিয়ার মিকাইল–তোমার কাছে দশ বছরের চিঠিপত্র, ই-মেইল, চুক্তি, ভ্রমণ সংক্রান্ত কাগজপত্রসহ আরো অনেক কিছুই আছে। ওয়েনারস্ট্রম সম্পর্কিত ছয় গিগাবাইটের আর্বজনা পড়ার সময় আমার নেই। অল্প কিছু আমি পড়েছিলাম। তাতেই জানতে পেরেছিলাম লোকটা একজন গ্যাংস্টার।"

"ঠিক আছে। ১৯৯৭ সালে মেয়েটাকে গর্ভবতী করে সে কিন্তু মেয়েটা যখন এর জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করে তখন তার আইনজীবি তাকে গর্ভপাত করাতে রাজি করাতে সক্ষম হয়। আমার ধারণা উদ্দেশ্যটা ছিলো তাকে কিছু টাকার প্রস্তাব দেয়া কিন্তু মেয়েটা তাতে আগ্রহী ছিলো না। এরপর মেয়েটাকে জোর করে পানির নীচে ডুবিয়ে রেখে বাধ্য করা হয় ওয়েনারস্ট্রমকে না ঘাটানোর জন্য। আর বোকাচোদা ওয়েনারস্ট্রম এসব কথা তার আইনজীবিকে ই-মেইলে লিখেছে–অবশ্য সেটা এনক্রিপ্টেড ছিলো, তারপরও...লোকটার নির্বুদ্ধিতার প্রশংসা না করে পারছি না।"

"মেয়েটার কি হয়েছিলো?"

"গর্ভপাত করিয়েছিলো সে, ফলে ওয়েনারস্ট্রম শংকা মুক্ত হয়।"

দশ মিনিট ধরে কিছু বললো না সালান্ডার। তার চোখ দুটো আচমকা কালো হয়ে গেলো।

"আরেকজন নারীবিদ্বেষী পুরুষ," অবশেষে বিড়বিড় করে বললো সে।

এরপর ওয়েনারস্ট্রমের সিডিগুলো মিকাইলের কাছ থেকে নিয়ে তার ই-মেইল আর অন্যান্য ডকুমেন্টগুলো বেশ কয়েকদিন ধরে পড়ে গেলো সালান্ডার। ব্লমকোভিস্ট যখন কাজ করতো তখন সে মাচাঙে বসে নিজের ল্যাপটপে ওয়েনারস্ট্রম সম্পর্কিত সব কিছু পড়তে থাকলো।

একটা আইডিয়া তার মাথায় চলে এলে সেটাকে আমলে নিলো সে। মনে মনে ভাবলো কেন আরো আগে এটা তার মাথায় আসে নি।

অক্টোবরের শেষের দিকে এক সকালে মিকাইল তার কম্পিউটারটা বন্ধ করলো। মাত্র এগারোটা বাজে। ঘুমানোর জন্য যে মাচাঙটা আছে সেটাতে উঠে

সালান্ডারের হাতে তুলে দিলো এতোদিন ধরে লিখে আসা কাগজের বান্ডিলটা। এরপরই গভীর ঘুমে ঢলে পড়লো সে। বিকেলের দিকে তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে আর্টিকেলের ব্যাপারে নিজের মতামত জানালো সালান্ডার।

রাত ২টার দিকে নিজের কাজের একটি শেষ ব্যাকআপ বানিয়ে রাখলো।

পরদিন সাকালে উঠেই কেবিনের জানালাগুলো বন্ধ করে দরজায় তালা মেরে দিলো, সেইসাথে শেষ হয়ে গেলো সালান্ডারের ছুটি। তারা একসাথেই স্টকহোমে ফিরে যাবার জন্য রওনা হলো।

ভ্যাক্সহোম ফেরিতে কফি খেতে খেতে একটা বিষয়ের অবতারণা করলো মিকাইল।

"এখন আমাদের দু'জনকে ঠিক করে নিতে হবে এরিকাকে এ ব্যাপারে কি বলবো। এসব ম্যাটেরিয়াল কোত্থেকে জোগার করেছি সে কথা যদি তাকে না বলি তাহলে এই আর্টিকেলটা ছাপাতে রাজি হবে না।"

এরিকা বার্গার। ব্লমকোভিস্টের এডিটর ইন চিফ এবং দীর্ঘ সময়ের প্রেমিকা। তার সাথে সালান্ডারের কখনও দেখা হয় নি, সত্যি বলতে কি তার সাথে দেখা করবে কি করবে না সেটাও বুঝতে পারছে না সে। তার কাছে মনে হয় বার্গার তার জীবনের এক অব্যাখ্যাত বিড়ম্বনা।

"এরিকা আমার সম্পর্কে কি জানে?"

"কিছুই না।" একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার ভেতর থেকে। "সত্যি কথা বলতে কি, গ্রীষ্মকাল থেকে তাকে আমি এড়িয়ে চলছি। হেডেস্টাডে কি ঘটেছিলো সেটা তাকে বলি নি বলে একেবারে ক্ষেপে আছে। আমি যে স্যান্ডহামে বসে বসে একটা লেখা লিখছি সেটা সে জানে, তবে কি নিয়ে লিখছি তার কিছুই জানে না।"

"হুমমম।"

"কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সে পুরো লেখাটা হাতে পেয়ে যাবে, এরপরই প্রশ্নবাণে জর্জরিত করবে আমাকে। এখন প্রশ্ন হলো তাকে আমি কি বলবো?"

"তুমি তাকে কি বলতে চাও?"

"তাকে আমি সত্যি কথাটা বলতে চাই।"

ভুরু কপালে তুললো সালান্ডার।

"লিসবেথ, এরিকা আর আমি প্রায় সব সময়ই তর্কবিতর্ক করে থাকি। এটা আমাদের কাজের অংশ হয়ে গেছে। তবে সে একেবারেই বিশ্বস্ত একজন। তুমি একজন সোর্স। সে মরে যাবে কিন্তু তুমি কে সেটা প্রকাশ করবে না।"

"আর কতোজনকে তুমি এ কথা বলবে?"

"কাউকেই না। আমি আর এরিকা ছাড়া আর কেউ এটা জানতে পারবে না। তবে তুমি যদি চাও তো আমি তোমার এই গোপন কথাটা বলবো না। আসলে

এরিকার সাথে মিথ্যে বলা ঠিক হবে না। এমন কোনো সোর্সের কথা বলা যাবে না যার কোনো অস্তিত্ব নেই।"

তারা দু'জনে গ্র্যান্ড হোটেলে ঢোকার আগ পর্যন্ত এই ব্যাপারটা নিয়ে সালান্ডার ভেবে গেলো। পরিণতি কি হতে পারে সেট নিয়ে ভাবলো এক মনে। একান্ত অনিচ্ছায় ব্লমকোভিস্টকে তার ব্যাপারটা এরিকার কাছে বলার জন্য অনুমতি দিলো সে। মোবাইল ফোনটা বের করে ফোন করলো মিকাইল।

মলিন এরিকসনের সাথে বার্গার লাঞ্চ করছে, এই মেয়েটাকে ম্যানেজিং এডিটর হিসেবে নিয়োগ দেবার কথা ভাবছে সে। ঊনত্রিশ বছরের এরিকসন পাঁচ বছর ধরে অস্থায়ীভাবে কাজ করে আসছে। মেয়েটি কখনও স্থায়ী চাকরি করে নি। মলিনের অস্থায়ী কাজটা যেদিন শেষ হলো সেদিনই বার্গার তাকে ফোন করে জানায় *মিলেনিয়াম*-এর একটি পদে সে যোগ দিতে ইচ্ছুক কিনা।

"এটা কয়েক মাসের জন্য একটি অস্থায়ী চাকরি," বললো বার্গার। "তবে সব কিছু ভালোমতো চললে পদটা স্থায়ী হয়ে যেতে পারে।"

"আমি গুজব শুনেছি *মিলেনিয়াম* নাকি কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।"

বার্গারের ঠোঁটে মুচকি হাসি।

"গুজবে কান দিও না।"

"ডালম্যানের স্থলাভিষিক্ত হবো আমি..." ইতস্তত করে বললো এরিকসন। "সে তো হান্স-এরিক ওয়েনারস্ট্রমের মালিকানাধীন পত্রিকায় যোগ দিতে যাচ্ছে..."

সায় দিলো বার্গার। "আমরা যে ওয়েনারস্ট্রমের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছি সেটা কোনো লুকোছাপার ব্যাপার নয়। *মিলেনিয়াম*-এ কাজ করে যারা তাদেরকে সে পছন্দ করে না।"

"তাহলে আমি যদি *মিলেনিয়াম*-এ কাজ করি আমার বেলায়ও সেটা প্রযোজ্য হবে।"

"তা তো হবেই।"

"কিন্তু ডালম্যান তো *মনোপলি ফিনান্সিয়াল* ম্যাগাজিন-এ কাজ পাচ্ছে, তাই না?"

"তুমি এটাকে বলতে পারো ওয়েনারস্ট্রমের হয়ে কাজ করার একটি পুরস্কার বিশেষ। তুমি কি আমাদের সাথে কাজ করতে আগ্রহী?"

সায় দিলো এরিকসন।

"কবে থেকে আমি কাজে যোগ দেবো?"

ঠিক তখনই ব্লমকোভিস্টের ফোনটা এলো।

নিজের কাছে থাকা ব্লমকোভিস্টের অ্যাপার্টমেন্টের একটি চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেই লিভিংরুমের সোফায় এক হাড্ডিসার মেয়েকে দেখতে পেলো সে। ছেঁড়াফাড়া চামড়ার জ্যাকেট পরে আছে মেয়েটা, আর পা দুটো তুলে রেখেছে কফি টেবিলের উপর। প্রথমে তার মনে হলো মেয়েটির বয়স পনেরোর মতো হবে, তবে তার চোখের দিকে তাকিয়ে সেই ধারণা বাতিল করে দিলো সঙ্গে সঙ্গে। কফিপটে করে কফি আর কফি-কেক নিয়ে ব্লমকোভিস্ট ঘরে ঢোকার আগ পর্যন্ত মেয়েটার দিকে হা করে চেয়ে রইলো এরিকা বার্গার।

"তোমাকে ভড়কে দেবার জন্য আমাকে ক্ষমা করবে," বললো সে।

মাথাটা একটু কাত করলো বার্গার। মিকাইলকে একটু অন্য রকম লাগছে তার কাছে। ক্লান্তশ্রান্ত আর রোগাটে। তার চোখ দুটোও সেই ক্লান্তি প্রকাশ করছে। সবচেয়ে বড় কথা মিকাইল তার দিকে তাকিয়ে কথা বলছে না। তার ঘাড়ের দিকে তাকালো এরিকা। লালচে দাগটা চোখে পড়লো তার।

"আমি তোমাকে এড়িয়ে যাচ্ছিলাম। বিরাট কাহিনী। যা করেছি তার জন্য আমি মোটেও গর্বিত নই। এ নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো...তোমাকে এই তরুণীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। এ হলো লিসবেথ সালান্ডার। আর লিসবেথ, এ হলো এরিকা বার্গার, *মিলেনিয়াম*-এর এডিটর ইন চিফ এবং আমার সবচাইতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু।"

প্রায় দশ সেকেন্ড ধরে বার্গারের অভিজাত পোশাক-পরিচ্ছদ আর মার্জিত আচার ব্যবহার দেখে সালান্ডার বুঝতে পারলো এই মহিলা কোনোদিনও তার ঘণিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠবে না।

তাদের মিটিংটা চললো টানা পাঁচ ঘণ্টা। দু'দুবার বার্গারকে ফোন করে অন্য সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করতে হলো। এক ঘণ্টা ধরে ব্লমকোভিস্টের লেখা পাণ্ডুলিপিটা পড়ে গেলো সে। তার মনে হাজার হাজার প্রশ্নের উদ্রেক হলেও বুঝতে পারলো এসব প্রশ্নের জবাব পেতে কয়েক সপ্তাহ লেগে যাবে। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো পাণ্ডুলিপিটা। এখানে যা লেখা হয়েছে তার একবর্ণও যদি সত্য হয় তাহলে একেবারে নতুন একটি পরিস্থিতির আবির্ভাব ঘটবে।

ব্লমকোভিস্টের দিকে তাকালো বার্গার। সে যে একজন সৎলোক সে ব্যাপারে তার মনে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এখন তার সেই বিশ্বাসে কিছুটা চিড় ধরেছে, অবাক হয়ে ভাবছে ওয়েনারস্ট্রমের ঘটনা শেষ পর্যন্ত তাকে তার সততা থেকে বিচ্যুত করলো কিনা–প্রতিশোধ নেবার জন্য কাল্পনিক গল্প ফেঁদে বসলো কিনা মিকাইল। ব্লমকোভিস্ট দুই বাক্স প্রিন্ট করা কাগজের সোর্স ম্যাটেরিয়াল তার সামনে হাজির করলে বার্গারের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। এসব জিনিস মিকাইলের হস্তগত হলো কিভাবে সেটা জানতে উদগ্রীব হয়ে উঠলো সে।

মিকাইল তাকে বোঝালো ঘরে চুপচাপ বসে থাকা আজব কিসিমের মেয়েটা ওয়েনাস্ট্রমের কম্পিউটারে অবাধে প্রবেশ করতে পারে। কেবল তারই নয়, এই মেয়ে ওয়েনারস্ট্রমের আইনজীবি আর ঘণিষ্ঠ সহযোগীদের কম্পিউটারও হ্যাক করেছে।

বার্গারের প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিলো তারা বে-আইনীভাবে জোগার করা কোনো ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করতে পারবে না।

তবে অবশ্যই তারা সেটা ব্যবহার করতে পারে। ব্লমকোভিস্ট যুক্তি দিয়ে বোঝালো এগুলো কিভাবে জোগার করা হয়েছে সেটা জানাতে কোনো সমস্যা নেই তাদের। তারা শুধুমাত্র ওয়েনারস্ট্রমের কম্পিউটার হ্যাক করেছে এরকম একজনকে সোর্স হিসেবে ব্যবহার করেছে।

শেষে বার্গার বুঝতে পারলো কতো বড় একটা অস্ত্র তার হাতে রয়েছে এখন। তার মনে অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খেলেও বুঝতে পারছে না কোত্থেকে শুরু করবে। অবশেষে সোফায় হেলান দিয়ে বসে দু'হাত প্রসারিত করলো সে।

"মিকাইল, হেডেস্টাডে কি হয়েছিলো?"

চোখ কুচকে তাকালো সালান্ডার। একটা প্রশ্ন করে ব্লমকোভিস্টই জবাবটা দিলো।

"হ্যারিয়েটের সাথে কেমন কথা হলো তোমার?"

"চমৎকার। তার সাথে আমার দু'বার দেখা হয়েছে। গত সপ্তাহে ক্রিস্টার আর আমি তার সাথে বোর্ড মিটিং করার জন্য গাড়ি নিয়ে হেডেস্টাডে চলে গেছিলাম। মিটিং শেষে আমরা বেশ মদ পানও করেছি।"

"আর বোর্ড মিটিংটা?"

"মহিলা তার কথা রেখেছে।"

"রিকি। আমি জানি তোমাকে সব কথা খুলে বলি নি বলে তুমি আমার উপর রেগে আছো। তোমার আর আমার মধ্যে কখনও কোনো গোপন ব্যাপার ছিলো না। কিন্তু আমার জীবনে হঠাৎ করে চলে আসা ছয়টি মাস...মানে, এসব ব্যাপার বলার জন্য আমি এখনও প্রস্তত না।"

ব্লমকোভিস্টের চোখের দিকে তাকালো বার্গার। তাকে সে ভালো করেই চেনে। তবে এখন তার চোখে এমন কিছু দেখতে পেলো যা এর আগে কখনও দেখে নি এরিকা। তার চোখে এক ধরণের আর্তি, যেনো ব্যাপারটা জানার জন্য সে কোনো প্রশ্ন না করে। তাদের এই নিঃশব্দ কথোপকথন দেখে গেলো সালান্ডার। এসবের কিছুই তার মাথায় ঢুকলো না।

"খুব খারাপ কিছু নাকি?"

"একেবারেই জঘন্য ব্যাপার। এসব কথা বলতে গেলেও আমার গা শিউড়ে ওঠে। কথা দিচ্ছি তোমাকে সব বলবো। এই কয়েক মাস আমি ওয়েনারস্ট্রমকে

নিয়ে এতোটাই ব্যস্ত ছিলাম যে এসব নিয়ে ভাবি নি...আমি এখনও এসব কথা বলার জন্য প্রস্তুত নই, বরং হ্যারিয়েট নিজে যদি তোমাকে সব বলে তো আমার জন্য ভালো হয়।"

"তোমার গলায় ওটা কিসের দাগ?"

"লিসবেথই আমার জীবনটা বাঁচিয়েছে। সে যদি না থাকতো আমি নির্ঘাত মারা যেতাম।"

বার্গারের চোখ দুটো বিস্ফারিত হবার জোগার হলো। জ্যাকেট পরা অদ্ভুত দর্শনের মেয়েটির দিকে তাকালো সে।

"এখন তোমাকে এই মেয়েটার সাথে একটা চুক্তিতে আসতে হবে। সে হলো আমাদের সোর্স।"

কিছুক্ষণ বসে থেকে ভেবে নিলো বার্গার। এরপর সে যা করলো তাতে ব্লমকোভিস্ট অবাক হলেও সালান্ডার একেবারে ভড়কে গেলো। মিকাইলের লিভিংরুমে বসে থাকার সময় তার কাছে মনে হচ্ছিলো সালান্ডার মেয়েটি সারাক্ষণ তার দিকে চেয়ে আছে। চুপচাপ আর তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এক মেয়ে।

বার্গার সোফা থেকে উঠে মেয়েটাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলে কেঁচোর মতো জড়োসড়ো হয়ে গেলো সালান্ডার।

অধ্যায় ২৯

শনিবার, নভেম্বর ১–মঙ্গলবার, নভেম্বর ২৫

ওয়েনারস্ট্রমের সাইবার-সাম্রাজ্যে ঘুরে বেড়ালো সালান্ডার। প্রায় টানা এক ঘণ্টা ধরে নিজের কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে ছিলো। গত সপ্তাহে স্যান্ডহামে থাকার সময় তার মাথায় যে আইডিয়াটা ভর করেছিলো সেটা এখন ফুলেফেপে নতুন আকৃতি লাভ করতে শুরু করেছে। চার সপ্তাহ ধরে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে বন্দী হয়ে আরমানস্কির সাথে সব ধরণের যোগাযোগ বন্ধ করে রাখলো সে। দিনে বারো ঘণ্টা কম্পিউটারের সামনে বসে থেকে ব্যয় করলো, কোনো কোনো দিন তারচেয়েও বেশি। যতোক্ষণ সজাগ থাকলো ততোক্ষণই আইডিয়াটা নিয়ে ভেবে গেলো সে।

বিগত মাসটায় মাঝেমধ্যেই ব্লমকোভিস্টের সাথে যোগাযোগ করলো সালান্ডার। সেও *মিলেনিয়াম*-এর অফিসে কাজকর্ম নিয়ে বেশ ব্যস্ত আছে। প্রতি সপ্তাহে টেলিফোনে তাদের মধ্যে কিছুটা সময় ধরে কথাবার্তা হয়। ওয়েনারস্ট্রমের মেইল আর ডকুমেন্টগুলোর সাম্প্রতিক আপডেট তাকে জানিয়ে দিচ্ছে নিয়মিত।

শত শতবার প্রতিটি ডিটেইল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো সে। কোনো কিছু যেনো তার চোখ এড়িয়ে না যায় যায় সে ব্যাপারে বেশ সতর্ক থাকলো। তবে একটা বিষয়ের সাথে আরেকটা বিষয় কিভাবে সংযোগ ঘটিয়ে কংক্রিট ধারণায় চলে আসবে তা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত সে।

ওয়েনারস্ট্রমের সাম্রাজ্য অনেকটা আকৃতিহীন আর বাড়ন্ত কোনো জীবের মতো ক্ষণে ক্ষণে যার আকৃতি বদলে যায়। কোম্পানির পোস্ট-অফিস-বক্সে অবিশ্বাস্য পরিমাণের সম্পত্তি ডিপোজিট করে রাখা আছে।

ফিনান্সিয়াল পণ্ডিতেরা ওয়েনারস্ট্রমের সম্পত্তির পরিমাণ আন্দাজ করেছে আনুমানিক ৯০০ বিলিয়ন ক্রোনারের মতো। এটা একদমই ভুল। অনেক বাড়িয়ে হিসেব করা হয়েছে। তবে এটাও ঠিক ওয়েনারস্ট্রমের যা আছে তা নেহায়েত কম নয়। সালান্ডার হিসেব করে দেখলো লোকটার সম্পদের পরিমাণ ৯০ থেকে ১০০ বিলিয়ন ক্রোনারের মতো হবে। পুরো প্রতিষ্ঠানের অডিট করতে এক বছরের মতো সময় লাগবে। তারপরও মোটামুটি একটা হিসেব করে সালান্ডার দেখতে পেলো সারাবিশ্বে কর্পোরেশনটির প্রায় তিন হাজারের মতো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। ওয়েনারস্ট্রম দুই নাম্বারি কাজে এতোটাই দক্ষ যে সেটাকে ক্রিমিনাল কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা কঠিন–ব্যাপারটা যেনো নিতান্তই আট দশটা ব্যবসা-বাণিজ্যের মতো।

ওয়েনারস্ট্রমের প্রতিষ্ঠানে আরো একটা ব্যাপার রয়েছে। উপরের দিকে তিনটি সম্পদ বার বার দেখানো হয়েছে। স্থায়ী সুইডিশ সম্পদ প্রশ্নাতীত আর একদম জেনুইন জিনিস। এর ব্যালান্স শিট এবং অডিট সর্বসাধারণ খতিয়ে দেখতে পারে। আমেরিকান ফার্মটি একেবারে সলিড, নিউইয়র্কের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটি সব ধরণের লিকুইড ক্যাপিটালের যোগান দিয়ে থাকে। পোস্ট-অফিস-বক্স কোম্পানির ব্যবসা বাণিজ্যগুলোতেই কাহিনী লুকিয়ে আছে, বিশেষ করে সাইপ্রাস, ম্যাকাও আর জিব্রাল্টারেরগুলো। অবৈধ অস্ত্র ব্যবসা, কলম্বিয়ার সন্দেহজনক কিছু প্রতিষ্ঠানের হুন্ডি বাণিজ্য, আর রাশিয়ার কিছু অপ্রচলিত ব্যবসার ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে কাজ করে থাকে ওয়েনারস্ট্রম।

কেম্যান আইল্যান্ডের ছদ্মনামের একাউন্টটি একেবারেই অনন্য একটি জিনিস। এই একাউন্টটি ওয়েনারস্ট্রম নিজেই পরিচালনা করে থাকে। প্রতিটি ডিলে ওয়েনারস্ট্রমের যে পার্সেন্টিজ সেটা পোস্ট-অফিস-বক্স কোম্পানির মাধ্যমে চলে আসে কেম্যান আইল্যান্ডের একাউন্টে।

সালান্ডার একটানা বসে থেকে কাজ করে গেলো। একাউন্ট এবং ব্যালান্স শিট সবই খতিয়ে দেখলো সে। বিস্তারিত নোট করে রাখলো সাম্প্রতিক ট্রান্সফারগুলো। জাপান থেকে সিঙ্গাপুর এবং লুক্সেমবার্গ হয়ে কেম্যান আইল্যান্ডে চলে আসা অল্প পরিমাণের একটি ট্রানজাকশান চিহ্নিত করতে পারলো সে। কিভাবে এটা কাজ করে সেটাও বুঝতে পারলো সালান্ডার। ওয়েনারস্ট্রম একেবারে গুরুত্বহীন একটি মেসেজ পাঠিয়েছে রাত ১০টার দিকে। তার কম্পিউটারে কেউ যদি ঢোকে তাহলে পিজিপি এনক্রিপ্টেড প্রোগ্রামটি তার কাছে এক ধরণের জোক বলে মনে হবে। তবে মেসেজটি বলছে :

> বিজ্ঞাপন নিয়ে বার্গার চিল্লাফাল্লা করা বন্ধ করেছে। সে কি হাল ছেড়ে দিয়েছে নাকি তার মনে অন্য কিছু আছে? এডিটোরিয়ালে তোমার সোর্স আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছে তারা একেবারে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে, কিন্তু মনে হচ্ছে তারা নতুন আরেকজনকেও নিয়োগ দিয়েছে। কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা খুঁজে বের করো। বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে ব্লমকোভিস্ট স্যান্ডহামে গিয়ে একটা বিষয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু তার এই কাজের ব্যাপারে কেউ কিছু জানে না। পরবর্তী সংখ্যার একটি অগ্রীম কপির ব্যবস্থা কি করতে পারবে?
>
> –এইচ.ই.ডব্লিউ

নাটকীয় কিছু নেই। তাকে দুশ্চিন্তায় সময় কাটাতে দাও। *তোর হাঁস রান্না করা হচ্ছে, বুড়ো।*

ভোর ৫:৩০-এর দিকে কম্পিউটার বন্ধ করে সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে বসলো সালান্ডার। রাতের বেলায় পাঁচ পাঁচটি কোক খেয়েছে সে। এবার ছয় নাম্বার কোক নিয়ে বসে পড়লো সোফায়। নিকার্স আর রঙচটা ক্যামোফ্লেজ শার্ট পরে আছে, তাতে লেখা আছে *সোলজার অব ফরচুন* আর *কিল দেম অল অ্যান্ড লেট গড সর্ট দেম আউট।* একটু পরই বুঝতে পারলো খুব ঠাণ্ডা লাগছে তাই একটা কম্বল মুড়িয়ে নিলো।

ফুরফুরে মেজাজে আছে সে যেনো উল্টাপাল্টা আর বেআইনী কিছু ধরতে পেরেছে। জানালা দিয়ে বাইরের স্ট্রট ল্যাম্পের দিকে চেয়ে থাকলেও খুব দ্রুত কাজ করছে তার মাথা। মামা-*ক্লিক*-বোন-*ক্লিক*-মিম্মি-*ক্লিক*-হোলগার পামগ্রিন। ইভিল ফিঙ্গার্স। আর আরমানস্কি। হেডেস্টাডের কাজটা। হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গার। *ক্লিক।* মার্টিন ভ্যাঙ্গার। *ক্লিক।* গলফ ক্লাব। *ক্লিক।* আইনজীবি বুরম্যান। *ক্লিক।* ভুলে যাবার চেষ্টা করছে এরকম তুচ্ছ বিষয়ও তার মনে দ্রুত খেলে যাচ্ছে।

ভাবলো, বুরম্যান এ জীবনে কোনো মেয়ের সামনে নিজের জামাকাপড় খুলতে পারবে কিনা কে জানে। আর যদি খুলতে পারেও তার তলপেটে ঐ টাটুটার ব্যাপারে কি বলবে? এরপর ডাক্তারের কাছে গেলেই বা কি করবে? জামাকাপড় না খুলে কিভাবে ডাক্তারে কাছে নিজের চেকআপ করাবে?

আর আছে মিকাইল ব্লমকোভিস্ট। *ক্লিক।*

তাকে অবশ্য ভালো মানুষ বলেই মনে করে সে। তবে কিছু কিছু নৈতকতার ইসুতে সে একেবারে অসহ্য রকমরে আনাড়িপনা দেখায়। সে খুব ধৈর্যবান আর ক্ষমাশীল একজন ব্যক্তি। তার কথা ভাবলেই প্রটেক্টিভ অনুভব করে সালান্ডার।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলো সে কথা মনে করতে পারলো না তবে ঘাড়ে চুলকানি হতেই ঘুম থেকে জেগে উঠলো সকাল ৯টার দিকে। সোফা থেকে উঠে বিছানায় গিয়ে আবারো শুয়ে পড়লো সে।

সন্দেহাতীতভাবেই এটা তাদের জীবনের সেরা রিপোর্টিং। দেড় বছরের মধ্যে এই প্রথম বার্গার একজন এডিটর হিসেবে দারুণ সুখি বোধ করছে। ব্লমকোভিস্ট আর সে মিলে যখন আর্টিকেলটা ঘষামাজা করছে তখনই ফোন করলো সালান্ডার।

"তোমার লেখাটা নিয়ে ওয়েনারস্ট্রম যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে সে কথা বলতে ভুলে গেছিলাম। আগামী সংখ্যার একটি অগ্রীম কপি পেতে চাইছে সে।"

"তুমি এটা কিভাবে জানলে...ওহ্, ভুলে গেছিলাম। সে কি পরিকল্পনা করছে সে ব্যাপারে কি কোনো ধারণা আছে?"

“নিক্স। একটাই যৌক্তিক অনুমান করতে পারছি।”

ব্লমকোভিস্ট কয়েক সেকেন্ড ভাবলো। “প্রিন্টার,” বিস্ময়ে বলে উঠলো সে।

ভুরু তুলে তাকালো বার্গার।

“এডিটোরিয়াল অফিসে যদি ঢাকনা লাগিয়ে রাখতে পারো তাহলে খুব বেশি সম্ভাবনা থাকবে না। এই বানচোতগুলো রাতের বেলায় যাতে এখানে ঢুকতে না পারে সে ব্যবস্থাও করতে হবে।”

বার্গারের দিকে ফিরলো ব্লমকোভিস্ট। “এ সংখ্যার জন্য নতুন একজন প্রিন্টারকে বুক করো। এক্ষুণি। ড্রাগান আরমানস্কিকে ফোন করে বলো আগামী সপ্তাহের জন্য আমি এখানে সিকিউরিটি চাচ্ছি।” এবার সালান্ডারকে বললো সে। “ধন্যবাদ তোমাকে।”

“এর কি মূল্য আছে?”

“মানে?”

“এইযে খরবটা দিলাম তার মূল্য কি?”

“তুমি কি রকম মূল্য চাইছো?”

“কফি খেতে খেতে সেটা নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি। এক্ষুণি।”

হর্নসগাটানের ক্যাফেবার-এ দেখা করলো তারা। ব্লমকোভিস্ট যখন উদ্বিগ্ন হয়ে সালান্ডারের পাশে এসে বসলো তখন তার দিকে খুব সিরিয়াস চোখে তাকালো মেয়েটি। যথারীতি একেবারে আসল কথায় চলে এলো সে।

“আমার কিছু টাকা ধার করতে হবে।”

বোকার মতো হেসে ব্লমকোভিস্ট তার মানিব্যাগটা বের করলো।

“অবশ্যই। কতো লাগবে?”

“১২০০০০ ক্রোনার।”

“আস্তে বাবা, আস্তে।” মানিব্যাগটা রেখে দিলো সে।

“আমি ঠাট্টা করছি না। ছয় সপ্তাহের জন্য আমাকে ১২০০০০ ক্রোনার ধার করতে হবে। একটা ইনভেস্টমেন্ট করার সুযোগ এসেছে আমার, কিন্তু তুমি ছাড়া আর কেউ নেই যার কাছে টাকা ধার চাইতে পারি। তোমার কারেন্ট একাউন্টে এই মুহূর্তে আনুমানিক ১৪০০০০ ক্রোনার জমা আছে। তুমি তোমার টাকা ফেরত পাবে।”

সালান্ডার যে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ডটা হ্যাক করেছে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

“আমার কাছ থেকে তোমার টাকা ধার করার কোনো দরকার নেই,” বললো সে। “এখনও তোমার শেয়ার নিয়ে আমরা কোনো আলোচনা করি নি তবে সেটা তোমার ধার করা টাকার চেয়ে অনেক বেশিই হবে।”

"আমার শেয়ার?"

"লিসবেথ, আমি হেনরিক ভ্যাঙ্গারের কাছ থেকে মাথা খারাপ করার মতো বিশাল পরিমাণের টাকা পাবো। এ বছরের শেষের দিকে সেটা দেয়া হবে। তোমাকে ছাড়া *মিলেনিয়াম* এবং আমি রসাতলে চলে যেতাম। আমি ঠিক করেছি যে টাকা পাবো তা তোমার সাথে ভাগ করে নেবো। অর্ধেক অর্ধেক।"

তার দিকে ভুরু কুচকে তাকালো সালান্ডার। কিছুক্ষণ পর মাথা ঝাঁকাতে শুরু করলো সে।

"আমি তোমার টাকা চাই না।"

"কিন্তু..."

"তোমার কাছ থেকে আমি এক ক্রোনারও চাই না, যদি না সেটা আমার জন্মদিনের উপহার হিসেবে আসে।"

"তাহলে ভেবে দেখতে হবে। কারণ তোমার জন্মদিন কবে সেটাও আমি জানি না।"

"তুমি একজন সাংবাদিক। নিজেই খুঁজে বের করো সেটা।"

"আমি সিরিয়াস, লিসবেথ। টাকা ভাগাভাগির কথা বলছি।"

"আমিও সিরিয়াস। আমি কেবল ধার করতে চাইছি। আর সেটা আগামীকালের মধ্যেই পেতে হবে।"

তার শেয়ারের পরিমাণ কতো হতে পারে সেটা পর্যন্ত জানতে চাইছে না মেয়েটা। "তোমাকে সঙ্গে করে ব্যাঙ্কে নিয়ে গিয়ে টাকাটা তুলে দিতে পারলে আমার দারুণ ভালো লাগবে। তবে মনে রেখো, এ বছরের শেষের দিকে তোমার শেয়ার নিয়ে আরেকটা আলোচনায় বসতে হবে আমাদের।" হাত তুললো সে। "ভালো কথা। তোমার জন্মদিনটা কবে?"

"মে মাস শুরু হবার ঠিক আগের রাতে," বললো সালান্ডার। "খুবই সঙ্গতিপূর্ণ, তুমি কি বলো?"

৭:৩০-এ জুরিখে পৌছালো সালান্ডার সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেলো ম্যাটারহর্ন হোটেলে। আইরিন নেসার নামে একটা রুম বুক করলো সে। একটা নরওয়েজিয়ান পাসপোর্ট বহন করছে এই ভ্রমণে। আইরিন নেসারের কাঁধ অবধি সোনালি চুল। এই উইগটা স্টকহোম থেকে ১০০০০ ক্রোনার দিয়ে কিনেছে সালান্ডার। ব্লমকোভিস্টের কাছ থেকে যে টাকা ধার করেছে তা দিয়ে দুটো পাসপোর্টও কিনেছে প্লেগের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে।

রুমে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে পোশাক আশাক খুলে বিছানায় শুয়ে পড়লো সে। ইতিমধ্যেই ধার করা টাকার অর্ধেক খরচ হয়ে গেছে। খুব টাইট বাজেটের মধ্যে চলতে হবে এখন। এসব ভাবনা বাদ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো সালান্ডার।

ভোর পাঁচটার দিকে ঘুম থকে উঠে গোসল করে গায়ের টাট্টুগুলো ভারি মেকআপ দিয়ে ঢেকে নিলো। ৬:৩০-এ খুবই ব্যয়বহুল একটি বিউটি পার্লারে যাওয়ার কথা। আরেকটা পেজ-বয় স্টাইলের সোনালি উইগ কিনে ম্যানিকিউর করে গোলাপি নেইলপলিশ লাগিয়ে নিলো হাতে। শেষে কৃত্রিম আইল্যাশ আর ঠোঁটে লিপস্টিক লাগিয়ে মেকআপ করে নিলো সে।

মোনিকা শোল্‌স নামের একটি ক্রেডিটকার্ড থেকে সব খরচ পরিশোধ করলো সালান্ডার। এই নামে তার কাছে একটা বৃটিশ পাসপোর্টও আছে।

এরপর সে চলে গেলো খুব কাছেই অবস্থিত ক্যামিল'স হাউজ নামের একটি ফ্যাশন হাউজে। একঘণ্টা পর কালো বুট, ধূসর রঙের স্কার্ট আর ব্লাউজ, কোমর অবধি লম্বা একটি জ্যাকেট এবং কাপড়ের টুপি। প্রতিটি আইটেমেই ব্যয়বহুল ডিজাইনারের লেবেল লাগানো আছে। কাপড়চোপড় কেনার পাশাপাশি একটা দামি চামড়ার বৃফকেসও কিনে নিলো সে। দামি কানের দুল আর গলায় স্বর্নের চেইন দেখে যে কেউ মনে করবে সে একজন কেউকেটা টাইপের কেউ।

আয়নায় নিজেকে দেখেই বুঝতে পারলো জীবনে এই প্রথম তার বুক এতোটা স্ফীত দেখাচ্ছে। মোনিকা শোল্‌সের এই বুকটা অবশ্য কৃত্রিম। কোপেনহেগেনের লিঙ্গ-পরিবর্তনকারীদের যে দোকান আছে সেখান থেকে এই ল্যাটেক্সের তৈরি স্তনযুগল লাগিয়ে নিয়েছে।

যুদ্ধের জন্য সে প্রস্তত।

দুই ব্লক হেটে জিমারটাল হোটেলে গেলো ঠিক ৯টার দিকে, ওখানে মোনিকা শোল্‌স নামে একটা রুম বুক করেছে সে। তার সুটকেসটা যে ছেলে রুম পর্যন্ত বয়ে নিয়ে এলো তাকে বেশ ভালো বখশিস দিলো সালান্ডার। রুমটা খুব ছোট্ট, এর ভাড়া দৈনিক ২২০০০ ক্রোনার। এক রাতের জন্য এটা বুক করেছে। ঘর থেকে রুমবয় চলে গেলে চারপাশটা ভালো করে দেখে নিলো। জানালা দিয়ে লেক জুরিখের অসাধারণ দৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু সেটাতে তার কোনো আগ্রহ নেই। পাঁচ মিনিট ধরে নিজেকে আয়না দেখে নিলো সে। তাকে চেনাই যাচ্ছে না। বিশাল বক্ষা আর বয়কাট সোনালি চুলের মোনিকা শোল্‌স। এতো মেকআপ সে করেছে যে লিসবেথ সালান্ডারের একমাসের মেকআপের চেয়েও পরিমাণে তা অনেক বেশি। তাকে একেবারে অন্য রকম লাগছে।

সাড়ে ন'টার দিকে হোটেলের বারে নাস্তা সেরে নিলো।

১০টা বাজে কফির পেয়ালা নামিয়ে রাখলো মোনিকা শোল্‌স। মোবাইল ফোনটা বের করে হাওয়াইয়ের সাথে আপলিংক করা একটি মডেমের নাম্বার পাঞ্চ করলো সে। তিনবার রিং হবার পর কাঁপা কাঁপা টোনটা বাজতে শুরু করলো। মডেমটা কানেক্টেড হয়ে গেছে। ছয় সংখ্যার একটি কোড নিজের মোবাইলে পাঞ্চ করে একটা টেক্সট মেসেজ করলো মোনিকা শোল্‌স, এই মেসেজটাতে এমন

একটি প্রোগ্রাম শুরু করার নির্দেশ আছে যা কিনা সালান্ডার নিজে তৈরি করেছে বিশেষ একটি উদ্দেশ্যে।

হনুলুলু'তে এক সার্ভারে এই প্রোগ্রামটি অজ্ঞাত একটি হোমপেজ ওপেন করলো। এই সার্ভারটি কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত। প্রোগ্রামটা খুবই সহজ সরল। এর একমাত্র কাজ হলো অন্য আরেকটা সার্ভার স্টার্ট করার নির্দেশ দেয়া। এই সার্ভারটি হল্যান্ডের একটি সাধারণ কমার্শিয়াল আইএসপি'র। এই প্রোগ্রামের কাজ হলো হান্স-এরিক ওয়েনারস্ট্রমের মিরর হার্ডডিস্কটা ওপেন করা। ওটাতে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ৩০০০ ব্যাঙ্ক একাউন্টের হিসেব রয়েছে।

তবে তার টার্গেট মাত্র একটা একাউন্ট। সালান্ডার লক্ষ্য করেছে প্রতি সপ্তাহে দুয়েকবার একাউন্টগুলো চেক করে থাকে ওয়েনারস্ট্রম। সে যদি তার কম্পিউটার ওপেন করে নির্দিষ্ট ফাইলটি দেখে তো সবই ঠিকঠাক দেখতে পাবে। প্রোগ্রামটি সামান্য হেরফের দেখাবে, যা কিনা একেবারেই প্রত্যাশিত, কারণ বিগত ছয়মাসে একাউন্টটিতে এরকম হেরফের হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপারই। পরবর্তী আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ওয়েনারস্ট্রম যদি নিজের একাউন্ট থেকে টাকা তুলতে চায় কিংবা জমা করতে যায় তাহলে প্রোগ্রামটি সবকিছুই ঠিকঠাক দেখাবে তাকে। ওয়েনারস্ট্রম কিছুই বুঝতেই পারবে না। বাস্তবে পরিবর্তনটা শুধুমাত্র হল্যান্ডের সার্ভারে থাকা মিরর হার্ডডিস্কেই শো করবে।

প্রোগ্রামটা শুরু হবার ইঙ্গিত দিয়ে ছোট্ট একটা টোন বাজতেই মোনিকা শোল্‌স তার ফোন বন্ধ করে দিলো।

জিমারটাল হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তার ওপারে ব্যাঙ্ক হুসার জেনারেলে চলে গেলো সে। জেনারেল ম্যানেজার ওয়াগনারের সাথে ঠিক ১০টায় তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে। শিডিউলের তিন মিনিট আগেই সেখানে পৌঁছালো সালান্ডার। এই বাড়তি সময়টাতে সার্ভিলেন্স ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালো, ক্যামেরায় তার ছবি তুলে রাখার পর একান্ত গোপনীয় আলাপ আলোচনার জন্য নির্ধারিত যে ডিপার্টমেন্ট আছে সেখানে চলে গেলো সে।

"বেশ কয়েকটি ট্রানজাকশানের জন্য আমাকে একটু সহযোগীতা করতে হবে," খাঁটি অক্সফোর্ড ইংরেজিতে বললো। নিজের বৃফকেসটা খোলার সময় ইচ্ছে করেই জিমারটাল হোটেলের একটি কলম মেঝেতে ফেলে দিলে ম্যানেজার ওয়াগনার মুচকি হেসে তাকে কলম তোলা থেকে বিরত রেখে নিজেই সেটা তুলে দিলো তার জন্য। সালান্ডার তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে নোটপ্যাডে একাউন্ট নাম্বারটা লিখে দিলো।

ওয়াগনার সাহেব তাকে বখে যাওয়া বড়লোকের মেয়ে, সম্ভাব্য রক্ষিতা হিসেবে আন্দাজ করে নিলো মনে মনে।

"এটা কেম্যান আইল্যান্ডের ক্রোয়েনফেল্ড ব্যাঙ্কের একটি একাউন্ট নাম্বার।

সিকোয়েন্সিয়াল কোডের সাহায্যে অটোম্যাটিক ট্রান্সফার করা যাবে," বললো সালান্ডার।

"ফ্রলেইন শোল্‌স, আপনার কাছে নিশ্চয় সবগুলো ক্লিয়ারিং কোড আছে?" জানতে চাইলো সে।

"অ্যাবার ন্যাচারলিখ," খুবই অপটু জার্মান ভাষায় জবাব দিলো সালান্ডার।

ষোলো সংখ্যার বেশ কয়েকটি সিরিজ মুখস্ত বলতে শুরু করলো সে। ম্যানেজার ওয়াগনার বুঝতে পারলো আজকের সকালটা খুব ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে যাবে, তবে ট্রানজাকশান থেকে ৪ শতাংশ কমিশন পাবে ব'লে লাঞ্চ করার ব্যাপারটা বাদ দিতে একটুও কার্পন্য করলো না ভদ্রলোক।

বিকেলের আগে ব্যাঙ্ক হ্সার জেনারেল থেকে বের হতে পারলো না সালান্ডার। সেখান থেকে সোজা পায়ে হেটে চলে এলো হোটেল জিমারটালে। রুমে এসে কাপড়চোপড় আর বয়কাট সোনালি চুলের উইগ খুলে ফেললেও কৃত্রিম বক্ষটা খুলে রাখলো না। এবার তার চিরচেনা পোশাক পরে নিলো : সূঁচালো হিলের বুট, কালো প্যান্ট, সাদামাটা একটি শার্ট আর কালো রঙের একটি জ্যাকেট। আয়নায় নিজেকে দেখে নিলো এবার। কতোগুলো বন্ড গোছগাছ ক'রে একটা পোর্টোফোলিওতে ভরে আইরিন নেসার হিসেবে রুম থেকে বেরিয়ে গেলো সে।

নির্ধারিত সময়ের কয়েক মিনিট পর, ১:০৫-এ ব্যাঙ্ক হ্সার জেনারেল থেকে কয়েক গজ দূরে অবস্থিত ব্যাঙ্ক ডরফমানে চলে এলো সে। ব্যাঙ্কের এক কর্মকর্তা হের হাসেলমানের সাথে আগে থেকেই আইরিন নেসার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছিলো। দেরি হবার জন্য ক্ষমা চাইলো আইরিন নেসার। নরওয়েজিয়ান টানে ভাঙা ভাঙা জার্মানে কথা বললো সে।

"কোনো সমস্যা নেই, ফ্রলেইন," বললো হের হাসেলমান। "আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?"

"আমি একটি একাউন্ট খুলতে চাই। আমার কাছে কিছু প্রাইভেট বন্ড রয়েছে, ওগুলো আমি টাকায় রূপান্তর করতে চাই এখন।"

ভদ্রলোকের সামনে থাকা ডেস্কে পোর্টোফোলিওটা রাখলো আইরিন নেসার।

প্রথমে দ্রুত তারপর বেশ সময় নিয়ে বন্ডগুলো দেখে নিলো হাসেলমান। ভুরু কপালে তুলে মুচকি হাসি দিলো সে।

ইন্টারনেট থেকে ঢোকা যাবে এবং টাকা লেনদেন করা যাবে এরকম কয়েকটি একাউন্ট খুললো আইরিন নেসার। এই একাউন্টগুলোর মালিকানা জিব্রাল্টারে অবস্থিত অজ্ঞাতনামা একটি পোস্ট-অফিস-বক্স কোম্পানির। তার হয়ে এক ব্রোকার ৫০০০০ ক্রোনারের বিনিময়ে এটার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো।

এসবই খরচ করা হয়েছে ব্লমকোভিস্টের কাছ থেকে ধার করা টাকায়। পঞ্চাশটি বন্ড ক্যাশ করে টাকাগুলো একাউন্টে ডিপোজিট করে রাখলো সে। প্রতিটি বন্ডের মূল্য এক মিলিয়ন ক্রোনারের সমপরিমাণ।

যতোটা সময় আশা করেছিলো তারচেয়ে অনেক বেশি সময় লাগলো ব্যাঙ্ক ডরফমানের কাজ শেষ হতে, ফলে শিডিউলে আরো দেরি হয়ে গেলো। আজকের মতো ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাবার আগে শেষ ট্রানজাকশানটি করার মতো সময় তার হাতে নেই তাই আইরিন নেসার হোটেল ম্যাটারহর্নে ফিরে গিয়ে এক ঘণ্টার মতো ঘুরেফিরে নিজের উপস্থিতিটা পোক্ত করে নিলো, কিন্তু মাথা ব্যাথা শুরু হয়ে গেলে আগেভাগেই বিছানায় চলে গেলো লিসবেথ সালান্ডার। ফ্রন্ট ডেস্ক থেকে কিছু এসপিরিন কিনে তাদেরকে বলে দিলো তাকে যেনো সকাল ৮টায় ডেকে দেয় তারা।

প্রায় ৫টা বাজতে চললো, সমগ্র ইউরোপে যতো ব্যাঙ্ক আছে সব বন্ধ হয়ে গেছে এখন। তবে উত্তর আর দক্ষিণ আমেরিকার ব্যাঙ্কগুলো খোলা আছে। ল্যাপটপটা চালু করে মোবাইল ফোনের সাহায্যে ইন্টারনেটে প্রবেশ করলো সে। ডরফমান ব্যাঙ্কে সদ্য খোলা একাউন্টগুলো খালি করতে এক ঘণ্টার মতো সময় লেগে গেলো তার।

টাকাগুলো ছোটো ছোটো পরিমাণে ভাগ করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য ভুয়া কোম্পানির ইনভয়েস পরিশোধ করে দিলো সে। তার কাজ শেষ হলে টাকাগুলো অদ্ভুতভাবেই ট্রান্সফার হয়ে কেম্যান আইল্যান্ডের ক্রোয়েনফেল্ড ব্যাঙ্কে চলে এলো আবার, তবে এবার জমা হলো একেবারেই ভিন্ন একটি একাউন্টে।

আইরিন নেসার এটাকে একেবারেই নিরাপদ এবং ট্রেস করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে বিবেচনা করলো। একাউন্ট থেকে একটা পেমেন্টও করলো সে : প্রায় এক মিলিয়ন ক্রোনারের মতো টাকা তার কাছে থাকা একটি ক্রেডিটকার্ডে ট্রান্সফার করলো। এই একাউন্টটি ওয়াসপ এন্টারপ্রাইজের, সেটা রেজিস্টার করা হয়েছে জিব্রাল্টারে।

কয়েক মিনিট পর সোনালি বয়-কাট চুলের মেয়েটি ম্যাটারহর্ন থেকে বের হয়ে হোটেলের বারে চলে গেলো। মোনিকা শোলস প্রবেশ করলো জিমারটাল হোটেলে। ডেস্ক ক্লার্কের দিকে তাকিয়ে আলতো করে মাথা নেড়ে লিফটে করে উপর তলায় নিজের রুমে ফিরে এলো সে।

রুমে ঢুকেই মোনিকা শোলসের কমব্যাট ইউনিফর্ম পরে টাটুগুলো আবারো ভারি ক্রিম আর মেকআপে ঢেকে নিয়ে সোজা চলে গেলো নীচতলায় হোটেলের রেস্তোরাঁয়। বেশ উপাদেয় খাবার খেলো ডিনারে। ১২০০ ক্রোনার দিয়ে জীবনে নাম শোনে নি এরকম একটি অভিজাত মদ কিনে নিলো। মাত্র এক গ্লাস পান

করেই পুরো বোতলটা রেখে চলে গেলো হোটেল বারে। ওয়েটারকে অস্বাভাবিক পরিমাণের বখশিস দিলে ব্যাপারটা রেস্তোরাঁর সব স্টাফই লক্ষ্য করলো বিস্ময়ের সাথে।

বারে কিছুক্ষণ থাকার পর এক মদ্যপ ইটালিয়ান যুবকের সাথে খাতির জমিয়ে ফেললো। যুবকটির নাম কি সেটা নিয়েও মাথা ঘামালো না। তারা দু'বোতল শ্যাম্পেইন নিয়ে বসলেও মাত্র এক গ্লাস পান করলো সালান্ডার।

রাত এগারোটার দিকে তার মদ্যপ সঙ্গী তার দিকে ঝুঁকে বেশ উত্তেজিতভাবে তার স্তনযুগল মর্দন করতে আরম্ভ করলো। যুবকের হাতটা ধরে টেবিলের নীচে দিয়ে দিলে খুব ভালো অনুভূত হতে লাগলো তার। মদ্যপযুবক বুঝতেই পারলো না সে আসলে কৃত্রিম স্তনে হাত রেখেছিলো। এক পর্যায়ে তারা দু'জনে এতো জোরে জোরে শব্দ করতে লাগলো যে বারে থাকা বাকি লোকজনের জন্য বিরক্তিকর হয়ে উঠলো সেটা। মাঝরাতের দিকে মোনিকা শোলস লক্ষ্য করলো বারের এক লোক তাদের দিকে কটমট চোখে তাকাচ্ছে। মদ্যপ ইটালিয়ান সঙ্গীকে ধরে বার থেকে বের হয়ে চলে এলো তারই রুমে।

বাথরুমে যাবার আগে আরো এক গ্লাস মদ ঢেলে নিলো সে। ভাঁজ করা একটি কাগজ খুলে একটা স্লিপিং পিল বের করে মদ দিয়ে খেয়ে নিলো সেটা। যুবকটির সাথে বিছানায় বসে আরেক দফা মদ পান করার কয়েক মিনিট পরই বেহুশ হয়ে পড়ে রইলো তার সদ্য শিকার করা ইটালিয়ানটি। ছেলেটার টাই আলগা করে, তার জুতো জোড়া খুলে গায়ে একটা চাদর টেনে দিলো সালান্ডার। বোতলটা বাথরুমে নিয়ে গিয়ে খালি করে গ্লাসগুলো ধুয়েমুছে ফিরে গেলো নিজের রুমে।

মোনিকা শোল্স সকাল ৬টা বাজে নিজের ঘরে বসে নাস্তা করে ৬টা ৫৫ মিনিটে চেকআউট করলো জিমারটাল হোটেল থেকে। রুম থেকে বের হবার আগে পাঁচ মিনিট ধরে সমস্ত রুমে নিজের আঙুলের ছাপ যেখানে থাকার কথা সেসব জায়গা মুছে নিলো সে।

তাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলার একটু পর, ৮:৩০-এ ম্যাটারহর্ন থেকে চেকআউট করলো আইরিন নেসার। একটা ট্যাক্সি নিয়ে রেলওয়ে স্টেশনে গিয়ে তার লাগেজটা রেখে এলো। এরপর কয়েক ঘণ্টা ব্যয় করলো নয়টি প্রাইভেট ব্যাঙ্কে ঢুঁ মেরে। কেম্যান ব্যাঙ্ক থেকে তোলা কিছু প্রাইভেট বন্ড সেখানে ডিস্ট্রিবিউট করলো সে। বেলা ৩টার মধ্যে বন্ডগুলোর দশ শতাংশ ক্যাশ করে নিয়ে সেই টাকা আবার ত্রিশটি একাউন্টে ডিপোজিট করলো। বাকি বন্ডগুলো একটা সেফডিপোজিটে রেখে দিলো সালান্ডার।

আইরিন নেসারকে আরো কয়েকবার জুরিখে আসতে হবে, তবে তার জন্য এতো তাড়াহুড়ার কোনো দরকার নেই।

৪:৩০-এ আইরিন নেসার ট্যাক্সিতে করে এয়ারপোর্টে গিয়ে লেডিস রুমে ঢুকেই মোনিকা শোলসের পাসপোর্টটা কেটে টুকরো টুকরো করে কমোডে ফ্ল্যাশ করে দিলো। ক্রেডিটকার্ডটাও কেঁচি দিয়ে কয়েক টুকরো করে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ডাস্টবিনে কেঁচিটাসহ ফেলে দিলো। ওয়ান ইলেভেনের পর ধারালো কিছু প্লেনে বহন করাটা বোকামি ছাড়া আর কিছু না।

লুতফানসার এক বিমানে করে নরওয়ের অসলোতে নেমেই সেখান থেকে চলে এলো ট্রেনস্টেশনে। স্টেশনের লেডিসরুমে ঢুকে ছদ্মবেশের জন্য যেসব কাপড়চোপড় আর উইগ ছিলো সবগুলো তিনটি প্লাস্টিকব্যাগে ভরে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে একটি আনলকড লকারে খালি বৃফকেসটা রেখে দিলো সে। কানের দুল আর স্বর্নের চেইন দুটো ডিজাইনারের জুয়েলারি, এগুলো ট্রেস করা সম্ভব; স্টেশনের বাইরে একটি ড্রেনে ঠাঁই পেলো সেগুলো।

এর কিছুক্ষণ পর কৃত্রিম বক্ষটা খুলে ফেললো আইরিন নেসার।

হাতে বেশি সময় নেই বলে ম্যাকডোনাল্ডে গিয়ে একটা হ্যামবার্গার খেতে খেতে বৃফকেসে রাখা জিনিসগুলো ছোট্ট একটা ট্রাভেল ব্যাগে ভরে রাখলো। খালি বৃফকেসটা টেবিলের নীচে রেখে সেখান থেকে বেরিয়ে এলো সালান্ডার। রাতের একটা ট্রেনে করে স্টকহোমে ফিরে আসার জন্য ট্রেনের প্রাইভেট স্লিপিংবার্থ বুক করলো।

কম্পার্টমেন্টে ঢুকে দরজা লক করতেই বিগত দুদিনের মধ্যে নিজেকে বেশ হালকা বলে মনে হলো তার। কম্পার্টমেন্টের জানালা খুলে সিগারেট পানের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলো সে।

চেকলিস্টটা আবারো খতিয়ে দেখলো কোনো কিছু ভুলে গিয়েছে কিনা। কিছুক্ষণ পর জ্যাকেটের পকেট হাতরে জিমারটাল হোটেল থেকে উপহার হিসেবে পাওয়া কলমটা বের করে মুচকি হেসে জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলো।

পনেরো মিনিট পর গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলো লিসবেথ সালান্ডার।

উপসংহার

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ২৭–মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ৩০

হান্স-এরিক ওয়েনারস্ট্রমের উপর *মিলেনিয়াম*-এর বিশেষ প্রতিবেদনটি ম্যাগাজিনের পুরো ছেচল্লিশ পৃষ্ঠা দখল করে নিলো। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে এটা বোমা বিস্ফোরণের মতোই প্রকাশিত হলো যেনো। প্রধান স্টোরিটা মিকাইল ব্লমকোভিস্ট আর এরিকা বার্গারের যৌথনামে প্রকাশিত হয়। প্রথম কয়েক ঘণ্টা মিডিয়া বুঝতে পারে নি এই স্কুপটি কিভাবে সামলাবে। এক বছর আগে এরকম একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হলে ব্লমকোভিস্টকে মানহানির মামলার মুখোমুখি হতে হয়েছিলো। আদালত তাকে আর্থিক আর জেল জরিমানা করে অপসাংবাদিকতার জন্য, সেইসাথে পত্রিকা থেকেও তাকে বরখাস্ত করা হয়। এ কারণে খবরটার বিশ্বাসযোগ্যতা একটু কমই ছিলো। ঐ একই সাংবাদিক একই ম্যাগাজিনে, একই লোকের বিরুদ্ধে এমন সব অভিযোগ এনেছে যা কিনা আগেরবারের চেয়েও বেশি ভয়ানক। রিপোর্টের কিছু কিছু অংশ এতোটাই অবাস্তব বলে মনে হয় যে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানেও সেটা ধরা পড়বে। সুইডিশ মিডিয়া বরং অবিশ্বাসের সাথে অপেক্ষা করলো ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার জন্য।

কিন্তু ঐদিন সন্ধ্যায় টিভি৪-এর *শি* ব্লমকোভিস্টের রিপোর্টের উপর এগারো মিনিটের একটি সংক্ষিপ্ত হাইলাইট তুলে ধরে তাদের অনুষ্ঠানে। রিপোর্ট প্রকাশ হবার কয়েক দিন আগে অনুষ্ঠানের উপস্থাপককে লাঞ্চের দাওয়াত দিয়ে খবরটার সম্পর্কে আগাম আভাস দিয়েছিলো এরিকা।

টিভি৪-এর এই অনুষ্ঠানের পর সরকার পরিচালিত সংবাদ চ্যানেলগুলো নড়েচড়ে বসে। তারা রাত ৯টার সংবাদে এই রিপোর্টটা ঠাঁই দেয়। কিন্তু ততোক্ষণে টিটি ওয়্যার সার্ভিস এ সংক্রান্ত প্রথম শিরোনাম প্রকাশ করে সর্ব প্রথম : অভিযুক্ত সাংবাদিক বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ এনেছেন। খবরটার ভেতরের ম্যাটেরিয়াল টিভি৪-এর অনুষ্ঠান থেকে নেয়া। তবে টিটি ওয়্যারের এই খবরের কারণে পরদিন সবগুলো পত্রিকা বাধ্য হয়েই রিপোর্টটা নিয়ে সংবাদ পরিবেশন করে। বেশিরভাগ পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠা দখল করে নেয় সেটা। এরপরই শুরু হয়ে যায় মিডিয়ার দৌড়ঝাঁপ।

ঐ দিনই বিকেলে মিলেনিয়াম-এর রিপোর্টের উপর *লিবারেল মর্নিং* তাদের সম্পাদকীয়তে একটি মন্তব্যপ্রতিবেদন প্রকাশ করে, লেখাটা লেখে এডিটর ইন চিফ নিজে। এডিটর ইন চিফ যখন ডিনারপার্টিতে ছিলেন তখন টিভি৪ তাদের সংবাদটি প্রচার করছিলো। তাকে অবশ্য তার সেক্রেটারি আগেই বলে

দিয়েছিলো খবরটার মধ্যে 'কিছু একটা আছে'। তবে যথারীতি ভদ্রলোক এ বলে উড়িয়ে দেয় যে, 'এরকম কিছু যদি আদৌ থাকতো তাহলে আমাদের রিপোর্টাররা সেটা অনেক আগেই জানতে পারতো।' ফলস্বরূপ *লিবারেল*-এর এডিটরই একমাত্র ব্যক্তি হিসেবে আবির্ভূত হলো যে কিনা সংবাদটির গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়। ভদ্রলোক আরেকটু এগিয়ে গিয়ে মন্তব্য করে বসে 'এরকম একজন সম্মানিত নাগরিকের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগের জন্য ঐ সাংবাদিকের বিচার হওয়া উচিত।' কিন্তু তার এই কথা হালে পানি পেলো না।

ঐদিন রাতে *মিলেনিয়াম*-এর অফিসে সবাই জড়ো হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী কেবলমাত্র বার্গার আর সদ্য নিয়োগ পাওয়া ম্যানেজিং এডিটর মলিন এরিকসনই সব ধরণের ফোন কলের জবাব দেবে বলে ঠিক করা হয়। রাত ১০টার মধ্যে সবাই উপস্থিত হয়, সেইসাথে *মিলেনিয়াম*-এর সাবেক চারজন স্টাফ আর আধডজন ফ্ল্যান্সারও চলে আসে তাদের সাথে যোগ দিতে। রাত আরেকটু গাঢ় হতেই মাম শ্যাম্পেইনের বোতল খুলে ফেলে। ঠিক তখনই তাদের পুরনো এক বন্ধু একটি সান্ধ্যকালীন পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যার অগ্রীম কপি পাঠিয়ে দেয় তাদের কাছে। ঐ সংখ্যায় ওয়েনারস্ট্রমের এই ব্যাপারটা নিয়ে ষোলো পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে। শিরোনামটি দেয়া হয় ফিনান্সিয়াল মাফিয়া নামে। পরের দিন পত্রিকাটি বের হতেই আরো ব্যাপক হৈচৈ শুরু হয়ে যায়। মিডিয়া যেনো উন্মাদগ্রস্ত হয়ে ওঠে।

মলিন এরিকসন সিদ্ধান্ত নিলো সে *মিলেনিয়াম*-এ স্থায়ীভাবে থেকে যাবে।

ফিনান্সিয়াল দুর্নীতি তদন্তে পুলিশ সক্রিয় হয়ে উঠতেই সুইডিশ স্টক এক্সচেঞ্জে দরপতন শুরু হয়ে যায়। ভয়ে অনেকেই নিজের শেয়ার বিক্রি করে দিতে শুরু করে। ফলে টালমাটাল হয়ে ওঠে পুঁজিবাজার। রিপোর্টটি প্রকাশ হবার দু'দিন পর বাণিজ্যমন্ত্রী 'ওয়েনারস্ট্রম ঘটনা'র উপর মন্তব্য করেন।

তবে মিডিয়ার এসব হৈচৈয়ের মানে এই নয় যে, *মিলেনিয়াম*-এর দাবিটি সবাই বিনাপ্রশ্নে মেনে নিয়েছে। তবে *মিলেনিয়াম*-এর শক্ত আর জোড়ালো প্রমাণ উপস্থাপনের কারণে এ যাত্রায় তারা সবার আস্থা অর্জনে সক্ষম হয় : ওয়েনারস্ট্রমের নিজের ইমেইল, তার কম্পিউটারের অনেক কিছুর কপি, যাতে রয়েছে ব্যালান্স শিট, গোপন চুক্তিপত্রসহ অন্য অনেক কিছু। সবাই মেনে নিয়েছে এই ঘটনাটি ১৯৩২ সালের কুখ্যাত ক্রুগার ক্র্যাশ নামে পরিচিত দুর্নীতিকেও ছাড়িয়ে গেছে। আদালতে মামলা হলে নির্ঘাত ফেঁসে যাবে ওয়েনারস্ট্রম। এই জালিয়াতিটি এতোটাই ব্যাপক যে কতোগুলো আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে সে হিসেব করতেও হিমশিম খেলো লোকজন।

সুইডিশ ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিংয়ে এই প্রথম 'সংগঠিত অপরাধ,' 'মাফিয়া,' এবং 'গ্যাংস্টার সাম্রাজ্য' পদবাচ্যগুলো ব্যবহৃত হতে শুরু করে। ওয়েনারস্ট্রম

আর তার তরুণ স্টকব্রোকার এবং আরমানি সুট-টাই পরা আইনজীবিগণ পরিচিতি পেলো একদল দস্যু হিসেবে।

মিডিয়ার এই হট্টগোলের প্রথম কয়েকটি দিন লোকচক্ষুর আড়ালে রয়ে গেলো ব্লমকোভিস্ট। ইমেইল কিংবা ফোনে তাকে পাওয়া গেলো না। *মিলেনিয়াম*-এর পক্ষে সব ধরণের সম্পাদকীয় মন্তব্য করলো এরিকার বার্গার নিজে। সবগুলো বড় পত্রিকা আর টিভি চ্যানেলে ইন্টারভিউ দিয়ে বেড়ালো সে। এমনকি বেশ কয়েকটি বিদেশী টিভি চ্যানেল আর পত্রিকাও তার ইন্টারভিউ নেবার জন্য প্রতিযোগীতা শুরু করে দিলো। যতোবারই তাকে জিজ্ঞেস করা হলো এসব গোপন দলিল-দস্তাবেজ তারা কিভাবে জোগার করতে সক্ষম হলো ততোবারই এরিকা বার্গার একটা কথাই আউড়ে গেলো : আমরা আমাদের সোর্সের পরিচয় প্রকাশ করি না।

তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো গতবছর ওয়েনারস্ট্রমের সাথে মামলা চলাকালীন সময়ে তারা কেন নিশ্চুপ ছিলো তখন সে ঘুরিয়ে পেচিয়ে একটা কথাই বুঝিয়ে দিলো : আমরা যদি আত্মপক্ষ সমর্থন করে প্রমাণগুলো উপস্থাপন করতাম তাহলে আদালত সোর্সের পরিচয় জানতে চাইতো, তাকে উপস্থিতও হতে হতো। সোর্সকে বাঁচানোর জন্যই তারা নিশ্চুপ থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। মিকাইল ব্লমকোভিস্ট সেইসব কিংবদন্তীতুল্য আমেরিকান সাংবাদিকের মতো যারা নিজেদের সোর্সকে উন্মোচন করার চেয়ে জেল খাটাই শ্রেয় মনে করে। এরিকার এমন কথার পর সারা দেশের মিডিয়া মিকাইল ব্লমকোভিস্টকে এমন সব প্রশংসায় ভাসিয়ে দিতে শুরু করে যে খোদ মিকাইলের কাছেই সেটা বিব্রতকর ব'লে মনে হতে লাগলো।

তবে একটা বিষয়ে একমত পোষণ করলো সবাই : যে ব্যক্তি এইসব ডকুমেন্ট পাচার করেছে সে ওয়েনারস্ট্রমের একান্ত বিশ্বস্ত লোকজনই হবে। এই 'ডিপ থ্রোট'টা কে সেটা নিয়ে অনেক অনুমাণ শুরু হয়ে গেলো : অসন্তুষ্ট কোনো কলিগ, আইনজীবি, এমনকি ওয়েনারস্ট্রমের কোকেন-আসক্ত কন্যা অথবা তার পরিবারের কেউ। ব্লমকোভিস্ট কিংবা বার্গার কেউই এ ব্যাপারে একটুও মুখ খুললো না।

তৃতীয় দিনেও যখন একটি সান্ধ্যকালীন পত্রিকা *মিলেনিয়াম*-এর প্রতিশোধ হিসেবে শিরোনাম করলো তখন বার্গারের ঠোঁটে মুচকি হাসি দেখা দিলো। এই হাসি বিজয়ের। ঐ আর্টিকেলে তাদের পত্রিকার সামগ্রিক একটি চিত্র তুলে ধরা হলো, বিশেষ করে বার্গারের প্রশংসা করা হলো বেশ গুরুত্ব দিয়ে। তাকে অভিহিত করা হলো 'অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার রাণী' হিসেবে। চারপাশে গুঞ্জন উঠতে শুরু করলো বার্গার এজন্যে সাংবাদিকতার সবচাইতে বড় পুরস্কারটিও হয়তো পেয়ে যাবে।

রিপোর্টটি প্রকাশ হবার মাত্র পাঁচ দিন পর প্রকাশ হলো ব্লমকোভিস্টের নতুন বই *মাফিয়া ব্যাঙ্কার*। *মিলেনিয়াম* নতুন একটি প্রকাশনা হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করলো সেইসাথে। উৎসর্গে লেখা হলো : *স্যালি'কে, যে আমাকে গলফ খেলার বাড়তি সুবিধা দেখিয়েছিলো।*

৬০৮ পৃষ্ঠার মোটা একটি বই। প্রথম সংস্করণের ২০০০ কপি খুব দ্রুত শেষ হয়ে গেলে বার্গার আরো ১০০০০ কপির প্রিন্ট করার অর্ডার দিয়ে দিলো সঙ্গে সঙ্গে।

বইটা যেহেতু প্রকাশিত হয়ে গেলো তাই অনেক সমালোচক মন্তব্য করলো মিকাইল ব্লমকোভিস্ট এবার আর নিজের কাছে থাকা যাবতীয় প্রমাণপত্র আটঁকে রাখবে না। তাই হলো; তার বইয়ের দুই তৃতীয়াংশ জুড়ে আছে ওয়েনারস্ট্রমের কম্পিউটার থেকে সংগৃহীত ডকুমেন্ট। বইটি প্রকাশ হবার সাথে সাথে *মিলেনিয়াম*-এর ওয়েবসাইটে এইসব ডকুমেন্টগুলোর পিডিএফ ফরমেট ফাইল আপলোড করা হলো সর্ব সাধারণের জন্য।

বার্গার আর ব্লমকোভিস্ট দুজনে মিলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো বেশ কয়েক দিন মিকাইল লোকচক্ষুর আড়ালে থাকবে। এটা ছিলো তাদের মিডিয়া স্ট্র্যাটেজিরই অংশ। দেশের সব পত্রিকা আর টিভি চ্যানেল হন্যে হয়ে তাকে খুঁজতে শুরু করলেও বইটি প্রকাশ হবার আগ পর্যন্ত তাকে মিডিয়ায় উপস্থিত হতে দেখা গেলো না। টিভি৪-এর *শি* অনুষ্ঠানে এক ইন্টারভিউ দিলো সে। আর সেটা হয়ে উঠলো ঐদিনের জন্য সবচাইতে বড় একটি খবর।

ঐ ইন্টারভিউয়ের একটা অংশে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো সুইডেনের স্টকমার্কেটে যে দরপতন শুরু হয়েছে তাতে করে সুইডিশ অর্থনীতি বিশাল একটি ধাক্কা খেতে পারে, এ ব্যাপারে *মিলেনিয়াম*-এর দায় দায়িত্ব কতোটুকু।

"সুইডেনের অর্থনীতি ধাক্কা খাবে বলে যে অনুমাণ করা হচ্ছে সেটা একেবারেই অর্থহীন একটি প্রলাপ," বললো ব্লমকোভিস্ট।

টিভি৪-এর *শি* অনুষ্ঠানের উপস্থাপিকা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। তার এমন জবাবের প্রত্যাশা করে নি সে। বাধ্য হয়ে তাকে উপস্থিত বুদ্ধি খাটাতে হলো। "সুইডিশ স্টকএক্সেঞ্জে ইতিহাসের সর্ববৃহৎ পতন হয়েছে—আর আপনি কিনা বলছেন অর্থহীন প্রলাপ?"

"সুইডিশ অর্থনীতি আর সুইডিশ স্টকএক্সচেঞ্জ, এ দুটো ব্যাপারের মধ্যে আপানাকে পার্থক্য করতে হবে। এ দেশে প্রতিদিন যে সমস্ত পণ্য আর সার্ভিস উৎপাদিত হয় সেটা হলো সুইডিশ অর্থনীতি। এরিকসনের ফোন, ভলভো'র মোটরগাড়ি, স্ক্যানের মুরগি-ডিম, এবং কিরুনা আর স্কভদির যাবতীয় শিপমেন্ট—এ সবই সুইডিশ অর্থনীতির মধ্যে পড়ে। এগুলো এক সপ্তাহ আগে যতোটা দুর্বল কিংবা শক্তিশালী ছিলো আজো তাই আছে।"

একটু থেমে পানি পান করে নিলো সে।

"কিন্তু স্টকএক্সচেঞ্জ একেবারেই জটিল একটি বিষয়। এটা কোনো অর্থনীতি নয়। এখানে কোনো পণ্য কিংবা সেবা উৎপাদিত হয় না। এখানে কেবল কল্পনা আর আন্দাজের খেলা চলে। অমুক কোম্পানি ভালো লাভ করবে কিংবা তমুক কোম্পানি লোকসান করবে মনে ক'রে লোকজন শেয়ার কেনা-বেচা করে থাকে। এর সাথে সুইডিশ অর্থনীতির কোনো সম্পর্ক নেই।"

"তাহলে আপনি মনে করছেন সুইডিশ স্টকএক্সচেঞ্জ ধরাশায়ী হলেও তাতে কিছু আসে যায় না?"

"না, কিছু আসে যায় না সেটা বলা ঠিক হবে না," ব্লমকোভিস্টের কথাটা এমন শোনালো যেনো ভবিষ্যতদ্রষ্টার ভূমিকায় নেমেছে এখন। তার এই কথাটা অনেক বছর ধরেই উদ্ধৃত করা হবে।

"এর মানে হলো একদল স্পেকুলেটর এখন সুইডিশ কোম্পানি থেকে সরে গিয়ে জার্মান কোম্পানির দিকে চলে যাবে। তো এটাকে কতিপয় জাঁদরেল ফিনান্সিয়াল রিপোর্টাররা একধরণের অর্থনৈতিক শয়তানি কিংবা দেশদ্রোহী হিসেবেও অভিহিত করতে পারে। তারা আসলে ইচ্ছাকৃতভাবে সিস্টেমেটিক্যালি সুইডিশ অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত করে যাচ্ছে নিজেদের মুনাফার সুবিধার্থে।"

এরপরই টিভি৪-এর *শি* এমন একটি ভুল করে বসলো যা কিনা ব্লমকোভিস্ট আগে থেকেই আশা করে ছিলো।

"আপনি মনে করছেন মিডিয়ার কোনো দায়দায়িত্ব নেই?"

"ওহ্, হ্যা। মিডিয়ার বিশাল দায়িত্ব আছে। কমপক্ষে বিশ বছর ধরে ফিনান্সিয়াল রিপোর্টাররা হান্স-এরিক ওয়েনারস্ট্রমের ব্যাপারে চোখ-কান বন্ধ করে রেখেছিলো। তারা তো তার বিরুদ্ধে কোনো অনুসন্ধান করেই নি বরং লোকটাকে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হিসেবে চিত্রিত করে তাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে। তারা যদি নিজেদের কাজটা ভালোভাবে করতে পারতো তাহলে আজকে আমাদের এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হতো না।"

ব্লমকোভিস্টের এই ইন্টারভিউয়ের পর তার মন্তব্যকে ধার করে স্টকএক্সচেঞ্জের কতিপয় ব্রোকারের জার্মান কোম্পানির শেয়ার কেনার খবরের দিকে ইঙ্গিত করে একটি পত্রিকা শিরোনাম করলো : তারা নিজের দেশকে বিক্রি করছে। এ ব্যাপারে সব ব্রোকারকে মন্তব্য করতে বলা হলেও কেউই মন্তব্য করতে এগিয়ে এলো না। দিন দিন স্টকএক্সচেঞ্জের পতন বাড়তে লাগলে নিজেদেরকে দেশপ্রেমী হিসেবে জাহির করা কতিপয় ব্রোকারও যখন জার্মান কোম্পানির দিকে ঝুঁকে পড়লো খবরটা শুনে ব্লমকোভিস্ট অট্টহাসিতে ফেঁটে পড়লো।

চারদিক থেকে চাপ এতোটাই বাড়তে লাগলো যে কালো সুট-টাই পরা

লোকজন নিজেদের অভিজাত ক্লাব থেকে বেরিয়ে এসে এক সময়কার কলিগের বিরুদ্ধে মন্তব্য করতে শুরু করে দিলো। আচমাকাই যেনো অবসরে চলে যাওয়া শিল্পপতি আর ব্যাঙ্কাররা হাজির হতে শুরু করে দিলো টিভি পর্দায়। এটাকে তারা ড্যামেজ কন্ট্রোল পদক্ষেপ হিসেবে দেখলো। সবাই বুঝতে পারলো পরিস্থিতির গুরুত্ব। ওয়েনারস্ট্রমের সাথে যতোটুকু সম্ভব দূরত্ব বজায় রাখতে শুরু করলো তারা। প্রায় সবাই একবাক্যে একটা কথাই আউড়াতে লাগলো : হান্স-এরিক ওয়েনারস্ট্রম আদৌ কোনো শিল্পপতি নয়। তারা কখনই এই ভদ্রলোককে নিজেদের একজন ব'লে মনে করতো না। লোকটা নরল্যান্ডের অতি সাধারণ এক শ্রমিক পরিবার থেকে উঠে আসা ঠগ-ব্যবসায়ী। কেউ কেউ তার ঘটনাকে ব্যক্তিগত একটি ট্র্যাজেডি হিসেবেও অভিহিত করলো। আবার অনেকেই গলা চড়িয়ে বলতে লাগলো অনেক আগে থেকেই তারা এই লোকটার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ ক'রে আসছিলো।

এরপরের কয়েক সপ্তাহে *মিলেনিয়াম*-এর ডকুমেন্টগুলোর উপর ভিত্তি ক'রে অনুসন্ধান শুরু হয়ে গেলে দেখা গেলো ওয়েনারস্ট্রমের সাথে আরো অসংখ্য আর্ন্তজাতিক মাফিয়া, অস্ত্রব্যবসায়ী, মুদ্রাপাচারকারী, দক্ষিণ-আমেরিকার মাদকব্যবসায়ী, এমনকি মেক্সিকোতে শিশু পতিতা বাণিজ্যেরও সম্পর্ক রয়েছে। সাইপ্রাসে রেজিস্টার করা ওয়েনারস্ট্রমের একটি কোম্পানি ইউক্রেনের কালোবাজার থেকে অবৈধভাবে সমৃদ্ধ ইউরোনিয়াম সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে বলেও খবর বেরোলো। দেখা গেলো সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ওয়েনারস্ট্রমের পোস্ট-অফিস-বক্স কোম্পানিগুলো বিভিন্ন ধরণের অবৈধ লেনদেনের সাথে জড়িত।

বার্গারের মতে যে বইটি ব্লমকোভিস্ট লিখেছে সেটা তার জীবনে লেখা সেরা কাজ। অবশ্য তথ্য-প্রমাণে ঠাসা থাকলেও বইটি লেখার মান খুব একটা উঁচুমানের নয়। ঘষামাজা করার মতো সময় পায় নি মিকাইল। তবে এই বই না পড়ার কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছে না নিয়মিত পাঠকেরা। বিক্রি হচ্ছে দেদারসে।

হঠাৎ করেই পুরনো শত্রু উইলিয়াম বর্গের সাথে ব্লমকোভিস্টের দেখা হয়ে গেলো। বার্গার আর অফিসের অন্যান্য কলিগদের সাথে সান্তা লুসিয়া হলিডে উদযাপন করার জন্য কেভারনানে গিয়ে ইচ্ছেমতো মদ্যপান ক'রে ফিরছিলো তারা, সেখানেই দেখা হয়ে গেলো তার সাথে। বর্গের সঙ্গী ছিলো সালান্ডারের সমবয়সী এক মাতাল মেয়ে।

বর্গকে যে ব্লমকোভিস্ট যারপরনাই ঘৃণা করে সেটা বার্গার জানে সেজন্যেই লোকটা যখন তার হাত ধরে তাকে আবারো বারের ভেতর নিয়ে যাবার চেষ্টা করলো তখন বার্গার এসে তাকে উদ্ধার করলো।

ব্লমকোভিস্ট ঠিক করলো কোনো এক সুবিধাজনক সময়ে সালান্ডারকে দিয়ে বর্গের বিষয়ে তদন্ত করাবে।

মিডিয়ার এতো হৈচৈয়ের মধ্যেও নাটকের আসল পাত্র ওয়েনারস্ট্রম একেবারেই পর্দার আড়ালে রয়ে গেলো। *মিলেনিয়াম* যেদিন তাদের রিপোর্টটা প্রকাশ করলো সেদিন বাধ্য হয়েই একটা প্রেস কনফারেন্স করেছিলো ওয়েনারস্ট্রম গ্রুপ। সেই কনফারেন্সে ওয়েনারস্ট্রম উপস্থিত না হয়ে লিখিত বক্তব্য দেয়। সব ধরণের অভিযোগ অস্বীকার করে তার বিরুদ্ধে যে সব ডকুমেন্ট আছে সেগুলোকে বানোয়াট বলে দাবি করে সে। সবাইকে আরো একবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয় এই একই রিপোর্টার এক বছর আগে মানহানির মামলায় আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হয়েছিলো।

এরপর সব ধরণে প্রশ্নের জবাব দিতে শুরু করে ওয়েনারস্ট্রমের আইনজীবিরা। ব্লমকোভিস্টের বইটা বের হবার দু'দিন পর একটা গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, ওয়েনারস্ট্রম নাকি সুইডেন ছেড়ে চলে গেছে। এরপরই সান্ধ্যকালীন এক পত্রিকা তার এই চলে যাওয়াকে 'পলায়ন' হিসেবে অভিহিত করে বসে। দ্বিতীয় সপ্তাহে সিকিউরিটি পুলিশ দুর্নীতি তদন্ত করার জন্য ওয়েনারস্ট্রমের সাথে যোগাযোগ করতে গেলে তাকে আর খুঁজে পেলো না কোথাও। নতুন বছরের শুরুতে পুলিশ ওয়েনারস্ট্রমের নামে একটি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে সমগ্র ইউরোপে। ঐ একই দিনে ওয়েনারস্ট্রমের এক উপদেষ্টা লন্ডনগামী এক বিমানে ক'রে পালিয়ে যাবার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।

এর কয়েক সপ্তাহ পর এক সুইডিশ পর্যটক রিপোর্ট করে যে, ওয়েনারস্ট্রমকে সে বার্বাডোজের রাজধানী বৃজটাউনে দেখেছে। নিজের প্রমাণের সপক্ষে একটা ছবিও দেখায় ভদ্রলোক। দূর থেকে তোলা ছবিতে দেখা যায় সাদা শার্ট আর সানগ্লাস পরা এক শ্বেতাঙ্গ গাড়িতে উঠছে। ছবি দেখে নিশ্চিত ক'রে বলা সম্ভব না হলেও এক পত্রিকা দাবি করে ফেরারি লোকটাকে বার্বাডোজ থেকে এক্ষুণি গ্রেফতার করা হোক।

ছয়মাস পর ওয়েনারস্ট্রমকে ধরার যে অভিযান সেটা সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। স্পেনের মারবেলা নামক এক অ্যাপার্টমেন্টে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় তাকে। ওখানে ভিক্টর ফ্লেমিং নামে বসবাস করছিলো সে। খুব কাছ থেকে তার মাথায় তিনটি গুলি করা হয়। স্পেনিশ পুলিশ তদন্ত করে জানায় তার অ্যাপার্টমেন্টে কোনো চোর ঢুকে পড়েছিলো, কাজটা সেই চোরই করেছে।

ওয়েনারস্ট্রমের মৃত্যু সালান্ডারের কাছে কোনো অবাক করা ঘটনা ছিলো না। লোকটা যে কেম্যান ব্যাঙ্ক থেকে আর কোনো রকম লেনদেন করতে পারে নি তার ফলেই এরকম একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে। সম্ভবত কলম্বিয়ার মাদক সম্রাটদের পাওনা টাকা শোধ করতে পারে নি।

কেউ যদি সালান্ডারের কাছে জানতে চাইতো ওয়েনারস্ট্রম কোথায় আছে তাহলে সে প্রতিদিনকার খবরাখবর জানিয়ে দিতে পারতো। ইন্টারনেটের সাহায্যে সে লোকটার ফ্লাইটের গন্তব্য অনুসরণ ক'রে জানতে পেরেছিলো এক ডজনের মতো দেশে ঘুরে বেরিয়েছিলো ওয়েনারস্ট্রম। তাছাড়া তার ইমেইল থেকে সব তথ্যই জানতো সালান্ডার। এই বিলিয়নেয়ার যে নিজের কম্পিউটার সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে এমন দুরাশা ব্লমকোভিস্টও করে নি, কিন্তু সেটাই করেছিলো ভদ্রলোক। ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে নি তার কম্পিউটারই তার সর্বনাশ করেছে।

ছয় মাস পর ওয়েনারস্ট্রমকে ট্র্যাকিং করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো সালান্ডার। নিজেকে প্রশ্ন করে এ ঘটনায় তার জড়িয়ে পড়াটা ঠিক হচ্ছে কিনা। ওয়েনারস্ট্রম যে একজন অলিম্পিক-ক্লাসের জোচ্চোর সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এটাও তো ঠিক, লোকটা তার নিজের শত্রু নয়। সুতরাং তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কোনো ইচ্ছেও তার নেই। ব্লমকোভিস্টকে সে জানাতে পারতো লোকটার অবস্থানের কথা, কিন্তু সে আর কি করতো এ নিয়ে? বড়জোর পত্রিকায় একটা রিপোর্ট লিখেই শেষ করতো নিজের দায়িত্ব। পুলিশকেও জানাতে পারতো সালান্ডার, কিন্তু ওয়েনারস্ট্রম আগেভাগে টের পেয়ে সটকে পড়ার সম্ভাবনাও ছিলো তাতে। সবচাইতে বড় কথা হলো সে কখনও পুলিশকে পছন্দ করে না। তাদের সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করে না তার।

তবে পরিশোধ করার মতো অন্য একটা ঋণও আছে তার। এক সময় এক ওয়েট্রেস গর্ভবতী হয়ে গেলে তার মাথা পানিতে ডুবিয়ে তাকে অপদস্ত করা হয়েছিলো।

ওয়েনারস্ট্রমের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়ার চারদিন আগে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো সে। মায়ামির এক আইনজীবিকে ফোন ক'রে তার সেক্রেটারির সাথে কথা বলে একটা সাংকেতিক মেসেজ পাঠাতে সক্ষম হয়। ওয়েনারস্ট্রমের নাম এবং মারবেলার ঠিকানা ছাড়া আর কিছু তাতে ছিলো না।

ওয়েনারস্ট্রমের নাটকীয় মৃত্যুর খবরটা চলার সময় টিভি সেটটা বন্ধ ক'রে দিয়ে কিছু কফি আর স্যান্ডউইচ নিয়ে বসলো সালান্ডার।

বার্গার আর মাম যখন বার্ষিক ক্রিসমাস অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত ব্লমকোভিস্ট তখন এরিকার চেয়ারে বসে বসে তা দেখছে আর স্ক্যান্ডিনেভিয়ান জুস পান করছে। তাদের পত্রিকার সবাই ক্রিসমাস উপহার পাবে–এ বছর বাড়তি হিসেবে আরো পাবে মিলেনিয়াম প্রকাশনীর লোগো সংবলিত একটি কাঁধের ব্যাগ। এরিকা অনেকগুলো কার্ড নিয়ে পরিচিতদের পাঠানোর ব্যবস্থা করছে।

ব্লমকোভিস্ট অনেক চেষ্টা করেও অবশেষে নিজেকে একটা কাজ করা থেকে বিরত রাখতে পারলো না। একটা কার্ড তুলে নিয়ে লিখলো সে : *মেরি ক্রিসমাস এবং শুভ নববর্ষ। গত বছরে তোমার অসাধারণ সাহায্যের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।*

কার্ডে জেইন ডালম্যানের নাম আর *মনোপলি ফিনান্সিয়াল*-এর ঠিকানা লিখলো।

রাতের বেলা বাড়ি ফিরে একটা পোস্টাল প্যাকেজ পাবার নোটিফিকেশন পেলো ব্লমকোভিস্ট। পরদিন অফিসে যাবার পথে প্যাকেজটা তুলে নিলে দেখতে পেলো সেটার ভেতরে মশা মারার একটি ওষুধ আর এক বোতল মদ রয়েছে, সেই সাথে একটা চিরকুট : *তোমার যদি অন্য কোনো পরিকল্পনা না থাকে তাহলে বলছি, আমি মিডসামার ইভে আরোমা ডকে থাকবো।* প্যাকেজটা এসেছে রবার্ট লিন্ডবার্গের কাছ থেকে।

সাধাণত ক্রিসমাসের এক সপ্তাহ আগে *মিলেনিয়াম*-এর অফিস বন্ধ হয়ে নতুন বছরের প্রথম দিনে খুলে থাকে, এ বছর অবশ্য তার ব্যতিক্রম করা হলো। সারা বিশ্বের সব জায়গা থেকে সাংবাদিকেরা যখন তখন ফোন ক'রে যাচ্ছে। ক্রিসমাসের আগের দিন হঠাৎ করেই ব্লমকোভিস্টের নজরে পড়লো *ফিনান্সিয়াল টাইমস*-এর একটি আর্টিকেল। তারা আর্ন্তজাতিক ব্যাঙ্কিং কমিশনের তদন্তের উপর একটি রিপোর্টিং করেছে। এই কমিশনটি গঠিত হয়েছিলো ওয়েনারস্ট্রমের সাম্রাজ্য পতনের পর পরই। কমিশন অনুমাণ করতে পেরেছে যে, ওয়েনারস্ট্রম শেষ মুহূর্তে জেনে গিয়েছিলো তার সব কিছু ফাঁস হয়ে যাচ্ছে।

কেম্যান আইল্যান্ডের ক্রোয়েনফেল্ড ব্যাঙ্কে তার একাউন্টে গচ্ছিত ২৬০ মিলিয়ন ডলার–আনুমানিক ২.৫ বিলিয়ন সুইডিশ ক্রোনার–*মিলেনিয়াম*-এর রিপোর্টটা প্রকাশিত হবার আগের দিন তুলে ফেলা হয়েছিলো।

অনেকগুলো একাউন্টে টাকাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, কেবলমাত্র ওয়েনারস্ট্রমই এসব টাকা তুলতে পারতো। তাকে অবশ্য ওখানে উপস্থিত হয়ে টাকাগুলো তোলার দরকার ছিলো না। কতোগুলো ক্লিয়ারিং কোডের সাহায্যে বিশ্বের যেকোনো ব্যাঙ্কে টাকা ট্রান্সফার করা সম্ভব। টাকাগুলো নাকি সুইজারল্যান্ডে ট্রান্সফার করা হয়েছে, তার এক নারী সহযোগী এইসব ফান্ড অজ্ঞাত প্রাইভেট বন্ডে রূপান্তর ক'রে নিয়েছে। সবগুলো ক্লিয়ারিং কোডই ঠিকঠাক মতো প্রদান করা হয়েছিলো।

ইউরোপোল তার সেই সহযোগীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। মোনিকা শোলস নামের ঐ মেয়ে একটি বৃটিশ পাসপোর্ট চুরি করে জুরিখের ব্যয়বহুল হোটেলে অবস্থান করছিলো। এক সার্ভিলেন্স ক্যামেরা থেকে মেয়েটির পরিস্কার ছবি পাওয়া গেছে–ছোটোখাটো এক মেয়ে, বয়কাট সোনালি চুল, প্রশ্বস্ত ঠোঁট আর বিশাল বক্ষ। নামী ডিজাইনারের পোশাক আর জুয়েলারি পরে আছে।

পত্রিকায় ছাপানো ছবিটা দেখেই ব্লমকোভিস্টের চোখ কুচকে এলো। ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পর ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে আরো ভালোভাবে দেখে নিলো সে।

শেষে পত্রিকাটা রেখে নির্বাক হয়ে বসে রইলো কিছুক্ষণ। এক পর্যায়ে এমন উচ্চস্বরে হাসতে শুরু করলো যে মাম দরজার কাছে এসে বিস্ময়ে চেয়ে রইলো তার দিকে।

ক্রিসমাসের দিন সকালবেলায় সাবেক স্ত্রী আর মেয়ে পারনিলাকে দেখার জন্য অর্স্তায় চলে গেলো ব্লমকোভিস্ট। পারনিলাকে তার চাহিদামতো একটি কম্পিউটার উপহার দিলো সে। সাবেক স্ত্রী মনিকার কাছ থেকে একটা টাই আর মেয়ের কাছ থেকে এইক এডওয়ার্ডসনের একটি ডিটেক্টিভ উপন্যাস উপহার পেলো। গত ক্রিসমাসের তুলনায় এই ক্রিসমাসে তাদের আনন্দ অনেক বেশি, কারণ চারদিকে *মিলেনিয়াম* আর ব্লমকোভিস্টের প্রশংসা আর স্তুতি এখনও চলছে।

তারা সবাই একসাথে লাঞ্চ করলো। আড়চোখে মেয়ের দিকে তাকালো মিকাইল। তার মেয়ে হেডেস্টাড থেকে চলে আসার পর তাকে আর দেখে নি। বুঝতে পারলো মেয়ের স্কেলেফটিয়া ধর্মীয় গ্রুপের ব্যাপারে যে আগ্রহ সেটা নিয়ে মনিকার সাথে কথা বলতে পারে নি আর। তাদেরকে বলতে পারলো না মেয়ের বাইবেল জ্ঞানের পরিধি এতোটাই ব্যাপক যে তার কাণেই আসলে হ্যারিয়েট রহস্যটা উন্মোচিত করা সম্ভব হয়েছে। হেডেস্টাড থেকে চলে আসার পর মেয়ের সাথে তার কথাও হয় নি।

বাবা হিসেবে সে খুব একটা সুবিধার নয়।

লাঞ্চের পর মেয়ের কপালে চুমু খেয়ে সালান্ডারের সাথে দেখা করার জন্য চলে এলো স্লাসেনে। ওখান থেকে তারা দু'জনে চলে গেলো স্যান্ডহামে। *মিলেনিয়াম*-এর বোমা বিস্ফোরণের পর থেকে তাদের মধ্যে খুব একটা দেখা হয় নি। বাকি ছুটির দিনগুলো তারা একসঙ্গেই কাটিয়ে দিলো।

সালান্ডার সব সময়ই ব্লমকোভিস্টের সঙ্গ পছন্দ করে কিন্তু তার কাছ থেকে ধার করা ১২০০০০ ক্রোনার যখন ফিরিয়ে দিতে গেলো তখন তার অভিব্যক্তি দেখে এক ধরণের অস্বাস্তিকর অনুভূতি হতে লাগলো মেয়েটির।

আশেপাশে ঘুরে বেরিয়ে এবং ভালো রেস্তোরাঁয় খাবার খেয়ে কটেজে এসে তারা এলভিস প্রিসলির গান শুনলো আর ইচ্ছেমতো সেক্স করলো। ওখানে থাকার সময় মাঝেমধ্যেই নিজের অনুভূতিগুলো বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করলো সালান্ডারের।

ব্লমকোভিস্টকে প্রেমিক হিসেবে মেনে নিতে তার কোনো সমস্যা নেই। তাদের সম্পর্কের মধ্যে অবশ্যই শারীরিক আকর্ষণ রয়েছে। তাছাড়া লোকটা কখনও তাকে জ্ঞান দেবার চেষ্টা করে না।

তার সমস্যা হলো মিকাইলের প্রতি নিজের অনুভূতিটা বুঝতে না পারা। সাবালকত্ব হবার পর থেকে কোনো পুরুষকেই তার জীবনে এতো কাছাকাছি আসতে দেয় নি সে। সত্যি বলতে কি, মিকাইল তার সমস্ত প্রতিরক্ষা ব্যুহ্য ভেদ করে ঢুকে পড়েছে। তার একান্ত ব্যক্তিগত সব ব্যাপারগুলো জানতে চায়। সেসব নিয়ে কথা বলতে চায় তার সাথে। তার বেশিরভাগ প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেলেও এমন অনেক কথা তার কাছে বলেছে যা এর আগে কখনও কারো কাছে বলে নি। এমনকি তাকে মৃত্যুর হুমকি দিলেও সেসব কথা বলতো কিনা সন্দেহ আছে। এই ব্যাপারটা তাকে ভীত করে তোলে, তার কাছে মনে হয় মিকাইলের কাছে সে একেবারে নগ্ন হয়ে পড়েছে, নাজুক হয়ে যাচ্ছে তার ইচ্ছের কাছে।

আবার ঠিক একই সময়—তাকে যখন ঘুমিয়ে থাকতে দেখে, তার নাক ডাকা শুনতে থাকে—তার কাছে মনে হয় এ জীবনে অন্য কাউকে এতোটা বিশ্বাস করে নি। সে খুব ভালো করেই জানে তার সম্পর্কে মিকাইল যা জানে সেসব ব্যবহার করে কোনোদিনও তার কোনো ক্ষতি করবে না সে। এটা তার স্বভাবও নয়।

কেবলমাত্র তাদের সম্পর্কটা নিয়েই তারা কোনো রকম আলাপ আলোচনা করে নি। সালান্ডারের কখনও সাহস হয় নি, আর ব্লমকোভিস্ট কখনও এই প্রসঙ্গটা তোলে নি।

দ্বিতীয় দিনের সকালে, কোন এক সময় হঠাৎ করেই মারাত্মক একটি বোধোদয় হলো সালান্ডারের। কিভাবে, কেন এটা হলো সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। আর এটার সাথে কিভাবে খাপ খাইয়ে চলবে তাও বুঝতে পারলো না। জীবনে এই প্রথম প্রেমে পড়েছে সে।

সে যে তার দ্বিগুন বয়সী সেটা নিয়েও তার মধ্যে কোনো খচখচানি নেই। কিংবা এই লোকটাই যে বর্তমান সময়ে সুইডেনের সবচাইতে পরিচিত আর জনপ্রিয় মুখ সেটাও তার কাছে কোনো ব্যাপার নয়। ব্লমকোভিস্ট এখন *নিউজউইক*-এর প্রচ্ছদকাহিনীতে ঠাঁই পেয়েছে। সেলেব্রেটির মর্যাদা পাচ্ছে সে। তবে ব্লমকোভিস্ট কোনো উত্তেজক ফ্যান্টাসি কিংবা দিবাস্বপ্ন নয়। এটার পরিসমাপ্তি হতে হবে। এই সম্পর্কটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সালান্ডারকে তার কিসের দরকার? অন্য আরেকজন তার জীবনে আসার আগে সে হয়তো নিতান্তই একটি টাইমপাসের বিষয়।

সালান্ডার বুঝতে পারলো ভালোবাসা মানে হৃদয় বিস্ফোরিত হবার মুহূর্ত।

ঐদিন শেষ রাতে ব্লমকোভিস্ট ঘুম থেকে উঠলে সালান্ডার তার জন্য কফি বানিয়ে নাস্তা কেনার জন্য বাইরে চলে গেলো। নাস্তার টেবিলেই মেয়েটার আচার

আচরণে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলো সে–আগের চেয়ে অনেকটাই শান্তশিষ্ট। তার কাছে যখন জানতে চাইলো কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা তখন নির্বিকারভাবে শুধু তার দিকে তাকিয়ে রইলো মেয়েটা।

ক্রিসমাসের ছুটি শেষে, নতুন বছরের আগের দিন ব্লমকোভিস্ট ট্রেনে ক'রে হেডেস্টাডে চলে গেলো। ফ্রোডি যখন স্টেশনে তাকে নিতে এলো দেখতে পেলো শীতের পোশাক পরেই এসেছে, আগের বারের মতো ভুল করে নি। তার রিপোর্টের সফলতার জন্য তাকে কংগ্রাচুলেট করলো ভদ্রলোক। আগস্টের পর এই প্রথম হেডেস্টাডে এলো সে, আর ঠিক এক বছর আগে এই সময়টাতেই প্রথম এখানে পা রেখেছিলো। তাদের মধ্যে হালকা কথাবার্তা হলো, তবে অনুচ্চারিত রয়ে গেলো অনেক অকথিত বিষয়। ব্লমকোভিস্টের খুব অস্বস্তি লাগছে।

সব কিছুই প্রস্তত করে রাখা ছিলো ফলে ফ্রোডির সাথে কাজ সেরে নিতে কয়েক মিনিট লাগলো তার। ফ্রোডি পুরো টাকাটা বিদেশী কোনো ব্যাঙ্কে ডিপোজিট করার প্রস্তাব দিলেও ব্লমকোভিস্ট পুরো লেনদেনটা স্বাভাবিক আর বৈধভাবে করার পক্ষপাতি।

"আমি অন্য কোনোভাবে এই পেমেন্টটা নিতে চাইছি না," ফ্রোডি জোর করলে তাকে থামিয়ে বললো সে।

তার এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র অর্থনৈতিক নয়। সে এবং সালান্ডার যখন তড়িঘড়ি করে হেডেবি ছেড়ে চলে যায় তখন কিছু বইপত্র আর জামাকাপড় রেখে চলে গিয়েছিলো।

অসুখ থেকে সেরে ওঠার পরও ভ্যাঙ্গারের শরীর বেশ দুর্বল, তবে হাসপাতাল ছেড়ে বাড়িতে চলে এসেছে সে। তাকে দেখাশোনা করে সার্বক্ষণিক একজন প্রাইভেট নার্স। সেই নার্স তাকে হাটাহাটি করতে কিংবা সিঁড়ি বাইতে বারণ করেছে। এমনকি তাকে আপসেট করতে পারে এরকম কোনো কথাও যেনো না বলা হয় সে ব্যাপারে সতর্ক ক'রে দিলো তাকে। ক'দিন আগে তার সর্দি লেগেছে, তাই বিছানায় শুয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছে নার্স।

"তারচেয়ে বড় কথা এই নার্সটি খুবই ব্যয়বহুল," ভ্যাঙ্গার অভিযোগের সুরে বললো।

ব্লমকোভিস্ট ভালো করেই জানে এরকম ব্যয়বহুল নার্স পোষার ক্ষমতা ভ্যাঙ্গারের রয়েছে। সে হেসে ফেলার আগপর্যন্ত মুখ গোমড়া করে রাখলো ভ্যাঙ্গার।

"যা করেছো তাতে প্রতিটি ক্রোনারই তোমার প্রাপ্য।"

"সত্যি বলতে কি, আমি কখনও ভাবতে পারি নি যে এই কেসটার সমাধান করতে পারবো।"

“তোমাকে ধন্যবাদ দেয়ার কোনো ইচ্ছে আমার নেই,” বললো ভ্যাঙ্গার।

“আমিও আশা করি না আপনি সেটা করবেন। আমি এখানে এসেছি এ কথাটা বলতে যে কাজটা শেষ হয়ে গেছে।”

ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসলো ভ্যাঙ্গার। “তুমি কাজটা এখনও শেষ করো নি,” বললো সে।

“আমি জানি।”

“চুক্তিমতো তুমি তো এখনও ভ্যাঙ্গার পরিবারের ইতিহাস লেখো নি।”

“জানি। আমি সেটা লিখবোও না। সত্যি বলতে কি আমি সেটা লিখতে পারবো না। মুখ্য একটি ঘটনা বাদ দিয়ে আমি ভ্যাঙ্গারদের ইতিহাস লিখতে পারবো না। মার্টিনের অধ্যায়ে আমি কি লিখবো? তার সিইও থাকাকালীন সময়টাকে লিখবো আর তার বেসমেন্টের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কিছু লিখবো না সেটা তো হতে পারে না। হ্যারিয়েট ভ্যাঙ্গারের জীবন ধ্বংস না করে এই ইতিহাসটা লেখাও যাবে না।”

“তোমার সংকটটা আমি বুঝতে পারছি, তুমি যে না লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছো তার জন্যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।”

“আপনাকে কংগ্রাচুলেশন। আপনি আমাকে দুর্নীতিগ্রস্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। আপনার সাথে যেসব কথোপকথন রেকর্ড করেছিলাম আর এ সংক্রান্ত যতো নোট জোগার করেছিলাম সবই নষ্ট ক'রে ফেলেছি।”

“আমি অবশ্য মনে করি না তুমি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েছো,” বললো ভ্যাঙ্গার।

“এরকমটি আমিও মনে করতে পছন্দ করি।”

“তুমি সাংবাদিক এবং মানুষ, এ দুয়েরর মধ্যে একটা ভূমিকাকে বেছে নিয়েছো। আমি কখনও তোমার মুখ বন্ধ রাখতে পারতাম না।”

ব্লমকোভিস্ট কিছু বললো না।

“সিসিলিয়াকে পুরো গল্পটা আমরা বলেছি। ফ্রোডি আর আমি খুব জলদিই চলে যাবো, পরিবারের মধ্য থেকে হ্যারিয়েটের একজন সমর্থক দরকার আছে। বোর্ডে সিসিলিয়া সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। এখন থেকে সে আর হ্যারিয়েট ফার্মের সব দায়িত্ব পালন করবে।”

“সবকিছু শোনার পর ব্যাপারটা কিভাবে নিলো সে?”

“সব শুনে রীতিমতো কাঁপতে শুরু করে দেয়। কিছুদিনের জন্য সে দেশের বাইরে গেছে। আমি এমনকি ভয় পেয়ে গেছিলাম সে বুঝি আর ফিরে আসবে না।”

“কিন্তু সে ফিরে এসেছে।”

“আমাদের পরিবারে সিসিলিয়ার সাথে যে ক'জনের ভালো সম্পর্ক ছিলো তার মধ্যে মার্টিন ছিলো অন্যতম। সুতরাং তার পক্ষে ঘটনাটা হজহম করা সহজ

ছিলো না। তুমি এই পরিবারের জন্য কি করেছো সেটাও এখন সে জেনে গেছে।"

ব্লমকোভিস্ট কাঁধ তুললো কেবল।

"সুতরাং, মিকাইল...তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ," বললো ভ্যাঙ্গার।

"এই পরিবারের সাথে জড়িয়ে পড়েছি বলেই হয়তো তাদের ইতিহাস লিখতে পারি নি। এখন আমাকে বলুন, আবারো সিইও হতে পেরে কেমন লাগছে?"

"খুব অল্প সময়ের জন্য হয়েছি, তবে...আমার বয়স যদি আরেকটু কম হতো তাহলে দারুণ হতো। দিনে মাত্র তিন ঘণ্টা কাজ করি। এই ঘরেই সবগুলো মিটিং হয়ে থাকে। ডার্চ আবারো আমার লিগ্যাল উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতে শুরু করেছে।"

"তাহলে তো জুনিয়র এক্সিকিউটিভরা নড়েচড়ে বসেছে। আমার কাছে মনে হয়েছে ডার্চ কেবলমাত্র আপনার ফিনান্সিয়াল উপদেষ্টাই নয়, বরং আপনার হয়ে সব ধরণের সমস্যা সমাধান করে থাকে সে।"

"ঠিক বলেছো। তবে এখন সব সিদ্ধান্ত নেয়া হয় হ্যারিয়েটের সাথে আলাপ আলোচনা করে। অফিসে নিয়মিত বসছে সে।"

"সবকিছু কিভাবে সামলাচ্ছেন উনি?"

"তার ভাই আর মায়ের শেয়ারের উত্তরাধিকার পেয়েছে সে। এখন সে একাই কর্পোরেশনের মোট ৩৩ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে।"

"এটা কি যথেষ্ট?"

"জানি না। বার্জার তার সাথে ঝামেলা তৈরি করার চেষ্টা করছে। আলেকজান্ডারও যোগ দিয়েছে তার সাথে। আমার ভাই হেরাল্ডের ক্যান্সার ধরা পড়েছে, খুব বেশিদিন বাঁচবে না। তার ৭ শতাংশ শেয়ার পাবে তার ছেলেমেয়েরা। সিসিলিয়া আর আনিটা হ্যারিয়েটের পক্ষেই থাকবে।"

"তাহলে তারা সবাই মিলে মোট ৪৫ শতাংশের মালিক।"

"এই পরিমাণ ভোটিং কার্টেল আমাদের পরিবারে এর আগে ছিলো না। এক-দু শতাংশের মালিক এরকম অনেকেই আমাদের বিরুদ্ধে ভোট দেবে। ফেব্রুয়ারিতে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে হ্যারিয়েট।"

"তাহলে তো উনি খুব খুশি হবেন।"

"না, এটা প্রয়োজনে করা হচ্ছে। আমাদের দরকার হবে নতুন পার্টনার আর নতুন কর্মীবাহিনী। অস্ট্রেলিয়াতে তার কোম্পানির সাথে আমাদের যৌথ কারবার করার সুযোগ আছে। অনেক সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এখন।"

"হ্যারিয়েট এখন কোথায় আছেন?"

"তোমার ভাগ্য ভালো নয়। সে এখন লন্ডনে আছে। সেও তোমাকে দেখতে চাইছে।"

"উনি যদি আপনার স্থলাভিষিক্ত হন তাহলে জানুয়ারিতে আমাদের বোর্ড মিটিংয়ে উনার সাথে দেখা হচ্ছে।"

"জানি সেটা।"

"আমার মনে হয় উনি বুঝতে পেরেছেন ষাট দশকে কি ঘটেছিলো সেটা আমি এরিকা বার্গার ছাড়া অন্য কাউকে বলবো না। আর এরিকা বার্গারের এটা জানতেই হবে তেমনটা মনে হচ্ছে না আমার কাছে।"

"তাকে অবশ্যই জানতে হবে। তুমি নীতিবান একজন লোক, মিকাইল।"

"কিন্তু তাকে এটা জানালে পরবর্তীতে সমস্যা হতেও পারে।"

"আমি তাকে সতর্ক ক'রে দেবো।"

বৃদ্ধের চোখে ঘুম ঘুম ভাব চলে এলে ব্লমকোভিস্ট বিদায় নিলো। নিজের সবকিছু দুটো সুটকেসে ভরে কটেজের দরজাটা শেষবারের মতো বন্ধ ক'রে দিলো সে। একটু ভেবে সিসিলিয়ার দরজায় গিয়ে নক করলো মিকাইল, তবে সে বাড়িতে নেই। পকেট ক্যালেন্ডার থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে তাতে লিখলো : *তোমার জন্য শুভ কামনা। পারলে আমাকে ক্ষমা করে দিও। মিকাইল।* চিরকুটটা তার লেটার বাক্সে ফেলে দিয়ে পা বাড়াতেই মার্টিন ভ্যাঙ্গারের ফাঁকা বাড়ির রান্নাঘরের জানালা দিয়ে দেখতে পেলো একটা ইলেক্ট্রিক ক্রিসমাস মোমাবাতি জ্বলছে।

শেষ ট্রেনটা ধরে স্টকহোমে ফিরে এলো ব্লমকোভিস্ট।

ছুটির দিনগুলোতে সালান্ডার সারা বিশ্বের সাথে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখলো। টেলিফোনে কোনো কল রিসিভ করলো না, এমনকি নিজের কম্পিউটারটা নিয়েও বসলো না একবারের জন্য। জামাকাপড় ধুয়ে আর অ্যাপার্টমেন্টটা সাফসুতরো ক'রে দু'দিন পার করে দিলো সে। বছরখানেক আগের পিজ্জা বক্স আর সংবাদপত্র বান্ডিল করে নীচের তলায় রেখে এলো। তার কাছে মনে হলো নতুন একটি জীবন শুরু করতে যাচ্ছে বুঝি। নতুন একটি অ্যাপার্টমেন্ট কেনার কথাও ভাবলো সে-যথা সময়ে সেটা করা হবে-তবে যতোদিন এখানে আছে সবকিছু পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখবে। আগের মতো আর নোংরা পরিবেশে থাকবে না।

সব গোছগাছ ক'রে মূর্তির মতো বসে রইলো সালান্ডার। এ জীবনে কখনও এতোটা উদগ্রীব হয় নি। মনে মনে চাচ্ছে মিকাইল ব্লমকোভিস্ট তার দরজার কলিংবেল বাজাক...তারপর? তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নেবে? কামনায় জ্বলে উঠে তাকে বিছানায় নিয়ে গিয়ে তার শরীর থেকে সব জামাকাপড় খুলে ফেলবে? না। সে কেবল তার সঙ্গ কামনা করছে। সে চাচ্ছে মিকাইল এসে

বলুক সে যেমনই হোক না কেন তাকে সে খুব পছন্দ করে। তার জীবনে সালান্ডার খুবই বিশেষ কিছু। সে চাচ্ছে তাকে ভালোবাসার কথা বলুক, শুধুমাত্র বন্ধুত্ব আর সঙ্গী হিসেবে নয়। *আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে,* ভাবলো সে।

নিজের উপর তার কোনো আস্থা নেই। ব্লমকোভিস্ট বাস করে জনবহুল এক দুনিয়ায়, সম্মান আর ভালো চাকরি আছে তার, সুশৃঙ্খল এবং পরিপক্ক সব লোকজনের এক জগৎ সেটা। তার বন্ধুবান্ধবেরা এমন সব কাজ করে যার জন্য তারা টিভি পর্দায় হাজির হয়, খবরের শিরোনাম হয়, সবার জন্য দারুণ দারুণ সব খবর প্রস্তুতও করে তারা। *আমাকে তার কি দরকার?* সালান্ডার সবচাইতে বেশি যে জিনিসটা নিয়ে ভয় পায় সেটা হলো লোকজন তার অনুভূতির কথা শুনে হেসে গড়াগড়ি খাবে। আচমকা তার সযত্নে তৈরি করা সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে ব'লে মনে হলো তার কাছে।

ঠিক তখনই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো সে। প্রয়োজনীয় সাহস সঞ্চয় করতে কয়েক ঘণ্টা লেগে গেলো। তবে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলো তার সাথে দেখা করবে, তাকে জানাবে নিজের অনুভূতির কথা।

অন্যথায় সে আর সহ্য করতে পারবে না।

তার দরজায় নক করার জন্য একটা অজুহাত লাগবে। ক্রিসমাসে তাকে কোনো উপহার দেয় নি, তবে সে জানে কি কিনতে হবে। জাঙ্কশপে পঞ্চাশ আর ষাট দশকের অনেক মেটাল প্লেটের বিজ্ঞাপন-পোস্টার দেখেছে সে। তারমধ্যে একটা ছিলো গিটার হাতে রক এন রোল কিং এলভিস প্রিসলির একটি ছবি, ছবিটার পেছনে একটা কার্টুন বেলুনে লেখা ছিলো : হার্টব্রেক হোটেল। ইন্টেরিয়র ডিজাইন সম্পর্কে তার কোনো ধারণা না থাকলেও বুঝতে পারলো ব্লমকোভিস্টের স্যান্ডহামের কেবিনে এটা বেশ ভালো মানিয়ে যাবে। মাত্র ৭৮০ ক্রোনার দাম জিনিসটার। ক্রিসমাস উপলক্ষ্যে ছাড় পাওয়াতে ৭০০ ক্রোনারেই কিনতে পারলো সেটা। র‍্যাপিং পেপারে মুড়িয়ে রওনা হলো তার বেলমাঙ্গসগাটানের অ্যাপার্টমেন্টের উদ্দেশ্যে।

হর্নসগাটানে এসে ক্যাফেবারে উঁকি মারতেই দেখতে পেলো ব্লমকোভিস্ট বার্গারিকে নিয়ে বের হচ্ছে। বার্গারের কানে কানে কিছু একটা বললে সে হেসে তার গায়ের উপর ঢলে পড়লো। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে প্রগাঢ় চুমু খেলো তাকে। বেলমাঙ্গসগাটানের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে তারা। তাদের শরীরি ভাষা দেখে ভুল বোঝার কোনো উপায় নেই–তাদের মনে কি ঘুরপাক খাচ্ছে সেটা নিশ্চিত বোঝা যাচ্ছে।

যন্ত্রণাটা এতো দ্রুত আর তীব্রভাবে তাকে গ্রাস করলো যে রাস্তার মাঝখানেই দাঁড়িয়ে পড়লো লিসবেথ। নড়াচড়া করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললো সে। তার মনের একটা অংশ বলছে এক্ষুণি তাদের কাছে ছুটে যেতে, মেটাল প্লেটের

ধারালো কোণা দিয়ে বার্গারের মাথাটা দু'টুকরো ক'রে ফেলতে। কিন্তু কিছুই করলো না। *পরিণতির কথা ভাবো।* অবশেষে শান্ত হয়ে এলো সে।

"কতো বড় বোকা তুমি, সালাভার," কথাটা সশব্দেই বললো সে।

ঘুরে নিজের ঝকঝকে তকতকে অ্যাপার্টমেন্টের দিকে পা বাড়ালো। জিঙ্কেনসডামের কাছে আসতেই শুরু হয়ে গেলো তুষারপাত। রাস্তার পাশে এক ডাস্টবিনে এলভিসকে ছুড়ে ফেলে দিলো লিসবেথ সালান্ডার।

• • •